BLANK PAGE(S)

Tight Binding

INSECT DAMAGE

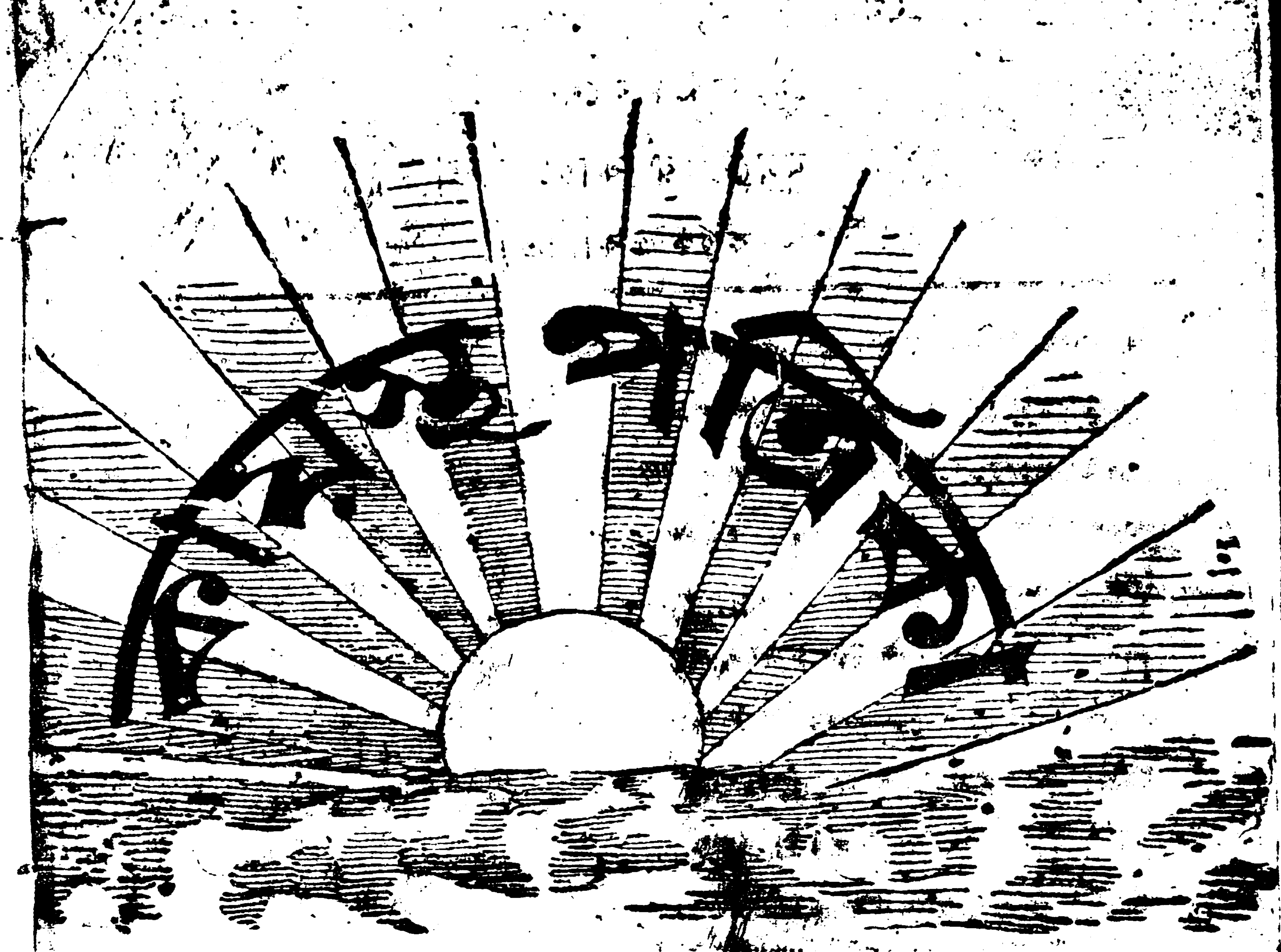

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার একমাত্র মুখপত্র

জাতি, সমাজ, সাহিত্য, ইতিহাস ও ধর্ম্ম-বিষয়ক

মাসিক-পত্র

পত্রিকা-সম্পাদক

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

(নবপর্য্যায়—পঞ্চদশ খণ্ড)

চতুর্বিংশ বর্ষ] [১৩৩২

বাগবাজার, "বিশ্বকোষ-কুটীর",
৯, বিশ্বকোষ লেন হইতে
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৯, বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা, জৈনসিদ্ধান্তপ্রকাশক প্রেসে
শ্রীশ্রীলাল জৈন কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

কায়স্থ-পত্রিকা।

১৩৩২

বাৎসরিক বর্ণানুক্রমিক

সূচী।

অখিলভারত কায়স্থ-মহাসভা—শ্রীগিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার ৪৪৭
অখিল ভারতীয় কায়স্থ মহাসভার কমিশন ... ৩৫৪
অনুপনীত কর্ত্তৃক ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ ... ৪১৪, ৪১৬
অন্নপূর্ণার আসন—শ্রীমতী গিরিবালা দেবী ... ৮২
অশ্রুধারা (কবিতা)—শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী ... ৫৩৮
আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ (১৩৩২ সনের বজেট) ... ১৫৪
আন্তর্গণিক বিবাহ ৫৪৪,৫৪৫
একখানি পত্র—শ্রীভূপতিভূষণ গোস্বামী ... ৩৯৭
এখনও বাঁচিবার ঔষধ আছে—শ্রীঅন্নদাচরণ বর্ম্ম রায় চৌধুরী ২৬০
ওমা বঙ্গভূমি (পদ্য)—শ্রীমন্মথকুমার রায় কাব্যভূষণ বি, এল, ৪৮৫
কর্ম্মচারী ও কাঃ নিঃ সমিতির সভ্যগণের নাম ... ১৮৫,১৮৬
কবীন্দ্র পাত্র—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু এম, আর, এ, এস্ ১৯১,৪২৮
কায়স্থ-কল্যাণ (কবিতা)—শ্রীঅখিলচন্দ্র বসু ... ৩৮৪
কায়স্থ-কুলপঞ্জিকা—শ্রীগণপতি বিদ্যারত্ন ... ৬৬, ১০৮
কায়স্থ ক্ষত্রিয়ত্বের নূতন ব্যবস্থাপত্র ৫
কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব (প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরের উত্তর)—
শ্রীপ্রিয়নাথ বসু শাস্ত্রী ১১৩, ৩৯২
কায়স্থ-পণ্ডিত-সম্প্রদায় গঠন—শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ বর্ম্ম তত্ত্বভূষণ ৪৫৯
কায়স্থ-সমাচার ৩৮, ৮৫, ১২৪
২৩২, ২৭২, ৩৫৭, ৪০২, ৫০১, ৫৪৪
"কায়স্থে" প্রেরিত পত্রের অনুলিপি—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা ৩২
কায়স্থের সেন্‌সাস্—শ্রীগণপতি বর্ম্ম বিদ্যারত্ন এম, আর, এ, এস্ ৪৭
কার্য্য-বিবরণী ... ৩/০, ৩৷/০, ৩৷৶০ ; /০, ৷৶০
ঐ (১৩৩১ সনের বার্ষিক) ১৪৭

কালীকচ্ছের নন্দীরায় বংশ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ... ২৷
৺কালিনাথ মিত্র—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ... ৩৷
ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ (কায়স্থ পণ্ডিত ও প্রচারকগণের সম্মান)—
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দেববর্ম্ম কাব্যতীর্থ, ভাগবতভূষণ, বি-এ ৩৫৳
ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ (কায়স্থ পণ্ডিতের সম্মান ও প্রচারে দান) ৩৬১, ৫৪৬, ৫৫২
খদ্দর-মিলন (গল্প)—শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় ... ২২৷
খোলা চিঠি—শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী ২৷
গান্ধী-অষ্টক বা মহাত্মাষ্টক (কবিতা)—শ্রীগণপতি বিদ্যারত্ন ৪৷
"গিনী হাউসে' কায়স্থ-সম্মেলন ৪১৷
গৌরমোহন দত্ত ও তাঁহার বংশ পরিচয়—শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত বি এল ৯৷
চয়ন ৪৷
চিত্রগুপ্ত (কবিতা)—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ... ২৭৷
চিত্রগুপ্তাভ্যুদয় (নাটিকা) প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা ২৭৷
চিত্রগুপ্তোৎপত্তি ও তাঁহার বংশবিস্তার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু বর্ম্মা ২৯৷
চিত্রগুপ্ত-দেব (শ্রীমূর্ত্তি) ২৭৷
চিত্রগুপ্তপূজা-মহোৎসব ৩১৷
চিত্রগুপ্তপূজা মহোৎসব (মফঃস্বলে)... ... ৩১৯, ৩৬
চিত্রগুপ্তমূর্ত্তি-পরিচয়—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ... ৩০৷
চিত্রগুপ্ত-ব্রতকথা ৩১৷
চিত্রগুপ্ত স্তবগীতি (কবিতা)—শ্রীগণপতি বিদ্যারত্ন ... ২৭
চিত্রগুপ্ত স্তবরাজ ২৭
জেনারেল কালুঘোষ ও আকনাসমাজ—শ্রীবটুকৃষ্ণ সিংহ খাঁ চৌধুরী ৩৬
ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশন ও নিখিল বঙ্গীয় কায়স্থ-সম্মেলন ১৫
দু' ফোঁটা-অশ্রু (কবিতা)—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ... ১
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন (কবিতা)—শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ... ১
৺দক্ষিণাচরণ সেন—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ... ২
ধর্ম্মকার্য্যের সময় নির্ণয়—৺আশুতোষ তর্কতীর্থ ... (
ধ্বংসোন্মুখ কায়স্থ-জাতি—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি এল ২৷
নারী (কবিতা)—শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসু বর্ম্মা ... ৪৷
নূতন বর্ষের আহ্বান (কবিতা)—শ্রীমন্মথকুমার রায় বি,এল কাব্যভূষণ ...

পণপ্রথা ও শ্রীযুক্ত দত্তজ মহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা ... ২১৬
পতিত-মঙ্গল (কবিতা)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র ... ১৯
পত্র—শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মবিদ্যাভূষণ ... ২৩১
পাঠারীয় জাতি—শ্রীগণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন ... ৬
পুস্তক-সমালোচনা—পত্রিকা-সম্পাদক ... ৩৭, ৩৯৯
প্রতিশ্রুতি-পূরণ (গল্প)—রায় বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি,এ ২৪৩
প্রত্যুত্তর—শ্রীস্মরজিৎ দত্ত এম,এ ... ৩২১, ৩৭৬, ৪৭২
প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণবের নিবেদন—(শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা) ... ১৪৫
প্রাপ্তগ্রন্থ-পরিচয় ও আলোচনা—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ও সম্পাদক ২৭০, ৫০৮
প্রেরিত পত্র—শ্রীস্মরজিৎ দত্ত এম,এ ৬০
৺প্যারীচাঁদ মিত্র—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ... ৩৪৫
৺প্যারীচরণ সরকার—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম-এ ... ২২৪
বরপণ-প্রতিকারে খদ্দর (গল্প)—শ্রীতারিণীচরণ ঘোষবর্ম্মা ১৬
বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ ও কায়স্থ জাতি—শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী ১২১
বিবেকবাণী—শ্রীব্যোমকেশ অধিকারী ... ৪১৭
বীর খড়্গা (কবিতা)—৺মুণীন্দ্রনাথ ঘোষ ... ২২৯
"বৈষ্ণবদর্শনে" ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ—প্রভুপাদ রাধাবিনোদ গোস্বামী ২০১
বংকিরার বসুবংশ—শ্রীহরিচরণ বসু ... ৩৮৮
ভারতপূজা-সুরেন্দ্রনাথ (কবিতা)—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ... ২২০
মধু-স্তুতি (কবিতা)—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ... ১০৭
মর্ম্মোচ্ছ্বাস—শ্রীদাশরথি সেনগুপ্ত ... ৫৩৫
মহানুভব মহেন্দ্রনারায়ণ (কবিতা)—'ব্যথিতা' ... ৫২৩
মহাপ্রাণ মহেন্দ্রনারায়ণ (কবিতা) শ্রীগণপতি বিদ্যারত্ন ... ৫২৪
মহেন্দ্রনারায়ণ-স্মৃতি—শ্রীকালিপদ মিশ্র (গঙ্গোপাধ্যায়) বি,এ ৫৩২
মহেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতিসভা—শ্রীঅমৃতলাল সিংহচৌধুরী বর্ম্মা ... ৫২৪
মহেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি-পূজায় কায়স্থ সম্মেলন—শ্রীযতীশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা ৫৪৯
মুস্কিল-আসান (গল্প) খগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্ম কাব্যবিনোদ ... ৪৮৬
মৃতের অসম্মান—পরিব্রাজক শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী ... ২৬৬
মৃত্যুবিজয়ী মহেন্দ্রনারায়ণ—পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী ... ৫১৪
যমের স্বরূপ (উদ্ধৃত) ৩০৬

যশোরাধিপ-পরাজয় (কবিতা)—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা ...	৩৩৭
৺রামগোপাল ঘোষ—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা ...	৪৩৭
লর্ডসিংহের বক্তৃতা (উদ্ধৃত)	৩৬৭
শূদ্র কে ?—শ্রীরসিকচন্দ্র বসুবর্ম্ম বিদ্যাবিনোদ শাস্ত্রী ...	৫৫
শোকাশ্রু—শ্রীসত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫৪১
শোকোচ্ছ্বাসঃ (কবিতা)—শ্রীদেবকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণঃ ...	৫৩৭
শ্রীপুর টাকীসমাজ (উপনয়ন বিবরণ)—শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষবর্ম্মা	১২৫
৺শ্রীবনবিহারী সেনবর্ম্মা (শ্রাদ্ধবিবরণ) ...	৩৮
সভাপতির সম্বোধন—মহারাজা জগদীশনাথ রায়বর্ম্মা ...	১৩৯
সভা-সমাজ-মিলন-প্রস্তাবের আলোচনা ...	কাঃ বিঃ ।।০
সমন্বয় (গল্প)—ডাঃ খগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্ম বিদ্যাভূষণ, সাহিত্যভূষণ	১০
সম্পাদকের নিবেদন (পত্রিকা-সম্পাদক) ...	১৮৯
সংবাদ	৮৮,
স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় স্মৃতিসভা—পরিব্রাজক সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী	৩৬৫
~~স্বর্গীয় মহেন্দ্রনারায়ণ~~—রায় বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি,এ	৫১১
স্বজাতি সংস্কারে কবিবর নবীনচন্দ্র—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা ...	৪৮২
স্বাগতম্ (কবিতা)—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ...	১
সাত্ত্বিক দান ...	৫০৬
সাধু শ্রীমৎ নাগ মহাশয় (কবিতা)—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ...	২৫৫
সারদাচরণ-আর্য্য-বিদ্যালয়ের দান পত্র ...	৪৯৮
সাহিত্যের বিকার—শ্রীচারুশীলা মিত্র ..	৩৪৩
সেনবংশের জাতিনির্ণয়—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, এম্-আর্-এ-এস্	২৩৭
স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্বর্দ্ধনা ...	৪০২
স্ত্রীলোকের নাম—শ্রীরসিকচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ ...	৩৩৫
স্মৃতিতর্পণ—শ্রীশ্রীশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা ...	৫৩৩

DOUBLE COLOUR

কায়স্থ-পত্রিকা

২৪ বর্ষ } বৈশাখ—১৩৩২ { ১ম সংখ্যা

স্বাগতম্

কালের আরম্ভ কোন কালে—কেবা জানে সে রহস্য-কথা।
অখণ্ডের খণ্ডিত বিভাগ, নব-নামে জানায় বারতা ॥
চির-পুরাতন ছিল যেবা, কহে তা'রে নূতন বরষ।
সুখ-আবরণে দুঃখ আসে, উদ্বেলিত প্রাণের হরষ ॥
পুরাতনে দেয় বিসর্জ্জন, জরাগ্রস্ত ভাবিয়ে তাহারে।
আজ যা'রে করে আবাহন, জানে না সে পূর্ণ যে বিকারে ॥
চক্রবৎ চলে এই মত কাল-গতি জগৎ-বিস্ময়।
শোক-জর্জ্জরিত নিত্যরূপ যার, তারে ভাবে সুধাশ্রয় ॥
নূতনের মোহ-অন্ধকারে অন্ধ করে মোদের নয়ন।
নবাগত অতিথিরে তাই, প্রতি বর্ষে করি আবাহন ॥
দূরে যাও তুমি পুরাতন, অতীতের গভীর গহ্বরে।
নিয়ে যাও পুঁছে স্মৃতি-ব্যথা, কোন চিহ্ন রেখ না অন্তরে ॥
নবরূপে স্বাগত অতিথি, লহ নতি দলিত জাতির।
অধীনতা-আয়স-শৃঙ্খলে হস্ত-পদ-বাঁধা এ প্রাচীর ॥
মনোমাঝে কত নব আশা জাগে সদা, কি কব তোমায়।
প্রাণ খুলে অন্তরের জ্বালা কব মোরা, আছে কি উপায় ॥
রুদ্ধ-বাক্ বহু দিন হ'তে, রুদ্ধ পুনঃ লেখনী-চালন।
রাজা, প্রজা, জগতের ভাই শুনিল না প্রাণের বেদন ॥
ব্রহ্মচর্য্য-তপস্যাবিহীন বর্ণ-গুরু ভূদেব-সন্তান।
সূত্রে-মাত্র দেয় পরিচয়, কিসে রক্ষা হ'বে শাস্ত্র-মান ॥

কোথা সেই মহাশূরবীর অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়-তনয়।
শত্রু-হৃদি-আতঙ্ক-সঞ্চারী কোথা সেই বীর্য্য-পরিচয়॥
কোথা সেই কৃষি-পণ্য-প্রাণ মহাধনী বনিকের দল।
কোটী কোটী বিত্তের সঞ্চয়ে বাড়াইবে স্বদেশের বল॥
কোথা সেই শ্রদ্ধা-অবনত পরিশ্রমী অনুন্নত জন।
অস্থি-মজ্জা দেশ ও জাতির, দেশ-দশ-সেবাপরায়ণ॥
কেন এল হেন বিপর্য্যয়,—কে লইছে সন্ধান তাহার।
কার প্রাণ কান্দে নিরন্তর, কে প্রেমিক চায় প্রতিকার॥
তারস্বরে হ'তেছে ধ্বনিত সনাতন ধর্ম্মের মহিমা।
মৌখিক এ বৃথা আস্ফালনে বাড়িবে কি জাতির গরিমা॥
আব্রাহ্মণ বর্ণাশ্রমী জন, কে রেখেছে শুদ্ধ অনুষ্ঠান।
নিজের প্রাধান্য-অহঙ্কারে পরস্পরে হানে ঘৃণা-বাণ॥
অনুন্নত ঈশ্বর-সন্তানে যে পারে করিতে উন্নয়ন।
পদানত হয় লোক তাঁর, তাঁ'রে কয় ব্রাহ্মণ সুজন॥
ব্যক্ত করে আত্মার স্বরূপ—তাই হিন্দু-ধর্ম্ম সনাতন।
"তত্ত্বমসি" যার শেষ কথা, মহাসত্য শ্রুতির বচন॥
পূজা, পাঠ, অর্চ্চনা, বন্দনা, হোম, যাগ, নানা অনুষ্ঠান।
মর্ম্ম-কথা নাহি বুঝ যদি, কিছুই না হ'বে ফলবান॥
শৃঙ্খলিত এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিধাতার চরণের তলে।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল-বিম্ব সব মিসে যাবে কারণের জলে॥
হে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বণিক, কেন কর বৃথা অভিমান।
'শূদ্র' নামে ঘৃণাবাস যারে সে ও হবে ব্রহ্মে অবস্থান॥
দ্বেষ-হিংসা, বৃথা অহমিকা কর ত্যাগ, শ্রেয় যদি চাও।
বিশিষ্টতা পাবে মহতের, পতিতের হাত ধ'রে নাও॥
যেই দিন, হে মোর স্বজাতি, এই ভাবে হবে অগ্রসর।
নব-বর্ষ নব জাগরণে সেই দিন হইবে ভাস্বর॥
বহু আশে আহ্বানি তোমায়, এস, এস নব অভ্যাগত।
ভারতের নব-জাগরণ এনে দাও, হে চির-শাশ্বত॥

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

১১।১।৩২

নূতন-বর্ষে আহ্বান।

এস গো সকলে কায়স্থ-সন্তান,
নূতন বরষে দিয়ে মনপ্রাণ
স্বজাতির কার্য্য করি!

সব ভাই ভাই, কোন ভেদ নাই,
যদি গো সকলে এক হ'য়ে যাই,—
তবে আর কা'রে ডরি!

এস গো সকলে সমগ্র ভারতে,
কায়স্থ-সন্তান ধরি হাতে হাতে,
বাজায়ে বিজয়-ভেরী!

জাতির কল্যাণে করি সবে কাজ,
পদতলে দলি' সর্ব্ব-ভয়-লাজ
ভাঙ্গিয়া ভ্রান্তির-বেড়ি!

কে বলে আমরা অতি ক্ষুদ্র, খর্ব্ব,
জানে ইতিহাস আমাদের গর্ব্ব,
চিরদিন মোরা উচ্চ।

ক্ষত্রিয় আমরা মহাবীর্য্যবান,
চিরকাল আছে পদ-গর্ব্ব-মান,
কভু নয় মোরা তুচ্ছ!

আমরা আপন কর্ম্মের গৌরবে,
ধর্ম্মের প্রভাবে চরিত্র-সৌরভে
সমাজের উচ্চস্তরে,

ল'ভেছি যে স্থান রাখিব সে মান,
যতই তাহারা হিংসাহত প্রাণ
বালুক না অহঙ্কারে।

কহিছে নিন্দুক দ্বেষ-ভরে যাহা,—
হাসিমুখে মোরা উপেক্ষিয়া তাহা,
পালিব আশ্রম-ধর্ম্ম।

যা'তে পায় সবে উচ্চ–শিক্ষা–দীক্ষা,
না চাহিতে হয় কোথা, কোন ভিক্ষা,
সাধিব কর্ত্তব্য কর্ম্ম !

স্বজাতির মধ্যে দ্বেষ-হিংসা-ভেদ
শীঘ্র ঘুচে যা'ক, সকলে অভেদ,—
তবে ত সবল হ'বে।

পণ-নামে দুষ্ট সমাজের ক্ষত
এখনি কর হে সমূলে নিহত,
দৈন্য কিছু নাহি রবে !

নহে মৃত্যু ইহা মোহ ক্ষণিকের,
জেগেছে জগতে বাণী-উৎসাহের,
আসে হের নববর্ষ !

বর্ণাশ্রমধর্ম্মে হ'য়ে আস্থাবান;
এস রাখি সবে ক্ষত্রিয়ের মান,
তবে ত জাগিবে হর্ষ॥

শ্রীমন্মথকুমার রায়
(বি, এল ; বি, সি, এস,

বঙ্গদেশীয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে

বঙ্গবিশ্রুত পণ্ডিতগণের নূতন ব্যবস্থাপত্র।

"ক্ষত্রিয়বর্ণসম্ভূতৈঃ প্রপিতামহাদ্যূর্দ্ধতনবহুপুরুষপারম্পর্য্যেণ ব্রাত্যৈরপি কায়স্থৈঃ বিহিত প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানানন্তরং গৃহীতোপবীতৈঃ দ্বাদশাহমশৌচমনুষ্ঠেয়ং ত্রয়োদশ দিনেঽশৌচান্তদ্বিতীয়-দিন-কৃত্যানি করণীয়ানীতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

বঙ্গদেশীয়ানাং সর্ব্বেষাং কায়স্থানাং ক্ষত্রিয়ত্বে
কোঽপি সন্দেহো নাস্তীত্যপি বিদুষাং পরামর্শঃ।

সন ১৩৩১।২৯শে চৈত্র

মহামহোপাধ্যায়—
শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ শর্ম্মণাম্

মহামহোপাধ্যায়—
শ্রীপার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ শর্ম্মণাম্

মহামহোপাধ্যায়—
শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ শর্ম্মণাম্

তর্কতীর্থোপাধিক—
শ্রীরামগোপাল শর্ম্মণাম্

তর্কতীর্থোপনামক—
শ্রীঅম্বিকাচরণ শর্ম্মণাম্

স্মৃতিতীর্থোপাধিক—
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ শর্ম্মণাম্ (নবদ্বীপ)

শ্রীদুর্গা স্মৃতিতীর্থোপাধিক—
শ্রীনবকুমার শর্ম্মণাম্

শ্রীরঘুবীর ত্রিবেদী শর্ম্মণাম্

কলিকাতাস্থ শ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী
বিদ্যালয়াধ্যাপকানাম্

শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি শর্ম্মণাম্

শ্রীশিবোজয়তি—
শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিরত্ন শর্ম্মণাম্"

(উল্লিখিত ব্যবস্থাপত্রের বঙ্গানুবাদ)

ক্ষত্রিয়বর্ণসম্ভূত কায়স্থগণ প্রপিতামহাদি ঊর্দ্ধতন বহু-পুরুষ-পরম্পরা যজ্ঞোপবীতহীন হইলেও যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের পর উপবীত গ্রহণে অধিকারী হইবেন এবং দ্বাদশ দিন অশৌচ পালন করিবেন ও ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধাদি যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদনে অধিকারী হইবেন ইহাই পণ্ডিতগণের অভিমত, বঙ্গদেশীয় সমস্ত (সর্ব্বশ্রেণীর উত্তর রাঢ়ীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ বারেন্দ্র) কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই—ইহাও পণ্ডিতগণের অভিমত।

* বহরমপুর কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সরকার বর্ম্মা খাগড়া হইতে এই ব্যবস্থাপত্রের অনুলিপিখানি পাঠাইয়াছেন। মূল ব্যবস্থাপত্রখানি স্থানীয় কায়স্থ-সভার কার্য্যালয়ে রক্ষিত আছে।

পাঠারীয় জাতি

ভারতবর্ষে যে কায়স্থজাতি দেখা যায় তাহারা একমাত্র চিত্রগুপ্তবংশীয় নহে। চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থগণই সর্ব্বত্র সমধিক বিখ্যাত। বিগত বর্ষের ফাল্গুন সংখ্যায় পত্রিকায় চিত্রগুপ্তবংশের নয় এমন এক ক্ষত্রিয় কায়স্থ জাতির উল্লেখ করিয়াছি। আজ স্কন্দপুরাণের আদিরহস্যে সহ্যাদ্রিখণ্ডে ঈশ্বর-গণেশ-সংবাদ হইতে আর এক ক্ষত্রিয় কায়স্থ জাতির প্রমাণ দেখাইব। চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থ ব্যতীত চান্দ্রসেনী কায়স্থের অস্তিত্ব আজও আছে। সহ্যাদ্রিখণ্ডে যে কায়স্থ-বংশের কথা উদ্ধৃত হইতেছে, ইহারা সূর্য্যবংশীয় এবং ইহাদিগকে পাঠারীয় বংশ বা জাতি বলা হইয়াছে; আর খুব সম্ভব ইহাদের উপাধি "প্রভু"; কারণ "পাঠারীয় প্রভূণাং বৈ হ্যুৎপত্তিং কথয়ামি তে" এই শ্লোক হইতে পাওয়া যাইতেছে যে—পাঠারীয় বংশীয় প্রভুদিগের উৎপত্তির কথা তোমাকে বলিতেছি। এখন সহ্যাদ্রি-খণ্ডে আদিরহস্যের ২৭ অধ্যায় হইতে এই কায়স্থ ক্ষত্রিয় বংশের যে বর্ণনা আছে তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইতেছে,—

ব্রহ্মার মানস পুত্র কশ্যপ; কশ্যপের পুত্র সূর্য্য; সূর্য্যের পুত্র মনু (বৈবস্বত-মনু); এই মনুর বংশে দিলীপ জন্মগ্রহণ করেন; এই দিলীপ হইতে অধস্তন ঊনত্রিংশ পুরুষে অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনিই এই পাঠারীয় বংশের বীজপুরুষ। এখন দিলীপ হইতে অশ্বপতি পর্য্যন্ত বংশলতা দেখান যাইতেছে :—

দিলীপ (১)
|
রঘু (২)
|
অজ (৩)
|
দশরথ (৪)
|
রাম (৫)
|
কুশ (৬)
|
অতিথি (৭)
|
নিষধ (৮)
|
নভ (৯)
|
পুণ্ডরীক (১০)
|
ক্ষেমধন্বা (১১)
|
দেবানীক (১২)
|
বাসী (১৩)
|
দল (১৪)
|
শীল (১৫)
|
উমাভ (১৬)
|

বজ্রনাভ (১৭)
|
খণ্ডন (১৮)
|
উষিত (১৯)
|
বিশ্বসম (২০)
|
হিরণ্যনাভ (২১)
|
কৌশল্য (২১)
|
সোমসুতপ্রভু (২৩)
|
ব্রহ্মিষ্ঠ (২৪)
|
পুষ্য (২৫)
|
সুদর্শন (২৬)
|
অনিবর্ণ (২৭)
|
বক্ষ (২৮)
|
অশ্বপতি (২৯)*

---

* মহাদেব উবাচ। অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং শ্রুতি-সম্মতম্।
পাঠারীয়-প্রভূণাং বৈ হ্যুৎপত্তিং কথয়ামি তে ॥ ১
ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রাঃ কশ্যপাদি-মুনীশ্বরাঃ।
কশ্যপস্য সুতঃ শ্রীমান্ সূর্য্যো ভাস্বান্ জগৎপ্রভুঃ ॥ ২
জগচ্চক্ষুর্জগদ্ধাম বিশ্বসাক্ষী সহস্রপাৎ।
বৈবস্বতো মনুস্তস্মাৎ সূর্য্যাৎ সমভবৎ কিল ॥ ৩
তস্মিন্ কুলে সমুৎপন্নো দিলীপ ইতি বিশ্রুতঃ।
মান্যো বদান্যঃ শূরশ্চ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪
দিলীপাত্তু রঘুর্জজ্ঞে তস্মাদজ-সমুদ্ভবঃ।
অজাদ্দশরথো জাতস্তৎপুত্রো রাম ইত্যভূত ॥ ৫
রামাৎ কুশঃ কুশাজ্জজ্ঞে হ্যতিথির্নাম ভূপতিঃ।
অতিথের্নিষধো জাতো নভশব্দস্ততো হ্যভূৎ ॥ ৬
পুণ্ডরীক স্ততো জজ্ঞে ক্ষেমধন্বা ততঃ স্মৃতঃ।
দেবানীকস্ততো হ্যাসীদ্বাসী নাম চ তৎসুতঃ ॥ ৭
দল রাজা ততো জাতঃ শীলস্তৎসুত ইত্যভূৎ।
উমাভস্তৎসুতো জজ্ঞে বজ্রনাভ সুতঃ পরম্ ॥ ৮
খণ্ডনস্তৎসুতো হ্যাসীদ্ব্যুষিতশ্চ ততঃ পরম্।
তস্মাদ্বিশ্বসমশ্চাসীদ্ ব্রাহ্মণ্যো ধার্ম্মিকঃ শুচিঃ ॥ ৯
হিরণ্যনাভ ইতি বৈ তৎসুতঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ।
কৌশল্য স্তৎসুতো জজ্ঞে তস্মাৎ সোমসুতঃ প্রভুঃ ॥ ১০
ব্রহ্মিষ্ঠশ্চাস্য সুতস্য পুষ্যস্তৎসুত ইত্যভূৎ।
তস্মাৎ সুদর্শনো নাম হ্যনিবর্ণস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ১১
তস্য বক্ষো নৃপো জজ্ঞে হ্যশ্বপতিরিতীরিতঃ।
অপুত্রঃ সোভবদ্রাজা পুত্রার্থং যত্নবানভূৎ ॥ ১২

এই অশ্বপতি রাজা প্রথমে অপুত্রক ছিলেন। তিনি পুত্র লাভের জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। এই যজ্ঞে নারায়ণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া রাজাকে বর-দান করেন যে, "ভৃগুঃ প্রসন্নঃ কর্ত্তব্যঃ স তে পুত্রং প্রদাস্যতি"। ভৃগু মুনিকে প্রসন্ন করিলে তাঁহার আশীর্ব্বাদে রাজার পুত্রলাভ হইবে। অশ্বপতি ভৃগুকে প্রসন্ন করেন এবং পুত্রবান্ হন। কিছুকাল পরে রাজা অশ্বপতি পাঠন নামক পত্তনে (নগরে) গমন করেন। সেখানে তিনি তুলাপুরুষদান প্রভৃতি ধর্ম্ম-কার্য্য করিতে থাকেন। ভৃগুমুনি রাজার ঐ কার্য্য দেখিতে রাজার নিকট উপস্থিত হইলে পর, রাজা মুনিকে দেখিতে পাইয়াও উঠিয়া পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিলেন না। তাহাতে মুনি কুপিত হইয়া রাজাকে অভিশাপ প্রদান করেন—

"পূর্ব্বোপকারিণং মাং ত্বং দুষ্ট ন স্মরসি প্রভো ॥ ২৮।৭॥
তস্মাৎ ত্বং রাজ্যহীনো বা বংশনাশো ভবিষ্যসি" ॥ ২৮ ৮॥

[অর্থাৎ ওহে দুষ্ট প্রভু! আমি পূর্ব্বে তোমার উপকার করিয়াছি, তাহা তুমি স্মরণ করিলে না, অতএব তোমার রাজ্যনাশ বা বংশনাশ হইবে।]

তখন রাজা অশ্বপতি আপনার অপরাধ বুঝিতে পারিয়া মুনির শরণাপন্ন হইলেন। তিনি মুনির ক্রোধ উপশম করিবার জন্য বলিলেন—

"ঋষে ন ত্বাং বিস্মরামি মম বংশবিবর্দ্ধন ॥
দানাদি-কর্ম্ম-করণে ব্যগ্রমানশ্চ হ্যাস্থিতঃ।
অতস্ত্বমপরাধং মে ক্ষন্তু মর্হসি ভো প্রভো ॥
বিষবৃক্ষোপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুং ন সাম্প্রতম্"। ২৮।৯-১১॥

[অর্থাৎ ঋষিবর! আপনি আমার বংশবৃদ্ধির কারণ, তাহা আমি বিস্মরণ হই নাই। দানাদি কার্য্যে আমি ব্যস্ত ছিলাম। এই জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। হে নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ! বিষবৃক্ষকে স্বয়ং পরিবর্দ্ধিত করিয়া ছেদন করা উচিত হয় না।]

ঋষি, রাজার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

"রাজন্ মে ন বৃথা শপ্তং যদ্ভবিষ্যং ন সংশয়ঃ ॥
ত্বং চেচ্ছরণমাপন্নো বংশবৃদ্ধি র্ভবিষ্যতি।
ত্বদ্বংশজাশ্চ রাজানো নিঃশৌর্য্যা রাজ্যহীনতঃ ॥
অদ্যপ্রভৃতি তেষাং বৈ লিপিকা-জীবনং ভবেৎ।
পৈঠণে পত্তনে শপ্তা ময়া কোপবশাৎ কিল

পাঠারীয়াঃ প্রসিদ্ধান্তে পত্তনাখ্যা ভবন্তু বঃ।
প্রভুত্তরপদং তেষাং পত্তনপ্রভবাশ্চ যে ॥
ইত্যুক্তা মুনিবর্য্যোসৌ জগাম নিজমাশ্রমম্।" ২৮।১২-১৬ ॥

হে রাজন্! আমার শাপ বৃথা হইবে না; ভবিষ্যতে ইহা ফলিবে। তুমি আমার শরণাপন্ন হইয়াছ, এই জন্য তোমার বংশবৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তোমার বংশোদ্ভব রাজারা রাজ্যহীন হইয়া শৌর্য্যহীন হইবে। আজ হইতে তোমার বংশোদ্ভবদিগের লিপি-কার্য্যই জীবিকা উপার্জ্জনের পথ হইল। পাঠন নগরে কোপবশে শাপ দিয়াছি এই জন্য তোমার বংশীয়েরা এই নগরের নামেই পাঠারীয় জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে, আর তাহাদিগের পদবী প্রভু হইবে। মুনিবর এই বলিয়া নিজ আশ্রমে প্রস্থান করিলেন।

এখন দেখা যাইতেছে যে ভৃগুবংশীয় পরশুরামের কৃপায় যেমন এক চন্দ্র-বংশীয় ক্ষত্রিয় চান্দ্রসেনী-কায়স্থ হইয়াছে; সেইরূপ ভৃগুঋষির কৃপায় আর এক সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় পাঠারীয়-কায়স্থ হইয়াছে।

"অমর কোষের" ক্ষত্রিয় বর্গে দেখিতে পাই যে—"লিপিকরোঽক্ষরচণোঽক্ষরচঞ্চুশ্চ লেখকে" অর্থাৎ লেখক, লিপিকর, অক্ষরচণ ও অক্ষরচঞ্চু একপর্য্যায়ভুক্ত। আবার জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্রসূরি তাঁহার "অভিধান চিন্তামণিতে" "চিত্রগুপ্তস্তু লেখকঃ" বলিয়াছেন, আর হলায়ুধ তাঁহার "অভিধান রত্নমালায়" "লেখকঃ স্যাৎ লিপিকরঃ কায়স্থোঽক্ষর জীবকঃ" বলিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে লেখক বলিতেই কায়স্থ বা চিত্রগুপ্ত অর্থাৎ চিত্রগুপ্তের বংশীয়গণ। সুতরাং যে ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করিয়া অসিজীবিত্ব পরিহার পূর্ব্বক মসিজীবী হইয়াছেন, অর্থাৎ লিপিজীবিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই কায়স্থ বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। আর কালক্রমে এক নূতন শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছেন।

শ্রীগণপতি সরকার

সমন্বয়

(১)

হরমোহন ঘোষ নিষ্ঠাবান কায়স্থ সন্তান, তাঁহার যেরূপ দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি এরূপ দেবীপুর গ্রামের মধ্যে আর কারো দেখা যায় না। বয়সও হইয়াছে ষাটের উপর। উপবীতী ব্রাহ্মণের পদধূলি লইতে লইতেই নাকি তাঁহার মাথায় টাক পড়িয়া গিয়াছে। অনেকে অনুযোগ করেন, যার তার পদধূলি লইয়া মস্তকে দেওয়া তাঁহার নিতান্ত অন্যায়; কিন্তু সে কথায় তিনি কর্ণপাত করেন না। তিনি বলেন সকল ব্রাহ্মণকে একই রূপ দেখি।

ভোর হইতে এক প্রহর বেলা তাঁহার সন্ধ্যার্চ্চণাতেই কাটিয়া যায়, বাহিরে আসিলেই তাঁহার বারান্দায় লোকে লোকারণ্য। মামলা মোকদ্দমা মিটাইতে, তদ্বির করিতে, সালিশী করিতে, ক্রিয়াকর্ম্মের ফর্দ্দ করিতে, ঝগড়া বিবাদ মিটাইতে—এইরূপ প্রতিকার্য্যেই তিনি অগ্রণী। এই সমস্ত কার্য্যের তদ্বির করিতে তাঁহার আরও এক প্রহর অতীত হইয়া যায়।

আজ একটু সকালেই সন্ধ্যার্চ্চণাদি শেষ হইয়াছে, খড়ম পায়ে ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে বাহিরে আসিলেন, তখনও পরিধানে পট্টবাস মুখমণ্ডলে শারদ বালার্ক-কিরণের ন্যায় মহিমামণ্ডিত জ্যোতিঃ, আসিয়াই দেখিলেন শিরোমণি মহাশয় বসিয়া, পদরজঃ গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেই তিনি তাঁহার দক্ষিণ পদখানি ঘোষ মহাশয়ের কেশবিহীন মস্তকের উপর উঠাইয়া দিলেন; মুখে বলিলেন কল্যাণমস্তু, পার্শ্বে রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য বসিয়াছিলেন, তিনি পদধূলি দিতে দিতে বলিলেন—আর পদধূলি? পদধূলির সম্মান আর রাখে কে? ঘোষ মহাশয় যে কয়দিন আছেন, যে ভাবে ছেলেরা পৈতে নিতে আরম্ভ করেছে, অরাজক; দেশটা জাহান্নমে গেল আর কি?

সূত্র পাইয়া শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, হা হরমোহন! তোমার ভাইপোরা যে পৈতা নিলে, তোমাকে একবার জিজ্ঞাসা করল না? হলই বা ভিন্ন বাড়ী, অভিভাবক বল্‌তে ত এখন তুমি।

রজনী—তাদের অভিভাবক কেন, গ্রামের অভিভাবক বলুন।

হরমোহন লজ্জা কুণ্ঠিত চিত্তে উত্তর করিলেন, হা জিজ্ঞাসা ক'রেছিল একবার।

শিরোমণি—তুমি মত দিয়েছিলে?

হরমোহন,—তাই কি হঠাৎ—যাক্ সে কথায় আর কাজ কি? কলিকালের ছেলেরা সব হুযুগে মাতে।

রজনী,—আমিও ত তাই বলি, ঘোষ বংশ মহাবংশ, ঘোষ মহাশয় মহাবংশের সন্তান, শূদ্দুর হয়ে এমন পাপের কাজ কি করতে পারেন।

হরিদাস রায় এক কোণে বসিয়া তামাক টানিতেছিল, তাহার বয়স অল্প, সুতরাং রক্ত কিছু গরম ছিল, মহাতেজীয়ান হইয়া বলিল—অত শূদ্দুর শূদ্দুর কর না ঠাকুর, শূদ্দুর তোমার পাকা ধানে মৈ দিয়েছে না?

ব্রাহ্মণের তেজও প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় ধাইয়া উঠিল, রজনীকান্ত বলিলেন—হলি বেটা শূদ্দর, তোদের শান্তিপুরের গোঁসাই বল্‌ব নাকি?

'আ হা হা কর কি, কর কি' বলিয়া শিরোমণি ও হরমোহন উভয়েই উভয়কে নিরস্ত করিলেন।

কার্য্য শেষে শিরোমণি ও রজনীকান্ত উভয়েই প্রস্থান করিলেন।

হরিদাস আজ খুব চটিয়া গিয়াছে, হরমোহনকে বলিল, আপনার এ কেমন আচরণ তা'ত বুঝ্‌তে পারছি না—দাদা, "ঝোলের লাউ অম্বলের কদু" আপনার মতন লোকের কি এরূপ আচরণ সাজে, আপনার ভাইপদের পৈতেয় কি আপনার মত নেই?

হরমোহন,—সে কথায় আর কাজ কি, থাক্ বা না থাক্ মত দিতেই হবে, তবে কি জান ভাই, কালের স্রোত-গতিরোধ কেউ কর্‌তে পার্‌বে না। এদিকে ব্রাহ্মণরাও বুঝ্‌বেন না, এখান হতে বিদেয় লওয়ার সময় হয়ে এল, এখন কি একটা মনোমালিন্য ভাল দেখায় ভাই, ভাইপোরা যখন পৈতে নিয়েছে তখন আমারও লওয়া হয়েছে।

দেখিতে দেখিতে ঘোষ মহাশয়ের নিকট বহুলোক আসিয়া উপস্থিত হইল, সে দিনকার মতন উপবীতের আলোচনা বন্ধ রহিল।

(২)

আস্তে আস্তে ক্ষুদ্র দেবীপুর গ্রামের ৩০।৩২ ঘর কায়স্থ যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিল, কিন্তু গ্রামের কোন ব্রাহ্মণই পৌরহিত্যে অগ্রসর হন নাই, কোটালীপাড়ের বৈদিক ব্রাহ্মণ শশধর তর্কপঞ্চাননই এ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। পৈতা লইতে বাকী রহিলেন আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত হরমোহন ঘোষ এবং সেই সঙ্গে আরও ৩।৪ ঘর তাঁহার নিতান্ত অনুগত। ঘোষ মহাশয়ের মত আমার পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি। অপর কয়েক ঘর ঘোষ

মহাশয়ের দোহাই দেয়, যাহা হউক, এজন্য উপবীতী কায়স্থগণের মধ্যে কাহাকেও বিশেষ ব্যস্ত হইতে দেখা যায় নাই, স্বমতে থাকিলেই হইল, পৈতা না হয় দুদিন পরে হইবে।

হঠাৎ হরমোহনের মৃত্যু হইল, গ্রামের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, ছেলেরা সকলেই দেশে আসিলেন, জ্যেষ্ঠ ব্রজমোহন বহরমপুর কোর্টের প্রথম মুনসেফ, অতি শান্ত ধীর স্বভাব, পিতার ন্যায়ই দেবদ্বিজে মহাভক্তিমান। মধ্যম রাধামোহন ডাক্তার সংসারে নির্লিপ্ত স্বভাব, কলিকাতায় বিপুল প্রাক্‌টিশ, বিজ্ঞান চর্চায় এবং আর্ত্তের সেবাতেই তাহার দিন কাটে। কনিষ্ঠ কালিমোহন এখনও কলেজের ছাত্র, কালের ধর্ম্মে একটু উদ্ধত প্রকৃতির।

ব্রজমোহন ধড়া পরিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থের প্রত্যেক দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছেন, পিতা তাঁহার দেশের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন, দেব-দ্বিজে অসাধারণ ভক্তি ছিল, তাঁহার শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণদের পদধূলি পড়িবে অথচ স্বজাতি বৃন্দের কৃপা হইতেও যাহাতে বঞ্চিত না হন, ইহাই তাঁহার প্রাণের কামনা।

এক সন্ধ্যার পরে শিরোমণি মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডবে প্রকাণ্ড বিচার সভা বসিল। ঘোষ মহাশয়ের শ্রাদ্ধে যাওয়া উচিত কি না ইহাই হইল তর্কের বিষয়।

শিরোমণি সমাজের অন্যতম নেতা, বিদ্বান এবং বিচক্ষণ বলিয়া সমাজে তাঁহার বেশ প্রতিপত্তি আছে। তিনিই প্রথমে বলিলেন হরমোহনের দেবতা-ব্রাহ্মণে যেরূপ ভক্তি ছিল, তাহাতে তাহার শ্রাদ্ধে না গেলে আমাদের বিশেষ অন্যায় হবে, বিশেষতঃ তিনি ত উপবীত গ্রহণ করেন নি।

অন্যতম নেতা গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বলিলেন, কিন্তু তার ভাইপোরা ত নিয়াছে, কর্ম্মস্থলে তারা চলাফেরা করবে আর আমারা—

বাধা দিয়ে অন্য একটী ক্ষুদ্র নেতা বলিয়া উঠিলেন—কিছুতেই হবে না, যেখানে উপবীতী কায়স্থরা আনাগোনা করবে সেখানকার অন্নগ্রহণ কর্‌তে পারি না। বিশেষতঃ ঐ দেমাকে কলেজের ছোঁড়াটা কালীমোহন—সে ব'লেছে—ব্রাহ্মণের বদলে কাঙ্গালী ভোজন করাব। করুগ্‌গে তাই, সমাজ যেন একটা ছেলের হাতের মোয়া। কেড়ে খেলেই হল।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—বাস্তবিকই যদি তাই করে, ফস্‌কে ত গেল।

শিরোমণির ললাট চিন্তারেখায় কুঞ্চিত হইল, বড়ই সমস্যার বিষয়। অনেকক্ষণ চিন্তার পর তিনি বলিলেন—ব্রজমোহনকে বলে দেওয়া যাক্, ব্রাহ্মণ ভোজন কালে কোন উপবীতী কায়স্থকে দেখ্‌লে তখনি আমরা সকলে একযোগে উঠে

আস্‌ব, আর দেবীপুর পরগণার সমগ্র ব্রাহ্মণকে তাদের নিমন্ত্রণ কর্‌তে হবে, উপবীতী অনুপবীতী প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে একটা করে টাকা দাক্ষিণা এবং—

আর বলিতে হইল না, যোগেশের প্রতিশিরায় যেন উত্তপ্ত রক্তের স্রোত বহিয়া তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজের ছেলে, কালীমোহনের সহপাঠী—উদার প্রকৃতির তরুণ বয়স্ক যুবক, সভার এক কোণে বসিয়া বিচার-তর্ক শুনিতেছিল, শিরোমণির কথায় উঠিয়া শ্লেষের তীক্ষ্ণবাণ প্রয়োগ করিল—"বা বা, শিরোমণি, সাধে তোমায় সমাজের 'ন্যাতা' বলে, ভোজনকালে কায়েতের মুখ দেখ্‌লে তোমার জাত্‌ যাবে, আর পাটলীয় সিধে, পোদ্দারের সিধে, চণ্ডালের সিধে গ্রহণে জাত্‌টা বেশ অক্ষুণ্ণ থাকে! এর পরে মুচি বাড়ী, মেথর বাড়ী খেতে হবে, উচ্চজাতের বাড়ী থেকে ঘণ্টা নাড়া যে ক্রমেই উঠে চল্‌লো, মরি মরি, ব্যবস্থা কেমন! পরগণার সমগ্র ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ কর্‌তে হবে, একটা করে টাকা দক্ষিণে আরও এবং—আপনারা দেখ্‌ছি কসাইকেও ডিঙ্গিয়ে চল্‌লেন।"

যোগেশ এক নিঃশ্বাসে বলিয়' ফেলিল, সকলের লক্ষ্য যোগেশের উপর পড়িল, কে রে ছোড়া কেরে ছোড়া—অর্ব্বাচীন, দুর্ম্মুখ!

শিরোমণি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা, যোগেশ ভস্ম হইয়া যায় আর কি!

গোপাল ভট্টাচার্য্য বলিলেন—যেতে দিন, যেতে দিন, দুপাতা ইংরাজী প'ড়ে মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে, এ সব তত্ত্বের বুঝ্‌বে কি।

রজনী ভট্টাচার্য্য বলিলেন—অমৃতং বাল ভাষিতং, বাল ভাষিতং, আপনাদের নিকট বালক ভিন্ন আর কি।

যাও ছোক্‌রা এখান থেকে, সামান্য মীমাংসায় তোমার ন্যায় বাতুলকে কেহ ডাকেনি। শিরোমণি ক্রোধে গর গর করিতে লাগিলেন।

"তা যাচ্ছি, কিন্তু—জিজ্ঞাসা করি যে সমাজে এই স্বেচ্ছাচারিতা সমাজের আয়ু আর কত দিন? যে বড় হচ্ছে তাকে চেপে রাখায় আপনার কি অধিকার আছে? ক্ষমতাই বা কি? যে ব্রজমোহন বাবুর উপর এই অত্যাচার কর্‌তে যাচ্ছেন, তাঁর ন্যায় একজন ঋষিতুল্য লোক আপনাদের সমাজে দেবীপুর পরগণার মধ্যেও একজন দেখতে পারেন কি? এটা হিন্দু রাজত্ব নয়, ইংরাজ রাজত্ব, বাহিরে চারিদিকেই পরিবর্ত্তনের প্রবল বাত্যা খোজ রাখেন কিছু? সংবাদ পত্র পড়েন? ফরিদপুরে ছ হাজার নমঃশূদ্র মুসলমান হতে যাচ্ছে, শুধু জাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে, এ আত্মম্ভরী শূন্যগর্ভ সমাজের অস্তিত্ব আর কত দিন?"

যোগেশ বাহির হইয়া চলিয়া গেল, বৈঠকের মধ্য হইতে একজন বলিল— কথাটা মিথ্যা নয় চিন্তার বিষয়ও বটে, এতগুলি হিন্দু এক সঙ্গে ধর্ম্মান্ত গ্রহণ ক'রেছে !

গোপাল ভট্টাচার্য্য, তা করুক, হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ কর্‌তে পারে, কিন্তু অন্য ধর্ম্মের লোক এখনও হিন্দু হ'তে পারে না, বড়কে কেটে ছোট করা যায়, ছো কি কখনও বড় হ'তে পারে ?

শিরোমণি, ও সব বাজে কথা যাক্‌ এখন কাজের কথা হোক।

* * * *

কালীমোহনের জিদ্‌ কতকগুলি সর্ত্তের মধ্যে যাইয়া ব্রাহ্মণভোজনের কো আবশ্যকতা নাই, এরূপ স্থলে কাঙ্গালী ভোজন হইলে ব্রাহ্মণ ভোজনের পুণ্‌ কেন হইবে না ? পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ নিঃস্ব ছিলেন, ধনাকাঙ্ক্ষা না করিয় তাঁহারা শাস্ত্রালোচনায় দিনাতিপাত করিতেন, দেশের কল্যাণই তাঁহাদে একমাত্র সাধনা ছিল, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার ফল কি এখ পাওয়া যায় ?

কিন্তু ব্রজমোহন সৌম্য প্রকৃতির লোক, তিনি নীরবে ব্রাহ্মণ-সমাজের অনে আবদার সহ্য করিয়া দেবীপুর পরগণায় পাঁচশত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন কিন্তু তিনি বেশীদিন তাঁহাদের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে পারিলেন না। কালাশৌ অন্তেই বাকী কয়েক ঘরের সহিত তিনি নিজেই উপবীত গ্রহণ করিলেন।

(৩)

দশ বৎসর পরের কথা, শিরোমণি, গোপাল, রজনী ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি বৃদ্ধদে মধ্যে এইক্ষণে অনেকেই পরলোকে ; যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ই এখন ব্রাহ্মণ সমাজে একরূপ কর্ণধার বলিলেই হয়, তিনি এইক্ষণে শাস্ত্রী, সংস্কৃতে এম, এ, উপাধিধা বাড়ীতে থাকিয়াই বাগেরহাট কলেজে অধ্যাপকতা করিতেছেন। তিনি ব্রাহ্ম কায়স্থের মিলন-প্রয়াসী ; কিন্তু এখনও তরুণ বয়স্ক দুই একজন ব্রাহ্মণ উপবী কায়স্থের নামেই রুদ্ধবীর্য্য ফণীর ন্যায় ফোস্‌ করিয়া উঠেন ; উপবীতী অনে পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর তত আক্রোশ নাই, কিন্তু ত্রয়োদশা অশৌচ পালন নিতান্তই অকার্য্য।

উভয় জাতির মিলনোদ্দেশ্যে দেবীপুরে হরিসভার গৃহে একটী প্রকাণ্ড সভ অধিষ্ঠান হইল, দেবীপুর পরগণার বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থ সভায় যোগদান করিলে কলিকাতা হইতেও চারি পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পণ্ডিত সভায় উপস্থি

হইলেন, অনেক তর্ক বিতর্কের পর দেবীপুরের বিরুদ্ধবাদী দুই তিন জন ব্রাহ্মণ মত প্রকাশ করিলেন—কায়স্থের উপবীতে আমাদের আপত্তি নাই ; কিন্তু ত্রয়োদশাহে অশৌচ পালন আমরা মানিব না।

যোগেশ বলিলেন—কেন মানিবেন না ? আপনারাই ত ব'লেছেন, তারা শূদ্র নহে, পতিত ক্ষত্রিয়, যদি ক্ষত্রিয়ই হয় তবে শূদ্রাচারী কেন হবে ?

"কিন্তু তবুও ত্রয়োদশাহে অশৌচ পালন করিলে সে বাড়ীতে জল-গ্রহণ করতে প্রবৃত্তি হবে না।

যোগেশ—সে মনের বিকার মাত্র। আপনি ব্রাহ্মণ সন্তান, সেদিন খুলনার দোকানে বসে খাবার খেতে দেখেছি, সে যে কি জাতি তাও আপনি জানেন না, এ প্রবৃত্তি আপনার কেমন ক'রে হল ?

তিনি এবার আর কোন উত্তর করিতে পারিলেন না,

যোগেশ পুনরায় বলিলেন—বৃথা উচ্চ প্রবৃত্তির ভাণ করে কোন লাভ নাই। আজ সর্ব্বত্রই মিলন চাই, বাহিরে প্রবল শত্রু, এখন গৃহবিচ্ছেদ মঙ্গল জনক হইবে না, কায়স্থকে ত্যাগ করে আমাদের মানমর্য্যাদা কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, এই দশ বৎসরে আপনারা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছেন।

নরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলিলেন—কিন্তু কেবল আমরা গ্রহণ কর্‌লেই ত চল্‌বে না ?

কলিকাতা হইতে আগত জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিলেন—সে জন্য আপনাদের উদ্বিগ্ন হতে হবে না, সত্য প্রদীপ্ত ভাস্করের ন্যায় চিরদিনই সমুজ্জ্বল, সে কখনও অপ্রকাশ থাক্‌বে না, আপনাদের কাজ আপনারা করুন, ইহাও জান্‌বেন যারা ব্যবস্থা দিয়াছেন তারা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত।

এই ভাবে আরও কিছু সময় তর্কবিতর্কের পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে দেবীপুর পরগণায় কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচার গৃহীত হইল। *

শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু
ডাঃ বিদ্যাভূষণ সাহিত্যভূষণ

* গল্পের প্রথমাংশ সত্য ঘটনা মূলক। পূজনীয় ব্রাহ্মণ জাতির উপর কোনরূপ আক্রোশ করিয়া লিখিত হয় নাই, সে জন্য কেহ কিছু মনে না করেন। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন সত্য ঘটনামূলক গল্প এই কায়স্থ পত্রিকাতেই পরে প্রকাশিত হইবে। (লেখক)

বরপণ-প্রতিকারে খদ্দর

বর-পণের ফলে হিন্দু-সমাজ একান্ত দীনভাবাপন্ন হইতেছে। ব্রাহ্মণ কায় বৈদ্য সমাজে এমন কোন পরিবারই দেখা যায় না যাহা ইহার কুফল মর্ম্মে মর্ উপলব্ধি না করিতেছে। পূর্ব্বে মাত্র ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য জাতির মধ্যেই এ কুপ্রথা বিদ্যমান ছিল ; এখন কি জন্য, কোন মোহের বশবর্ত্তী হইয়া জানি ন হিন্দু-সমাজের অপর অপর শ্রেণীও এই প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছেন। সর্ব্বত্র ইহার অবাধগতি, তবে চেষ্টা করিলে যে যে শ্রেণীর মধ্যে ইহার প্রসার আধুনিক যে যে শ্রেণীর মধ্যে আজিও এ কুপ্রথা সর্ব্বজনীনরূপে গৃহীত হয় নাই, তাহাদে মধ্য হইতে ইহা দূর করা যাইতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য সমাজ ইহা একান্ত আয়ত্তাধীন হইয়া পড়িয়াছে এবং অশেষ চেষ্টা করিয়াও ইহার কব হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেছেন না। ইহা প্রতিকার-কল্পে, ইহার উচ্ছেদ-সাধন জন্য, কত বক্তৃতা, কত প্রবন্ধ, ক সভা-সমিতি, হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু ফলে যে বিশেষ কিছুই হ নাই তাহা প্রতি কন্যাদায়গ্রস্থ পরিবারের দিকে দৃষ্টি করিলেই সহজে প্রতীয়মান হইবে—কন্যাভারগ্রস্থ পিতার সেই সদা ম্রিয়মাণ ভাবের, সে চিন্তাক্লিষ্টতার কিঞ্চিন্মাত্রও অবসান হইয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন বিবাহের দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হয় না। "বিনা-পণে-বিবাহ" এরূপ এক একটা সংবাদ মধ্যে মধ্যে সংবাদ পত্রাদিতে পাঠ করা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাদে মধ্যে কয়টী বিবাহ 'বিনা-পণে' সম্পন্ন হইয়াছে ? অনেক স্থলেই কি এরূপ হ নাই যে কন্যার পিতার নিকট কোন প্রকার বর-পণের দাবী না করিলেও তিনি এরূপ যৌতুক দানে প্রস্তুত যাহা বরপক্ষ পূর্ণ মাত্রায় পণের দাবীর ফলেও অন্যত্র আশা করিতে পারিতেন না ? অবশ্য দুই একটী বিবাহ যে সত্য সত্যই বিনা-পণে সুসম্পন্ন হইতেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ দুই একজন হৃদয়বান্ এরূপ সমাজ হিতৈষী বরের পিতা পূর্ব্বেও ছিলেন, এখনও আছেন এবং পরেও থাকিবেন ; সুতরাং তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দ্বারা 'সমাজ বরপণ নিবারণে অনেকটা অগ্রসর' এরূপ ধারণা একান্ত কষ্ট-কল্পনা !

কেন এরূপ হয় ? আমরা সকলেই দেখিতেছি, শুনিতেছি, বুঝিতেছি, ভুগিতেছি, তবুও এই কুপ্রথা সমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে কেন এবং আমরাই বা

সময় উপস্থিত হইলেই নিজ নিজ আচরণ দ্বারা উহার সমর্থন করিতে বাধ্য হই কেন ? ইহার একমাত্র সদুত্তর হইতেছে 'অভাব'। এই অভাবেই আমাদের স্বভাব নষ্ট করিতেছে। অভাব হইতেই আসিতেছে দারুণ অর্থলিপ্সা, যাহা চরিতার্থ করিবার একমাত্র সহজ পন্থা 'বর-পণ'। ভাগ্যক্রমে যিনি পুত্রের পিতা, অর্থলিপ্সা চরিতার্থকল্পে, পুত্রের বিবাহোপলক্ষে বর-পণ গ্রহণের ন্যায় সমাজে অনুমোদিত অতি সহজ পন্থা তাঁহার পক্ষে আর কি হইতে পারে ? এই ভয়ানক প্রতিযোগিতার দিনে, যখন অতি কঠোর পরিশ্রম করিয়াও অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান এবং সামাজিক প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখা অতীব কৃচ্ছ্রসাধ্য, তখন অর্থাগম পক্ষে যে প্রথা সমাজে অনুমোদিত সুতরাং 'কু' হইলেও 'সু' ; যে উপায় দ্বারা অর্থোর্জ্জন জন্য রাজশাসনে বা সমাজ-শাসনে দণ্ডিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই, পরন্তু অর্থাগম জন্য সামাজিক প্রতিপত্তির প্রসার অবশ্যম্ভাবী, সে প্রথা, সে উপায় অবলম্বিত না হইবে কেন ? বিশেষতঃ পুত্রকে লালন-পালন করিতে, তাহার শিক্ষার ব্যয় বহন করিতে ত বহু অর্থই ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার শিক্ষার ফল ত তাহার স্ত্রীই ভোগ করিবে, অতএব সেই ব্যয়ের অন্ততঃ আংশিক ভারও তাহার স্ত্রীর পিতার উপর না পড়িবে কেন ? এরূপ কুযুক্তির অবতারণাও বরের পিতাকে অনেক স্থলে করিতে দেখা যায়। অবশ্য এই বরপক্ষীয় বংশে কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে অবস্থা বিপরীত দাঁড়াইবে, ইহা নিশ্চয়। কিন্তু তাহা ত ভবিষ্যতের কথা, বর্ত্তমান ত রক্ষা করা যা'ক ! বর্ত্তমানের অভাব ত পূরণ করা যা'ক !

ফলতঃ নানাপ্রকার অভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই সমাজ দুর্নীতিপরায়ণ হইতে এবং কুযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। অভাব হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই সমাজে তীব্র অর্থলিপ্সা। যে অভাবগ্রস্থ সমাজে তাহার স্থান কোথায় ! কাঞ্চন-কৌলিন্য বংশগত কৌলিন্যের স্থান অধিকার করিয়াছে। বংশগত কৌলিন্যে স্থান প্রাপ্তি দৈবায়ত্ব, কিন্তু কাঞ্চন-কৌলিন্যেস্থান-অধিকার একমাত্র অর্থসাপেক্ষ, কাজেই কুলীন মৌলিক নির্ব্বিশেষে সকলেই অর্থোর্জ্জনে সতত সচেষ্ট। অধিকন্তু সময়ের প্রভাবে নিত্য নিত্য নূতন নূতন বিলাস-ভোগের অভাব এ অভাব মাত্র অন্ন-বস্ত্রের অভাব নহে, নব নব বিলাস-ভোগেচ্ছা অর্থশালী ব্যক্তিকে ও বরপণ-ভিক্ষুকে পরিণত করিয়াছে। স্বার্থপরতা-বিলাসিতাই সমাজ নষ্ট করিতেছে। কাঃ পঃ সঃ আসিয়া সমাজে আবির্ভূত হইতেছে এবং যিনি যে পরিমাণে এই সমস্ত অভাবের পূরণ করিতে সক্ষম, তিনি সেই পরিমাণে সমাজে গণনীয়, মাননীয়, দশ জনের এক জন। এই

সকল অভাব পূরণের জন্য অর্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং যত দিন সমাজ এই সমস্ত অভাবের বশবর্ত্তী হইয়া যাহা প্রয়োজনীয় মনে করিতেছে, ততদিন তৎপূরণকল্পে অতি সহজ উপায় স্বরূপ 'বর-পণ-প্রথা' সমাজ হইতে তিরোহিত হইবে, এরূপ আশা নিতান্ত কষ্টকল্পনা।

সাধারণতঃ আমরা দুই প্রকার অভাবের বশবর্ত্তী। গ্রাসাচ্ছাদনজনিত যে অভাব, তাহাই প্রকৃত অভাব-পদবাচ্য। অপর প্রকারের অভাব একান্তই আমাদের বাহাড়ম্বর-প্রিয়তা-সাপেক্ষ। অতি বড় বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, অভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তিকেও যখন মলিন-বেশী, বাহ্যিক আড়ম্বর বিরহিত, দেখিলে সমাজ একান্ত কৃপার পাত্রই মনে করে, বেশভূষার পরিপাট্যই যখন সমাজে ভদ্র বলিয়া পরিচিত হইবার একমাত্র মান, তখন কোন পুত্রের পিতা পুত্রবধূ ও পুত্রকে এবং স্থল বিশেষে নিজেকেও, পুত্রবধূর পিতার ব্যয়ে বাবু-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন? কিন্তু বোধ হয় শুভ সময় আসিয়াছে। অতি মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সমাজের গ্লানি, সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা, সমাজের অত্যাচার বিদূরিত করিবার জন্য শুভ মূহূর্ত্তে মহাত্মা গান্ধির আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহার দৃষ্টান্তে, তাঁহার উপদেশে উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে, আপামরসাধারণ সকলেরই অন্তঃকরণে এক নূতন ভাবের জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে। যে দৃষ্টি পূর্ব্বে সুচিকণ বেশ-বিন্যাসে নিবদ্ধ থাকিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহা আজ উক্ত দৃশ্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং তৎ বিপরীত দৃশ্যকেই একমাত্র লক্ষ্য করিবার বিষয় মনে করিতেছে, মোটা খদ্দর আর আজ উপেক্ষনীয় নয়। বর-পণ প্রতিকারে আমরা এই শুভ মূহূর্ত্তের শুভ-শিক্ষা ত্যাগ করিব কি? মহাপুরুষের উক্তি, মহাপুরুষের উপদেশ সর্ব্ব বিষয়েই সমান ভাবে প্রযোজ্য, সমান ভাবে কার্য্যকরী। মহাত্মা গান্ধি ও তদনুসরণে আমাদেরই স্বজাতির গৌরব-স্থানীয় জগৎ-বরেণ্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ মনীষিগণ এক বাক্যে বলিতেছেন "খদ্দর গ্রহণ কর, খদ্দর তোমাদের সকল তাপ নিবারণ করিবে"। বর-পণ প্রতিকারেও এই উপদেশ একান্ত শুভ ফলপ্রসূ বলিয়াই মনে হয়। কারণ বর-কন্যার বসনাদি যদি খদ্দরে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে এতৎপক্ষে ব্যয় ভারের অনেক লাঘব হইবে। আবার সঙ্গে সঙ্গে বর-কন্যার অলঙ্কারাদির ব্যয়ও অনেক কমিয়া যাইবে, কারণ গৈরিক পরিহিত সন্ন্যাসীর বাম হস্তে সোণার 'রিষ্ট' ঘড়ির ন্যায় খদ্দর মণ্ডিত বর-ক'নের সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত হওয়াও এখানে বিসদৃশ দেখাইবে এবং ক্রমে পরিত্যক্ত হইয়া কন্যার পিতার ব্যয়ভারের অনেক লাঘব হইবে এবং অন্ততঃ আংশিক ভাবেও থাকিয়া বর-পণ প্রতিকারে সক্ষম হইব। অতএব বর-পণ প্রতিকারে খদ্দর গ্রহণই আমাদের বর্ত্তমানে একমাত্র আশ্রয়। আশা করি আমাদের কায়স্থ সভায় এ বিষয় আলোচিত হইয়া যদি ইহা সঙ্গত বলিয়া স্থির, হয় তবে আমাদের সুযোগ্য প্রচারকগণ ইহার প্রসারকল্পে নিজ নিজ চেষ্টায় যথাসাধ্য প্রয়োগ দ্বারা কায়স্থ-সমাজকে, তথা সমগ্র হিন্দু সমাজকে, সর্ব্বগ্রাসী এই পণ-প্রথার দায় হইতে অন্ততঃ আংশিক ভাবেও অব্যাহতি দান করিতে কৃতসঙ্কল্প হউন।

শ্রীতারিণীচরণ ঘোষ বর্ম্মা।

পতিত-মঙ্গল*

মহারুদ্রের আসন ট'লেছে ভীম তাণ্ডব তাথৈ থৈ!
লাঞ্ছনা সহে সতীমাতা আজি, রক্ষিবে কে বা? নন্দী কৈ?
পিশাচ সঙ্গী কোথায় ভৃঙ্গী? কোথা দুর্ম্মদ ভদ্রবীর?
সঘনে গরজে শিবের বিষাণ, মেল, আঁখি মেল, তোল হে শির!

আজিকে জীর্ণ কুটীর টুটিয়া বাহিরাও!
গিরি অরণ্য আঁধার ফুটিয়া বাহিরাও!
মাটির মানুষ, মাটির মানুষ জাগ হে আজ!
রুদ্র-বিষাণ দুয়ারে ফুকারে, কর হে সাজ!

এস চণ্ডাল, এস সাঁওতাল, এস হে ভীল,
ব্রাহ্মণ আজি তোমাদের সাথে মাগিছে মিল!
নগ্ন-শরীর উন্নত-শির সর্ব্বসহ,
ঘোর দুর্দ্দিনে জীবনের পথে সঙ্গ লহ!

* এই কবিতাটি জনৈক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্রাহ্মণের রচনা, আরও আনন্দের কথা, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্, এ, (কলিকাতা) ডি, লিট্ (লণ্ডন) মহাশয়কৃত ইংরাজি অনুবাদ সহ ইহা বিতরিত হইতেছে। বর্ত্তমান যুগের নবজাগরণের প্রকাশক বলিয়া কায়স্থ-পত্রিকায় এই কবিতাটি উদ্ধৃত হইল।

বঃ কাঃ পঃ সম্পাদক

দুর্দ্দিন ঘন ঘনায়ে আসিছে জাতির শিরে,
নাহি নাহি পথ, চারিদিকে শুধু আঁধার ঘিরে,
মরণ আঁধার গ্রাসিতে আসিছে, কোথায় আলো ?
এস হে শূদ্র, জাতির মশানে মশাল জ্বালো !

কোথা কেদারের যমকিঙ্কর তোপের তোপী,
জাতির ধরম রাখিলে যাহারা জীবন সঁপি' ?
প্রতাপ রাজার রণদুর্ম্মদ দখিণ বাহু,
চিরদিন কি গো গরাসি' তোমারে রাখিবে রাহু ?

ক্ষত্র-শোণিতে রক্ত মিশাল যাদের পিতা,
নিল ভাগ করি এক গৌরব, একই চিতা,
কোথা গেল তারা, রাণাপ্রতাপের মানের যাগে
জীবন আহুতি সঁপিল যাহারা সবার আগে ?

বীর শিবজীর কেতন-দণ্ড মাওলী কোথা—
মারাঠার নবজীবন-যজ্ঞে প্রথম হোতা ?
কোথা অতীতের পতিতের দল বঙ্গবুকে,
মাতা বহিনের ইজ্জৎ রাখে লাঠির মুখে ?

* * * *

বন কাটি' যারা গ'ড়েছ নগর, জাগ হে তারা !
মরুরে ক'রেছ শস্য-শ্যামল, জাগ হে তারা !
এস অতীতের বিরাট পতিত করমবীর,
নব-প্রভাতের অরুণ-উদয়ে উঠাও শির !
মাটীর মানুষ, মাটীর মানুষ জাগ হে আজ !
রুদ্র-বিষাণ দুয়ারে ফুকারে কর হে সাজ !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র

কায়স্থকুলভূষণ সঙ্গীতাচার্য্য

৺দক্ষিণাচরণ সেন

বঙ্গের কণ্ঠ-সঙ্গীতাচার্য্য বাগ্দেবীর বরপুত্র বঙ্গালার সঙ্গীত-সরস্বতীর অঞ্চলের শেষ-নিধি সঙ্গীত-কুঞ্জের পিক-শ্রেষ্ঠ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয় সে দিন দেশকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন। অল্প দিন মধ্যেই আমরা আমাদের দেশের বর্ত্তমান কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্র-সঙ্গীতাচার্য্য, সঙ্গীত-কলা-বিশারদ দক্ষিণাচরণ সেন মহাশয়কে (বিগত ২৯এ চৈত্র, ১২ই এপ্রেল ১৯২৫) রবিবার মধ্যাহ্ন ১টার সময় হারাইলাম। বঙ্গের সঙ্গীত-শাস্ত্রালাপ-বিভাগে কি কণ্ঠ-সঙ্গীতে কি যন্ত্র-সঙ্গীতে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের প্রভাব ও কৃতিত্বের যথেষ্ট সুযশের কথা শুনিতে পাই। আধুনিক কালের সঙ্গীতাচার্য্যগণের প্রথম ও প্রধান, 'যন্ত্র-ক্ষেত্র-দীপিকা' প্রভৃতি নানা সঙ্গীতগ্রন্থ-প্রণেতা ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের নাম সঙ্গীত-অনুশীলন-কারিগণের নিকট সুপরিচিত। মৃদঙ্গাচার্য্য ৺শ্রীরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম ভারত বিখ্যাত। পশ্চিম বঙ্গের 'বিষ্ণুপুর' নামক সুবিখ্যাত গ্রাম বহু সঙ্গীতজ্ঞের প্রসূতি। অধ্যাপক ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (নুলা গোপাল) ৺অঘোরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৺মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৺রাখালচন্দ্র হালদার, সঙ্গীত-নায়ক রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺মোহনচাঁদ বসু, (মোহনচাঁদী-সুর নামক অপূর্ব্ব মিশ্র-রাগিণীর উদ্ভব-কর্ত্তা) ৺রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, ৺কেশবচন্দ্র মিত্র (মৃদঙ্গ-বিশারদ) প্রভৃতি মহাশয়গণের নাম সসম্ভ্রমে এখনও উচ্চারিত হয়। অন্যান্য জাতীয়গণের মধ্যে ৺যদুনাথ পাল, মৃদঙ্গাচার্য্য ৺মুরারী মোহন গুপ্ত ও ঢাকা-নিবাসী ৺অবনীমোহন সেন, মহাশয়গণের নামও সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ইঁহারা সকলেই সঙ্গীতের আচার্য্য ও শিক্ষক। কলিকাতায় দেশীয়গণের দ্বারা প্রথম যে দেশীয় একতান-বাদ্য-সম্প্রদায় গঠিত হয়, উল্লিখিত সঙ্গীতাচার্য্য ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও ৺যদুনাথ পাল মহাশয়দ্বয়ই উহার প্রবর্ত্তক। রাজা ৺সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদিগের আলোচ্য ৺দক্ষিণাচরণ সেন, ৺নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব (নস্তি বাবু) ৺ননিলাল নিয়োগী, শ্রেষ্ঠ বংশী-বিশারদ ৺অমৃতলাল দত্ত (হাবু দত্ত) ও ব্যায়ামাচার্য্য সলিসিটার শ্রীযুক্ত গৌরহরি মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ কলিকাতায় যন্ত্র-সঙ্গীতালাপ প্রবর্ত্তনের জন্য অশেষ পরিশ্রম করিয়া স্ব স্ব নাম-ধন্য হইয়াছেন।

কিন্তু আমাদের আলোচ্য অধুনা পরলোকগত দক্ষিণাচরণ সেন মহাশয় কলিকাতায়, তথা বঙ্গদেশে, এই ঐক্যতান-বাদন-প্রচলন-উদ্দেশে সারা জীবন-ব্যাপী পরিশ্রম করিয়া সঙ্গীত-সরস্বতীর একনিষ্ঠ-সাধনায় সাধকরূপে আত্ম-নিয়োগ করিয়া বাঙ্গালার সঙ্গীত-সমাজে সঙ্গীত-সরস্বতীর বরপুত্র রূপে গণ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ৺নীলাম্বর সেন। নীলাম্বর বাবু কলিকাতায় শোভাবাজার অঞ্চলে তাঁহার মাতামহাশ্রমে থাকিয়া যোগ্যতার সহিত পুলিস ইন্সপেক্টারের কার্য্য করিয়া বিখ্যাত হয়েন এবং উত্তরাধিকারসূত্রে মাতামহের বাস-ভবনাদি প্রাপ্ত হ'ন। পিতার এই মাতামহাশ্রমেই দক্ষিণাচরণ জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, দক্ষিণাচরণ বারাসতের সন্নিকটস্থ মহেশ্বরপুর গ্রামে ১২৬৬ বঙ্গাব্দে তিনি (ইং ১৮৬০ খৃঃ) তাঁহার পিত্রালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে কলিকাতার 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী' (Oriental Seminary) নামক বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু অল্প দিন মধ্যেই তাঁহার সঙ্গীতানুরাগ বর্দ্ধিত হওয়ায় বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত-কলা-শিক্ষার্থী রূপে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইনি শোভাবাজারের ৺নন্দরাম সেন মহাশয় প্রতিষ্ঠিত "রামেশ্বর-মন্দির" নামক সুবৃহৎ শিব-মন্দিরস্থ সঙ্গীতাভ্যাস শিক্ষালয়ে দক্ষিণাচরণকে লইয়া যান। কিছু দিন পরে দক্ষিণাচরণ বাবু রাজা ৺সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের নাম কলিকাতার, তথা বঙ্গের, সঙ্গীত-চর্চ্চা-বিভাগে চিরস্মরণীয় ও চিরপূজ্য। তাঁহার সঙ্গীত-প্রতিভা ও সঙ্গীত-প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টার গৌরব দিনে দিনে এত সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল, যে জগতের সমস্ত সভ্য-সমাজের প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতালয় ও সঙ্গীতাধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সম্মানিত ও উপাধি-ভূষিত হন। তিনিই প্রথমে 'সঙ্গীত-ডাক্তার' ও 'সঙ্গীত-নায়ক' রূপে বাঙ্গালা দেশের নাম উজ্জ্বল করেন। সঙ্গীত-বিষয়ে ইঁহার সকল উপাধিগুলি একত্র লিখিলে 'কায়স্থ পত্রিকা'র চার পৃষ্ঠা ব্যাপী হইবে। রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে উপরোল্লিখিত সঙ্গীতাচার্য্য ৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনিই কণ্ঠ-শিরা-সঞ্চালন-সাহায্যে সাপুড়িয়াদের তুবড়ি যন্ত্রের ন্যায় 'ন্যাস্-তরঙ্গ' নামক এক যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্র আলাপ করা অত্যন্ত কঠিন এবং সংযমী সঙ্গীত-যোগী ব্যতীত সাধারণের এই যন্ত্র আলাপ করিবার শক্তিলাভ করা সুদূর-পরাহত। কলিকাতার বাগবাজার পল্লীর খ্যাত নামা যন্ত্র-সঙ্গীত-বিশারদ ও স্থানীয় সঙ্গীত-

সম্প্রদায়ের শিক্ষক ৺রাজকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় নিভৃতে নিজের চেষ্টায় এই যন্ত্রের আলাপ শিক্ষা করিতেন দেখা গিয়াছিল। কলিকাতায় এই সময়ের আর একজন সুবিখ্যাত যন্ত্র-বিশারদ বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম ও তাঁহার কৃতিত্বের কথা সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ইনি 'হারমোনিয়ম' নামক বিলাতী বাদ্য-যন্ত্রের মধ্যে নূতন 'রীড্' সংযোগ করিয়া ভারতীয় রাগিণীর 'গিট্‌কিরী'র আলাপ প্রবর্ত্তন-চেষ্টা করিয়াছিলেন। যন্ত্র-সঙ্গীতে ইঁহার অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব ছিল এবং বহু যন্ত্রালাপে ইনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। দেশীয় কয়েকটী যন্ত্রের ব্যবহার ও পরিচালনা যাহাতে সুলভ হয় তাহার জন্যও ইনি বহু শ্রম করিয়াছিলেন। মহেন্দ্র বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবুও বহু যন্ত্র-বিশারদ।

রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক মদনমোহন বর্ম্মণ ও বেহালা-শিক্ষক চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণের নিকট হইতে সঙ্গীতের নানা বিষয়ে কিছুদিন শিক্ষালাভ করিয়া দক্ষিণাচরণ বাবু নিজ মনীষায় বাঙ্গালা সঙ্গীত-প্রণালীতে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের একতান প্রবর্ত্তন করেন। ঈশ্বর-দত্ত-প্রতিভা না থাকিলে সঙ্গীতে এরূপ নূতন নূতন পদ্ধতির আবিষ্কার ও প্রবর্ত্তন সাধারণে সম্ভবে না। এই সময়ে ইনি একটী সম্প্রদায় গঠন করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সংযোগে তাঁহার নবাবিষ্কৃত পদ্ধতির প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। এই সময় পাথুরিয়াঘাটার ৺গুরুপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় দক্ষিণাচরণ বাবুকে সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রের ১টী সমষ্টি দান করেন। ১৮৮৩খৃঃ দক্ষিণাবাবু 'ব্লু রিবন অরকেষ্ট্রা' (Blue Ribbon Orchestra) নামক যন্ত্র-সঙ্গীত-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া বহু শিষ্যগণসহ তাঁহার হৃদ্গত সঙ্গীত-সাধনার ব্যবহার ও প্রচলন আরম্ভ করেন। এই সম্প্রদায় অদ্যবধিও বর্ত্তমান। কুমারটুলির মিত্র-বংশীয় শ্রীযুত শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রমুখ তাঁহার কয়েক জন শিষ্য এখনও এই সম্প্রদায় পরিচালনা করিতেছেন। কিছুদিন পরে ইনি বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদের লইয়া 'ষ্ট্রীং ব্যাণ্ড' (String Band) নামক একটী সম্প্রদায় গঠন করেন। এই সম্প্রদায়টীও বহুদিন জীবিত ছিল। পরে ১৮৯৬ খৃঃ বহুবাজারে 'ফিল্ হারমোনিক' (Philharmonic Band) নামক একটী সম্প্রদায় গঠন করেন। এই সম্প্রদায়ই বাঙ্গালী-দ্বারা বিদেশীয় পিত্তল-নির্ম্মিত বাদ্য-যন্ত্র সমূহে ইংরাজী রাগিণী একতানে আলাপ করেন। এই আলাপ-প্রবর্ত্তনে দক্ষিণাচরণ বাবুর এত অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল যে, তাঁহার স্থানীয় পরমোৎসাহী শিষ্য শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র বসু মহাশয় কর্ত্তৃক এই সম্প্রদায় এখনও পরিচালিত হইতেছে। কলিকাতার সুবিখ্যাত 'ষ্টার' ও 'কোহিনূর' রঙ্গমঞ্চে

দক্ষিণাচরণ বাবুর সম্প্রদায় বহুদিন সঙ্গীতালাপ করিয়া দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। এমন কি নাট্যসম্প্রদায় কর্ত্তৃক গীত সঙ্গীত গুলির সহিত এক-তানে বংশী প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্রের আলাপ প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি বহু সুযশ অর্জ্জন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্যয়-বাহুল্য বশতঃ কলিকাতার রঙ্গালয় সমূহে এই সঙ্গীতালোচনা বহুদিন চালাইতে পারেন নাই।

অধ্যাপক দক্ষিণাচরণের উদ্ভাবনী প্রতিভা সানাই, তুব্‌ড়, সাঁরেঙ্‌ প্রভৃতি দেশীয় বাদ্য-যন্ত্রের সমবায়ে এক স্বদেশী বাদ্য-সম্প্রদায় মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের পরামর্শে ও সঙ্গীতপ্রেমিক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ প্রচেষ্টা ও আয়োজনে গঠিত করিয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মহামান্য ভারত-সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়কে শুনাইবার জন্য 'পেজেণ্ট সো' (Pageant Show) মধ্যে অভিনয় করেন। ইহা এত মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, সম্রাটের আদেশে বড়লাট্ বাহাদুরের প্রাসাদে ইহার পুনরভিনয় হয়। বড়লাট বাহাদুরের ভবনের বাদ্য-সম্প্রদায়ের অভিনেতা Mr Bachener প্রমুখ সঙ্গীতকলাধুরন্ধরগণ এই বাদ্য-সম্প্রদায়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া প্রশংসা-পত্র দেন। বিগত স্বদেশী মেলা ও প্রদর্শনীতে এই সম্প্রদায়ই সানাই বাদ্য আলাপে দর্শকগণকে পরিতৃপ্ত করেন। যে অনুন্নত-জাতি বঙ্গে এখনও সানাই, ঢাক, ঢোল প্রভৃতি বাজাইয়া থাকে কলিকাতাস্থ সেইরূপ একটী সম্প্রদায় দক্ষিণাচরণ বাবুর শিক্ষায় এখনও কলিকাতার বিবাহ-শোভাযাত্রা ইত্যাদি উৎসবে এই স্বদেশী বাজনা বাজাইতেছে। কায়স্থ-সভার শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-পূজা-উৎসবে এই স্বদেশী বাজনা বাজিয়া ছিল। বেলুড়ের রামকৃষ্ণ-মহোৎসবে বিগত ৮।১০ বৎসর দক্ষিণাচরণের সম্প্রদায় সানন্দে বাজনা বাজাইয়া অসংখ্য জনস্রোতকে মুগ্ধ করিতেছেন। বর্ত্তমানে দক্ষিণাচরণ বাবুর একতান-বাদন-সম্প্রদায় আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্ পরিচালিত 'ষ্টার' থিয়েটারে নিযুক্ত আছেন।

সঙ্গীতাচার্য্য দক্ষিণাচরণ সঙ্গীত সম্বন্ধীয় অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার 'ঐকতানিক স্বর সংগ্রহ (১ম ও ২য় ভাগ) গীতশিক্ষা (১ম ও ২য় ভাগ 'সরল হারমোনিয়ম সূত্র', ও 'হারমোনিয়মে গান শিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থ সঙ্গীত শিক্ষার্থিগণের বিশেষ অবলম্বনীয়। তাঁহার শেষ রচনা 'গান, গৎ ও আলাপ সম্বলিত রাগের গঠন-শিক্ষা' নামক পুস্তকে রাগ রাগিণীর প্রকৃত উপপত্তি এবং যাবতীয় মূল-সূত্র ও সাধনোপদেশ সম্বলিত রাগের গঠন-শিক্ষার সহজ উপায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুস্তকের প্রথম ভাগ তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,

এবং দ্বিতীয় ভাগের রচনাও অধিকাংশ ছাপাও রাখিয়া গিয়াছেন। আশা করি দক্ষিণাচরণ বাবুর শিষ্যগণ অচিরে এই খণ্ড প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের গুরুদেবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিবেন ও এই পুস্তকে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিবেন।

দক্ষিণাচরণ বাবুর ধর্ম্মে প্রবল অনুরাগ ছিল। তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল—ব্যবহার অমায়িক, এমন কি এই সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন ব্যক্তিকে যথার্থই অজাতশত্রু বলা যাইতে পারে। তাঁহার প্রতিভা যে মাত্র সঙ্গীতেই আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে—নানা বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল এবং তিনি একজন প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন।

প্রবন্ধ-লেখক আচার্য্য দক্ষিণাচরণের প্রতিবেশবাসী বলিয়া তাঁহার অনেক স্নেহ-ভালবাসা এবং তাঁহার গ্রন্থাদির সাদরোপহার পাইয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে। এইরূপ সঙ্গীতাচার্য্যকে হারাইয়া বঙ্গমাতা যথার্থই রত্নহারা হইলেন। হে সঙ্গীতাচার্য্য, বঙ্গীয় সঙ্গীত-সরস্বতীর বরপুত্র, অমরার অমর সঙ্গীতালয়ে তোমার ন্যায় উচ্চ সাধকের উচ্চ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই। তোমার সরল অমায়িক সর্ব্বজন প্রিয় মধুর চরিত্র ও সঙ্গীত সরস্বতীর একনিষ্ঠ সাধনা, তোমার শিষ্যগণের ও স্বজাতীয়গণের অনুকরণীয় আদর্শ হউক। এই গীতোচিৎ কণ্ঠহীনের জয়-গান তোমার সর্ব্বগ্রাহী কর্ণকুহরে অতি ক্ষীণ হইলেও শ্রদ্ধা-সম্বলিত বলিয়া প্রবেশ করুক—ইহাই দীনের প্রার্থনা।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

কালীকচ্ছের নন্দী-রায়-বংশ (১ম খণ্ড)

শেষ বৈশাখে আমরা অবসর-প্রাপ্ত এক্‌স্‌ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনার শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ নন্দী রায় মহাশয় সঙ্কলিত কালীকচ্ছের "নন্দী-রায়-বংশ-কারিকা" সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত সহ (উৎকৃষ্ট কাগজে কুন্তলীন প্রেসে সুন্দররূপে মুদ্রিত) প্রকাশিত একখানি পুস্তিকা উপহার পাইয়াছি। পুস্তিকাখানি ১৩২৯ সালের শেষ ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে। মৌদগোল্য গোত্রীয় এই নন্দী রায় বংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-কথা শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ নন্দী রায় মহাশয় নিম্নে এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :—

"মহীধর নন্দী রায়ের একমাত্র পুত্র বাজীন্দ্র নারায়ণ নন্দী রায়। বাজী নারায়ণ নন্দী রায়ের সাতাইশ পুত্র জন্মে। তাঁহার পুত্রগণ একদিন "বাজী নন্দীর দীঘির" নিকটস্থ "রণ-খলা" নামক স্থানে ক্রীড়া করিতে করিতে সংগ্রা প্রবৃত্ত হন। বাজীৎ নন্দী ঐ সময় কোলাহল শুনিয়া তাহার কারণ অবগত হ এবং বহু পুত্রের বিবাদে বংশ ধ্বংশ হইবে ভাবিয়া নিজের নিকট সুলক্ষণাক্রা দুই পুত্রকে রাখিয়া অবশিষ্ট পঁচিশ পুত্রকে বিদেশে নানাস্থানে প্রেরণ করেন তাঁহাদের ভরণ-পোষণের জন্য যথোপযুক্ত অর্থ এবং প্রত্যেক পুত্রের জ "একজন ধাই ও একটী গাই" দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাসস্থানের নিশ্চয় নাই।

বাজীন্দ্র নারায়ণ নন্দী রায় "বাজীন্দ্র নন্দী" নামে পরিচিত ছিলেন "বাজীৎ নন্দীর দীঘি" নামক সুবৃহৎ দীঘি এখনও কালীকচ্ছের মধ্যভা বর্ত্তমান আছে। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে অবসর-প্রাপ্ত একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনা স্বর্গীয় কালীনাথ নন্দী রায় মহাশয়ের যত্নে কুমিল্লা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড কর্ত্তৃক এ দীঘির পঙ্কোদ্ধার হইয়াছে। এই দীঘির দুই পাড়ে বাজীন্দ্র নারায়ণ নন রায়ের দুই পুত্রের বাড়ী ছিল। পূর্ব্ব পাড়ে শিবপ্রসাদ নন্দী রায়ের বাড়ী পশ্চিম পাড়ে গণপতি নন্দী রায়ের বাড়ী ছিল। এই প্রাচীন-কায়স্থ (ক্ষত্রিয় বংশ সাতশত বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবত কালীকচ্ছে স-সম্মানে বাস করিতেছেন।

মহীধর নন্দী রায় প্রথমে কোন স্থান হইতে এবং কি উপলক্ষে কালীক আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদি বাসস্থান রাঢ় দেশ, কি বারেন্দ্র ভূম ছিল— ইহার ঐতিহাসিক আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডে লিপি বদ্ধ করা যাইবে।

আমাদের বংশাবলীর প্রথম খণ্ড—বংশানুক্রমিক বৃত্তান্ত—প্রকাশিত হইল এক যুগের ও দীর্ঘকালের সংকল্প এত দিনে আংশিক পূর্ণ হইল, ইহাই সুখে বিষয়। দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করিলাম

* * * * *

বংশাবলীতে পুরুষদিগের নামের শেষে "নন্দী রায়" উপাধি লিখা হয় না নাম পড়িবার সময় প্রত্যেক নামের শেষে "নন্দী রায়" শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে।

মহিলাদিগের নাম মাত্র লিখা হইয়াছে তাঁহাদের নাম পড়িবার সময় "দেবী শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে।

* * * * *

গোপীচন্দ্র নন্দী রায়ের পিতা কালীকচ্ছ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার নিকটবর্ত্তী সুশীলপুর গ্রামে নিজ বাস-ভবন নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার সন্তানগণ সুশীলপুর গ্রামে বাস করিতেছেন।"

পরে তারিণীচরণ বাবু এই বিস্তৃত ১১ পৃষ্ঠা ব্যাপী ডিমাই কোয়ার্টার আকারের বংশতালিকা পর পর মুদ্রিত করিয়াছেন—আমরা এই বংশের প্রধান প্রধান শাখার নামগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রথম পৃষ্ঠায় মহীধর নন্দী রায় মহাশয়ের নিম্নতম ছয় পুরুষের নাম তালিকা দিয়া—৬ষ্ঠ পুরুষ অচ্যুতানন্দ নন্দী রায় মহাশয় হইতে পর পর নিম্নলিখিত পুরুষগণের বংশানুক্রমিক করিকা দিয়াছেন, (১) অচ্যুতানন্দ নন্দী রায়, (ক) রুদ্র দাস নন্দী রায়, (খ) তুলারাম নন্দী রায়—(২) শত্রুঘ্ন নন্দী রায়—(৩) বিশ্বরূপ নন্দী রায় (গ) রত্নেশ্বর নন্দী রায় (চন্দ্রকলা), (ঘ) রামকানাই নন্দী রায় (রেবতী) (ঙ) কামদেব নন্দী রায় (৪) গঙ্গাদাস নন্দী রায়, শেষে শিবপ্রসাদ নন্দী রায় মহাশয়গণের বংশ-তালিকা দিয়াছেন। এই শিবপ্রসাদ নন্দী রায়ের সন্তানগণ মেরাসীন-নিবাসী হইয়াছেন। এই বিস্তৃত বংশ-তালিকা মধ্যে যতদূর সম্ভব বংশীয়গণের সহধর্ম্মিণী ও কন্যাগণের নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরে শিবপ্রসাদ নন্দী রায়ের বংশ-কথা নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন।

"শিবপ্রসাদ নন্দী রায়ের প্রপৌত্র আত্মারাম নন্দী রায় সরাইল পরগণার ষোল আনীর জমিদার দেওয়ান নুরআলী ও দেওয়ান জুহুর আলী সাহেবদ্বয়ের সদর-নায়েব ছিলেন। সরাইল তাঁহাদের কাছারী ছিল। সরাইল হইতে হরসপুর প্রায় দুই প্রহরের রাস্তা ব্যবধান। জমিদারদ্বয় সরাইল আসা যাওয়া করিবার জন্য তাঁহাদের বাড়ী হইতে সরাইল পর্য্যন্ত এক সুপ্রশস্ত ও সুবৃহৎ জাঙ্গাল নির্ম্মাণ করাইছিলেন এবং জাঙ্গালে রাত্রিতে মশাল ধরিবার জন্য অনেক নিষ্কর চেরাগি ভুমি দান করিয়াছিলেন। কিন্তু আত্মারাম রায়ের কালীকচ্ছ হইতে হরসপুর সর্ব্বদা যাতায়াত করা অত্যন্ত অসুবিধা মনে করিয়া উক্ত জমিদার-দ্বয় তাঁহাকে স্বগ্রাম কালীকচ্ছ ত্যাগ করিয়া হরসপুরের সন্নিকটস্থ কোন গ্রামে বাসভবন নির্ম্মাণ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন এবং নিরছাউনি নামক স্থানে তাঁহার ভদ্রাসন বাটী-নির্ম্মাণ-জন্য নিষ্কর ভূমি ও মোকররী তালুক প্রদান করেন। তৎপর আত্মারাম রায় মিরছাউনি (বর্ত্তমান মিরাসধানী বা মেরাসানী) গ্রামে ভদ্রাসন বাড়ী নির্ম্মাণ করেন এবং জমিদারের নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইয়া নাপিত, ধোপা, যুগী প্রভৃতি জাতীয় লোকদিগের তথায় স্থায়ীরূপে বাস

করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ মেরাসানী গ্রা বাস করিতেছেন এবং জমিদার প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি ও তালুক ভোগ করিতেছেন।

আত্মারাম নন্দী রায় কালীকচ্ছ পরিত্যাগ-কালে তাঁহার বাড়ী তাঁহা গুরুকে দান করিয়া গিয়াছিলেন।"

আমরা এইরূপ বংশ-কারিকা প্রকাশের বিশেষ পক্ষপাতী—একথা বল বাহুল্য। বঙ্গের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-বংশীয়গণ যদি এই ভাবে নিজ নিজ বংশ-কারি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কায়স্থ জাতির ইতিহাস সংগ্রহের উপাদান রূপে সকল কারিকা বিশেষ কার্য্য আসে। তারিণীচরণ বাবু দ্বিতীয় খণ্ডে নি বংশীয় অন্যান্য বংশের ক্রমিক-ধারা সংগ্রহ করিবার জন্য নিজ বংশের সকল অনুরোধ করিয়াছেন, এবং কি ভাবে সংগৃহীত হইলে সুবিধা হইবে তাহা একটী পদ্ধতি বাঁধিয়া দিয়াছেন। আশা করি তাঁহার বংশীয়গণ এ বিষয় তাঁহা সাহায্য করিবেন।

কায়স্থ-সভা-সম্পাদক

প্রেরিত-পত্র

(১)

খোলা-চিঠি

অশেষ শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র রায় বর্ম্মা এম-এ, বি-এল
মহোদয় সমীপেষু—

৭৮।২, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট
২১।১২।৩১

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

প্রচার কার্য্যে এ অঞ্চলে মাসাধিককাল অবস্থান করিতেছি। কায়স্থ সমাজে এখানকার এক সভ্য মহাশয়ের নিকট সম্প্রতি উক্ত সমাজের পত্রিকার "কার্ত্তিক অগ্রহায়ণের" যুগ্ম সংখ্যার "কার্য্য-বিবরণী"র ১৲ ও ১/০ পৃষ্ঠার ৫ম প্রস্ত "মিলনার্থ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার পত্র" শীর্ষক মন্তব্যে আপনার যে উ

প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। দুঃখের কারণ, আপনার ন্যায় বিজ্ঞ বিচক্ষণ একজন স্বজাতি-হিতৈষীর পক্ষে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বিরুদ্ধ এরূপ অমূলক অভিযোগ শুধু কায়স্থ-সভার ক্ষতিকর নহে, কায়স্থ-সভার অনিষ্টকারীগণের উৎসাহ ও প্রশ্রয়জনকও বটে।

আপনি নাকি বলিয়াছেন "যে সভায় উপবীতীর কর্ত্তৃত্ব নাই, শুধু লোক দেখানো কতিপয় মান্যমান উপবীতীকে সম্মুখে রাখা হইয়াছে মাত্র, "বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের" তাহাদের সহিত কি করিয়া সম্মিলন হইতে পারে, তাহা আমি বুঝি না।" সত্য বলিতে কি, আপনি যে বঙ্গের সমুদায় কায়স্থ প্রতিষ্ঠানগুলির জননী কায়স্থ সভার বিরুদ্ধে এই উক্তি করিয়াছেন, তাহা আমি এখনও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না; কারণ সমাজের সম্পাদক ও পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়দ্বয়কে আমি ১৪।১৫ বৎসর বিশেষ ভাবেই জানি; সমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির-বিবরণগুলি বিকৃত ও আবশ্যক মত পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত বা সঙ্কুচিত হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে—ধারণায় ঐ উক্তিটী আপনার বলিয়া এখনও গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

যদি ধরিয়া লওয়াও যায় যে, আপনি ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন তাহা হইলে আমার বক্তব্য এই :—

(ক) কায়স্থ সভার 'উপবীতীর কর্ত্তৃত্ব নাই' এ কথা সত্য নহে। বরং একথা বলিতে পারি সভায় উপবীতীর যত কর্ত্তৃত্ব আছে "সমাজে" তাহা নাই। সভায় প্রত্যেক উপবীতীর কর্ত্তৃত্ব আছে কিন্তু সমাজে শুধু উপেনবাবু ও শরৎবাবু ব্যতীত অপর উপবীতীর প্রকৃত কোনই "কর্ত্তৃত্ব নাই"। এই উপবীতী ব্যক্তি দ্বয়ের তথাকথিত নেতৃত্ব সমগ্র কায়স্থ জাতি উপবীতী অনুপবীতী নির্ব্বিশেষে স্বীকার করিয়া লইবেন কি না এবং কেন স্বীকার করিয়া লইবেন তাহা আপনাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

(খ) যতদিন বঙ্গের সমগ্র কায়স্থ জাতির উপবীত না হইতেছে, ততদিন সভা বা সমাজ যদি শুধু 'উপবীতীর কর্ত্তৃত্বই' জাহির করিতে চাহেন, জাতি তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে পারে কি না—তাহাও আপনাকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ রহিল।

(গ) "মান্যমান উপবীতীকে সম্মুখে" রাখিয়া "বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের" উপরোক্ত কর্ত্তৃদ্বয় যে ভাবে তাঁহাদের "সমাজের" কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, "সভা" সেই পথ গ্রহণ করিতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতে পারিবেও না। কায়স্থ

সভার উপবীতিগণ কখনও ‘শিখণ্ডী” রূপে জাতির কার্য্যে তাঁহাদের ভূমিকা গ্রহণ করে নাই, বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা তাহা আপনি বুঝিয়া লইতে পারেন। আপনি সে অনুসন্ধান করিবেন কি ?

(ঘ) ' আপনাকে জিজ্ঞাসা করি পৈতাধারী মাত্রেরই কি কর্ত্তব্য বুদ্ধি, স্বজাতি-প্রীতি ও দায়িত্ব জ্ঞান আছে ? অপৈতকের কি ঐগুলি থাকিতে পারে না ? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে প্রথম বর্ণিত উপবীতী ও শেষ বর্ণিত অনুপবীতী অর্থাৎ স্বার্থ-বুদ্ধি-প্রণোদিত উপবীতী ও স্বার্থ-বুদ্ধি-বিহীন অনুপবীতীর মধ্যে জাতির সেবার যোগ্য অধিকারী কে ? “সভায়” যদি অনুপবীতীর কর্ত্তৃত্ব কিছু থাকে তাহা “সমাজের” উপবীতীর কর্ত্তৃত্বের চেয়ে সহস্রবার প্রশংসনীয়।

(১) “কায়স্থ-সমাজ” তাহার প্রতিষ্ঠাকালাবধি তাহার স্বাধীন চেষ্টায় কতগুলি কায়স্থ সন্তানকে পৈতা দিয়াছেন এবং সভা ঐ কয় বৎসর তাহার স্বাধীন চেষ্টায় কতগুলিকে দিয়াছেন এবং অন্যান্য কি কি মঙ্গল কার্য্য উভয়ে করিয়াছেন, তাহা আপনাকে অনুসন্ধান করিতে এবং তৎফলাফল “সমাজে” প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

(২) সমাজের পৈতাবিহীন সভ্য সংখ্যা কত ও উপবীতী সভ্যই বা কতগুলি ? পৈতক কত চাঁদা দেন এবং অপৈতকই বা কত দেন ? কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি, উভয় সভ্যের সংখ্যানুপাতে বা উভয় চাঁদার পরিমাণের অনুপাতে গঠিত হয়, অথবা নিজেদের ইচ্ছাও সুবিধানুযায়ী গঠিত হইয়া থাকে, তাহাও অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। বর্ত্তমান গণতন্ত্রের যুগে অনুপবীতী বা উপবীতী যাহাদের সংখ্যা বেশী এবং চাঁদাও বেশী, তাদের উপেক্ষা করিয়া যাহারা সংখ্যায় অল্প এবং চাঁদাও পরিমাণে অল্প তাঁহাদের “কর্ত্তৃত্ব” কেন স্বীকার বা সহ্য করিবেন ? উপবীতীর কর্ত্তৃত্ব চালাইতে হইলে কায়স্থ সমাজের পরিবর্ত্তে “উপবীতী কায়স্থ-সমাজ” নাম করাই উচিত নহে কি ? এবং শুধু পৈতাধারীর টাকায় ঐ সমাজ চালানই ধর্ম্মসঙ্গত নহে কি ?

(৩) জাতির সাধারণের প্রদত্ত অর্থের অপচয় ও অপব্যবহারের সহায়তা যিনিই করিবেন, তিনিই নিন্দনীয় ; উপবীতী বলিয়া কি ঐ মহাদোষ গুলিকে মহাগুণ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে ? আমি বিনীত ও সরল ভাবে আপনাকে জানাইতেছি যে ‘ সভা এখনও ঐ ঐ দোষে লিপ্ত হয় নাই। ঐ সব দোষ সভায় পূর্ব্বে ছিল এবং তাহার সংশোধন সহ্য করিতে না পারিয়া “সমাজের” প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ; এখনও “সমাজে” পূর্ণ মাত্রায় সেই বণিয়াদিলীলা চলিতেছে। অতীব

দুঃখ ও ক্ষোভের কথা যে, আপনাদের ন্যায় মহৎ ব্যক্তিগণও অজ্ঞাতসারে তাহারই সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। আপনি, দে সাহেব, মহেন্দ্র বাবু ও মহারাজা প্রভৃতি “মান্যমান উপবীতীগণ” সম্মুখে থাকিয়া তাহারই প্রশ্রয় দিতেছেন, “সমাজ”-প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়াছেন, তাহার অন্নপ্রাশন ও ভরণপোষণ চালাইতেছেন। আপনারা সকলেই মহাপুরুষ কাজেই আত্মবিস্মৃত !

(৪) পূর্ব্ববর্ণিত ৫ম প্রস্তাব সম্বন্ধে এত কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল না ; ঐ প্রস্তাবের প্রস্তাবক মণীন্দ্রমোহন বসু বর্ম্মা, সমর্থক রাসবিহারী ঘোষ বর্ম্মা, হীরালাল মিত্র বর্ম্মা প্রভৃতি স্বজাতীয় মহাশয়গণকে আমার বলিবার কিছু নাই, “সমাজের” কাঃ নিঃ সমিতিতে তাঁহাদের সমতুল্য আরও ২।৪ জন ‘ সমাজ”-ভক্ত আছেন. খোদ্ সমাজ-সম্পাদক ও সমাজ-পত্রিকা-সম্পাদক তো আছেনই ; তাঁহারা সকলেই ‘উপবীতীর কর্ত্তৃত্ব” বজায় রাখিতে ও কায়স্থ-সমাজে উপবীত বিস্তার করিবার দুন্দুভি বাজাইয়া ও প্রচার ও প্রচারকের আবশ্যকতা বিজ্ঞাপিত করিয়া এবং “সভার” দ্বারা তাহা হইতেছে না—এ দুঃখ রাখিবার স্থান না পাইয়া, “সমাজের” কাঃ নিঃ সমিতিতে স্থান পাইয়াছেন ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহাদের সাহায্য তাঁদের বিজ্ঞাপিত ও উচ্চগর্জ্জিত কার্য্যগুলি হইত বা হইবার সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে এত কথা লিখিতে হইত না এবং আপনার ‘ উপবীতীর কর্ত্তৃত্বের” ও ' মান্যমান উপবীতীকে সম্মুখে রাখার” মন্তব্যের জন্য এ প্রতিবাদের পরিবর্ত্তে প্রশংসা করিতে পারিতাম ; কিন্তু আপনার ন্যায় ব্যক্তিকেও, তাদের সুরে সুর মিলাইতে দেখিয়া এবং সভা ও সমাজকে মিলিত করিয়া সকল দোষ ত্রুটী সংশোধনের পথ রুদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে দেখিয়া জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য হতাশ হইতে হইতেছে।

(৫) ‘ কতিপয় লোক দেখানো মান্যমান উপবীতীকে সম্মুখে রাখিয়া” “উপবীতীর কর্ত্তৃত্বে” চলিত ‘ কায়স্থ সমাজ” ১৩৩০ সালে তার সম্পাদকীয় কর্ম্ম-নিবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন যে ঐ বর্ষে সমাজের আয় ৪৩৩১৵৹ এবং ব্যয় ৪২২৬৵।১৹ তন্মধ্যে উপনয়নে ব্যয় ৭॥৵৹ এবং প্রচারে ব্যয় ১৩২।৵১৹ অবশিষ্ট সব পত্রিকা সম্পাদকের বেতনে ও পত্রিকা প্রকাশে, আফিসে ও মাসিকে ব্যয় হইয়া গিয়াছে।

এখন শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবু ও আপনার ন্যায় মতাবলম্বী স্বজাতি মহোদয়গণকে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, যে সভায় ও সমাজে মিলন ঘটাইয়া জাতীয় অর্থের এবম্প্রকার অপচয় নিবারণ করা ও জাতীয় বিরোধের অবসান কর

ভালো অথবা শুধু "উপবীতীর কর্ত্তৃত্বের" মোহে অন্ধ হইয়া স্বতন্ত্র "সমাজ" রক্ষা করা ভালো ? কতকগুলি উপবীতীর অন্যায় জিদ্ থামখেয়ালীর প্রশংসা করা ভালো অথবা যথার্থ জাতির শূদ্রত্ব মোচনের ও দ্বিজাচার বিস্তারের উপায় অবলম্বন করা ভালো ? ব্যক্তি বিশেষের সম্পাদকীয় গদি আজীবন আকড়াইয়া ধরিয়া থাকার প্রশ্রয় দেওয়া ভালো, অথবা ২।১ বৎসর অন্তর নূতন নূতন সম্পাদক নির্ব্বাচন করিয়া জাতীয় আন্দোলনে শক্তি সঞ্চার করার অবসর দেওয়া ভালো ? ব্যক্তি বিশেষে বছরে বছরে বেতন বৃদ্ধি করিয়া আয়ের অর্দ্ধাংশ ব্যয় করা ও তাহার সর্ব্বগ্রাসিনী ক্ষুধা বৃদ্ধির প্রশ্রয় দেওয়া ভালো অথবা Cut your coat according to your cloth নীতি অনুসরণ করিয়া পৈতা বিস্তার, প্রচার, বিদ্যাশিক্ষা, আতুরের রক্ষা, মাতৃ-পিতৃ-কন্যাদায় উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া কায়স্থ-জাতির প্রকৃত মঙ্গল ও উপকার করা কর্ত্তব্য ?

"সমাজের" দু একটী পোষ্যপুত্র পুষিয়া তাহাদের যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দান অপেক্ষা জাতির কল্যাণে জাতিরই প্রদত্ত, তাহাদের শোণিত সম, সহস্র সহস্র মুদ্রা ঐ ঐ হিতকর কার্য্যে ব্যয় করা কি "সমাজের" সভ্যবৃন্দের প্রতিনিধি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য মহোদয়গণের কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম নহে ? বিনীত

অগ্নিহোত্রী সরলচন্দ্র ঘোষ

(২)

"কায়স্থে" প্রেরিত পত্রের অনুলিপি *

অশেষ শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত ভূপতি রায় চৌধুরী,

"কায়স্থ" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদিগের প্রেরিত অগ্রহায়ণ মাসের "কায়স্থ" পাইলাম। "মেছো-হাটার দুর্গন্ধ" শীর্ষক প্রবন্ধের দুর্গন্ধে পত্রিকা দুর্গন্ধময় হইয়াছে। ঐরূপ অশ্লীলতাপূর্ণ প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়া সুরুচির পরিচয় দেওয়া হয় নাই। আপনারা দেশমান্য পণ্ডিত এবং বঙ্গজ সমাজের নেতৃস্থানীয়, সুতরাং কায়স্থ সমাজ আপনাদিগের কুরুচি দর্শনে মর্ম্মাহত হইবে সন্দেহ কি ? যাহা হউক,

* বসিরহাট হইতে উকীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় ২৪।৩।২৫ তারিখে এই পত্রখানি পাঠাইয়াছেন এবং পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য লিখিয়াছেন এজন্য ইহা মুদ্রিত হইল। অবশ্য আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই, ইহা "কায়স্থে" প্রকাশ হই[illegible] কি না। কাঃ পঃ সঃ

লেখক ঘোষ মহাশয় কে ? তাঁহাকে ত ঘোষ বর্ম্মা বা ঘোষ দাস বলিয়া ধারণা হয় না। জাতির হিত-চেষ্টায় বিবাদ করিতে বসিয়া কি আপনারা নিজ বংশ-সুলভ ভদ্রতা ও শীলতার বিসর্জ্জন দিলেন ? ঘৃণা ও লজ্জা শব্দদ্বয় কি কেবল মাত্র অভিধানের কলেবর শোভন করিবে ? "আবহমানকাল লেখাপড়া যে জাতির জাত-ব্যবসা, সে জাতি যে প্রকৃত লেখাপড়া বুঝিবে তাহা বলিয়া কষ্ট পাইবার দরকার কি ?" লেখকের এই মন্তব্যটী অতি সুন্দর হইয়াছে; কিন্তু কার্য্যতঃ, লেখক লেখাপড়াকে নিজ জাতীয় ব্যবসারূপে পরিচয় দিতে পারিয়াছেন কি ? পূর্ব্বপুরুষ হইতে নিত্য ব্যবহৃত অস্ত্র মার্জ্জিত হওয়াই স্বাভাবিক। এক জাতীয় ঘোষ আছেন যাঁহারা একটু অধিক বয়সে সাবালকত্ব লাভ করিবার প্রবাদ আছে, লেখক ঘোষ মহাশয় কথিত ঘোষ বংশীয় হইলে কায়স্থ সমাজের অধিক বিক্ষুব্ধ হইবার কারণ থাকে না; একারণ জিজ্ঞাস্য লেখকটী কোন জাতীয় ? "পবিত্র যশোহর-সমাজের" উজ্জ্বল রত্ন কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয় যাহার কর্ণধার, সেই "কায়স্থের" পবিত্রতা রক্ষার কি ব্যবস্থা ? তাই বলিতে ইচ্ছা করে, এই কি রাজা বসন্ত রায়ের পবিত্র সমাজের পবিত্রতার নিদর্শন ? "কচুবনের নাগর", "ঘ্যাঁকোর ঘ্যাং" নর্দ্দমা প্রভৃতি শব্দের অতি সুন্দর ব্যবহার করা হইয়াছে; ভাষা ও ভাব ততোধিক সুন্দর; এইরূপ একটী প্রবন্ধের দ্বারাই প্রবন্ধ-লেখক ও "কায়স্থ-সম্পাদক" আজ দেশবিখ্যাত ও স্বনামধন্য হইলেন, অপরং বা কিং ভবিষ্যতি। দোহাই দেশাচার, কুলাচার, জাত্যাচারের; দোহাই বিমিশ্র ধর্ম্মের; দোহাই ক্ষত্রিয় সমতুল্যতার; কায়স্থ জাতি যে কোন বর্ণে যাইতে স্বীকৃত হইতে পারে, কিন্তু আপনাদিগের দৃষ্টান্ত বিভীষিকাময়। সরকারী পথের পথিক মহারাজাধিরাজ বল্লালসেনের দত্ত কৌলীন্য গর্ব্বে গর্ব্বিত, মহারাজা দনুজ-মর্দ্দ দেবের গোষ্ঠীপতিত্বে সৃষ্ট, রাজা চাঁদরায়, কেদার রায় ও লক্ষণমাণিক্য শূরের গৌরবে গৌরবান্বিত বঙ্গজ-সমাজের সরকারী পথের উপর ঘৃণা কি অস্বাভাবিক নহে ? "সসেমিরার" শ্লোক কি মনে নাই ? অকৃতজ্ঞতার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ কঠিন, শাস্ত্রে অনুসন্ধান করুন। উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সমাজে সম্পাদক মহাশয়কেও সরকারী পথে ফেলিতে পারে, তাহাতে তৃপ্তি পাইবেন কি ? যাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে ঘোষ মহাশয় লেখনী ধরিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয় "নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেঁসে" নীতির অনুসরণে, ক্ষমা বিতরণে কুণ্ঠিত হইবেন না। কিমধিকমিতি বশংবদ—

স্বাক্ষর শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মিত্র, উকীল, বসিরহাট

কায়স্থ-মনীষী

স্বর্গীয় কালীনাথ মিত্র সি, আই, ই

স্বর্গীয় কালীনাথ মিত্র মহাশয় বিগত ২৭শে মাঘ, ১৩৩১, সোমবার পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠাকালাবধি বহু বৎসর পর্য্যন্ত সুধিবর কালীনাথ বাবুর সুপরামর্শে ও নানা সাহায্যে কায়স্থ-সভা পুষ্ট হইয়াছিল। ১৯০১ সালের রিজ্‌লী সাহেবের লোক-গণনা-বিবরণ-মধ্যস্থ ভারতীয় বিভিন্ন জাতির স্থান-নির্ণয় সম্বন্ধে নানা আপত্তি উপস্থিত হওয়ায় ২০এ আষাঢ় ১৩০৮ সাল (৫ই জুলাই ১৯০১) কলিকাতায় মিউনিসিপাল আফিসে মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জাতি-বিচার-সভা আহুত হয়। সেই সভায় প্রথমে ব্রাহ্মণ, তৎপরে কায়স্থ অথবা বৈদ্য, এই দুই জাতির মধ্যে কাহার স্থান অগ্রে হইবে তাহা লইয়া ঘোরতর বাক্-বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। 'মিরার'-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহাদের অনুগামী শোভাবাজারের মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বৈদ্য-পক্ষ এবং অমৃত-বাজার-পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, কালীনাথ মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়গণ কায়স্থ-পক্ষ সমর্থন করেন।

১৩০৮ সালের ৯ই ভাদ্র (২৫এ আগষ্ট ১৯০১) রবিবার পাথুরিয়াঘাটার স্বর্গীয় মহাত্মা রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে বঙ্গীয় কায়স্থের চারি শ্রেণীর যে মহতী সভা আহুত হয়, স্বর্গীয় কালীনাথ বাবু সেই সভায় উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্য্যে বিশেষ ভাবে যোগদান করেন। ঐ সভা হইতে রিজ্‌লী সাহেবের ১৯০১ সালের লোক-গণনা-বিবরণ-মধ্যস্থ বিভিন্ন জাতির স্থান নির্ণয়ের প্রতিবাদ করে এবং ঐ প্রতিবাদ উপলক্ষে এক আবেদন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের কায়স্থ জাতির বর্ণ ও স্থান নির্ণয় সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা-পত্রের অনুলিপি গবর্ণমেণ্টকে প্রেরিত হয়। এই সভায় কালীনাথ বাবু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মল্লিক, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রায় পশুপতিনাথ বসু, রায় বাহাদুর বরদাপ্রসন্ন সোম ও যোগেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত কুমুদকৃষ্ণ মিত্র ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রভৃতি মহাশয়গণ মিলিত হইয়া কায়স্থ-সমাজের উন্নতি ও চারি সমাজের মিলন সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বঙ্গদেশে সকল কায়স্থ কেন্দ্রের সহিত একযোগে

যাহাতে এই সভা কার্য্য করিতে পারেন ও সামাজিক কায়স্থ মাত্রেই যাহাতে এই জাতীর সভায় সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন, তৎপক্ষে সকলেই যত্ন করিবেন ইহাও স্থিরীকৃত হয়। কায়স্থ-সভার প্রতিষ্ঠা হইতেই কালীনাথ বাবু এই ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং উত্তরকালেও বহু সুপরামর্শ দান করিয়া সভার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করিতেন।

বহু বৎসর কালীনাথ বাবু কায়স্থ-সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন, এবং সহকারী সভাপতিও হইয়াছিলেন। নিম্নে ইঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় কথা, আমরা সংগ্রহ করিয়া দিলাম ;—

কালীনাথ বাবুর পিতার নাম ৺মাধবচন্দ্র মিত্র—ইঁহারা বিশিষ্ট কুলীন বংশ-সম্ভূত। কালীনাথ বাবু হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে সাধারণ শিক্ষা লাভ করেন। পরে এটর্নি মিষ্টার এইচ, ই, সিম্‌স্ সাহেবের আফিসে 'আর্টিকেল্ড ক্লার্ক' হন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ইনি এটর্নি হন এবং সিম্‌স্ সাহেবের আফিসে অংশীদার-রূপে গৃহীত হন। ১৮৭৩ খৃঃ পর্য্যন্ত ঐ আফিসে অংশীদার থাকিয়া এটর্নির কার্য্য পরিচালনা করেন। ইতিমধ্যে ১৮৭২ খৃঃ ২৭শে জুলাই তিনি হাইকোর্টের উকিল হন। ১৮৯৩ খৃঃ মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে অংশীদার রূপে গ্রহণ করেন এবং শেষ দুই বৎসর ব্যতীত দেবপ্রসাদ বাবুর সহিত কার্য্য করিয়া 'মিত্র ও সর্ব্বাধিকারী' নামক এটর্নি ফারমের নাম উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়া ছিলেন। অল্পদিন হইল এই দুই ফারম্ পৃথক হইয়াছে। তিনি ৫০ বর্ষ এটর্নির কার্য্য চালাইবার পর তাঁহার ব্যবসায়ের 'জুবিলি' উদ্দেশে তাঁহাকে সকল এটর্নি, জজ প্রভৃতি আইনজ্ঞগণ মিলিত হইয়া অভিনন্দিত করেন। হাইকোর্টের জজমহোদয়গণ সকলেই ইঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন ও যথেষ্ট সম্মান দিতেন।

কালীনাথ বাবু দেশের নানা সদনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান-এসোসিয়েসন্ নামক বিখ্যাত সভার তিনি ভাইস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ২৩বৎসর কাল কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কমিশনার ছিলেন এবং এই দীর্ঘকাল ব্যাপী সেবায় কলিকাতা নগরীর বহু মঙ্গল-সাধন-কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কলিকাতা সহরের পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের সহিত মত-বৈধ হওয়ায় যে ২৮ জন কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কমিশনার পদ ত্যাগ করেন, কালীনাথ বাবু তাঁহাদের অন্যতম। পরে তিনি বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্‌সেলের সদস্য হন। এই সময়ে ১৮৮৮ খৃঃ কলিকাতা

মিউনিসিপাল আইন পাশ হয়। চুঙ্গীর কর (Octroi) সম্বন্ধে ইনি অনেক পরিশ্রম করেন: এলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতাল ফণ্ডের সহযোগী সম্পাদক (Joint Secy.) ছিলেন। খরচ দিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে সতন্ত্র স্থান পাইবার বন্দোবস্তে ইনি বিশেষ উদ্যোক্তা। ভগবান দাস বগ্‌লা মারোয়ারী হাঁসপাতালের ইনি সভাপতি ছিলেন। স্যার আলেকজেণ্ডার ম্যাকেঞ্জির প্রবর্ত্তিত কলিকাতা সহরের বিল্ডিং কমিটীর অন্যতম সভ্য ছিলেন। কালীনাথ বাবু অনারারী প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ থাকিয়া যে কোর্টে বসিবেন সেই কোর্টে ওকালতি বা এটর্নির কার্য্য করিতে পারিবেন না, এই আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় কালীনাথ বাবু অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ ত্যাগ করেন। কলিকাতার ৩ নং ওয়ার্ডে করদাতা-সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন। ফ্রেণ্ডস্ ক্লাব, বৈষ্ণবপাড়া শীতলাতলা সঙ্ঘ ও সিমুলিয়া হরি-সেবক সমিতি প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের ও সদনুষ্ঠানের কালীনাথ বাবু সভাপতি ও পরিচালক ছিলেন। এটর্নির কার্য্য করিয়া তিনি প্রভুত ধন উপার্জ্জন করেন এবং তাঁহার এটর্নির আফিস একটী সম্ভ্রান্ত আইন ব্যবসায়ীদিগের কার্য্যালয় বলিয়া বিখ্যাত। বহু পুত্রপৌত্রাদি পূর্ণ এক বৃহৎ সংসারের নানা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন ইনি নিজ-পরিশ্রমের ফলে করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় শেষ বয়সে স্ত্রী, দুই পুত্র ও অন্যান্য কয়েক জন আত্মীয়কে হারাইয়া তিনি বিশেষ সন্তাপিত হন। কিন্তু জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্য্যন্ত কালীনাথ বাবু কর্ত্তব্যচ্যুত হন নাই। এরূপ আদর্শ কর্ম্মী, উদ্যোগী, স্বাবলম্বী কর্ত্তব্য-পরায়ণ, ধীমান, জনহিতকামী পুরুষ বর্ত্তমান কালে বিরল। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন এবং পূজা অর্চ্চনাদি ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত আজীবন সম্পন্ন করিতেন ও এই সকল উপলক্ষ্যে বহু লোক সেবা করিতেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা তাঁহাকে হারাইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ, কায়স্থজাতি শ্রীহীন, তাঁহার স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছি। তাঁহার তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়দ্বয়ও পিতার আদর্শ অনুকরণ করিয়া বিশেষ কৃতি ও সম্মানিত হউন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

পুস্তক সমালোচনা

ক্ষত্রিয়-ক্রিয়া-কৌমুদী (১ম ভাগ)—শ্রীরসিকচন্দ্র রায় মহাশয় সাহিত্যার্ণব-কবিরত্ন প্রণীত ও সংগৃহীত। মূল্য ॥০ আট আনা। ৪০ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পুস্তক খানি ১৬ পেজী ফর্ম্মায় ডবল ক্রাউন সাইজের ৯৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থকার পুস্তক খানি পদ্যে লিখিয়াছেন এবং সংস্কৃত শ্লোক ও কয়েকটি বেদ মন্ত্র তুলিয়াছেন ও পদ্যেই উহাদের ব্যাখ্যা দিয়াছেন এবং অনেক বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা নাই। ঐ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সহজে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে অশৌচ বিধি, নিত্যক্রিয়া বিধি, তর্পণ বিধি, সাধারণ পূজা পদ্ধতি মোটামুটি দেখাইয়াছেন। পুস্তকের নাম হইতে উপলব্ধি হয় যে ইহা একমাত্র ক্ষত্রিয়দিগের জন্য লিখিত কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে ব্রাহ্মণের ও শূদ্রেরও কার্য্যের বিধান আছে। গ্রন্থকার স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয়-ক্রিয়া কৌমুদী লিখিয়া যে উদারতা দেখাইতে গিয়াছেন কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। তিনি ক্ষত্রিয়কে "ওঁ" বলিতে দিতে নারাজ। গ্রন্থে সর্ব্বত্রই ক্ষত্রিয়কে "ওঁ" শব্দের পরিবর্ত্তে "শ্রী" শব্দ ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, যেমন ৪২ পৃষ্ঠায় ক্ষত্রিয়াদির সংকল্প—শ্রীবিষ্ণু নমঃ ইত্যাদি"। এই অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা ব্যতীত পুস্তকে বর্ণাশুদ্ধি বেশ আছে, সম্ভবতঃ ইহা প্রুফ দেখার দোষ। ভরসা করি গ্রন্থকার পরবর্ত্তি সংস্করণে এই অশাস্ত্রীয় বিধান পরিত্যাগ করিবেন।

বিরাট বংশাবলী (১ম প্রবাহ)—পণ্ডিত ৺শিবনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, শ্রীরমেশচন্দ্র চন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক সন ১৩৩১ সালে কোচবিহার হইতে প্রকাশিত। মূল্য মুদ্রণ ব্যয় বাবদ ।৵১০ আনা। আট পৃষ্ঠা পুস্তক। ইহাতে বঙ্গেশ্বর আদিশূর কর্ত্তৃক আনিত বিরাট গুহের পরিচয় আছে। বাজু সমাজের কায়স্থের কথা আছে। আর বিরাট গুহের বংশাবলী লিখিত হইতেছে এবং বিরাট গুহ হইতে বংশলতাও দেখান হইতেছে। আর প্রকাশক বিজ্ঞাপনে জানাইয়াছেন যে, "বঙ্গীয় কায়স্থ বংশাবলী বাজু খণ্ড" গ্রন্থও শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। আমরা বিদেশী রাজাদিগের বাহান্ন পুরুষের খবর রাখি অথচ নিজেদের পূর্ব্ব পুরুষের নাম জানি না—ইহা নিতান্ত লজ্জার কথা নহে কি? এই জন্য এই রূপ পুস্তকের আবশ্যক আছে। প্রকাশকের এই চেষ্টা সুফল মণ্ডিত হউক।

কায়স্থ-সমাচার

(১)

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ ও কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের নব ব্যবস্থা পত্র

বহরমপুর কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সরকার বর্ম্মা মহাশয় খাগড়া হইতে লিখিতেছেন ;—

"এখানে বহরমপুরের জনৈক প্রসিদ্ধ জমিদার ৺শ্রীবনবিহারী সেন বর্ম্মা মহাশয়ের গত ১৭ই চৈত্র তারিখে বেলা ৯টার সময় মৃত্যু হয়, তাঁহার পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়া সহরের কি ধনী, কি দরিদ্র, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পুরুষও স্ত্রীলোক অত্যন্ত দুঃখিত হয়েন এবং বহুতর লোক সমবেত হইয়া শবদেহের সঙ্গে গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত যায় এবং দেহ ভস্মাবশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অনেকে ঘাটে রৌদ্রে অবস্থান করেন। সকলের প্রতি তাঁহার সমান ভালবাসা ছিল এবং তিনি সাধ্য মত কাহারও উপকার করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার ন্যায় অমায়িক প্রকৃতির লোক কমই দেখিতে পাওয়া যায়। পয়সাদি দানসহ তাঁহার প্রাণহীনদেহ গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হয়। রীতিমত ক্ষত্রিয়াচারে তাঁহার দেহের সংকার করা হয়। গত ২৯শে চৈত্র তারিখে তাঁহার ৪ পুত্র ৪টী রৌপ্য যোড়শ করিয়া ত্রয়োদশ দিবসে ক্ষত্রিয়-মতে তাঁহার আদ্য-শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করিয়াছেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ ১৩ দিন অশৌচের শ্রাদ্ধে উপস্থিত হইবেন না বলিয়া একটা গুজব রটিয়াছিল, কিন্তু এই আদ্যশ্রাদ্ধ-উপলক্ষে পূর্ব্বদিন ২৮শে চৈত্র কলিকাতা নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতমণ্ডলী কৃপাপূর্ব্বক আগমন করায়, স্থানীয় কতিপয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অনেকেই দয়া করিয়া শ্রাদ্ধ-ক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং উক্ত শ্রাদ্ধ-সভায় বহুবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি আলোচনা পূর্ব্বক কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপবীত গ্রহণাধিকার এবং দ্বাদশ-দিন অশৌচ-পালন-সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবগত হইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। উল্লিখিত স্বনামখ্যাত ব্রাহ্মণপণ্ডিতমণ্ডলী এই সম্বন্ধে একখানি ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন তাহার অনুলিপি প্রকাশ-জন্য তত্রসহ পাঠাইলাম। ব্রাহ্মণ, স্বজাতি ও অন্যান্য জাতির সহস্রাধিক লোককে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করান হইয়াছিল ও বহু দরিদ্র-নারায়ণগণের সেবা হইয়াছিল।

মূল ব্যবস্থাপত্র খানি আমাদের কায়স্থ সভায় রাখিয়া দিয়াছি।

* ব্যবস্থা পত্রের অনুলিপি খানি পত্রিকায় পূর্ব্বেই ছাপা হইয়াছে।— ৫ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
পঃ সঃ।

বিনাপণে বিবাহের আদর্শ

(২)

কায়স্থ পত্রিকায় সময় সময় বিনাপণে বিবাহের উল্লেখ দেখা যায়। এ বিষয়ে একটী ভদ্র লোকের উদারতার বিষয় পত্রিকায় প্রকাশের বিশেষ উপযুক্ত মনে করিয়া সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দান করিলাম। ইদিলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ বসু বর্ম্মা মহাশয় ঢাকা সহরে প্রথম শ্রেণীর মোক্তারের মধ্যে এক জন, এবং প্রশংসার সহিত মোক্তারী কার্য্য করিতেছেন। পার্ব্বতী বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত আমার ছোট কন্যার সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে, আমি বলিলাম, "ভাই, আমি কিন্তু কিছু দিতে পারিব না"—পার্ব্বতী বাবু বলিলেন "তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে পাঁচটী হরিতকী দিয়া বিবাহ দিবা" আমি বলিলাম "তা কি হয় প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হওয়া উচিত নহে।" শেষে পার্ব্বতী বাবু আমাকে এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন "ভাই আমি ইচ্ছা করি না যে তুমি মেয়ে বিবাহ দিতে যাইয়া ঋণগ্রস্থ হও ; তুমি যে গহনাটুকু দিবে তাহা আমাকে লিখিবে বাকি গহনা আমি গড়াইব, ইত্যাদি।" পার্ব্বতী বাবুর দ্বিতীয় পুত্র বি, এস্, সি, পাশ করার পর আমাদের বংশীয় এক ভদ্রলোক যাইয়া পার্ব্বতী বাবুর নিকট বলেন, "আমি কন্যাদায়গ্রস্থ, অর্থের অভাব আপনার দ্বিতীয় পুত্রটীর সহিত আমার কন্যার সম্বন্ধ করিলে আমি দায় উদ্ধার হইতে পারি।" পার্ব্বতী বাবু আমাকে বলিয়াছেন। "ভদ্রলোক এমন ভাবে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন আমি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না।" পণ কিছুই না গহনা দান-সামগ্রীর কোন দাবী না করিয়া পার্ব্বতী বাবু ছেলের বিবাহ দিলেন। পার্ব্বতী বাবুর ৩য় পুত্র এম, এ, বি, এল পাশ করার পর অনেক সম্বন্ধের প্রস্তাব আসিতে থাকে কিন্তু তিনি টাকার প্রলোভন না করিয়া গত ২৭শে ফাল্গুন তারিখে বরিশালের খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত হরনাথ ঘোষ মহাশয়ের এক কন্যার সহিত তাহার ৩য় পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন। হরনাথ বাবু ২৫০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন কিন্তু পার্ব্বতী বাবুর প্রয়োজন না হওয়াতে তাহাও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি বলিলেন "টাকা নিলে তো বহু টাকাই নিতে পারিতাম এখন ২৫০৲ টাকা নিয়া কি হইবে।" এস্থলে ইহাও উল্লেখ যোগ্য যে পার্ব্বতী বাবুর এই তিনটী পুত্র বধুর কোনটীই তেমন সুন্দরী নহে। কিন্তু তাঁহার মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার সময় টাকা না দিয়া পারেন নাই।

ইতি সন ১৩৩২ তারিখ ১০ বৈশাখ।

ক্ষত্রিয়াচারে বিনাপণে বিবাহ।

কুমিল্লা হইতে কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা তত্বনিধি জানাইতেছেন—

"২৩শে বৈশাখ কুমিল্লা সহরে ময়মনসিংহ-নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় উকিলের সহিত রায় সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের কনিষ্ঠা-কন্যা শ্রীমতী ইলা-দেবীর এবং শ্রীহট্ট-নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর-পুর কায়স্থের সহিত উক্ত রায় বাহাদুরের ৪র্থ কন্যা শ্রীমতী নীলিমা দেবীর শুভ পরিণয় কার্য্য ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে। যৌতুকাদি ভিন্ন পাত্র পক্ষীয়কে কোন নগদ টাকা প্রদত্ত হয় নাই।"

উপনয়ন

ফরিদপুর টেংরা, ইদিলপুর হইতে শ্রীঅন্নদাচরণ রায় চৌধুরী বর্ম্মা মহাশয় জানাইতেছেন—

তাহার চেষ্টায় ও তত্বাবধানে ১৩৩২ সনের ২৫শে বৈশাখ তারিখে টেংরা চৌধুরী বাড়ীতে একটী কেন্দ্র করিয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

সিঙ্গরাডাহা-নিবাসী শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত কাশ্যপ আচার্য্য, শ্রীযুক্ত কাশীকান্ত ভট্টাচার্য্য সদস্য, বেজনিসার-নিবাসী শ্রীযুক্ত গোলকচন্দ্র বশিষ্ঠ তন্ত্রধারক এবং মুলগাঁ-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার গুহ বর্ম্মা ক্ষত্রিয় বরণ নিয়া-যজ্ঞ রক্ষার কার্য্য করিয়াছেন।—

উপবীতিগণের নাম

১। (ববিশাল) সাহাজিরা-নিবাসী শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, ২। বানরিপাড়া—নৃপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্মা, ৩। (ফরিদপুর) কুটেপাটী—প্রবোধচন্দ্র বসু বর্ম্মা এম, বি, ৪। বীরেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা, ৫। দাসের জঙ্গল—শৈলেশ কুমার রায় চৌধুরী বর্ম্মা, ৬। টেংরা—সুশীলকুমার রায় চৌধুরী বর্ম্মা, ৭। টেংরা—সুবোধকুমাব রায় চৌধুবী বর্ম্মা বি, এল, ৮। ধীপুর—দীনেশচন্দ্র বসু রায় মিরবহর বর্ম্মা বি, এ, । মুলগাঁ—মাখনলাল গুহ বর্ম্মা।

এতদ্ব্যতীত সিঙ্গারডাহা-নিবাসী শ্রীযুক্ত মদনমোহন বসু, শ্রীযুক্ত কাশীকান্ত ভট্টাচার্য্যের আচার্য্যত্বে গত ১৭ই বৈশাখ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

(২)

"কুমিল্লার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বর্দ্ধণ বর্ম্মা মহাশয়দ্বয় ক্ষত্রিয়োচিত উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন; এবং আশা করা যায় ভবিষ্যতে

আরও উপবীত গ্রহণের সম্ভাবনা আছে। ত্রিপুরা সমগ্র জেলায় যেরূপ আন্দোলন চলিয়াছে তাহাতে অধিকাংশ কায়স্থগণ "দাস" শব্দ রাহিত্যে আপন আপন সংস্কার কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতেছেন। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ময়মনসিংহেও এইরূপ কার্য্য চলিতেছে।"

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।

"হাজরাদী পরগণায় বনগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের মাতৃ শ্রাদ্ধ দ্বাদস দিবস অশৌচান্তে ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে।"

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত পি এইচ, ডি

কায়স্থ-মহর্ষি শ্রীমদাচার্য্য বিবেকানন্দ মহারাজের গৃহস্থাশ্রমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নাম বঙ্গদেশীয় স্বদেশী আন্দোলন-যুগের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তিনি 'যুগান্তর' নামক তাৎকালিন দৈনিক পত্রে প্রকাশিত কয়েকটী প্রবন্ধের জন্য ১ বৎসরের জন্য রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া মুক্তি-লাভান্তর বহু বর্ষ যাবৎ পাশ্চাত্য-দেশবাসী হইয়াছিলেন। "সম্প্রতি তিনি ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের আদেশে জারমানীর বার্লিনস্থ ব্রিটীশ (কনসাল জেনারেল) প্রতিনিধি মহাশয়ের সাক্ষরিত অনুমতি-পত্র লইয়া ১৬ বৎসর পরে ভারতবর্ষে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন। ১৯০৯ খৃঃ তিনি ভারত-বহির্ভূত হইয়া প্রথমে পাঁচ বৎসর আমেরিকায় অধ্যয়ন করিতে থাকেন ও তথা হইতে এম, এ, উপাধি গ্রহণ করেন এবং ইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি আমেরিকা ত্যাগ করিয়া ইয়ুরোপে আসেন। এখানে তিনি সাহিত্য-বিভাগে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় নানা কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। শেষ কয় বৎসর তিনি বারলিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় আলোচনায় ব্যাপৃত থাকেন, এবং এই বিষয়েই তিনি বারলিন্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শন-ডাক্তার (পিএচ্, ডি) উপাধি-মণ্ডিত হইয়াছেন।

"ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় তাঁহার পিত্রালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন—তাঁহার বর্ত্তমান বয়স ৪৪ বৎসর। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় যে সকল আলোচনায় তিনি গত কয়েক বৎসর জারমানীতে ব্যাপৃত ছিলেন, উহাই তাঁহার সেব্য হইবে—এইরূপ অভিপ্রায় জানাইয়াছেন।

"১লা এপ্রিল তারিখে মারসেল হইতে ডাঃ দত্ত মহাশয় কলম্বো যাত্রা করিয়া ঐ মাসের মাঝামাঝি পঁহুছিবেন। আশা করা যায়—এই শিক্ষিত যুবক দেশে ফিরিলে ভারতবাসী স্বজাতিবর্গ তাঁহাকে পাশ্চাত্য-দেশসমূহে ভারত সম্বন্ধীয় নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকার জন্য সমাদরে অভ্যর্থনা করিবেন।"

বারলিন্—২৩এ মার্চ্চ (India News Service and Information Bureau) অমৃতবাজার পত্রিকা (১৪—৪—২৫)

ডাঃ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় দেশে ফিরিয়া নিজ পৈতৃক ভবনে ৩, গৌরমোহন মুখার্জ্জি ষ্ট্রীটে বাস করিতেছেন।

পরলোক-সংবাদ

হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্ত-বংশীয় নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটস্থ "কেদার-আশ্রম"-নিবাসী সচ্চিদানন্দ দত্ত মহাশয় বিগত ২রা চৈত্র, ১৩৩১, অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কায়স্থ সভার একজন পরম উৎসাহী সভ্য ও হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। অল্প বয়সে এরূপ নানা সদ্‌গুণের আধার, স্বচ্চরিত্র, ধর্ম্মানুরাগী পুরুষ প্রায়ই দেখা যায় না। স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ প্রেম ও শ্রদ্ধা ছিল। অনেক সাধারণ-হিতকর-কার্য্যের তিনি সহায় ছিলেন। প্রতি বৎসর সোৎসাহে পূজা-অনুষ্ঠানাদি ভক্তির সহিত সম্পাদন করিতেন এবং বিবেকানন্দ সোসাইটীর মাসিক ধর্ম্মালোচনী সভা প্রতি বৎসর একবার নিজালয়ে আহুত করিয়া পল্লীবাসীকে ধর্ম্মালোচনার সুযোগ দিতেন। তাঁহার বাড়ীর প্রত্যেক শুভানুষ্ঠানেই আদর-আপ্যায়নে সকলকেই তৃপ্ত করিতেন। তিনি অল্প ও মিষ্ট ভাষী এবং সদালাপী ছিলেন। তাঁহার এই অকাল-মৃত্যুতে কায়স্থ সভা ও জাতি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ। তাঁহার স্বধামগত আত্মার অশেষ কল্যাণ হউক—ইহাই শ্রীভগবানের চরণে আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

চয়ন

ফ্রান্সে বিবাহ-রোধ।

(বঙ্গবাসী—১২ই বৈশাখ, ১৩৩২)

আমাদের দেশে বিবাহ একটি পবিত্র ধর্ম্মমূলক সংস্কার; বর্ণাশ্রমের মূল ভিত্তি। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি পশ্চিম দেশে ইহা ব্যক্তিগত সুবিধামূলক সামাজিক চুক্তিমাত্র। চুক্তি ভাঙ্গা যায়, গড়া যায়। চুক্তিমূলক বিবাহের কথায় কথায় উচ্ছেদও হইয়া থাকে। পশ্চিমের দেশসমূহ এই ভাঙ্গা-গড়া লইয়া এখন বিষম বিব্রত হইয়াছে। আমেরিকায় কথা হইয়াছে,—বিবাহের একটা 'ট্রায়াল' (trial) বা পরীক্ষা হইবে। ইহার উদ্দেশ্য, বিবাহ-বিচ্ছেদ বন্ধ করা। আবার, ফ্রান্সের এক ডাক্তার বলিয়াছেন,—বিবাহ প্রথাটাই রহিত করিতে হইবে। চোখ উপাড়িয়া ফেলিলে, চোখ উঠিবে না; জিভ কাটিয়া ফেলিলে, আর জিভে ঘা হইবে না, বিবাহ বন্ধ করিলে, আর বিবাহচ্ছেদের মামলা হইবে না। ডাক্তারের নাম,—পল কার্ণট; তিনি বিবাহ বন্ধ করিতে চাহেন, অথচ সন্তানোৎপাদন বন্ধ

করিতে চাহেন না, বরং তাহা আরও বৃদ্ধি করিবারই পক্ষপাতী। পারিসের 'পারিস মেডিক্যাল' পত্রে তিনি এ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে ডাক্তার কার্ণট বলিয়াছেন,—"ফরাসী রমণীরা যদি সন্তানোৎপাদনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা না করে, তাহা হইলে আর ২০ বৎসরের মধ্যেই ফরাসী জাতির অস্তিত্ব লুপ্ত হইবে।" তাঁহার মতে, বিবাহ বন্ধ করাই হইতেছে জন্মসংখ্যা বৃদ্ধির একমাত্র উপায়। তিনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন,—সমগ্র ফ্রান্স দেশে এখন সন্তানের জননী হইবার যোগ্যা বিশ লক্ষ নারী আছে; কিন্তু তাহারা অবিবাহিতা। যুদ্ধের সময় এত পুরুষ নিহত হইয়াছে যে, এই সব নারীর বিবাহের পাত্র মিলিতেছে না। সমগ্র ইউরোপে এখন পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিক আছে দেড় কোটি। কথা হইয়াছিল,—ফ্রান্সের প্রজাবৃদ্ধির জন্য বিদেশী পুরুষের সহিত ফরাসী রমণীর বিবাহ আইনসঙ্গত বলিয়া ঘোষণা করা হউক, অথবা কিছু দিনের জন্য ফ্রান্সে বহু বিবাহের অনুমতি দেওয়া হউক। ডাক্তার কার্ণট ইহার একটা প্রস্তাবেও রাজী নহেন। তিনি বলেন,—একদম বিবাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হউক যে, সন্তানবতী রমণীমাত্রেই গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বৃত্তি পাইবে; যাহার মত অধিক সন্তান, তাহাকে তত অধিক পরিমাণেই বৃত্তি দেওয়া হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রীলোককেই সন্তানবতী হইতেই হইবে; যেমন করিয়াই হউক, ফরাসী রমণীরা সন্তান উৎপাদন করুক, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের এবং তাহাদের সন্তানগণের ভরণপোষণ করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করাই ডাক্তার কার্ণটের পরামর্শ। ফরাসী ডাক্তারের এই প্রস্তাব আমাদের নিকট যেমন লজ্জাকর, তেমনি ঘৃণাকর হইলেও, সেখানে এখন ইহা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। কিন্তু এই ব্যবস্থামত কাজ হইলে, ফ্রান্সটা যে জারজের দেশে পরিণত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ আছে কি? আমরা বুঝি, জারজ লইয়া দেশের জন বল বৃদ্ধি করা অপেক্ষা যাহাতে জনক্ষয় না হয়, তাহার ব্যবস্থা করাই ভাল। কিন্তু পশ্চিম দেশের লোকের বুদ্ধি অন্যরূপ। সুতরাং সেখানে এ সব কিছুই বিচিত্র নহে। এখন ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এই ডাক্তারের পরামর্শ মত কাজ করেন কিনা, ইহাই দ্রষ্টব্য। জারজ সৃষ্টির ফলে ফরাসী জাতির অস্তিত্ব রক্ষা হইবে; কিন্তু জাতির যে অধঃপতন ঘটিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদের দেশেও পশ্চিমের হাওয়া ধীরে ধীরে বহিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন,—সন্তানোৎপাদন বন্ধ করাই ভারতের অর্থ-নৈতিক সমস্যার মীমাংসার একমাত্র উপায়। অনেকে বলেন,—বিবাহ বন্ধ না করিলে এ জাতির উন্নতি হইবে না। অথচ, তাঁহারাও লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সম্পূর্ণ পক্ষপাতী! বিবাহ বা সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি সমস্যার মীমাংসার ভার নিজের হাতে লইয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানী ইউরোপ কিরূপ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে এবং এই সব প্রাকৃতিক নিয়মাধীন বিষয়কে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিজের কর্ত্তৃত্বে আনিবার চেষ্টা করিতে গিয়া, কতবারই যে শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া বসিতেছে,—ইহা দেখিয়াও যদি ভারতের বর্ণাশ্রমবিদ্রোহী বিকৃতবুদ্ধি ব্যক্তিগণের চক্ষু ফুটে, তাহা হইলেও মঙ্গল।

বিবাহে পণ-প্রথা।

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ মিত্র মহাশয় কায়স্থ সমাজ হইতে বিবাহে পণপ্রথা নিবারণ করিবার জন্য বহুদিন যাবৎ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় যে কায়স্থ সম্প্রদায়ের বিবাহ-সংস্করণ-সভা স্থাপিত হয়, তিনি তাহার একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ পরিশ্রম দেখিয়া শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট উড্‌বরণ সাহেব, হাইকোর্টের জজ রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি এবং বিভিন্ন সংবাদ-পত্র তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে লিখিত পশুপতি বাবুর 'বিবাহ'-সঙ্কট নাটক এবং 'উন্মাদিনী' নামক উপন্যাসখানিতে বেশ কাজ করিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে পশুপতি বাবু তাঁহার উপযুক্ত পুত্রকে বিনাপণে বিবাহ করাইয়া নিজে সমাজ হইতে এই দোষ দূরীকরণে অগ্রণী হইয়াছেন। বিবাহের দিন পাত্রীর বিধবা মাতার সম্মান রক্ষার জন্য পশুপতি বাবুর সহধর্ম্মিণী স্বামীর অগোচরে এক জোড়া বালা কন্যার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া নিজের উন্নতমনের পরিচয় দিয়াছেন। সম্প্রতি পশুপতি বাবুর একটী কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়াছে। কোন উন্নত হৃদয় কায়স্থ যুবক তাহাকে বিনাপণে বিবাহ করিয়া কি পশুপতি বাবুর সমাজ সেবার প্রতিদান দিবেন না? এই বিষয়ে ১৮।২।এ নং ডালিমতলা, লেন হাতিবাগান, এই ঠিকানায় চিঠি দিলে বিস্তৃত বিবরণ অবগত হওয়া যাইবে।

হিন্দুসমাজের নিষ্ঠুরতা।

(হিতবাদী—১৮ই বৈশাখ, ১৩৩২)

ঢাকা জেলার শ্রীপুর থানার অন্তর্গত ভিয়ানি গ্রামে তিলক দাস নামক একজন হিন্দু একটী গাভী বিক্রয় করিয়া লাভ করিয়াছিল, এই অপরাধে তাহার স্বজাতীয়েরা তাহাকে জাতিচ্যুত করে। শেষে প্রায়শ্চিত্তের কথা হইলে পুরোহিত একশত টাকার ফর্দ্দ দেন। তিলক দাস বলে যে সে গরীব, একশত টাকা ব্যয় করিতে পারিবে না, কায়ক্লেশে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে সম্মত হয়। কিন্তু পুরোহিত মহাশয় তাহাতে সম্মত হইলেন না। শেষে তিলকদাস হিন্দুসমাজের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া সপরিবারে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই সংবাদ সত্য হইলে হিন্দু সমাজের নিষ্ঠুরতাই প্রকাশ পায়। পুরোহিত মহাশয় এখন তিলক দাসের নিকট হইতে আর কিছু পাইবেন কি? এইরূপ হিন্দুসমাজ অনেক বিষয়ে অন্যায় কঠোরতা অবলম্বন করায় অনেকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। মান্দ্রাজ অঞ্চলে ইহার প্রমাণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির

৫ম অধিবেশন

৮ই চৈত্র ১৩৩১ (২২ শে মার্চ্চ, ১৯২৫) রবিবার

অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা

স্থান—৬৭, বি, রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটস্থ ভবন।

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত
„ অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক বি, এল,
„ যোগেশচন্দ্র সিংহ, বর্ম্মা, বি, এল,
„ সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক বর্ম্মা
„ বিধুভূষণ সরকার বর্ম্মা
„ গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন
„ কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)
„ মাখনলাল ধরবর্ম্মা (প্রচারক)

অদ্যকার সভায় সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণ উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার বর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অদ্যকার সভায় যে সমস্ত সভ্য-মহোদয় যোগদান করিতে না পারিয়া সভার অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য গুলির সহিত সহানুভূতি-সূচক ও স্বর্গগত মহাত্মাগণের উদ্দেশে শোক-প্রকাশ-পূর্ব্বক পত্র লিখিয়াছেন, সভারন্তে সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহাদের নাম পাঠ করিলেন;—শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায়, এম, এ, বি,-এল; (গোয়াড়ী) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বর্ম্মা বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা চৌধুরী (নিমতিতা) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশভূষণ রায় বর্ম্মা (নবদ্বীপ) শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা (লাকসা, বেনারস) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা, উকিল (ভাঙ্গা, ফরিদপুর) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বিশ্বাস

বর্ম্মা বি, এল, উকিল (বসিরহাট) শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ম্মা (দিনাজপুর রাজবাটী)

১ম প্রস্তাব—শোক প্রকাশ—চারিজন প্রকৃত বন্ধুকে হারাইয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা নিম্নলিখিত ৪টী শোক-প্রকাশ-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন ;—

(ক) বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বনামখ্যাত ভূম্যাধিকারী বাগবাজার-নিবাসী স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বসু মহাশয়ের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র কায়স্থ-সভার মেরুদণ্ড-স্বরূপ, অক্লান্ত-কর্ম্মা, ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও সদস্য, কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির আজীবন নির্ব্বাচিত সভ্য সভার ও স্বজাতির একনিষ্ঠ হিতৈষী বন্ধু ও সেবক, তেজস্বী, কর্ত্তব্যপরায়ণ, সুধী রায় বিনোদবিহারী বসু বি, এ, মহাশয়ের স্বধাম-প্রাপ্তিতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া তাঁহার আত্মীয়গণের সহিত সমবেদনা অনুভব করিয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন, ও স্বর্গগত বন্ধুর আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। আরও স্থির হইল—এই শোক-প্রকাশ-প্রস্তাব স্বর্গীয় রায় বিনোদবিহারী বসুর আত্মীয়গণকে প্রেরণ করা হউক ও তাঁহাদের প্রত্যেককেই কায়স্থ-সভার সভ্যপদ গ্রহণ করিয়া সভার এই সবিশেষ ক্ষতি-পূরণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

(খ) হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্তবংশভূষণ, কলিকাতার অবসর-প্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার, চিৎপুর কাশীপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান, কায়স্থ-সভার পরমহিতৈষী বন্ধু ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও বর্ত্তমান বর্ষের কোষাধ্যক্ষ স্বনামখ্যাত রায় বাহাদুর কৃপানাথ দত্ত মহাশয়ের স্বধাম-প্রাপ্তিতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া তাঁহার আত্মীয়গণের সহিত সমবেদনা অনুভব করিয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন, এবং তাঁহার স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশে সভা শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। আরও স্থির হইল—তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণের নিকট সভার এই শোক-প্রকাশ-প্রস্তাব প্রেরণ করা হউক ও তাঁহাদিগকে সভার সভ্যপদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

(গ) কায়স্থকুলোজ্জ্বল মনিষী বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রতিষ্ঠাকালাবধি বিশেষ বন্ধু ও ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি, স্বনামখ্যাত সলিসিটর, নানা সদ্গুণের আধার সুধিবর কালীনাথ মিত্র সি, আই, ই মহাশয়ের স্বধাম-প্রাপ্তিতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া তাঁহার আত্মীয়গণের সহিত সমবেদনা অনুভব করিয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশে সভা শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন, আরও স্থির হইল। তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণের

নিকট সভার এই শোক-প্রকাশ-প্রস্তাব প্রেরণ করা হউক, ও তাঁহাদিগকে সভার সভ্যপদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

(ঘ) কায়স্থ সভার পরম হিতৈষী বন্ধু ও অন্যতম সভ্য, স্বজাতি-প্রেমিক বাহিরসিমলা নিবাসী চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা তাঁহার আত্মীয়গণের সহিত সমবেদনা অনুভব করিয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। এবং তাঁহার স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশে সভা শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। আরও স্থির হইল—তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণের নিকট সভার এই শোক-প্রকাশ-প্রস্তাব প্রেরণ করা হউক ও তাঁহাদিগকে সভার সভ্যপদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

২য় প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৩য় প্রস্তাব—পরীক্ষিত ত্রৈমাসিক হিসাব প্রদর্শিত ও গৃহীত হইল।

৪র্থ প্রস্তাব—উভয় সভার মিলন-সম্বন্ধীয় বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ-সম্পাদক মহাশয়ের ১২ই ফাল্গুন তারিখের পত্রের আলোচনা,—

পত্র পঠিত হইল এবং বহু আলোচনার পর স্থির হইল এই সভায় অল্প সংখ্যক সভ্য উপস্থিত থাকায় এইরূপ গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক বি, এল মহাশয় প্রস্তাব করিলেন—এই মিলন-সম্বন্ধীয় সমাজ সম্পাদক মহাশয়ের পত্রের আলোচনা আগামী অধিবেশনের জন্য স্থগিত হউক ; এই প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৫ম প্রস্তাব—বিবিধ—

কায়স্থ সভার সম্পাদক মহাশয় ও কায়স্থ-পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়দ্বয়কে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের লিখিত আগামী কায়স্থ মহাসম্মেলন বিষয়ক পত্রদ্বয় পঠিত হইল। বহু আলোচনার পর স্থির হইল যে সরলবাবুর পত্রে উল্লিখিত বসিরহাটের কায়স্থমণ্ডলীর উদ্যোগে আগামী যে নিখিল বঙ্গীয় কায়স্থ সম্মেলনে আহ্বান সম্বন্ধীয় যে প্রস্তাব হইয়াছে উহা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা অনুমোদন করিতে প্রস্তুত আছেন। এবং এ যাবৎ মফস্বংলের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে—যে ভাবে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার বার্ষিক অধিবেশন ও নিখিল বঙ্গীয় কায়স্থ মহাসম্মেলন আহুত হইয়াছে, সেইরূপ ভাবে বর্ত্তমান অনুষ্ঠানের আয়োজন হইলে 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা' সাহায্য করিতে পারেন। আরও স্থির হইল যে

Easter ইষ্টারের অবকাশে নানা সভা সমিতির বার্ষিক উৎসব আদির দিনস্থির থাকায় এবং সময় সংক্ষেপ বিধায় এই জাতীয় মহাধিবেশন ঐ সময় আহ্বান করা কায়স্থ সভা সমীচীন মনে করেন না। সুবিধামত পরবর্ত্তী অন্ততঃ ২ দিন ছুটীর সময় এই অধিবেশন আহ্বান করিলে এবং সে বিষয় পূর্ব্ব হইতে সংবাদ পাইলে এই অধিবেশনে কায়স্থ সভায় সানন্দে ও উৎসাহে যোগদান করিবেন, সরল বাবুকে এই প্রস্তাবের অনুলিপি পাঠান হউক। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক

১২।১।৩২

(স্বাক্ষর) শ্রীগঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, সভাপতি

কায়স্থ-পত্রিকা

২৪শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ—১৩৩২ { ২য় সংখ্যা

গান্ধী অষ্টক বা মহাত্মাষ্টক

হে মহান্ সত্যপ্রাণ উদার চরিত!
ভারতের তপস্যার ছবি মূর্ত্তিমান্,
হেরিয়া তোমার কীর্ত্তি জগৎ মোহিত
বিংশ শতাব্দীর তুমি মানব প্রধান।১।

ঘোর দরিদ্রতা গ্রস্থ এ ভারতভূমি
স্বেচ্ছায় ধরিছ দেহে সে প্রকট ছবি,
বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ পুত্র তুমি,
ভারতের আঁখিতারা, হে প্রোজ্জ্বল রবি! ।২।

দেখাইলে আছে ভীম অব্যর্থ সন্ধান
সায়ক অসহযোগ সত্যগ্রহ আর,
স্থান কাল পাত্র ভেদে প্রয়োগে তাহার
অঘটন ঘটাবার শক্তি সুমহান্।৩।

হীন ভাগ্য এ ভারত, না বুঝিল হায়
তোমার তপস্যা-মর্ম্ম কত সাধনার,
না ঘুচিল তাই তার লৌহকণ্ঠহার,
ভারতের মুক্তি কোথা দেখা নাহি যায়।৪।

পাপ দশা মাঝে যথা শুভের অন্তরে
বিদ্যুৎ বিকাশ সম শুভ দেখে নরে,
তেমতি ভারতাকাশে উদয়ে তোমার
দীপ শিখা দেখা যায় আঁধার মাঝার ।৫।

কায় মন বাক্যে এক—সুধু পড়া যায়—
সুসৌভাগ্য বশে মোরা হেরি তা' তোমায়,
এমন আদর্শ নব ভুবন ভিতর
হয় নাই তুল্য নাই অনন্য সুন্দর ।৬।

একমাত্র মন্ত্র তব—মিলন মিলন,
ভারতের ভাগ্যে ইহা হবে কি কখন্ ?
তোমার প্রেমের বাণী বুঝিবেক যেই প্রাণী
ধৌত হয়ে যাবে পাপ আসিবে সুদিন,
ভারত ধরণি মাঝে না রহিবে দীন ।৭।

বসুধা-প্রেমিক পূত হিংসা বিবর্জ্জিত !
ভারতের মুক্তি তরে হয়েছ প্রেরিত,
অদূরে ভারত মুক্তি জগতে করিতে উক্তি
আসিয়াছ নররূপী দেবদূতবর
সঞ্চরিতে নবপ্রাণ ভারত ভিতর।
মোহন চাঁদ করম চাঁদ গান্ধী মহাত্মন্ !
লহ শ্রদ্ধাঞ্জলি করে দীন নিবেদন ।৮।

(১০ই জৈষ্ঠ ১৩৩২) শ্রীগণপতি সরকার

কায়স্থের সেন্‌সাস

বাঙ্গালায় যতগুলি জাতি আছে তন্মধ্যে কায়স্থই অন্যতম প্রধান জাতি। এই জাতির লোকসংখ্যা বিগত গণনা অনুসারে দেখা যায় ১২৯৭১·৬ জন। ব্রাহ্মণের সহিত ইহাদের লোক সংখ্যা প্রায় সমান। বিদ্যা বুদ্ধি শিক্ষা প্রভৃতিতে ইহারা ব্রাহ্মণের সহিত একরূপ বরং রাজকীয় কার্য্যে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কায়স্থই অধিক উপযোগী কারণ ইহা এ জাতির জন্মগত কার্য্য। এই দেশে বহুপূর্ব্বকাল হইতে ভদ্রলোক বলিতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকেই বুঝাইত, বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যকে বুঝায়। প্রাচীন কাল হইতেই সমাজ সম্বন্ধীয় কথা উঠিলেই লোকে বলিত 'বামুন কায়েত'; আর বৈষয়িক কার্য্য সম্বন্ধে বলিত 'কায়েত বামুন'। মোট কথা বাঙ্গালায় সর্ব্বত্রই সামাজিক হিসাবে কায়স্থগণ ব্রাহ্মণের পরেই স্থান লাভ করিত এবং স্থান বিশেষে—যথা, বিষয় কর্ম্মে—কায়স্থ ব্রাহ্মণের অপেক্ষা সমাদর পাইত। ভগবৎ কৃপায় কায়স্থগণ আজ পর্য্যন্তও তাহাদের এই গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে পারিয়াছে, যদিও বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিই কায়স্থের বৃত্তি গ্রহণ করিয়া প্রতিযোগীতায় অগ্রসর হইয়াছেন। এই বাঙ্গালার বিশিষ্টত্ব ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ। বাঙ্গালাকে উন্নত করিয়াছে এই দুই জাতি। বাঙ্গালা যে আজ এত বড় তার মূলেও ইহারা।

বাঙ্গালাকে উন্নত রাখিতে হইলে, উন্নত করিতে হইলে, বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চলিতে হইলে এই দুই জাতিকে জীবিত থাকিতে হইবে। ইহাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ইহাদিগের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে হইবে। দ্রব্য বিশুদ্ধ না থাকিলে তাহার প্রভাব থাকে না, এই জন্য ভগবান্ গীতায় বর্ণসঙ্করের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন।

জাতির বিশুদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজন। জাতি যত বিশুদ্ধ থাকে তাহার মস্তিষ্ক তত পরিষ্কার থাকে। পরিষ্কার মস্তিষ্ক ব্যতীত সূক্ষ্ম চিন্তা চলে না। সূক্ষ্ম চিন্তা ব্যতীত বিমল সত্য সন্দর্শন ঘটে না। সভ্যতার উন্নতি বিজ্ঞানের উন্নতি যে কোন প্রকার উন্নতি নির্ভর করে নির্ম্মল মস্তিষ্কের উপর। বিশুদ্ধ রক্তই এইরূপ মস্তিষ্ক প্রদানে সমধিক উপযোগী।

অনেকের ধারণা নিম্ন শ্রেণী ও উচ্চ শ্রেণীতে যৌন সংমিশ্রণ ঘটিতে নিম্ন শ্রেণী উন্নত হইয়া যায়। ইহা সকল স্থলে ঘটে না। নিম্নশ্রেণীর পুরুষ উচ্চ ও

পাপ দশা মাঝে যথা শুভের অন্তরে
বিদ্যুৎ বিকাশ সম শুভ দেখে নরে,
তেমতি ভারতাকাশে উদয়ে তোমার
দীপ শিখা দেখা যায় আঁধার মাঝার ।৫।

কায় মন বাক্যে এক—সুধু পড়া যায়—
সুসৌভাগ্য বশে মোরা হেরি তা' তোমায়,
এমন আদর্শ নব ভুবন ভিতর
হয় নাই তুল্য নাই অনন্য সুন্দর ।৬।

একমাত্র মন্ত্র তব—মিলন মিলন,
ভারতের ভাগ্যে ইহা হবে কি কখন্ ?
তোমার প্রেমের বাণী বুঝিবেক যেই প্রাণী
ধৌত হয়ে যাবে পাপ আসিবে সুদিন,
ভারত ধরণি মাঝে না রহিবে দীন ।৭।

বসুধা-প্রেমিক পূত হিংসা বিবর্জ্জিত !
ভারতের মুক্তি তরে হয়েছ প্রেরিত,
অদূরে ভারত মুক্তি জগতে করিতে উক্তি
আসিয়াছ নররূপী দেবদূতবর
সঞ্চরিতে নবপ্রাণ ভারত ভিতর ।
মোহন চাঁদ করম চাঁদ গান্ধী মহাত্মন্ !
লহ শ্রদ্ধাঞ্জলি করে দীন নিবেদন ।৮।

(১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২) শ্রীগণপতি সরকার

কায়স্থের সেন্‌সাস

বাঙ্গালায় যতগুলি জাতি আছে তন্মধ্যে কায়স্থই অন্যতম প্রধান জাতি। এই জাতির লোকসংখ্যা বিগত গণনা অনুসারে দেখা যায় ১২৯৭৭০৬ জন। ব্রাহ্মণের সহিত ইহাদের লোক সংখ্যা প্রায় সমান। বিদ্যা বুদ্ধি শিক্ষা প্রভৃতিতে ইহারা ব্রাহ্মণের সহিত একরূপ বরং রাজকীয় কার্য্যে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কায়স্থই অধিক উপযোগী কারণ ইহা এ জাতির জন্মগত কার্য্য। এই দেশে বহুপূর্ব্বকাল হইতে ভদ্রলোক বলিতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকেই বুঝাইত, বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যকে বুঝায়। প্রাচীন কাল হইতেই সমাজ সম্বন্ধীয় কথা উঠিলেই লোকে বলিত 'বামুন কায়েত'; আর বৈষয়িক কার্য্য সম্বন্ধে বলিত 'কায়েত বামুন'। মোট কথা বাঙ্গালায় সর্ব্বত্রই সামাজিক হিসাবে কায়স্থগণ ব্রাহ্মণের পরেই স্থান লাভ করিত এবং স্থান বিশেষে—যথা, বিষয় কর্ম্মে—কায়স্থ ব্রাহ্মণের অপেক্ষা সমাদর পাইত। ভগবৎ কৃপায় কায়স্থগণ আজ পর্য্যন্তও তাহাদের এই গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে পারিয়াছে, যদিও বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিই কায়স্থের বৃত্তি গ্রহণ করিয়া প্রতিযোগীতায় অগ্রসর হইয়াছেন। এই বাঙ্গালার বিশিষ্টতা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ। বাঙ্গালাকে উন্নত করিয়াছে এই দুই জাতি। বাঙ্গালা যে আজ এত বড় তার মূলেও ইহারা।

বাঙ্গালাকে উন্নত রাখিতে হইলে, উন্নত করিতে হইলে, বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চলিতে হইলে এই দুই জাতিকে জীবিত থাকিতে হইবে। ইহাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ইহাদিগের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে হইবে। দ্রব্য বিশুদ্ধ না থাকিলে তাহার প্রভাব থাকে না, এই জন্য ভগবান্ গীতায় বর্ণসঙ্করের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন।

জাতির বিশুদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজন। জাতি যত বিশুদ্ধ থাকে তাহার মস্তিষ্ক তত পরিষ্কার থাকে। পরিষ্কার মস্তিষ্ক ব্যতীত সূক্ষ্ম চিন্তা চলে না। সূক্ষ্ম চিন্তা ব্যতীত বিমল সত্য সন্দর্শন ঘটে না। সভ্যতার উন্নতি বিজ্ঞানের উন্নতি যে কোন প্রকার উন্নতি নির্ভর করে নির্ম্মল মস্তিষ্কের উপর। বিশুদ্ধ রক্তই এইরূপ মস্তিষ্ক প্রদানে সমধিক উপযোগী।

অনেকের ধারণা নিম্ন শ্রেণী ও উচ্চ শ্রেণীতে যৌন সংমিশ্রণ ঘটিতে নিম্ন শ্রেণী উন্নত হইয়া যায়। ইহা সকল স্থলে ঘটে না। নিম্নশ্রেণীর পুরুষ উচ্চ ও

শ্রেণীর স্ত্রী, ইহাদের সন্তান উন্নত হয় না। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রী ও উচ্চ শ্রেণীর পুরুষ, ইহাদের সন্তান নিম্নশ্রেণীর পুরুষ অপেক্ষায় উন্নত। ইহার প্রমাণের অভাব নাই। ইহা হইতে বীর্য্যের প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়। এই জন্য হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ প্রতিলোম বিবাহ দোষের বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা রক্তকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্যই স্বশ্রেণীর মধ্যে সমান গৃহের সহিত যৌন সম্বন্ধ রাখিতে বলিয়া গিয়াছেন। অতএব ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে বিশুদ্ধ থাকিতে হইবে। ইহাদের উপরেই বাঙ্গালার তথা ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। অন্যান্য জাতি সংখ্যায় অধিক হইলেও সুমস্তিষ্কের অভাবে কার্য্য কালে সুফল লাভ করিতে পারে না। এই সকল জাতিকে চালাইতে সুমস্তিষ্কের আবশ্যক। এই মস্তিষ্ক এ যাবৎ ব্রাহ্মণ কায়স্থই সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মকর্ম্মে এবং কায়স্থ কাজকর্ম্মে গুরুত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছে। কাল প্রভাবে ইংরাজ রাজত্ব মহিমায় স্বল্পশিক্ষা প্রভাবে এখন কেহই কায়স্থ ও ব্রাহ্মণকে আর পূর্ব্বের মত মানিতে চাহিতেছে না। ইহাতে ইহাদের কিছুই আসিয়া যায় না। এখন আবশ্যক এই দুই জাতির একতা সংস্থাপন ও পরস্পরের বিশুদ্ধিতা রক্ষা। এই বিশুদ্ধিতা রক্ষা করিতে না পারিলে বর্ণসঙ্কর সমাজে প্রবেশ করিলে ইহাদের মৌলিকতা বিশিষ্টতা নষ্ট হইয়া যাইবে। আর ইহারা বিশুদ্ধ ও একতাবদ্ধ থাকিলে সকল জাতিকেই ইহাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেই হইবে।

আজ কাল অনেক স্থলে ব্রাহ্মণ কায়স্থকে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, পরিচয় বলিতে পারে না, "জানি না" এই উত্তর পাওয়া যায়—ইহা কি লজ্জা ও দুঃখের কথা নয়? বিজাতি বিধর্ম্মীর বাহান্ন পুরুষের পরিচয় কণ্ঠস্থ আছে, অথচ নিজের পূর্ব্বপুরুষের নাম গোত্র সমাজ বলিতে পারি না, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় ও আত্মমর্য্যাদা হীনতার বিষয় কি হইতে পারে। এখন বরপণ অসম্ভব বৃদ্ধি হওয়ায় কোন কোন স্থলে সস্তায় কিস্তি পার করিবার আশায় বিবাহ ব্যাপারে পাত্র ও পাত্রী পক্ষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হয় না। বিবাহের সময় উভয়েই জানিলেন যে স্বজাতিতে বিবাহ দিলেন কিন্তু বিবাহের পরে জানিলেন হয় জারজের গৃহে অথবা ভিন্ন জাতিতে বিবাহ হইয়াছে—এই দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অবশ্য যাহারা বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান বিশিষ্ট তাহারা এইরূপ বিপদে পতিত হন না, তাহারা অনুসন্ধান না করিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করেন না। বিশেষ আমাদের দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থের মধ্যে এইরূপ কথা চলিত আছে যে, যে কায়স্থের সহিত কোন না কোন সম্বন্ধে কুটুম্বিতা নাই সে কায়স্থ

নহে। অবশ্য বঙ্গজ, বারেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ী সমাজে এরূপ কোন কথা চলিত আছে কি না জানি না।

কায়স্থ জাতিকে তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতেই হইবে। যদি তাহা না পারে, তাহা হইলে এ জাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এই বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে হইলে সমগ্র কায়স্থ জাতির লোকগণনা আবশ্যক। কায়স্থের সংখ্যা প্রায় ১৩ লক্ষ। এই লোকগণনা মুখের কথায় হয় না। যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে পারিলে তবে এই কার্য্য সমাধা হইতে পারে। এই অর্থ ব্যয় করে কে? বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার কর্ত্তব্য বটে এই লোকগণনা করা ও ইহার ব্যয় ভার বহন করা। সভার নিতান্ত ইচ্ছা এই কার্য্য গ্রহণ করে কিন্তু সভা নিতান্ত দরিদ্র তাহার সে সামর্থ্য কোথায়! সভা পর্য্যাপ্ত অর্থাভাববশতঃ যে পরিমাণে প্রচারক রাখিয়া প্রচার করা কর্ত্তব্য তাহাই করিতে পারিতেছে না, সুতরাং এই সুবৃহৎ বহু ব্যয়সাধ্য কার্য্য সভা করিতে পারে না। কিন্তু এই কার্য্য সভা করিতে পারে, সভার বিশেষ কোন ব্যয়ও হয় না, যদি বঙ্গের সমগ্র কায়স্থ এই সভাকে সাহায্য করেন। বিশেষ অর্থের সাহায্যও সভা চায় না; চায় সুধু সভাকে গণনা কার্য্যে সহায়তা করিতে; আর এই সহায়তা করিতে হইবে একটু শারীরিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া। যদি বাঙ্গালার কায়স্থগণ সভাকে এই সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে এক বৎসরের মধ্যেই সভা কায়স্থের গণনা কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। অন্ততঃ যদি কায়স্থসভার প্রত্যেক সভ্য সভাকে এই কায়স্থের গণনা কার্য্যে সাহায্য করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্যে অগ্রসর হন, তাহা হইলেই এই গণনাকার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে।

এখন কি প্রণালী অবলম্বন করিলে কায়স্থ জাতির গণনা কার্য্য চলিতে পারে তাহার আলোচনা করিতেছি এবং এই সঙ্গে স্বজাতি ভ্রাতৃবৃন্দকে সাদরে আহ্বান করিতেছি তাঁহারা তাহাদের যুক্তি পরামর্শ দিয়া এবং সাহায্য করিয়া এই কার্য্য যাহাতে সফল হয় এবং সভা করিতে পারে তাহার জন্য অগ্রসর হউন।

গণনাকার্য্যে কি প্রণালী গ্রহণ করিতে হইবে এই সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মত এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। সহৃদয় স্বজাতিপ্রাণ সভ্যবৃন্দ ও অন্যান্য স্বজাতি ভ্রাতাগণ আমার ভ্রম প্রদর্শন এবং এতদপেক্ষা সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়া পরামর্শ দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না এই আশা করিতেছি।

আমার মতে, (ক) প্রত্যেক গ্রামে একজন কায়স্থ তাহার গ্রামের প্রত্যেক কায়স্থের বাড়ীতে কয় জন পুরুষ কয় জন স্ত্রীলোক আছেন এবং তাহাদের

কুটুম্ব কে এবং কুটুম্বেরা কোথায় আছেন এবং কে কোন শ্রেণীর তাহার তালিকা লইয়া সভায় পাঠাইবেন। (খ) প্রত্যেক সহরে প্রত্যেক রাস্তায় একজন কায়স্থ ঐ ভাবে সেই রাস্তানিবাসী কায়স্থগণের তালিকা লইয়া সভায় প্রেরণ করিবেন। (গ) অথবা সহরে কয়েকজন বিশিষ্ট কায়স্থ মিলিয়া একটি সমিতি গঠন করিয়া ঐ সমিতি হইতে পূর্ব্বোক্তরূপে কায়স্থগণের তালিকা সংগ্রহ করিয়া সভায় পাঠাইবেন।

অবশ্য প্রতি জেলায় একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ঐ কেন্দ্রের অধীনে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্র করিয়া গণনা কার্য্য করিতে পারিলে ভাল হয়। ইহাতে বড় রকমের কেন্দ্র গঠন দরকার। অধিক লোকে একত্র হইয়া চেষ্টা করিলে এইরূপ বড় গঠনকার্য্য সম্ভব হয়। সম্ভবতঃ অতবড় কার্য্য অনেকে স্কন্ধে লইতে চাহিবেন না। এই জন্য উপরোক্ত ক্ষুদ্র রকমে এই গণনা কার্য্য চলিতে পারে বিশ্বাসে আমার মত সর্ব্ব সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। ইহাতে বেশী লোকের আবশ্যক বটে কিন্তু প্রত্যেকেই স্বাধীন ভাবে অবসর কালে এই কার্য্য করিতে পারেন; ইহাতে নিজেরও বিশেষ পরিশ্রম নাই, অথচ জাতির একটা প্রধান কার্য্য হইয়া যাইবে। ইহাতে আবশ্যক একটু প্রাণ। বিশ্বাস করি মহান্ কায়স্থজাতি এখনও প্রাণহীন হয় নাই।*

শ্রীগণপতি সরকার

ধর্ম্মকার্য্যের সময় নির্ণয়

সন্ধ্যা-সময় নির্ণয়ঃ—সূর্য্যোদয়ের এক দণ্ড পূর্ব্ব ও এক দণ্ড পর, এই এক মুহূর্ত্ত, প্রাতঃসন্ধ্যার মুখ্যকাল এবং সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব এক দণ্ড ও পর এক দণ্ড সায়ংসন্ধ্যার মুখ্যকাল। এখানে মুহূর্ত্ত শব্দে দুই দণ্ড বা ৪৮ মিনিট। বেলা দশ দণ্ডের পর দুই প্রহরের মধ্যে মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যার মুখ্যকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যদি নির্দ্দিষ্ট কালে সন্ধ্যা না করা হয় তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দশবার গায়ত্রী জপ

* এই গণনা সম্বন্ধে যাহার যে মত তাহা অনুগ্রহ করিয়া পত্রিকা সম্পাদককে সভার ঠিকানায় অথবা ৬৯নং বেলেঘাটা মেনরোড কলিকাতা এই ঠিকানায় জানাইয়া বাধিত করিবেন এবং যিনি যিনি এই কার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত তাহারাও পত্রিকা সম্পাদককে তাহাদের সাহায্যের কথা জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। এই গণনা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে গণনার ফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা যাইবে।

করিয়া সন্ধ্যা করিতে হয়। সংক্রান্তি, দ্বাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও শ্রাদ্ধবাসরে অর্থাৎ যে দিন শ্রাদ্ধ করা হয় সেই দিনে সায়ংসন্ধ্যা করিতে নাই। সন্ধ্যা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আসনে বসিয়া—অগ্রে আচমন করিয়া তার পর তিলক করিবে। সন্ধ্যা ও হোমে দুইবার আচমন করিতে হয়। চন্দন কিংবা গঙ্গা মৃত্তিকা অথবা তীর্থ মৃত্তিকা বা গোপীচন্দন দ্বারা তিলক করা যায়; কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা তিলক করিবে না, ব্রাহ্মণেরা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে, ক্ষত্রিয় ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে, বৈশ্যগণ অর্দ্ধচন্দ্রাকার তিলক করিবে, আর শূদ্রজাতিরা বর্ত্তুলাকার তিলক ধারণ করিবে। তিলক করিয়া শিখাবন্ধন করিবে। কঞ্চুক ধারণ করিয়া (গায়ে জামা দিয়া) সন্ধ্যা পূজা করিবে না; এক বস্ত্রে সন্ধ্যাদি করাও নিষিদ্ধ; কিন্তু উত্তরীয় না থাকিলে যজ্ঞোপবীত যদি তিন দণ্ডী থাকে তাহা হইলে সন্ধ্যা করা চলে; ইহাও কিন্তু উত্তরীয় বস্ত্রের অনুকল্প মাত্র। এক বস্ত্রে দৈব পৈত্র্য স্নান তর্পণ ও সন্ধ্যা করিবে না। তর্পণ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার পর ঋষিতর্পণের পরে করিবে অথবা প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া তর্পণ, পূজা ও মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা করিবে; গঙ্গাদিতে স্নান করিতে হইলে স্নানের পর স্নানাঙ্গ তর্পণ করিতে হয়। অরুণোদয়কাল স্নান করিবার সুপ্রশস্ত সময়। আতুরের পক্ষে স্নান নিষিদ্ধ; শরীর খারাপ থাকিলে স্নান না করিয়াই সন্ধ্যাদি করিবে, তাহাতে কোন বাধা নাই। দিবসের প্রথম প্রহরের প্রথমভাগে প্রাতঃসন্ধ্যা শেষ করিয়া মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও শিবপূজাদি করিবার কোন আপত্তি নাই; পরে কেশপ্রসাধন আদর্শ অঞ্জন ও অনুলেপন ব্যবহার করিবে। দ্বিতীয় প্রহরের প্রথমার্দ্ধ বেদ পাঠের কাল; এই সময়ে স্তব স্তুতি পাঠ করা মন্দ নয়।

যজ্ঞোপবীতঃ—যজ্ঞোপবীতের জন্য শূদ্রজাতির প্রস্তুত সূত্র লইবে না; দ্বিজাতির প্রস্তুত সূত্রই প্রশস্ত; উহা নব গুণ সূত্রে প্রস্তুত করিতে হয়। তিনখি করিয়া সূতার পাক দিয়া তিনটি সূতা প্রস্তুত করিবে; পরে ঐ তিনখি একত্র পাক দিয়া নব গুণ করিয়া যজ্ঞোপবীত প্রস্তুত করিবে। যজ্ঞোপবীত গ্রন্থি দিবার নিয়ম এই যে হাটুর দুই ভাগের বেড় বাদে মধ্যে এক হাত পরিমাণ করিয়া প্রবর সংখ্যায় বেড় দিবে; বেড় দিবার সময় স্ব-স্ব প্রবর উচ্চারণ করিবে এবং "ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাদৎ আয়ুষ্যমগ্রং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ" বলিয়া গ্রন্থি দিবে; পরে গলায় পরিয়া পূর্ব্বের যজ্ঞোপবীতটি কোমরের নীচে দিয়া নাবাইয়া ফেলিবে; উহা জলে ফেলিয়া দিবে; উহা দ্বারা সেলাই বা কিছু বাঁধা নিষেধ। গলায় পরিয়া

দশ বার গায়ত্রী জপ ও বার বার "ওঁ" জপ করিবে। মল মূত্র পরিত্যাগ করিবার সময় যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ কর্ণে লাগাইতে হয়। মালার আকারে যজ্ঞোপবীত রাখিবে না। মৃতাশৌচেই কেবল উপবীত পরিবর্ত্তন করিতে হয়। দুই দণ্ডীর কম উপবীত ধারণ করিতে নাই। সাধারণতঃ তিন দণ্ডী বা চার দণ্ডী উপবীত ধারণ করা উচিত।

শ্রাদ্ধকাল ঃ—সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ অর্থাৎ বৎসরান্তে মাতা পিতা প্রভৃতির মৃত-তিথিতে যে শ্রাদ্ধ করিতে হয় ইহা একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ; ইহাতে একজন মাত্র উদ্দিষ্ট, এই শ্রাদ্ধ কুতপকাল অর্থাৎ দিবসের অষ্টম মুহূর্ত্তে আরম্ভ করিয়া রৌহিণ অর্থাৎ নবম মুহূর্ত্ত শেষ করিতে হয়। এখানে মুহূর্ত্ত শব্দে দিনমানকে পনরভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগ যাহা হয় তাহাই মুহূর্ত্ত। পার্ব্বণশ্রাদ্ধ অর্থাৎ অমাবস্যা প্রভৃতি পর্ব্ব-তিথিতে যাহা কর্ত্তব্য। পর্ব্ব তিথিতে কর্ত্তব্য বলিয়া পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ নাম দেওয়া হইয়াছে কিন্তু এই শ্রাদ্ধ নবান্ন প্রভৃতি নিমিত্তও করা হয়। ইহার কাল অপরাহ্ণ অর্থাৎ দিন মানকে পাঁচ ভাগ করিয়া তাহার চতুর্থ ভাগ।

সপিণ্ডীকরণ ঃ—আদ্য শ্রাদ্ধের পরে প্রত্যেক মাসে মাসে মাসিক শ্রাদ্ধ করিয়া দ্বাদশ মাসে মৃত তিথিতে শুদ্ধ পিতামহাদির সহিত সমান ভাবে পিণ্ড ভাগিতাকরণ, ইহার কালও অপরাহ্ণ ; পূর্ব্বে যে অপরাহ্ণের কথা বলা হইল উহা মুখ্য অপরাহ্ণ, সময় সংক্ষিপ্ত হইলে অপরাহ্ণ বিহিত শ্রাদ্ধ মধ্যাহ্নেও করা যায়। মধ্যাহ্ণ শব্দে পাঁচ ভাগে বিভক্ত দিনমানের তৃতীয় ভাগ।

আদ্যশ্রাদ্ধ ঃ—এই শ্রাদ্ধ অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে করিতে হয়। দিবসের অষ্টম মুহূর্ত্তে আরম্ভ করিয়া নবম মুহূর্ত্তে শেষ করিবে।

নান্দীশ্রাদ্ধ বা বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ ঃ—এই শ্রাদ্ধকে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ কহে অর্থাৎ ইহা চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, পুত্রজন্ম প্রভৃতি অভ্যুদয়ে হইয়া থাকে। ইহা পিতৃ-লোকের পূজা। এই শ্রাদ্ধ দুই প্রহরের মধ্যে করা চাই, এইরূপ শাস্ত্রনির্দ্দেশ আছে ; তাহার তাৎপর্য্য এই যে ইহা পূর্ব্বাহ্নে কর্ত্তব্য। দেব পূজার কাল পূর্ব্বাহ্ণ ; মনুষ্যদিগের মধ্যাহ্ণ ; আর পিতৃলোকদিগের অপরাহ্ণ নির্দ্দিষ্টকাল। নান্দীশ্রাদ্ধ—পিতৃলোকের পূজা ; ইহা দেব পূজার কালে বিহিত বলিয়া পূর্ব্বাহ্নেই করিতে হয়। যেখানে অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণ করিয়া নান্দীশ্রাদ্ধ করিতে হয় সে স্থলে সপিণ্ডীকরণ অপরাহ্নে কর্ত্তব্য, আর নান্দীমুখ পূর্ব্বাহ্নে কর্ত্তব্য ; অতএব সপিণ্ডীকরণ করিয়া নান্দীশ্রাদ্ধ করা চলে না বলিয়া স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বিবাহাদি সংস্কার কার্য্যের পূর্ব্বদিনে অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণ করিয়া বিবাহাদি

সংস্কার কার্য্যের দিনে পূর্ব্বাহ্নেই নান্দীশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা কিন্তু ঠিক গৃহ্যসূত্রানুযায়ী নয়। গৃহ্যসূত্র বলিতেছে যে "যদহর্ব্বাবৃদ্ধিরাপদ্যেত" অর্থাৎ যে দিনে বৃদ্ধি অর্থাৎ বিবাহাদি নিমিত্ত উপস্থিত হইবে সেই দিনেই অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণ করিতে হইবে ; সুতরাং বলিতে হইবে যে পূর্ণ সংবৎসরে সপিণ্ডীকরণ হইলে ঐ সপিণ্ডীকরণের কাল অপরাহ্ণ ; আর অপকর্ষ স্থলে তাহা নহে, কারণ অপকর্ষ করা মানে নির্দ্দিষ্টকালের পূর্ব্বে অনুষ্ঠান করা ; তাহা হইলে অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণ পূর্ব্বাহ্নে করিয়া পরে নান্দীমুখ করিবে, ইহাই গৃহ্যের মত ; কিন্তু স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য উক্তরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্টকালে কার্য্য না করিলে কার্য্যের ফল হয় না ; দেশ-কাল-দ্রব্য সকল কার্য্যেরই প্রধান অঙ্গ ; অঙ্গ বৈকল্য ঘটিলে অঙ্গীর ন্যায় সংস্কারাদি কার্য্যও সম্পূর্ণ ফল উৎপাদন করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। যদি বিবাহাদি রূপ বৃদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণ করা হয়, আর বিঘ্নপ্রযুক্ত বিবাহাদি না হইয়া উঠে তাহা হইলেও ঐ অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণ পূর্ণ সংবৎসরে বা বিবাহাদি সংস্কার কার্য্যের কালে প্রেতত্ব পরিহার করিবে ; পুনর্ব্বার সপিণ্ডীকরণ করিতে হইবে না।

বৃষোৎসর্গ ঃ—আদ্যশ্রাদ্ধ দিনে দান উৎসর্গ করিয়া বৃষোৎসর্গ করিবে। তাহার পর আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে। যদি আদ্যৈকোদ্দিষ্ট দিবসে অর্থাৎ অশৌচান্ত-দ্বিতীয়দিনে বৃষোৎসর্গ না হইয়া উঠে তাহা হইলে ত্রিপক্ষে অর্থাৎ তৃতীয়মাসিক শ্রাদ্ধের দিনে অথবা ষষ্ঠমাসিকের দিনে অথবা সংবৎসরে অর্থাৎ সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্বে ঐদিনে অগ্রে বৃষোৎসর্গ করিয়া সপিণ্ডীকরণ করিবে। কেহ কেহ বলেন, যে বৃষোৎসর্গ না করিলে প্রেতত্ব পরিহার হয় না, তাহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে ; কারণ দ্বাদশ-মাসিক, পঞ্চম-মাসিকের পর ষষ্ঠ-মাসিকের দিনে প্রথম ষাণ্মাসিক, একাদশ মাসিকের পর দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক, এই চতুর্দ্দশটি মাসিক শ্রাদ্ধ ; আদ্যৈ-কোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডীকরণ এই সর্ব্বসমেত ষোড়শটি শ্রাদ্ধই প্রেতত্বপরীহারের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৃষোৎসর্গ যদি না হয় তাহা হইলে প্রেতত্বপরীহার হইবে না এমন কথা শাস্ত্রে নাই ; বৃষোৎসর্গ স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ, ইহা প্রেতত্ব-পরীহারের উপযোগী ইহা বলা যাইতে পারে, যেহেতু স্বর্গীয় ব্যক্তির প্রেতত্ব অসম্ভব, এই বিধায় উপযোগী ও সাহায্যকারী ; যেমন কুম্ভকার ঘট সরাব প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য বলদ বা গর্দ্দভের দ্বারা মাটী লইয়া আসে কিন্তু বলদ বা গর্দ্দভ না থাকিলে যে ঘটাদি প্রস্তুত হয় না তাহা নহে, অন্য উপায়েও মাটী আনিয়া ঘটাদি প্রস্তুত করিতে পারে ; এইস্থলে যেরূপ বলদ প্রভৃতি কুম্ভকারের সাহায্যকারী

হয়; বৃষোৎসর্গও প্রেতত্বপরীহারের সেইরূপ সাহায্যকারী হয়, নচেৎ বৃষোৎসর্গ না হইলে প্রেতত্বপরীহার হয় না একথা বলা যায় না; বৃষোৎসর্গের স্বর্গাদিই প্রধান উদ্দেশ্য ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধ। বৃষোৎসর্গ পূর্ব্বাহ্ণে অর্থাৎ অন্ততঃ ১১টার মধ্যে শেষ হওয়া আবশ্যক কারণ আদ্যৈকোদিষ্ট পূর্ব্বোক্ত অষ্টম মুহূর্ত্তে আরম্ভ করিয়া নবম মুহূর্ত্তে শেষ করিতে হয়। অসময়ে ঐ শ্রাদ্ধ করিতে শাস্ত্রে বিশেষ নিষেধ আছে।

লক্ষ্মীপূজা:—চৈত্রমাস ভাদ্রমাস ও পৌষমাসে যাহাদের কুলাচার অনুসারে লক্ষ্মীপূজা আছে, তাহাদের সেই লক্ষ্মীপূজা উক্ত মাসত্রয়ের বিহিত তিথিনক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে করিতে হয়। যদি বৃহস্পতিবারে শাস্ত্র বিহিত তিথি নক্ষত্রে না পাওয়া যায় তাহা হইলে রবিবার ও সোমবার শুভ তিথিনক্ষত্রেও করিতে পারা যায়। এই লক্ষ্মীপূজা প্রাতঃকালে অর্থাৎ বেলা ছয় দণ্ডের মধ্যে করিতে হইবে; ইহা মধ্যাহ্নে করিবে না। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা আশ্বিনমাসের পূর্ণিমার দিন সূর্য্যাস্তের পর ৪ দণ্ডের মধ্যে করিতে হয় এবং ঐ দিবস রাত্রি জাগরণের ব্যবস্থা আছে। কার্ত্তিকমাসের অমাবস্যার দিনে সুখরাত্রি লক্ষ্মীপূজা; উহা রাত্রির প্রথম চারিদণ্ডের মধ্যেই সমাপ্ত করিতে হয়। সাধারণতঃ দেব দেবীর পূজার কাল পূর্ব্বাহ্ণ। শ্রুতি বলিতেছেন যে "পূর্ব্বাহ্ণো বৈ দেবানাম্‌" অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্ণই দেবতাদিগের একমাত্র কাল। বিশেষ বিশেষ পূজায় বিশেষ বিশেষ কাল নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও সাধারণতঃ পূর্ব্বাহ্ণই দেবদেবী পূজার উপযুক্ত সময়।

শ্যামাপূজা:—যে সকল দেবদেবীর পূজার কাল বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা সেই বিশেষ কালেই করিতে হইবে, সেখানে সাধারণ বিধি অনুসারে ব্যবস্থা হইবে না; যেমন শ্যামাপূজা গৌণচান্দ্র কার্ত্তিক অমাবস্যায় রাত্রিকালে করিতে হয়; এই পূজার কাল সাধারণতঃ রাত্রি দশদণ্ডের সময় আরম্ভ করিয়া ২০ দণ্ডের মধ্যে শেষ করিতে হয়, ইহাই সাধারণ, শ্যামাপূজার কাল; কিন্তু এই পূজায় ত্রিবিধ ভাবের কথা আছে পশুভাব, দিব্যভাব ও বীরভাব। রাত্রি দশ দণ্ডের সময় আরম্ভ করিয়া ১৬ দণ্ডের মধ্যে পূজাদি সমস্ত কার্য্য সমাপন করাই পশুভাবানুসারে প্রশস্ত; আর ১৪ দণ্ডের সময় আরম্ভ করিয়া ২০ দণ্ডের মধ্যে সমস্ত শেষ করা দিব্যভাব ও বীরভাবানুসারে সুপ্রশস্ত। তাহার পরে কোনও উপচার নিবেদন করিবে না।

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রা পূজা:—এই পূজা কার্ত্তিকশুক্লা নবমীতে কর্ত্তব্য। ইহা ত্রৈকালিকী পূজা অর্থাৎ একদিনেই প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকালে এই তিন কালে তিনবার পূজা করিতে হয়। ইহাতেও কিন্তু বিশেষ আছে। প্রথম

পূজা সূর্য্যোদয়ের ১ দণ্ড পূর্ব্বে আরম্ভ করিয়া অর্দ্ধোদয়কালে পূজা করিবে এবং সূর্য্য সম্পূর্ণভাবে উদিত হইলে শেষ করিবে; মধ্যাহ্নকালে দ্বিতীয় পূজা করিবে; আর তৃতীয় পূজা সূর্য্যাস্তের একদণ্ড পূর্ব্বে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যাস্তের পরেই শেষ করিতে হইবে।

৺আশুতোষ তর্কতীর্থ

শূদ্র কে?

হিন্দুর বেদ স্মৃতিপুরাণে শূদ্রকে বড়ই হীন করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শূদ্রের বিদ্যায় অধিকার নাই, বিত্তে অধিকার নাই, ধর্ম্মে অধিকার নাই, সে তীর্থ যাত্রা করিলে নরকে যায়, মন্ত্র জপ করিলে পতিত হয়, ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলে অপরাধী হয়, সন্ন্যাসী-বৈরাগী হইলে কুম্ভীপাকে পচে। দাসত্ব, তাহার বৃত্তি, ত্রিবর্ণের সেবা তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য। তাহার পাপ নাই, প্রায়শ্চিত্ত নাই, পুণ্য নাই, স্বর্গ নাই, ধর্ম্ম নাই, অধর্ম্ম নাই। তাহার উপদেষ্টা নাই, গুরু নাই, পুরোহিত নাই। কিন্তু শূদ্র কে? এই বিশাল বাঙ্গালায় কাহাকে আমরা শূদ্র বলিতে পারি?

দেশাচার কি চলিয়া আসিয়াছে তাহার আলোচনা করিতে চাই না, রঘুনন্দন বা তাঁহার জ্ঞাতিরা কাহাকে কি বলিয়াছেন, তাহারও প্রয়োজন নাই। শাস্ত্রানুসারে এই বিশাল বাঙ্গালার কাহাকে আমরা শূদ্র বলিয়া নির্ণয় করিতে পারি, আজ তাহাই দেখিতে চাই।

বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ—এ তিনেই আছে, ব্রহ্মার পা হইতে শূদ্র জন্মিয়াছে। কিন্তু আমরা ত কাহাকেও পা হইতে জন্মিতে দেখি না। দেখি ঐ ব্রাহ্মণ যেমন, মায়ের পেট হইতে মাটীতে পড়ে, সকল মানব-সন্তানই সেই একই পথে পৃথিবীতে আসিয়া থাকে। কাজেই জন্মদ্বারা শূদ্র চিনিবার উপায় নাই। ব্রাহ্মণ চিনিবারও উপায় নাই, কেননা এখন মুখ হইতে আর কাহারও জন্ম হয় না। তবে কাহাকে শূদ্র বলিব?

কর্ম্ম দ্বারা জাতি চিনিবার একটা উপায়ের কথা শাস্ত্রে আছে। কর্ম্ম দ্বারাই বর্ণ বিভাগ হইয়াছিল এরূপ কথাও বেদ-স্মৃতি-পুরাণে স্পষ্ট ভাবেই লিখিত আছে। দেখা যাউক শূদ্রের কর্ম্ম কি? মনু বলেন—

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষা মনসূয়য়া॥ ১।৯১

শূদ্রের মোটেই একটি কর্ম্ম; সে কর্ম্ম—সন্তুষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের সেবা। এই কর্ম্মটি আবার শূদ্রের ইচ্ছাধীন নহে; শূদ্র, সন্তুষ্টচিত্তে ইচ্ছা করিয়া ইহা না করিলে ব্রাহ্মণেরা তাহারা কাণ ধরিয়া ইহা করাইয়া লইবেন, মনু এ আদেশও করিয়াছেন। কেন না, মনুর মতে একমাত্র দাস্যের জন্যই শূদ্রের জন্ম হইয়াছে।

কথাটা বুঝা গেল। কিন্তু বঙ্গদেশে এমন কোন জাতি ত দেখি না, দ্বিজ-সেবাই যাহার একমাত্র কার্য্য এবং সে কার্য্য সে ইচ্ছায় না করিলে, দ্বিজের জোর করিয়া তাহাকে দিয়া করাইয়া লইতে পারেন। কোন কুতার্কিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হয়ত বলিতে পারেন, হাঁ, আগে এমন জাতি ছিল, দ্বিজ-সেবাই যাহার একমাত্র কর্ম্ম বলিয়া জানিত ও মানিত। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, তবে আগে শূদ্র ছিল, এখন নাই। হয়, উহারা অতিমাত্র দ্বিজ-সেবার ফলে নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছেন, নয় ব্রাহ্মণের দলে মিশিয়া অচিহ্ন হইয়াছে।

হিন্দু শাস্ত্রে অধিকার ভেদের কথা আছে। অধিকার দ্বারাও জাতি চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু শূদ্রের 'অধিকার' বলিয়া কোন কিছু ছিল না। তবে কিসে কিসে তাহার অধিকার ছিল না, তাহার একটা তালিকা স্মৃতিশাস্ত্রে আছে। সে তালিকা এই :—

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্।
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ॥
যো হ্যস্য ধর্ম্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতি ব্রতম্।
সোঽসংবৃতং নাম তমঃ সহ তেনৈব গচ্ছতি॥ ৪।৮০—৮১

অস্য বাঙ্গালা—

"শূদ্রকে বিদ্যা দান করিবে না। কোন ভাল খাদ্যের পাত্রাবশেষ এবং ঘৃতপক্ক কোন দ্রব্য দিবে না। উহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিবে না। কোন ব্রতের কথা বলিবে না। যে উহাকে ধর্ম্ম বা ব্রতের কথা বলে, সে উহার সহিত "অসংবৃত নামক নরকে গমন করে।"

এই শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি বলিয়াছেন—

"কি ইহলোকের বিষয়, কি পরলোকের বিষয়, কোন বিষয়েই শূদ্রকে উপদেশ দিবে না। বেদ ও স্মৃতিতে শূদ্রের অধিকার নাই।"

অন্য একজন টীকাকার লিখিয়াছেন—"শূদ্রকে নীতিশাস্ত্রাদি বিষয় শিক্ষা দিবে না।"

বেদ শ্রবণ ও উচ্চারণ এবং বেদমন্ত্র শরীরে ধারণ করিলে শূদ্র দণ্ডনীয় হইত। সে দণ্ড কিরূপ ছিল, শ্রবণ করুন।

"বেদমুপশৃন্বত স্ত্রপুজতুভ্যাং কর্ণপূরণং।
উদাহরণে জিহ্বা চ্ছেদঃ, ধারণে শরীর-ভেদঃ।"

বেদ শ্রবণ করিলে শূদ্রের কর্ণে সীসা ও লাক্ষা গালাইয়া ঢালিয়া দেওয়া হইত। বেদ উচ্চারণ করিলে শূদ্রের জিহ্বা কাটিয়া ফেলিবার বিধান ছিল। সে, বেদমন্ত্র যে অঙ্গে ধারণ করিত, সে অঙ্গ ছিঁড়িয়া ফেলা হইত। মনু বলিয়াছেন—

ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ ন চ সংস্কার-মর্হতি।
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মে ঽস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনম্॥ ১০।১২৬

শূদ্রের কোন পাপও নাই, প্রায়শ্চিত্তও নাই। ধর্ম্মে তাহার কোন অধিকার নাই। ধর্ম্ম হইতে তাহাকে নিষেধ করিবারও কিছু নাই।

বুঝা গেল—শূদ্র, ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে এবং লেখাপড়া শিখিতে অধিকারী নহে। তাহাকে সদুপদেশ দিলে সে ত নরকে যায়ই, যে উপদেশ দেয়, সেও যায়।

জপস্তপস্তীর্থযাত্রা প্রব্রজ্যো মন্ত্রসাধনম্।
দেবতারাধনঞ্চৈব স্ত্রী-শূদ্র-পতনানি ষট্॥

ছয়টি কর্ম্ম দ্বারা শূদ্র ও স্ত্রীলোক পাপী হয়। সে ছয়টি কর্ম্ম—ভগবানের নাম জপ, তপস্যা, তীর্থে গমন, সন্ন্যাস, মন্ত্রসাধন ও দেবতা-আরাধনা।

ধর্ম্ম করিলে নরকে গমন, এই জগতের মধ্যে কেবল ভারতবর্ষীয় শূদ্র জাতি সম্বন্ধেই লিখিত হইয়াছে। এমন বাক্য, পৃথিবীর কোন মানব সম্বন্ধে মানবের কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত নাই।

বিদ্যা ও ধর্ম্মে শূদ্র যেমন অধিকার হীন, স্বোপার্জ্জিত ধন সম্বন্ধেও সেই রূপই অনধিকারী। সে, ধন উপার্জ্জন করিতে পারে কিন্তু ধনে তাহার কোন স্বামিত্ব বা অধিকার নাই। মনু বলেন—"ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং"—শূদ্রের নিজের বলিয়া কোন ধন থাকিতে পারে না। সে যাহা উপার্জ্জন করে সমস্তই তাহার প্রভু ব্রাহ্মণের। ব্রাহ্মণেরা মনে করিলেই শূদ্রের বাড়ী ঘর—যথা সর্ব্বস্ব—লুটিয়া লইয়া যাইতে পারিতেন, তাহাতে তাঁহাদের কোন অপরাধ হইত না। প্রসন্নচিত্তেই ব্রাহ্মণেরা এই পুণ্যকর্ম্মটি করিতেন।

সুতরাং বেদ-স্মৃতি অনুসারে জানা যাইতেছে শূদ্রের বিদ্যাধিকার, ধর্ম্মাধিকা ও ধনাধিকার নাই। কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশে এমন কোন জাতি আছে কি, যাহারা পরমেশ্বরের নাম লইলে "পতিত" হয়, লেখাপড়া শিখিতে ইচ্ছা করিলে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে না, যাহাদের ঘটী বাটী গরু মহিষ অবাধে ব্রাহ্মণেরা লইয়া যাইতে পারেন। যদি না থাকে, তবে কাহাকে শূদ্র বলিব? এই বঙ্গদেশের সংখ্যাতীত জাতির মধ্যে কাহাকেও ত দেখি না, যাহারা তীর্থে যাইতে পারে না, অথবা ঐ জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে বা সমাজচ্যুত হয়, ভগবানের নাম লইলে যাহাদের জিহ্বা কাটা যায়, লেখাপড়া শিখিতে গেলে মাষ্টার মহাশ দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেন। ব্রাহ্মণে যাহাদের সংস্কার করে না, পূজা ক না, দীক্ষা দেয় না, জপ-তপ শিখায় না, এমন কোন জাতি ত বঙ্গদেশে নাই। তবু কি বলিব বাঙ্গালায় শূদ্র আছে? কে শূদ্র? এই কায়স্থ, বৈদ্য, বণি নবশাখ, নমশূদ্র, কৈবর্ত্ত, মাহিষ্য, মালী, রজক,—যত কিছু জাতি দেখি ইহার কেহই ত ধনাধিকার, ধর্ম্মাধিকার বা বিদ্যাধিকার হীন নহে। ইহাদে কাহাকেও ধর্ম্মোপদেশ দিয়া ত ব্রাহ্মণ নরকে যায় না। ইহাদের সকলের ত গুরু আছে, দীক্ষা আছে, পুরোহিত আছে, সংস্কার আছে, স-সঙ্কল্প দেবত রাধনা ব্রত-নিয়ম আছে। তবে ইহাদিগকে কোন্ প্রমাণে কোন্ শাস্ত্রের কথা শূদ্র বলিব? তথাপি হে ব্রাহ্মণ, তুমি গায়ের জোরে যদি ইহাদের এক জাতিকেও শূদ্র বল, তাহা হইলে বলিব, তুমি নামে ব্রাহ্মণ রহিয়াও বহু পুরু যাবৎ শূদ্র হইয়া গিয়াছ। কেন না, তোমার শাস্ত্রেই বলে :—

শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রেণৈব সহাসনম্।
শূদ্রাজ্ জ্ঞানাগমশ্চাপি জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ॥ (পরাশর ১২শ অঃ—৩

শূদ্রের অন্ন, শূদ্রের সহিত রক্ত সম্পর্ক বা ডাকা-খোঁজা সম্বন্ধ, শূদ্রের স এক আসনে বসা, শূদ্রের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করা—ব্রাহ্মণকে শূদ্রে পরিণত করে এই বাঙ্গালার কোন জাতি যদি শূদ্র হয়, তাহা হইলে হে ব্রাহ্মণ, তোমরা শূদ্রা ভক্ষণ করিয়া বহুকাল যাবৎ শূদ্র হইয়াছ। ইহারা যদি শূদ্র হয়, তবে বাঙ্গাল এখন ব্রাহ্মণ নাই বলিলেই হয়, যিনি শূদ্রের শিষ্য বা ছাত্র হইয়া, শূদ্রের জে খুড়া-দাদা-ভাই হইয়া, শূদ্রের সহিত একাসনে বসিয়া, শূদ্র হইয়া যান নাই। তা পর কেবল শূদ্র হইয়াই অব্যাহতি নাই; শূদ্রান্ন উদরস্থ করিয়া মরিলে—

গৃধ্রো দ্বাদশ জন্মানি সপ্তজন্মানি শূকরঃ।
শ্বানশ্চ সপ্তজন্মানি ইত্যেবং মনুরব্রবীৎ॥ (ব্যাসসংহিতা ৪র্থ অ

বার জন্ম গৃধ্র, সাত জন্ম শূকর, এবং সাত জন্ম কুকুর হইতে হইবে। মন্বাদির মতে শূদ্রের অন্ন ঘৃণিত রুধির। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে যে রঘুনন্দন ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য সকল জাতিকে 'শূদ্র' বলিয়াছেন, তাঁহারই জ্ঞাতিগণ, নিত্য এ রুধির পান করেন ত? আর এই রুধির পানের কালে তাঁহাদের জন্মান্তরের গতিগুলি সত্য হয় ত? আশ্চর্য্য, তীক্ষ্ণধী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণও নব্য স্মৃতির অপসিদ্ধান্তের সংশোধন করিতেছেন না।

হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রবলে, শূদ্র-চিরদাস, তাহার স্বাধীনতা নাই, অর্থাৎ শূদ্র পরাধীন জাতি। বাস্তবিক পরাধীনতাই প্রকৃতপক্ষে শূদ্রত্বের সর্ব্বাপেক্ষা স্ফুটলক্ষণ। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে এদেশ মুসলমানাধিকৃত হইবার পরে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যই শূদ্র হইয়াছিল। এক্ষণে ইংরাজাধিকারে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া শূদ্র ভিন্ন অন্য জাতি নাই। এখন ব্রাহ্মণও শূদ্র, ক্ষত্রিয়ও শূদ্র, বৈশ্যও শূদ্র, শূদ্রও শূদ্র। তথাপি এক শ্রেণীর শূদ্র—হউক তাহার নাম ব্রাহ্মণ, থাকুক তাহার টীকী ও পৈতা—সে যখন অপরকে শূদ্র বলিয়া অবজ্ঞা করে, তাহাদের অন্ন ও জল অভক্ষ্য ও অপেয় মনে করে, তাহা কি একান্তই বিসদৃশ ব্যাপার হইয়া উঠে না?

উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইয়া, পরিত্যক্ত জীর্ণবসন পরিধান করিয়া, এবং সর্ব্বাধিকার-হীন হইয়া যাহাদিগকে জীবন যাপন করিতে হয় স্মৃতিপুরাণোক্ত সেই শূদ্র, বাঙ্গালায় নাই। বাঙ্গালীর কোন জাতিই শূদ্র নহে। পৈতাধারী ও অপৈতক, * জল-চল ও জল-অচল বাঙ্গালীরা বৃত্তির হিসাবে কেহ ক্ষত্রিয় কেহবা বৈশ্য, শূদ্র কেহই নহে। তবে পরাধীন বলিয়া যদি শূদ্র বলিতে চাও, সমগ্র ভারতবর্ষ এখন শূদ্র-ভূমি।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ শাস্ত্রী

* লেখক মহাশয় ভাবের দিক দিয়া বর্ত্তমানের জাতি নির্ণয় করিতে গিয়াছেন; কিন্তু ইহা হয় না; গুণকর্ম্ম অনুসারে জাতি নির্ণয় করাও এখন চলে না, যেহেতু দেশ এখন পরাধীন; দেশে স্বাধীন হিন্দুরাজা না থাকিলে গুণ কর্ম্মানুসারে জাতি নির্ব্বাচন চলে না।

কা, প, স।

প্রেরিত পত্র*

শ্রীহরি শরণম্

টাকী,

২৮শে আশ্বিন, ১৩৩১ সাল।

শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ মহাশয় সমীপেষু।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

বিহিত সম্মান পুরঃসর সবিনয় নিবেদন বহু দিন হইল আপনাদের প্রকাশিত "কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব" নামক পুস্তিকা পাঠে ২।৪টী সংশয় নিরসনার্থ আপনার নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে আপনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে সকল সংশয় নিরাকৃত না হওয়ায় ঐ সম্বন্ধে পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, ফলে আপনাদের প্রতিষ্ঠিত কায়স্থের মৌলিক জাতির বিষয়ে পূর্ব্বের সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত হইতেছে। যাহা হউক, এ বিষয়ে সকলেরই স্বমত প্রতিষ্ঠার গৌরব লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত সত্য নিষ্কাসন করিতে যত্নবান্ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। অন্যের উপস্থাপিত যুক্তিতর্কগুলি স্বমত বিরোধী হইলেই যে তাহাদিগের নিরসনার্থ শাস্ত্রের বিকৃতর্থ কষ্টকল্পনা করিতে হইবে এবং সর্ব্ববাদিসম্মত ঋষিকল্প টীকাকারদিগের মত প্রয়োজন অনুসারে ভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করিতে হইবে এ প্রকার প্রয়াস কখনও সাধু বা সুফলপ্রসূ হইতে পারে না। আপনাদের প্রকাশিত "কায়স্থ" নামক মাসিক পত্রের ১৩৩১, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় আপনার লিখিত "কায়স্থ-সমিতির পত্র সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর" শীর্ষ-প্রবন্ধ পাঠে কতকগুলি সংশয় মনের মধ্যে উদিত হওয়ায় তদ্দূরীকরণ মানসে আপনার নিকট এই দ্বিতীয় পত্র লিখিতেছি। এই পত্রখানি "কায়স্থের" আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়া তৎসঙ্গে আপনার এ বিষয় কি বক্তব্য আছে তাহাও মুদ্রিত করিয়া অনুগৃহীত করিবেন আশা করি।

১। পুরাণের প্রামাণিকতা :—মনুসংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়—

* গীষ্পতি বাবুকে "কায়স্থে" ছাপাইবার জন্য পাঠান হইয়াছিল, তিনি না ছাপাতে ইহা "কায়স্থ পত্রিকায়" ছাপাইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। কাঃ পঃ সঃ

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥

অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং বিবেক এই চারিটী দ্বারাই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ঐ অধ্যায়ের দশম শ্লোকে আছে।

শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রং তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্ব্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মো হি নির্বভৌ॥

ইহা দ্বারা ইহাই বুঝি যে শ্রুতি এবং স্মৃতি এই দুইটীই ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ। এস্থলে পুরাণের কোন উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে না। যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস প্রভৃতি সংহিতাকারেরা পুরাণকেও ধর্ম্মের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

পুরাণন্যায়মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশঃ॥

উদ্ধৃত বচনের প্রতি মনোনিবেশ করিলে বুঝিতে পারা যায়—পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র ও বেদ উত্তরোত্তর ধর্ম্ম বিষয়ে বলবত্তর প্রমাণ। অর্থাৎ ধর্ম্ম বিষয়ে যত প্রমাণ আছে তাহাদের মধ্যে পুরাণ ক্ষীণতম প্রমাণ। ব্যাস বলিয়াছেন

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণং তু তয়ো দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥ ১।৪

এস্থলে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ গ্রন্থত্রয়ের গ্রহের মধ্যে শ্রুতি এবং স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে স্মৃতিই প্রামাণিক বলিয়া উক্ত হইল। অতএব দেখা যাইতেছে মনু পুরাণকে আদৌ স্থান দেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্যাস স্থান দিলেও শ্রুতি স্মৃতির নিম্নে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রুতি স্মৃতিতে চতুর্ব্বর্ণ ব্যতিরিক্ত বর্ণ অথবা কোন মৌলিক জাতির উল্লেখ নাই। মনুসংহিতায় প্রথমেই মহর্ষিগণ মনুকে বলিতেছেন—

ভগবন্ সর্ব্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অন্তরপ্রভবানাঞ্চ ধর্ম্মান্নো বক্তুমর্হসি॥ ১।২

এস্থলে মনুর নিকট সর্ব্ববর্ণ এবং অন্তর প্রভবান্ জাতিগণের উৎপত্ত্যাদির কথাই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে চতুর্ব্বর্ণ ব্যতীত যাবতীয় জাতি ঐ "অন্তরপ্রভবানাং" শব্দের অন্তর্গত। কোন মৌলিক জাতি থাকিলে নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইত। "অন্তর প্রভবানাঞ্চ" না বলিয়া যদি "অন্তর প্রভবাদীনা" বলা হইত তাহা হইলেও "আদি" শব্দ দ্বারা মৌলিক

জাতির অস্তিত্ব সূচিত হইত। কোন মৌলিক জাতি থাকিলে মনু নিশ্চয়ই "অন্তর প্রভবানাঞ্চ" না বলিয়া "অন্তর প্রভবাদীনাং" বা তদর্থ-বোধক অন্য কোন শব্দে প্রয়োগ করিতেন সন্দেহ নাই।

আপনি প্রশ্নোত্তর প্রবন্ধে "অন্তর প্রভব" শব্দের অর্থ বর্ণাতিরিক্ত মূল ও বর্ণ সঙ্কর এই উভয় প্রকার জাতিরই বাচক বুঝাইতে যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা আদৌ হৃদয়লগ্ন হইল না। অভিধানে "অন্তর" শব্দ মধ্য বাচক বলিয়াছেন। মেধাতিথি সেই অর্থ স্বীকার করিয়া 'অন্তর প্রভব' অর্থে সঙ্কীর্ণ জাতি বলিয়াছেন। আপনি তাহার মধ্যে "বর্ণাতিরিক্ত মূল ও সঙ্কর সর্ব্বজাতি ব্যাপক শব্দার্থ স্বীকার" কিরূপে দেখিলেন বুঝিলাম না। "অন্তরে প্রভব উৎপত্তির্যেষাং তে অন্তর প্রভবা" ইহাতে যাহাদের "মধ্যে" অর্থাৎ দুই বর্ণের মধ্যে উৎপত্তি অর্থাৎ দুই বর্ণের সংমিশ্রণে উৎপত্তি তাহাদিগকেই অন্তর প্রভব বলিয়াছেন। এখানে অন্তর শব্দ Inter caste বোধক। কুল্লূক ভট্টও "অন্তর প্রভবানাং" অর্থে "সঙ্কীর্ণ জাতীনাং" "অনুলোম প্রতিলোম জাতানাং" বলিয়াছেন। আপনি স্বমত বিঘাতক বলিয়া সরল ও সহজ বোধ্য এবং মেধাতিথি কুল্লূক প্রভৃতি স্বীকৃত অর্থকে অগ্রাহ্য করিয়া "ভাষ্যকার ও টীকাকরগণ অভ্রান্ত নহেন" বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা মুরারি বা ধরণীধরের ন্যায় উপহাসের বিষয়ীভূত হইবার প্রয়াসই প্রকাশ পাইয়াছে। মেধাতিথি বা কুল্লূক ভট্ট ভ্রান্ত, ফলে আপনার যুক্তি যে অভ্রান্ত তাহাই বা কিরূপে স্বীকার করিতে পারা যায়—বিশেষতঃ শব্দের সরল সহজ অর্থ যখন সেই ভাষ্যকার বা টীকাকারের অনুকূলে বর্ত্তমান ?

সুতরাং দেখা যাইতেছে শ্রুতি স্মৃতিতে চতুর্ব্বর্ণ ও তদ্ব্যতিরিক্ত সঙ্করদিগের কথাই উক্ত আছে, মৌলিক জাতির উল্লেখ নাই। এস্থলে পুরাণে যে সকল জাতির উল্লেখ আছে শ্রুতি স্মৃতির অনুমত হিসাবে তাহারা সঙ্কীর্ণ হইতেছে। পুরাণ যদি তাহাদিগকে স্পষ্ট মৌলিক বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে বেদস্মৃতির অননুমোদিত বলিয়া তাহা অপ্রামাণিক বলিতে হইবে। আপনি বিরোধ ও অনুক্তি বা অনভিব্যক্তি একার্থ বোধক নহে বলিয়া যে তর্কের অবতারণা করিয়াছেন তাহা উৎপত্তি প্রকরণে স্বীকার্য্য হইতে পারে না। ধর্ম্ম বিষয়ে তাহা চলিতে পারে। ধর্ম্ম অর্থে আচার।

"যস্মিন্ দেশে সদাচারঃ স ধর্ম্মঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ।"

আদৌ সৃষ্টি পশ্চাৎ ধর্ম্ম। জীবজড়ের উৎপত্তির পর তাহাদের জন্য ধর্ম্ম ব্যবস্থা। ধর্ম্ম ও জীবসৃষ্টি এক পর্য্যায় ভুক্ত হইতে পারে না। বেদে যে ধর্ম্মের

উল্লেখ নাই স্মৃতি ও পুরাণাদিতে তাহার উল্লেখ থাকিলে তাহা স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু বেদে যে উৎপত্তির কথা নাই স্মৃতি ও পুরাণাদিতে সে অভিনব উৎপত্তির উল্লেখ থাকিলেও তাহা স্বীকার্য্য হইতে পারে না। সৃষ্টি সম্বন্ধে সকল যুগে একই সিদ্ধান্ত হইবে। বৈদিক যুগে যাহারা উৎপন্ন হইয়াছে, স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক যুগে তাহারাই ছিল। কোন অভিনব মৌলিক জাতির উৎপত্তি কল্পনা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। সেই কারণেই স্মৃতিতে চতুর্ব্বর্ণ ব্যতীত জাতিমাত্রকেই সঙ্কীর্ণ বলা হইয়াছে। ইহা নিশ্চিত যে প্রথম যে চারিবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছিল কালক্রমে তাহাদের অন্যান্য সংযোগহেতু অন্তর প্রভব বা সঙ্কীর্ণ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। বেদস্মৃতি যাহাদের উৎপত্তি করিলেন না, পুরাণ যদি তাহাদের উল্লেখ করেন তাহা হইলে পুরাণ যে বেদ স্মৃতির বিরুদ্ধ হইতেছেন, তিনি যে অনুক্তোক্তি বা অনভিব্যক্ত্যভিব্যক্তি করিতেছেন না তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ধর্ম্ম বা আচার দেশকাল অনুসারে পরিবর্ত্তিত হয় তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। সেস্থলে অনুক্তি বা অনভিব্যক্তি স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই। কিন্তু সৃষ্টি সনাতনী; সৃষ্টির প্রারম্ভে যে জীব নিচয় উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র তাহারাই মৌলিক। পরবর্ত্তিকালোৎপন্ন জীবনিচয় সবর্ণ সম্ভব না হইলেই সঙ্কীর্ণ বলিয়া কথিত হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কোথায় ?

২। সূত মাগধের মৌলিকত্ব :—সূত মাগধের উৎপত্তি কথা বেদে উল্লিখিত হয় নাই। স্মৃতিতে তাহাদিগকে সঙ্কীর্ণ বলা হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বানুসরণে সত্য বলিয়াই বিবেচিত হইবে। বিষ্ণুপুরাণে বলিতেছেন—

তস্য বৈ জাতমাত্রস্য যজ্ঞে পৈতামহে শুভে।
সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌত্যেঽহনি মহামতিঃ।
তস্মিন্নেব মহাযজ্ঞে জজ্ঞে প্রাজ্ঞোঽথ মাগধঃ॥

পদ্মপুরাণের বঙ্গীয় সংস্করণে দেখিতে পাই—

ঐন্দ্রে সত্রে প্রবৃত্তে তু গ্রহযুক্তে বৃহস্পতৌ।
তমেবেন্দ্রং বার্হস্পত্যে তত্র সূতো ব্যজায়ত॥
শিষ্যহস্তেন যৎপৃক্তমভিভূতং গুরো র্হবিঃ।
অধরোত্তরধারেণ জজ্ঞে তদ্বর্ণসঙ্করম্।
সেঽত্র ক্ষত্রাৎ সমভবন্ ব্রাহ্মণ্যাশ্চৈব যোনিতঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ বলিলেন—পৈতামহযজ্ঞে সূত ও মাগধ উৎপন্ন হইয়াছেন। পদ্মপুরাণ বলিতেছেন—ঐন্দ্রযজ্ঞে সূত উৎপন্ন হইয়াছেন। পদ্মপুরাণ আরও

বলিতেছেন, উহা বর্ণসঙ্কর হইয়াছে এবং সেই অবধি ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যাহারা উৎপন্ন হইয়াছেন তাঁহারা সূত বলিয়াই পরিচিত। এস্থলে বিষ্ণুপুরাণ ও পদ্মপুরাণে মতভেদ। কিন্তু পদ্মপুরাণোক্তি স্মৃতির অনুসারিণী।

মনু বলিতেছেন—

ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।
বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ রাজ-বিপ্রাঙ্গনা সুতৌ॥ ১৩।১১

বিষ্ণু বলিতেছেন—

পুকসমাগধৌ ক্ষত্রিয়া পুত্রৌ বৈশ্যশূদ্রাভ্যাং।
চণ্ডাল-বৈদেহকসূতশ্চ ব্রাহ্মণীপুত্রাঃ শূদ্রবিট্‌ক্ষত্রিয়ৈঃ॥ ১৬।৫, ৬

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন :—

ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতঃ। ১।৯৩

গৌতম বলিতেছেন :—

ব্রাহ্মণ্যজীজনৎ পুত্রান্ বর্ণেভ্য আনুপূর্ব্ব্যাৎ
ব্রাহ্মণসূতমাগধচণ্ডালান্।

মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য ও গৌতম বলিয়াছেন ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন জাতি বিশেষ সূত নামে অভিহিত। পদ্মপুরাণও তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। সুতরাং এক বিষ্ণুপুরাণ বচন বলে সূতকে তথা মাগধকে মৌলিক জাতি বলিয়া স্বীকার করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। আর ঐ বচন বলে সূত মাগধকে সূত সুমন্ত্র সঞ্জয়ের দৃষ্টান্তে প্রচলিত সূত মাগধ হইতে পৃথক জাতি বলিয়া স্বীকার করাও সমীচীন নহে। সূত সুমন্ত্র সঞ্জয় মহাপ্রাজ্ঞ ও শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহারা সঙ্কীর্ণ জাতি নহেন এ অনুমান যুক্তির মুখে দাঁড়ায় না। মনুপ্রোক্ত সূত-ক্ষত্রিয় পিতার ঔরসে পরিণীতা ব্রাহ্মণী মাতার গর্ভে উৎপন্ন, ব্যভিচার দোষে দুষ্ট নহে। সুতরাং তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞান অসম্ভব নহে। কর্ম্মবিচার দ্বারাও স্থিরীকৃত হইবে যে এই দুই সূত একই—বিভিন্ন জাতি নহে। সুমন্ত্র, সঞ্জয় প্রভৃতির মুখ্যকার্য্য সারথ্য; মহাপ্রাজ্ঞত্ব হেতু তাঁহার মন্ত্রীর কার্য্যও করিতেন। মনুও তাহাই বিধান করিয়াছেন—

"সূতানামশ্বসারথ্যম্"। ১০।৪৭

বিষ্ণু সূত-মাগধের কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতেছেন :—

অশ্বসারথ্যং সূতানাং। ১৬।১৩
স্তুতি ক্রিয়া মাগধানাং।. ৬।১০

কর্ম্মফলে জীব হীনযোনি প্রাপ্ত হইলেও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শাস্ত্রজ্ঞান সংস্কারগত থাকে। তাহা পরজন্মেও প্রকটিত হয়। সূত, সুমন্ত্র ও সঞ্জয় মহাপ্রাজ্ঞ ছিলেন বলিয়া সকল সূতই যে ঐরূপ তাহা নহে। হীনযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিদুর, নারদ প্রভৃতি মহাপ্রাজ্ঞ ও শাস্ত্রকার হইয়াছিলেন।

৩। কায়স্থের উৎপত্তি :—কায়স্থের উৎপত্তি শ্রুতি বা স্মৃতিতে দৃষ্ট হয় না। বিংশতি ধর্ম্ম শাস্ত্রের মধ্যে বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্যাস ব্যতীত মনুসংহিতা লইয়া যে অপর সপ্তদশখানি স্মৃতি আছে তাহাদের মধ্যে কায়স্থ শব্দের উল্লেখই দৃষ্ট হয় না। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে মাত্র পদ্ম, ভবিষ্য, বহ্নি, ও স্কন্দ এই চারি খানি পুরাণের বঙ্গীয় সংস্করণে কায়স্থের উৎপত্তি কথা লিখিত আছে। এই চারিখানি পুস্তকে আবার মত ভেদ দৃষ্ট হয়। চিত্রগুপ্তের জন্ম কথা লইয়াই এই মত ভেদ। স্কন্দপুরাণ বলিতেছেন, চিত্রসেন রাজার ভার্য্যাগর্ভসম্ভূত পুত্র হইতে কায়স্থগণের উৎপত্তি। ভবিষ্যপুরাণ বলিতেছেন, ব্রহ্মার শরীর হইতে উৎপন্ন পুরুষ হইতে কায়স্থগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বহ্নিপুরাণ বলিতেছেন ব্রহ্মার পাদদেশের অংশ বিশেষ হইতে জাত অতএব কায়স্থ সংজ্ঞা। আর পদ্মপুরাণ বলিতেছেন "সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গত"। এইত গেল চিত্রগুপ্ত জন্মরহস্য। আপনারা ইহা স্বীকার করেন না, আমিও স্বীকার করি না।* আপনারা পদ্মপুরাণ হইতে যে অভিনব শ্লোকটী বাহির করিয়াছেন এবং মাত্র যাহার প্রামাণিকতার উপর নির্ভর করিয়া কায়স্থের মৌলিকত্ব প্রতিপালন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন তদ্‌সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। সংক্ষেপে প্রথমতঃ উহা শ্রুতি-স্মৃতি বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য। দ্বিতীয়তঃ ১৪ খানি পুরাণে উহা দৃষ্ট হয় না। তৃতীয়তঃ বিষ্ণু ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের শ্লোকের বিকৃত আকার বলিয়া যে সন্দেহের কারণ হইয়াছে তাহা পূর্ব্বোক্ত মত-ভেদরূপ করণান্তর দ্বারা বদ্ধমূল হইয়াছে। বিশেষতঃ পদ্মপুরাণ চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি পৃথকভাবে বলিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে আপনাদের কায়স্থোৎপত্তি বিষয়ক শ্লোকের প্রামাণিকতা কতটুকু। বিশেষতঃ যখন তাহা বিষ্ণু ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের শ্লোক বিশেষের বিকৃত আকার? আর যে কেবলমাত্র ঐ শ্লোক কয়টীর সহিত বিষ্ণু ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের ঐক্য আছে তাহা নহে। ঐ প্রসঙ্গে যত শ্লোক

* ইহা লেখকের মত। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার মত নহে। আমরা লেখক মহাশয়কে এ সম্বন্ধে আরও পড়িতে ও চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত। যে সময় কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় দুইটি পৃথক জাতিতে পরিণত হইল সেই সময় হইতেই স্মৃতি প্রভৃতিতে কায়স্থের নাম পৃথক করিয়া উল্লেখ হইতেছে। কা. প. স।

আছে তাহাদের সহিত অবিকল মিল। কেবল সুবিধানুসারে একটী মাত্র শ্লোক হঠাৎ বিকৃত হইয়া গেল ইহাও কম বিস্ময়ের কথা নহে। পত্রটী বিস্তৃত হইয়া গেল। সুতরাং পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনান্তে আমার সরল বিশ্বাস মাত্র জ্ঞাপন করিয়া উপসংহার করিব। আপনাদের চেষ্টা ও নির্ব্বন্ধ প্রসংশনীয় হইলেও বালুকাভূমির উপর সৌধ নির্ম্মাণের প্রয়াসের ন্যায় অস্থান প্রযুক্ত। একটী অপ্রামাণিক ভিত্তিহীন শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া যে বিরাট তর্কজাল বিস্তার করিতেছেন, তাহা আদৌ হৃদয়ে লগ্ন হইতেছে না। পক্ষান্তরে তাহাতে স্বমত স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা বা "জিদ্"এর পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসুর পক্ষে এরূপ প্রয়াস সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়। স্বমতের অনুকূল যুক্তি গ্রহণ ও প্রতিকূল যুক্তি পরিত্যাগ, এমন কি প্রামাণিক ভাষ্যকার টীকাকারদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া পংক্তিদ্বয়ান্তর্ব্বর্ত্তী কাল্পনিক অর্থাবিষ্কারের দুঃসাহস প্রকাশ সত্যানুসন্ধানকে কেবল জটিল নহে অসম্ভব করিয়া তুলে। ঋষিবাক্য ও শিষ্ট-বাক্যের উপর বিশ্বাস রাখিয়া নিজের বিবেকানুমোদিত পথে পর্য্যটন করাই কর্ত্তব্য। সন্দিগ্ধ বিষয়ে তাহা হইতে আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই জন্য মনু বলিয়াছেন "স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ" এবং কালিদাসও লিখিয়াছেন—

সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু
প্রমাণমন্তঃ করণপ্রবৃত্তয়ঃ॥
ইত্যলং পল্লবিতেন।

বিনয়াবনত—
শ্রীস্মরজিৎ দত্ত।

কায়স্থকুল-পঞ্জিকা

এই "কায়স্থকুল-পঞ্জিকা" গ্রন্থখানির মালিক ছিলেন হরানন্দ শর্ম্মা সাকিন্ ব্যাঘ্রডাঙ্গা। ইনি ঘটক ছিলেন। ইহা উত্তররাঢ়ী কায়স্থদিগের কুল-পঞ্জিকা। সুতরাং ইহা উত্তররাঢ়ী কায়স্থদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী। ইহাতে পাইকপাড়ার রাজবংশের অর্থাৎ রাজা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশ-বৃত্তান্ত আছে। এই পুঁথিখানি হঠাৎ পাওয়া গিয়াছিল। একসময়ে পাইক-পাড়ার রাজাবাড়ীর পুরাতন কাগজ পত্র রৌদ্রে দেওয়া হয়. কাগজ পত্রের

মধ্যে এই পুঁথিখানি বাহির হইয়া পড়ে। এই পুথীখানি দিনাজপুরের রাজ-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় কি করিয়া সংগ্রহ করেন। এখন উহা তাঁহার নিকট আছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ পুথীখানি আনাইয়া সন ১৩২৯ সালের চৈত্রমাসে নকল করাইয়াছিলাম এবং উহার দুই খানি পাতার ফটোগ্রাফ তুলিয়া লইয়াছিলাম। পুঁথিতে একটি তারিখ পাওয়া গিয়াছে সে তারিখ হইতেছে সন ১১৭২ সাল। সম্ভবত ইহা পুঁথি নকলের তারিখ। পুথীখানি কাগজে লেখা এবং যে পাতাখানিতে তারিখ লেখা আছে উহা মূল পুস্তকের সহিত এক কাগজ নয় এবং লেখাও এক হাতের নয়। হয় উহা পুঁথি সংগ্রহের তারিখ অথবা পুঁথি নকলের তারিখ। হয় ত যিনি নকল করিয়াছিলেন তিনি তারিখ না লেখায়, পুঁথির মালিক নিজের হাতে অন্য কাগজে তারিখ লিখিয়া রাখিয়াছেন। আর উহার লেখা দেখিয়া ১৫০ বৎসরের পূর্ব্বের লেখা বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। অবশ্য যে সাল পাওয়া গিয়াছে সে হিসাবে এখন ঐ পুঁথির বয়স (১৩৩২—১১৭২) ১৬০ বৎসর হয়। পুঁথিখানি কীটদষ্ট এবং স্থানে স্থানে লেখা পড়া যায় না। বহু যত্নে একরূপ পাঠ উদ্ধার করা গিয়াছে। যে সকল স্থানের অক্ষর পড়া যায় নাই সেই স্থানে × × এই চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। পুঁথিতে যে বানান প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে তাহাই বজায় রাখা হইয়াছে, কেবল স্থানে স্থানে [ ] এইরূপ বন্ধনীয় মধ্যে সংশোধিত পাঠ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভুল এত বেশী আছে যে সমস্ত সংশোধন করা যায় নাই; বুঝিবার সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে সংশোধন করা হইয়াছে। এই পুঁথির শেষে লিখিত আছে যে ব্যাঘ্রডাঙ্গা নিবাসী কুলাচার্য্য কেশরীনাথ শর্ম্মা এই পুথী লিখিয়াছেন। এই পুথীর প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া পুঁথির মূল মুদ্রিত হইল।

গৌড় দেশে জয়ন্ত নামে রাজা ছিলেন, তিনিই আদিশূর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মাধব। (৭৭০৬ শকাব্দা অর্থাৎ "অঙ্কস্য বামা গতি" ধরিয়া) ৬০৭৭ শকাব্দার ১৮ই ফাল্গুন মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্ত দশমী তিথি দিবসের তৃতীয় যামার্দ্ধে কোলঞ্চ দেশ হইতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ক্ষিতীশ, কাশ্যপ গোত্রীয় বীতরাগ, বাৎস্য গোত্রীয় সুধানিধি, ভরদ্বাজ গোত্রীয় মেধাতিথি এবং সাবর্ণ গোত্রীয় সৌভরি এই পাঁচ জন ব্রাহ্মণ গৌড়-রাজসভায় আসিয়া-ছিলেন। ইহারা অসি, বাণ, তূণ, ধনু, কবচ ধারী এবং অশ্বারোহী ছিলেন। রাজা বীরসিংহ যশোবর্ম্মা নিজের মন্ত্রী, পার্ষদ, ভৃত্য ও পাচক দিয়া ইহাদিগকে

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে (গৌড়ে) পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মন্ত্রীগণ নরযানে এবং পার্শ্বদ চারি জন হস্তীতে আসিয়াছিলেন, ভৃত্য ও পাচকগণ গোযানে আসিয়া ছিল এবং শিবির ও তৈজস প্রভৃতি ১৫ খানি গোযানে আসিয়াছিল, ঐ সঙ্গে আরও ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য ছিল।

এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ক্ষিতীশ সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার প্রপিতামহের নাম কলিব্যাস, পিতামহের নাম বামদেব এবং পিতার নাম রামদেব।

অযোধ্যা-নিবাসী বাৎস্য গোত্রীয় চিত্রগুপ্ত বংশীয় অনাদিবর সিংহ। ইনি মহারাজা যশোবর্ম্মার মন্ত্রী। অযোধ্যা-নিবাসী সৌকালীন গোত্রীয় চিত্রগুপ্ত-বংশীয় সোম ঘোষ; মথুরানিবাসী মৌদ্গল্য গোত্রীয় পুরুষোত্তম দাস; মায়াপুরী-নিবাসী বিশ্বামিত্র গোত্রীয় চন্দ্রবংশোদ্ভব সুদর্শন মিত্র এবং মায়াপুরী-নিবাসী কাশ্যপ গোত্রীয় সূর্য্যবংশোদ্ভব দেব দত্ত; ইহারা মহারাজা যশোবর্ম্মার পার্শ্বদ। এই পঞ্চজন ক্ষত্রিয়, ইহারা ব্রাহ্মণগণের রক্ষার জন্য এবং হিতের জন্য বঙ্গ-রাজ-সভায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। মহারাজা গৌড়েশ্বর আদিশূর ব্রাহ্মণগণের সহিত এই স্বজাতি-পঞ্চকে মহাসমাদর ও সম্মান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ গৌড় রাজের যজ্ঞ সমাপন করিলে, সকলে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। প্রত্যাগমন কালে মহারাজা আদিশূর সকলের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যেন তাহারা সকলে সপরিবারে অন্যান্য স্বজাতিবর্গের সহিত তাঁহার রাজত্বে বঙ্গদেশে আসিয়া বসবাস করেন। গৌড়রাজের অনুরোধ রক্ষার্থ সকলে কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজা যশোবর্ম্মার অনুমতি লইয়া গৌড়রাজ্যে আগমন করেন। গৌড় নরেশ সকলকে বহু সম্মান করিয়া ভূমি ও অর্থ দিয়া বাস করান।

পঞ্চ ব্রাহ্মণ :—শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ক্ষিতীশ, পত্নী সুদেবী দেবী, পুত্র ভট্টনারায়ণ ও পুত্রবধূ সহ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন।

ভারদ্বাজ গোত্রীয় মেধাতিথি, পত্নী বিমলা দেবী, পুত্র শ্রীহর্ষ ও পুত্রবধূ মোক্ষদা সহ আসিয়াছিলেন।

কাশ্যপগোত্রজ বীতরাগ, পত্নী রত্নাবতী, পুত্র দক্ষ এবং পুত্রবধু ছায়া দেবী সহ আসিয়াছিলেন।

বাৎস্য গোত্রজ সুধানিধি, পত্নী শতরূপা, পুত্র ছান্দর ও পুত্রবধু মায়া দেবী সহ আসিয়াছিলেন।

সাবর্ণ গোত্রীয় সৌভরি, পত্নী, পুত্রবধূ ও পুত্র বেদগর্ভের সহিত আসিয়াছিলেন।

গৌড়রাজ জয়ন্ত আদিশূর ৫৬ খানি গ্রাম পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া এই পঞ্চ ব্রাহ্মণকে দিয়াছিলেন।

কায়স্থ :—রাজমন্ত্রী বাৎসগোত্রজ অনাদিবর সিংহ বর্ম্মা মহাশয় পত্নী যোগমায়া দেবী, পুত্র সূর্য্যবর, পুত্রবধূ শ্রীমতী কুশলা দেবী এবং পৌত্র বিশ্বরূপ সহ আসিয়াছিলেন।

সৌকালীন গোত্রজ সোম ঘোষ বর্ম্মা, পত্নী কমলিনী দেবী, পুত্র অরবিন্দ, পুত্রবধূ হেমলতা দেবী এবং পৌত্র মহানন্দ ও মকরন্দ সহ আসিয়াছিলেন।

মৌদ্গল্য গোত্রজ পুরুষোত্তম দাস বর্ম্মা, পত্নী বিধুমুখী দেবী, পুত্র চন্দ্র সহ আসিয়াছিলেন।

বিশ্বামিত্র গোত্রজ সুদর্শন মিত্র বর্ম্মা নিজ পত্নী, ভ্রাতৃজায়া ও ভ্রাতষ্পুত্র কালিদাস ও তৎপত্নী সহ আসিয়াছিল।

কাশ্যপগোত্র সম্ভূত দেবদত্ত বর্ম্মা, পত্নী, ভ্রাতৃজায়া ও ভ্রাতষ্পুত্র পুরুষোত্তম সহ আসিয়াছিলেন।

ইহারা ব্যতীত, রাজ-আজ্ঞায় বিরাট গুহবর্ম্মা, সপত্নী দশরথ বসুবর্ম্মা এবং সপত্নী নাগকুলজ দেবারী বর্ম্মা এবং সোমঘোষের দীক্ষাগুরু গঙ্গাধর মুকুল পণ্ডিতের চারি জন শিষ্য গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন।

সোমঘোষের বংশ—চিত্রগুপ্ত বংশে উপকর্ণ জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার পুত্র সূর্য্যধ্বজ; ইনি ঘোষ বংশের আদি পুরুষ। তাহার পুত্র সূর্য্যপাণি। তিনি সূর্য্য নামে নগর পত্তন করেন। তাহার বংশধরেরা নানাদেশে বসবাস করেন; কেহ চন্দ্রহাস গিরিতেও বাস করিয়াছিলেন। বহু পুরুষ পরে এই বংশের ভাস্কর নামে একজন অযোধ্যায় বাস করেন। এই ভাস্করের পুত্র সূর্য্যঘোষ রাজা হইয়াছিলেন। তাহার পুত্র সূর্য্যপদ। তাহার পুত্র সূর্য্যশ্রী। তাহার পুত্র অর্য্যমা। তাহার পুত্র শঙ্কর। তাহার পুত্র পদ্মবন্ধ; তিনি উত্তর কোশল দেশে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাহার তিন পুত্রের মধ্যে সুর ঘোষ মহারথী হইয়াছিলেন। সুর ঘোষের পুত্র কালভৈরব ঘোষ। তাহার পুত্র শশাঙ্ক। তাহার পুত্র সোম ঘোষ; তিনি মহাধীর, মহাবীর, যজুর্বেদে পণ্ডিত, সর্ব্বশাস্ত্র পরিজ্ঞাত, রাজকার্য্যে বিশারদ এবং মহারাজা যশোবর্ম্মার পার্শ্বদ ছিলেন।

মহারাজা আদিশূর এই সোমঘোষকে (বা সোমেশ্বর ঘোষকে) সামন্ত রাজা

করিয়াছিলেন। জয়ন্জন নামক গ্রামে তাহার বাসস্থান স্থাপিত হয়। সোমঘোষ সর্ব্বমঙ্গলাদেবী কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া দেবীকে মৃত্তিকা মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেবীকে স্থাপনা করেন এবং সোমেশ্বরনাথ শিব বা ভৈরব স্থাপন করেন।

—০০—

পুরুষোত্তম দাসকে বসতির জন্য বহড়ান গ্রাম ও তৎসহ ষট্‌বিংশতি গ্রাম প্রদত্ত হয়।

সুদর্শন মিত্রের বাসস্থান মেহগ্রাম—ইহার নাম মিত্রভূমি হইয়াছিল। এই শতগ্রাম সমন্বিত ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল।

দেবদত্তের বাসস্থান দত্তবাটাখ্য গ্রাম, এবং শতগ্রাম সমন্বিত পাটুলাদিগ্রাম প্রদত্ত হয়।

দশরথ বসু, বিরাটগুহ এবং দেবারি প্রত্যেককে একশত গ্রাম প্রদত্ত হয়। আগত প্রত্যেক কায়স্থকে সামন্ত রাজা করা হয়।

—০০—

অনাদিবর সিংহের বংশ—চিত্রগুপ্তান্বয়ে কর্ণ সুপ্রসিদ্ধ। নর্ম্মদা নদীর তীরে কর্ণাল নামক তাহার মনোহর সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী পুরি ছিল। তাহার পুত্র করণ। তাহার বংশে সিংহ নামে রাজা হয়। তিনি সূর্য্যধ্বজের পৌত্রীকে বিবাহ করেন। ঐ পত্নীর গর্ব্ভে তাহার নয়টি পুত্র হয়। তাহাদের নাম—১। বিজয় ২। জয়সেন ৩। চতুর্ম্মুখ ৪। রাণাকিশোর ৫। রাণাশম্ভু ৬। মদন ৭। মেধাতিথি ৮। শূলপাণি ৯। দণ্ডপাণি। কালক্রমে এই বংশীয়েরা নানাদেশে বসবাস করেন। কেহ অযোধ্যায় কেহ কান্যকুব্জে বাস করেন। রাণা কিশোরের বংশে রাণা কল্যাণ নামে এক জন জনমেজয়ের প্রসাদে হস্তিনা নগরে বসতি করেন। বহু পুরুষ পরে ঐ বংশের রাণাকেশরী অযোধ্যায় বাস করেন। তাহার পুত্র দীনদরিদ্রপালক কৃষ্ণভক্ত রাজকার্য্যকুশল রণছোর। তাহার পুত্র বালমুকুন্দ। তাহার পুত্র রাণা ভৈরব। তাহার দুই পুত্র মুকুন্দ ও মধুসূদন। মধুসূদনের পুত্র জগন্নাথ। তাহার পুত্র কিরীটী। তাহার পুত্র লক্ষ্মীরাম। তাহার পুত্র হরিপদ। তাহার পুত্র কোঙরকুমার। তাহার পুত্র ধন্দুমার। তাহার পুত্র রাওদেবপৎ। তাহার পুত্র রাণা বসন্ত। তাহার পুত্র রাণা ভূপাল। তাহার পুত্র রাণা গোপাল। তাহার পুত্র রাণা অনাদিবর সিংহ। ইনি সুধানিধি নামক বিপ্রের শিষ্য, সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ, ধার্ম্মিক সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মহাধনুর্দ্ধর, কুলশ্রেষ্ঠ, রাজকার্য্যে কুশল ও রাজা যশোবর্ম্মা বীরসিংহের মন্ত্রী।

মহারাজা আদিশূর গঙ্গার পশ্চিমকূলে রাজা গোকর্ণের পরিত্যক্ত চারি শত গ্রামযুক্ত রাজত্ব কান্যকুব্জ-রাজমন্ত্রী রাণা অনাদিবর সিংহ বর্ম্মাকে প্রদান করিয়া রাজকোশে বৎসরে দুই সহস্র রাজস্ব করিতে আদেশ দিয়া সামন্ত রাজা করেন। অনাদিবর সিংহ স্বরাজ্যে বিষ্ণুমন্দির শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা ও সিংহেশ্বর মহেশ্বর স্থাপন এবং দুইটি সরোবর খনন করিয়াছিলেন।

এই সঙ্গে এই পুঁথিতে আদিশূরের পঞ্চগৌড়েশ্বর হইবার বিবরণ আছে। সে প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। যে সময়ে কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ গৌড়-ভূমিতে আসিয়া বসতি করেন, সেই সময়ের পরে কাশ্মীর রাজপুত্র জয়াপীড় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। কান্যকুব্জ ও বহু রাজ্য জয় করিয়া গঙ্গাতীরে গৌড়মণ্ডলে উপস্থিত হইয়া শিবির স্থাপন করেন। পরে একাকী গোধূলীকালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করেন এবং নগরের শোভা দেখিতে দেখিতে মনোহর কার্ত্তিক মন্দিরে উপস্থিত হন এবং সেখানে কমলা নাম্নী এক নর্ত্তকীকে দেখিতে পান। সে রাজপুত্রকে তাম্বুল দানে সম্বর্দ্ধনা করে। পরে জয়াপীড় ঐ নর্ত্তকী গৃহে গমন করিয়া এবং তাহার গৃহে কয়েকদিন অতিবাহিত করিতে থাকেন। এই সময়ে ঐ নগরে সিংহের দৌরাত্ম্য উপস্থিত হয়। জয়াপীড় একদিন রজনীতে ঐ সিংহকে অসিঘাতে নিহত করিয়া তাহার কর্ণমূলে নিজের নাম লিখিয়া রাখিয়া আসেন। প্রভাতে সিংহনিধন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া আদিশূর মন্ত্রীর সহিত ঐ সিংহ দেখিতে আসিয়া জয়াপীড়ের নাম দেখিয়া অনুসন্ধান করিয়া নর্ত্তকীর গৃহ হইতে তাঁহাকে অতি সমাদরে স্বীয় প্রাসাদে আনয়ন করেন এবং নিজের কন্যা কল্যাণী দেবীকে তাঁহার সহিত বিবাহ দেন। কিয়দ্দিন শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া পত্নী ও নর্ত্তকী কমলাকে লইয়া স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং কান্যকুব্জাদি যে যে রাজ্য জয় করিয়াছিলেন সে সমুদয় শ্বশুরকে দান করেন। ঐ জামাতাদত্ত রাজ্য লাভ করিয়া আদিশূর পঞ্চগৌড়েশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

প্রাপ্ত পুথিতে এই পর্য্যন্ত আছে। কুলাচার্য্য কেশরীলাল শর্ম্মার লিখিত রাণা অনাদিবর সিংহের বংশ বর্ণনা অন্যত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহা হয় ত এই পুথির অন্য খণ্ড হইবে। এখানে ঐ বংশ বর্ণনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতেছে।

অনাদিবরের পুত্র সূর্য্যবর *। তার পুত্র বিশ্বরূপ। তার পুত্র বরাহ। তার পুত্র রাণা মদন ও ভৈরব। মদন জাজি গ্রামে অধিপতি হইয়াছিল। ভৈরবের পুত্র নামন [সম্ভবত বামন হইবে]। তার পুত্র উত্তম। তার পুত্র লক্ষ্মীধর।

* এই বংশই পাইকপাড়ার রাজবংশ।

তার পুত্র গুণাধার। তাঁর পুত্র জ্যেষ্ঠ গদাধর, মধ্যম ভগীরথ, কনিষ্ঠ ব্যাস। এই ব্যাসসিংহ মহারাজ বল্লাল সেনের মন্ত্রী ছিলেন। তাহাকে উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণের কুলবন্ধন করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। ইহা লইয়া তাহার সহিত মহারাজের মনমালিন্য হয়। তাহাতে মহারাজা ব্যাস সিংহকে করাত দিয়া দুই চির করিয়া কাটিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। করাতিরা ব্যাস সিংহের মস্তকে করাত বসাইয়া চিরিতে আরম্ভ করিলে রক্তপ্লাবনে ব্যাস সিংহের যজ্ঞোপবীত রুধির সিক্ত হইয়া যায়। এমন সময় দৈববাণী হয় যে ধার্ম্মিক ব্যাস সিংহকে এইরূপ অন্যায় ভাবে হত্যা করিলে রাজ্য নাশ হইবে। তখন বল্লাল সেন ভীত হইয়া ব্যাস সিংহের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করেন এবং তাহার সন্তোষবিধান করেন। ব্যাসসিংহের পুত্র বামদেব, বনমালী এবং সুশ্রুত। বামদেব গোপকন্যা গ্রহণ করায় সমাজে পতিত হন এবং কল্যাণপুরে বাস করেন। কনিষ্ঠ বনমালী ময়ূরাক্ষী নদীর তটস্থিত বন কাটিয়া কান্দীগ্রাম স্থাপন করিয়া বসতি করেন এবং বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি আনিয়া ঐ স্থানে বাস করান। তিনি অনেক শিবলিঙ্গ ও লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা স্থাপনাদি পুণ্য কার্য্য করিয়া ছিলেন। তাহার পুত্র কেশব ও শ্রীপতি। কেশবের পুত্র রাজা বিনায়ক। তাহার দুই বিবাহ। দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত বাণ। তার পুত্র শ্রীধর, মাধব ও গোবিন্দ। বিনায়কের প্রথমার গর্ভজাত পুত্র গোপাল ও রাজা লক্ষ্মীধর। লক্ষ্মীধরের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র রুদ্র, দামোদর ও বিদ্যাধর। এই রু কান্দীপতি হন। মধ্যম দামোদর শ্বাসপীড়া গ্রস্ত ছিলেন। তৃতীয় বিদ্যাধর জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। লক্ষ্মীধরের দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত পুত্র নাশ [?] ও বসু [?]। প্রথম পুত্র বঙ্গজ-শ্রেণী ভুক্ত হন এবং দ্বিতীয় পুত্র বরেন্দ্র-শ্রেণী ভুক্ত হন।

এই মূল পুথিখানি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিব। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" মালায় যে "রাজন্য কাণ্ড" প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ১২৬ পৃষ্ঠা হইতে উত্তর রাঢ়ীয় পঞ্চবীজী কায়স্থের প্রসঙ্গে যে পাদটীকাগুলিতে কুলাচার্য্য পঞ্চাননের সংস্কৃত শ্লোকগুলি তুলিয়াছেন, উহার অনেক স্থলে এই পুঁথির সহিত হুবহু মিলিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে এই পুথী হয় ত পঞ্চাননের পুঁথি অথবা পঞ্চানন ও কেশরী এই দুই কুলাচার্য্যই এক গ্রন্থ দেখিয়া নকল করিয়া লইয়াছেন। এইরূপ সন্দেহের কারণ রহিয়াছে; পুঁথির কলফনে দেখা যাইতেছে "লিখিতং কুলাচার্য্য কেশরীনাথ শর্ম্মণম্"—কুলাচার্য্য কেশরী লিখিয়াছেন। তিনি সমস্ত পুঁথিখানি স্বয়ং রচনা করিয়াছেন, যেমন ঐ শব্দগুলি দ্বারা আসিতে পারে, তেমন তিনি পুঁথিখানি নকল করিয়া লইয়াছেন, এরূপ অর্থও করা চলে। এক্ষণে মূল প্রদর্শিত হইতেছে :—

কায়স্থ কুল পঞ্জিকা

ওঁ দুর্গা ঐ নমঃ

সপ্ত সপ্ততিষট্ শকাব্দে শাকে কুম্ভস্থ ভাস্করে।
ক্ষিতীশাদয়ঃ পঞ্চবিপ্রাশ্চাগতা [ঃ] পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে ॥
ঋক্ষে মৃগশিরা [রো] যুক্তে তিথৌ চ দশমী দিনে।
দিবা তৃতীয় যমার্দ্ধে ফাল্গুনে দশ পঞ্চকে।
আরুহ্য পঞ্চতুরগানসিবাণতূণ, কোদণ্ড বাণ কবচাদি শরীর বেশাঃ।
× × × × × কোলঞ্চতো দ্বিজবরা মিলিতা হি গৌড়ে ॥
ঘোটকে পঞ্চবিপ্রাণাং নরযানে চ মন্ত্রিণাং।
গজে পার্শ্বদ চত্বারো গোযানে ভৃত্য পাচকাঃ ॥
শিবিরান্ তৈজসা [ন্] বাহী গোযান দশ পঞ্চকঃ।
রক্ষী পঞ্চাশাহশ্বরোহী (?) রাজদ্বারে সমাগতা [ঃ] ॥
শ্রুত্বা দূতবচো রাজন্ জয়ন্তাখ্যা [খ্যো] নরাধিপঃ।
সিংহাসন [ং] পরিত্যজ্য জগাম বিপ্রসন্নিধৌ ॥
রাজাদিশূর [ঃ] পুরতো জ্বলদগ্নিতুল্যা [ন্]
তচ্ছূর বেশা [ন্] মুনিকুলবর্ধ্যান্।
বিপ্রান্ পদান্তে প্রণমেৎ ভূমিষ্ঠং
প্রক্ষাল্য পাদান্ সলিলে স্বহস্তে ॥
স্বজাতিনাং [তীনা] নমস্কৃত্য মহাসমাদরান্বিতে।
দিব্যাসনোপরি সর্ব্বে [সর্ব্বান্] উপবিশ্য পৃথক্ পৃথক্ ॥
পাদ্যার্ঘে পূজয়েৎ সর্ব্বৈঃ পপ্রচ্ছ কুশলাদয়ঃ।
আনন্দং লোমহর্ষঞ্চ জোর হস্তে বদামি তে ॥
অদ্যং মে সফলং জন্ম অদ্যং মে সফলং তপঃ।
অদ্যং সফলং রাজ্যঞ্চ অদ্যং সফল মানসঃ ॥

ইতি শ্রুত্বা পঞ্চবিপ্রাশীর্ব্বচনমুচ্চরেৎ।
বীরসিংহ নৃপঃ পত্রীং প্রদত্ত রাজসন্নিধৌ ॥

বিপ্রা [ঃ] উচু[ঃ] ১।

শাণ্ডিল্য কাশ্যপো বাৎসো ভরদ্বাজ সাবর্ণজঃ।
ক্ষিতীশ বীতরাগশ্চ শুধানিধি তথৈব চ ॥
মেধাতিথী সৌভরিশ্চ এতে ব্রাহ্মণ পঞ্চকাঃ।
সাণ্ডিল্য কাশ্যপো বাৎস্যো ভরদ্বাজস্তথা পরঃ ॥
সাবর্ণ কথিতা পূর্ব্বং পঞ্চগোত্র প্রকীর্ত্তিতাঃ।
এতেষাং সর্ব্বতো মান্য সাণ্ডিল্যমুনি শোত্তমঃ।
তত্র জাতো কলিব্যাষো বেদব্যাষো ইবা পরঃ ॥
তত্ স্তুতো বামদেবোহ ভূদ্রামদেবোহপী [পি] তৎস্তুতঃ।
তত্ স্তুত [তস্য] শুতশ্চ ক্ষিতীশঃ স্বাগতো গৌড়মণ্ডলে ॥
× × × [চিত্রগু]প্তান্বয়ে জাত শুতঞ্চ দ্বাদশো ভবেৎ।
অষ্টলেখ্য ধর্ম্মপুরে পিতৃভক্তিদেব সহায় × ×।
গৌড়শ্চ মাথুরশ্চৈব ভট্টনাগর × × [সঙ্গ] কাঃ।
শ্রীবাস্তব্য কর্ণোপকর্ণ উচ্যতে
পুত্রকাণামষ্টকাণাঞ্চ (২ পাতা) শ্রেষ্ঠঃ কর্ণ প্রকীর্ত্তিতঃ।
শ্রীকর্ণ সপ্তমো পুত্রঃ ধর্ম্মাধর্ম্মঞ্চ লেখকঃ ॥
× × [ভগ] বদ্ভক্তি সম্পন্ন পিত্রিভক্তিপরায়নঃ ॥
নারদেন কৃপাপাত্রঃ ধর্ম্মরাজস্য পার্শ্বদং।
নর্ম্মদায়াস্তিরে পুরী কর্ণালীতি মনোহরম্ ॥
× × × [সর্ব্বেশ্ব] র্য্যময়ং পুরী বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিতং।
তথা কর্ণ সস্ত্রিকানামভবৎ তৎপুরীশ্বরো।
তং গত্বা শ্রীকরণ নাম্না বৈ পরিকীর্ত্তি [তাঃ] ॥
× [স্ব] শুতেন পুরীং দত্বা ধর্ম্মরাজপুরং যযৌ।
তদ্বংশজা বসুমতী সিংহাখ্যশ্চ নরেশ্বরো ॥
দ্বাপরান্ত যুগে যস্য সিংহ ঘোষয়তাং মহিঃ।
আকল্পং কল্পবৃক্ষং সুরসদনবরো সংবিধাতুঃ বিধাতুঃ
বংশোহয়ং সুপ্রশংস্য ক্ষিতিবলয় মনঃক্ষর্ত্তু কামা প্রবৃত্তঃ।

দাতৃভ্যামেব যাভ্যাং ভূসমতিমহসাং গত্যমেতে সমন্তাৎ
সার্দ্ধে তে সর্গভূমৌ জয়তি বসুমতী সিংহধেয়া ধরিত্রী ॥

ইনি সূর্য্যধ্বজের পৌত্রীর সহিত বিবাহ হয় তদ্গর্ভে ৯টী পুত্র হয়। যথা—

বিজয় জয়সেনশ্চ, চতুর্ম্মুখ স্তথৈব চ। রাণাকিশোর শত্রুশ্চ,
মদনো মেধাবিস্ততঃ। শূলপাণী দণ্ডপাণী, কুনারো নবসংজ্ঞকং ॥
তদ্বংশজা ক্রমেণৈব নানাদেশান্তরং গতাঃ।
অযোধ্যা বসতি কেচিৎ কান্যকুব্জ সমাগতাঃ।
কিশোর বংশ সম্ভূত রাণাকল্যাণ নামধৃক্।
হস্তিনা বসতিং কূর্য্যাৎ তথা জন্মেজয় প্রসাদতঃ।
বহু বংশান্তরে রাণা কেশর্য্যাখ্যা মহোদয়ঃ।
অযোধ্যা বষ [স] তিং কুর্য্যাৎ রণছোর তস্য নন্দনঃ।
সান্তদান্ত মহাদাতা দীনদরিদ্র পালকঃ।
রাজকার্য্য কুশলী কৃষ্ণভক্তিপরায়ণঃ।
॥ দোঁহা ॥ রণছোড়কী বড়ি ভাগ কি কাম।
রাজ ঘুসে অন্দরমে মন্ত্রী ভয়ো মহারাজ।
তৎশুত বালমুকুন্দ রাণা ভৈরব তৎশুতঃ।
ভৈরবস্য দ্বয়ং শুতো মকুন্দ মধুশুদনঃ।
মধুপুত্র জগন্নাথ কিরিটি তস্য নন্দনঃ।
তৎশুতো লক্ষ্মীরামঃ হরিপদ তৎশুতো ভবেৎ।
কোঙর কুমার তৎপুত্রঃ ধন্দুমারশ্চ তৎসুতঃ।
রাত্ত দেবপৎ তৎপুত্র রাণা বশ[স]ন্ত তৎশুতঃ।
রাণা ভূপাল তৎপুত্র তস্মাৎ রাণাগোপালকঃ। (১ পাতা)
তস্যাত্মজো রাণাহনাদি বরসিংহ খ্যাত মহাবলীঃ।
শু[সু]ধানিধি বিপ্রশিষ্য সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদঃ।
ধাম্মিক সত্যবাদী চ জিতেন্দ্রিয় সদাশয়।
মহাধনুর্দ্ধরো বীর কুলশ্রেষ্ঠ কুলাধীপঃ।
রাজকার্য্যপরিজ্ঞাতা সর্ব্বকার্য্য বিশারদঃ।
মহারাজন্ যশোবর্ম্মা বীরসিংহেন মন্ত্রিণা।
নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে প্রতিনিধিত্বে চ মাগতঃ।
চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাত চিত্রীন্যূপ কর্ণকঃ ॥ *

* "বিভান্যূপকর্ণকঃ" এই পাঠ পুঁথিতে অন্য হস্তে লিখিত হইয়াছে।

তস্যাত্মজ সূর্য্যধ্বজ ঘোষবংশ মহিপতীঃ।
সূর্য্যধ্বজাৎ সূর্য্যপাণি সূর্য্যদেবপরায়ণঃ।
সূর্য্যদেব প্রসাদেন সূর্য্যাখ্যং নগরং বসেৎ।
তদ্বংশজা ক্রমেনৈব নানাদেশান্তরং গতাঃ।
চন্দ্রহাসগিরৌ কেচিৎ চন্দ্রহাস্যেশ্বরং ভজঃ।
বহুবংশান্তরেঽযোধ্যা মধ্যে আসীত ভাস্করঃ।
তস্যাত্মজঃ সূর্য্যঘোষ মহামানী নরেশ্বরোঃ।
তৎসুতো সূর্য্যপদ ঘোষ মহামানী কুলেশ্বরঃ।
সূর্য্যশ্রী তৎশুতোশ্চৈব অর্য্যমন তস্য নন্দনঃ।
অর্য্যমনাৎ শঙ্করশ্চ পদ্মবন্ধুশ্চ তৎসুতঃ॥
মহামানী মহাতেজবিখ্যাতোত্তরকোশলা।
তস্য পুত্রত্রয়ং মধ্যে সুরঘোষ মহারথীঃ।
তস্য বংশোদ্ভবঃ কালভৈরবো ঘোষ সংজ্ঞকম্।
তস্যাত্মজো শশাঙ্কস্য তৎসুতো সোমঘোষরোঃ।
মহাবীর মহাধীর যদু[জু]র্ব্বেদ বিদাম্বরঃ।
সর্ব্বশাস্ত্র পরিজ্ঞাতা রাজকার্য্য বিশারদা।
মহারাজা যশোবর্ম্মা পার্শ্বদঃ প্রবরো শু[সু]ধীঃ।
গঙ্গাধর শুকুল শিষ্য ক্ষাতিশ শাস্ত্র পাঠগুরো।
অনাদিবর সিংহশ্চ সোমঘোষশ্চ সুধীরঃ।
পুরুশোত্তম দাসশ্চ দেবদত্ত মহাকৃতিঃ।
সুরবীরাগ্রগণ্যশ্চ মিত্রকুলে সুদর্শনঃ।
পঞ্চৈতে ক্ষত্রিয়া স্তেসাং রক্ষণায় হিতায় চ।
বাৎস সৌকালীনশ্চৈব মৌদ্‌গল্যশ্চ ততঃ পরং।
বিশ্বামিত্র কাশ্যপঞ্চ পঞ্চগোত্র প্রকীর্ত্তিতঃ।
বাৎস্যে গোত্রেঽনাদিবর সোমসৌকালীনেন চ।
পুরুষোত্তম মৌদ্‌গল্যা বিশ্বমিত্র × [সু]দর্শন।
কাশ্যপেন দেবনামা ইতি তে কথিতং মুদা।
অযোধ্যা নিবাসী সিংহ ঘোষশ্চৈব তথা পুনঃ।
মথুরানিবাসী দাস কোলঞ্চাদ্বঙ্গ মাগতঃ।
মায়াপুরী পরিত্যজ্য দত্তমিত্রৌ তথা যযুঃ।

মথুরা নিবাসী দাস শ্রীপুরুষোত্তমঃ।
মহাবীর মহাধীর সংগ্রামে রণকুশল।
সর্ব্বশাস্ত্র পরিজ্ঞাতা ধার্ম্মিক সত্যবাদিনোঃ।
চন্দ্রবংশোদ্ভব ক্ষত্র মিত্রকুলে সুদর্শনঃ।
সূর্য্যবংশোদ্ভবঃ ক্ষত্র দেবদত্ত মহাকৃতিঃ।
সর্ব্বশাস্ত্র পরিজ্ঞাতা যুদ্ধে চ রণপণ্ডিতঃ।
মহারাজন্ যশোবর্ম্মা বীরসিংহেন প্রেরিতম্॥ (১২ পাতা)
রাজোবাচ—জয়শীল যশোবর্ম্মা রাজেন্দ্র বীরকেশরী।
মৎপ্রতি করুণামাস সখা সম্বোধনং কুরু॥
অদ্যং মে সফলং জন্ম বিপ্রপঞ্চ শুভাগমে।
রাজমন্ত্রী পার্শ্বদাদি বিজয়ঞ্চ মমালয়ে।
অহোভাগ্য মহাভাগ্য মদ্‌গৃহে মুনিপুঙ্গ [বা]ন্।
সর্ব্বসৌখ্যমবাপ্নোতি পদরেণু প্রসাদতঃ।
ব্রাহ্মণানাং স্বজাতীনাং সৎকারং কুরু ততঃ পরঃ।
বাস গৃহাদি নির্দ্দিষ্টং রাজধানৌ চ মধ্যতঃ।
দ্বীতিয়াহে নরপতীং জোরহস্তেন কথ্যতে।
পুতঞ্চ নরকান্ ঘোরান্ মামুদ্ধর মহোদয়॥
শ্রুত্বা বচন বিপ্রেন্দ্র সাণ্ডিল্য মুনিশোত্তমঃ।
যজ্ঞারম্ভে শুভাহঞ্চ দৃষ্ট্বা স্থির করোতি চ।
যজ্ঞদ্রব্যাহরণে নিযোগ নিয়োগ মন্ত্রী তৎপরা।
ধার্য্যাহে বেদিকা পার্শ্বে যজ্ঞকুণ্ড সুশোভিতং।
চতুঃপার্শ্বে কদলিকা বৃক্ষ রোপণং কুরু।
আম্রসাখা পুষ্পমাল্যাতোরণাদি শুশোভিতং।
ঘটঞ্চ স্থাপয়ামাস শালগ্রাম বিরাজিতং।
অগ্রে নারায়ণোদেব তৎপরং গুরুদেবয়ো।
গুরুপুত্রঞ্চ তৎপশ্চাৎ তৎপরং পঞ্চব্রাহ্মণং।
তৎপরং দ্বিজকায়স্থান্ পঞ্চকান্ বরণং কুরু।
আচার্য্য ব্রহ্মা হোতা চ সদৃশ্য[দস্য] পরিবেষ্ঠি[ষ্ট]তে।
আদৌ পূজা সমাধান্তে যজ্ঞারম্ভনং কুরু।
অগ্নৌ আবাহনং মন্ত্রৈঃ প্রোজ্জ্বাল্য ঈন্ধানাদিকং।

দৃষ্টা রাজন্ তথা রাজ্ঞী মন্ত্র্যোদৌ চ সভাসদম্।
মহৈশ্বর্য্য ভবান্ সর্ব্বে মুখ্যাত্মাসক্তি দর্শনৈঃ।
তিলযবাদিকং হোম কুর্য্যাৎ সর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্।
সুক্ত পাঠ মন্ত্রান্ জপ্তা আচ্ছাত্ম পাঠয়াদিকং।
সর্ব্বে সংযতমনা সর্ব্বে কার্য্যে সুতৎপরাঃ।
গ্রহস্তোত্র কবচান পাঠঃ গ্রহযজ্ঞঞ্চ কারয়েৎ।
মহাপুরুষয়োপূ্জা বিধিবৎভক্তি পূর্ব্বকঃ।
এবম্বিধ প্রকারেণ যজ্ঞঞ্চ সপ্তবাষরাৎ।
ততশ্চোরু বিধিবৎ পাকঞ্চ যজ্ঞাগ্নয়ো।
নিবেদ্য ভগবতে মহাপুরুষায় বিষ্ণবে যজ্ঞস্বামিনে॥ (২য় পাতা)
ততোশ্চোরু মহারাজ্ঞী বিপ্র[া]দেশেন ভক্ষয়েৎ।
শু[সু]পুত্র প্রশ[স]বং কুরু বিপ্রাশীর্ব্বচন মুচ্চরেৎ।
ভূমীরত্নাদিকং দানে যজ্ঞং পরিসমাপয়েৎ।
ততঃ বিপ্রাদিকং সর্ব্বে সস্থান গমনোৎশু [সু]কং।
মহারাজন্ ততো শ্রুত্বা মহাদুঃখ প্রকাশয়েৎ।
গললগ্নীকৃতাবাসে বাষ্পপূরিতলোচনে।
একভিক্ষা যাচয়াহং সর্ব্বচরণসন্নিধৌ।
তৎকথা শ্রবণাদিনাং কথ্যতে বিপ্রপঞ্চকৈঃ।
যদযাচতে তদ্দেয়ং হে রাজস্তব কার্য্যতঃ।
ইতি শ্রুত্বা মহারাজন্ বচনং লোমহর্ষনং।
মম রাজ্যে ভবাদীন বাস প্রার্থয়েৎ সর্ব্বসন্নিধৌ।
স্ত্রী-পুত্র-সহিতং তূর্ণ পুনরাগমনং কুরুঃ।
আগমনকালে চ স্বজাতিনাং বিশেষতঃ।
আনিতং মম সন্নিধৌ পোষণাঙ্গী কৃতং ময়া।
নানারত্নাদিকং দেয়ং নানাবস্ত্র-সমন্বিতে।
বিদ্যালঙ্কার মুদ্রাদীন্ দেয়ং সর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্।
রাজসেনানীগণয়োঃ গোযান-বাহকাদয়ে।
পাচকভৃত্যগণান্ সর্ব্বে ভূরীদানঞ্চ দীয়তে।
পুনরাগমনকালে রক্ষণার্থে চ যত্নতঃ।
পঞ্চাশাশ্বরোহী চ তৎ সহ প্রেরণং কুরু।

বহুদূর স্বয়ং রাজন্ তৎসহ গমনং কুরু।
বিপ্রাদেশে মহারাজন্ জগামঞ্চ নিজালয়ং।
কাশ্মীর রাজপুত্র জয়াপীড় ধনুর্দ্ধরঃ।
সসৈন্য দিগ্বী [জ]য়ার্থে আয়তা গৌরমণ্ডলং।
আগমনঞ্চ সময়ে কান্যকুব্জ নরাধীপে।
যুদ্ধ পরাজয়ং কৃত্বা বহুরাজ্য ততঃ পরং।
সমাসীন গৌড়দেশে গঙ্গায়াং তীরসন্নিধৌ।
সিবিরস্থাপয়ামাস সসৈন্যশ্চ পরিবৃতে।
একাকী গোধূলিকালে নির্যযৌ কটকান্তরাৎ।
প্রবিবেশ ক্রমে নাম নগরং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনং।
নগরং শোভনং দৃষ্টা সং [গী]তঞ্চ মনোহরম্।
কার্ত্তিক মন্দিরং গত্বা কাশ্মীর রাজনন্দনং। (২ই পাতা)
কমলানাম্নী নটিনাকির্ত্তিমন্ত্র দদর্শতঃ।
যথাযোগ্য সসম্মানে তাম্বুলবিটীকাং দদে।
তস্য সহ নৃত্যগীতান্তে তদ্গৃহে গমনং কুরু।
তত্র কিয়দ্দিনং রাজন্ বিহায় তদনন্তিকে।
একসিংহঞ্চ দৌরাত্ম্যং শ্রুতয়ামাস তৎপরঃ।
একাকী রজনীঘোরে মহাবিকট সিংহয়োঃ।
অষি [স] ঘাতেন নিধনং কুরু চিহ্ন নিযোযিতং।
প্রভাতে আদিশুড়ো রাজন্ সিংহনাশঞ্চ শ্রুয়তে।
মন্ত্রীং সহ দর্শনার্থে জগাম সিংহসন্নিধৌ।
দৃষ্টা তৎকর্ণমুলে চ জয়াপীড় নামাঙ্কিতৌ।
কেয়ূর লম্বমান দৃষ্টা ভয়বিহ্বল-লোচনে।
জয়াপীড় মহাবীর দিগঞ্চ বিজয়ং কুরু।
রাজ্যনাশং স্বয়ং [illegible] বিচারয়েৎ।
শ্রুয়তাং কেশরীহন্তা নরকেশরী সমাগতৌ।
স্বয়ং মন্ত্রী সহ তত্র গমনং নর্ত্তকী-গৃহে।
মহাসমাদরে রাজন্ স্বগৃহানয়নং কুরু।
প্রদোষে রজনীকালে কন্যাদানং করিষ্যতি।
কল্যাণীদ্বোহরণে জয়াপীড় সমাগতঃ।

শুলভে ত্বাং প্রাপয়ামীতি কিমহর্ষমতঃপরং ।
তত্র কিয়দ্দিনানন্তে সমহিষ্যা সমন্বিতে ।
কমলা সহ তত্রৈব স্বশিবিরে গমিষ্যতি ।
স্বসৈন্য প্রিয়য়া সঙ্গে জগামঞ্চ নিজালয়ং ॥
তত্র বিজয়কালে চ বিজীত কান্যকুব্জয়োঃ ।
সিংহাসনোপবিষ্ট স্বস্রোনাং রাজ্য সমর্পয়েৎ ।
যত্র যত্র জয়ং রাজা তৎসর্ব্বঞ্চ সমর্পয়েৎ ।
তদা পঞ্চগৌড়েশ আদিশুড়ো ভবেন্নৃপঃ ।
ক্ষিতীসাদয়ঃ সর্ব্বে কান্যকুব্জমুপস্থিতম্ ।
মহারাজঃ সনিপে তু যজ্ঞসম্পূর্ণ কথ্যতে ।
পুনর্গমন-সংবাদং কথ্যতে রাজসন্নিধৌ ।
আদিশুড়-নৃপ-পত্রীং প্রদত্তঞ্চ নরাধীপে ।
যশোবর্ম্মা মহারাজন্ গমনানুমতিং কুরু ।
নিজাগারে স্বগণানাং সর্ব্ব বাত্রা[র্ত্তা] প্রচারয়েৎ ।
তৎশ্রবণে সহর্ষেণ গৌড়যাত্রা সমাচরেৎ ।
ক্ষিতীশ নিজপুত্র ভট্টনারায়নং সহ ।
পত্নী সুদেবী দেবী বধূস্তৎ সহ গম্যতে ।
মেধাতিথী স্বপুত্র শ্রীশ্রীহর্ষঞ্চ নামধৃক্ । (৩য় পাতা)
বনিতা বিমলা দেবী বধূ মোক্ষদা নাম্নিকা ।
দ্রব্যাদীনাং সহৈ সর্ব্বে গোযানারোহনং কুরু ।
কাশ্যপ গোত্রজ শ্রীল বীতরাগঞ্চ সর্ম্মনঃ ।
স্বপুত্র দক্ষ সর্ম্মানাং পত্নী রম্ভাবতী সহ ।
পুত্রবধ্বো ছায়াদেবী গোযানারোহনং কুরু ।
বাৎস্য গোত্রজ শ্রীল সুধানিধি মহোদয় ।
স্বপুত্র ছান্দর সঙ্গে পত্নীং শতরূপা সহ ।
পুত্রবধ্বো মায়াদেবীং গোযানারোহনং কুরু ।
সাবর্ণ গোত্রজ শ্রীল সৌভরি দেবসর্ম্মনঃ ।
স্বপুত্র শ্রীবেদগর্ভশ্চ পত্নীং পুত্রবধূ সহ ।
তৈজসাদী গ্রহণানন্তে গোযানারোহনং কুরু ।
মন্ত্রী রাণাহনাদিবর সিংহ-বর্ম্মা মহাশয়ঃ ।

পত্নীং যোগমায়য়া পুত্র সূর্য্যবর স্তথা ।
পুত্রবধ্বো চ কুশলা পৌত্র বিস্বরূপান্বিতে ।
তৈজসাদী সহ সর্ব্বে গোযানারোহনং কুরু ।
শৌকালীন গোত্রজ শ্রীসোম ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ঃ ।
পত্নী কমলিনী পুত্রস্তে অরবিন্দক ।
পৌত্র মহানন্দ নামা দ্বিতীয় মকরন্দকঃ ।
পুত্রবধূ হেমলত্যাং গোযানারোহনং কুরু ।
মৌদ্গল্য গোত্রজ দাস শ্রীপুরুশোত্তমঃ ।
চন্দ্রনাম্না পুত্রশ্চ বনিতা বিধুমুখী স্তথা ।
তৈজসাদিক সসঙ্গে গোযানারোহণং কুরু ।
বিশ্বামিত্র গোত্রজ শ্রীসুদর্শন মিত্র বর্ম্মনঃ ।
ভ্রাতুষ্পুত্র কালিদাস তৎসহ স্তং পত্নিকী
তৎসহ ভ্রাতৃ জায়ায়াং নিজ পত্নী সমন্বিতে ।
সর্ব্বে গোযানারূঢ়শ্চ বিজয়ং পৌণ্ড্র বর্দ্ধনং ।
কাশ্যপ-গোত্র-সম্ভূতো দেবদত্ত মহাজসা [যশা] ।
পত্নীং ভ্রাতৃজায়া সঙ্গে ভ্রাতৃজা পুরুষোত্তমঃ ।
সর্ব্বে গোযানারূঢ় বিজয়ং পৌণ্ড্র বর্দ্ধনং ।
রাজাজ্ঞাবশতঃ শ্রীবিরাট গুহ বর্ম্মনং ।
দশরথ বসুশ্চৈব স্ব স্ব পত্নী সমন্বিতে ।
নাগ কুলজ শ্রীদেবারী বর্ম্ম মহাজশা ।
সপত্নীং সহিতং সর্ব্বে গোযানা [রোহ] নং কুরু ।
সোম ঘোষ দীক্ষাগুরুং গঙ্গাধর শুকুল পণ্ডিত ।
গৌড়দেশ ন গন্তব্যং শিষ্য চত্বার প্রেরিতং ।
মহারাজা যশো বর্ম্মা + + তং পত্রিকা সহ ।
গৌড়াগত সৈন্য সঙ্গে প্রেরিতং নিজ শৈনিকং ।
ক্রমে তৃতীয় মাষান্তে গোযানান পৌণ্ড্র বর্দ্ধনে ।
রক্ষী সৈন্য পরিবৃতাশ্চাগতা রাজধানয়োঃ ।
বাত্রাবহ দূতমুখাৎ (৩য় পাতা) বিপ্রাগমন বাত্রয়া ।
সিংহাসন পরিত্যজ্য জগাম বিপ্রসন্নিধৌ ।
প্রণমেৎ দণ্ডবৎ [ভূমৌ] রাজা মাধবনন্দনঃ ।

বিপ্রপাদান সমিপস্থ প্রখ্যাল্যশ্চ জনে জনে।
পাদ্যার্ঘে পূজয়েৎ সর্ব্বে প্রপচ্ছ কুশলাদ [য়ঃ]
[দি] ব্যাসনোপরি সর্ব্বে মুপবিষ্ণ পৃথক ২।
স্বজাতিনাং নমস্কৃত্য রাজাদিশুড়ো মহাদয়ঃ।
প্রক্ষাল্য পানিপাদা [ন] াং ভৃত্যব [র্গ] [ত্ব] রান্নিতে।
দিব্যাসনোপরি সর্ব্বে উপবিষ্ণ যথাযথঃ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগণপতি সরকার

অন্নপূর্ণার আসন।*

পরিবর্ত্তনশীল কলের বিচিত্র গতিতে আমরা অনেক সম্পদ হারাইয়া নব সম্পদের অধিকারী হইয়াছি। অপহৃত সম্পদের প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য একটু ধীর চিত্তে বিবেচনা করিলে সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। বাংলা আজ রিক্তা, দীনা—তাহার বিশিষ্ঠতা ও নিজস্ব বৈভব কালগর্ভে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শত সহস্র রত্নরাজির সহিত বঙ্গ জননীগণ আর একটি নিজস্ব সম্পত্তি হারাইতে বসিয়াছেন—যেটি আমাদের অন্নপূর্ণার আসন। এখন রন্ধনশালার অধিষ্ঠাত্রীদেবী অন্নপূর্ণা বুঝাইতে কুৎসিত রোগগ্রস্ত, কদাচারী, মলিন মুর্ত্তি পাচক ঠাকুর আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। যাহাদের আচার-ব্যবহারে ঘৃণা বোধ হয়, গোপন রোগের ইতিহাস শুনিলে প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হয়, আমরা বিলাসের স্রোতে ভাসিয়া, আলস্যের বশীভূত হইয়া তাহাদিগকেই সাদরে অন্তঃপুরে স্থান দিয়াছি। শুধু স্থান দেওয়া নয়—নিঃসন্দেহে স্বামী, পুত্র, পরিজনদের জীবন পোষণের ভার সমর্পণ করিয়াছি।

রন্ধনশালার অগ্নির উত্তাপে এখন আমাদের মাথা ধরে ; হিষ্টিরিয়া রোগের সূত্রপাত হয়। পিতা মাতা স্বামী পুত্রের জন্য স্বহস্তে খাদ্য প্রস্তুত করাটাকে বড়ই লজ্জা ও অপমানের বিষয় মনে করি। আজ কাল আমরা শিক্ষার নাম করিয়া কুশিক্ষার আশ্রয় লইয়াছি। আমাদের দৃষ্টি বাহিরের চাকচিক্যেই আকৃষ্ট,

* "মানসী ও মর্ম্মবাণী" জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।

জীবনের সমস্ত রূপরসের উৎস যে কোথা হইতে প্রবাহিত হয়—আমরা তাহা বিস্মৃত হইয়াছি।

সহরে—বিশেষতঃ কলিকাতা নগরীতে—গৃহে পাচক না থাকিলে মান-সম্ভ্রম নাকি বজায় থাকে না ! ধনীর ব্যবস্থা সতন্ত্র, কিন্তু মধ্যবর্ত্তি গৃহস্থদেরও পাচক চাই। অনেক অভাবগ্রস্তের সংসারে অর্থাভাবে ঝি চাকর পর্য্যন্ত রাখা হয় না। বাড়ীর মেয়েরা প্রসন্ন বদনে ঝি চাকরের খাটুনি খাটিয়া থাকেন, তাহাতে কথা নাই, যত গোল রন্ধনে। ঝি চাকর নাই অথচ খোরাক পোষাক বাদ নগদ ১৪৲ টাকা মাহিনার একটি পাচক বিরাজমান, এমন গৃহস্থের সংখ্যাও অল্প নহে।

সহর বাসিনীরা সঙ্গিনীদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রথমেই প্রশ্ন করিয়া বসেন, "হ্যাঁ-গা, তোমাদের রান্না করে কে ? তোমাকেই রাঁধিতে হয় ! আহা বড়ত কষ্ট ! নিত্যি তিরিশটি দিন হাঁড়ি ঠেলা—বাড়ীর পুরুষ কি এটা দেখতে পায় না ?"

হায়, দেখিবে কে ? যে পুরুষের দেখিয়া প্রতীকার করিবার কথা—তাহার তো প্রাণ ওষ্ঠাগত। সকাল সন্ধ্যায় টিউশানী করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের রক্ত আঁখির সমুখে দিবাব্যাপী হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া তাহার শরীর মন একটা ক্লান্তির কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন। তাহার স্ত্রী ঘরে বসিয়া কর্ম্মশ্রান্ত স্বামীর নিমিত্ত দুইটি রান্না করিলেই মহাভারত যেন অশুদ্ধ হইয়া যায়। মান মর্য্যাদা অতল সলিলে বিসর্জ্জিত হয়। স্বামী বিনা বিশ্রামে বিনা খাদ্যে দিন দিন শুষ্ক শীর্ণ হইবেন, তাহা দেখিয়াও কি প্রতিবেশীদের নিকটে নিজেদের "বাবুত্ব" অক্ষুন্ন রাখিতেই হইবে ?

বহুকাল হইতে বহু লোকের একটা ভুল ধারণা বদ্ধমুল হইয়াছে যে, মেয়েরা লেখা পড়া শিখিলে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। তাহারা রান্নাঘরে ঢুকিতে পারে না, কাজ করিতে পারে না ; জ্যোৎস্না দেখিয়া, ফুলের মধু খাইয়া হাওয়ার উপর ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু তাহা ভুল। শিক্ষায় মানুষ অবনত হয় না, উন্নত হয়।

অনেক স্বচ্ছল সংসারে শিক্ষিতা মেয়ের কার্য্যকুশলতা নিরীক্ষণ করিলে অন্তঃকরণে শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। যেমন তাদের কার্য্যের শৃঙ্খলা তেমনি রন্ধনের পরিপাট্য। কাজ যেন তাঁদের কাজ নয়, আনন্দময় খেলারই রূপান্তর।

প্রচুর পরিমাণে ঘি দুধ খাইয়া সোফায় শুইয়া নভেল পড়িলে শরীর কাহারো ভাল থাকিতে পারে না। উপযুক্ত পরিচালনা অভাবে প্রকৃতিদত্ত সুন্দর সুগঠিত শরীরও রোগের আলয় হইয়া পড়ে।

যাঁহাদের পথের বাহির হইবার উপায় নাই; কোনরূপ শারিরীক ব্যায়াম নাই, তাঁহাদের পক্ষে রন্ধন পরিবেষণ ও বাটনাবাটা অবশ্য প্রয়োজনীয়। যাহারা অতিরিক্ত সন্তান প্রসব জনিত দুর্ব্বলতায় বা শারীরিক অসুস্থতায় অশক্ত, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া নিজেদের খাদ্য প্রস্তুতের ভার পাচকের হস্তে দেওয়া কাহারও উচিত নহে।

কলিকাতার স্বল্প-পরিসর আলো-বাতাস-বর্জ্জিত রন্ধনশালা অনেকের পক্ষেই ভীতিপ্রদ বটে, তবু আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে অনেক কষ্টকর কার্য্য আনন্দদায়ক হইয়া উঠে। যাঁহাদের রান্নাঘরে উপযুক্ত আলো, বাতাস নাই, তাঁহারা অক্লেশে তোলা উনুন ব্যবহার করিতে পারেন। তোলা উনুনের সুবিধা—ছাদ কিংবা বারান্দা হইতে ধরাইয়া লইয়া একটি পরিষ্কার স্থানে বসিয়াও রান্না করা যায়। রোগের বিষ মিশ্রিত পাচক হস্তে পঞ্চ ব্যঞ্জন অপেক্ষা নিজেদের স্বহস্তে প্রস্তুত একটি ব্যঞ্জনও ভোক্তার পক্ষে তৃপ্তিদায়ক ও জীবনী-শক্তির পরিবর্দ্ধক।

একে ভেজাল মিশ্রিত দ্রব্য এ দুর্ব্বল জাতির জীবনীশক্তি অপহরণ করিতেছে, তাহারপর অখাদ্য কুখাদ্য খাইলে এ জাতি কোন কার্য্যেরই উপযুক্ত থাকিতে পারিবে না। গৃহলক্ষ্মীগণ একটিবার কি ইহা ভাবিয়া দেখিবেন?

আপনাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়জনদের খাদ্য সম্বন্ধে আপনারা উদাসীন থাকিলেও, সৌভাগ্যের বিষয় দুই একটি পুরুষ এ বিষয় উদাসীন নাই। গত অগ্রহায়ণ মাসের ভারত বর্ষে শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের "আহারে ব্যভিচার" নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিলে পাচকের রন্ধন সম্বন্ধে বহু সংবাদ জানিতে পারিবেন।

জননীগণ, আপনাদের অন্নপূর্ণার আসনে আবার আপনারা প্রতিষ্ঠিতা হউন, আপনাদের তরুণ সন্তানের দল হোটেলের চপ কাটলেট প্রভৃতির মমতা পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের স্বহস্তের স্বদেশী নাম ও উৎপাদনে প্রস্তুত অমৃতের আদর করিতে শিখুক!

শ্রীগিরিবালা দেবী

কায়স্থ-সমাচার

প্রচার কাহিনী

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার স্বেচ্ছাপ্রচারক শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা তত্বনিধি কুমিল্লা হইতে লিখিতেছেন;—

কিশোরগঞ্জ মোক্তার লাইব্রেরিতে একটি সভা আহ্বান করিয়া, কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদির বহু প্রমাণ দ্বারা বক্তৃতা দ্বারায় দেখান গিয়াছে যে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় একই বর্ণ, কায়স্থগণ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তর উপনয়ন সংস্কার গ্রহণে সাবিত্রী মন্ত্র গ্রহণের সম্পূর্ণ অধিকারী। সভাতে বিরুদ্ধ পক্ষে যে সকল তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল সমস্তই বিশদরূপে খণ্ডন করা হয়। সময়ান্তরে কেহ কেহ সাবিত্রী গ্রহণের স্বীকার করিয়াছেন।

কুমিল্লা চৌমুখীতে একদিন কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করা হইয়াছে।

উপনয়ন

ময়মনসিংহ জিলা নেত্রকোণা সবডিবিসনের অন্তর্গত দত্তগ্রাম নিবাসী সম্ভ্রান্ত তালুকদার বংশীয় শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া ক্ষত্রিয়াচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

উক্ত জিলার কিশোরগঞ্জ সবডিবিসনের অধীন কাটালতলি-গ্রাম-নিবাসী কালেক্টরীর কর্ম্মচারী বাবু ধীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তর সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছেন।

ডাক্তার শ্রীমান্ সুরেন্দ্রকুমার রায় বর্ম্মা এইচ, এম, বি যথারীতি ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তর উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত ফরবিশগঞ্জ হইতে সংবাদ আসিয়াছে;—

বিগত ১৬ই মাঘ (১৩৩১) শ্রীপঞ্চমীর দিন হাঁসপুখরিয়া (নদীয়া) গ্রামে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত অটলবিহারী দত্ত মহাশয়দ্বয় যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন।

বিনাপণে বিবাহ।

ফরিদপুর জেলার অন্তঃর্গত বেড়াদী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ বসু বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন;—

গত ২৭শে ফাল্গুন তারিখে ফরিদপুর জেলায় বেড়াদী গ্রামে ডাঃ শ্রীযুক্ত শশধর বসু মহাশয় যশোহর জেলায় কেওয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দাস মহাশয়ের কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন। বর পক্ষ পণ গ্রহণ করেন নাই।

ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ

কুমিল্লা। বাবু ধর্ম্মব্রত সিংহরায় বর্ম্মা বি, এ মহাশয়ের ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে কোন রূপ বর পণ গ্রহণ করা হয় নাই।

কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় জানাইতেছেন ;—

বিগত ২৯এ বৈশাখ মঙ্গলবার ফরিদপুর জেলার অধীন বর্ণীগ্রামে স্বধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল দেববর্ম্মা মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী তড়িদ্বরণী দেবীর শুভ বিবাহ ঢেউখালি নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু বর্ম্মা মহাশয়ের প্রথম পুত্র শ্রীমান হরিপদ বসু বর্ম্মার সহিত যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উদ্বাহ প্রাঙ্গনে গণ্যমান্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন ; তন্মধ্যে ভাঙ্গার উকীল শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ দেব শর্ম্মণ সরকার (কাকদী). শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ঘোষ বর্ম্মা (ব্রাহ্মন্দি), ভাঙ্গা আর্য্যকায়স্থ-সভা ও প্রচার সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র গুহ বর্ম্মা (উকীল), পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীননাথ মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গুহ (ব্রাহ্মন্দি), শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ রায়, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসু, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন গুহ (চাওচা), ঢেউখালি নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বসু বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার বসু বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার ঘোষ বর্ম্মা (ইনি ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের পুত্র), শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র ঘোষ রায় (জোনাশুর), শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুহ (ঝাউদি) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু (আলগী), শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মিত্র বর্ম্মা (দোলকুণ্ডী) এবং সুরেন্দ্রবাবুর ইষ্টদেব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও তদীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত কালীনাথ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ মহাশয় দিগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

এই বিবাহের বিশেষত্ব এই যে, কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচারের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী স্থানীয় ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া বিবাহ উৎসবে যোগদান করতঃ কৃতীকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল দেব বর্ম্মা ও তদীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দেব বর্ম্মা মহাশয় দিগের সৌজন্যে এবং বদান্যতায় উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। আমরা নব দম্পতীর দীর্ঘজীবন ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে বিগত ২৮এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ফরিদপুরজেলান্তর্গত আলগী সমাজ নিবাসী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মজুমদার মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী চারুবালা দেবীর

শুভ-বিবাহ ঢেউখালি নিবাসী শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান মনোরঞ্জন দত্তের সহিত যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। নান্দীমুখ (আভ্যুদয়িক বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ), সম্প্রদান ও কুশণ্ডিকা, শিলারোহন, লাজহোম, সপ্তপদীগমন, ধ্রুবদর্শন....প্রভৃতি ক্রিয়া প্রচারক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে যথাশাস্ত্র বৈদিক মন্ত্রপাঠে এবং ক্ষত্রোচিত বিধানে সম্পাদিত হইয়াছিল। উক্ত মজুমদার মহাশয়দিগের কুলগুরু কায়স্থজাতির পরম শুভানুধ্যায়ী ধানুকা-(ফরিদপুর) নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক ভট্টাচার্য্য বংশীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, আগমাচার্য্য মহাশয় কন্যাপক্ষে এবং শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বর পক্ষে পৌরোহিত্য করিয়া ছিলেন। এই বিবাহোপলক্ষে ব্রাহ্মণ এবং স্বজাতি ও অন্য নানাজাতীয় বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে নানাবিধ আহার্য্য দ্রব্যের দ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছে। মন্মথবাবুর এবং তদীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মজুমদার মহাশয়ের সরল ব্যবহারে ও সৌজন্যে সমাগত ব্যক্তিগণ সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন।

আমরা নবদম্পতীর দীর্ঘ জীবন ও সুখসম্পদ ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতেছি।

ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ

বেড়াদী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ বসু বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন ;—

১। ফরিদপুর জেলায় মহিষালা পোষ্টাফিসের অন্তঃর্গত বেড়াদী গ্রামে ডাঃ শ্রীযুক্ত শশধর বসু মহাশয়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ গত ৩রা মাঘ তারিখে ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিজলীভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় পৌরহিত্য করিয়াছিলেন।

২। "বিগত ৭ই জ্যৈষ্ঠ দিনাজপুর রাজধানীতে গড় নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা এম্-বি (ডিষ্ট্রিক্টহেল্থ অফিসার মিউনিসিপাল ভাইস্-চেয়ার ম্যান) মহাশয়ের মাতৃ দেবীর আদ্য শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

এই শ্রাদ্ধের অধ্যক্ষতা ও তত্ত্বাবধান দিনাজপুর রাজপণ্ডিত নবদ্বীপ নিবাসী পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় করিয়াছিলেন।

৩। বিগত ৮ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ইং ২২এ মে ১৯২৫, 'কায়স্থ-পত্রিকা'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, 'বিদ্যাসাগর কলেজে'র অধ্যাপক ও 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ'-সম্পাদক, নানা ভাষাবিৎ কায়স্থ-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্ম বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্যামবাজার স্বর্গীয় তুলসীরাম ঘোষ মহাশয়ের ভবনস্থ 'প্রবোধমেমোরিয়াল ইন্‌স্টিটিউসন্'-গৃহে ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়াচারে স্বীয় মাতৃদেবীর আদ্যকৃত্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত মহামহোপাধ্যায়-প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলি, সমাজ-চূড়ামণি নাটোরাধিপতি-প্রমুখ ভূদেবগণ ও গণ্যমান্য স্বজাতীয় শিক্ষিত অধ্যাপক ও সাহিত্যিকগণ এই শ্রাদ্ধ-সভায় উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে সোৎসাহিত করিয়াছিলেন। আগামী সংখ্যায় আমরা এই শ্রাদ্ধের সংক্ষিপ্ত যথাযথ বিবরণ প্রকাশ করিব।

সংবাদ

কায়স্থ-মহর্ষির গৃহে মহাত্মা গান্ধী

দেশমাতৃকার বরেণ্য সন্তান স্বাধীনতা সময়ের অগ্রদূত অধুনা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া যিনি পরিচিত মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বিগত ৭ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার দিনাজপুর সহরে শুভাগমন করেন। এই দিন দিনাজপুরের গৌরব-রত্ন পরদুঃখকাতর, জীবসেবায় আত্মোৎসর্গপ্রাণ, ত্যাগী, চিরকুমার, শান্তমূর্ত্তি, দরিদ্রের বন্ধু, কায়স্থ-জাতির গৌরব, বেদান্ত-উপনিষদ-জ্ঞানী, পণ্ডিত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন (মহর্ষি ভুবনমোহন) মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের একমাত্র প্রিয় সেবাধর্ম্মের পুণ্যপ্রতিষ্ঠানের কথা, তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য ও মহান্ আত্মা, নিঃস্বার্থ সেবাধর্ম্ম ইত্যাদি কর্ম্মকুশলতার বিষয়ের পরিচয় মহাত্মাজী অবগত হইয়া তিনি অত্র দিনাজপুর সহরে মহর্ষির আলয়ে অপ্রত্যাশিত শুভ পদার্পণ করেন। এই সময়ে মহর্ষির পবিত্র পীঠস্থানে সহরের সম্ভ্রান্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ও বহু জনতা হইয়াছিল। এই স্থানে মহাত্মাজীকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। মহাত্মাজী স্বর্গগত মহর্ষির প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয়ে জীবসেবা আদি সম্বন্ধে কতিপয় উপদেশ দেন। এবং স্বর্গীয় মহর্ষির নিঃস্বার্থ জনসেবা-কর্ম্মকুশলতা ও তাঁহার মহান্ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। কায়স্থ-মহর্ষির এই আশ্রমে জগৎ পূজ্য মহাত্মা গান্ধীর পুণ্যপাদস্পর্শে এই স্থানটী তীর্থস্থানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ইহা আমাদের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। মহাত্মাজী সাগ্রহে স্বর্গীয় মহর্ষির একখানি জীবনচরিত পাঠ করিবার জন্য গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম রায়, দিনাজপুর।

দি সাউথ কলিকাতা সেবাশ্রম

আমাদের সেবাশ্রমে দ্বাদশ বর্ষের নিম্ন বয়স্ক অনাথ বালককে যত্নের সহিত প্রতিপালনের ও শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, অসহায় অনাথ বালক অন্নবস্ত্রাভাবে উৎপীড়িত দরিদ্র পিতামাতার সন্তান আশ্রয় প্রার্থী হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

এইরূপ নিরুপায় অনাথ বালকের সন্ধান পাইলে যদি দয়া করিয়া আমাদের আশ্রমে পাঠাইয়া দেন অথবা খবর প্রেরণ করেন তবে বিশেষ সাহায্য করা হইবে।

শ্রীসুভাসচন্দ্র বসু (সম্পাদক)
১০৮।২, মনোহরপুকুর রোড কালীঘাট, কলিকাতা।

আদর্শ বিবাহ

১৮ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার মেদিনীপুর জিলার বাসুদেবপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত গজেন্দ্র-নারায়ণ দাস মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ গজেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় ঢাকুরিয়া নিবাসী এক দরিদ্র কুলীন কায়স্থ পরিবারের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন।

ব্রজেনবাবু সম্প্রতি বালীগঞ্জ চিত্তরঞ্জন জাতীয় বিদ্যালয়ের তাঁত বিভাগের শিক্ষকতার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

এই বিবাহের বিশেষত্ব এই, চেলীর পরিবর্ত্তে খদ্দর ও দানসামগ্রীর পরিবর্ত্তে মহাত্মা গান্ধীর অতি আদরের "চরকা" ব্যবহৃত হইয়াছে। বাসরগৃহে গীত রসিকতার পরিবর্ত্তে সারারাত্রি চরকা যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছে, যাহাতে কন্যার পিতাকে ঋণজালে জড়িত হইতে না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া বরযাত্রগণ তাঁহাদিগের আয়োজিত জলযোগেই পরিতৃপ্ত হইয়া দেশাত্মবোধের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বসুমতী—

মহাত্মা গান্ধী ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

(হিতবাদী—১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ সাল)

ভারতের হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি দূরীকরণের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহাদের একজন। সমগ্র হিন্দুসমাজের ঐক্য সাধনের জন্য তিনি ভারতের হিন্দুসমাজের যে যে স্থানে অস্পৃশ্যতা দোষ আছে, তথা হইতে তাহা দূর করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন।

মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া সমাজ সংস্কারক-গণের অনেকেই এই মতের সুযোগ লইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। যিনি ব্রাহ্ম, হিন্দুসমাজে মিশিতে পারিতেন না, তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া প্রচার করিতে লাগিলেন যে, এইবার সর্ব্ববর্ণে মিলিত হইয়া আহার বিহার আরম্ভ কর, জাত হারাইয়া যাহারা জাতবৈরাগী সাজিয়াছিল, তাহারাও এই সুযোগে সকলের জাতনাশ করিয়া নিজ দলে আনয়ন করিবার চেষ্টায় মহাত্মার নাম করিয়া নিজের সুবিধাব্যঞ্জক কাল্পনিক মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। যথেচ্ছাচারীর দল অবাধে সমাজ বক্ষে বিরাজমান থাকিয়া লীলাখেলা চালাইয়া তাহাকেই মহাত্মা গান্ধীর মত বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় দূরদর্শী ব্যক্তি যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ধ্বংস চাহেন না, পরন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মের গ্লানি দূর করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, একথা "হিতবাদীতে" আমরা আরও কয়েকবার আলোচনা করিয়াছি। সংপ্রতি "ইয়ং-ইণ্ডিয়া" পত্রে মহাত্মা গান্ধীর বর্ণাশ্রমবিষয়ে অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার অভিমতের সার মর্ম্ম এই যে,—

(১) বর্ণাশ্রম ও অস্পৃশ্যতা এই দুইটী এক বস্তু নহে।" দুইটীর সুস্পষ্ট প্রভেদ বিদ্যমান।

(২) বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিজ্ঞানমূলক ও যুক্তি সম্মত। অস্পৃশ্যতা বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিসঙ্গত নহে।

(৩) জন্মভেদ ও কর্ম্ম ভেদের উপর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্যবস্থিত, এইজন্য উহা সমাজের মঙ্গল জনক।

(৪) বর্ণভেদের মধ্যে ঘৃণা বা বিদ্বেষের কোনও ভাব নাই। কর্ত্তব্য লইয়াই কর্ম্মভেদ। জন্মানুসারেই কর্ত্তব্যভেদ হইয়া থাকে এবং কর্ত্তব্য ভেদই বর্ণভেদের নিয়ামক।

(৫) শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের মত সদাচারপরায়ণ ও গুণবান্ হয় তবে পরজন্মে সে ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ অসদাচারী হইলে সে পরজন্মে নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিবে।

(৬) বর্ত্তমান জন্মেই একবর্ণ হইতে অন্য বর্ণে উন্নতির ব্যবস্থা হইলে অনেকস্থলে যথেচ্ছাচার ও প্রবঞ্চনা অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে এবং উহার ফলে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

(৭) ইহলৌকিক স্বার্থ সংসাধনের জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিহিত হয় নাই। ধর্ম্মোদ্দেশ্যেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্যবস্থিত হইয়াছে।

(৮) পঞ্চমবর্ণ বলিয়া স্বতন্ত্র কোনও বর্ণ আছে ইহা আমি বিশ্বাস করি না। মান্দ্রাজে যাহারা পঞ্চমবর্ণ বলিয়া অভিহিত, তাহারা বাস্তবিকই শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত এবং তাহাদিগকে শূদ্র বর্ণের সমস্ত অধিকার দেওয়া সঙ্গত।

(৯) মনুষ্য হিসাবে একজনের সহিত আর একজনের বস্তুতঃ কোনও প্রভেদ নাই, কিন্তু গুণ হিসাবে এক শ্রেণীর সহিত আর এক শ্রেণীর প্রভেদ আছে। ব্রাহ্মণও পারিয়ার মধ্যে এরূপ প্রভেদ বর্ত্তমান।

(১০) বর্ণাশ্রম ও অস্পৃশ্যতার প্রভেদ যাহারা বুঝিতে না পারিয়া অস্পৃশ্যতার উপর আক্রমণ করিতে যাইয়া বর্ণাশ্রমের উপর আক্রমণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রধান পরিপন্থা হইয়া দাঁড়াইতেছেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির

৬ষ্ঠ অধিবেশন

১২ই বৈশাখ, ১৩৩২ (ইং ২৫এ এপ্রিল ১৯২৫) শনিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা

স্থান ৬৭, বি, রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটস্থ ভবন।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত নীতিশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট-ল	শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা
,, গণপতি সরকার বর্ম্মা	,, মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা
,, বিধুভূষণ সরকার বর্ম্মা	,, যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বি,এল (জলপাইগুরী)
,, মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা এম,এ	
,, অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	,, রসিকলাল দেববর্ম্মা
	,, কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)

অদ্যকার সভায় সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণ উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

যে সমস্ত সভ্য অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতি সূচক পত্র লিখিয়াছেন সভারম্ভে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত সম্পাদক মহাশয় তাঁহাদের নাম পাঠ করিলেন ঃ—

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা উকিল (ভাঙ্গা)
,, মাধবচন্দ্র সিকদার বর্ম্মা উকিল (দিনাজপুর)
,, দয়ালচন্দ্র বসু (সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন)

১ম প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব—নূতন সভ্য মনোনয়ন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার বর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে—

শ্রীযুক্ত রায় অনাথনাথ বসু
,, ,, বিপিনবিহারী বসু
,, ,, বটবিহারী বসু
,, সুবোধচন্দ্র মিত্র
,, নরেন্দ্রনাথ বসু (মল্লিক)

সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার বর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় প্রেরিত নিম্নলিখিত কায়স্থ মহাশয়গণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সুর
,, চন্দ্রাপীড় গুহ
,, শশীলাল রায়

৩য় প্রস্তাব—কর্ম্মাধ্যক্ষের পদত্যাগ :—শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বসুবর্ম্মা কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়ের পদত্যাগ পত্র পঠিত হইল। প্রভাত বাবুর কার্য্যের জন্য তাহাকে সাধুবাদ প্রদানান্তে দুঃখের সহিত তাঁহার পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইল। কর্ম্মাধ্যক্ষের শূন্যপদে লোক নিযুক্ত করার জন্য অমৃতবাজার পত্রিকায় ৩ দিনের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হউক এবং নূতন লোক নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন বসু প্রভাত বাবুর প্রতিনিধি হিসাবে গত কয়েক মাস সভার যেমন কার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন, তিনিই প্রভাত বাবুর বেতনে কাজ করিতে থাকুন।

৪র্থ প্রস্তাব—উভয় সভায় মিলন সম্বন্ধীয় বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ সম্পাদক মহাশয়ের ১২ই ফাল্গুন ১৩৩১ এর পত্রের স্থগিতালোচনা :—বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ সম্পাদক মহাশয়ের পত্র পঠিত হইল এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল সভার গৃহীত এই বিষয়ক পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে উল্লিখিত সর্ত্তানুরূপ না হওয়ায় সমাজের শেষ পত্রোল্লিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করা সভা সমীচীন মনে করেন না—এই বিষয় সমাজ-সম্পাদক মহাশয়ের উক্ত পত্রের উত্তর লিখিবার ভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর অর্পিত হউক।

৫ম প্রস্তাব—বার্ষিক অধিবেশন সম্বন্ধে :—বসিরহাট-কায়স্থ-পরিষৎ বসিরহাটে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভাকে আগামী নিখিল বঙ্গীয় কায়স্থ সম্মেলন জন্য ও সভার বার্ষিক অধিবেশন সম্পাদনের জন্য যে সব নিমন্ত্রণ পত্র দিয়াছেন উহা পঠিত হইল এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ আমন্ত্রণ সাদরে গৃহীত হউক। এবং আরও স্থির হইল যে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে ভাবে সভার বাৎসরিক অধিবেশন ও তৎসঙ্গে নিখিল বঙ্গীয় কায়স্থ সম্মেলন হইয়া গিয়াছে সেই ভাবে আয়োজন করিবার জন্য বসিরহাটে কায়স্থ-পরিষৎকে জানান হউক।

বিবিধ—(ক) সভায় কাঃ নিঃ সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম-এ, বি-এল মহাশয় সহবাস-সম্মতি আইনের প্রতিবাদ কল্পে দিল্লীতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে হিন্দুধর্ম্মের ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে নিঃস্বার্থ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন তজ্জন্য সমবেত সভ্যমণ্ডলী বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত — (স্বাক্ষর) শ্রীজগদীশনাথ রায় বর্ম্মা
সম্পাদক — ১০।২।৩২ — সভাপতি

কায়স্থ-পত্রিকা

২৪শ বর্ষ } আষাঢ়—১৩৩২ { ৩য় সংখ্যা

দু'-ফোঁটা-অশ্রু *

এক

নরমেধ-মহাযজ্ঞে জালিয়ান্‌-বাগে,
উত্তপ্ত ভারতবাসী নানাভাবে যবে
ক্ষুব্ধ, বিক্ষোভিত, বহু অভিমানে রাগে
দেশবাসী মুক্ত-বাক্‌ বেদনার রবে ;—
ত্যজিয়া বিলাস বাস চিত্ত-বেদনায়
ছুটেছিলে তুমি দেব, হে **চিত্তরঞ্জন,**
ঢালিতে প্রাণের ব্যথা দেশের ব্যথায়,—
অন্বেষিতে প্রতিকার হে দেশরঞ্জন!
অভিমান-দৃপ্ত-বক্ষে ফিরে এলে দেশে
ফেলিয়া অজস্র অশ্রু ; রাজশক্তি-সনে
পরীক্ষিতে নিজ-শক্তি নিলে অবশেষে
গান্ধী-প্রদর্শিত পথ সর্ব্বস্বের পণে!
প্রেম-ত্যাগে উদ্ভাসিত হৃদয় তোমার,
ভারত-বেদনা মূর্ত্ত বিগ্রহ সাকার!

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ শোক-সভায় পঠিত (২৭।৩।৩২)

দুই

স্বারাজ্যের মহাযজ্ঞে ঋত্বিক্ প্রধান,
তুমি আসি' দিলে শেষ হবির অঞ্জলি,—
'লোকমান্য'-মহাব্রতে আত্ম-বলিদান;
বঙ্গবাসী-হৃদে হানি' ব্যথার বিজলী!
বীর তুমি, কেঁদেছিলে বীরের মতন
দেশ-যন্ত্রণায়, দলি' স্বার্থ-সাধ-মানে
দীন সম দীন-মাঝে করিলে ভ্রমণ,
হরিয়া দীনের ব্যথা, ল'য়ে নিজ প্রাণে!
হে আদর্শ **দেশবন্ধু**, কর আশীর্ব্বাদ,
তোমার আদর্শ-ব্রত করিয়া সাধন,
তোমার স্বদেশবাসী ঘুচায়ে প্রমাদ,
স্বারাজ্যের মুক্তি-পথে হ'ক দৃঢ়-পণ।
পুণ্যকীর্ত্তি, বড় ব্যথা, ভাষা না যুয়ায়,
লহ অর্ঘ্য, দাও শক্তি তব মহিমায়!

শ্রদ্ধাবনত
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন*

নীরব এ বঙ্গভূমি, নীরব ভারত,
প্রকৃতি বিষাদে ম্লান, স্তব্ধ তরুলতা,
বিকৃত বিহগ রব, কান্তিহীন নভ,
দীর্ঘশ্বাস নরবক্ষে বেদনা-পীড়িত,
দৈত্যরণে পরাজিত দেবকুল সম।
কেন এ মলিন ভাব—সহসা বা কেন
হুতাসের ধ্বনি উঠে হৃদয় ভেদিয়া,

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শোক সভায় পঠিত (২৭।৬।'২)

কেনই বা অশ্রু ঝরে নয়নের কোণে,
সমগ্র ভারত জুড়ি কেন হাহাকার?
হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ পার্শী মুসলমান
খৃষ্টধর্ম্মী, দীন দুঃখী ধনী ও নির্ধন,
স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের এক অপূর্ব্ব মিলন,
উচ্চনীচপদজ্ঞান মান অভিমান
নাহি আর, গেছে সব, যেন একপ্রাণ,
এক সূত্রে গাঁথা যেন বনফুলহার,
এক কার্য্যে নিয়োজিত সবাকার মন,
একত্র নীরব সব, একত্র রোদন,
এক সঙ্গে নিবেদন, শ্রদ্ধা ও অঞ্জলি,
মর্ম্মভেদী হৃদয়ের উচ্ছ্বাস-বেদন।
পুত্রশোক মাতৃশোক কিংবা পিতৃশোক
পত্নীশোক বন্ধুনাশ বান্ধব-নিধন,
সব যেন একীভূত, মহাশোকাবেশ
শোকের প্রলয় স্পর্শ ক্ষুভিতা ধরণি—
কার তরে এত শোক—এত মর্ম্মপীড়া?
দেশভক্ত মহাপ্রাণ স্বদেশ-বান্ধব
তেজের প্রখর-মূর্ত্তি প্রদীপ্ত সাহস
স্নিগ্ধ সৌম্য সুকোমল করুণার ছবি
একনিষ্ঠ দৃঢ়ব্রত দীনের পালক
দেশহিতে ত্যক্ত-প্রাণ স্বাধীন-হৃদয়
দেশমুক্তি-ব্রতধারী প্রতাপী নির্ভীক
দানবীর স্নেহশীল মধুর মূরতি
দেশবন্ধু দেশনেতা হৃদয়বিজয়ী
ছেড়ে গেছে চলে গেছে সে চিত্তরঞ্জন।
জন্মভূমি মহাভক্ত স্বদেশসেবক

প্রতিভার মূর্ত্তি কবি তেজেছে ধরণী,—
মূর্চ্ছিত এ বঙ্গ তাই, পাগল ভারত।
হে চিত্তরঞ্জন! নহ তুমি নামে স্বধু,
হৃদয়রঞ্জন তুমি ছিলে বসুধার।
যাবত জীবিত ছিলে বোঝেনি সকলে
কি ছিলে হে তুমি, অভাবে তোমার
বুঝিছে সকলে এবে কি গেছে তাদের।
পরাধীন দেশমাঝে এমন স্বাধীন
থাকিতে যে পারে তাহা দেখায়েছ তুমি—
উপযুক্ত শিষ্যবর মহাত্মা গান্ধীর।
কর্ত্তব্যে অপরাঙ্মুখ কর্ত্তব্য-সাধক,
বঙ্গভাষা সেবা তরে হওনি কাতর,
বাঙ্গালীর ছিলে তুমি অপূর্ব্ব সম্পদ,
বৈদ্যবংশসূর্য্য ওহে বিধিবিশারদ!
পিতৃঋণ শোধ করি যে মহাগৌরব
দেখায়েছ বাঙ্গালীর—নূতন জগতে,
কোন জাতিমাঝে ইহা দেখেনি কখন,—
পিতৃভক্তি পরাকাষ্ঠা প্রকাশ তোমায়।
স্নেহাতুরা পিতা তুমি প্রেমময় পতি,
দয়ার প্রকট মূর্ত্তি হে শ্রেষ্ঠবৈষ্ণব!
বিলাসীর অগ্রগণ্য ত্যাগী শ্রেষ্ঠবীর,
চন্দ্রবংশ অবতংশ যযাতির সম
বিলাসে বিলাস বাড়ে বুঝিয়া হৃদয়ে
ত্যজিলে সকলি, হলে রাজর্ষি প্রধান—
কাঞ্চনে নারিল হৃদি ক্ষোভিতে তোমার।
ধরিলে স্বদেশী মূর্ত্তি, পরিলে খদ্দর,
ত্যজিলে বিদেশী সাজ, না পরিলে আর,

গান্ধীর অমোঘ-মন্ত্রে হইলে দীক্ষিত,
স্বদেশের হিতব্রত করিলে ধারণ,
স্বদেশকল্যাণ তরে প্রাণ আপনার
আহুতি করিলে দান প্রচণ্ড সাধক;
অতুল তোমার শক্তি হে নর-প্রধান!
যখন যে কার্য্যে তুমি হ'তে অগ্রসর
শত বাধাবিঘ্নরাশি রোধিলে সে পথ
নাহি হ'তে ভীত তুমি, অদম্য উৎসাহে
চলিয়াছ, করিয়াছ স্বকার্য্য সাধন,—
নিষ্ঠা তোমা করিয়াছে সাফল্য প্রদান।
বিশ্বাস করিতে যাহা সত্য বলি মনে
রহিতে ধরিয়া তাহা সভক্তি অন্তরে,
শত যুক্তি শত চেষ্টা নারিত তোমারে
টলাইতে তিলমাত্র সত্যপথ হ'তে।
শত মুখে শত কণ্ঠে তব গুণগান
সমাপ্ত না হবে কভু, শত্রুমিত্র আদি
সমভাবে তব যশঃ করিছে কীর্ত্তন।
স্থূলদেহী নহ এবে, দেহের নিধন
হইয়াছে বটে, কিন্তু মরণি ত তুমি—
মরিবে কেমনে, মরি' দিয়া গেলে তুমি
যেই প্রাণ এ ভারতে, রবে সঞ্জীবিত
চিরকাল ধরি তাহা, সঞ্জীবনী সুধা
মুমূর্ষু ভারতে ইহা, করিবে সঞ্চার
নববল নবপ্রাণ বাঙ্গালীর বুকে
প্রদীপ্ত হইবে তাহে সমগ্র ভারত,
বিশ্ববাসী মুগ্ধনেত্রে হেরিবে সভয়ে
ভারতের জাগরণ—বিধাতা আশিস্।

দেবতাবাঞ্ছিত তুমি ভগবৎপ্রিয়
সম্রাট্ বা মহারাজা কেবা তব সম,
দেশের হৃদয় জয় কে করেছে হেন,
কার মৃত্যু আনে প্রাণে এমন বেদন ;
হে চিত্তরঞ্জন ! তুমি মরিয়া অমর ।
কি গুণ গাহিব তব, কবি ছিলে তুমি,
ভরসা করিয়া তাই মন্দকবি আমি
অসংযত ভাবহীন হৃদয় উচ্ছ্বাস
নিবেদন করিলাম উদ্দেশে তোমার ;
অশরীরী তুমি, দোষগুণ নাহি স্পর্শে
তোমা, ক্ষমিও এ স্পর্দ্ধা মম, লভ শান্তি—
পরমেশপদে মম করুণ প্রার্থনা ।

শ্রীগণপতি সরকার

কায়স্থ-কবি গৌরমোহন দত্ত ও তাহার বংশ পরিচয় ।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কৃপাকণা প্রাপ্ত হইয়া যে সমস্ত পরম ভক্ত মহাপুরুষ ভগবৎ প্রেমের অমিয় ধারা নিষিক্ত কবিত্বের মধুর ঝঙ্কারে বাঙ্গলা দেশবাসীকে এক সময় মুগ্ধ করিয়াছিলেন, কবি গৌরমোহন দত্ত তাঁহাদিগেরই একজন। আমাদিগের দুর্ভাগ্য যে এই মহাপুরুষের জীবনেতিহাস কালের কবল হইতে উদ্ধার করিতে এ যাবৎ বিন্দুমাত্রও প্রয়াস করি নাই। প্রাচীনবঙ্গসাহিত্যের সেবকগণের সুদৃষ্টি কেন যে এই বৈষ্ণব কবির প্রতি এ যাবৎ পতিত হয় নাই, বলিতে পারি না।

যশোহর জেলার নলদী পরগণার যে অংশ বর্ত্তমানে ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, 'মাজড়া' তথায় অবস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা একটী জনবহুল বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রপল্লীরূপে পরিগণিত ছিল। দক্ষিণরাঢ়ীয়

কায়স্থসমাজে মাজড়ার দত্তবংশ সুপরিচিত। ইহারা কাশ্যপ-গোত্রীয় বালি-সমাজের চটগ্রাম শাখার দত্ত এবং বিশেষ ভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠাপন্ন সন্মৌলিক। দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থগণের সমস্ত প্রধান প্রধান সমাজের সহিত এই বংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ বহুল প্রকারে থাকায় এবং উচ্চ-শ্রেণীর কুলীন ভিন্ন কখনও কোন অবস্থায়ই কাহারও সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন না করায় এই বংশ গোষ্ঠিপতি বলিয়া সমাজে পূর্ব্বাপর বিশেষ প্রকার সমাদর ও অতুলনীয় গৌরব প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন। শোভাবাজার রাজবাড়ী প্রভৃতি স্থানে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের যে সমস্ত একযায়ী হইয়া গিয়াছে, এই বংশীয়গণ তাহাতে বিশেষ সম্মান ও মালা চন্দন প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই দত্তবংশ সমাজে "পংক্তি পাবন" নামে সুপরিচিত। এই বংশের কোন ব্যক্তি যে কোন সামাজিক নিমন্ত্রণে পংক্তিভোজনে উপবিষ্ট থাকা পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই কোন কারণে, এমন কি কোন নীচ বংশীয় বা অন্ত্যজ ব্যক্তি এ সভায় উপস্থিত থাকা প্রভৃতি গুরুতর কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও, আহার করিতে অস্বীকৃত হইতে বা পংক্তি ত্যাগ করিতে পারিতেন না। এই বংশ সদাব্রত অতিথি সেবা, বহু ভূসম্পত্তি 'মহাত্রাণ' প্রদান পূর্ব্বক কুলীন কায়স্থের সংরক্ষণ, ব্রাহ্মণাদির প্রতিপালন এবং নানাবিধ জন-হিতকর সদনুষ্ঠান প্রভৃতি কারণে দেশে ও সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ও সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে লোকাভাব ও ম্যালেরিয়ার প্রপীড়নে এই বংশ ও তাহার আবাস স্থান ধ্বংস প্রায়। দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থের ন্যায় ইহাদিগের পর্য্যায়-বন্দী আছে।

দত্তবংশের বীজপুরুষ পুরুষোত্তম দত্ত হইতে পঞ্চম পর্য্যায় প্রভাকর দত্ত। তাঁহারই শাখায় গৌরমোহনের জন্ম। বংশধারা অনুসারে ইহার পর্য্যায় ২২। ইহার পিতার নাম দেবীপ্রসাদ দও এবং খুল্লতাতের নাম রামগোপাল ওরফে শ্রীগোপাল দত্ত। গৌরমোহনের জন্মকাল বিশেষ অনুসন্ধানে যেরূপ জানা গিয়াছে তাহাতে ১১৬৯ সাল হইবে। বাল্যকালে, ভদ্রবংশীয় কায়স্থ সন্তানের ন্যায় তৎকালীন সাধারণ রীতি অনুসারে তিনি বাঙ্গলা ও কিছু ফারসী ভাষা অধ্যয়ন করেন। মাজড়া, ঐ সময়ে কায়স্থের ন্যায় ব্রাহ্মণেরও বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন সমাজ ছিল। অনেক দেশবিখ্যাত পণ্ডিতের তথায় বাস থাকায় এবং কয়েকটী বিখ্যাত চতুষ্পাঠী থাকায় দূরদেশ হইতে বহু ছাত্র পাঠের জন্য তথায় সমাগত হইত। গৌরমোহনের খুল্লতাত শ্রীগোপাল দত্ত একজন কায়স্থ পণ্ডিত এবং প্রতিভাশালী কবি বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ব্যতীত ফারসী

এবং সংস্কৃত উভয় ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। লোক পরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে তিনি ইংরাজী ও পর্টুগীজ ভাষাও জানিতেন এবং পাঁচ কলমে ওস্তাদ বলিয়া তিনি সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেন। মুসলমান মৌলবী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অনেক সময় বাদবিতণ্ডার মীমাংসার জন্য মধ্যস্থ স্বরূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক একখানি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অনুসন্ধানে এ যাবৎ তাহা প্রাপ্ত হই নাই। গৌরমোহন তাঁহার ঐ পিতৃব্যের নিকট সংস্কৃতভাষা শিক্ষা ও শাস্ত্রপাঠ করেন। তাঁহারই শিক্ষাদীক্ষা ও পাণ্ডিত্যের প্রভাবে ভক্ত গৌরমোহন কবি-সমাজে প্রথিতযশাঃ হইতে পারিয়াছিলেন। মাজড়া দ-বংশ চিরদিনই পরম বৈষ্ণব বলিয়া বিখ্যাত। ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কৃপা-পাত্র ছিলেন। গৌরমোহন বাল্যাবধিই ভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণব ছিলেন। খুল্ল-তাতের পবিত্র সংসর্গে আসিয়া তাঁহার হৃদয়নিহিত ভক্তিবীজ কালে ফলপুষ্প-সুশোভিত মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছিল। এই গৌরমোহন দত্ত এবং পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থের পদকর্ত্তা গৌরমোহন একই ব্যক্তি কি না তাহা সুধীবৃন্দের আলোচ্য।

এই দত্তবংশের আদিনিবাস মুর্শিদাবাদ ও পরে বর্দ্ধমান ছিল। কায়স্থ-কুল-সূর্য্য বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দু-নরপতি মহারাজ সীতারাম রায় রাঢ় অঞ্চল হইতে আসিয়া মহম্মদপুর-ভূষণায় রাজত্ব স্থাপন করিবার সময় তাঁহার জন্মভূমি বর্দ্ধমান, বিশেষতঃ তাহার মাতা দয়াময়ী দেবীর পিতৃ-ভবন কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ এবং তাহার পিতা উদয়নারায়ণের আবাস-ভূমি মুর্শিদাবাদ অঞ্চল হইতে স্বজাতীয় এবং অন্যান্য শ্রেণীর উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে আনাইয়া উচ্চতম রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। রূপনারায়ণ দত্ত তাঁহাদিগের অন্যতম। এই রূপনারায়ণ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইনি রাজা সীতারাম রায়ের সন্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী ছিলেন। ইনি সাধারণতঃ দেওয়ান রূপনারায়ণ নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহাদি গুরুতর রাজকার্য্যে ইনি সীতারামের দক্ষিণ হস্ত এবং রাজত্বের কর্ণধার স্বরূপ ছিলেন। মহম্মদপুরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা, সৈন্য সংগ্রহ ও দুর্গ নির্ম্মাণের ভার প্রধানরূপে ইহারই উপর ছিল। সীতারাম ঢাকায় নবাব দরবারে থাকা সময় রূপনারায়ণের উপরই রাজত্বের সম্পূর্ণ ভার ছিল। তাহারই কূটকৌশলে ফৌজদার আবু তোরাপ পরাস্ত এবং ভূষণা দখল হয়। মোগল-বাহিনীর সহিত যে যুদ্ধে ভূষণা ও মহম্মদপুর ধ্বংস এবং দয়ারাম রায়ের ষড়যন্ত্রে সীতারাম বন্দী

হন, সেই শেষ যুদ্ধে ইনি বিপুল বিক্রমে ফৌজদার বক্স আলিখাঁর সহিত যুদ্ধ করেন এবং ভূষণার যুদ্ধ ক্ষেত্রেই ইহার মৃত্যু হয়। সীতারামের স্বাধীন ভূষণার বিজয় পতাকা যখন সগৌরবে উড্ডীয়মান তখন তিনি রূপনারায়ণকে তাহার রাজত্বের পৃষ্ঠসীমা নিরাপদ রাখিবার উদ্দেশ্যে নল্‌দী ও তেলিহাটী পরগণার সংযোগ স্থলে রারাশিয়া এবং বর্ত্তমান বিলুপ্ত নবগঙ্গা বেষ্টিত মাজড়া গ্রামে বহু ভূসম্পত্তি প্রদান পূর্ব্বক বাস করান এবং সনন্দ সহ তাঁহাকে শ্রীশ্রী৺গোবিন্দরায় বিগ্রহ ও শ্রীশ্রী৺শ্রীধরচক্র শালগ্রামশিলা এবং সেবার জন্য বহু দেবত্রভূমি দান করেন। ঐ নিষ্কর দেবত্র পূর্ব্বে যশোহর কালেক্টরীর তৌজীভুক্ত ছিল, বর্ত্তমানে উহা ফরিদপুর কালেক্টরীর ১২৭ বি, নম্বর ন্যূনখালাসি লাখেরাজ রূপে গণ্য হইয়াছে। রূপনারায়ণ পূর্ব্বাঞ্চল সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে ঐ স্থানের পূর্ব্ব দিকে বিলের ভিতর জাঙ্গাল প্রস্তুত করিয়া বহু নমঃশূদ্র জাতীয় ঢালী সৈন্যকে নিষ্কর ভূমিপ্রদানে বাস করান। ঐ গ্রামের বর্ত্তমান নাম জাঙ্গালিয়া। বর্ত্তমানে তথায় এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বহু নমঃশূদ্রের বাস। তাহাদিগের মধ্যে এখনও বহু লাঠিয়াল ও ঢালীসর্দ্দার আছে।

রাজা সীতারাম তাহার মুন্সীকেও মাজড়ার পশ্চিমাংশে বাগঝাপা নামক পল্লীতে বাস করান। ঐ মুন্সীবংশ বর্ত্তমানে লোপ হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঐ বংশের অম্বিকাচরণ মুন্সী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ জীবিত ছিলেন। রাজা সীতারামের স্বর্ণময়ী দশভূজা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সময়, কর্ম্মকার ইচ্ছা করিলে প্রহরী-বেষ্টিত ভাবে কার্য্য করিয়াও সকলেরই চক্ষে ধূলা দিতে পারে, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য সমান আকৃতি বিশিষ্ট আর একখানি পিত্তলময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উহা পূর্ব্বে জলে ডুবাইয়া রাখিয়া প্রকৃত স্বর্ণ প্রতিমা ঘাটে ধুইয়া পরিষ্কার করিবার ছলে সুকৌশলে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া রাজা সীতারামকে প্রতারিত করিয়াছিল। ঐ প্রতিমূর্ত্তি সম্বন্ধে প্রবীন ঐতিহাসিক যশোহর খুলনার ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় কোন অনুসন্ধান পান নাই লিখিয়াছেন, কিন্তু ঐ ধাতুময়ী ঐতিহাসিক মূর্ত্তি আমরা মাজড়া, উক্ত মুন্‌সী বাড়ীতে দেখিয়াছি। দুর্ভাগ্যক্রমে, ঐ মুন্সী মহাশয় মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে বোধ হয়, কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্ত হইয়া, স্থানীয় কোন লোককে না জানাইয়া গোপনে ঐ মূর্ত্তি জগন্নাথের জনৈক পাণ্ডাকে প্রদান করেন। তৎসঙ্গে সীতারামের ঐ পুণ্যস্মৃতির নিদর্শন বাঙ্গালা দেশ হইতে সুদূর উৎকলে নির্ব্বাসিত হইয়াছে।

রাজা সীতারাম, তাঁহার গুরুদেব, মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের পারিষদ

বৈষ্ণবকুল-চূড়ামণি হরিদাস ঠাকুরের প্রপৌত্র কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামীকে মুর্শিদাবাদ টেঁয়া-বৈদ্যপুর হইতে আনাইয়া উপযুক্ত ব্রহ্মোত্তরাদি প্রদানে ভূষণা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। রূপনারায়ণ দত্ত তাঁহারই মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। উক্ত গোস্বামী প্রভুর বংশধরেরা এখনও ঘুল্লিয়া, যশপুর, দিঘলিয়া প্রভৃতি যশোহর খুলনার নানাস্থানে আছেন। কৃষ্ণবল্লভের অন্যতম শাখা প্রভুপাদ রাধামোহন ও রসিকানন্দ ন্যায়পঞ্চাননের ধারা যশোহর জেলার বাঁশগ্রাম, দিঘলিয়া গ্রামে বাস করেন। তাঁহারাই বর্ত্তমানে মাজড়া দত্ত বংশের গুরুদেব। উক্ত পণ্ডিত রসিকানন্দ গোস্বামী গৌরমোহনের মন্ত্রগুরু ছিলেন।

কারিকাগ্রন্থে দেখা যায়, এই দত্তবংশের নিবাস এক সময় দেবানন্দপুর ছিল। দেবানন্দপুর বর্দ্ধমান জেলার একটী ভদ্রবহুল গ্রাম এবং কবি ভারতচন্দ্রের জন্ম স্থান। সেখানে দত্তবংশের এক বিশেষ সম্ভ্রান্ত শাখা আছে বলিয়া অবগত আছি। তাহার সহিত এই মাজড়া দত্তবংশের সম্বন্ধ থাকা সম্ভব। মুর্শিদাবাদ জেলায়ও এক দেবানন্দপুর আছে। এক সময় এই বংশের এক শাখা নলদী বাস করিত।

রাজা সীতারাম স্বয়ং কয়েকবার তাহার উক্ত দেওয়ান ও মুন্সীর বাড়ীতে পদার্পণ করেন। তিনি এক সময় মুন্সীমহাশয়ের বাড়ীতে উপযুক্ত পাকা ইমারৎ প্রস্তুত করাইয়া দিতে চাহিলে—তাঁহারা সাত সহোদর ভ্রাতা—আর ছয় ভাই চালা ঘরে বাস করিবে আর তিনি সুরম্য অট্টালিকায় বাস করিবেন ইহা কিছুতেই হইতে পারে না এই কথা প্রকাশ করিলে গুণগ্রাহী মুক্তহস্ত সীতারাম মুন্সী-পরিবারে সাত ভাইর জন্য সাতটী চকমিলান পাকাবাড়ী, সাতটী দীঘিকা এবং দেবত্র ভূমিস্থ সাতটী দেবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ঐ সমস্ত কীর্ত্তির ধ্বংশাবশেষ এখনও জঙ্গলাবৃত ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়া অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য দিতেছে। রাজা সীতারামের ২২০০ বাইশ শত কোদালিয়ার খনিত কয়েকটী মজুমান বড় বড় দীর্ঘিকা এখনও মাজড়া ও নিকটবর্ত্তী স্থানে আছে।

রাজা সীতারামের পতনের পর তাহার নলদী প্রভৃতি পরগণা নাটোর রাজ বংশের হস্তগত হইলে তদ্বংশীয় পুণ্যশীল রাজা রামজীবন রায় সীতারামের প্রদত্ত দত্তবংশের উক্ত দেবত্র লোপ না করিয়া নূতন করিয়া উহার সনন্দ দেন। উক্ত উভয় সনন্দ এবং তায়দাদ যশোহর কালেক্টরীতে আছে। নীলকর বিদ্রোহের সময় মাজড়ার দত্তবংশীয়গণ নেতৃস্থানীয় হইয়া কার্য্য করেন, ঐ সময় হইতে নানা দুর্ঘটনায় ইহাদের অবস্থা হীন হয়।

কবি গৌরমোহন উক্ত দেওয়ান রূপনারায়ণ হইতে চতুর্থ পুরুষ। কবিবর অনেক গ্রন্থ কবিতা ও সঙ্গীতাদি রচনা করেন। তাহার রচিত সর্ব্ব প্রধান গ্রন্থ বেদব্যাস বিরচিত দ্বাদশস্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের সুললিত পদ্যানুবাদ; উহার নাম ভাগবতামৃত। ঐ বিরাট গ্রন্থই গৌরমোহনের কবিত্ব সাধনের চরম পরিণতি এবং তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ঐগ্রন্থ প্রাচীন-বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য রত্ন স্বরূপ। কথিত আছে যে মহর্ষি বেদব্যাস স্বপ্নে তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষানুবাদ করিতে অনুমতি দেন। সেই প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া গৌর-মোহন ঐ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঐ গ্রন্থ বিরচিত হয়। কিন্তু, রচনার চমৎকারিত্বে এবং ভাষার প্রাঞ্জলতা ও মনোহারিত্বে উহা এতই হৃদয়গ্রাহী এবং মূলানুগত যে আধুনিক যুগেও উহা উচ্চ শ্রেণীর কাব্যগ্রন্থের সমান গৌরব পাইবার অধিকারী। ভাষা ও ভাবের কঠোরতায় যে ভাগবত পাণ্ডিত্যের প্রকৃত পরীক্ষাস্থল বলিয়া প্রবাদ আছে, গ্রাম্য বাঙ্গালী ভক্ত কবির হাতে পড়িয়া প্রকৃতই তাহা সহজ বোধ্য হইয়াছে। ভাগবতের অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের ‘শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী’ এবং কবিচন্দ্রের ‘কৃষ্ণমঙ্গল’ এই কয়েকখানি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সমস্ত গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের অতি সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদ মাত্র। কিন্তু গৌরমোহন তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামী ও বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীর অনুসরণ করতঃ মূল শ্লোকের শক্তি ও তাৎপর্য রক্ষা করিয়া সুলোলিত ছন্দোবন্ধে প্রাঞ্জল কবিতায় নিবদ্ধ করিয়া একাধারে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ভাগবতামৃত নাম প্রকৃতই সার্থক হইয়াছে। কবিবরের রচিত অন্যান্য গ্রন্থ এবং যাহা পাওয়া গিয়াছে তদ্ব্যতীত তাহার রচিত বহু সঙ্গীতাদি অনেক চেষ্টায়ও এযাবৎ আমরা উদ্ধার করিতে পারি নাই। ভাগবতামৃতের সহিত তাঁহার রচিত দেব দেবীর কতকগুলি সুললিত স্তব স্তুতি লিপিবদ্ধ আছে। কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অনুরোধে তিনি দায়ভাগ ও শ্রাদ্ধতত্ত্ব প্রভৃতি কয়েকখানি স্মৃতি গ্রন্থের পদ্যানুবাদ করেন। দুঃখের বিষয় উহার কয়েকটী পাতা ভিন্ন সম্পূর্ণ গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয় নাই।

গৌরমোহনের ভাগবত একসময় বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে প্রচারিত ও সমাদৃত হইয়াছিল। অনুসন্ধান করিলে ঐ পুঁথির নকল বাঙ্গালার কোন কোন বৈষ্ণবের ঘরে পাওয়া যাইতে পারে। তিনি গ্রন্থ রচনা শেষ করিয়া প্রধান প্রধান বৈষ্ণবগণকে শুনাইবার অভিপ্রায়ে নবদ্বীপ গিয়া কিছুকাল তথায় অবস্থান

করেন। তথা হইতে বৈষ্ণবমহান্তগণকে শ্রবণ করাইবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থ শ্রীবৃন্দাবনে যান। তথাকার বৈষ্ণবপ্রভুরা ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরম পরি হন এবং শ্রীশ্রী৺ গোবিন্দজী বিগ্রহকে উহা শ্রবণ করাইবার জন্য গৌরমোহন শ্রীমন্দিরে উহা পাঠ করিতে সকলে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তি মন্দিরে বসিয়া ঐ গ্রন্থ পাঠ করেন। গোস্বামিগণ ঐ গ্রন্থের এক গ্রন্থ নক করিয়া গোবিন্দজীর শ্রীমন্দিরে রাখিয়া দিয়া কবি গৌরমোহনকে সম্মানি করেন। জানি না উহা এখনও তথায় রক্ষিত আছে কি না? সমগ্র বৃন্দাবন ভূ ঐ সময়ে পরিক্রমণ করা সহজ সাধ্য ব্যাপার ছিল না। গোস্বামীগণের প্র বৃদ্ধ গৌরমোহন ঐ সময় চুরাশি ক্রোশ বৃন্দাবন পরিক্রমণ করেন এবং স ব্রজমণ্ডলের একখানি মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া দেশে লইয়া আসেন। উ একখণ্ড নকল তাহার পুঁথির সহিত আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

মাজড়া দত্তপরিবারের বহু পুণ্যবতী মহিলা স্বামীর চিতায় সহমরণে গি ছিলেন। গৌরমোহনের মাতাও শিশু পুত্রকে পুত্রহীনা স্নেহশীলা খুড়ীমাতার লালন-পালনের ভার দিয়া হাসিমুখে স্বামীর চিতায় আরোহণ করেন। লেখকের বৃদ্ধপ্রপিতামহীও সহমরণে গিয়াছিলেন। গৌরমোহনের কে পুত্রসন্তান ছিল না, তাঁহার প্রথমজীবনেই, তাঁহার স্বাধ্বী স্ত্রী একমাত্র কি কন্যা সাবিত্রীকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। গৌরমোহন আর বি করেন নাই। পত্নীর মৃত্যুর পর শাস্ত্রালোচনা কবিত্ব ও ধর্ম্ম চর্চ্চায় তিনি জী অতিবাহিত করেন। কন্যা সাবিত্রীকে তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত ও অ শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করান। নানাবিষয়ে উক্ত কন্যাই তাহার গ্রন্থরচনায় প্র সহকারিণী ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে প্রত্যাগত হইবার কিছুকাল প অনুমান ৭৪ বৎসর বয়সে (১২৪৩ সাল) গৌরমোহন পরলোক গমন ক তিনি জীবনে কখনও ঔষধ সেবন করেন নাই। হরিনামামৃতই তাঁহার ছিল। তিনি সংসারে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত, গৃহী-সন্ন্যাসী ছিলেন। গৃহ-দে শ্রীগোবিন্দের মন্দির প্রাঙ্গনে হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে সজ্ঞানে তা দেহত্যাগ হয়।

প্রাচীন গ্রন্থকারের গ্রন্থ রচনার ইতিহাস সংগ্রহ করা বড়ই দুঃসা দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য কিন্তু কবি গৌরমোহন তাঁহার কাব্যরচনার এক অপূর্ব্ব ই গ্রন্থমধ্যে সুললিত কবিতায় নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া সাহিত্যসেবিগণকে কষ্টদায়ক ব্যাপার হইতে রক্ষা করিয়াছেন। গৌরমোহনের বাঙ্গালা হ

অতি সুন্দর ছিল। তিনি প্রথম জীবনে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বহু গ্রন্থ নিজ হস্তে নকল করেন। তাঁহার স্বহস্তে-লিখিত তুলট কাগজের একখানি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ, আদি ও মধ্যলীলা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। উহাতে নকলের সন তারিখ এবং ঐ নকলের সময় নির্দ্দেশক তৎরচিত একটি শ্লোক লিপিবদ্ধ থাকায়, গ্রন্থকারের সময় নির্ণয় সহজসাধ্য হইয়াছে। উহা এই:—

"আদি লীলা সমাপ্ত—সন ১২০৪ সাল তারিখ ১১ অগ্রহায়ণ।
মধ্যলীলা:—

শাকে রন্ধ্রমহীমুনিযুতঃ চন্দ্রশ্চ শোভান্বিতে।
সিংহে রাশে নবমদিনে লিখ্যঞ্চ সম্পূর্ণিতে।"

স্বাক্ষর—শ্রীগৌরমোহন দত্ত লিখ্যতে। ইতি সন ১২০৪ সাল তারিখ ২ই ভাদ্র।

উক্ত শ্লোকের অর্থ অনুসারে ৪১৭১ হয় এবং অঙ্কস্য বামাগতির নিয়মে ১৭১৪ শকাব্দা = ১২০৪ সাল পাওয়া যায়। এই নকল করিবার সময় তাঁহার বয়স ৩৫ বৎসর ছিল।

শ্রীমদ্ভাগবত রচনা সম্বন্ধে তাঁহার স্বলিখিত বিবরণ এই:—

* * * *

কৃষ্ণ তত্ত্বযুত, শ্রীমদ্ভাগবত, সমস্কৃত বিরচিত।
অনেকে না জানে, সেই সে কারণে; ভাষা করি গা'তে চিত॥
না হই বিদ্বান, নিতান্ত অজ্ঞান, কবিত্ব রতন-হীন।
কৃষ্ণ স্মরি চিতে, আরম্ভি রচিতে, যা করেন আমি দীন॥
ফাল্গুণ মাসেতে, বসন্ত ঋতুতে, বার শত বার সালে।
বৃহস্পতি বারে স্বপন মাঝারে, দেখিলাম রাত্রিকালে॥
সুন্দর বরণ, বিপ্র একজন, বৃদ্ধ করে পুঁথি ধ'রে।
সম্মুখে বসিয়া, বলিল হাসিয়া, গৌরমোহন শুনরে॥
পার যেই মত শ্রীমদ্ভাগবত, রচ তুমি সে প্রকারে।
অমনি তথনে, চক্ষুউন্মীলনে, কি দেখিলাম কাহারে॥
চিন্তিতে এমত, নিশি সুপ্রভাত, উদিল গগনে রবি।
জানাই সর্চ্চিত্তে, শ্রীগোপাল দত্তে, যিনি একজন কবি॥
স্বপ্ন কথা শুনি, আমারে তথনি, আদেশ দিলেন খুড়া।
রচ ভাগবত, শ্রীকৃষ্ণ চরিত, যে কৃষ্ণের শিখিচুড়া॥

রাধা যার বামে, হেন কৃষ্ণনামে, হৃদে ভাব অবিরত।
এই উপদেশ, পাইয়া বিশেষ, রচিতেছি ভাগবত ॥

* * * *

মানস অন্তরে, ভাষা করিবারে, রাধাকৃষ্ণের চরিত।
স্কন্ধ দ্বাদশম, ভাষা করি ক্রম, প্রচারিব ভাগবত।
সুখের প্রবন্ধে, অগ্রে চারি স্কন্ধে, রচিলাম একত্রেতে।
চারি চারি স্কন্ধে, একত্রে আনন্দে, মনে সাধ বিরচিতে ॥

এই বিবরণ হইতে দেখা যায় যে গৌরমোহন ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ হই আরম্ভ করিয়া প্রতি চারি স্কন্ধ একসঙ্গে অনুবাদ করেন। কিন্তু ভণিতা দৃ প্রতীয়মান হয় যে পরে ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া পর্য্যায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক স্কন্ধ স্বতন্ত্র ভাবে অনুবাদ করেন। ভাগবতের দশম স্ক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা প্রকটিত থাকায় উহা বৈষ্ণবের নিকট অতি ব আদরের সামগ্রী। ঐ স্কন্ধ তিনি বিশেষ যত্নসহকারে একখানি পৃথক গ্রন্থে ন্যায় পূর্ব্বেই রচনা করেন। উহার শেষ ভণিতায় এইরূপ আছে :—

"দশম স্কন্ধের কথা পাপ-বিমোচন।
নবতি অধ্যায়ে এই হৈল সমাপন।
নলদি মাজড়া বাস শ্রীগৌরমোহন।
পিতৃব্য গোপাল আজ্ঞা করিয়া শ্রবণ ॥
শ্রীগুরু চরণে মন রহুক আমার।
দশম স্কন্ধের কথা করিনু পয়ার ॥
মাস মধ্যে যেই মাস আপনি ভগবান।
সৌরিবার দ্বিতীয় প্রহর দিনমান ॥
বাণ ভুজ মুনি মহী করহ শ্রবণ।
এই শকে পুস্তক হইল সমাপন ॥"

অঙ্কের হিসাবে এই রচনা কাল ১৭২৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১২২৫ সাল, বৈশা মাস শনিবার।

গ্রন্থ শেষে এইরূপ লিখিত আছে :—

বাণ বেদ মুনিগণ বিরাজে মহীতে।
এই শকে সমাপন শ্রাবণ মাসেতে ॥
নলদ্বীপে দত্তবংশ শ্রীগৌরমোহন।

মনের বাঞ্ছিত মোর হোল সমাপন ॥
সাধু লোক সদাকাল করহ শ্রবণ।
শুনিলে আনন্দ বাড়ে পাপ-বিমোচন ॥"

১২৩০ সাল। ২০শে শ্রাবণ রবিবার।

প্রত্যেক স্কন্ধ শেষেই প্রাচীন প্রথানুসারে রচনার সময় নির্দ্দেশক ভণিতা আছে। তদনুসারে প্রথম স্কন্ধ ১২১৩, ২০শে আষাঢ়; দ্বিতীয় স্কন্ধ ১২৩০; তৃতীয় স্কন্ধ ১২১৬, ১৭ই বৈশাখ; সপ্তম স্কন্ধ ১২২৫; অষ্টম স্কন্ধ ১২২৭, ২২শে ভাদ্র; নবম স্কন্ধ ১২২৯। শ্রাবণ, রবিবার; দশম স্কন্ধ ১২১৫, বৈশাখ; দ্বাদশ স্কন্ধ, ১২৩০, শ্রাবণ মাসে রচিত হয়। এই প্রকারে ১২১২ সালের ফাল্গুন মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৩০ সালের শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ পরে গ্রন্থ রচনা পরিসমাপ্তি হয়। গ্রন্থকারের বয়স এই সময় ৬১ বৎসর।

গৌরমোহনের রচনার নিদর্শনস্বরূপ গ্রন্থারম্ভে লিখিত দেবতার বন্দনার কয়েক পংক্তি নিম্নে দেওয়া গেল।

প্রণাম সহস্র বার, পাদপদ্ম পরিহার, গোবিন্দ গোলক বৃন্দাবন।
নব ব্রজবধূ সনে, বেষ্টিত গোপগোপীগণে, আনন্দে বিহার নিত্যস্থান ॥
সৎচিৎ আনন্দ তনু, একদেহ রাধাকানু, বিলাসের লাগি হয় ভিন্ন।
চতুর্ব্যূহ নারায়ণ, বাসুদেব সঙ্কর্ষণ, কৃষ্ণের বিভূতি এই চিহ্ন ॥
যুগ মন্বন্তরা আর, মৎস্য আদি অবতার, ইচ্ছাক্রমে হয় ত যাহার।
শ্রীগৌরমোহন মন, যেন সঙ্গে ব্রজজন, পাই যেন চরণ তাহার ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দনা। ইহা অনেক বৈষ্ণবের মুখে এখনও শোনা যায়—

"বন্দনা করিব আগে, প্রণাম চরণ যুগে, গোবিন্দ গৌরাঙ্গ অবতার।
গোলক করিয়া শূন্য, অবতার শ্রীচৈতন্য, শচীগর্ভে হইলা প্রচার ॥
পূর্ণ ভগবান হরি, যুগে যুগে তনু ধরি, যুগধর্ম্ম করেন পালন।
কলি যুগে পীতবর্ণ, হইবেন অবতীর্ণ, ভাগবত শাস্ত্রের লিখন ॥
সত্যে শুক্লবর্ণ হরি, হংসরূপে অবতরি, কর্দ্দমেরে জ্ঞান দান দিলা।
রক্তবর্ণ ত্রেতাযুগে, যজ্ঞ ভোগ করি আগে, পিশ্নিগর্ভে জনম লভিলা ॥
দ্বাপরেতে কৃষ্ণ নাম, পীতবাস ঘনশ্যাম, বৃন্দাবনে নিত্যলীলা যার।
তিন বাঞ্ছা মনে করি, কলিযুগে সেই হরি, হইলা চৈতন্য অবতার ॥
বিলাইলা প্রেমধন, নিল যত ভক্ত জন, মোর চিত্ত রহে সেই আশে।
শ্রীগৌরমোহন মন, অবিরত নিবেদন, রাখ রাঙ্গা চরণের পাশে ॥"

শ্রাদ্ধতত্ত্ব। অথ ব্যবস্থাপত্র।

"শ্রাদ্ধের যে অধিকারী কহি শুন সবে।
পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র অভাবে অভাবে॥
পত্নী কন্যা দৌহিত্র কনিষ্ঠ সহোদর।
জ্যেষ্ঠ সহোদর বৈমাত্রেয় তার পর॥
সহোদর ভ্রাতৃবধূ বৈমাত্রেয় সুত।
পিতামাতা পুত্রবধূ ক্রমে ক্রমে যত॥
পৌত্রবধূ পৌত্রী আর প্রপৌত্রের নারী।
প্রপৌত্রী প্রপৌত্র কন্যা ক্রমে অধিকারী॥
পিতামহ পিতামহী পিতৃব্য ক্রমেতে।
পিতৃব্যের পুত্র কন্যা ইহা অভাবেতে॥
সপিণ্ডক জ্ঞাতি যত সকলে সমান।
শ্রীগৌরমোহন কহে শাস্ত্রের প্রমাণ॥
স্ত্রীলোকের শ্রাদ্ধ অধিকারী যেই জন।
পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ক্রমেতে কথন॥
অদত্তা যে কন্যা থাকে দত্তা তার পরে।
সধবা থাকিতে বিধবায় নাহি পারে॥
দৌহিত্র সপত্নীপুত্র পতি পুত্রবধূ।
দেবর দেবরপুত্র আর পৌত্রবধূ॥
পৌত্রী অভাবেতে প্রপৌত্রের রমণী॥
প্রপৌত্রী বিহীনে ভর্ত্তৃ জনক জননী॥
সপিণ্ড সকলে হয় সমান অধিকারী।
শ্রীগৌরমোহন কহে শাস্ত্র দৃষ্টি করি॥"

কবি গৌরমোহন বাঙ্গালার প্রাচীন কবি সমাজে অতি উচ্চস্থান লাভ করিবা[র] যোগ্য। দুঃখের বিষয় সাহিত্যসেবিগণ এ যাবৎ তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষ[া] প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, অথচ তাহার তুলনায় কত নগণ্য লেখক তাঁহাদে[র] কৃপায় উচ্চ গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহিত যাহাদে[র] বিশেষ প্রকার সম্বন্ধ আছে এই প্রকার কয়েক জন বিশিষ্ট সাহিত্য-সেবীকে আমি ঐ গ্রন্থ দেখাইয়াছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাতেও সাহিত্য-পরিষদের দৃ[ষ্টি] এ দিকে আকর্ষিত হয় নাই। কবি গৌরমোহন কায়স্থ জাতির অতিব[ড়] গৌরবের ধন। তাঁহার স্বজাতীয়গণ কি তাঁহার বিষয়ে এই প্রকার উদাসীন থাকিবেন। আশা করি, বঙ্গীয় কায়স্থ-সভা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমিতি, এব[ং] বাঙ্গালার সাহিত্যরথিগণের দৃষ্টি শীঘ্রই এ দিকে পতিত হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত বি-এ[ল]
ভাঙ্গা, (ফরিদপুর)।

মধু-স্তুতি *

(সনেটে)

দয়েল-সালিখ-শ্যামা পাপিয়ার গানে
বঙ্গের কবিতাকুঞ্জ ছিল গো কূজিত;
তুমি আসি মাতাইলে পঞ্চমের তানে,
পিকশ্রেষ্ঠ, তব স্বরে অমৃত ক্ষরিত!
ললিত-বিভাস-গৌরী-পূরবী-ইমনে
সারস্বত-সাধনায় আলাপিয়া বীনা,
বঙ্গকবি গায় স্তুতি মৃদুমন্দ স্বনে,
ঝরে শান্ত-দাস্য-সখ্য-মাধুর্য্য-করুণা!
ভৈরব-দীপকে তুলি' অপূর্ব্ব ঝঙ্কার,
নবমন্ত্রে পূজি' বাণী সঞ্জীবিলে ভাষা,
উদ্দীপনাপূর্ণ রস করিয়া সঞ্চার,
বঙ্গবাসী-প্রাণে কবি জাগাইলে আশা!
ইরম্মদ-মন্দ্রে শঙ্খ বাজিল তোমার,
উজ্জ্বলা প্রতিমা আজি বঙ্গ-সারদার!

মধু-স্তুতি *

(অমিত্রাক্ষরে)

কি মহা সৌভাগ্য ফলে, বঙ্গকবি-কুঞ্জে
প্রবেশিয়া তুমি কবি, শ্রীমধুসূদন,
দেখা'লে অপূর্ব্ব সৃষ্টি, দীনতায় পূর্ণ
তব মাতৃ-ভাষা ল'য়ে! ক্রীড়নক সম
ইচ্ছামত ছুটাইলে; সাজাইয়া পুনঃ
তারে ললিত কলায় দেখাইলে শক্তি
অদৃষ্ট অশ্রুত পূর্ব্ব! কত না সৌন্দর্য্য

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মধুসূদন স্মৃতি সভায় পঠিত। (২৯।৬।২৫)

সৃষ্টি হইল ভাষার ! নব নব ছন্দে
কত উঠিল ঝঙ্কার প্রাণমনস্পর্শী !
নিত্য নব কল্পনার উদ্ভাবনী শক্তি
রচিল, গঠিল চারু সাহিত্য-সম্ভার।
সাজাইল ডালি নব বাণী-পূজারির।
স্বার্থক লেখনী তব, আঁকিল মনোজ্ঞ
চিত্র ও কাব্যে ও নাটকে ! গরীয়সী আজ
তব স্বদেশের ভাষা, সাজাইতে যারে
ডুবিয়া অতল তলে প্রতীচী ভাষার,
নানা রত্ন উপহার দিলে আহরিয়া !
অমিত্র-অক্ষরে রচি' কাব্য-মধুচক্র,
গৌড়জন-তরে যাহা রেখে গেছ কবি,
যথার্থ ই চিরদিন পাবে তাহে সুধা,
আনন্দে করিবে পান পুরুষানুক্রমে !
শ্রদ্ধাপূর্ণ অর্ঘ্য ঢালি চরণে তোমার
এ শ্রাদ্ধ বাসরে আজ ভাবভক্তিভরে ;
লহ নতি, মহাকবি, দীন স্বজাতির !

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

কায়স্থ-কুলপঞ্জিকা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সর্ব্বান্ কুশলং সংপৃচ্ছ স্তথা তত্র নরেশ্বরং।
মঙ্গলং জনয়ামাস বাসস্থান নিরূপিতং।
নরজানে স্ত্রীবর্গানাং প্রেরিতং বাসস্থানতঃ।
খাদ্যদ্রব্য সহস্তত্র গঙ্গাবারি সমর্পিতং।
দাস দাসি প্রেরিতঞ্চ সর্ব্বস্থানে জনে জনৈঃ।
তৎপরং সৎকারানন্তে বিপ্রগণ সমন্বিতে।
কায়স্থান রাজসন্নিদ্ধৌ সভামধ্যে উপস্থিতং।

আশীর্ব্বচন মুচ্চার্য্য আশীশঞ্চ করোতি চ।
রাজাদিশুড়ো উত্তিষ্ঠ প্রণমেৎ ভক্তিপূর্ব্বক।
বিপ্রপাদান্ সমিপে তু প্রণমেৎ দণ্ডবৎ ভুবৌ।
দিব্যাসনোপরি সর্ব্বে উনবিষ্ণ পৃথক ২।
নবাগত বিপ্রবৃন্দে কায়স্থঞ্চ স্তথাপরে।
পরিচয় প্রদাতব্যং সাণ্ডিল্য মুনিসোত্তমঃ।
ইদং ভট্টনারায়ণাখ্য সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিতঃ।
তবাদেশে চ আনিতং ইথঞ্চ মম নন্দনং।
ইদং শ্রীহর্ষনামাখ্য পণ্ডিতপ্রবর কবৌ।
মেধাতিথি বিপ্রবর্য্য শ্চাত্মজ পরমং শুধীঃ।
ইদং দক্ষ মহাপ্রাজ্ঞ বীতরাগশ্চ নন্দনং।
তদ্বামে বেদগহ্বর্শ্চ সৌভরি মুনিনন্দনঃ।
ইদং ছান্দর নামানি শুধানিধি শ্চাত্মজম্।
সর্ব্বশাস্ত্রপরিজ্ঞাতা আত্মকার্য্যেষু তৎপরা।
ইদং চত্বার বিপ্রশ্চ কাণ্বকুব্জ-নিবাসিনঃ।
শুকুল গঙ্গাধর শিষ্য আনিতং যত্নপূর্ব্বকঃ।
ইদং সূর্য্যবর সিংহ রাণা অনাদি-নন্দনং।
তৎপুত্র বিশ্বরূপঞ্চ কিশোরবয় পঞ্চতাং।
ইদমরবৃন্দাখ্য সোম ঘোষস্য নন্দনঃ।
তৎপুত্রদ্বয় তদগ্রে (৪র্থ পাতা) মহানন্দ মকরন্দকঃ।
চন্দ্রনামা ইদং পুত্রস্তে পুরুশোত্তমঃ।
ইদং কালিদাস মিত্রঃ সুদর্শন ভ্রাতৃনন্দনঃ।
ইদং পুরুশোত্তমং দত্ত দেবদত্তশ্চ ভ্রাতৃজঃ।
সর্ব্বসংগুণ-সম্পন্নং সংগ্রামে রণকুশলঃ।
ইদং বিরাটাখ্য গু [হ] ং বসুশ্চৈব দশরথঃ।
দেবারীনাম্না কায়স্থ তবাজ্ঞায়ানিতং ময়া।
শ্রুত্বা দৃষ্টা মহারাজন্ পরমং সুখভাক্ ভবেৎ।
সর্ব্বে সমাদরং কৃত্বা [রক্ষি]তা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনৈঃ।
মন্ত্রী শ্রীবলভদ্রাখ্য সর্ব্বকার্য্যস্থ তৎপরাঃ।
রাজাদেষে যত্র যত্র বাসস্থান বিবেচিতং।

তত্র তত্র স্থলে তূর্ণং বা [সভ] বনং কুর্ব্বতুঃ।
মুনি পঞ্চ জনার্থায় বাসগৃহ মনোহরম্।
সমাধান্তে বলভদ্রং নিবেদ্য রাজসন্নিধৌ।
ততঃ দান[পত্রেন] ষট্ পঞ্চাসৎগ্রাম [দান] কৃৎ
বিপ্রপঞ্চজনে দেয়ং পঞ্চখণ্ডে পৃথক্ পৃথক্।
রাজকর্ম্ম কৃতাচারি সহৈ বিপ্রপঞ্চকৈ।
দুন্দুভিনাদ-সংযুক্তে [দান] পত্র প্রকাশয়েৎ।
স্ত্রীপুত্র সহিত স্তত্র প্রেরিতং বিপ্র পঞ্চকং।
রাজধানৌ চ সমিপে পৃথক্ বাস সতন্তরং।
দিয়তে মহারাজেন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন মধ্যতঃ।

কান্যকুব্জ রাজমন্ত্রী রাণা অনাদিবর সিংহ বর্ম্মণকে সামন্ত রাজ্যার্পণ।

আদিশূড়ো নৃপমনীঃ হৃষ্টান্তকরণ শুচিঃ।
অনাদিবর সিংহেন দদ্যাৎ গ্রাম চতুঃ সতান।
সিংহবরে সিংহেস্বরাদৌ গঙ্গায়াং কুল পশ্চিমে।
রাজা গোকর্ণ ত্যক্ত রাজ্যং কণ্টকং নগরাবধিঃ।
এতৎ মণ্ডলয়োর্মধ্যে সামন্তরাজ উচ্যতে।
দ্বিসহস্র স্বর্ণ মুদ্রা রাজকোশে প্রদীয়তে।
পুত্রপৌত্রাদিকান ভোগ মাচর ত্বং মদাজ্ঞয়া।
এবংবিধ প্রকারেণ স্বজাতি পূর্ব্বমাগতঃ।
তৎপুত্র ভ্রাতৃ পুত্রাণাং সামন্তরাজ দীয়তে।
সিংহোঽনাদিবরঃ স্বপত্নী সহিতং পুত্রস্তে সূর্য্যবরঃ
বধ্বস্তে কুশলা কুরঙ্গনয়নী পৌত্রস্তে বিশ্বরুপম।
এতান সঙ্গে নৃপাজ্ঞয়া ভগবতী ভাগীরথী সন্নিধৌ
খ্যাতঃ সিংহেস্বরে স্বরো রটৈয়ন তত্রৈব হর্ষং বসেৎ॥
তত্রত্য বাস ভুবনং কুর্য্যান্মন্ত্রী সজত্নতঃ।
বিষ্ণুমন্দির তত্রৈব [৪২ পাতা] তত্রৈব শিব মন্দিরং।
দ্বৌ সরোবরৌ কৃত্বা রাজাদেশেন তৎপরাঃ।

লক্ষ্মীনারায়ণং শীলা সিংহেশ্বর মহেশ্বরঃ।
স্থাপয়ামি মার্গশির্ষে গুরুদেবপ্রসাদতঃ।
সাগ্নিক দশবিপ্রাণাং কান্যকুব্জ নিবাসিনৌ।
গুরু সুধানিধিমাদ্যা নৃপদেশে সমাগতঃ।
শুধানিধি ক্ষিতীশজ্যা মন্দিরানাং প্রতিষ্ঠিতে।
সিংহেশ্বরশিবং স্থাপ্য মন্দিরাদ্যা স[ংস্ক]তান।
গৃহাদিনাং বাস্তুযাগ শ্রীহর্ষাদ্যা সমাচরেৎ।
শরোবর প্রতিষ্ঠাদ্যা ছান্দরাদ্যাদি কুর্ব্বতুঃ।
নানোপচার সংযুক্ত নৈবেদ্যং বিবিধানি চ।
পূজয়েৎ হরিহরং দেব বিপ্রান্ ভুঞ্জয় তৎপরঃ।
কুটুম্বাদি স্বজাতিনাং ভোজনঞ্চ ততঃপরঃ।
তৎপরং গ্রামবাসিনাং তৎপরঞ্চ নিজালয়ং।
এবংবিধ প্রকারেণ গৃহপ্রবেশনং কুরুঃ।
স্ত্রীপুত্র পৌত্রাদিসহ সিংহেস্বরে বিরাজতে।

রাজ-পার্শ্বদ শ্রীসো [মেশ্ব]র ঘোষ বর্ম্মণকে সামন্ত রাজ্যার্পণ।

আদিশুড়ো নৃপমণীঃ দীয়তে বাসমুত্তমং।
জয়জনগ্রাম নামানাং বাসা[র্থেন] দদেনৃপঃ।
গ্রামস্য চতুরদিগানাং পশ্চীমস্য বিশেষতঃ।
অষ্টবিংশতি দ্বিসতান্যেক চক্রাবধিং দদে।
সামন্ত রাজরু[পেন] মমাজ্ঞয়া মধীশ্বরঃ।
পুত্র-পৌত্রাদিকং ভোগদান পত্রেন লিখ্যতে।
ইদং করস্বরুপেন স্বর্ণমুদ্রা সহস্রকঃ।
প্রতিবর্ষেন [দাতব্য]ং রাজকোষে সুযত্নতঃ।
কোষাধ্যক্ষস্থানে চ প্রাপ্তিপত্রগ্রহান্তরং।
যথেচ্ছাচাররুপেন ভোগং কুরু মমাজ্ঞয়া।
রাজকার্য্যপ্র[চারি]নাং দুন্দুভিনাদঘোষিতে।
দত্বা গ্রামান প্রজাবর্গে গোচরার্থে প্রচারয়েৎ।
ইদমগ্রে বলভদ্র-মন্ত্রীপ্রবর ধীমতাং।
বাষ গৃহাদি নি[র্মা]নং যত্নতঃ ত্বং সমাপয়েৎ।

স্ত্রী পুত্র সহিতং জয়জানে চ সমাগতং।
শ্রীসোমেশ্বর ঘোষস্ত সামন্তরাজ উপাধিধৃক।
গ্র [গৃ]হপ্রবেষনং কার্য্য সাণ্ডিল্য মুনিসোত্তমঃ।
কান্যকুব্জাগতবিপ্রাসহ সম্পাদনং কুরু।
শপ্নে সর্ব্বমঙ্গলাদেবী সোমঘোষেণ কথ্যতে।
ইদং দেবকুণ্ডয়োর্মধ্যে মৃত্তিকাচ্ছাদিতং ময়া।
উদ্ধারং স্থাপয়ামাস ইদং শরাংণী [৫ম পাতা] সন্নিধৌ।
তত শ্রুত্বা সোমঘোষ খোদিতা বহুষত্নতঃ।
প্রাপ্তয়ামাস সা দেবী সর্ব্বমঙ্গলা নাম্নীকাঃ।
[তত্রস্থ দেবীমন্দিরং শিবমন্দির] নির্ম্ময়েৎ।
কান্যকুব্জাগতা বিপ্রাঞ্চানয়নং কুরু।
বিধিবৎ তত্তৎ প্রতিষ্ঠাপ্য গুরুদেবাদিক[ং সহঃ
সোমেশ্বর নাম ধেয় শিব] স্থাপনানন্তরং।
সর্ব্বমঙ্গলা সংস্থাপ্য বিধিবৎ ভক্তিপূর্ব্বক।
প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি যথা [শাস্ত্রং সমাচরেৎ।
কান্যকুব্জ] বাসিন মেক বিপ্রবাসং সমাচরেৎ।
তত্তদ্দেবপূজা পৌরহিত্যং তদ্বারেণ কৃতং কুরুঃ।
[সাণ্ডিল্যাদি বিপ্রানাং ষগাম পৌণ্ড্র] বর্দ্ধনং।

পুরুশোত্তম দাসাদিকে সামন্ত রাজ্যার্পণ।

পুরুশোত্তম দাসেন বহড়ান গ্রাম [নামকঃ
বাসার্থেন প্রদাতব্যং গ্রামঞ্চ] ষষ্ঠবিংশতিঃ।
স্ত্রী পুত্র সহিতং অত্রৈব বসতিং কুরু।
সুদর্শন কালিদাস স্ত্রীপুত্রাদীন্ [সমন্বিতে
নৃপাদেশ মেহগ্রামানাং] তত্রৈ বাস সমাচরেৎ।
ততঃ গ্রামা চতুর্দিশাং গ্রাম সত শোভনং।
মিত্র ভূম্যাখ্যনামং দত্বা [দানপত্রেন লিখ্যতে
দুন্দুভিনাদ] সংযুক্তে গ্রামদিনাং প্রচারয়েৎ।
দেবদত্ত তদ্ ভ্রাতৃপুত্র পুরুশোত্তম নামকঃ।
দত্ত বাট্যা[খ্য গ্রামানাং বাসার্থেন দদেন্নৃপঃ।

ততঃ] চতুর্দিষাং রাজ্য গ্রামন শত সমন্বিতং।
পাটুল্যাদি নগরীং দত্তদ্বয়ে সমর্পয়েৎ।
[দশরথ বসুশ্চৈব বিরাটগুহ] তৎপরং।
দেবারিনং সহৈ রাজন দানপত্র সমন্বিতে।
সপ্তবিংশতিসংখ্যানাং দত্বা [গ্রাম পৃথক্ পৃথক্
দুন্দুভিনাদ] সংযুক্তে রাজাদেষে প্রচারয়েৎ।
নবাগত চতুঃবিপ্রে ভরন পোষন কারনং।
চত্বার [গ্রামদানং করোতি চ পৃথক্ পৃথক্]
শ্রূয়তাং হি পুরা বাচা ব্যাঘ্রজা[ডা]ঙ্গানিবাসিন।
লিখিতং কুলাচার্য্য কেশরী নাথ শর্ম্মনং। [ষষ্ঠ পাতা]

প্রাপ্ত পুঁথিখানি এই পর্য্যন্ত। ইহারি অঙ্গীভূত অংশ অন্যত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে অনাদিবর সিংহের পরবর্ত্তী বংশ বিবরণ আছে। এই অংশও কেশরীনাথ শর্ম্মার ভণিতাযুক্ত। সেই অংশ এই—

(ক্রমশঃ)

শ্রীগণপতি সরকার

"কায়স্থ জাতিতত্ত্ব" প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরের উত্তর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আবার "কায়স্থ পত্রিকা" ২২৬ পৃষ্ঠায় আমার উক্তি যথা :—

"কাব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয় ও বর্ণবাহ্যজাতির সাঙ্কর্য্য তাঁহাদের উদ্ধৃত মনুসংহিতার ৯ম (২য় ভুল) অধ্যায়ের ২য় শ্লোকের অর্থে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। কায়স্থজাতিতত্ত্ব ১৮ পৃষ্ঠা"। অতএব "স্বমতে কায়স্থের মর্য্যাদার" বিলোপই হবে। এতদুত্তরে গীষ্পতিবাবুর উক্তি "কায়স্থ" ১১২ পৃষ্ঠা যথা :—

["বর্ণবাহ্যতা" প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্বীকৃত নহে]

"বস্তুতঃ আমরা কায়স্থজাতিকে চতুর্ব্বর্ণ ও বর্ণসঙ্কর ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র মুলজাতি স্বীকরিয়াছি সত্য, কিন্তু কোন স্থলেই উহাকে তথাকথিত "বর্ণবাহ্যজাতি"

বলিয়া সিদ্ধান্ত করি নাই, সুতরাং কায়স্থজাতির "বর্ণবাহ্যতা" প্রযুক্ত কোথাও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সাঙ্কর্য্যের" আশঙ্কা হয় নাই"। ইত্যাদি, ইত্যাদি।" এতদুত্তরে আমার ব্যক্তব্য এই যে কায়স্থকে চতুর্ব্বর্ণ ব্যতিরিক্ত জাতি বলিতেই "বর্ণবাহ্যজাতি বলিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে কারণ পঞ্চমবর্ণ নাই। সুতরাং "বর্ণবাহ্যতা" এখন তাঁহাদের আর অস্বীকার করা আর চলেনা। "বর্ণবাহ্যতা" অস্বীকার করিতে হইলে কাব্যতীর্থ গীষ্পতি বাবু কায়স্থের বর্ণত্ব স্বীকার করিতে ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য। "বর্ণবাহ্যতা" অস্বীকৃত, আবার বর্ণত্বও স্বীকৃত নহে এইরূপ বলা চলেনা। আবার এই প্রসঙ্গে গীষ্পতিবাবুর উক্তি যথা, "আমরা কুত্রাপি কায়স্থজাতির তথাকল্পিত" অনার্য্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হই নাই।

এতদুত্তরে আমার ব্যক্তব্য যে, যেহেতু তাঁহারা কায়স্থ জাতিকে চাতুর্ব্বর্ণ্যাতীত স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং যে হেতু (আর্য্যস্ত্রৈবর্ণিকঃ।) আর্য্য শব্দের অর্থে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজত্রয়কেই বুঝায় সুতরাং অদ্বিজ অনার্য্য ভিন্ন আর্য্য হয় না এবং চতুর্ব্বর্ণ ও বর্ণসঙ্কর ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র মূলজাতি" ও "বর্ণবাহ্য" ভিন্ন বর্ণীয় জাতি হয় না। অতএব গীষ্পতিবাবুর "তত্বাকথিত বর্ণবাহ্যতা" ও তথাকল্পিত অনার্য্যতা" বলিবার আর কি বাকি থাকিল? আবার এই প্রসঙ্গে গীষ্পতিবাবুর উক্তি যথা,—"তথাপি এই আগাগোড়া অসত্যের উপর অসত্য—স্তরে স্তরে সাজাইয়া" ইত্যাদি। গীষ্পতিবাবুর এই সাধূক্তির উত্তর এই যে ঐ কায়স্থজাতির বর্ণাবাহ্যতা, অনার্য্যতা এবং সাঙ্কর্য্য তাঁহার গাত্রবলে (শাস্ত্র বলে নহে) অস্বীকার করার ফলে আমার উক্তি সকল শাস্ত্রসম্মত বিধায় অসত্য নহে। তদ্বৈপরীত্যে বরং গীষ্পতিবাবুই ধর্ম্মশাস্ত্র লঙ্ঘনপূর্ব্বক কতিপয় শাস্ত্রবচনের ব্যাখ্যা বিপর্য্যয় ঘটাইয়া আগাগোড়া অসত্যের উপর অসত্য, স্তরে স্তরে সাজাইয়া কায়স্থজাতির উৎপত্তির যে বিবরণ লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কায়স্থ জাতি শূদ্রাপেক্ষা নীচজাতিতে পরিগণিত হইয়াছে এবং ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণও আমি দর্শাইয়াছি এবং আরও দর্শাইতেছি।

কাব্যতীর্থ গীষ্পতিবাবুর এইরূপ দুস্তর্ক, তাঁহার লিখিত প্রবন্ধগুলির অন্যতম অনন্য সাধারণ বিশেষত্ব। কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয় বর্ণভিন্ন জাতি সকলের অস্তিত্বে মনুবচন প্রমাণ "কায়স্থ জাতিতত্ত্ব" ১৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়া ঐ বচনের কুল্লুক ভট্টের টীকা বড় বড় অক্ষরে উপন্যাস করতঃ তাহার বঙ্গানুবাদ করিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে বর্ণভিন্ন জাতি সকল সঙ্কর। তাঁহাদের কৃত ঐ দুই শ্লোকের বঙ্গানুবাদে "সঙ্কর জাতি সকল" "সঙ্কর জাতি" "ঐ সকল সঙ্কর-জাতি" তিন

বার উক্ত হইয়াছে এবং তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে "অন্তরপ্রভব জাতির পৃথক উল্লেখ করায় বর্ণ ভিন্ন জাতির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে"। এই বর্ণ-ভিন্নজাতির" সাঙ্কর্য্যের অখণ্ডনীয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ তাঁহাদেরই উদ্ধৃত মনু ১ম অধ্যায় ২ শ্লোক ও ১০ অধ্যায় ৪ শ্লোক এবং কুল্লুকভট্টের টীকা এবং কাব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয়ের কৃত বঙ্গানুবাদে সুব্যক্ত আছে যথা—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো, নাস্তি তু পঞ্চমঃ।

মনু, ১০ অধ্যায়, ৪ শ্লোক।

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিনবর্ণ (উপনয়ন সংস্কার থাকায়) দ্বিজাতি, চতুর্থবর্ণ শূদ্র (উপনয়ন সংস্কার না থাকায়) দ্বিজাতি নহে, একজাতি। পঞ্চমবর্ণ নাই।

উক্ত শ্লোকের শেষ অংশে "পঞ্চমবর্ণ নাই" এইরূপ উক্তি দেখিয়া অনেকে অন্যান্য জাতিগণের অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। কিন্তু ঐ শ্লোকের কুল্লুক ভট্টকৃত টীকা হইতেই অতি সহজে এই প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায়। উক্ত টীকার কিয়দংশ এই :—

"পঞ্চমঃ পুনর্বর্ণো নাস্তি, সঙ্কীর্ণ জাতীনান্তু অশ্বতরবৎ
মাতাপিতৃজাতি ব্যতিরিক্ত জাত্যন্তরত্বাৎ ন বর্ণত্বম্।

অর্থাৎ—পঞ্চমবর্ণ নাই। কিন্তু সঙ্কর-জাতি সকল অশ্বতরের ন্যায় মাতা-পিতার জাতি হইতে পৃথক্ অপর জাত হেতু কেবল জাতি-পদবাচ্য বর্ণপদ-বাচ্য নহে।

ঐরূপ মনুসংহিতায় ম অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে লিখিভ আছে :—

ভগবন্ সর্ব্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অন্তরপ্রভবাণাঞ্চ ধর্ম্মান্নো বক্তুমর্হসি॥

অর্থাৎ হে ভগবান্! ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের ও অন্তরপ্রভব জাতিগণের যথাযথ ধর্ম্মসকল আনুপূর্ব্বিক আমাদিগকে বলুন। এস্থলেও "সর্ব্ববর্ণ" বলিয়া পুনর্ব্বার অন্তরপ্রভব জাতির পৃথক্ উল্লেখ করায় বর্ণভিন্ন জাতির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

এই শ্লোকের টীকায় কুল্লুকভট্ট লিখিয়াছেন,—

"বর্ণাঃ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাঃ, সর্ব্বে চ তে বর্ণাশ্চেতি
সর্ব্ববর্ণাস্তেষাং। অন্তরপ্রভবাণাঞ্চ সঙ্কীর্ণজাতীনাঞ্চাপি

অনুলোমপ্রতিলোম জাতীনাং অম্বষ্ঠ-করণ-ক্ষত্তৃ-প্রভৃতীনাং।
তেষাং বিজাতীয়-মৈথুন-সম্ভবত্বেন খর-তুরগীয়-সম্পর্কাৎ
জাতাশ্বতরবৎ জাত্যন্তরত্বাৎ বর্ণশব্দেনাগ্রহণাৎ পৃথক্ প্রশ্নঃ।

তাৎপর্য্য এই যে ঃ—সর্ব্ববর্ণ অর্থে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র। অন্তরপ্রভব অর্থে অনুলোম প্রতিলোমজাত অম্বষ্ঠ করণ ক্ষত্তৃ প্রভৃতি সঙ্করজাতি, ঐ সকল শঙ্করজাতি বিজাতীয় সংযোগ হইতে উৎপন্নহেতু গর্দ্দভ ও অশ্বের সম্পর্কে জাত অশ্বতরের ন্যায় পৃথক্ জাতি বিধায় বর্ণশব্দে গৃহীত না হওয়ায় প্রশ্নে তাহাদিগের পৃথক্ নির্দ্দেশ হইল।”

এতৎ সত্ত্বেও যদি গীষ্পতিবাবু ধর্ম্মশাস্ত্রমর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া চতুর্ব্বর্ণা ব্যতিরিক্ত (বর্ণবাহ্য) জাতি সকলের সাঙ্কর্য্য অস্বীকার করিয়া অনভিজ্ঞ বা অননুসন্ধিৎসু পাঠকের বিজ্ঞান-চক্ষুতে ধূলিমুষ্টি প্রক্ষেপের চেষ্টা করেন তাহা হইলে কোন কাব্যতীর্থের পক্ষেই “বিচার—আলোচনা ক্ষেত্রে স্বাভাবিক সাধুত ও সরলতার ঈদৃশ অপ্রত্যাশিত অপব্যবহার কখনই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না।” চতুর্ব্বর্ণভিন্ন “জাতিগণের অস্তিত্ব” কেহই অস্বীকার করেন না; তথাপি কাব্যতীর্থ মহাশয়গণ [জাতি ও বর্ণের পার্থক্য]” দেখাইবার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত মনুবচন দুইটী ও কুল্লুকভট্টের টীকা উপন্যাস করতঃ তাঁহারা যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে বর্ণবাহ্য জাতির সাঙ্কর্য্য স্পষ্টাক্ষরে স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহারা বর্ণবাহ্য জাতির সাঙ্কর্য্য স্বীকার—অস্বীকারের কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিলেও ঐ সাঙ্কর্য্যের অখণ্ডনীয় প্রমাণ তাঁহারা যে নিজেই উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। যদি কোন প্রসঙ্গও প্রয়োজনই হয় নাই তবে তাঁহারা তাঁহাদের পাণ্ডিত্য-প্রকর্ষের পরিচয় দিবার জন্য ঐ মনুস্মৃতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন কি? ইহাকে বলে সত্যের জয়। আমার লিখিত প্রবন্ধগুলিতে আমার এমন কোন উক্তিই নাই যাহা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। কিন্তু গীষ্পতি বাবু দুর্নীতি অবলম্বনে বিনা শাস্ত্রীয় প্রমাণে কেবল দুস্তর্কমূল বাক্যাড়ম্বর দ্বারা আমার প্রদত্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকলকে খণ্ডন করিতে সমর্থ না হইয়া কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক প্রমাণ দর্শাইয়া হটচক্র করতঃ শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আমি প্রবন্ধবাহুল্য আশঙ্কায় শাঙ্করভাষ্যের ও শ্রীধর স্বামীর টীকার বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ মাত্র দেখাইয়া অবশিষ্ট অংশ অনুদ্ধৃত করতঃ তারা চিহ্ন দিয়াছি এই সুযোগ পাইয়া গীষ্পতি বাবু অযথা আমার প্রতি সাধুতা ও সরলতার

অপব্যবহার করা দোষারোপ করিয়াছেন; অথচ তিনিই আবার “কায়স্থ” ৩২৯, ৩৩১—৩৩৪ ও ৩৫০—ও ৩৫১ পৃষ্ঠায় ঐরূপ ভাবে তারা চিহ্নিত করিয়াছেন। ইহা কি তাঁহার সাধুতা ও সরলতার সদ্ব্যবহার?

আবার “কায়স্থজাতিতত্ত্বের” ৪র্থ পৃষ্ঠায় কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয়ের উদ্ধৃত গরুড়পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড ৫ম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের প্রতিবাদ আমি না করায় গীষ্পতিবাবু যে সাধুভাষায় আমার প্রতি দোষারোপ করিয়া সাধুতার পরিচয় দিয়াছেন সেই শ্লোকটী ও তাহার বঙ্গানুবাদ এই ঃ—

“কৃত্বেহামূত্র সংস্থানং প্রজাসর্গন্ত মানসং।
অথাসৃজৎ প্রজাকর্ত্তৃন্ মানসান্ তনয়ান্ প্রভুঃ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মা (পূর্ব্ববর্ণিত মতে চতুর্ব্বর্ণের) ইহলোক ও পরলোকের ব্যবস্থা করিয়া ও মানসপূজা সৃষ্টি করিয়া অনন্তর কতিপয় প্রজাকর্ত্তা মানসপুত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন।”

এতদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যেহেতু উক্ত শ্লোকে “কায়স্থ-করণ” অর্থসূচক কোন পদ না থাকায় গীষ্পতিবাবু ব্যাখ্যা বিপর্য্যয় ঘটাইবার কোন সুযোগ না পাইয়া সরল ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেই জন্য আমি মানস প্রজাসৃষ্টির অর্থে পদ্মপুরাণ সৃষ্টি খণ্ডের ৩য় অধ্যায়ের বচন (সনন্দনাদয়ো যে চ পূর্ব্বং সৃষ্টাস্তু-বেধসা) অনুসারে কৌমার সর্গে ব্রহ্মার মানসপুত্র সনন্দনাদি ঋষিগণের সৃষ্টি হওয়া প্রতিপন্ন করিয়া কোন প্রতিবাদ করি নাই এই আমার অপরাধ। অতএব প্রতিবাদ করিলেও অপরাধ আবার না করিলেও অধিকতর অপরাধ। ঐ বচনের প্রতিবাদ আমি না করায় গীষ্পতিবাবু যেরূপ আস্ফালন করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যেন ঐ বচনটীই তাঁহাদের কথিত বর্ণবাহ্য “কায়স্থ-করণ” জাতির মৌলিকত্বের অখণ্ডনীয় প্রমাণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ বচন তাঁহার ব্যাখ্যার বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ পাদ্মোক্ত সৃষ্টি খণ্ডের ৩য় অধ্যায়ের ১৬৩-১৬৪ শ্লোকের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে ১২ দফা আপত্তি দিয়াছিলাম বলিয়া ঐ বচনের পৃথক্ প্রতিবাদ করা আবশ্যক বিবেচনা করি নাই ইহাও একটি প্রধান কারণ।

তথাপি গীষ্পতি বাবুর উক্তি “কায়স্থ” ১৩৩১ সাল ১০৪ পৃষ্ঠায় যথা ঃ—

“অথবা শশক-বৃত্তি অবলম্বনে এই প্রকার আত্মগোপন বা আত্ম-বঞ্চনার উপায় অবলম্বন করিলেই উপস্থিত কার্য্য সিদ্ধি বা প্রতিবাদের সাফল্য সম্পাদিত হইবে বলিয়া দুরাশার পোষণ করা হইতেছে”?

এতদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে প্রতিবাদকগণের প্রতি গীষ্পতি বাবুর

এইরূপ অযথা তিরস্কারোক্তি সকল তাঁহার লিখিত প্রবন্ধগুলির যে অন্যতম অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে বাধ্য। এইরূপ "শশক-বৃত্তি অবলম্বন" ইত্যাদি আমি করি নাই, বরং তদ্বিপরীত্যে যে তিনিই ঐরূপ করিতেছেন, তাহার প্রমাণ দিবার জন্য ["(১) চতুর্ব্বর্ণাতিরিক্ত মৌলিক জাতির উৎপত্তি কোন শাস্ত্রের মতেই সমর্থিত হইতে পারে না।"] আমার এই মন্তব্য প্রসঙ্গে গীষ্পতি বাবুর উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি যথা :—

"প্রিয়নাথ বাবুর এই আপত্তি সংক্রান্ত (১) দফার উত্তর কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব ১৯, ২০, ২১ পৃষ্ঠায় "বর্ণ ও বর্ণসঙ্কর ভিন্ন স্বতন্ত্র জাতি" শীর্ষক প্রবন্ধে এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধের পূর্ব্বভাগে ৩য় অধ্যায়ে "পুরাণবক্তা সূত ও বর্ণসঙ্কর সূত এক নহে।" শীর্ষক সন্দর্ভে শাস্ত্র প্রমাণ সহ বিস্তৃত ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রিয়নাথ বাবু সেই উত্তর বা প্রমাণের কোন অংশের প্রতিবাদ পর্য্যন্ত না করিয়া উক্ত প্রকার অহেতুক প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করায় তাহা সম্পূর্ণ মূল্যহীন, অগ্রাহ্য ও উপেক্ষনীয় সন্দেহ নাই।"

("কায়স্থ" ১৩৩১, ১০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

গীষ্পতি বাবুর এই সকল উক্তিতে আমি যুগপৎ বিস্মিত হইলাম। পুরাণ-বক্তা সূতের সাঙ্কর্য্য যে অনিবার্য্য তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ আমি দেখাইয়াছি। ঐ প্রমাণ "কায়স্থ পত্রিকা" অগ্রহায়ণ ১৩৩০ সাল, ২৮১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে বায়ু পুরাণের এবং শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক দুইটী উদ্ধৃত করা আছে। অধিক আর কি বলিব, উহাতে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রমাণ অনুসারে পুরাণবক্তা সূত মুক্তকণ্ঠে তাঁহার স্বীয় সাঙ্কর্য্য স্বীকার করিয়াছেন। আমার প্রযুক্ত শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ঐ প্রমাণটী অথগুণীয় জানিয়া দেখিয়া শুনিয়া কি এক কালে অপ্রযুক্ত বা অনুক্তবৎ নিমীলিত নেত্রে উপেক্ষা করা হইয়াছে? অথবা শশক বৃত্তি অবলম্বনে এই প্রকার আত্ম-গোপন বা আত্ম-বঞ্চনার উপায় অবলম্বন করিলেই উপস্থিত কার্য্য সিদ্ধি বা প্রতিবাদের সাফল্য সম্পাদিত হইবে বলিয়া দুরাশার পোষণ করা হইতেছে? যাহা হউক, ধর্ম্মাত্মা পুরাণবক্তা সূতের ঐ স্বীকারোক্তি, যে সে শাস্ত্রে কথিত হয় নাই। তাঁহার ঐ কবুল জবাব সর্ব্ব-শাস্ত্র-সারভূত শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রে এই মহাপুরাণ "শ্রুতিসারমেকং" বলিয়া অভিহিত। ইহাতে আর গোঁজামিলন করা চলিবে না।

আবার "কায়স্থ" ১৩৩১ সাল ৯২ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি সম্বন্ধে

গীষ্পতি বাবুর উদ্ধৃত বচনে যে কয়টী স্বরের নামোল্লেখ আছে তাহার মধ্যে এক "অর্থ" (প্রয়োজন) স্বরের বিশেষ বৃত্তান্ত মাত্র স্মরণ করিয়া গীষ্পতিবাবু বেদোক্ত সৃষ্টি খণ্ডের মানস প্রভব সৃষ্টি প্রকরণোক্ত ঐ শ্লোকের "ক্ষেত্রজ্ঞ" শব্দটীর অর্থ, আত্মা, দেহী বা জীব না বলিয়া "সেই সরল ক্ষেত্রজ্ঞ (মানব জীব)" ইত্যাকার অর্থ করিয়া পদ্মোক্ত সৃষ্টি খণ্ডের ৩য় অধ্যায়ের ১৬৩—১৬৪ শ্লোকে কৌমার সর্গে ব্রহ্মার মানস-পুত্র সনন্দনাদি ঋষিগণের সৃষ্টির পরিবর্ত্তে যজ্ঞ সাধনের অযোগ্য বর্ণবাহ্য মানুষ "কায়স্থ করণ" গণের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া বসিয়াছেন। এই "ক্ষেত্রজ্ঞ" শব্দটিকে "মানব জীব" অর্থ না করিলে কোন মতেই মানুষ "কায়স্থ করণ" জাতির উৎপত্তি প্রতিপন্ন হয় না, সুতরাং তিনি প্রয়োজন "(অর্থ)" সিদ্ধির জন্য "ক্ষেত্রজ্ঞ" শব্দের ব্যাখ্যা করিলেন "মানব জীব"। গীষ্পতি বাবুর কথিত ব্যাখ্যা পদ্ধতি অনুসারে শাস্ত্র ব্যাখ্যার বিপর্য্যয়ই ঘটিবার সম্ভাবনা এবং তিনি ব্যাখ্যা বিপর্য্যয়ই ঘটাইয়াছেন। কিন্তু পূজ্যপদ শ্রীধর স্বামী এই "ক্ষেত্রজ্ঞ" শব্দের অর্থ "মানব জীব" বলেন নাই এবং "তচ্ছরীর সমুৎপন্নৈঃ ও "ধীমতঃ" এই পদগুল তাঁহার টীকায় পরিত্যক্ত হয় নাই। সমালোচনার সুবিধার জন্য তাঁহাদের উদ্ধৃত ঐ শ্লোক দুইটী তাঁহাদের অনুবাদ সহ উদ্ধৃত করিতেছি যথা :—

ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসীঃ প্রজাঃ।১৬৩
তচ্ছরীর সমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ।
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ॥১৬৪

কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয়ের ইহার অনুবাদ এই ;—

"এই সমস্ত সৃষ্টির পর তিনি (ব্রহ্মা) পুনরায় অভিধ্যান বা চিন্তা করিতে থাকিলে, কায়স্থ করণ গণের সহিত তাঁহার মানস প্রজানিচয় সৃষ্ট হইল। সেই সকল ক্ষেত্রজ্ঞ (মানব জীব) তাঁহার (ব্রহ্মার) সমস্ত গাত্র হইতেই প্রাদুর্ভূত হইল।" এতদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে কাব্যতীর্থ মহোদয় দ্বয়ের কথিত কায়স্থ জাতির "চাতুর্ব্বর্ণ্যাতীত" সতন্ত্র মৌলিক জাতিত্বের এই একটী মাত্র প্রমাণ যাহা তাঁহারা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে যে ব্যাখ্যা বিকার তাঁহারা ঘটাইয়াছেন তাহার ভূরি ভূরি শাস্ত্রীয় প্রমাণ আমি ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার প্রত্যুত্তর তাঁহারা যাহা দিতেছেন তাহা কেবল অর্থগোপন ও গোঁজামিলন মাত্র। তাঁহাদের প্রযুক্ত উক্ত শ্লোকের অনুবাদ চিহ্ন তাঁহাদের কৃত ব্যাখ্যা বিপর্য্যের প্রধান প্রমাণ। ১৬৩ শ্লোকের সহিত ১৬৪ শ্লোকের কোন অর্থ

সম্বন্ধ না থাকায় উহাতে পূর্ণচ্ছেদ দেওয়া আছে। বিষ্ণুপুরাণের ঐ অনুরূপ শ্লোকের স্বামীপাদের টীকা যাহা তাঁহারা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও ঐ ১৬৩ শ্লোকের পৃথক্ ব্যাখ্যাই আছে। আবার "কায়স্থৈঃ" "করণৈঃ" এই দুইটী পৃথক্ পৃথক্ পদকে বঙ্গানুবাদে যুক্তপদ করিবার কি প্রয়োজন হইয়াছিল? ইহা কি ব্যাখ্যা বিপর্য্যয় ঘটান নহে? কিন্তু "গরজ বড় বলিয়াই এই হেতু কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয় ১৬৩–১৬৪ শ্লোকের বঙ্গানুবাদ একত্রে করিয়া খিচুড়ি পাকাইয়া ঐ দুই শ্লোকের ব্যাখ্যা বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন। আবার "তচ্ছরীর সমুৎপন্নৈঃ" ও "ধীমতঃ" এই পদদ্বয়ের কোন উল্লেখই ঐ অনুবাদে নাই। সুতরাং ইহা কি আত্মগোপন ও অর্থগোপন নহে? তারপর গীষ্পতি বাবু ইতিপূর্ব্বে তাঁহার লিখিত কোন প্রবন্ধে "ক্ষেত্রজ্ঞ" শব্দের অর্থ "আত্মা, দেহী বা জীব ইহাই প্রসিদ্ধ" বলিয়া ও এখন গরজ হওয়ায় ঐ "ক্ষেত্রজ্ঞ" শব্দের অর্থ "মানব জীব" করিয়া বসিলেন। আবার ঐ প্রমাণের মূলে "ক্ষেত্রজ্ঞাঃ" পদের পূর্ব্বে কোন সর্ব্বনাম পদ না থাকিলেও "সেই সকল ক্ষেত্রজ্ঞ (মানব জীব)" এইরূপ অনুবাদ করা হইল। আবার "ক্ষেত্রজ্ঞ" অর্থে কেবল "মানব জীব" নহে, "কায়স্থ করণ গণকেও "ক্ষেত্রজ্ঞ" বলা হইল; নচেৎ অনুবাদে "সেই সকল ক্ষেত্রজ্ঞ (মানব জীব)" বলিবার তাৎপর্য্য কি? ইহাতে কি ব্যাখ্যা বিপর্য্যয় ঘটান হয় নাই? আবার যে "কায়স্থ করণ গণ" ব্রহ্মার শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারাই আবার "ক্ষেত্রজ্ঞ" হইয়া ব্রহ্মার সর্ব্বগাত্র হইতেই প্রাদুর্ভূত হইল এইরূপ অনুবাদে উক্ত হইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রিয়নাথ বসু (শাস্ত্রী)

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ ও কায়স্থ-জাতি।

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ ক্ষত্রোচিত ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাবেশ হইয়াছিল। যাঁহারা পূর্ব্বে পৈতাধারী কায়স্থের বাড়ীতে ১৩ দিনের শ্রাদ্ধে যাইতে সঙ্কুচিত হইতেন বা ইতস্ততঃ করিতেন, তাঁহাদের ক্রমশঃ সুবুদ্ধি হইতেছে, তাহা এই শ্রাদ্ধে উপস্থিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের নামের তালিকা হইতেই বুঝা যায়। ইহা বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কৃতিত্ব সন্দেহ নাই। কায়স্থ-সমাজ এজন্য তাঁর নিকট ঋণী।

কিন্তু একটা কথা এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে তথা আমার কায়স্থ-জাতিকে জানাইতে চাই। আমাদের সব কথা ও সব কাজ মনে থাকে; মনে থাকে না—শুধু নিজের জাতির কথাটা; এইটাই হৃতগৌরব স্বরূপচ্যুত জাতির লক্ষণ। বড় লোকের খোসামোদ করে যেমন দরিদ্র বড়লোক হতে পারে না, (তার ব্যক্তিগত নিত্য অভাবের কিছু কিছু পুরণ হয়তো হতে পারে) সেইরূপ তথাকথিত বড় জাতির পায়ে আজীবন মাথা কুটিয়াও কোন জাতি তার অপহৃত পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়ে পায় না, রাষ্ট্রে ও সমাজে এ উভয় ক্ষেত্রেই একথা সমভাবে খাটে। জাতীয় দুর্ব্বলতাকে ধর্ম্ম বলে [?] আঁকড়ে ধরে কোন জাতি কোন দিন মানুষ হতে পারে না। মানুষ হলে তবে'ত ধর্ম্ম বুঝবে; আমাদের মধ্যে মানুষ নাই কিন্তু ধর্ম্ম (?) আছে। সুতরাং আমাদের ধর্ম্ম মানে মনুষ্যত্বহীনতা। তাহার প্রমাণ, যে জাতির মধ্যে আজও বিদ্বান ও বুদ্ধিমান জ্ঞানবান ও ধর্ম্মবান সন্তানের অভাব হয় নাই সেই কায়স্থ-জাতির দীনতা দূর হয় না।

আমরা শ্রাদ্ধাদি কার্য্য বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদ্বান ও মূর্খ নির্ব্বিশেষে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ ও সম্মান করিতে পারি কিন্তু আমার নিজ জাতির যথার্থ পণ্ডিতগণকে সম্মান দিতে জানি না পারিও না। সম্প্রতি বহরমপুরে ৺শ্রীবনবিহারী বাবুর শ্রাদ্ধ ও কলিকাতায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ বেশ সমারোহেই সুসম্পন্ন হইয়া গেল কিন্তু একজনও কায়স্থ-পণ্ডিতের সম্মান হইল না। দক্ষিণ টাঙ্গাইলের

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ শাস্ত্রী, জগৎপুর আশ্রমের অধ্যাপক পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ দেব সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, পাংশ টোলের পণ্ডিত ললিতমোহন বসু সাংখ্যতীর্থ, দেবগ্রামের রতিকান্ত কবিভূষণ, বসির হাটের যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ শাস্ত্রবিশারদ অন্ততঃ এই কয়জন স্বজাতি পণ্ডিত মহাশয়গণের পত্র হওয়া উচিত ছিল বলিয়া আমি মনে করি। বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজে পণ্ডিত হইয়াও তাঁর নিজ জাতীয় পণ্ডিতকে সম্মান দিতে পারিলেন না ইহা বড়ই দুঃখের কথা।

প্রচারকগণের প্রতিনিধি রূপেও বলি বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁর এত বড় সমারোহ যজ্ঞে জাতির দরিদ্র প্রচারকগণকেও ভুলিয়া গিয়াছেন। যাহারা জাতি সেবায় গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশে, নানা জলবায়ুর মধ্যে নানা অভাব অভিযোগ ও বিপদের মধ্যে জাতির সেবা করিতেছেন তাহা দিগকে রক্ষা করা কি আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য নহে? শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে যে ব্রাহ্ম বিদায় হয় তাহাকে "পণ্ডিত বিদায়"ই বলিয়া থাকে। দেশে শাস্ত্র ও ধর্ম্মচর্চ্চার উৎসাহ ও প্রচলন রাখাই বোধ হয় তাহার উদ্দেশ্য; যাঁহারাই এ কার্য্যে ব্রতী বিদায় সম্মানাদি তাঁহাদেরই প্রাপ্য। পণ্ডিত বিদায় মধ্যেও যদি আমরা জাতি বিচার করি তাহা পাণ্ডিত্যেরই অপমাননা নহে কি? বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ, পণ্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রনাথ, বেদান্তবিনোদ নরেন্দ্র নাথ, কাব্যতীর্থ গীষ্পতি ও কাব্যতীর্থ ভূপতি, বিদ্যালঙ্কার গিরীশচন্দ্র, বিদ্যা ভূষণ অমূল্যচরণ, বিদ্যারত্ন গণপতি, ভারতীভূষণ অখিলচন্দ্র প্রমুখ এবং পূ লিখিত পণ্ডিতগণ কায়স্থের বাড়ীর যে কোন পণ্ডিত বিদায় উপলক্ষে কি সম্মা ও বিদায়াদি পাইবার যোগ্য নহেন? বলিতে পারেন তাঁহাদের অভাব কি এটা অভাবের কথা নয়, এটা হচ্ছে জাতীয় পণ্ডিতের ও জাতীয় ধর্ম্ম প্রচারকে সম্মান; আমরা যদি আমাদের নিজ নিজ সমারোহ ব্যাপারে, আমার জাতি পণ্ডিত ও প্রচারকগণকে বিস্মৃত হই তাহা আমার নিজেরই আত্মসম্মান-বো হীনতার পরিচয় নহে কি? ল্যাণ্ডো গাড়ী ও জুড়ী ঘোড়া হাঁকাইয়া ৺রমে চন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় পণ্ডিত বিদায় লইতেন, তাহাতে তাঁহার অপমান হইত না পাণ্ডিত্যের মর্য্যাদাই রক্ষা পাইত। আমরা নিজ জাতিকে এ সম্মান দি পারি না বলিয়াই তো আজ কায়স্থ-জাতিতে পণ্ডিতের ও শাস্ত্রচর্চ্চার অভা হইয়াছে এবং এই দারুণ অভাবেই তো আজ এই বিশাল কায়স্থ-জাতি শূদ্রত্বের কালি মুছিয়াও মুছিতেছে না। আমরা যদি নিজ জাতির পণ্ডি সম্মান বুঝিতাম তাহা হইলে দু পাঁচটা "মহামহোপাধ্যায়" বহুদিন পূর্ব্বেই কা

জাতির মধ্যে জন্মাইতে পারিত ও তাহা হইলে এত সহজে এ জাতির গৌরব ম্লান হইত না। যে জাতির জাতীয় পণ্ডিত নাই সে জাতি কেমনে দ্বিজত্বের গৌরব অনুভব করিবে? কে তাহাদের জাতীয় শিক্ষক ও উপদেশক হইবে? তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্ত্র মধ্যে উৎক্ষেপ ও প্রক্ষেপ কে নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে? হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিতে কে তাহাদিগকে উদ্ভাসিত করিবে? ঋষি মুনির বংশধরগণের মুখ তাকাইয়া হাজার বছর চলিয়া গিয়াছে আর তাহাদের মুখাপেক্ষা বৃথা। এখন স্বপদে কায়স্থ-জাতিকে দাঁড়াইতে হইবে; স্বপ্রতিভায় উজ্জ্বল হইতে হইবে; আমাদের মধ্যে শাস্ত্রচর্চ্চা ও সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে এবং তাহা করিতে হইলে সুযোগ হইলেই কায়স্থ-পণ্ডিতগণকে সম্মান করিতে হইবে; তবে তো কায়স্থ জাতি শাস্ত্রের প্রতি ধর্ম্মের প্রতি সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত হইবে। পরের মুখে শাস্ত্র পড়িয়া, পরের কর্ণে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া, পরের অনুজ্ঞামত যুক্তিহীন বিধিনিষেধ মানিয়া এ জাতি স্বেচ্ছায় যে সমস্ত জাতীয় কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছে তাহার সংশোধন জন্যই পণ্ডিত কায়স্থের সংখ্যা বৃদ্ধি ও কায়স্থ পণ্ডিতের সম্মান আমাদিগকে করিতে হইবে। ইহার মধ্যে কোন বিদ্বেষ বুদ্ধি নাই, ইহা নিজ জাতিকে তার ধর্ম্মে দৃঢ় করিবার চেষ্টা মাত্র; হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মে কায়স্থ-জাতির রুদ্ধ প্রবেশ দ্বার অর্গলমুক্ত করার চেষ্টা মাত্র। কায়স্থ জাতির উপর যে সব সাংঘাতিক আক্রমণ শতাব্দীর পর শতাব্দ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহা হইতে আত্মরক্ষার উপায় মাত্র। আর এককথা, বেদান্তরত্ন বা প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব প্রমুখ পণ্ডিত মহাশয়গণের এইরূপ সম্মানাদি গ্রহণের আপত্তি হইলে তাঁহাদিগকে প্রদত্ত সম্মানাদি তাঁহারা গ্রহণ করিয়া কায়স্থ জাতির প্রচার কার্য্যে, দরিদ্র কায়স্থ পণ্ডিত ও প্রচারকগণকেও তাঁহারা প্রদান করিতে পারেন; ইহাতে কায়স্থ সমাজে শাস্ত্রচর্চ্চা ও প্রচারক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে; জাতির অর্থে, জাতিরই প্রদত্ত সম্মানে কায়স্থ জাতি সম্মানিত ও শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। সমারোহ প্রিয় করণেচ্ছু কায়স্থ সন্তানগণ এ কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবেন কি?

কায়স্থ সভার বার্ষিক অধিবেশন আগত প্রায়। সভা কি এবৎসর তার বার্ষিক অধিবেশনে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিবেন? বঙ্গের প্রত্যেক কায়স্থ পণ্ডিতকে শুধু পাথেয় মাত্র দিলে আমার বিশ্বাস বহু পণ্ডিত-কায়স্থ সভায় উপস্থিত হইবেন। ইহাতে শুধু কায়স্থ পণ্ডিতের সম্মান হইবে না কায়স্থ প্রতিভার একত্র সমাবেশ হইবে, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি মহারাজাবাহাদুর ও সমর্থ সম্পাদক মহাশয়দ্বয় এই জাতীয় গৌরব রক্ষার ব্যাপারে একটু শুভদৃষ্টি করিলে কায়স্থ সভা তার জাতীয় পণ্ডিত ও প্রচারকগণের গৌরবে গৌরবান্বিতা হইতে পারে।

আর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রতি অনুরোধ তিনি যেমন অনুপস্থিত পণ্ডিতগণকে শ্রাদ্ধের পরও বিদায় দিয়াছেন তদ্রূপ অন্ততঃ বঙ্গের ৪।৫ জন কায়স্থ পণ্ডিতকে, তাঁহাদের বিদায় সম্মান পাঠাইয়া দিয়া কায়স্থ-পণ্ডিতের সম্মান রক্ষা ও শাস্ত্রচর্চ্চার সহায়তা করুন।

অগ্নিহোত্রী—সরলচন্দ্র ঘোষ।

কায়স্থ-সমাচার

উপনয়ন

বাঁশবাড়ীয়া (পাবনা) হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন ;—

বিগত ২৭ শে জ্যৈষ্ঠ পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ সবডিভিসনের অন্তর্গত তামাই-গ্রামে শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ দাস মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত ৩১ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

তামাই ১। ঘোষ—শ্রীযুক্ত রামতনু ; ২। শশধর ; ৩। জগত্তারণ ; ৪। বিনোদবিহারী ; ৫। রাসবিহারী ; ৬। কৃষ্ণবিহারী ; ৭। গোপালচন্দ্র ; ৮। নগেন্দ্রনাথ ; ৯। ভৌমিক—শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল ; ১০। মণীন্দ্রলাল ; ১১। মধুসূদন ; ১২। তরণীকান্ত ; ১৩। প্রসন্নকুমার ; ১৪। যামিনীকুমার ; ১৫ অক্ষয়কুমার ; ১৬। দাস—শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ; ১৭। মহেন্দ্রনাথ ; ১৮। জানকীনাথ ; ১৯। বিজয়কুমার ; ২০। বসন্তকুমার ; ২১। হেমচন্দ্র ; ২২। দাম—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ; ২৩। জিতেন্দ্রমোহন ; ২৪। দেব—শ্রীযুক্ত উমেশ-চন্দ্র ; ২৫। নলিনচন্দ্র ; ২৬। দত্ত—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ; ২৭। প্রাণবন্ধু ; ২৮। গৌরচন্দ্র ; যোগীবাড়ী—২৯। দেব—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ; বেলতা—৩০। চন্দ্র—শ্রীযুক্ত তরণীমাধব ; ধীৎপুর—৩১। দেব—শ্রীযুক্ত রমণীমোহন।

শ্রীযাদবচন্দ্র দেবশর্ম্মা বিদ্যাভূষণ, জিলা ফরিদপুর, গ্রাম প্রাণপুর হইতে লিখিতেছেন ঃ—

গত ৫ই আষাঢ় তারিখ পাবনা জেলার অন্তর্গত স্থল গোহাইলবাড়ী গ্রামে শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র অধিকারী দেব বর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে প্রচার-কার্য্য সম্প… করিয়া পুনরায় ৭ জন কায়স্থ-সন্তানের উপনরন যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে দিলাম

উপবীতিগণের নাম ঃ—

১। শ্রীতারকচন্দ্র অধিকারী দেববর্ম্মা, Ast Headmaster Fatep… (U. P.) ২। শ্রীজ্ঞানচন্দ্র অধিকারী দেববর্ম্মা, Purchaser jute of Sharishabar. ৩। শ্রীরাধাগোবিন্দ অধিকারী, Teacher, Teot… academy, Teota. (Dacca). ৪। শ্রীবিনোদবিহারী অধিকারী দে…

বর্ম্মা, ৫। শ্রীঅনালচন্দ্র অধিক রী দেববর্ম্মা, ৬। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ দেব বর্ম্মা, Teacher, Sthal Pakrashi Institution (Sthal, Pabna). ৭। শ্রীঅনাথবন্ধু সংকার দেববর্ম্মা। ঐ স্থল নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয়ের বিশেষ সহানুভূতি ছিল।

(শ্রীপুর—টাকী-সমাজ)

টাউনশ্রীপুর-নিবাসী গুহ সরকার মহাশয়গণের ভবনে বিগত ১২ই আষাঢ় তারিখে একটী উপনয়নকেন্দ্র হইয়া টাকী সমাজের একাদশজন শিক্ষিত কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র বৈদিক গায়ত্রী দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। পণ্ডিত নারায়ণ দাস ভগবতভূষণ, অক্ষয়চন্দ্র স্মৃতিরঞ্জন এবং চিরঞ্জীব শিরোমণি মহাশয়গণ যথাক্রমে আচার্য্য হোতা ও সদস্যের পদে বৃত হইয়াছিলেন। পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের উপর যজ্ঞরক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল। উপনয়ন তারিখের দুই দিন পূর্ব্বে তিনি এখানে আগমন করেন এবং বীরভূমের "কায়স্থাশ্রম" হইতে তাঁহার এই সময়োচিত আগমনে অত্রস্থ কায়স্থগণের আনন্দ ও উৎসাহ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহারই অধ্যক্ষতায় টাউনশ্রীপুরের এই দ্বিতীয় উপনয়ন বজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই গীষ্পতি ভুপতি বাবুদিগের দূর জ্ঞাতি।

যজ্ঞকার্য্য অন্তে মানবকগণ প্রথমে মাতাপিতা ও অন্যান্য পুরমহিলাগণের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিলে অগ্নিহোত্রী মহাশয় মানবকগণকে শাণিত অস্ত্র ভিক্ষা দান করেন। অতঃপর তিনি সেই মুণ্ডিত মস্তক দণ্ডধারী ব্রহ্মচারীবৃন্দকে লইয়া কায়স্থের জাতীয় উদ্দীপনাময় সুমধুর সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে ভিক্ষায় বহির্গত হন। গ্রামের বালক ও যুবকগণ ক্রমশঃই এই মিছিলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। শ্রীপুরের যে কোন কায়স্থ ভবনে তাঁহারা উপস্থিত হইয়া-ছিলেন সকলেই সমাদরে তাঁহাদের গ্রহণ ও ভিক্ষাদান করেন এবং আগ্রহের সহিত ঐ কায়স্থ-সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু পণ্ডিত গীষ্পতি ও ভুপতি রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ ভ্রাতৃদ্বয়ের ভবনে এই পবিত্র ভিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। বাড়ীর প্রবেশ পথে তাঁহাদের শ্রীশ্রীদশভূজা প্রতিমা শ্রীশ্রী মধুসূদন বিগ্রহের মন্দিরে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সমস্বরে চণ্ডিস্তুতি, নারায়ণ ধ্যান, প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলী মন্ত্র আবৃত্তি করিয়াছিলেন। মন্ত্রগুলি প্রথমে অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের মুখনিঃসৃত হইয়া পরে একাদশ ব্রহ্মচারি কণ্ঠে সমস্বরে ধ্বনিয়া উঠিতেছিল। সে পবিত্র দৃশ্যে ও সুস্পষ্ট ও সভক্তি মন্ত্রোচ্চারণে সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল।

পরে সকলেই তাঁহাদের বাটীর আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়া সেই হৃদয়গ্রাহী "কায়স্থ-সঙ্গীত" গান করেন ও ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীগুলি হইতে কুলমহিলা ও বালকবালিকাগণ সোৎসাহে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত ভ্রাতৃযুগলের অগ্রজ শ্রীযুক্ত নারায়ণ বাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দোতালার বারান্দা হইতে সপরিবারে এ অভিনব ও চিত্তাকর্ষক দৃশ্য দর্শন ও হৃদয়গ্রাহী কায়স্থ-সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছিলেন। "ভিক্ষাং ভবতি দেহি" "ভিক্ষাং ভবান্ দেহি" রবে মানবকগণ বারত্রয় ভিক্ষা প্রার্থনা করেন ও বহুক্ষণ অপেক্ষা করেন। একটী যুবক বাটীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন এবং কিছু ইতস্ততঃ করিয়া অস্পষ্ট ভাষায় বলেন, "আমরা পৈতার বিরোধী"। অগ্নিহোত্রী মহাশয় বলিলেন, আমাদের স্বপক্ষ বিপক্ষ নাই; সকল কায়স্থ-ভবনে আমরা ভিক্ষা প্রার্থনা করিব। কায়স্থের উপনয়নে বর্জ্জন নীতি নাই; আমরা সকলকেই গ্রহণ করিতে চাই। আমাদের পরস্পর মতান্তর থাকিতে পারে মনান্তর থাকা সমীচীন নহে। বিজাতি ও বিধর্ম্মীকে ভিক্ষা দিলে যদি তজ্জাতি ও তদ্ধর্ম্ম সমর্থন না হয় তাহা হইলে পৈতাধারী কায়স্থকে ভিক্ষা দিলে কায়স্থের পৈতাধারণ সমর্থন ও স্বীকার হইবার আশঙ্কাও নাই। যুবক যাহা বলিতে আদিষ্ট হইয়াছিল তাহা ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারিল না। "আপনারা তো জানেন আমরা পৈতার বিরোধী তবে কেন এখানে আসিলেন" এই কথাই তাহাকে পুনরায় বলিতে হইল। অগ্নিহোত্রী মহাশয় বলিলেন, "আপনারা বলুন যে, ভিক্ষা দিব না"; যুবক মস্তক অবনত করিয়া বলিল, "হঁা তাই"। হায়! পুত্রহত্যা করিয়াও কেহ বাড়ীতে উপস্থিত হইলে তাহাকেও অতিথির সম্মান দেওয়া যে জাতির সনাতন ধর্ম্ম ও পিতৃপুরুষাচরিত শিক্ষা; তাঁহারা আজ তাঁহাদের বাটীতে দীন ভিক্ষুকের ন্যায় উপস্থিত স্বজাতি ও প্রতিবেশী, উপবাসী জ্ঞাতি বালক ব্রহ্মচারিবৃন্দকে ভিক্ষুকের অধিকার পর্য্যন্ত দিতে কৃপণতা করিলেন; তাঁহাদেরই উচ্চগর্জ্জিত "জাত্যাচার, কুলাচার, দেশাচার ও পিতৃপুরুষাচরিত সদাচারের" মস্তকে পদাঘাত করিলেন। এই মনোভাব ও সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি লইয়া কি তাঁহারা বিরাট কায়স্থ জাতির হিতচেষ্টা করিতেছেন। বক্তৃতা ও লেখনী মুখে তাঁহারা যে কথা সকলকে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া থাকেন এই মনোভাব কি তাহার পরিচয়? পণ্ডিত ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের প্রতিষ্ঠিত সাধারণ কালীমন্দিরে পৈতাধারী কায়স্থের প্রেরিত পূজোপকরণ প্রত্যাখ্যান করিতে পুরোহিত মহাশয়কে বিধি দিয়াছেন। নিজ জাতিকে অস্পৃশ্য করিয়াছেন। আজ আড়াই বৎসর কাল ঐ প্রকাশ্য স্থানের

সাধারণ মন্দিরে পৈতাধারী কায়স্থের পূজা বন্ধ করিয়াছেন কিন্তু অপর সর্ব্বজাতির পূজা গ্রহণ পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিতেছে। ইহাতে অবশ্য পৈতাধারী কায়স্থের কিছু ক্ষতি হয় নাই, পণ্ডিত ভ্রাতৃযুগলের প্রকৃতিরই পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে। উপবীতিগণ টাকীর কালী বাড়ীতে পূজা দিয়া আসিতেছেন। পণ্ডিত গীষ্পতি ভূপতি ভ্রাতৃদ্বয় স্বজাতিপ্রীতি ও স্বধর্ম্মরক্ষার যে আড়ম্বরপূর্ণ বিজ্ঞাপন ও প্রবন্ধ বক্তৃতাদি আজ বর্ষত্রয়কাল জাহির করিয়া আসিতেছেন, এই সমস্ত মনোভাব কি সেই উদার মহান্ বক্তৃতা, বিজ্ঞাপন ও প্রবন্ধের পরিচয়? এই মনোভাব ও বিদ্বেষবুদ্ধি লইয়া তাঁহারা কেমনে সাধারণভাবে বাঙ্গালার বিরাট কায়স্থ জাতির ও বিশেষভাবে তাঁহাদের "পবিত্র যশোহর সমাজের" সাহায্য সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিতে পারেন? প্রত্যাশা করাও কি অস্বাভাবিক নহে? তাঁহাদের ভবনে ব্রহ্মচারীবৃন্দের কায়স্থ-সঙ্গীত শুনিতে যে সমস্ত পুরমহিলা সমবেত হইয়াছিলেন তাঁহারা অনেকেই ব্রহ্মচারীগণকে ভিক্ষা দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাড়ীর কর্ত্তারা তাহাতেও বাধা দিয়াছিলেন। অশিক্ষিতা অবলা নারীর যে কর্ত্তব্য ও ও ধর্ম্মবুদ্ধি আছে ইঁহারা তাহাও ধ্বংস করিয়া সমাজের শিক্ষক ও উপদেশক হইতে চাহেন; সমাজের নেতৃত্ব কামনা করেন! হায় সংস্কৃত [?] শিক্ষা! হায় পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মবুদ্ধি!! হায় পবিত্র যশোহর-সমাজ" !!!

সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে মানবকগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে সকলে মন্দিরে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন এবং অন্যান্য স্থানে ভিক্ষা করিয়া সূর্য্যার্ঘঃ প্রদান ও সূর্য্যপ্রণাম করিয়া সকলে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আকাশ হইতে বৃষ্টিরূপে দিব্যশান্তি বারি বিন্দু বিন্দু করিয়া তাহাদের মস্তকে বর্ষিত হইতে লাগিল। তখন আকাশ মেঘশূন্য—প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড প্রভায় তখন চতুর্দ্দিক সমুদ্ভাসিত। "বন্দে শ্রীচিত্রগুপ্তম্" রব চারিদিক মুখরিত হইল; বাদ্যভাণ্ড পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইতে লাগিল। গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে পুরাঙ্গণাগণ শঙ্খ ও উলুধ্বনি সহ তাহাদের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ব্রহ্মচারিগণ নারায়ণ পূজা ও প্রণাম করিয়া যজ্ঞকুণ্ড বেষ্টন করিয়া বসিলেন, অগ্নিহোত্রী মহাশয় তাঁহাদের মন্ত্রঃপূত শান্তিবারি দিয়া চরুপ্রসাদ বিতরণ করেন। অতঃপর সকলে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন।

সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত কায়স্থ ব্রাহ্মণ সমবেত হইলে প্রচারক মহাশয় তাঁহাদের সহিত কায়স্থতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ও কাহারো কাহারো উত্থাপিত প্রশ্নের মীমাংসা করেন। অতঃপর তাঁহাদিগকে পরিতোষসহ ভোজন করান হয়।

টাকীর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহোদয় এই যজ্ঞে তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি জানাইয়াছেন এবং ব্রহ্মচারীগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভিক্ষা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

অগ্নিহোত্রী মহাশয় প্রায় সপ্তাহ কাল শ্রীপুরে অবস্থান করিয়া উপবীতী-গণকে দ্বিজাতির কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ ও কায়স্থান্দোলনের উদ্দেশ্য উপযোগীতা ও আবশ্যকতা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ভিক্ষালব্ধ ও প্রায়শ্চিত্ত বাবদ চাউলাদি দরিদ্রগণকে বিতরণ করা হয় এবং অর্থাদি প্রচার কার্য্যের সহায়তার জন্য অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের হস্তে প্রদত্ত হয়। প্রায়শ্চিত্তের অর্থ লইয়া অনেক স্থলে ব্রাহ্মণগণের সহিত বিবাদ ও বিতর্ক উপস্থিত হয়; এই অর্থ তাঁহাদের প্রাপ্য নহে, প্রদান বা গ্রহণ করাও সঙ্গত নহে।* প্রচার কার্য্যের সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রায়শ্চিত্তের উৎসর্গীকৃত ও ভিক্ষাপ্রাপ্ত অর্থ প্রদত্ত হইলে কর্ম্মকর্ত্তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও জাতির প্রভূত কল্যাণ হইবে সন্দেহ নাই। ইহাপেক্ষা ঐ অর্থের যথেষ্ট সদ্ব্যয় আর হইতে পারে না। সকল স্থানের উপবীতী ও উপবীত গ্রহণেচ্ছু কায়স্থ সন্তানগণের দৃষ্টি আমরা এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

নিম্নে উপবীতীগণের নাম প্রদত্ত হইল :—

১। গুহ সরকার—খগেন্দ্রনাথ, ২। শরৎচন্দ্র (mining student) ৩। রামচন্দ্র এম, এস সি, (head student) ৪। রামেন্দ্রনাথ (4th year medical) ৫। হেমচন্দ্র (3rd year medical) ৬। ব্রজেন্দ্র কুমার ৭। সুবলচন্দ্র ৮। কেশবচন্দ্র ৯। সুনীলচন্দ্র ১০। অনিলচন্দ্র ১১। মাধবচন্দ্র।

বিগত অগ্রহায়ণ মাসে টাকীর ঘোষবাবুদের বাড়ীর সেই বিপুল উৎসাহময় সভার পর উত্তরবাড়ীর সানুজ শ্রীযুক্ত নিরোদকালী, আটচালা বাড়ীর শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার, বড় চৌধুরী বাড়ীর শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র, শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার প্রমুখ শিক্ষিত ও সম্মানিত যুবকবৃন্দ সত্বর উপবীত গ্রহণ করিয়া জাতীয় কর্ত্তব্য পালনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা আজও প্রতিপালন করিতে পারিতেছেন না ইহা বড়ই দুঃখের কথা। তাঁহাদের ন্যায় স্বজাতিগৌরব কায়স্থ সন্তানগণের এরূপ চিত্তদৌর্ব্বল্য আদৌ শোভনীয় নহে। শুনিয়াছি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী এ বিষয়ে খুব উৎসাহী। তিনি অগ্রসর হইয়া উক্ত যুবকবৃন্দসহ কায়স্থ জাতির বেদাধিকার ও সনাতন ধর্ম্ম রক্ষায় ব্রতী

* প্রায়শ্চিত্তের অর্থ মগধ ব্রাহ্মণের প্রাপ্য।

হউন ইহাই প্রার্থনা করি। ভক্তিভাজন রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বহুদিন হইতে কায়স্থোপনয়ন সমর্থন করিয়া আসিতেছেন; তিনি এ আন্দোলনের একজন সৃষ্টিকর্ত্তাও বটে। তাঁর নানা ঝঞ্ঝাট আছে স্বীকার করি এবং ঢেউ থামাইয়া সমুদ্রস্নান হয় না ইহা তিনি অবশ্যই জানেন। তিনি তাঁহার উপযুক্ত প্রিয়তম পুত্রকে পূর্ব্বোক্তগণের সহিত উপনয়ন সংস্কার প্রদান করিয়া অথবা কেবল স্বীয় পুত্রের উপনয়ন দিয়া কায়স্থ জাতির কলঙ্ক মোচনে সহায়তা ও নেতৃত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করুন, এ অনুরোধ আমরা বিশেষভাবে করিতেছি। উপবীত-হীনতা ও মাসাশৌচ এই দুইটীই তো কায়স্থ জাতির কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছে। এই দুইটীর কোনটীই কি পরিত্যাগ করা অথবা নিজ পুত্রকে তদ্‌ভাবে অনুপ্রাণিত করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে? যে আন্দোলনের তিনি একজন সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই আন্দোলনে শক্তি দান করিতে তাঁর পুত্রকে ব্রতী করিলেও তাঁর নেতৃত্ব ও সমাজপতিত্ব উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা।
সম্পাদক—কায়স্থ-পরিষদ্‌, বসিরহাট।

প্রচারক মাখনলাল ধরবর্ম্মা জানাইতেছেন :—

বিগত ১২ই আষাঢ় নদীয়াজেলান্তর্গত এতমামপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে কেন্দ্র করিয়া শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ গোস্বামী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ন্যায়রত্ন মহাশয়ের তন্ত্রধারকতায় নিম্নলিখিত তিনজন কায়স্থ-সন্তানের যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন-সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে ;—

১। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ২। শ্রীযুক্ত মোহিতচন্দ্র ঘোষ, ৩। শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ মিত্র, সর্ব্বসাকিন এতমামপুর (নদীয়া)।

ভাঙ্গা আর্য্য কায়স্থ-সভা ও ফরিদপুর প্রচার সমিতির সম্পাদক শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র গুহ বর্ম্মা লিখিয়াছেন :—

বিগত ১৬ই আষাঢ় তারিখে গোরদিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মানসরঞ্জন গুহ রায় মহাশয় ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। নয়াকান্দী নিবাসী শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্য গুরু হইয়াছিলেন। আমরা আশা করি গোরদিয়া সমাজের অন্যান্য কায়স্থগণ অচিরাৎ উপনয়ন গ্রহণ করতঃ জাতীয় গৌরব রক্ষা করিবেন।

স্বেচ্ছা প্রচারক শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা তত্ত্বনিধি জানাইতেছেন :—

কুমিল্লা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রচন্দ্র বর্দ্ধন বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা মহাশয় দ্বয় ক্ষত্রিয়াচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

জিলা পাবনা ভোট্‌দিঘলিয়া গ্রামে উপনয়ন কেন্দ্র।

ফরিদপুর জিলান্তর্গত ভাঙ্গা কায়স্থ-সভার পণ্ডিত প্রাণপুর নিবাসী বিদ্যাভূষণ গোপনামক শ্রীযাদবচন্দ্র দেব শর্ম্মা জানাইতেছেন :—

পাবনা জিলার অন্তর্গত সোনাতনী পোষ্ট অফিসের অধীন ভাট্‌দিঘলিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সরকার দেব বর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে জামিরতা নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র নন্দী দেব বর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে উক্ত সরকার মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় গত ৭ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশটী কায়স্থ সন্তানের যথারীতি ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

উক্ত কার্য্যে শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তলাল তালুকদার নিবাস জিঃ পাবনা, গ্রাম উথলী, পুরোহিত ছিলেন। আমি স্বয়ং প্রচার ও আচার্য্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছি। এবং শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দে দেব বর্ম্মা মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তত্ত্বাবধান করিয়া যথারীতি উপবীতিদিগকে সন্ধ্যাদি উপদেশ দিয়া ক্ষত্রিয়োচিৎ কার্য্য করিয়াছেন।

অপর সুখের বিষয় এই যে উক্ত গ্রাম্য ভদ্রলোক গণ্যমান্য ব্যক্তি সকলেই এই কার্য্যে উপস্থিত হইয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। উপনয়ন কার্য্য শেষ হইলে উক্ত সরকার মহাশয় উপবীতিদিগের জন্য হবিষান্নের ও আগন্তুক ভদ্রমণ্ডলীদের জন্য সুপক্ক ব্যঞ্জনাদি দ্বারায় বিরাট ভোজ দিয়াছেন।

উপবীতিগণের নাম।

পোঃ সোনাতনী জেলা পাবনা

১। শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস দেব বর্ম্মা
২। „ সুরেন্দ্রনাথ দাস দেব বর্ম্মা
৩। „ বিনয়ভূষণ সরকার দেব বর্ম্মা
৪। „ উমেশচন্দ্র সরকার দেব বর্ম্মা
৫। „ ক্ষিতীশচন্দ্র দে দেব বর্ম্মা
৬। „ প্রাণবন্ধু দে দেব বর্ম্মা
৭। „ দেবীচরণ সেন দেব বর্ম্মা
৮। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দত্ত দেব বর্ম্মা
৯। „ মহিমচন্দ্র দত্ত দেব বর্ম্মা
১০। „ মণীন্দ্রনাথ দত্ত দেব বর্ম্মা
১১। „ যোগেশচন্দ্র দত্ত দেব বর্ম্মা
১২। „ বসন্তকুমার দত্ত দেব বর্ম্মা
১৩। „ হেমন্তকুমার দত্ত দেব বর্ম্মা

সর্ব্বসাকিন ভাটদিঘলীয়া

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দে দেব বর্ম্মা মহাশয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য।

ক্ষত্রিয়াচারে বিনাপণে বিবাহ

স্বেচ্ছা প্রচারক শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা তত্ত্বনিধি জানাইতেছেন :—

কিশোরগঞ্জ শ্রীনিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র রায় রেঙ্গুন বারের উকীলের সহিত কুমিল্লা শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ রায় বর্ম্মা কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ইলাদেবী সঙ্গে এবং চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী নীলিমা দেবী সঙ্গে শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর গুরকায়স্থ সহিত বিগত বৈশাখ মাসে কুমিল্লা সহরে ক্ষত্রিয়াচারে মন্ত্রাদি পাঠ বিনা বরপণে শুভবিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

কুমিল্লা বরপণ গ্রহণ না করিয়া দাস শব্দ রহিতে এবং পুত্রের বিবাহ মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে; সম্প্রতি কিশোরগঞ্জ এলাকার লাউঙ্গ গ্রাম নিবাসী ভূম্যাধিকারী বাবু কৈলাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্র সঙ্গে কুমিল্লার উকীল বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যার যে বিবাহ হইয়াছে, তাহাতে বরপণ গ্রহণ করা হয় নাই, এবং দাস শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মামহাশয়ে পরামর্শে ও সহযোগীতায় বিগত ২রা আষাঢ় বিক্রমপুর (ঢাকা) অন্তর্গত সুরদিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর শুভ-বিবাহ ফরিদপুর নিবাসা প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রাহা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্র রাহা বি-এল্‌এর সহিত যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহ কলিকাতায় কন্যার মাতুল স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুহ রায় (অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কলেক্টর) মহাশয়ের ৯৯।১ এ, সংখ্যক কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ বাসাবাটীতে সম্পাদিত হইয়াছে। বিবাহ-সভায় গণ্যমান্য বহু মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কন্যাপক্ষের দেশস্থ পুরোহিত শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বৈদিকমন্ত্র পাঠ করাইতে অক্ষম ও অস্বীকৃত হওয়ায়, তাঁহার প্রতিনিধি ফরিদপুর জেলার খাটরা-কুঠিবাড়ী নিবাসী (বর্ত্তমানে কলিকাতা [illegible]লাবাসী) শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ বিদ্যাসাগর মহাশয় নানাপ্রকার অযথা আপত্তি উত্থাপন করিয়া সময় নষ্ট করিতেছিলেন, কিন্তু প্রচারক মহাশয়ের যুক্তি তিনি খণ্ডন করিতে পারেন নাই। অবশেষে পাত্রপক্ষের পুরোহিত [illegible]টরানিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যথাশাস্ত্র ক্ষত্রোচিত বিধানে কার্য্যসম্পাদন করাইয়াছিলেন, এবং উক্ত পণ্ডিত মহাশয় তৎপরে তাঁহার অনুসরণ করিতে বাধ্য হন। অথচ এই বিদ্যার-সাগর মহাশয় কায়স্থ-সভার

ব্যবস্থাপত্রে ইতিপূর্ব্বে ৩ বার স্বাক্ষর করিয়াছেন। তাঁহার স্মরণ আছে কিনা জানি না ; দিনাজপুরাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ জগদীশনাথ ঘোষ রায় বর্ম্মা বাহাদুরের শুভপরিণয় উপলক্ষে কলিকাতা ওয়েলেস্‌লিষ্ট্রীটস্থ ত্রিচত্বারিংশৎ সংখ্যক ভবনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় সময়ে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব সিদ্ধান্ত বারিধি মহাশয়, দিনাজপুর রাজপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন এবং প্রচারক মহাশয় প্রভৃতি আরও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির সমক্ষে তিনি সভার হিতৈষী কোন নেতৃস্থানীয় সভ্যের সুপারিস সূচক পত্র দ্বারা নিজকে কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের চিরসমর্থনকারী প্রতিপন্ন করিয়া স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চিত্তে ব্যবস্থাপত্রে পুনঃ স্বাক্ষর করত বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন বলিতেছেন "ধরুন না কেন আমি যদি ভুল করিয়া থাকি।"

আমরা জিজ্ঞাসা করি এইরূপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্থান কোথায় ?

প্রচারক মাখনলাল ধরবর্ম্মা জানাইতেছেন :—

গত ১২ই আষাঢ় শুক্রবার নদীয়া জেলার কুষ্টীয়া সবডিভিসনের অন্তর্গত যদুবয়ড়া এতমামপুর নিবাসী স্বজাতি-হিতৈষী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা-মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মার সহিত ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত সরইকান্দি গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী আভারাণী দেবীর শুভবিবাহ যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়াছে।

এই বিবাহের বিশেষত্ব এই যে, শরৎবাবু উপযুক্ত পুত্রের বিবাহ দিয়া এই দুর্দ্দশাগ্রস্থ সমাজের দুর্ভাগ্য কন্যার পিতার নিকট হইতে যথেষ্ট অর্থ ও দান সামগ্রী, অলঙ্কার, বরাভরণ ইত্যাদি লইতে পারিতেন কিন্তু এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই, অধিকন্তু দুঃস্থ বৈবাহিক মহাশয়কে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গীয় সমাজে এই প্রকার উচ্চাদর্শ অনুকরণীয়।

ভাঙ্গা আর্য্য কায়স্থ-সভা ও ফরিদপুর প্রচার সমিতির সম্পাদক শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র গুহবর্ম্মা লিখিয়াছেন :—

১। বিগত ১৬ই আষাঢ় তারিখে বাইসরশী নিবাসী শ্রীমান কালীকুমার দেব বর্ম্মার সহিত মাণিকদহ নিবাসী ৺বিহারীলাল দেব বর্ম্মা মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী শান্তিলতা দেবীর শুভবিবাহ ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার মাতা বিধবা অবস্থায় নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়ায় বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত

গঙ্গাসাগর দেব বর্ম্মা কোন প্রকার দাবিদাওয়া করেন নাই। এই প্রকার উদারতা সকল কায়স্থের মনে জন্মিলে কায়স্থ জাতীয় বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। এই বিবাহের আরও বিশেষত্ব এই যে চেলীর পরিবর্ত্তে খদ্দরের কাপড় ব্যবহার হইয়াছিল। এই বিবাহ উপলক্ষে গঙ্গাসাগর বাবু বহু স্বজাতি ও অন্যান্য জাতিগণকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।

২। বিগত ১৯ শে আষাঢ় ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গৌরচর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের প্রথম পুত্র শ্রীমান প্রিয়নাথ ঘোষ বর্ম্মার সহিত ব্রাহ্মণদী নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুহ বর্ম্মা মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী সর্ব্ব-মঙ্গলা দেবীর শুভবিবাহ মহাসমারোহে ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কালী-বাবু এই বিবাহে ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন প্রকার বরপণ কি অন্য কোন দাবিদাওয়া করেন নাই। এই মহৎ দৃষ্টান্ত সকল কায়স্থেরই অনুকরণীয়।

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ

শ্রীযাদবচন্দ্র দেবশর্ম্মা বিদ্যাভূষণ জানাইতেছেন :—

গত ৩০ শে আষাঢ় মঙ্গলবার পাবনা জিলার অন্তর্গত জামিরতা গ্রামে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের ৺মাতৃ শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রাদ্ধের কার্য্য—ষোড়শ, বৃষোৎসর্গ, একোদ্দিষ্ট, ও অন্যান্য দানাদি হইয়াছিল।

গ্রাম্য ও বিভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বহু ব্রাহ্মণ এই কার্য্যে যোগদান করিয়া ক্ষত্রিয়াচারে যথারীতি পঞ্চ অন্ন দ্বারা কার্য্য ও পিণ্ড দানাদি করাইয়া ক্ষত্রোচিত কার্য্য করাইয়াছেন। এবং এই সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলী কার্য্যে ব্রতিবর হইয়াছিল।

নাম :—

শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চক্রবর্ত্তী পাবনা, জামিরতা, হোতা ; ননিগোপাল চক্রবর্ত্তী জামিরতা, শ্রোতা ১নং ; জগদানন্দ চক্রবর্ত্তী কান্দাপাড়া, তন্ত্রধার ; সুরেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী গুধিবাড়ী, ব্রহ্মা ; মুরারিধর চক্রবর্ত্তী গুধিবাড়ী, গীতা ; (কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী) হরিনাথপুর, রামপঞ্চাধ্যায় ; যাদবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ফরিদপুর, প্রাণপুর, বিরাট ; শ্রীমন্তলাল তালুকদার পাবনা, উথলী, মহাভারত ; ননীগোপাল তালুকদার উথলী, শ্রোতা।

এতদ্ব্যতীত আরো অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত ও সদস্য বরণে নিযুক্ত ছিলেন।

উক্ত কার্য্যে নন্দী মহাশয়ের গুরুদেব পাবনা জিলার জামিরতার অন্তর্গত ভাঁটপাড়া গ্রাম নিবাসী নিত্যানন্দ বংশসম্ভূত শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গোস্বামী, জিঃ পাবনা গ্রাম রায় দৌলতপুর, মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কার্য্য প্রণালী দেখিয়া ক্ষত্রিয়াচারে কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন, এবং এই কার্য্য যে কায়স্থ মাত্রেরই কর্ত্তব্য ইহা তাঁহার প্রত্যেক শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়াছেন। সকলেই তাঁহার উপদেশে প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত আর অন্যূন প্রায় পঞ্চদশ শত ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য অপরাপর জাতি দরিদ্র প্রভৃতি ভোজন (ফলাহার) লুচ্যাদি মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্বারায় প্রীতি জন্মাইয়া ব্রাহ্মণ দরিদ্রদিগকে ভোজন দক্ষিণা দ্বারা সন্তোষ জন্মাইয়া দেন। এই কার্য্যে গ্রাম্য ও এই সকল সামাজিক কায়স্থগণ উপস্থিত ছিলেন। জামিরতা পুঠিমারা, উথলী, হাতফোরা, বেন্ত্যা, বৈষ্ণব দিঘলীয়া, ভাটদিঘলীয়া, পর্জ্জানা ভাটপাড়া, দাদঘর, পাকুড়তলা, গোপালপুর, গুধিবাড়ী, কান্দাপাড়া, হরিনাথপুর এতদ্ব্যতীত আরো অন্যান্য গ্রামেও নিমন্ত্রণ ছিল ও সেই সকল স্থলের ভদ্রমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন।

নাটোর কায়স্থ-সভা।

বিগত ১৯ শে আষাঢ় শুক্রবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় বালিকা বিদ্যালয়ে নাটোর বাসী কায়স্থগণের একটী সভা হইয়াছিল। হাকিম, উকিল, ডাক্তার ছাত্র প্রভৃতিতে প্রায় ৬০ জন উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিল। স্থানীয় সব্ ডিভিসন্যাল অফিসার শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের প্রস্তাবে ও মুন্সেফ শ্রীযুত সত্যপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয়ের অনুমোদনে প্রাচীন মোক্তার শ্রীযুত ত্রৈলোক্য মোহন নন্দী বর্ম্মণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বঙ্গদেশের কায়স্থ সভার প্রচারক শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব, উপনয়ন, চারিশ্রেণী মিলন ও বিবাহ ব্যয় সংক্ষেপ সম্বন্ধে দেড়ঘণ্টা ব্যাপী একটী বক্তৃতা করেন। সব্ ডিভিসন্যাল অফিসার মহাশয় প্রস্তাব করেন যে এখানে একটী স্থায়ী শাখা সভা গঠন করা হউক এবং সেই সভার মাঝে মাঝে অধিবেশন করিয়া সভার উদ্দেশ্য যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা হইবেক। এখানে অনেকেই কায়স্থ সভার সভ্য পদ প্রার্থী হইয়াছেন। রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীত্রৈলোক্যমোহন নন্দী।
২০।৩।৩২

পাবনা কায়স্থ-সভা।

বিগত ২৫ শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় স্থানীয় টাউনহলে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অনুরোধ ক্রমে একটি কায়স্থ সভা হইয়াছিল, সভাতে প্রায় ৭০।৭৫ জন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ যোগদান করিয়াছিলেন, সর্ব্বসম্মতি ক্রমে পয়দার জমিদার শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র রায় চৌধুরী বর্ম্ম মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় কায়স্থ সভার উদ্দেশ্যের সম্পাদন বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়া উপনয়নের আবশ্যকতাপূর্ণ একটী সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া প্রার্থনা করেন যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার বার্ষিক অধিবেশন পাবনা সহরে করা হউক। এই সম্বন্ধে শ্রীযুত প্রিয়নাথ বর্ম্মা শ্রীযুত রাইচরণ রায় বর্ম্মা ও শ্রীযুত ক্ষিতিশচন্দ্র চাকী বর্ম্মা এক একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন অবশেষে সভা স্থির করেন যে মহরমের বন্দে মাত্র ২০ দিন বিলম্ব আছে এই স্বল্প সময়ে বার্ষিক সভার অধিবেশন হইতে পারে না আগামী পূজা বন্ধের পর (যদি কায়স্থ সভা সম্মত হয়েন) তবে এখানে বার্ষিক সভা আহ্বান করার জন্য পাবনা বাসী কায়স্থদিগের একান্ত আগ্রহ আছে তাহাদের অনুমতি পাইলে এখন হইতে উদ্যোগী হওয়া যাইতে পারে। বহু পূর্ব্ব হইতে এখানে একটী শাখা সভা ছিল ১০।১২ বৎসর হইল সেই সভার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে, পুনরায় সেই সভা গঠন করা হউক এবং সঙ্গেই তাহার কার্য্যকরী সভা গঠন করা হউক, সেই শাখা সভা পাবনার উপনয়-নাদি কার্য্য ক্রমে অগ্রসর হইবে। রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

শ্রীবিনয়কুমার রায়
১১।৭।২৫

মাণিকগঞ্জে সমাজ সংস্কার আন্দোলন

মালুচীর সুপ্রসিদ্ধ সমাজ-হিতৈষী জমিদার শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ বসু চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ ভক্তিভূষণ সম্প্রতি মাণিকগঞ্জ অঞ্চলে তাঁহার সমাজ সংস্কার আন্দোলনে দ্বিতীয় বারের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ঢাকা হইতে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার আহুত হইয়াছেন। গত এক সপ্তাহে তিনি মালুচী অঞ্চলে তিনটী সভায় হিন্দু সমাজের সংস্কার বিষয়ে তিনটী গবেষণা পূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন। গত ৩১শে মে রবিবার মালুচী প্রসন্ননাগ

মধ্য ইংরাজী স্কুল গৃহে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল রায় মুকুন্দনাথ বসু বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রথম সভা আহুত হয়। সভারম্ভে রায় প্রিয়নাথ একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় সভার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন এবং বক্তার পরিচয় প্রদান করেন। তৎপর সভাপতি বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে "হিন্দু সমাজের সংস্কার ও আমাদের কর্ত্তব্য" বিষয়ে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করেন। বক্তা সার্দ্ধ দুই ঘণ্টা-কাল উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভাতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, মাহিষ্য সাহা প্রভৃতি সকল শ্রেণীর হিন্দুই যোগদান করিয়াছিলেন। মাহিষ্য-সমাজের নেতা উকিল শ্রীযুত লালনবিহারী দাস বি, এল, বক্তাকে তাহার গভীর গবেষণার অসাধারণ উদারতা এবং সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর উন্নতি ও একতা সাধনের তীব্র আশঙ্কার প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করেন। সর্ব্বশেষ সভাপতি মহাশয় অল্প কথায় বক্তার পণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার উল্লেখ করিয়া সভার কার্য্য শেষ করেন। রায় প্রিয়নাথ তখনি সকলকে জানাইয়া দেন যে পরদিন সোমবার অপরাহ্নে ঐ স্থানে উক্ত রায় মুকুন্দনাথ বসু মহাশয়ের পুনঃ সভাপতিত্বেই আর একটী সভা হইবে। এবং সেই সভায় বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কায়স্থ-সমাজের উপনয়নাদি সংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। তদনুসারে সোমবারের সভাতেও মুকুন্দ বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে রায় প্রিয়নাথ কায়স্থ জাতির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এবং কায়স্থদের অন্য সকল জাতির সামাজিক উন্নতি বিষয়ে যত্নবান হওয়া একান্ত আবশ্যক তাহা সকলকে বুঝাইয়া দেন। তৎপর বিদ্যা-লঙ্কার মহাশয় কায়স্থের উৎপত্তি, ও পূর্ব্ব গৌরব এবং ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়নাদি সংস্কার প্রবর্ত্তনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক তিন ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন তৎপর এক ঘণ্টাকাল শ্রোতৃবর্গের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। রাত্রি ৯ নয় ঘটিকার সময় সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত কালীদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সভাপতির আসনে স্থাপিত করিয়া গৃহে গমন করিতে বাধ্য হন। এই সভায় মাণিকগঞ্জের প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত তেজেন্দ্রনাথ গুহ মজুমদার দেব বর্ম্মা উপস্থিত ছিলেন। কোন কোন প্রশ্নের তিনিও সভাপতি কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় সুন্দর উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত মহাশয়ের বৈদ্য জাতি বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণের অবতরণা করিয়া বলেন যে বঙ্গীয় বৈদ্য জাতি কদাচ অম্বোষ্ঠ নহেন, কায়স্থ ও বৈদ্য বস্তুতঃ একই জাতি উভয়ই ক্ষত্রিয়। রাত্রি ১০ টার সময় সভা ভগ্ন হয়।

৩রা জুন বৃহস্পতিবার লালী মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় গৃহে তৃতীয় সভাতে রায় প্রিয়নাথ সভাপতির পদে বৃত হন। তিনি অনতি দীর্ঘ বক্তৃতায় সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে "কায়স্থ-সমাজের সংস্কার ও হিন্দু সংগঠন সামন্ত কায়স্থদের কর্ত্তব্য" বিষয়ে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করেন। বক্তা এই বিষয়ে তিন ঘণ্টার উপর বক্তৃতা প্রদান করেন এবং উপস্থিত জনগণ গভীর মনোযোগের সহিত তাহার বহু তত্ত্বপূর্ণ উদার বক্তৃতা প্রবল করিয়া পুলকিত হন। তৎপর সিমুলিয়ার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচিত্ত গুহ রায় দেব বর্ম্মা শ্রীযুক্ত লালন বিহারী দাস বি, এল এবং জলপাইগুরির উকিল শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ বসু বি, এল আন্তরিকতার সহিত বক্তাকে এবং সভাপতি রায় প্রিয়নাথকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এবং সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর একতা ও উন্নতি বিশেষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। সর্ব্বশেষ সভাপতি অতিব হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় বৈদিক প্রমাণের অবতরণা করিয়া বেদোক্ত প্রাচীন আর্য্যধর্ম্ম পুনরায় অবলম্বন করিতে সকলকে উৎসাহিত করেন। এই সকল বক্তৃতার ফলে কায়স্থ-সমাজ এখন হিন্দু সমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা মহাপাপ দূরীভূত করিতে সংঘ বদ্ধ হইয়াছেন। এবং এখনও যাহারা উপবীত গ্রহণ করেন নাই তাহারা সত্বর উপবীত গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

শ্রীমোহিনীমোহন বসু রায়
মালুচী (ঢাকা)

ইদিলপুর (ফরিদপুর) কায়স্থ সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বর্ম্মা রায় চৌধুরী মহাশয় জানাইতেছেন—

মহামান্য হাইকোর্ট স্থির মন্তব্য করিয়াছেন যে বঙ্গদেশের কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইলেও অনুপবীত থাকা এবং নামের শেষে দাস শব্দ ব্যবহার করা ইত্যাদি দোষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া তাহাদের বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান এবং তাহাদের ঔরসজাত কোন দাসী কি রক্ষিতা বেশ্যার গর্ভজাত সন্তানও তাহাদের বিত্তাধিকারী হইবে। এখন কোন কোন কায়স্থ-সন্তান উপবীত গ্রহণে এবং বার দিন অশৌচ পালনে পূর্ব্বাবস্থা লাভের চেষ্টা করিতে হইল। উপরোক্ত কারণ গুলিই কায়স্থের শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এবং তজ্জন্য শাস্ত্রানুমোদিত উপায়াবলম্বনে কায়স্থ-সমাজের উন্নতি সাধন একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া সমগ্র বঙ্গজ, উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী এবং বারেন্দ্র, চারি শ্রেণীর কায়স্থগণই একবাক্য স্বীকার করিতেছেন। আমাদের ইদিলপুরে এ যাবত অতি অল্প সংখ্যক কায়স্থই নিজ নিজ কার্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা ঐ মহৎ কার্য্যের সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। এই অবস্থায় শূদ্রাপবাদ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিতে যত্ন চেষ্টা করা কায়স্থ মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী কায়স্থগণ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে যাহারা উপবীত গ্রহণ দ্বারা এবং উপবীত গ্রহণে সহানুভূতি দ্বারা এই মহতী কার্য্য সাধনে সাহায্য করিয়াছেন

ও করিবেন, আমরা সর্ব্বপ্রকারে তাহাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিব। যাহারা অন্যায় রূপে এ কার্য্য সাধনে বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, আমরা তাহাদের সংস্রব ত্যাগ করিতে যথা সাধ্য চেষ্টা করিব। ইতি সন ১৩২৮। তারিখ ২৮শে ফাল্গুন।

স্বাক্ষর।

বেজনিসার—শ্রীঅনন্তকুমার রায় চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, হেমচন্দ্র বসু, দুর্গামোহন গুহ।

মূলগাঁ—শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র গুহ, হরকুমার গুহ রায়, রাসবিহারী গুহ, কৈলাসচন্দ্র গুহ রায়, অশ্বিনীকুমার রায়, চন্দ্রকুমার রায়।

ধীপুর শ্রীতারাপ্রসন্ন বসু, নগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ললিতকুমার বসু, সুধাংশুভূষণ বসু, সতীশচন্দ্র রায়, যোগেন্দ্রনাথ বসু, জীতেন্দ্রকুমার বসু, ভূপেশচন্দ্র বসু, রমেশচন্দ্র বসু।

টেংরা—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, অন্নদাচরণ রায় চৌধুরী, হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, সূর্য্যকুমার রায় চৌধুরী, সন্তোষকুমার রায় চৌধুরী, অবিনাশ চন্দ্র রায় চৌধুরী।

সিঙ্গাডাহা—শ্রীকৃষ্ণকুমার রায় চৌধুরী, মহেন্দ্রনাথ গুহ রায়, অবনীনাথ রায় চৌধুরী, হরকুমার বসু, যতীন্দ্রমোহন বসু, রমেশচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু।

পট্টী—শ্রীচন্দ্রমোহন ঘোষ, প্রভাতচন্দ্র বসু, সূর্য্যকুমার রায় চৌধুরী।

দাসের জঙ্গল—শ্রীশ্যামাচরণ ঘোষ, আনন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী, অনিমেষ চন্দ্র রায় চৌধুরী, সুরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, মনমোহন রায় চৌধুরী, চন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী।

কুটেপট্টী—শ্রীহরেন্দ্রকুমার বসু, করুণাকান্ত বসু, প্রকাশচন্দ্র রায় চৌধুরী, মনমোহন রায় চৌধুরী, অম্বিকাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, প্রভাত চন্দ্র রায় চৌধুরী।

বিপটীয়া—শ্রীদেবেন্দ্রকুমার বসু, ভুবনমোহন রায়, সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী শ্যামাচরণ রায় চৌধুরী।

দিকশ্রল—শ্রীউমাচরণ বসু।

কানাইকাটী—শ্রীহীরালাল গুহ।

জলহন—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ।

কাকৈসার—শ্রীউপেন্দ্রমোহন রায়।

কায়স্থ পত্রিকা

২৪শ বর্ষ } শ্রাবণ ১৩৩২ { ৪র্থ সংখ্যা

সভাপতির সম্বোধন*

(মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বর্ম্ম বাহাদুর)

"সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শিবম্।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকার্য্যাণি কারয়েৎ॥"

সমাগত বর্ণগুরু অধ্যাপকমণ্ডলি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ! আপনাদিগকে আমার যথাযোগ্য ভক্তিপূর্ণ প্রণাম, নমস্কার ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। যে সভার প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে ২৩ বর্ষ পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠবাসী আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব সভাপতিত্ব করিয়া গিয়াছেন, যে উচ্চাসনে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার্ চন্দ্রমাধব ও কায়স্থগৌরব সারদাচরণ প্রভৃতি মনীষিগণ অধিষ্ঠিত থাকিয়া সভার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই মহোচ্চপদে মাদৃশ অযোগ্য ও অকিঞ্চন ব্যক্তিকে কেন যে আপনারা বরণ করিয়াছেন বুঝিতে পারি না? এখনও বহু মনীষী, বহু স্বনামধন্য মহাত্মা এই সভা উজ্জ্বল করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন যোগ্য ব্যক্তিকে এই গৌরবময় উচ্চাসনে নিয়োজিত করিলে আমি সমধিক আহ্লাদিত হইতাম। আমার নানা বিষয়ে অক্ষমতা ও অযোগ্যতা লক্ষ্য করিয়াও এই সম্মানিত পদে নিযুক্ত করায় আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আজ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশন। এই শ্রাবণ মাসে কায়স্থ-সভা চতুর্ব্বিংশ অতিক্রম করিয়া পঞ্চবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন।

* ১৩৩২ শ্রাবণ কায়স্থ-সভার ২৩ বার্ষিক অধিবেশন ও নিখিল বঙ্গীয় কায়স্থ সম্মেলনে সভাপতি দিনাজপুরাধিপতি পাঠ করেন।

গত বার্ষিক অধিবেশনের পর আলোচ্য-বর্ষে সভার উপর দিয়া অনেক ঝঞ্ঝাবা গিয়াছে। এই অল্প সময় মধ্যে আমাদের অনেকগুলি মহাত্মা আমাদিগকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। বার্ষিক কার্য্য বিবরণীর-মধ্যে তাঁহাদের নাম পাইবেন। তন্মধ্যে কায়স্থ-কুল-গৌরব মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মনস্বী রাজকৃষ্ণ দত্ত, মহাপ্রাণ রায় বিনোদবিহারী বসু, প্রবীণ ব্যবহারজীব কালীনাথ মিত্র (C. I. E.), রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর এবং বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের প্রথম বাঙ্গালী Under Secretary রায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর মহোদয়গণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি। ইঁহার প্রত্যেকেই আমাদের কায়স্থ-সমাজের এক একটী জ্যোতিষ্ক স্বরূপ ছিলেন। তাঁহাদের অভাবে আমাদের এই কায়স্থ-সভার, বিশেষতঃ কায়স্থ-জাতির যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ হইবার নহে।

এই দুঃসহ শোক-সংবাদের সহিত কিছু আনন্দের কথাও বলিবার আছে। আমাদের সভ্য মাননীয় স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বড়লাটের শাসন-পরিষদের সমুচ্চ সদস্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

আলোচ্য-বর্ষে সভা কি করিয়াছেন তাহার খতিয়ান সভার বার্ষিক কার্য্য বিবরণীতে মুদ্রিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। আ আমাদের কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য-প্রচারে যাঁহারা এক প্রকার জীবন উৎ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কায়স্থপণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যাল কায়স্থজাতির একনিষ্ঠ ভক্ত সুবক্তা শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, শ্রী শ্রীশচন্দ্র বর্ম্ম মজুমদার ও শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের নাম এখানে উ করা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। তাঁহাদের চেষ্টায় গত বর্ষে প্রায় দুই সহস্র ব যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন।

সভাপতির দায়িত্বগ্রহণের পর আমার যে ভাবে কার্য্য করা উচিত ছিল আ কিছুই করিতে পারি নাই। তজ্জন্য আমি আপনাদের নিকট ক্ষমা ভি করিতেছি।

আজ এই শুভ সুযোগে আপনাদের সমক্ষে আমার মনের কয়েকটী নিবেদন করিতেছি।

কায়স্থ-সভা আরম্ভ হইতে এই ২৪ বর্ষকাল শত শত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নহি। তাঁহাদের শাস্ত্রালোচনার ফল আপনাদিগকে বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিতে পারি এরূপ শক্তিও আমার নাই। কিন্তু আমাদের প্রচলিত আচার ব্যবহার ও কয়েকটী ঐতিহাসিক নিদর্শনের দ্বারা আমরা যে নিঃসন্দেহে ক্ষত্রিয়বর্ণ তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি।

আমাদের দিনাজপুর-রাজবংশে বর্ত্তমান সময় হইতে তিনশত বর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যতদূর কাগজপত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তন্মধ্যে রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তরের দানপত্রে 'বর্ম্মা' উপাধি পরিদৃষ্ট হয়। এমন কি অদ্যাপি বিজয়াদশমীর দিন চিত্রগুপ্তের মন্ত্রলিখনের পর পুরোহিত কর্ত্তৃক মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকেন তাঁহার হস্তে তরবারি প্রদানের প্রথা প্রচলিত আছে। বলা বাহুল্য এই প্রথা পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয়সমাজে বিজয়-যাত্রারই অনুকল্প মাত্র। চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে আমাদের উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ নন্দরাম সিংহ স্বয়ং শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের পূজা করিতেন। এই প্রথা তাঁহার অধস্তন একাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই বংশে প্রণব উচ্চারণ ও শিষ্যরক্ষার প্রথা এবং নিজেদের মধ্যে স্বয়ং দেবপূজার অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণপ্রধান বরেন্দ্রভূমে নিরাপত্তিতে চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে। গয়ালীদিগের তীর্থযাত্রার খাতায় চন্দ্রদ্বীপের প্রসিদ্ধ কায়স্থ-সমাজপতি রাজা দনুজমর্দ্দন দেব ও তাঁহার বংশধরগণ "ক্ষত্রিয়রাজকেতু" বলিয়া লিপিবদ্ধ দেখা যায়।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালীন অন্যতম প্রধান রাজপুরুষ কেশব বসু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ক্ষত্রিয়ের 'ছত্রি' উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছেন। খৃষ্টীয় ১১শ শতকে উৎকীর্ণ ত্রিকলিঙ্গাধিপতি মহাশিব যযাতিরাজের তাম্রশাসনে তাঁহার সান্ধিবিগ্রহিক রাণক শ্রীরুদ্রদত্তের পরিচয় আছে। সেই তাম্রশাসনের অনুবাদক ও বঙ্গবাণীর প্রসিদ্ধ সম্পাদক ঐতিহাসিক শ্রীযুক্তবিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় রুদ্রদত্ত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"It is also to be noted that Rudra Datta who was a Bengali Kāyastha called himself a Rāṇaka which indicates a Kshatriya origin." (Vide Journal of the Behar and Orissa Research Society, 1917, March).

বঙ্গীয় কায়স্থ-বীর শ্রীধরদাস এই বঙ্গ হইতে গিয়াই মিথিলা-বিজেতা কর্ণাটক নান্যদেবের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তিনি মিথিলার কায়স্থ-সমাজে প্রধান কুলীন ও শ্রীধর ঠাকুর নামে পরিচিত। আমাদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় স্বয়ং মিথিলার সেই শ্রীধরঠাকুরের বংশধরগণো নিবাসভূত আন্ধ্রাঠাড়ি গ্রামে গিয়া শ্রীধরের সমসাময়িক যে শিলালিপি উদ্ধা করিয়া আনিয়াছেন, তাহাতে সেই কায়স্থ ঠাকুর মহাশয় "ক্ষত্রবঙ্গাব্জভানু" অর্থাৎ বাঙ্গালী ক্ষত্রিয়কুলের সূর্য্যস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছেন। সুতরাং বিশুদ্ধ বঙ্গী কায়স্থগণ নিঃসন্দেহে যে ক্ষত্রিয় বা দ্বিজবর্ণ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের অনুকূলে এইরূপ শত শত অকাট্য প্রমা থাকিলেও এখনও বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের অনেকের নিদ্রাঘোর ভাঙ্গে নাই অনেকেই জাগিয়া ঘুমাইতেছেন। এখনও অনেকে দ্বিজবর্ণের দাবী করি পরাঙ্মুখ বা পশ্চাৎপদ। তাঁহাদের এইরূপ ঔদাসীন্যের জন্য আমাদের সমাজে কি দুর্দ্দিন আসিতেছে, মোহঘোরে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না।

বাঙ্গালার চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন, বুঝিতে পারিবেন—শিক্ষা দীক্ষায় ও সদাচারে যাঁহারা সামান্য উন্নত হইয়াছেন তাঁহাদের সকলের ম একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সেই সকল সমাজে অন্তরুচ্ছ্বাস দেখা যাইতে শূদ্রত্বাপবাদরূপ দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার জন্য সকলেই বদ্ধ-পরিকর। কি এই কলিকাতার কায়স্থ-সমাজ "শুধুই ঘুমিয়া রয়।" এই কলিকাতা আমাদের বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার জন্ম, এই কলিকাতা হইতেই বঙ্গীয় কায় ক্ষত্রিয়ত্ব বিঘোষিত এবং এই কলিকাতা হইতেই কায়স্থ-সমাজে দ্বিজোচিত ক্ষ সংস্কার প্রবর্ত্তিত। আজও কলিকাতাই কায়স্থ-আন্দোলনের কেন্দ্র। এই কলি কাতার কায়স্থ-সভা হইতেই প্রেরিত প্রচারকগণের ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে ম মফঃস্বলবাসী সহস্র সহস্র কায়স্থ-সন্তান উদ্বুদ্ধ হইয়া দ্বিজোচিত সংস্কার গ্রহণ করি ছেন ও বাঙ্গালার কায়স্থ জাতিকে ধন্য করিতেছেন। হে, কলিকাতার নেতৃ আপনাদের উৎসাহ ও ভরসায় মফঃস্বলবাসী আপনাদের মুখাপেক্ষী। আমি করে আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, আপনারা আর জাতীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হই না। এই জাতীয় অভ্যুদয়ের দিনে অপর সকল সমাজ কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণো হইয়া স্ব স্ব সমাজ-সংস্কারে অগ্রসর হইয়াছেন। আপনারাই একদিন তাঁহা পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন, এখন নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে কেন? আপ অগ্রসর হউন, অতীত পূর্ব্বপুরুষগণের এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জাতীয় রক্ষা করুন।

এই ২৩ বর্ষকাল কায়স্থ-সভার চেষ্টায় প্রায় লক্ষ কায়স্থ দ্বিজোচিত

সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কারপ্রবর্ত্তনে কায়স্থ-সভা যতটা সফলকাম হইয়াছেন সভার অপর প্রধান উদ্দেশ্যগুলি অর্থাৎ আন্তর্বর্ণিক বিবাহ, কন্যা-পণ-প্রথার উচ্ছেদসাধন, দুঃস্থ অনাথ বালক ও নিরন্ন বিধবাগণের সাহায্যদান, সমাজস্থ দুঃস্থ বালকগণের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা, জাতীয় ভাণ্ডার-গঠন ও সভার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান-প্রতিষ্ঠায় সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। ইহা আমাদের কায়স্থ জাতির পক্ষে কলঙ্ক সন্দেহ নাই। এই সকল গুরুতর কার্য্য ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এ কারণ আমার সানুনয় প্রার্থনা আমাদের সমাজস্থ সমর্থ ব্যক্তি মাত্রেই আমাদের মৃতপ্রায় সমাজকে জীবিত করিবার জন্য, জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অগ্রসর হউন।

কেহ কেহ মনে করেন, এই সুদীর্ঘ ২৪ বর্ষ কায়স্থ-সভা কি করিলেন? কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য সম্যক্ সিদ্ধ না হইলেও আংশিক যে সিদ্ধ হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। এই সভায় প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব সভাপতিরূপে যে বাণী শুনাইয়াছিলেন, আমি তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া পুনরায় জানাইতেছি —

"এই অল্প সময়ের মধ্যে সভা যাহা করিয়াছেন, তাহাতে হতাশ হওয়ার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। রোম নগর একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই। বর্ত্তমান সুসভ্য য়ুরোপীয় সমাজ বা প্রাচীন হিন্দুসমাজ একদিনে গঠিত হয় নাই। সকল কার্য্যই সময়-সাপেক্ষ, সুতরাং যে উদ্দেশ্য—যে লক্ষ্য যত মহৎ হইবে, যাহার সাধন যত কঠিন হইবে, তাহারই সংসাধনে তত অধিক সময়ের আবশ্যক হইবে, তত সমবেত চেষ্টা ও যত্নের আবশ্যক হইবে, তত অধিক ব্যয়ের আবশ্যক হইবে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম।"

কায়স্থ-সভা শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। এখন ছেলে খেলার সময় গিয়াছে। এখন অনর্থক বাক্যব্যয় বা পরমুখাপেক্ষী হইবার সময় আর নাই। এখন আপনাদের মধ্যে বাদবিসম্বাদ ভুলিয়া যাহাতে আমাদের স্বজাতির মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারি, পরকে আপন করিতে পারি, স্বার্থপরতা দূর করাইতে পারি, সর্ব্বতোভাবে আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। মনে রাখিবেন জাতীয় গৃহবিবাদে জাতিরই সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। একারণ আমাদের সমাজে স্বজাতি-দ্রোহিতা ও দলাদলি বিস্মৃতি-সলিলে ভাসাইয়া দিতে হইবে। সকলকে যাহাতে একতাসূত্রে সম্মিলিত করিতে পারি, তজ্জন্য প্রাণপণে উদ্যোগী হইতে হইবে।

বিরাট্ কায়স্থ-সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে বিরাট্ আয়োজন চাই। সেরূপ আয়োজন এতদিন হয় নাই বলিয়া কায়স্থ-সভার মহৎ উদ্দেশ্যগুলি সম্যক্ সুসিদ্ধ হয় নাই। আমাদের কর্ম্মীর সংখ্যা—প্রচারকের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে; কর্ম্মক্ষেত্র যাহাতে প্রসারিত হয়, তজ্জন্য উপযুক্ত অর্থসংগ্রহ করিতে হইবে। অর্থাভাবে কায়স্থ-সভা অনেক মহৎকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিতেছেন না, এ কারণ কর্ত্তব্যপরায়ণ সমাজহিতৈষী কায়স্থ মাত্রেরই সভার প্রতি সদয় দৃষ্টি প্রার্থনা করিতেছি।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে ভীষ্মের ন্যায় তর্পণীয়েরও তর্পণীয়, সকল বর্ণের বন্দনীয়, সেই ধর্ম্মরাজসহকারী—পুরাণপ্রথিত সূর্য্য-পুত্র দেবক্ষত্রিয় শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তের আমরা বংশধর। আমরা যেন অপরের নিকট নিন্দিত ও ঘৃণিত না হই। আমরা যদি আমাদের পরস্পর পরস্পরকে স্বজাতিপ্রেমে আবদ্ধ করিতে পারি, পরস্পরের সুখদুঃখের ভাগী হইতে পারি, তাহা হইলে আমরা আমাদের এই ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে আবার সেই পূর্ব্ব গৌরবে মণ্ডিত করিতে পারিব।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের নিবেদন*।

—০:*:০—

শ্রদ্ধাস্পদ মাননীয় মহারাজ বাহাদুর ও স্বজাতীয় সভ্যমহোদয়গণ! গতকল্য বার্ষিক সভায় যোগদান করিবার জন্য আমার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে একাদশীর নৈমিত্তিক বিপ্লবে আমার শরীর শুক্রবার রাত্রি হইতেই পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বেশী খারাপ হয়। তৎপরে গত কল্য সমস্ত শরীর কম্পিত ও মস্তক ঘূর্ণিত হওয়ায় সভাস্থ হইবার বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। আমি সশরীরে উপস্থিত হইতে না পারিলেও আমার অন্তরাত্মা আপনাদের নিকট উপস্থিত জানিবেন।

মফঃস্বলবাসী অনেকের বিশ্বাস আমি গত বার্ষিক অধিবেশনের পর হইতে কায়স্থ-সভার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছি! তাঁহাদের এ বিশ্বাস অমূলক। আমার জীবন যতদিন আছে ততদিন আমাকে কায়স্থ-সভার সেবকই জানিবেন। কায়স্থ-জাতির জন্য আমি জীবন নিয়োগ করিয়াছি।

গত বার্ষিক অধিবেশনের প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমি এই ভগ্ন ও রুগ্ন দেহে কায়স্থ-সমাজের ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি। আমার জীবনের ইহাই প্রধান ও চরম কর্ত্তব্য মনে করি। আশা করি এ সম্বন্ধে আপনারা সকলেই আমাকে উৎসাহ দান করিবেন।

অল্পদিন মধ্যে কায়স্থ-সভার মেরুদণ্ড স্বরূপ ক-একজন মহাত্মা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন—তাহাতে কায়স্থ-সভার নিতান্তই ক্ষতি হইয়াছে, এ ক্ষতি বোধ হয় আর পূরণ হইবে না। বলিতে কি তাঁহাদের তিরোধানে ও নানা কারণে সভার জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া পড়িতেছে। এ সময়ে কায়স্থজাতির

* এই পত্রখানি কায়স্থ-সভার ২৩শ বার্ষিক অধিবেশনের ২য় দিনে মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় পাঠ করেন।

হিতৈষী মাত্রেরই সভাকে উজ্জীবিত রাখিবার জন্য আনুকূল্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। আমাদের আত্মীয় স্বজনের জীবন আমাদের নিকট যেরূপ মূল্যবান্, বঙ্গীয় কায়স্থজাতির বহু সাধনার প্রতিষ্ঠান এই কায়স্থ-সভাও আমাদের প্রত্যেকের সেইরূপ পরমাত্মীয় স্বরূপ মনে করা উচিত। কায়স্থ-সভাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলে আমাদের জাতীয় সংঘশক্তি বৃদ্ধি হইবে—আমাদের জাতীয় সম্ভ্রম রক্ষার স্থান হইবে। আর যদি আমরা কায়স্থ-[illegible] জাতীয় ভাবে অবহেলার চক্ষে দেখি, তাহা হইলে [illegible]র পতনের সহিত আমাদেরও জাতীয় অধোগতি অনিবার্য্য। কায়স্থ-জাতির অতীত ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিয়া কায়স্থ-সভাকে গৌরবাস্পদ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এ কারণ আপনাদের নিকট আমার করযোড়ে প্রার্থনা কায়স্থ-সভার পুষ্টির জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হউন। যাহাতে আমরা বহু কর্ম্মী ও বহু প্রচারক পাই, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এ[illegible] অর্থব্যয় ব্যতীত কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য প্রচারে আমরা কখনই সফলকাম হইব না। এ কারণ আমি প্রত্যেকের নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি—আপনারা কৃপা করিয়া সভার প্রচার-ভাণ্ডারে সাধ্যানুরূপ অর্থ সাহায্য করুন। আমি অতি সামান্য ব্যক্তি—প্রতি বর্ষে প্রচার-ভাণ্ডারে ৫০৲ টাকা দিতে প্রস্তুত আছি। আশা করি এই দানের প্রার্থনা বিফল হইবে না।

বিনয়াবনত

শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী

(১৩৩১।৩২)

করুণাময় শ্রীভগবানের অপার কৃপায় বিরাট্ কায়স্থ-জাতির প্রথম পুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের শুভাশীর্ব্বাদে, মনীষী ভূদেবগণের শুভেচ্ছায় ও স্বজাতিবৃন্দের সহানুভূতিতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা ত্রয়োবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া (১৩৩১ সালের) শ্রাবণ মাসে চতুর্বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে; ১৩৩২ সালের শ্রাবণে চতুর্বিংশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইল। যুগ-পরিবর্ত্তনের বর্ত্তমান সন্ধিক্ষণে বর্ণাশ্রমী সনাতন-ধর্ম্মের সংস্থাপন কালে নানা সামাজিক উৎপাত, বাদ-বিসম্বাদ ও হিংসা-বিদ্বেষ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা যখন ২৪ বৎসর অতিক্রম করিল, তখন সহৃদয় স্বজাতীয়গণের সাহায্যে এই সভা সুপ্রতিষ্ঠ থাকিয়া, বঙ্গের বিরাট্ কায়স্থ-জাতির সম্যক উন্নতি সাধন করিয়া জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠ ও পূর্ব্ব-গৌরবে গৌরবান্বিত করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আলোচ্য বর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণ

(২০এ আষাঢ়, ১৩৩১ হইতে ১০ই শ্রাবণ, ১৩৩২ পর্য্যন্ত)

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি—এই সমিতির, একটি স্থগিত ধরিয়া, ১০টী অধিবেশন হইয়াছে। নানারূপ অসুবিধার মধ্যেও প্রায় অধিকাংশ অধিবেশনে অনেক সভ্যমহোদয় উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। এই বৎসর বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কলিকাতা বাগবাজারের নামখ্যাত ভূম্যাধিকারী স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বসু মহাশয়ের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র, কায়স্থ-সভার মেরুদণ্ড-স্বরূপ, স্বজাতি-প্রেমিক, স্বজাতির একনিষ্ঠ হিতৈষী বন্ধু ও সেবক, তেজস্বী, কর্ত্তব্যপরায়ণ, সুধী রায় বিনোদবিহারী বসু বি, এ মহাশয়ের অকাল-পরলোক-গমনে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা, তথা সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি, এরূপ একনিষ্ঠ সেবক ও সহৃদয় কর্ম্মী-হারা হওয়ায় সভার কর্ম্মাধ্যক্ষগণ যে কি পরিমাণে সুপরিচালক ও সুপরামর্শদাতার অভাব বোধ করিতেছেন, তাহা ভাষায়

ব্যক্ত করা অসম্ভব। আরও নিম্নোল্লিখিত পাঁচ জন পরমহিতৈষী বন্ধু ও কর্ম্মী পরলোকগমনে কায়স্থ-সভা মর্ম্মাহত ও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন :—১। সভার সদস্য শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ২। সভার একনিষ্ঠ সেবক ও ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ দত্ত, ৩। ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি শ্রদ্ধেয় কালীনাথ মিত্র, সি, আই, ই, ৪। আলোচ্যবর্ষের কোষাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর, ৫। স্বজাতি বৎসল শ্রদ্ধেয় রায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বাঁহাদুর। বার্ষিক-কার্য্য-বিবরণী মধ্যে এই বিষম ক্ষতির কথা আমরা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আলোচ্য বর্ষে অন্যান্য হিতৈষিগণের সহিত পরামর্শক্রমে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্যানুযায়ী প্রধান সম্পাদকদ্বয় সভার সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন, এজন্য শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয় সভার বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-পূজা ও জাতীয় সম্মেলন—আলোচ্য বর্ষে ১২ই কার্ত্তিক বুধবার ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার পুণ্য-বাসরে কায়স্থ-বীজপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বিগ্রহ–পূজা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্যালয়ের পার্শ্বে, স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত মহাশয়ের "লক্ষ্মী-নিবাসে"র সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে এই পিতৃ-যজ্ঞের স্থান হইয়াছিল। কায়স্থজাতির এই পিতৃপূজা-যজ্ঞে বহু গণ্য-মান্য ব্রাহ্মণ ও স্বজাতিবর্গ যোগদান করিয়া সভাকে উৎসাহিত ও আপনাদিগকে ধন্য করিয়াছিলেন। এবারকার পূজায় পুরোহিত ছিলেন পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তন্ত্রধারকের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে একটী উপনয়ন-কেন্দ্র হইয়া ছয় জন কায়স্থ-সন্তান ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। পত্রিকায় এই উপনয়ন-সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

শাখা-সমিতি—বর্ত্তমান বর্ষে সভার ২টী নূতন শাখা বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত শাখা-সমিতিগুলির এবং স্থানীয় স্বজাতিবৃন্দের অনুষ্ঠিত নানা কেন্দ্রে উপনয়ন-প্রচারের যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে। ইদিলপুর (ফরিদপুর) ও নোয়াখালি স্থানের দুইটী নবপ্রতিষ্ঠিত শাখাসভার নিকট সভা আগামীবর্ষে বহু সাফল্য আশা করেন।

সভার সভ্য-সংখ্যা—আলোচ্য বর্ষে নূতন ৮৭ জন কায়স্থ মহোদয় সভ্য-হিসাবে সভায় যোগদান করিয়াছেন—পূর্ব্ব বৎসরে ৯০ জন নূতন সভ্য হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের জন্য এবং অন্যান্য নানা কারণে সভ্য সংগ্রহ আশানু-

রূপ হয় নাই। (কিন্তু সভার প্রথম ও প্রধান প্রস্তাব—কায়স্থের দ্বিজোচিত-সংস্কার-গ্রহণ-বিষয় বিশেষ ভাবে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, যথাস্থানে তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল)

কায়স্থ-পত্রিকা—পত্রিকার নূতন গ্রাহক ২০ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতিভাশালী কায়স্থ মনীষীবৃন্দ তাঁহাদের নিজ-জাতীয় এই পত্রিকাখানির প্রতি আশানুরূপ ও যথোচিত কৃপাদৃষ্টি করেন না, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া পত্রিকা-সম্পাদন করিয়াছেন—সে জন্য তিনি সভার ধন্যবাদার্হ।

বিবাহে পণ-গ্রহণ ও আন্তর্গণিক বিবাহ—বর্ত্তমান বর্ষে ৬টী মাত্র বিনা পণে বিবাহের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং ঐ সংবাদগুলি যথা সময়ে পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ বিবাহের সকল সংবাদ পাওয়া যায় না। কায়স্থ-সমাজের শ্রীবৃদ্ধির প্রধান অন্তরায় এই ভয়ানক পণ-প্রথার উচ্ছেদ-সাধনের দিকে আমরা সহৃদয় স্বজাতিবৃন্দের দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতেছি। ম্যালেরিয়া রাক্ষসী বর্ষে বর্ষে যত না বঙ্গবাসীকে ধ্বংসমুখে লইয়া যাইতেছে, পণ-প্রথারূপ মহা-অনিষ্ঠকর সামাজিক ব্যাধি বঙ্গীয় সমাজকে, তথা কায়স্থ-সমাজকে, তদপেক্ষা অধিক বিনষ্ট করিতেছে। যে ব্যাধি সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিকে দারুণ মনোকষ্টে ও অর্থকষ্টে মৃতকল্প করিয়া রাখিয়াছে, তাহার মূলোৎপাটন আশু কর্ত্তব্য। এবার আন্তর্গণিক বিবাহের ৩টী মাত্র সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। স্বজাতীয় একতাবর্দ্ধনার্থ আন্তর্গণিক বিবাহের প্রচলন বিশেষ আবশ্যক তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

প্রচার—বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার পরম হিতৈষী স্বেচ্ছাপ্রচারকদ্বয়—কায়স্থ জাতি ও বর্ণতত্ত্ববিদ্ স্বজাতিপ্রেমিক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার ও জাতির একনিষ্ঠ সেবক সুবক্তা শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয়গণ—সভার প্রধান কার্য্য প্রচার ও ক্ষত্রিয়-সংস্কার-গ্রহণ-বিষয়ে নানা কেন্দ্রে নিঃস্বার্থ ভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন। সভার প্রচারক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়বর্ম্মা তত্ত্বনিধি মহাশয় স্থবির হইলেও বহু পরিশ্রম করিয়া, উৎসাহের সহিত নিজ ব্যয়ে কয়েক স্থানে উপনয়ন এবং ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায়বর্ম্মা প্রচারক মহাশয়দ্বয় বিপদ্‌পাত ও অসুস্থতার মধ্যেও মফঃস্বলের কয়েকস্থানে সফলতার সহিত সভার উদ্দেশ্য প্রচার করিয়াছেন, এবং বহুসংখ্যক কায়স্থকে

সাবিত্রী-সংস্কার গ্রহণ করাইয়াছেন। এজন্য প্রচারকগণ সকলেই সভার বিশে ধন্যবাদভাজন। তবে ইঁহাদিগের নিকট সভা আরও অধিক আশা ও দাবী করেন। যতক্ষণ না বঙ্গের প্রত্যেক কায়স্থ-সন্তান ক্ষত্রিয়াচারী ও ক্ষত্রিয়-ধর্মী হন, ততক্ষণ প্রচার কার্য্যের শেষ নাই। আর এক কথা এখানে উল্লেখ করা উচিৎ মনে করি। সভার প্রচারকগণ অনেকস্থলে প্রচার করিয়া আসার পর স্থানীয় কায়স্থ-সংস্কারপ্রেমিকগণের চেষ্টায় অনেক ব্যক্তি উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন—সেই সকল উপনয়ন-সংবাদ যথাসময়ে না পাওয়ায় কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই; কিন্তু পত্রিকান্তরে উহা প্রকাশ করিয়া নিজ গৌরববৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

ক্ষত্রিয়াচার পুনঃগ্রহণ—এ বৎসরও এ বিষয়ে সভা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সভার সহযোগিতায়, সভার কর্ম্মচারিগণ, প্রচারকগণ এবং স্থানীয় সভ্যগণের সাহায্যে বহু সংখ্যক কায়স্থ-সন্তান এবার সাবিত্রী-সংস্কার গ্রহণ করিয়া স্বজাতির পূর্ব্ব-গৌরব প্রতিষ্ঠার সাহায্য করিয়াছেন। নিম্নে যথাসংগৃহীত সংস্কার বিবরণের তালিকা দেওয়া গেল :—

ময়মনসিংহ জেলা—ময়মনসিংহ ৫ জন, টাঙ্গাইল ৬৭ জন, নাগরপাড়া ৫০ জন, সাতুটিয়া ৭ জন, কাঁচপাই ১১ জন, বহুরিয়া ১৯ জন, নববনগ্রাম ১১ জন, আলোয়া ৩ জন, জালালিয়া ১০১ জন, চামারী ৩০ জন, ভাদ্রা ১০ জন, নলশোন্দা ৩৩ জন, কাটালতলী ২ জন, দত্তগ্রাম ১ জন, বৃদ্ধিবল্লা ২৬ জন, বীরবাসিন্দর ৩৮ জন, রসুলপুর ২৮ জন, পিচুরিয়া ২৪ জন, সহবতপুর ১৪ জন, থারাকুমল্লি ১১ জন, সাতুটিয়া ১২ জন, নন্দপাড়া ২১ জন, ভাটপাড়া ১০ জন, চেচুয়াজানী ১৯ জন, নন্দনগাতি ২১ জন, ঘাটাইল ৬ জন, কর্ণা ৩৩ জন, গলগণ্ডা ২১ জন, জামুরিরা ৬৪ জন, সাঙ্গালিয়াপাড়া ৪ জন। ঢাকা জেলা ঢাকায় ৯ জন, ঘিওর ৩৭ জন, কুকুরতারা ১৩ জন, খেরুপাড়া ১ জন, বানাইল ১ জন, বিস্‌রা ১ জন। কলিকাতা—বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা ৬ জন। ২৪ পরগণা—বসিরহাট ৭ জন, ধলচিতা ৮ জন। টাউন শ্রীপুর ১১ জন পাবনা পাবনা ৫ জন, চান্দাইকোণা ২ জন, পুটীয়া ৭২ জন, ঘোরজান ৩০ জন, নন্দলালপুর ১৭ জন, পোড়জানা ৫ জন, বারৈভাগ ৭ জন, গাড়ু্‌দহ ২১ জন, বয়ড়াবাড়ী ৪৪ জন, স্থল ৩১ জন, চৌহালী ৬৬ জন, ভাটদিঘলিয়া ১৩ জন, ফরিদপুর—চারিরশী ১ জন, ঘটমাঝি ৩৬ জন, ধীপুর ৭ জন, শৈলডুবী ৮ জন, চিকন্দী ১ জন, রামনগর ১৬ জন, টেংরা ৯ জন, গোড়দীয়া ১ জন। খুলনা—

নন্দনপুর ৪৯ জন, টাউন শ্রীপুর ১১ জন, শ্রীফলতলা ২২ জন, বারাকপুর ১৪ জন, মৈবাঘুণী ৩১ জন। মুর্শিদাবাদ—খাগড়া ১ জন, বহরমপুর ৩ জন। কুমিল্লা—কুমিল্লা ৪ জন। পূর্ণিয়া—ফরবেসগঞ্জ ২ জন। শ্রীহট্ট—বানিয়াচঙ্গ ২০জন। বগুড়া—রায়কালী ৪ জন।

এই সকল উপনয়নের বিবরণ যথাসময়ে পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে;—এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসু রায় বর্ম্মা (মালুচি, ঢাকা) শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী (টেংরা, ফরিদপুর) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন সরকার বর্ম্মা (বহরমপুর), শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র রায় বর্ম্মা (বাগমারা, পাবনা) রাজেন্দ্রনাথ বসু, বি, এল, (সিরাজগঞ্জ) দীনবন্ধু সেন বর্ম্মা (বেলফুলীয়া, খুলনা) মনোরঞ্জন ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী (ঢাকা) নরেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা, শরৎচন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা, জিতেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (জমিদার) প্রবোধ-চন্দ্র ঘোষ, এম, এ; বি, এল, কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বিশারদ (বসিরহাট) শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ (কান্দী) যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা, ভাঙ্গা (ফরিদপুর), অন্নদা-চরণ ঘোষ (সালধ—ফরিদপুর), কেশবচন্দ্র বর্ম্মা ভৌমিক (বাঐখোলা, পাবনা) সতীশচন্দ্র বসু বর্ম্মা (বাঁশবাড়ীয়া, পাবনা) বিজয়গোবিন্দ সোম সরকার বর্ম্মা (বয়ড়াবাড়ী, পাবনা) প্রফুল্লচন্দ্র কাব্যতীর্থ ও দ্বিজেন্দ্রলাল বর্ম্ম অধিকারী (স্থল, পাবনা) রসিকচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ (দক্ষিণ টাঙ্গাইল) দেবেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মা সরকার (শ্রীপুর) প্রভৃতি মহাশয়গণ নানা ভাবে উৎসাহ দান করায় সভার বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

সভার প্রচারকগণ ও উপরোক্ত স্বজাতি-প্রেমিক মহাশয়গণের সাহায্যে এ বৎসর অনেকগুলি গণ্যমান্য কায়স্থ ক্ষাত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া সভার গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম, ধাম প্রচার-বিবরণ মধ্যে পত্রিকায় যথা সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ—সভার প্রচারকগণের চেষ্টায় ও সহযোগিতায় কলিকাতার কয়েক স্থান এবং অন্যান্য স্থলে এ বৎসর বহু সংখ্যক শ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে হওয়া সত্বেও মাত্র ৩১টী সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং যথা সময়ে সেই সংবাদগুলি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটী শ্রাদ্ধ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সহযোগিতায় সুসম্পন্ন হইয়াছে।

সভাগৃহ, কার্য্যালয়-আস্‌বাব্‌ ও পুস্তকালয়—সভ্যমাত্রেই অবগত আছেন যে, সভার নিজ-গৃহ নাই। চেষ্টা ও আবেদনসত্বেও আশানুরূপ অর্থ সংগৃহীত হয় নাই বলিয়া এই অত্যাবশ্যকীয় অনুষ্ঠানটী কার্য্যে পরিণত করিতে এ বৎসরও পারা গেল না। এ বিষয় স্বজাতিগণের বিশেষ দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করিতেছি। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা জাতীয় কার্য্যে ও জাতীয় উন্নতি-সাধনে ততদিন বিশেষ ভাবে কৃতকার্য্য হইবেন না, যতদিন না সভা নিজাশ্রয়ে প্রতিষ্ঠ হ'ন ও শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের নিত্য-নৈমিত্তিক পূজানুষ্ঠানে যোগদান

করিয়া ও করাইয়া নিজ-জাতির প্রতি শ্রদ্ধা-বুদ্ধির উদ্রেক করিতে না পারেন। এ বৎসর সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি অধিবেশনের জন্য স্বতন্ত্র স্থান ও আয়োজনাদির বন্দোবস্ত করিয়া অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভার ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

এ বৎসরও বাগবাজার "লক্ষ্মীনিবাসে" সভার কার্য্যালয়ের স্থান দিয়া ও নানা ভাবে সাহায্য করিয়া সভার অন্যতম আজীবন সভ্য শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত মহাশয় সভার পরম মঙ্গল সাধন করিয়াছেন—ইনিও সভার কৃতজ্ঞতাভাজন।

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার—আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডারে ১৲ টাকা মাত্র সংগৃহীত। ও ১খানি কাগজের সুদ বাবদে ৪৫৲ টাকা আদায় হইয়াছে। আর ছাত্রগণেরও অন্যান্য প্রার্থিগণের সাহায্য-বাবদে ৫২৲ টাকা খরচ হইয়াছে ও ১০৲ টাকা সাধারণ তহবিলে হাওলাত দেওয়া হইয়াছে। গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য নির্দ্দিষ্ট টাকার মধ্যে ১১০০৲ টাকা ইম্পিরিয়াল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে এক বৎসরের অধিককাল জমা আছে, এখনও সুদ আদায় হয় নাই। এতদ্ব্যতীত ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট ১৭০০৲ টাকা (৩৷৷০ সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ) ও ৫০০৲ টাকা (৫৷৷০ টাকা সুদের একখানি ওয়ার-বণ্ড) মোট ২২০০৲ টাকা গচ্ছিত আছে। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির পূর্ব্ব নির্দ্দেশ মত ২০০৲ টাকা (সুদ বাদে) পোষ্টাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নামে এখনও জমা রহিয়াছে।

আয়-ব্যয়—গত বর্ষে মোট আয় ৪৫০৫৷৷৵০ টাকা এবং মোট খরচ ৪৭০৭৷৷৵৫ টাকা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ৩৩৩৬৷৵০ টাকা আয় ও ৩১৪২৷৷৵০ টাকা ব্যয়; ১৩২৭ সনের শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তপূজা ও ১৩৩০ সালের মানহানির মোকদ্দমার জন্য সভার সাধারণ ভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত খরচ করা বাদে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার হইতে যাহা হাওলাত লওয়া হইয়াছে, সভা এখনও তাহা শোধ দিতে পারেন নাই। চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের দেনা হইতে সভার সাধারণ তহবিলটীকে মুক্ত করিবার জন্য সহৃদয় স্বজাতিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। সভার সুযোগ্য আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্তবর্ম্মা মহাশয় বিশেষ দক্ষতার সহিত আয়-ব্যয়-পরীক্ষা করায় সভার বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

শিক্ষা—শিক্ষা-বিস্তার কার্য্য বহুব্যয়সাধ্য, উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত না হইলে সভা এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন মনে করেন না। "সারদাচরণ আর্য্য বিদ্যালয়"টী সভার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিলে সভা শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধে কিছু প্রচেষ্টা করিতে পারিতেন, কিন্তু, সভা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে, ঐ বিদ্যালয়টী সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, স্বজাতি-বৎসল স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র বর্ম্ম মহোদয় সভাকে দান করিয়া যাওয়া সত্বেও, উহা নানা কারণে সভার সম্পূর্ণ অধিকারে এখনও আসে নাই।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা ও বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ-মিলন-বিষয়ক চেষ্টা ও আলোচনা—বিগত বার্ষিক অধিবেশনের এই বিষয়ক প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সভার অন্যতম সম্পাদক ও বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের প্রবল আগ্রহ ও যত্ন এবং মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর প্রমুখ উভয় প্রতিষ্ঠানের পরম হিতৈষিগণের সুপরামর্শ দানসত্ত্বেও দুঃখের সহিত আমরা জানাইতেছি যে, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা উক্ত হিতৈষিগণের পরামর্শানুযায়ী যথাসাধ্য চেষ্টা, নানা নিয়মাদি পরিবর্ত্তন ও আলোচনা করিয়াও এই মিলন সংঘটন করিতে পারেন নাই। সভার ও সমাজের কার্য্য-বিবরণী মধ্যে এই সকল আলোচনা পাঠ করিলেই সভ্যগণ ত্রুটীর বিষয় সন্ধান পাইবেন। বাহুল্য ভয়ে আমরা বিস্তৃত বিবরণের পুনরালোচনা করিলাম না।

শোক-প্রকাশ—আলোচ্যবর্ষে নিম্নোল্লিখিত সভ্যমহোদয়গণ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে যথা সময় তাঁহাদের জন্য শোক প্রকাশ করিয়াছেন, ইঁহাদের অভাবে সভা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

ভূপেন্দ্রনাথ বসু (কলিকাতা) রাজকৃষ্ণ দত্ত (হাটখোলা, কলিকাতা) বিজয়কালী রায়চৌধুরী (টাকী) রাধিকালাল চৌধুরী (মুর্শিদাবাদ) রাসবিহারী গুহ (মূলগ্রাম, ফরিদপুর) রায় বিনোদবিহারী বসু (কলিকাতা) রায় বাহাদুর কৃপানাথ দত্ত (টালা, কলিকাতা) কালীনাথ মিত্র সি, আই, ই (কলিকাতা) চারুচন্দ্র মিত্র (বাহির সিমলা, কলিকাতা) শ্রীবনবিহারী সেন বর্ম্মা (বহরমপুর)

ইহা ব্যতীত সভার পরমহিতৈষী পণ্ডিতবর আশুতোষ তর্কতীর্থ মহাশয়ের পরলোক-গমনে সভা বিশেষ ভাবে শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

আনন্দ-প্রকাশ—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের "স্যর" উপাধি-প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে।

ধন্যবাদ-জ্ঞাপন—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় সুবিখ্যাত "অমৃতবাজার পত্রিকা", 'ইংলিশম্যান', 'ফরওয়ার্ড', 'সার্ভেণ্ট', 'আনন্দবাজার', 'বসুমতী', 'মুর্শিদাবাদ-প্রতিনিধি', 'বীরভূমবাণী' প্রভৃতি যে সকল পত্রিকায় আমাদের সভার বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণ এবং অন্যান্য সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষগণকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সভার মুখপত্র "কায়স্থ-পত্রিকা" বিনিময়ে আমরা যে সমস্ত মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদ পত্রাদি পাইয়াছি, তাহার পরিচালক-মহাশয়দিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

আনুমানিক আয়-ব্যয়ের বিবরণ (বাজেট)

১৩৩২ সাল।

আনুমানিক আয়—

প্রবেশিকা আদায়	২০০৲
চাঁদা আদায়	৩০০০৲
পত্রিকার বার্ষিক মূল্য	২০০৲
বিজ্ঞাপনের আয়	১৫৫৲
ডাকমাশুল আদায়	১০০৲

বিবিধ আয়

পত্রিকা, কার্য্য-বিবরণী নগদ বিক্রয় আদি	২৫৲
প্রচার-ভাণ্ডারে	২০০০৲
	৫৬৮০৲

আনুমানিক ব্যয় —

১।	কার্য্যালয়ের খরচ	
(ক)	বেতন খাতে	৮০০৲
(খ)	দপ্তর-সরঞ্জামী খাতে	৫০৲
(গ)	বিবিধ মুদ্রণ (Address-slip, member list ছাপাও এই খরচ ভুক্ত)	৫০৲
(ঘ)	ডাকব্যয় (মাসিক অধিবেশন ও কার্য্যালয়ের অপরাপর ডাক ব্যয় সহ পত্রিকা প্রেরণের ডাকমাশুল পৃথক ভাবে দেখাই-বার উপায় না থাকায় একত্রে দেখান হইল)	২৫০৲
(ঙ)	কমিশন খাতে	১০০৲
২।	কায়স্থ-পত্রিকা খাতে—	
(ক)	কাগজ	৬০০৲
(খ)	মুদ্রণ	৭০০৲
(গ)	দপ্তরী খরচ (ফর্ম্মা হিসাবে ১০০০ পত্রিকা বাঁধান, পত্রিকা র‍্যাপার মোড়া Address slip লাগান এ… মুটে খরচ)	১০০৲
৩।	বাৎসরিক অধিবেশনের-ব্যয়	১০০৲
৪।	পাথেয়াদি, পার্ব্বণী, পুরস্কা… প্রভৃতি খুচরা বিবিধ খরচ	২…
৫।	প্রচার খাতে	২০…
		৪৭৭৬…

১৩৩১।৩২ সনের চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের জমা-খরচ।

জমা		খরচ	
দান প্রাপ্ত	১৲	ছাত্রের সাহায্য	৪২৲
সুদ আদায়	৪৫৲	কন্যাদায় গ্রস্তের সাহায্য	১০৲
	৪৬৲		৫২৲

কৈ :—

বর্ষের মোট জমা	৪৬৲
গত বর্ষের তহবিল	৪৬৯৩৷৴৪
	৪৭৩৯৷৴৪
বাদ খরচ	৫২৲
	৪৬৮৭৷৴৪ পাই

মজুত—

জিম্মা ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় দরুণ কোম্পানীর কাগজ	১৭০০৲
জিম্মা ঐ দঃ ওয়ার বণ্ড	৫০০৲
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নামে শ্যামবাজার পোষ্ট্যাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে সুদ বাদে	২০০৲
সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে ইম্পিরিয়াল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে সুদ বাদে	১১০০৲
সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের হস্তে	২২০৸৴১০
	৩৭২০৸৴১০ পাই

হাওলাত—

ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের সময়ে সাধারণ তহবিলে গৃহীত	৩৩৪।৬
১৩২৭ সনে চিত্রগুপ্ত পূজায় গৃহীত	২০০৲
১৩৩০ সনে মোকদ্দমার জন্য সাধারণ তহবিলে গৃহীত	৩৩২৷৴০
১৩৩২ সনে সাধারণ তহবিলে গৃহীত	১০০৲
	৯৬৬৷৴৬পাই

(স্বাক্ষর) শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত
সভাপতি

(স্বাক্ষর) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক

(স্বাক্ষর) শ্রীগিরীন্দ্রমোহন বসু
কর্ম্মাধ্যক্ষ

হিসাব পরীক্ষায় নির্ভুল দেখা গেল।
(স্বাক্ষর) শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা
(আয়-ব্যয়-পরীক্ষক)
১২।৪।৩২

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ১৩৩১ সনের ২০শে আষাঢ় হইতে ১৩৩২ সনের ১০ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত আয়-ব্যয় বিবরণ

যে যে খাতে জমা	১৩৩১ সনের ২০শে আষাঢ় হইতে ১৩৩২ সনের ১০ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত জমা	যে যে খাতে খরচ	১৩৩১ সনের ... আষাঢ় হইতে ... সনের ১০ই ... পর্য্যন্ত ...
চাঁদা আদায়	১৯২৮৲	বেতন	৬৬২৲
প্রবেশিকা আদায়	৮৭৲	দপ্তরসরঞ্জামী	১৫৬৸
পত্রিকার বার্ষিক মূল্য		পাথেয়াদি	১৮৶।
আদায়	৬৯।৶০	বিবিধ মুদ্রণ	২৭৸
ডাকমাশুল ওয়াপেশ	৫৩।/১০	ডাকমাশুল	১২৫৸
বিবিধ আয়	১৪৸১০	প্রচার	৬৩৭৸
আমানত	২৭৸৶০	কমিশন	১৩৯
প্রচার	৪৫১৲	পত্রিকা	১১১৭৸
চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার	১১১৲	বার্ষিক অধিবেশন	১৪৭৸
বার্ষিক অধিবেশন	৩৫৲	চিত্রগুপ্ত-পূজা	১৭৯
চিত্রগুপ্ত-পূজা	২৩৮৲	বিবিধ	৬৮৶
বিজ্ঞাপনের আয়	৬৬৲	পার্ব্বণী ও পুরস্কার	২৲
হাওলাত	১৯৫৲	আমানত-শোধ	২৬
দেবরাণী গুহ ভাণ্ডার কাগজের সুদ বাবদে	৬০৲	হাওলাত-শোধ	৪০
	৩৩৩৬।৶০		৩১৪...

কৈং :—

মোট জমা— ৩৩৩৬।৶০

১৩৩১ সনের ১৯শে আষাঢ়ের খরচ বাদে তহবিল— ৭২৬৸৵১৫

৪০৬৩/১৫

বাদ খরচ— ৩১৪২॥৶৫

৯২০।৵১০

বিতং

মজুত —— হাওলাত ——

দেবরাণী মহেন্দ্রনাথ গুহ-ভাণ্ডার দরুন ওয়ার-লোন জিম্মা শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ৫২৪৸৶১০

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত সম্পাদক মহাশয়ের হস্তে—১৯৫।৶০

১৩২... চিত্রগু...

হিসাব পরীক্ষায় নির্ভুল দেখা গেল
(স্বাক্ষর) শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক
১২।৪।৩২

(স্বাক্ষর) শ্রীগিরীন্দ্রমোহন বসু, কর্ম্মাধ্যক্ষ

(স্বাক্ষর) শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত
কাঃ নিঃ সমিতির স...

(স্বাক্ষর) শ্রীকিরণচন্দ্র দ...
সম্পাদ...

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশন ও নিখিল বঙ্গীয় কায়স্থ-সম্মেলন।

বিগত ১৬ই শ্রাবণ (ইং ১লা আগষ্ট) শনিবার ও ১৭ই শ্রাবণ (ইং ২রা আগষ্ট) রবিবার, অপরাহ্ন ২টা ও ১টার সময়, কলিকাতা মহানগরীতে জোড়াসাঁকো পল্লীর ১৪৮নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ দেশ-বিশ্রুত মহাভারত-অনুবাদক ও বহু সৎকার্য্যের অগ্রণী স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের প্রাসাদোপম ভবনে আলোচ্য-বর্ষের সভাপতি দিনাজপুরাধিপতি শ্রীমন্মহারাজা জগদীশ নাথ ঘোষ রায় বর্ম্মা বাহাদুরের সভাপতিত্বে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ২৩শ বার্ষিক অধিবেশন ও নিখিল বঙ্গীয় কায়স্থ-সম্মেলন সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই সম্মেলনে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার বহু গণ্যমান্য কায়স্থ-প্রতিনিধি এবং কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত ভঁদ্র পরিবারের বহু সংখ্যক কায়স্থ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ এবং দেবযজ্ঞা শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনারায়ণ ত্রিবেদী মহাশয় প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহোদয়ের শুভাগমনে সুসজ্জিত বিস্তৃত 'হল' পরিপূর্ণ হইয়াছিল। স্বর্গীয় সিংহ মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র কায়স্থ-সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সুধিবর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয় নিজের ও পারিবারিক অসুস্থতা ও নানা অসুবিধাসত্ত্বেও এই সভার সাফল্য আনিবার জন্য নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন।

সভায় সমাগত ব্যক্তিগণের নাম যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কলিকাতা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস, রায়

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল, শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ (টাকী), শ্রী বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা এম-এ, বি, এল, রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এম-এ বি-এল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম-এ, বি-এল, (এম-এল-এ,) ভবানীপু রায় বিপিনবিহারী বসু (বাগবাজার), শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই-সি-এ সি-আই-ই, কুমার শ্রীযুক্ত ধনেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর (শোভাবাজার রাজবাটী) শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক বি-এল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ (পাথুরিয়াঘাটা) শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত (নিমতলা), শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত ব (রামবাগান), শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ ব শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি ঘোষ বর্ম্মা এম-এ, বি-এল, (অমৃতবাজার), শ্রীযুক্ত হরি দত্ত, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ('লক্ষ্মীনিবাস', বাগবাজার), শ্রীযুক্ত যাদবানন্দ এম-এ ('শ্রীনগরভিলা', ঘুঘুডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম (ইন্‌স্পেক্টর অব স্কুলস্), অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা এম শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন (বেলেঘাটা), শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র বর্ম্মা এম-এ, বি-এল, (বার-এট্-ল—ভবানীপুর) শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী (প্রচারক), শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বসু (সলিসিটার), শ্রী মৃণালকান্তি বসু বর্ম্মা এম-এ, বি-এল, (অমৃতবাজার), মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি (ভবানীপুর), শ্রীযুক্ত বগলা প্রসাদ সেন, মোহিনীমোহন ঘো নির্ম্মলকৃষ্ণ দেব, বৈদ্যনাথ দত্ত, তিনকড়ি বসু, সতীশচন্দ্র বসু, অমরনাথ মল্লিক, নকুলচন্দ্র সিংহ, রাইমোহন সিংহ, সুশীলকুমার ঘোষ, প্রমথনাথ শ্যামলালদেব, লালমোহন দত্ত, কালীকৃষ্ণ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, রামশঙ্কর কানাইলাল দত্ত, ব্রহ্মগোপাল দত্ত ('লক্ষ্মী-নিবাস' বাগবাজার), নলি মোহন কর, নন্দলাল বিশ্বাস, নাটুগোপাল দেব সরকার, প্রফুল্লকুমার নিত্যগোপাল ঘোষ, সুকুমার ঘোষ, সুরেন্দ্রমোহন বসু, হরেন্দ্রকৃষ্ণ হালদার,(গু রমেন্দ্রনাথ মিত্র (ঐ), নীলমণি ঘোষ, আথৌরি নাগেশ্বর প্রসাদ সিংহ ("কা মিত্র মণ্ডল"), মজঃফরপুর, শ্রীযুক্ত রামদেও প্রসাদ বর্ম্মা (ঐ), গাজিপুর, সতী মিত্র বর্ম্মা, দ্বারকানাথ বসু, রমেশচন্দ্র বসু, বি, এ ; (টালা)

২৪ পরগণা

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব বর্ম্মা বিশ্বাস এম-এ, বি-এল (বসিরহাট), প্রবো

ঘোষ বর্ম্মা এম-এ, বি-এল (ঐ), নরেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা (ঐ), যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (খড়দহ বিশ্বাস-বাটী), কৃষ্ণচন্দ্র দেব বর্ম্মা (হরিণাভি), সুরেন্দ্রনাথ সিংহ (খুঁড়া), বিরজাপ্রসাদ নাগ (মদার হাট), জহরলাল মিত্র (বরাহনগর),

হাওড়া

শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ দত্ত (উত্তর ব্যাঁট্রা),

হুগলী

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ রায় বর্ম্মা বাহাদুর এম এ, প্রাজ্ঞ (ত্রিবেণী), শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত মিত্র এম, এ (কোন্নগর), শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সিংহ বর্ম্মা (ভান্ডাড়া), নীলকুমার ঘোষ (মোড়পুকুর), বিপিনবিহারী ঘোষ (বৈদ্যবাটী,) প্রভাতেন্দু (চন্দন নগর),

মুর্শিদাবাদ

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নারায়ণ বর্ম্মা রায় চৌধুরী (নিমতিতা), শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা বি-এল (পাঁচথুপী), লেফ্‌টেন্যান্ট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মৌলিক এম-এ, বি-এল (ঐ), শশাঙ্ক ভূষণ সিংহ বর্ম্মা এম-এ,বি-এল (বার এটল), ডাক্তার মানদাকান্ত রায় বর্ম্মা এম-বি, নলিনীকান্ত ঘোষ বর্ম্মা (জয়জা'ন),

দিনাজপুর

মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ ঘোষ রায় বর্ম্মা বাহাদুর,

রঙ্গপুর

শ্রীযুক্ত কুমুদানন্দ চাকলাদার বি-এ (তুলসীঘাট),

বগুড়া

শ্রীযুক্ত মথুরানাথ বল বর্ম্মা বি-এ (গোবিন্দপুর), প্রাণগোপাল চাকী বি-এ, (দেউলি), রাজেন্দ্রমোহন সরকার বর্ম্মা (আচলাই),

রাজসাহী

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম-এ, জগন্নাথপ্রসাদ সরকার, বিশ্বনাথ সরকার, বিজয়নাথ সরকার, যতীন্দ্রমোহন কর বর্ম্মা বি-এ (হরিশপুর),

পাবনা

ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদলাল দেব এম-বি, (ঘাটাবাড়ী), প্রাণচন্দ্র গুহ

(বাত্রৈখোলা), প্রফুল্লকুমার গুহ বর্ম্মা (ঐ), সুরেশচন্দ্র ভদ্র বর্ম্মা (উথলী), নিখিলনারায়ণ বিশ্বাস বর্ম্মা বি-এ (সিমলা),

নদীয়া

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা এম-এ, বি-এল, (কৃষ্ণনগর), কুঞ্জলাল চৌধুরী (কুমারী), রমণীমোহন চৌধুরী (ঐ), শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা (প্রচারক—নবদ্বীপ), অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার বর্ম্মা এম-এ, ভাগবতরত্ন (ঐ), সুরেশচন্দ্র নিয়োগী (খোকসা), বৈদ্যনাথ নিয়োগী (ঐ), রমানাথ নিয়োগী (ঐ), উপেন্দ্রনাথ বসু (এৎমামপুর),

যশোহর

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা বি-এ, এফ-এস্-এস্, পাইকপাড়া, বেণীভূষণ দত্ত (ইটনা), মদনমোহন ঘোষ (নড়াইল), বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা (শ্রীরামপুর), তারাপদ রাহা (শ্রীকোল), বিজয়চন্দ্র বসু (কাশিয়াড়া), চুনীলাল বসু (ঐ), অবিনাশচন্দ্র রাহা (সালিখা),

খুলনা

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী বি-এল, নৃপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা রায় চৌধুরী এম-এ (শ্রীফলতলা), বীরেন্দ্রনাথ বর্ম্মা রায় চৌধুরী (ঐ), হরেন্দ্রনাথ বর্ম্মা রায় চৌধুরী (ঐ), সুধীরচন্দ্র বসু বর্ম্মা বি-এ (আলকা), সীতেশরঞ্জন ঘোষ, মন্মথ নাথ সরকার,

ফরিদপুর

শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ঘোষ বর্ম্মা দস্তিদার, তত্ত্বভূষণ (উলপুর), বিশ্বেশ্বর ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী (ইদিলপুর), শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (সমাজ-ইশিবপুর), গিরীন্দ্র-মোহন বসু (আলগী), প্রভাতচন্দ্র বসু বর্ম্মা (ঐ), দিগিন্দ্রমোহন গুহ মল্লিক (ঐ), কুমুদবিহারী ঘোষ বি এ (মোচনা), রাজকুমার মিত্র বর্ম্মা (আর্য্য-দত্তপাড়া), কিরণচন্দ্র মিত্র (ঐ), মাখনলাল ধর বর্ম্মা—প্রচারক (দোলকুণ্ডী), রমেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (ঐ), মতিলাল দাস বর্ম্মা (ঐ), জগদীশচন্দ্র দেব (ঐ), রমণীরঞ্জন গুহরায় বর্ম্মা, সহঃসম্পাদক 'নায়ক' (হবিগঞ্জ-রাইপাল), নরেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা (রামনগর), কেদারনাথ দেব বর্ম্মা (বান্ধব-দৌলতপুর), রসিকলাল দেব

বর্ম্মা (নিলখী), সুরেন্দ্রলাল দেব বর্ম্মা (বর্ণী), বিরাজমোহন দাস এম-এস্-সি, (ব্রাহ্মন্দি), সতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (নওপাড়া), শশিভূষণ দেব (ভুয়াইর), ডাঃ কুঞ্জবিহারী দেব এম্ বি (হোমিও), (রায়পাশা), অনাথবন্ধু পাল (নীলগুণ), মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা (লক্ষ্মণদীয়া), যতীন্দ্রমোহন বিশ্বাস বর্ম্মা (কল্যাণ-পট্টি), রাসবিহারী দাস বর্ম্মা (চণ্ডীদাসদী), যতীশচন্দ্র দত্ত (কাশিমপুর), শ্রীশচন্দ্র দাস (ঐ), ক্ষিতীশচন্দ্র দাস বর্ম্মা বি-এ (ঐ), লক্ষ্মীকান্ত দাস বর্ম্মা (ঐ), রাজেন্দ্র নাথ দত্ত বর্ম্মা (ঐ), শ্যামাচরণ দাস (রাঘদী), সুরেন্দ্রমোহন কর (ঐ), তারকচন্দ্র দেব (ঐ), অবিনাশচন্দ্র ঘোষ (হোসেনপুর), সুরেশচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা, (শৈলডুবী) বীরেন্দ্রকুমার গুহ বর্ম্মা, (ঐ), যদুনাথ বিশ্বাস দেব বর্ম্মা (শ্যামপুর), প্রিয়নাথ ঘোষ বর্ম্মা (গৌরচর) কুমুদবন্ধু ঘোষ, বর্ম্মা বি-এ (কৃষ্ণপুর), বিশ্বেশ্বর সেন (বাজিতপুর), সুরেন্দ্রনাথ পাল (মাদ্রা) নরেন্দ্রচন্দ্র দাস বর্ম্মা (স্মরমঙ্গল), মনীন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (পুঁটিয়া), অমৃতলাল বিশ্বাস বর্ম্মা,

ঢাকা

শ্রীযুক্ত ভূপতি ভূষণ গোস্বামী (সাগোড়া), ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (যেল্লা), অমৃতলাল দত্ত (কুমার-ভোগ),

বরিশাল

শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ বসু (নরুল্লাপুর), উমেশচন্দ্র দাস (মাহিলাড়া), রমণীমোহন দাস (যোলগ্রাম),

নোয়াখালি

শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর গুহ (দত্তপাড়া), অশ্বিনীকুমার দত্ত,

কুমিল্লা

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা তত্ত্বনিধি (ভেলানগর),

সভার সহানুভূতিকারী অন্যান্য জাতীয় বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে 'প্রজাপতি' পত্রিকার ও 'বংশ পরিচয়ের' সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার এবং বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার দাশগুপ্ত প্রভৃতি মহোদয়গণের নাম উল্লেখ যোগ্য।

প্রথম দিনের কার্য্য-বিবরণ।

১৬ই শ্রাবণ (১৩৩২) শনিবার, বেলা ২ ঘটিকার সময়, স্বর্গীয় মহাত্মার দ্বিতলস্থ সুবিস্তৃত প্রকোষ্ঠে সভার অধিবেশন আরম্ভ হইল। প্রথমে শ্রীযুক্ত সীতেশরঞ্জন ঘোষ মহাশয় সুললিত কণ্ঠে স্বর্গীয় কান্তকবি রজনীকান্তের একটী সঙ্গীতের দ্বারা সভার উদ্বোধন করিলেন। অতঃপর সভার আজীবন হিতৈষী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় সভাপতি মহারাজ বাহাদুরকে আশীর্ব্বাদরূপে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া, স্বরচিত নিম্নোল্লিখিত মঙ্গলাচরণ শ্লোকাবলী পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন :—

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায়চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

স্বস্ত্যস্তু সদসঃ সম্যক্ স্বস্তিসৎ কর্ম্মকারিণাং।
স্বস্তিমন্তঃ সদস্যাঃ স্যুঃ সর্ব্বথা স্বস্তি বাসরে॥ ১

উৎপত্তিস্থিতি-সংহৃতী বিতনুতে বিশ্বস্য যঃ স্বেচ্ছয়া,
তদ্বিষ্টভ্য পরিস্ফুরন্নপিনযো যোগীতরৈর্জ্ঞায়তে।
যত্তত্ত্বে মুনয়ঃ প্রভিন্নমতয়ঃ ত্বদ্যাপি নৈকাশ্রয়াঃ
সোঽয়ং বঃ স্থিরভক্তিযোগসুলভো ভূয়াদ্ভবো ভূতয়ে॥ ২

মেঘাঙ্গিন্যপি সন্তৃতাংশুনিকরৈ ধ্বর্ান্তৌঘবিধ্বংসিনী
ভক্তানাং ভবনাশি কাপিচ ভবপ্রেম্নাপরানন্দিনা।
যা দেবী কুলকামিনী হ্যপি দিশবাসো বসানাশুভা
সহজাতাপ্যগজা শিবাপি চ শিবাসীনা সদা পাতু বঃ॥ ৩

দীনাচ্পুর মহারাজঃ সভাপতিপদংশ্রিতঃ।
যশোদানরতঃ শ্রীমান্ জীবত্ত্ববাসনশ্চিরং॥ ৪

সর্ব্বে যং জনকাবতারমপরং সংমেনিরে ভূপতিং
ধর্ম্মপ্রাণমশেষকীর্ত্তি গিরিজানাথং স্বজাতিপ্রিয়ং।
তৎপুণ্যৈর্জগদীশনাথ তনয়ো জাতঃ শিশুস্তাতবৎ
ধর্ম্মে কর্ম্মণি কীর্ত্তিরাশিমতুলাং লেভে চিরং জীবতাৎ॥ ৫

যস্য গৃহেত্বেয়ং সভা তৎস্বরূপং যথা—

কালীপ্রসন্নসিংহেন্ শ্রীমহাভারতাদিভিঃ
রক্ষিতো বিজয়স্তস্তঃ সর্ব্বদৃশ্যো নিরাময়ঃ॥ ৬

দেববর্ম্মা শুদ্ধদত্তঃ পত্রেঽস্মিন কিরণদ্বয়ং
একো নীলমণিস্থানেঽপরো লক্ষ্মীনিবাসতঃ॥ ৭

তৎপরে মহারাজা বাহাদুর তাঁহার বার্ষিক সম্বোধন পাঠ করিলেন। এই সম্বোধনে অনেক ঐতিহাসিক মূল্যবান্ তত্ত্ব নিহিত আছে। কায়স্থ-জাতীর ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে অনেক গুলি বিশেষ প্রমান ও ব্যবহারের কথা যাহা এই অভিভাষণ মধ্যে আছে, তাহা হইতে কায়স্থজাতির বর্ণ-নিরূপণ-সম্বন্ধে কাহারও কোন মতদ্বৈধ আসিবে না (এই সম্বোধনটী শ্রাবন সংখ্যার প্রথমেই প্রকাশিত হইয়াছে)।

অতঃপর সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই, সি, এস্; সি, আই, ই, মহাশয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের অকাল-তিরোধানে দেশের মহা ক্ষতি হইয়াছে বোধে, তাঁহার ত্যাগ-মহিমা-উদ্ভাসিত জীবনের নানা সদ্গুণ ও কৃতিত্বের উল্লেখ করিয়া নিম্নলিখিত শোক-প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন,—

"সকল প্রকার স্বার্থ-ত্যাগী, দরিদ্রবন্ধু, ভারত বন্ধু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় অকালে পরলোক-গমন করিয়াছেন বলিয়া, শোকার্ত্ত দেশ-বাসীর সহিত সমবেদনা অনুভব করিয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা এই সম্মিলিত জাতীয় মহাধিবেশনে বিশেষ ভাবে শোক প্রকাশ করিতেছেন ; এবং তাঁহার স্বর্গগত আত্মার শান্তির জন্য শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতেছেন।"

সভাস্থ সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া শ্রদ্ধার সহিত সসম্ভ্রমে উপরোল্লিখিত প্রস্তাবটী গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রকাশিত ১৩৩১।৩২ সালের ত্রয়োবিংশ বার্ষিক-কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিয়া উপস্থাপিত করিলেন। (উক্ত কার্য্য-বিবরণী ১৪৭-১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এই কার্য্য-বিবরণ (বাঃ) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা রায় চৌধুরী, (উঃ) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, (দঃ) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্রবর্ম্মা, (বঃ) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়গণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও সমর্থিত হইলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

যাঁহারা সভায় যোগদান করিতে না পারিয়া তারযোগে ও পত্র দ্বারা সভার কার্য্যের সহিত বিশেষ সহানুভূতি জানাইয়াছেন, এবং অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহাদের নাম পাঠ করিলেন :—

তার—

সম্পাদক—যোধপুর কায়স্থ-সভা।

পত্র—

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী (টেংরা, ফরিদপুর), শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী (সম্পাদক 'ইদিলপুর কায়স্থ-সভা'), শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা এম-এ, বি-এল (পাটনা), শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায় বর্ম্মা (মণিগ্রাম, মুর্শিদাবাদ), শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা উকীল, (সম্পাদক 'ভাঙ্গা আর্য্য কায়স্থ-সভা ও ফরিদপুর প্রচার-সমিতি',) শ্রীযুক্ত দুর্গাকুমার গুহ বর্ম্মা উকীল, (সম্পাদক 'নোয়াখালী কায়স্থ-সভা'), শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষ বর্ম্মা (পোঁপারা, মুর্শিদাবাদ), শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (কাশীপুর, বরিশাল), শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বসু সাংখ্যতীর্থ (সারস্বত-চতুষ্পাঠী, পাংশা), শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা মজুমদার (পাবনা), শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন গুহ বর্ম্মা সরকার (সম্পাদক 'বহরমপুর কায়স্থ-সভা'), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায় ব[illegible] (দিনাজপুর-রাজবাটী), শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র শিকদার বর্ম্মা উকীল (দিনাজপুর), শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সিংহ বর্ম্মা (দিনাজপুর-রাজবাটী), শ্রীযুক্ত মধুসূদন [illegible] বর্ম্মা (আটারিখাট, দরং, আসাম), শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বর্ম্মা মজুমদার (জগতাই, মুর্শিদাবাদ), রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর (অবসর প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর) ফরিদপুর, শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দত্ত বর্ম্মা (কালী কুণ্ড লেন, হাওড়া), শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র মিত্র বি-এল, (রাইগঞ্জ, দিনাজপুর). শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সরকার বর্ম্মা (বেলতৈল, পাবনা), শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ দত্ত বর্ম্মা (বাত্রৈখোল, পাবনা), শ্রীযুক্ত গিরিজানন্দ রায় চৌধুরী (বরটীয়া, ঢাকা), শ্রীযুক্ত কালিদা[illegible]

কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক মাননীয় সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হইল।

এই সময় গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয় শারীরিক ও পারিবারিক নানা অসুস্থতা স্বত্বেও উপস্থিত স্বজাতিবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আদর আপ্যায়নের ত্রুটীর জন্য বহু বিনয় ও সৌজন্য প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে উপাদেয় জলযোগান্তে উপস্থিত স্বজাতিবৃন্দ পরিতৃপ্ত হইলেন।

দ্বিতীয় দিনের কার্য্য-বিবরণ।

১৭ই শ্রাবণ, রবিবার, বেলা ১টার সময় সভার কার্য্যারম্ভ হয়। দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ ঘোষ রায়-বর্ম্মা বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, শ্রীযুক্ত সীতেশরঞ্জন ঘোষ মহাশয় একটী কীর্ত্তনগান করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। তৎপরে সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই-সি-এস, মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব, সিদ্ধান্ত-বারিধি মহাশয়ের সভায় অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ ও অন্যান্য বক্তব্য-সম্বন্ধীয় পত্র পাঠ করিলেন। (উক্ত পত্র এই সংখ্যায় পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে)।

অতঃপর প্রস্তাব সমূহের আলোচনা আরম্ভ হইল,—

১ম প্রস্তাব—স্বর্গীয় মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, কালীনাথ মিত্র সি-আই ই, রায় বিনোদবিহারী বসু বি-এ, সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক রাজকৃষ্ণ দত্ত, রায় বাহাদুর কৃপানাথ দত্ত এবং রায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর—এই সকল মহাত্মা কায়স্থ-সভার প্রথম হইতে সভার সকল কার্য্যে যোগদান করিয়া সভার বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, তাঁহাদের মৃত্যুতে সভা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। অদ্য সমবেত এই জাতীয়-সভা তাঁহাদের জন্য বিশেষ ভাবে শোক প্রকাশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়

সমবেত জনমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাবটী শ্রদ্ধাবনতভাবে গ্রহণ করিলেন।

২য় প্রস্তাব—নূতন সভ্য-মনোনয়ন। (এই প্রস্তাব প্রথম দিনে গৃহীত হইয়াছে।)

৩য় প্রস্তাব—নিম্নোক্তরূপে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী-নিয়োগ ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষবর্ম্মা

(কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের নাম-তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

৪র্থ প্রস্তাব—(ক) কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন-সংস্কার, উপবীতী ও অনুপবীতি-নির্ব্বিশেষে স্ত্রী এবং পুরুষের নামান্তে "দেবী" ও "বর্ম্মা" উপাধি ব্যবহার, এবং উপবীতী ও অনুপবীতি-নির্ব্বিশেষে—ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ সম্পাদন প্রভৃতি দ্বিজোচিত আচার-অনুষ্ঠান যথা-সম্ভব শীঘ্র প্রতিপালন করিতে,

(খ) চারি সমাজের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ ও মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ প্রচলন অনুমোদন করিয়া সভ্যমণ্ডলীকে এতদ্বিষয়ে উদ্যোগী হইতে, এবং

(গ) বিবাহে সমাজসর্ব্বনাশকর পণ-প্রথার উচ্ছেদ-কল্পে ও বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ায় অযথা-ব্যয়-বাহুল্য নিবারণ করিয়া কায়স্থ-জাতিকে ধ্বংস-মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য—কায়স্থমাত্রকেই এই সভা সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা রায়-চৌধুরী

সমর্থক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্ম-বিদ্যারত্ন

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা

„ অগ্নিহোত্রী সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা

„ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার-বর্ম্মা এম-এ, বি-এল

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবু এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া কয়েকটী আন্তরিকতাপূর্ণ কথা বলেন। কায়স্থ জাতির ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য অচিরে যজ্ঞসূত্র-গ্রহণ ও দ্বিজাচার-পালনের আবশ্যকতার বিষয় বুঝাইয়া দেন। সনাতন ধর্ম্মে কায়স্থের অধিকার অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য কায়স্থ-সন্তান মাত্রকেই উদাসীনতা ত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। কলিকাতাবাসী অনুপবীতী নেতৃস্থানীয়

বসু বর্ম্মা (নন্দনপুর, খুলনা), শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার সিংহ চৌধুরী (১২৫, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা), শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ বর্ম্মা, (বরংগাইল, ঢাকা), শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু বর্ম্মা (বরাহি টিষ্টেট, আসাম), শ্রীযুক্ত যদুনাথ দত্ত বর্ম্মা (গৌরচর, ফরিদপুর) শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভদ্র বর্ম্মা (কাগদী, ফরিদপুর), শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন দের বর্ম্মা মজুমদার (রোহিণী, সাঁওতাল পরগণা), শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চাকী বর্ম্মা (বারৈভাগ, পাবনা), শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দত্ত, পুলিশ সবইং (বাখরগঞ্জ, বরিশাল), শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ (পূর্ণিয়া), শ্রীযুক্ত যোগেশ্বরপ্রসাদ খালিশ (সম্পাদক—কায়স্থ-সদর-সভা হিন্দ—গয়া শাখা কার্য্যালয়)।

(এই পত্রগুলির মধ্যে কয়েকখানি সভাধিবেশনের পরে প্রাপ্ত)

নূতন সভ্য মনোনয়ন—যথারীতি প্রস্তাবিত, সমর্থিত ও গৃহীত হইবার পর নিম্নোল্লিখিত কায়স্থ-মহোদয়গণ সভার সাধারণ সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব

সমর্থক— „ কিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী জমিদার (বারুইপুর), শ্রীযুক্ত অজিতকুমার ঘোষ বার-এট-ল, (কলিকাতা), ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দেব এম-বি, (হোমিও), শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিশ্বাস (সি, পি,), ডাঃ শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষ (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ঘোষ (ঐ), শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার মিত্র (ঐ), শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (ঐ), শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ বসু (ঐ), শ্রীযুক্ত অচ্যুতসহায় গুহ সরকার (ঐ), শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা (দোলকুণ্ডী, ফরিদপুর),

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা

সমর্থক—শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি ঘোষ বর্ম্মা এম-এ, বি-এল,

শ্রীযুক্ত সুনীলকান্তি ঘোষ বর্ম্মা (অমৃতবাজার), শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ বর্ম্মা (ঐ), শ্রীযুক্ত শচীবিলাস রায় চৌধুরী (হরিসভা রোড, বেহালা), শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ মল্লিক বার-এট্-ল (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত এন, কে, মিত্র (হাওড়া), শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মিত্র (ঐ), শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু (ঐ), শ্রীযুক্ত রতননাথ দত্ত (ঐ), শ্রীযুক্ত

কালীনাথ বসু (ঐ), শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ঘোষ (ঐ), শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র নাগ (ঐ), শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন সিংহ (কালীঘাট), শ্রীযুক্ত নাটুগোপাল দেব সরকার (কলিকাতা)।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা (প্রচারক)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দাস শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন মজুমদার মুন্সেফ, শ্রীযুক্ত রমণী-মোহন সরকার বি-এল্, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সরকার বি-এল, শ্রীযুক্ত হৃদয়কুমার রায়, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনারায়ণ দেব, শ্রীযুক্ত সতীশকুমার দেব, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র মোহন সরকার, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র হোড়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়, (সব-ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর অব পুলিশ), শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গু (সব ডেপুটী কলেক্টর) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চাকী বর্ম্মা বি-এল, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার (জমিদার), শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় মুন্সেফ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল রায় (জমিদাব)

প্রস্তাবক--শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা (প্রচারক)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী (জমিদার), শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত গুহ বর্ম্মা ঠাকুরতা এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত রাজকুমার গুহ, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ঘো শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র বসু রায় মীরবহর, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু গু বর্ম্মা ঠাকুরতা, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা মহলানবীশ, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘো মজুমদার, শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ঘোষ বর্ম্মা দস্তিদার তত্ত্বভূষণ,

সভাপতি মহাশয়ের আদেশ লইয়া প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ ব অগ্নিহোত্রী মহাশয় সভাকে বলশালী করিবার এবং সঞ্জীবিত রাখিবার জ কায়স্থমাত্রকেই 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার' সভ্য পদ গ্রহণ করিবার নিমি ওজস্বিনী ভাষায় একটী বক্তৃতা করেন।

অতঃপর পরবর্ত্তী দিবসের আলোচ্য প্রস্তাব সমূহের খস্‌ড়া প্রস্তুত করিবা জন্য মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে উপস্থিত সমস্ত সভ্যগণকে লইয়া বি নির্ব্বাচন-সমিতি গঠিত হইল; তখন এই সমিতি বহু আলোচনান্তে পর দিবসের আলোচ্য বিষয়গুলি নির্দ্ধারণ করার পর, অন্যতম সম্পাদক শ্রী

নিশ্চয়ই কায়স্থ-জাতির বিলুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারেন। কায়স্থ জাতির বিসদৃশ কলঙ্ক অপনোদনে কৃতসঙ্কল্প হইলে, কায়স্থ জাতির দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সন্তানগণ কর্ত্তৃক জাতির কলঙ্ক দূরীভূত হইবে—ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে। উপবীতীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি ও ঐক্য স্থাপনেরও চেষ্টা করিতে হইবে। * * * * যে জাতির লক্ষাধিক কায়স্থ-সন্তান আজ উপবীতী, সেই লক্ষাধিক কায়স্থ যে ইচ্ছা করিলে কায়স্থ জাতিতে একটা প্রবল-শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, যজ্ঞসূত্র গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা তদ্‌ভাব,—ক্ষত্রিয়ভাব, গ্রহণ করিতে পারি নাই * * * * ব্রাহ্মণের পৈতা তাঁহাদের দেহ-বুদ্ধিকেই জাগ্রত রাখিয়াছে; কায়স্থের পৈতা যেন তাঁহার আত্ম-বুদ্ধিকে জাগ্রত করিতে পারে। ব্রাহ্মণ ও নেতৃস্থানীয় কায়স্থগণকে, অনুনয় বিনয় করিয়া কায়স্থ-সভার শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ অতীত প্রায়; কায়স্থান্দোলনের আত্মরক্ষার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এখন অগ্রসর হওয়ার সময় আসিয়াছে। যাঁহারা এই আন্দোলনের ইতিহাস অবগত আছেন ও ইহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, তাঁহারা আমার এ উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমাদের মধ্যে পরস্পর দ্বেষ-হিংসা ভুলিতে হইবে—মতান্তরে মনান্তর যাহাতে না আসে সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, ফলাফলের আকাঙ্খাশূন্য হইয়া—কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে হইবে। বিধাতার আশীর্ব্বাদে আমরা যে উপবীতি-বাহিনী পাইয়াছি, তাহাকে সংযত ও সংবদ্ধ করিতে পারিলে আমাদের অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইবে। ব্যক্তিগত প্রাধান্য-লিপ্সা যেন আমাদের উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট করিতে না পারে। আমি আবার বলি—জাতির শূদ্রত্বাপবাদ-মোচনে আমরা ব্রতী, যতদিন না সে অপবাদ ঘুচিতেছে, ততদিন আমাদের এ ব্রত ভঙ্গ হইবে না—উপবীতী কায়স্থসন্তানগণ আপনারা এ কথা বিস্মৃত হইবেন না। * * * * * * *

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র বাবুও সভার এই প্রথম ও প্রধান প্রস্তাবটীর প্রতি নেতৃবৃন্দের উদাসীন্যের কথা উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন,—"আর কতকাল কায়স্থ সভা এভাবে মফঃস্বলবাসী কায়স্থবৃন্দকে বিপদগ্রস্ত করিয়া রাখিবেন"?

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৫ম প্রস্তাব—কায়স্থ-সভার স্থায়িত্ব, দরিদ্র কায়স্থ-বালক বালিকাগণের শিক্ষার, এবং সহায়হীনা কায়স্থ-বিধবাদিগের যথা-সাধ্য সাহায্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য, এবং আগন্তুক বৈদেশিক কায়স্থগণের অবস্থান, শাস্ত্র গ্রন্থ ও কায়স্থ-জাতি-সম্বন্ধীয় পুস্তক সংরক্ষণ, সভার কার্য্যালয়ের নিয়মিত কার্য্য ও অধিবেশন চিত্রগুপ্ত পূজা প্রভৃতি নির্ব্বাহার্থ কলিকাতার কোন সদর রাস্তার উপর শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-মন্দির ও সভা-ভবন-নির্ম্মাণের জন্য "চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার" স্থাপিত আছে, তদ্ভাণ্ডারে সাধ্যানুসারে সাহায্য দান করিতে সভা সহৃদয় কায়স্থ-মাত্রেরই নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। বিশেষতঃ বিবাহাদি সামাজিক উৎসব উপলক্ষে এই ভাণ্ডারে প্রত্যেক কায়স্থকে অবস্থানুরূপ সাহায্য দান করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম-এ,
সমর্থক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী বি-এল,
অনুমোদক—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম রায় চৌধুরী
" অগ্নিহোত্রী সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা
" আখৌরী নাগেশ্বরপ্রসাদ সিংহ

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম-এ, (ইন্স্পেক্টর অব্ স্কুলস্) মহাশয় এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া একটী চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন, এবং সেই প্রসঙ্গে বলেন যে, কায়স্থ-সভার সভ্যগণ যদি প্রত্যেকে অন্ততঃ এক মাসের আয় এই ভাণ্ডারে দান করেন, তাহা হইলে অচিরে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। হেমবাবু বিনয়ের সহিত প্রতিশ্রুত হইলেন যে, এক বৎসরের মধ্যে তিনি তাঁহার ১ মাসের আয় ১০০০৲ টাকা এই ভাণ্ডারে প্রদান করিবেন, এবং ইহাও জানাইলেন যে, ঐ অর্থ প্রদানের পূর্ব্বে যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে,-এই সভায় উপস্থিত তাঁহার পুত্র ও জামাতাকে জানাইতেছেন যে, কায়স্থ সভায় এই অর্থ প্রদান না করিয়া তাঁর শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিলে তাহা তাঁহার আত্মার তৃপ্তির কারণ হইবে না। সকলেই হেমবাবুর এই সাধু ও সাত্ত্বিক প্রস্তাবে ধন্যবাদ দিলেন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম-এ বি-এল, মহাশয় আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিলেন যে, এই ভাণ্ডারের প্রস্তাব মধ্যস্থ সকল কথারই তিনি অনুমোদন করেন—কিন্তু চিত্রগুপ্তমন্দির কি পূজা

কায়স্থ মহোদয়গণের এ বিষয়ে কর্ত্তব্য-বিচ্যুতির উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন, এবং এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে কায়স্থ সভার সর্ব্বশক্তি নিযুক্ত হওয়া উচিত, তাহা অতি দৃঢ় ভাবে উল্লেখ করেন। তাঁহার বক্তৃতা সকলের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত গণপতি বাবু ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া একটী শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। উপবীত-হীনতার দরুন যে আমাদের পুরোহিত মহাশয়গণ যথাশাস্ত্র আমাদের ক্রিয়াকর্ম্মাদি করান না, তাহা বুঝাইয়া দেন। আমরা আর কত কাল এভাবে জাতীয় পরিচয় বিস্মৃত হইয়া থাকিব, তাহা জিজ্ঞাসা করেন; এবং অতি দুঃখের সহিত বলেন যে, সভার পুরাতন বহু বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় সভ্য আজও নানা অজুহাতে যে দ্বিজাচার-পালনের সৎসাহস দেখাইতে পারিতেছেন না, তাহা বাস্তবিক বড়ই লজ্জা ও ক্ষোভের কথা।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, মহাশয় বলেন—"দ্বিজাচারের অভাবেই কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ হইয়াও বেদ পাঠে অনধিকারী রহিয়াছে। স্ববর্ণোচিত দ্বিজাচার গ্রহণ করিলে, ধর্ম্মাধিকরণে আমাদের জাত্যুচিত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে; এবং সর্ব্বত্রই স্ববর্ণোচিত সম্মান-জনক ব্যবহার প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। শিক্ষিত কায়স্থগণ ইহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না! তাঁহারা অধিক সংখ্যকই একেবারে উদাসীন। ইহা গভীর পরিতাপের বিষয় ও দুর্ভাগ্যের কথা।" অচিরে সর্ব্ব শ্রেণীর কায়স্থকেই তিনি দ্বিজাচার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তৎপর আন্তর্গণিক বিবাহ সম্বন্ধে বলেন,—"দ্বিজাচার বিস্তার লাভ করিলেই আন্তর্গণিক বিবাহও বিস্তারিত হইবে। দ্বিজাচার গ্রহণ ফলে শ্রেণীগত বৈষম্য জাতি দ্বেষ ও ঘৃণা অন্তর্হিত হইয়া আন্তর্গণিক বিবাহের জন্য অনুপ্রাণিত করিবে, আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলনে বিবাহের ক্ষেত্র প্রশস্ত হইবে, জাতি সবলতা লাভ করিবে। মৌলিকে মৌলিকে বিবাহে কোন বাধা নাই; দক্ষিণ রাঢ়ীয় ব্যতীত সর্ব্ব শ্রেণীর কায়স্থের মধ্যেই মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ প্রচলিত আছে। দক্ষিণ রাঢ়ী শ্রেণীতেও দেখা যায় কলিকাতা সমাজের ন্যায় এত কড়াকড়ি মফঃস্বল সমাজে নাই। কলিকাতার দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজ এ বিষয়ে অগ্রবর্ত্তী হইয়া আদর্শ দেখাইলে, মৌলিকে মৌলিকে বিবাহের বাধা

তিরোহিত হইতে পারে।" পণ প্রথা সম্বন্ধে তিনি বলেন,—"পণ প্রথা নির্মূল হওয়া অসম্ভব ; তবে আতিশয্য হ্রাস করা যাইতে পারে। প্রত্যেকে স্ব স্ব অবস্থানুসারে বর নির্ব্বাচন করিলেই পণ প্রথার ভীষণতা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে এবং কন্যা কর্ত্তার দুঃখের মাত্রা লাঘব হইতে পারে। ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে এম-এ, বি-এ, পাশ করা বরের আকাঙ্ক্ষাই পণ প্রথা অতি মাত্রায় বর্দ্ধনের হেতু। এম-এ, বি-এ, বরের মোহ কাটিলেই পণ প্রথার বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া যাইবে।"

প্রচারক অগ্নিহোত্রী এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতে উঠিয়া ঐ প্রস্তাবের "স্ত্রী ও পুরুষের নামান্তে" ও "ত্রয়োদশাহে-শ্রাদ্ধ" এই বাক্যগুলির প্রথমে "উপবীতী ও অনুপবীতি-নির্ব্বিশেষে" এই কথা কয়টী সংযোগ করিতে বলেন, এবং একটী ওজস্বিনী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলেন :—কায়স্থ জাতির শূদ্রত্ব-অপবাদের কারণ দুইটী (১) যজ্ঞসূত্রহীনতা (২) মাসাশৌচ-গ্রহণ ; যে দুইটী কারণে আমাদের হীন হইতে হইতেছে—সেই কারণ দুইটী দূর হইলেই আমাদের হীনতাও দূর হইবে। যাঁহারা পৈতাগ্রহণ ও মাসাশৌচ-বর্জ্জন করিতে পারেন ভালই ; যাঁহারা এতদুভয় না পারেন, তাঁহারা মাসাশৌচ-বর্জ্জন করুন। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে জাতির শূদ্রত্ব অপবাদ আমাদের ঘুচাইতে হইবে ; জাতিগত অপবাদ দূর হইলে আর ব্যক্তিগত অপবাদ দূর করিবার আবশ্যকতা থাকিবে না। যাঁহারা পৈতা লইতে ভয় পান, বা লইতে ততটা ইচ্ছুক নহেন—তাঁরা যদি দ্বাদশাহ-অশৌচ পালন করেন, তাহা হইলেও তাঁহারা জাতির গৌরব রক্ষার কতকটা সহায়ক হইবেন। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা কায়স্থ জাতি,—ক্ষত্রিয় ; আমাদের জাতীয় অশৌচ দ্বাদশ দিন মাত্র। পৈতাধারী কায়স্থ আচারী ক্ষত্রিয়—পৈতাবিহীন কায়স্থ আচার উপেক্ষাকারী ক্ষত্রিয় এই মাত্র প্রভেদ ; সুতরাং দ্বিতীয় বর্ণের আচার অনুষ্ঠান আমরা যে যতটা করিতে পারি, ততই আমাদের স্বধর্ম্ম পালন ও রক্ষা করা হইবে * * * * তিনি আরও বলেন পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্রগণ পিতৃ কীর্ত্তি রক্ষায় উদাসীন হইলেও কনিষ্ঠ পুত্রগণ কর্তৃক যেমন পিতৃকীর্ত্তি রক্ষিত হইতে পারে, তদ্রূপ কায়স্থ-জাতির শ্রেষ্ঠ সমর্থ ও নেতৃস্থানীয়গণ, জাতীয় কীর্ত্তি রক্ষায় উদাসীন হইলেও উপবীতী লক্ষাধিক কায়স্থ-সন্তান ইচ্ছা ও ঐকান্তিক

প্রবর্ত্তন বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আপত্তি আছে। এই বিষয়টী কুচবিহারের বার্ষিক অধিবেশনে পরিত্যক্ত হইয়াছিল ; পুনরায় উহা সংযোজিত হইল কেন ? তিনি জানিতে চাহিলেন।

অন্যতম সম্পাদক **শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়** জানাইলেন, যে, রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের সভাপতিত্বে কুচবিহার সভায় চিত্রগুপ্ত-মন্দির ও পূজা অংশটী এই প্রস্তাব মধ্য হইতে পরিত্যক্ত হওয়ার পর-পরবর্ত্তী বার্ষিক সভার বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি এই সম্পূর্ণ প্রস্তাবের সমীচীনতা ও বিশেষ উপযোগীতা উপলব্ধি করিয়া পুনরায় ঐ অংশ গ্রহণ করেন, তদবধি উহা এই ভাবে গৃহীত হইয়া আসিতেছে।

তৎপরে **শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম-রায়-চৌধুরী মহাশয়** বলিলেন, "আমরা যখন শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের সন্তান বলিয়া গৌরব করিয়া থাকি, তখন তাঁহার নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা বা তাঁহার পূজা-পদ্ধতির-প্রবর্ত্তন ন্যায়-সঙ্গতই হইবে ; আপত্তির কোন কারণ দেখি না। পিতৃ-চিত্র সম্মুখে রাখিলে পুত্রের সর্ব্বকর্ম্মে উৎসাহই হইয়া থাকে এবং সকল কার্য্যেই সাফল্য পাওয়া যায়। এজন্য আমি এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া সভাকে জানাইতেছি, আমার শক্তি ক্ষুদ্র হইলেও চিত্রগুপ্ত-মন্দির-নির্ম্মাণের আয়োজন হইলে এই ভাণ্ডারে আমিও ১০০০৲ টাকা প্রদান করিব।

শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয় এই প্রস্তাবটী অনুমোদন করেন এবং বলেন, "শ্রদ্ধেয় রায় বাহাদুর মহাশয় চিত্রগুপ্ত মন্দির নির্ম্মাণের ও পূজার আপত্তি করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার স্বর্গগত স্বনামধন্য পিতা স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ—যিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার একজন স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, তাঁহার আমল হইতে ঐ প্রস্তাব বোধ হয় চলিয়া আসিতেছে ; সুতরাং এ বিষয়ে তাঁর সমর্থন করাই উচিত। মন্দির-নির্ম্মাণের উপযোগিতা ও আবশ্যকতাও কম নহে। কলিকাতার কোন প্রকাশ্য স্থানে যদি আমরা উন্নতগম্বুজ পিতৃমন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারি, ও একজন কায়স্থ সন্তানও যদি সেই মন্দিরের পুরোহিতরূপে রক্ষিত হয়, তাহাতে কায়স্থ জাতির দ্বিজত্বের গৌরবই রক্ষিত হইবে। পথিক ও দর্শকগণ সেই মন্দিরের নিকটস্থ হইলে কায়স্থ জাতির কীর্ত্তি-গরিমার কথা শুনিতে পাইবে ;

জিজ্ঞাসুগণ অনেককথা জানিতে পারিবেন। বিদ্বেষী ও পরশ্রীকাতর লোকগণের প্রভাব হইতে কায়স্থ-জাতি কতক পরিমাণেও নিস্কৃতি পাইবে। সমগ্র ভারতে যখন চিত্রগুপ্ত বংশীয় কায়স্থের সন্ধান পাওয়া যায়, পঞ্জিকায় যখন চিত্রগুপ্ত পূজার উল্লেখ হয়; চিত্রগুপ্ত-বংশীয় কায়স্থ-সন্তান বলিয়া যখন বঙ্গদেশীয়-কায়স্থসভা আমাদের "ব্যবস্থাপত্র" সংগ্রহ করিয়াছেন, তখন চিত্রগুপ্তমন্দির-নির্ম্মাণ ও তৎপূজা করণে আমাদের অগৌরব কোথায়? যিনি জীব-মাত্রেরই কপালে লেখনী সঞ্চালন করিয়া অদৃষ্টলিপি অঙ্কিত করিয়া দেন, মৃত্যুর পর "ধর্ম্মরাজপুরে" যাঁহার ন্যায়-ধর্ম্ম-সিংহাসন নিম্নে সর্ব্বজাতি ও সর্ব্ববর্ণকে পুণ্যাপুণ্য বিচারপ্রার্থী হইয়া সভয়ে দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে, সেই সর্ব্ববর্ণের পূজনীয় ও তর্পণীয় শ্রীচিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া যখন আমরা পরিচিত, তখন তাঁর পূজা ও তাঁর মন্দির নির্ম্মাণ করা আমাদের কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম"। 'কায়স্থ-মিত্রমণ্ডলী'র প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত আথৌরী নাগেশ্বরপ্রসাদ সিংহ মহাশয় শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজা প্রবর্ত্তন ও মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুমোদন করিলে, এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—নানাবিধ উচ্চশিক্ষা (সংস্কৃত ভাষা নিবদ্ধ শিক্ষাদিসহ) শিল্প, কলা বিদ্যা, এবং স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ও বিস্তার এবং শিক্ষা ও বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে সমুদ্র-যাত্রার সমর্থন করিয়া কায়স্থ-মাত্রকেই অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল, শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ
সমর্থক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত রত্ন, এম-এ, বি-এল, পি, আর, এস
অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা এম-এ, বি-এল, (মালখানগর)

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর পাণ্ডিত্য ও তথ্য পূর্ণ মন্তব্য পরবর্ত্তী কায়স্থ পত্রিকায় প্রকাশ করার চেষ্টা হইবে।

৭ম প্রস্তাব—এই সভা দেশের এই অন্ন-সমস্যার দিনে দৈনন্দিন প্রত্যেক ব্যবহার্য্যের জন্য সকল প্রকার স্বদেশী শিল্পপ্রসূত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় লুপ্ত এবং বর্ত্তমানে প্রচলিত ও আবশ্যক সকল প্রকার শিল্পানুষ্ঠানের পুনরুদ্ধার ও প্রচলন এবং কৃষি ও বাণিজ্যের বিস্তারের সহায়তা করিতে কায়স্থ-মাত্রকেই অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল চৌধুরী
সমর্থক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম-এ, ভাগবতরত্ন,

৮ম প্রস্তাব—এই সভা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভায় গৃহীত স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন, প্রচারক নিয়োগ ও নির্ব্বাচন, এবং সমস্ত বঙ্গে অবিশ্রান্ত প্রচার-কার্য্য পরিচালন করিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব বিশেষ ভাবে অনুমোদন করিতেছেন এবং প্রচারক, স্বেচ্ছাপ্রচারক, ছাত্রপ্রচারক ও কায়স্থ-পণ্ডিতগণকে বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ সভার প্রত্যেক বার্ষিক ও বিশেষ উৎসবে পাথেয়াদি দ্বারা আমন্ত্রণ ও বিদায় আদি দ্বারা সম্মান করিবার এবং সম্ভব মত বার্ষিক বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য কায়স্থ সভাকে আহ্বান করিতেছেন; এবং সাধারণভাবে প্রত্যেক কায়স্থ সন্তানকে ও বিশেষভাবে সভার সভ্য মাত্রকেই তাঁহাদের নিজ নিজ উৎসবাদি ব্যাপারে কায়স্থ-পণ্ডিত ও প্রচারক বিদায় প্রবর্ত্তন করিতে ও সমর্থ কায়স্থ মাত্রকেই কায়স্থ-পণ্ডিত ও প্রচারকগণের বার্ষিক-বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী
সমর্থক—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা রায় চৌধুরী
অনুমোদক—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা রায় চৌধুরী এম-এ,
সর্ব্ব সম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত অগ্নিহোত্রী মহাশয় এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া প্রচার ও প্রচারক-সম্বন্ধে ও কায়স্থ-পণ্ডিতের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ সময়োচিত এবং যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই,—

* * * "বাংলাদেশে ২৫টী জিলা আছে; এই ২৫টী জিলায় অন্ততঃ ২৫ জন প্রচারক থাকিলে প্রচার-কার্য্য কোনরূপে চলিতে পারিত। আমাদের অর্থ নাই, প্রচারক-সংখ্যা বৃদ্ধিরও আশা নাই! প্রচারক পাওয়াও সহজ নহে; এ কার্য্যে নানা অসুবিধা ও অভাব অভিযোগ আছে—নানা জলবায়ুর সহিত দ্বন্দ্ব করিতে হয়, নানা সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করিতে হয়, নানা অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। সহানুভূতি ও সাহায্য এ কার্য্যে খুব কমই পাওয়া যায়; কাজেই এ কষ্টসাধ্য কঠিনব্রত কেহ গ্রহণ করিতে চায় না। সংসার-ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া ও অর্থোপার্জ্জনের পথ পরিত্যাগ না করিলে, প্রচার কার্য্য করাও যায় না। প্রচারকগণকে

আমাদের রক্ষা করিতেই হইবে, কিন্তু সভার অর্থ নাই, অর্থ দিয়া জিলায় জিলা
প্রচারক পাঠাইতেও পারি না—এমত অবস্থায় বাংলাদেশে যে সমস্ত স্বেচ্ছা-প্রচার
ছাত্র-প্রচারক ও কায়স্থ-পণ্ডিত আছেন, সভা যদি তাঁহাদের শুধু পাথেয় মাত্র দি
সভার সাধারণ ও বিশেষ উৎসবে নিমন্ত্রণ করেন এবং সম্ভব ও সাধ্যমত সম্মানাদি
দেন, তাহা হইলে সভার কর্ত্তব্য-পালন এবং পণ্ডিত ও প্রচারকগণের সংখ্যা-বৃদ্ধি
সহায়তা করা হইবে। বাংলাদেশের অনেক স্থানে আমি এরূপ পণ্ডিত ও
প্রচারক দেখিয়াছি, সভার উৎসাহ ও recognition না পাইয়া তাঁহাদেরও
উৎসাহ ভঙ্গ হইতেছে। সভার পক্ষে ২০।২৫ জন পণ্ডিত ও প্রচারক রাখা
বর্ত্তমানে সম্ভবপর নহে, কিন্তু, এইরূপ উপায়ে সহযেই বাংলার প্রত্যেক স্থানে
প্রচারক ও পণ্ডিত সংগ্রহ অসম্ভব হইবে না বলিয়া মনে করি; ইহা সভা
উদ্দেশ্য প্রচারে বড় অল্প সহায়তা করিবে না। পণ্ডিত ও প্রচারকগণের বিদায়
ব্যবস্থা থাকিলে অনেকের পণ্ডিত ও প্রচারক হইবার আকাঙ্খাও জাগিবে।
ফলকথা যতদিন না আমরা পণ্ডিত ও প্রচারক দ্বারা সমগ্রবঙ্গ প্লাবিত করিতে
পারিব, ততদিন কায়স্থ জাতির মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়? মাত্র যজ্ঞসূত্র-বিস্তারের
জন্যই প্রচারক ও পণ্ডিতের আবশ্যক নহে, কায়স্থধর্ম্মপ্রচার ও পৌরহিত্য-ধর্ম্মে
সহিত অনিবার্য্য সংঘর্ষ নিবারণ উদ্দেশ্যেও এ কার্য্যের প্রয়োজন আছে। হাজা
বৎসরের মজ্জাগত জাত্যাচার দেশাচার প্রভৃতির অত্যাচার হইতে কায়স্থ জাতিকে
উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে, "Missionary Work" রীতিমত চালাইতে হইবে; অ
এজাতি জাগিবে। যজ্ঞসূত্র বিস্তার হওয়া যেমন প্রয়োজন, যজ্ঞসূত্র যাহাতে রক্ষা
পায় তাহার উপায় করা ততোধিক প্রয়োজন; "যোগ ও ক্ষেম" দুইই রক্ষিত হওয়া
চাই। লক্ষাধিককায়স্থের উপনয়ন হইয়াছে—কিন্তু কয়জনের জাতির প্রতি কর্ত্তব্য
ও মমত্ববোধ জাগিয়াছে? সেই "অনন্তচিন্তা" জাতির জন্য কে করিবে, যাহাতে
"যোগ" ও "ক্ষেম" অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা হইবে? কায়
পণ্ডিত ও প্রচারকগণকেই জাতির জন্য সেই কঠোর সাধনা করিতে হইবে, এব
তাঁহারা যাহাতে সেই সাধনা করিতে পারেন, কায়স্থ সভার কর্ত্তব্য তাহার উপায়
বিধান করিয়া দেওয়া। পূর্ব্বে কায়স্থ জাতিতে, বড় বড় পণ্ডিত, উপদেশক, প্রচারক
জন্মাইতেন; কারণ তখন কায়স্থ তার জাতির পূজা করিতে জানিত। যে দিন
হইতে আমরা আমাদের জাতির সম্মান ভুলিয়াছি, আত্মসম্মানবোধে জলাঞ্জলি

দিয়াছি, সেই দিন হইতেই জাতীয় অবনতি আমরা আমন্ত্রন করিয়া আনিয়াছি। সকল জাতি আপন আপন স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট। ভিন্ন সম্প্রদায় হইতে পদে পদে আমাদের প্রতি আক্রমনের সম্ভাবনাও কম নহে, এরূপ অবস্থায় প্রতি আক্রমনের পরিবর্ত্তে যদি আমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা পর্য্যন্ত না করি, তবে কি শুধু মৌখিক উপদেশ ও প্রবন্ধাদি দ্বারা আমাদের জাতীয় সম্মান রক্ষা হইবে? উপবীতহীনতা ও জাতির প্রতি উদাসীনতা এবং পরমুখাপেক্ষিতায় এ জাতিতে একটা "মহামহোপাধ্যায়" হইতে দিল না; তাহাতেও আমাদের চক্ষু খুলিল না! যে কায়স্থ জাতিতে মূর্খ হওয়া একটা গালাগালি, সেই জাতিতে আজ পণ্ডিতের সংখ্যা কয়টী? ইংরাজী ভাষায় পণ্ডিত হইয়া কায়স্থের শূদ্রত্বাপবাদ দূর হইল না! জাতিকে সনাতন ধর্ম্মে অনুপ্রানিত করিতে হইলে—বিরাট সাধনা চাই, সে পক্ষে আমরা কি করিয়াছি? কিছু করিবার সম্ভাবনাও শীঘ্র দেখিতেছি না; তাই যাহাতে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের প্রচারক ও পণ্ডিতগণ অন্ততঃ উৎসাহের অভাবেও আমাদের কর্ত্তব্য ত্রুটীতে নিশ্চেষ্ট ও নীরব না হন, এজন্যই আমি এই প্রস্তাব আপনাদের সম্মুখে আনিয়াছি, এবং অনুরোধ করিতেছি আপনারা এই প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গ্রহণ করুন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম-রায়চৌধুরী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং বলেন,—"প্রচারকগণ কায়স্থ-জাতির প্রাণ। তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেই হইবে। আমি তাঁহাদিগকে অতি সম্মানের চক্ষেই দেখিয়া থাকি। রাজপুতনার চারণগণের ন্যায় তাঁহারা আমাদের ধর্ম্ম ও জাতীয় কীর্ত্তি গরিমা জাতির দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছেন। সভার উদ্যোগ পর্ব্ব শেষ হইয়াছে, এখন পর্ব্বান্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। কায়স্থ সভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, দেশব্যাপী প্রচার চাই; তজ্জন্য প্রচারক সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে, এবং তাঁহাদের সম্মান ও স্বাধীনতা দিতে হইবে। সহরে বসিয়া তাঁহাদের কার্য্যের সমালোচনা করা সহজ, কিন্তু পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া তাঁহারা জাতির যে কার্য্যটুকু করেন, তাহা কয়জন করিতে পারিতেছেন? প্রচারক না থাকিলে আজ সভার অস্তিত্ব থাকিত কিনা তাহাও সন্দেহ। প্রচার কার্য্যের জন্য বার্ষিক ৪।৫ শত টাকা ব্যয় করা আমার চিরপোষিত সঙ্কল্প, কিন্তু তাহা Red tapesimএর

ভিতর দিয়া নহে। ইহাই আমার মত এবং এই ভাবে যদি আমরা কাজ করিতে পারি, তাহা হইলে বাংলার নানা স্থানের প্রচারকগণের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য করা ও তাঁহাদের উৎসাহ দেওয়া হইবে। প্রচার কার্য্যের প্রতি সভার সভ্য মহোদয়গণের দৃষ্টি বড় কম। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণের প্রত্যেকেরই প্রচার কার্য্যের জন্য বার্ষিক সাহায্য, (অবশ্য সাধ্যমত) করা উচিত। সভার সমর্থ সভ্য মাত্রেই যদি প্রচার কার্য্যের জন্য বার্ষিক বৃত্তি সভাকে দেন, বা ব্যক্তিগত ভাবে প্রচারকগণকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে প্রচার কার্য্য বেশ ভাল ভাবেই চলিতে পারে। সভার প্রচারকগণের প্রতি ঔদাসীন্য ব্যবহার আমি সমর্থন করি না; যাঁহাদের আমরা সাংসারিক চিন্তা হইতে রক্ষা করিতে পারিনা তাহাদের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। প্রচার কার্য্য সহজ কর্ম্ম নহে, এবং সকলে সে কাজ করিতেও পারে না, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। শ্রীমান্ সরলচন্দ্রের প্রচার সম্বন্ধীয় এই প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি"।

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা-রায়চৌধুরী এম-এ, মহাশয় অতঃপর খুলনা জিলার কয়েক স্থানের ঘটনার উল্লেখ করিয়া প্রচার ও প্রচারকের আবশ্যকতা বর্ণনা করেন ও ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

৯ম প্রস্তাব—বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার উদ্দেশ্য প্রচার ও উপনয়ন বিস্তারের জন্য এই সভা কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির প্রত্যেক সভ্য মহোদয়কে ন্যূনকল্পে বার্ষিক ১২৲ টাকা হিসাবে চাঁদা দান করিতে বা ১০০৲ টাকা চাঁদা দিয়া আজীবন সভ্য হইতে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব বর্ম্মা বিশ্বাস বি, এল (উকীল, বসিরহাট)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই, সি, এস্, সি-আই-ই,

এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া **শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা বি, এল্** মহাশয় একটী যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন, তাহার মর্ম্ম এই—"সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ ১২৲ হিঃ চাঁদা দিলে, সভার আয় বৃদ্ধি হইবে; কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণেরও স্বজাতিপ্রীতি দেখানো হইবে। যাঁহারা সভ্যবৃন্দের প্রতিনিধিরূপে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে আছেন, তাঁহারা যে কায়মনবাক্যে জাতির সেবা করিতে বদ্ধপরিকর তাহাও লোকে বুঝিবে; ইহাতে তাঁহা-

দের প্রতি সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধার ভাব জাগিবে, তাঁহাদেরও জাতিরকার্য্যে স্বার্থশূন্যতা প্রকাশ পাইবে। ভবিষ্যতে সমিতির সভ্য হইবার জন্য সাধারণের আকাঙ্ক্ষা জাগিবে, তাহাতে সমিতি শক্তিশালী হইবে। মাসিক ১৲ টাকা ইচ্ছা করিলে অনেক সভ্যই দিতে পারেন। জাতির মঙ্গল করিবার সদিচ্ছা যাঁহাদের আছে, আমার বিশ্বাস তাঁহারা কেহই এই সামান্য ত্যাগ স্বীকারে অস্বীকৃত হইবেন না। কাঃ নিঃ সমিতির সভ্যগণ প্রকৃত পক্ষে সভার নেতৃস্থান অধিকার করিতেছেন, এবং তাঁহারাই একরূপ সভার কর্ম্মীবৃন্দ; তাঁহারা যদি কিছু কিছু ত্যাগ না দেখান, সাধারণে তাঁহাদের মানিবে কেন? তাঁহাদের প্রত্যেকেরই যজ্ঞসূত্র থাকা উচিত। তাঁহাদের প্রত্যেকের উচিত সভার উদ্দেশ্য বিস্তারে অন্ততঃ বছরে ২।১ বার করিয়া মফঃস্বলে যাওয়া; তাহাতে তাঁহাদের জনপ্রিয়তা ও স্বজাতিপ্রেমেরই পরিচয় ফুটিয়া উঠিবে। তবে তো সভার শক্তিবৃদ্ধি ও উদ্দেশ্য বিস্তারের সহায়তা হইবে। মফঃস্বলে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যের মধ্যে কয়জন যাইবেন জানিনা, তবে তাঁহারা ১২৲ হারে বা আজীবন সভ্যের চাঁদা দিলে, মফঃস্বলের আমরা তাঁহাদের সভার উদ্দেশ্য বিস্তারে সহানুভূতি আছে বলিয়া বুঝিতে পারি; সভাও অর্থাভাবে যে সব প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতে পারেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন, তাহারও কথঞ্চিত সাহায্য করা হয় * * * * * ইত্যাদি"।

শ্রীযুক্ত নীতিশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় বলেন, এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আপত্তি আছে। তিনি বলেন যে, কাঃ নিঃ সমিতির সভ্যগণ যথাসাধ্য পরিশ্রম ও নানা রকম চাঁদা দান করিয়া সভার জন্য যথেষ্ঠ ক্ষতি স্বীকার করিতেছেন; বিশেষতঃ তাঁহাদের মধ্যে যে কয়েকজন সভার কাঃ নিঃ সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হন— তাঁহাদের উপর এই নিয়মজারী করিলে অত্যাচার হয়, সাধারণ সভ্যগণকে ৬৲ টাকা চাঁদা দিবার প্রস্তাব আনিয়া যখন আমি গত বর্ষে অনুরোধ করি, তখন উহা ৬৲ স্থলে ৪৲ টাকা হিসাবে গৃহীত হয়; এবং যতদুর শুনিতেছি বহু সংখ্যক সভ্য সেই ৪৲ টাকা প্রদান করিতে কাতর; তবে কাঃ নিঃ সমিতির সভ্যগণের উপর এরূপ দাবী কেন করা হয়।

অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে,—কাঃ নিঃ সমিতির সভ্যগণ ১২৲ টাকা চাঁদা দিতে পারিলে সভার বিশেষ উপকার হয়, কিন্তু গত ৪ বৎসর কাল তাঁহার সম্পাদকত্বকালে তিনি দেখিয়াছেন যে, সভার প্রতি প্রেম ও

শ্রদ্ধা-সম্পন্ন কাঃ নিঃ সমিতির মধ্যে এমন কয়েকজন সভ্য আছেন—যাঁহাদের উপর এই নিয়মজারী করিলে, তাঁহাদের ক্ষতি করা হইবে; তবে এই প্রস্তাবটী অনুরোধরূপে যখন গৃহীত হইতেছে, তখন তাঁহার আপত্তি নাই। অতঃপর ইহা আপত্তির জন্য ভোটে যাওয়ায় এই প্রস্তাবের পক্ষে ২২ জন ও বিপক্ষে ৪জন ভোট দেওয়ায় শরৎ বাবুর প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল।

তৎপরে অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় আনন্দের সহিত বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, সভার অন্যতম প্রাচীন সভ্য ও শ্রদ্ধাবান সেবক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা এবং তাঁহার পূজনীয় পিতৃব্য অমৃতবাজার-পত্রিকা-সম্পাদক খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত গোলাপ লাল ঘোষ মহাশয়দ্বয় প্রত্যেকে এককালীন ১০০৲ টাকা করিয়া প্রদান করিয়া সভার আজীবন সভ্য হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন; এজন্য আমি প্রস্তাব করি, তাঁহাদিগকে সভার আজীবন সভ্যরূপে গ্রহণ করা হউক। প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

১০ম প্রস্তাব—গত বার্ষিক অধিবেশনে পরিবর্ত্তিত নিয়মাবলী সভার ক্ষতিকর বিধায়এই সভা ঐ সকল পরিবর্ত্তিত নিয়মপরিহার করিয়া পূর্ব্ব নিয়মাবলী প্রচলিত সম্বন্ধে বহু আলোচনান্তে এই প্রস্তাবের প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা মহাশয় বিশিষ্ট সভ্য বৃন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রত্যাহার করিলেন।

১১শ প্রস্তাব—সারদাচরণ আর্য্য বিদ্যালয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সম্পত্তি বিধায় ঐ বিদ্যালয়টীকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্বাধীনে আনিবার জন্য এই সভা কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিকে আবশ্যক মত অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা প্রদান করিতেছেন।

সারদাচরণ আর্য্য-বিদ্যালয় সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত **শরৎচন্দ্র বিশ্বাসবর্ম্মা** মহোদয় একটী সমীচীন বক্তৃতা করেন, এবং এতদিনেও উহা সভার কতৃত্বাধীনে আসিল না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "সভা যদি নিজ সম্পত্তি বা দান প্রাপ্ত সংরক্ষণে উদাসীন বা অসমর্থ হন, তবে সাধারণে কেন দান করিবে। স্কুলটী সভার কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিলে সভার প্রভূত কল্যাণ হইবে। মনস্বী ৺ সারদা বাবু যখন উহা সভায় দান করিয়া গিয়াছেন, সভার কি কর্ত্তব্য নয়—সেই স্বর্গগত স্বজাতিপ্রেমিক কর্ণধারের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করা? এ জন্য আমি প্রস্তাব করি,—ঐ স্কুল সভার আয়ত্বে আনিতে উপযুক্ত অর্থব্যয় মঞ্জুর করা হউক, এবং কাঃ নিঃ সমিতির উপর তৎসম্বন্ধীয় ভার অর্পিত হউক"।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই-সি-এস মহোদয় বলেন যে," এই প্রস্তাব উত্থাপনের আবশ্যকতা বুঝি না; বিদ্যালয়টী সভারও নয় শরৎকুমার মিত্র মহাশয়েরও নয়—উহা সাধারণের সম্পত্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী স্কুল কমিটি ঐ বিদ্যালয় পরিচালন করিতেছেন। কায়স্থ সভার সভাপতি উহার সভাপতি, এবং সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ৩ জন প্রতিনিধি ঐ কমিটিতে থাকিতে পারেন। আমরা অভিমান করিয়া তথায় যাই নাই, প্রতিনিধিও নির্ব্বাচন করি নাই; স্কুল দখল করিতে এখন ৫।৬ শত টাকা ব্যয় হইবে, এবং তাহা করিতে গেলে স্কুলটীও হয়ত উঠিয়া যাইবে। বিদ্যালয়টীর বিষয়ে অন্য কোন বিশেষ অধিকার সভার আছে বলিয়া আমি জানি না; একারণ সভার এই অসচ্ছল অবস্থায় ঐ অনর্থক ব্যয়ের টাকা মঞ্জুর আমি সমর্থন করি না"।

অগ্নিহোত্রী সরলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলেন,"১৩২৬ সালে সভা বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দের হস্তে আসার পর আজ এই প্রথম শুনিতেছি যে, ঐ স্কুলটী সভার সম্পত্তি নহে। মাননীয় দেববর্ম্মা মহোদয় সভার সম্পাদকরূপে যখন একথা বলিতেছেন, তখন এ সম্বন্ধে দু একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহোদয় ১৯১৫ সালের নভেম্বর মাসে রেজিষ্ট্রীকৃত দানপত্র-দ্বারা স্কুলটী বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভাকে দান করিয়া গিয়াছেন। ১৩২৭ সালে ঐ স্কুল সম্বন্ধীয় গোলযোগ ঘটিলে, শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কয়েক জন সভ্যকে লইয়া যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল; তাঁহারা মত দিয়াছিলেন যে, ঐ স্কুলটীর সম্পূর্ণ সত্বাধিকার ও পরিচালনভার ৺সারদাচরণ মিত্র মহোদয় এই সভার উপরই অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, এবং সভাও সেই দান গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ কমিটি স্কুল-পরিচালন জন্য নূতন নিয়মাদি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্য সেই সময় করিয়াছিলেন বলিয়া আমার স্মরণ হয়। সেই সময়ের কাঃ নিঃ সমিতির বিবরণাদি দেখিলে আমার উক্তির সত্যতা সপ্রমান হইবে। বেলেঘাটায় সভার বার্ষিক অধিবেশনেও ঐ স্কুল সভার সম্পত্তি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। ১৩২৮ সালে কায়স্থ সভার এক বিশেষ অধিবেশনে এবং পাইকপাড়ার রাজবাড়ীর বার্ষিক অধিবেশনে ঐ বিদ্যালয় সভার সম্পত্তি বিধায় তাহার স্বত্ব-স্বামিত্ব বজায় রাখিতে কাঃ নিঃ সমিতির উপর সর্ব্বপ্রকার বিহিত উপায় অবলম্বনের ভার দিয়াছিলেন বলিয়া অবগত আছি। ১৩২৯, ১৩৩০, ১৩৩১ সালের এই সভার বার্ষিক অধি-

বেশনে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির মন্তব্যে সারদাচরণ আর্য্য-বিদ্যালয় সভার সম্পত্তি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহোদয় ঐ স্কুল সভাকে দান করিয়া যাওয়া সত্ত্বেও তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় উহা সভার অধিকারে আসিতে দিতেছেন না বলিয়া প্রতি বৎসরই দুঃখ প্রকাশ করা হইতেছে। গত কল্যপর্য্যন্তও এ সভার (২৩ বার্ষিক অধিবেশনের প্রথম দিবসে, কাঃ নিঃ সমিতির যে বার্ষিক কার্য্য বিবরণ বিতরিত, সভার সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল, সেই মুদ্রিত বিবরণের ৬পৃঃ লিখিত হইয়াছে, "সারদাচরণ আর্য্য বিদ্যালয়টী সভার কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিলে সভা শিক্ষা-বিস্তার-সম্বন্ধে কিছু প্রচেষ্টা করিতে পারিতেন ; কিন্তু সভা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে, ঐ বিদ্যালয়টী সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্বজাতি-বৎসল স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা মহোদয় সভাকে দান করিয়া যাওয়া সত্ত্বেও উহা নানা কারণে সভার সম্পুর্ণ অধিকারে আসে নাই।" এই সমস্ত বিবরণ, প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া আমরা কেমনে বুঝিব ঐ বিদ্যালয়টী সভার সম্পত্তি নহে। বাস্তবিক সভার কোন সভ্যই এযাবৎ অবগত হন নাই যে, ঐ স্কুলটী সভার সম্পত্তি নহে। কায়স্থ পত্রিকায়ও এসম্বন্ধে কোন বিজ্ঞাপন বা সংবাদ প্রকাশ হয় নাই, সভ্যগণকেও জানান হয় নাই ; আমি উকীল নহি, সুতরাং উহা এখনও সভার সম্পত্তি আছে কি না বলিতে পারিব না। ১৩২৬ সাল হইতে সভা ঐ স্কুল হইতে বেদখল হইয়াছেন বলিতে পারি, তাহাতে সভার স্বত্ব-স্বামিত্ব লোপ পাইয়াছে কি না তাহা শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্র বাবু, মাননীয় কিরণ বাবু প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণই বলিতে পারেন। যদি সভার দাবী লোপ পাইয়াই থাকে, তাহাও সভ্যগণকে জানান উচিত ; এবং কেন লোপ পাইল, এবং তজ্জন্য দায়ী কে তাহাও আমাদের জানা কর্ত্তব্য। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই টুকুই বুঝি যে, সভা তাহার ন্যায্য অধিকার বজায় রাখিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইলে "দেবরাণী মহেন্দ্রগুহ ভাণ্ডারের" ন্যায় স্কুলটীও সভার অধিকারে আসিবে এবং সভারও কর্ত্তব্য পালন হইবে।

রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল মহোদয় বলিলেন, "তাঁহার যতদূর স্মরণ হয় স্বর্গীয় সারদাবাবু দান-পত্রের দ্বারা স্কুলটী কায়স্থ-সভাকেই দান করিয়া গিয়াছেন। এসম্বন্ধে ঐ দান-পত্রে কি আছে তাহা দেখা দরকার"। তিনি বলেন, "আমার সব কথা স্মরণ না হইলেও একটা লেখা পড়া যে হইয়াছিল এবং স্কুলটী যে সভাকে দান করা হইয়াছিল, তাহা আমার বেশ মনে পড়ে"। স্কুলটী সভার কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিলে সভার নানা উপকার হইবে, এরূপ তিনি বোধ করেন এবং স্কুল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তৎ ফলাফল সভায় জানাইবার জন্য কাঃ নিঃ সমিতির উপর ভার দেওয়ার সম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত সংশোধন প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করিলেন,—

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের গৃহীত মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া "সারদাচরণ আর্য্য-বিদ্যালয়"টী সম্বন্ধে কায়স্থ-সভার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার ভার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির উপর অর্পিত হউক।"

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল,

সমর্থক—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা বি-এল,

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা মহাশয় নিজ প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া যতীন্দ্র বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সারদা বাবুর দান পত্রের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের মতই সমর্থন করিলেন। অতঃপর রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সংশোধন প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১২শ প্রস্তাব—১৩৩২।৩৩ সালের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ (বজেট) মঞ্জুর করা হউক। (এই বজেট ১৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

১৩শ প্রস্তাব—সভার উপস্থিত হিতৈষি ব্রাহ্মণগণ, স্বজাতিবৃন্দ, গত বর্ষের সম্পাদকগণ, পত্রিকা সম্পাদক, প্রচারকগণ, অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং সভার কার্য্যে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, সংবাদ পত্রের সম্পাদক মহাশয়গণকে ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনের সুব্যবস্থা করার জন্য সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে সভা বিশেষ ভাবে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। বর্ত্তমান বাষিক অধিবেশনের স্থান দানকরার জন্য এই সভা মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র সিংহ মহাশয়কে ও গায়ক শ্রীযুক্ত সীতেশরঞ্জন ঘোষ মহাশয় সঙ্গীতাদি শুনাইয়া

সভাকে আনন্দ দান করায়—তাঁহাদিগকে এই সভা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন। সভার দুইজন প্রচারককে কলিকাতায় অবস্থান-কালে সেবাদানে পরিতৃপ্ত করায় এবং বাগবাজার "লক্ষ্মীনিবাসে" এ বৎসরও সভার কার্য্যালয়ের স্থান দেওয়ায় সভার অন্যতম আজীবন সভ্য শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত মহাশয়কে সভা বহু ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়।

এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

১৪শ প্রস্তাব—সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের নানা সদ্‌গুণের ও কায়স্থ সভার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম প্রেমের কথা উল্লেখ করিয়া সভাপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ ঘোষ রায় বর্ম্মা বাহাদুরকে বহু ধন্যবাদ প্রদান করিলেন; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম-এ, মহাশয় কর্ত্তৃক এই প্রস্তাব সমর্থিত ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী বি-এল, কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে উল্লাসের সহিত এই ধন্যবাদের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

বলা বাহুল্য অদ্যও সভাশেষে পূর্ব্বদিনের ন্যায় গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহোদয়ের এবং তদীয় কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বগলাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি মহাশয়দিগের আদর অপ্যায়নেও জলযোগাদি করিয়া সভ্যগণ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন; এজন্য তাঁহারা সকলেই ধন্যবাদার্হ।

পরিশিষ্ট

সভাপতি

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী (ইদিলপুর, ফরিদপুর)।

সহ-সভাপতি

(ব) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, বি এল, এম, এল, এ, (কলিকাতা)
(বা) " মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা রায় চৌধুরী, (নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ)
(উ) " যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা বি, এল (কলিকাতা)
(দ) " নিবারণচন্দ্র দত্ত, (কলিকাতা)

সদস্য

মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ ঘোষ রায় বর্ম্মা বাহাদুর, (দিনাজপুর)
কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, (কলিকাতা)
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা, আই-সি-এস্, সি, আই, ই (কলিকাতা)

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব, সিদ্ধান্ত-বারিধি, শব্দ-রত্নাকর, তত্ত্বচিন্তামণি, এম-আর-এ-এস্,

সহ-সম্পাদক

শ্রীযুক্ত নীতিশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, বার-এট্-ল (ভবানীপুর)
" ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা, এম-আর-এ-এস্ (মাণিকতলা ষ্ট্রীট)

পত্রিকা-সম্পাদক

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ("লক্ষ্মী-নিবাস", বাগবাজার, কলিকাতা)

ধন-রক্ষক

রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল, শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ (টাকী)

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা বি-এ, এফ-এস্-এস্ (টালা, কলিকাতা)
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু বর্ম্মা, এম-এ, বি-এল, (বাগবাজার, কলিকাতা)

প্রচারক

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার, (চাঁদসী, বরিশাল)

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ।

(উত্তর-রাঢ়ীয়)

মহাশয়জী শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ (চম্পানগর, ভাগলপুর), কুমার শ্রীযুক্ত কুমারেন্দ্র দেবরায় মহাশয় (বাঁশবেড়িয়া, হুগলী), কুমার শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ রায় বর্ম্মা বাহাদুর (ত্রিবেণী, হুগলী), কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণ ঘোষ রায় বর্ম্মা বাহাদুর (দিনাজপুর), গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা (কাশী), পূর্ণচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, বি-এ (কান্দী, মুর্শিদাবাদ), প্যারিমোহন ঘোষ বর্ম্মা (পোঁপাড়া, মুর্শিদাবাদ), লেপ্টনাণ্ট সত্যেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মৌলিক, এম-এস্-সি, বি-এল (কলিকাতা), দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ রায় বর্ম্মা (দিনাজপুর), গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র, এম-এ, বি-এল (ঘাসিপাড়া, দিনাজপুর), যতীন্দ্রনাথ মিত্র, (মাহাতা, বর্দ্ধমান), নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, এম-এ, বি-এল (পাটনা), হরচন্দ্র দাস বর্ম্মা (বলতৈড়, দিনাজপুর), ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বি-এল (ভাগলপুর), ডাক্তার মানদাকান্ত রায় বর্ম্মা, এম-বি (কলিকাতা), সত্যকিঙ্কর রায় বর্ম্মা (বহরান, বর্দ্ধমান), শশাঙ্কভূষণ সিংহ বর্ম্মা, বার-এট্-ল, (কলিকাতা), কৃষ্ণদাস মজুমদার, বি, এল (রামপুরহাট), শরচ্চন্দ্র সিংহ, (কান্দি, মুর্শিদাবাদ), শৈলেন্দ্রমোহন সিংহ বর্ম্মা (কান্দি, মুর্শিদাবাদ)।

দক্ষিণ রাঢ়ীয়

শ্রীযুক্ত রায় বিপিন বিহারী বসু (কলিকাতা), হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম-এ, বি-এল, পি, আর, এস্, (কলিকাতা), অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক বি, এল (কলিকাতা), ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (কলিকাতা), গোলাপ লাল ঘোষ (কলিকাতা), মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা (কলিকাতা), দয়ালচন্দ্র বসু (কলিকাতা), সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ (কাঁকুরগাছী, কলিকাতা), সিদ্ধেশ্বর ঘোষ (কলিকাতা), অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ (কলিকাতা), বিজয়চন্দ্রসিংহ (কলিকাতা), সুরেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা (বেলেঘাটা), বিধুভূষণ সরকার বর্ম্মা (বেলেঘাটা), গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন (বেলেঘাটা), রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর (অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর, ফরিদপুর), উপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা বি-এল

খুলনা), শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস দেব বর্ম্মা বি-এল,(বসিরহাট), শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (ইত্না, যশোহর), রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী (কাজিরগঞ্জ, রাজসাহী), রাজেন্দ্রনাথ মিত্র (কলিকাতা), যতীন্দ্রনাথ দত্ত (কলিকাতা), অশ্বিনীকুমার বসু বর্ম্মা (সোনারী, আসাম), প্রবোধকুমার দত্ত (কলিকাতা), মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা ("বান্ধব-বস্ত্রালয়" কলিকাতা)।

বঙ্গজ

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, বি-এল, (ভবানীপুর, কলিকাতা), বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা, এম-এ, বি-এল, (মালখানগর, ঢাকা), রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম, এ, (প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট), রায়-বাহাদুর শ্রীনাথ রায় বর্ম্মা বি-এল, (ঢাকা), বিষ্ণুচরণ সেন বর্ম্মা (বহরমপুর), জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মা (শ্রীপুর, ২৪পরগণা), কুমার শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র-মোহন গুহ রায় বর্ম্মা (লক্ষ্মীকোল, রাজবাড়ী), সুরেশচন্দ্র গুহ (কলিকাতা), কেদারনাথ দেব বর্ম্মা (দৌলতপুর, ফরিদপুর), রসিকলাল দেব বর্ম্মা (নিলখী, ফরিদপুর), সুরেন্দ্রলাল দাস বর্ম্মা (বনী, ফরিদপুর), সতীশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, (কলিকাতা), রাজেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা বি-এল, (সিরাজগঞ্জ, পাবনা), তারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (কাশীপুর, বরিশাল), যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বি-এল, (জলপাইগুড়ী), যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা, উকীল, (ভাঙ্গা, ফরিদপুর), মনোরঞ্জন ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী বি-এল, (ঢাকা), দ্বারকানাথ পাল বর্ম্মা (দিনাজপুর), অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী (ইদিলপুর, ফরিদপুর), বিরাজমোহন দাস এম, এস্, সি, (কলিকাতা), মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা তত্ত্বনিধি (ত্রিপুরা, সাং ভবানীপুর), দুর্গাকুমার গুহ বি-এল, উকীল, (নোয়াখালী)।

বারেন্দ্র

শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী এম-বি-ই, (কাকিনা, রংপুর), কুমার ক্ষিতীশ ভূষণ বর্ম্মা রায় বাহাদুর (তাড়াশ, পাবনা), কুমার রাধিকা ভূষণ রায় (তাড়াশ, পাবনা), রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায় এম-এ, বি-এল, (কৃষ্ণনগর), যোগীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা এম- এ, বি-এল, (কৃষ্ণনগর), বৃন্দাবনচন্দ্র রায় বর্ম্মা (পয়দা, পাবনা), যোগেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা (মাদ্‌লা, বগুড়া),

কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা (তাহেরপুর, রাজসাহী), মাধবচন্দ্র শিকদার বর্ম্মা উকীল, (দিনাজপুর), হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম-এ, (কলিকাতা), রাইচরণ রায় বর্ম্মা (পাবনা), প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা বি-এল, (বগুড়া), রামগোপাল মজুমদার বর্ম্মা বি-এল, (কুষ্টিয়া, নদীয়া), ডাক্তার বসন্তকুমার ভৌমিক বর্ম্মা (কৃষ্ণনগর), বিজয়নাথ সরকার (ঘোড়ামারা, রাজসাহী), অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এম-এ, পি-আর-এস, (কটক), ত্রৈলোক্যনাথ নন্দী বর্ম্মা মোক্তার, (নাটোর), যাদবানন্দ রায় এম এ (ঘুঘুডাঙ্গা, কলিকাতা), ডাক্তার সরসীলাল সরকার এম-ধি, (নোয়াখালী), বিনয়কুমার রায় বর্ম্মা, বি-এল উকীল, (পাবনা), বিমানবিহারী মজুমদার বর্ম্মা এম-এ, (নবদ্বীপ)।

কায়স্থ-পত্রিকা

২৪শ বর্ষ | ভাদ্র—১৩৩২ | ৫ম সংখ্যা

সম্পাদকের নিবেদন

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

কায়স্থ-জাতির আদি বীজপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের শ্রীচরণ-বন্দনান্তে "কায়স্থ-পত্রিকার" পাঠকগণকে ও কায়স্থ-সভার ও জাতির ভ্রাতৃবৃন্দকে যথাযোগ্য অভিবাদনাদি জানাইয়া নিবেদন করিতেছি যে, জানি না কি সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য-বশে এ দীন সাহিত্যানুরাগী ও নগণ্য জাতি-সেবকের স্কন্ধে কায়স্থ-পত্রিকা-সম্পাদনরূপ মহাদায়িত্বপূর্ণ গুরুভার এবারকার মত অর্পিত হইল। যে কার্য্য এ দীন অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ মনীষী, ঐতিহাসিক ও জাতিতত্ত্ববিদ্ সাহিত্যিক-গণের দ্বারা এ-যাবৎ সম্পাদিত হইয়া আসিতেছিল; কি উদ্দেশ্যে তাহা এই অকিঞ্চন সাহিত্যরসপিপাসুর জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল, বুঝিতে পারিতেছি না। যদি উপহাসাস্পদ হই; সে দোষ আমার নহে, আপনাদের। তবে ভরসা হয়—পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রিকা-পরিচালক ধুরন্ধরগণ সকলেই আমাদিগকে স্নেহ করেন। তাঁহাদের সাহায্য পাইবার উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আজ সাহিত্য-সেবা, তথা স্বজাতি-সেবা, কার্য্যে নিয়োজিত হইতে আমরা সাহসী হইলাম। বঙ্গের বিরাট কায়স্থ জাতির নিকট আমাদের দাবী করিবার অনেক আছে। বঙ্গের অসংখ্য কায়স্থ ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, কবি, পর্য্যটক ও কলাবিদ্গণের নিকট কি আমরা বৎসরে একটি মাত্র প্রবন্ধ, সন্দর্ভ, গল্প, বৃত্তান্ত ও কবিতাদি তাঁহাদের স্বজাতীয় প্রতিভার প্রকাশিনী এই পত্রিকার জন্য আশা করিতে পারি না?

তাহা ছাড়া এই বাণী-পূজা-আয়োজন সর্ব্বজাতি-নির্ব্বিশেষেও সাধিত হইতে পারে; কারণ সাহিত্য-সাধনায় সকলের সমান অধিকার এবং সেই জন্য এই সাহিত্য-যজ্ঞ-মণ্ডপের দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত। তাই আমরা জাতি-নির্ব্বিশেষে স্ত্রী, পুরুষ সকলকেই এই সাহিত্য-সাধনায় আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা সকলেই আমাদের এই কার্য্যে সহায় হউন—ইহাই আমাদের নিবেদন।

এবার পত্রিকার একটি ধারা বাঁধিবার চেষ্টা হইবে এরূপ আশা করিতেছি। অন্য ইতিহাস, ধর্ম্ম, জাতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, গল্প, জীবন ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত, কবিতা, অন্য সমস্যা-সমাধানের কথা, স্বাস্থ্য ও কৃষি-বিজ্ঞান, প্রাপ্ত-পুস্তকের আলোচনা ও কায়স্থ সমাচারে জাতীয় প্রতিভা-কৃতিত্বের আলোচনা, সভার কার্য্যের প্রসার-সম্বন্ধী প্রচার-কাহিনী এবং সাময়িকী আলোচনাদিতে পত্রিকার কলেবর ভূষিত করিবার বিশেষ প্রযত্ন করা হইবে। বঙ্গের বিশিষ্ট কায়স্থগণের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন চরিতাভিধান ও অপূর্ব্ব-প্রকাশিত বিশিষ্ট বংশাবলীর পুরুষ-পরম্পরার কারি প্রকাশ করিবার আগ্রহ রহিল।

শেষে পুনরায় বলি, কায়স্থ-পত্রিকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সম্পাদকীয় অগ্র গণ, লেখক ও লেখিকাগণ, পত্রিকা-পরিচালন-সমিতির মনীষী সদস্যগণ, সংবাদ প্রচার-কাহিনীর প্রেরকগণ আমাদের বিশেষ ভাবে সহায়তা করুন। সর্ব্বশেষে কথা,—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

সম্পাদক

কবীন্দ্র-পাত্র

(১)

কামরূপ-প্রদেশে কায়স্থ বারভূঁঞাগণের অধঃপতনের পর যে সকল মহাত্মা সেখানকার কায়স্থ-সমাজে প্রতিষ্ঠা ও গৌরব অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কবীন্দ্রপাত্র অগ্রণী। তাঁহার প্রকৃত নাম বাণীনাথ, উপাধি কবীন্দ্র। তিনি কামতা (কোচবিহার) ও কামরূপপতি মহারাজ নরনারায়ণের পাত্র বা প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন বলিয়া 'কবীন্দ্র পাত্র' নামে প্রসিদ্ধ।

বাণীনাথের পিতামহ নরহরিদাস মিথিলা হইতে কামরূপে আগমন করেন। তিনি একজন মহাশাক্ত ছিলেন। অনেক সময় তিনি কামাখ্যায় আসিয়া মহাশক্তির পূজা করিতেন। বিশ্বসিংহের অভ্যুদয়কালে তিনি কামাখ্যার নির্জ্জন কুটীরে মহাশক্তির আরাধনায় অতিবাহিত করিতেছিলেন। কামতায় রাজপদে অভিষিক্ত হইবার সময় বিশ্বসিংহ মিথিলা হইতে কয়েকজন অধ্যাপক ব্রাহ্মণকে আনাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সার্ব্বভৌমের নাম কোচবিহারের প্রাচীন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। মহারাজ বিশ্বসিংহ তাঁহাকেই আপনার রাজপুরোহিত নিযুক্ত করেন। এই সার্ব্বভৌমের নিকটই বিশ্বসিংহ নরহরিদাসের সন্ধান পাইয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম কামরূপপতিকে জানাইয়াছিলেন—নরহরিদাসের পূর্ব্বপুরুষগণ পুরুষানুক্রমে মিথিলাধিপের প্রধান মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিয়াছেন। এরূপ বংশীয় বিচক্ষণ ব্যক্তিকে মন্ত্রিত্বে বরণ করিলে তাঁহার নবজিত রাজ্যের সুশাসনের যথেষ্ট সুবিধা হইবে। সার্ব্বভৌমের পরামর্শে বিশ্বসিংহ নরহরিদাসকে কামাখ্যা হইতে আহ্বান করেন। পরম ধার্ম্মিক তপোনিরত নরহরি মন্ত্রিত্ব-গ্রহণে প্রথমে সম্মত হন নাই; তাঁহার শেষ জীবন মহাশক্তির পূজার্চ্চনায় অতিবাহিত করিবেন, ইহাই সঙ্কল্প ছিল। অবশেষে মৈথিল পণ্ডিত সার্ব্বভৌমের একান্ত অনুরোধে মন্ত্রিত্ব-গ্রহণে সম্মত হইয়াছিলেন।

নরহরি পূর্ব্ব হইতেই সংসারনির্লিপ্ত ধর্ম্মপরায়ণ সাধু ছিলেন। তিনি পুত্র-পরিজন পরিত্যাগ করিয়া কামরূপে আসিয়াছিলেন। মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ করিলেও তাঁহার সেই ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি হ্রাস হয় নাই। তাঁহাকে সংসারে আকৃষ্ট করিবার জন্য পণ্ডিতবর সার্ব্বভৌম মিথিলা হইতে তাঁহার স্ত্রীপুত্রকে আনাইয়া লইলেন। কিন্তু বিষম দায়িত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ এবং স্ত্রীপুত্রের সাহচর্য্যে তাঁহাকে সংসারে

আসক্ত করিতে পারে নাই। তাঁহারই মন্ত্রণা ও সদুপদেশে বিশ্বসিংহের অধিকার মধ্যে ধর্ম্ম ও ন্যায়ের শাসন প্রচলিত হইয়াছিল। তাঁহারই চেষ্টায় অভিজাত-বংশের সম্মান, সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি সমভাবে সমাদর এবং দেবদেবীর পূজায় অনুরাগ কামরূপের সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাঁহারই পরামর্শে মহারাজ বিশ্বসিংহ মল্ল (পরে নরনারায়ণ) ও শুক্ল (চিলারায়) এই দুই প্রিয় পুত্রকে কাশীধামে সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন।

নরহরির পুত্রের নাম পয়োনিধি দাস। কামতা-রাজধানীতে পিতার নিকট আসিবার পর তাঁহার দুইটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কবিকর্ণপুর* ও কনিষ্ঠ বাণীনাথ† কবীন্দ্র পাত্র। উভয় ভ্রাতা পিতামহ ও সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের নিকট নানা শাস্ত্র শিক্ষা করেন। উভয়ের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া পণ্ডিত-সমাজ জ্যেষ্ঠকে কবিকর্ণপুর ও কনিষ্ঠকে কবীন্দ্র উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। কবিকর্ণপুর নরহরির অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন, পিতামহের চরিত্রগুণ অনেকাংশে তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি সর্ব্বদা পিতামহের নিকট থাকিতেন। পিতামহের পূজার্চ্চনা, জপ তপ সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিতেন। জ্ঞানোদয়ের সহিত তিনি অনেকটা জপ-তপ-পরায়ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। পিতামহের মৃত্যুর পর তাঁহার সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং অল্পদিন মধ্যেই সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

নরহরির মৃত্যু হইলে পণ্ডিতবর সার্ব্বভৌম পয়োনিধির পুরোহিত-রূপে তাঁহার পিতার আদ্যকৃত্য সম্পন্ন করেন। নরহরি দাসের কাশ্যপগোত্র এবং সার্ব্বভৌমের বশিষ্ঠ গোত্র ছিল। পুরোহিতের গোত্রানুসারে ক্ষত্রিয়বর্ণের গোত্রপরিচয় হইত‡। পণ্ডিতবর সার্ব্বভৌমের উপদেশে পয়োনিধি পিতার শ্রাদ্ধকালে পুরোহিতের বশিষ্ঠ গোত্র গ্রহণ করেন। তদবধি পয়োনিধির পুত্র কবীন্দ্রপাত্রের বংশধরগণ বশিষ্ঠ গোত্র হইয়াছেন।

কবীন্দ্রপাত্রের পিতামহ প্রভৃতি উদ্ধতন পুরুষগণ মিথিলাবাসী অর্থাৎ মৈথিল কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইলেও কবীন্দ্র পাত্রের অধস্তন বংশধরগণ কামরূপ

* কবিকর্ণ-পুর উপাধি—ইঁহার প্রকৃত নাম পাওয়া যায় নাই।

† কাহারও মতে বাণীনাথই জ্যেষ্ঠ ও কবিকর্ণপুর কনিষ্ঠ।

‡ আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রে লিখিত আছে—"পুরোহিতপ্রবরো রাজ্ঞাং" (১২।১৫।৫) রাজবংশ বা ক্ষত্রিয় বর্ণের পুরোহিতের গোত্রপ্রবর হইবে।

কামতার কায়স্থ-সমাজে "বাঙ্গাল বরুয়া" অর্থাৎ বঙ্গীয় মন্ত্রীর বংশ বলিয়া পরিচিত। মৈথিলকায়স্থের "বাঙ্গাল" আখ্যা হইবার কারণ কি? কবীন্দ্র-পাত্রের পরিচয় ও ইতিহাস জানিবার পূর্ব্বে তাঁহার বা তদ্‌বংশধরগণের 'বাঙ্গাল' পরিচয় কেন হইল, তাহা বিশেষ প্রণিধান করিবার বিষয়।

গত ১৩২৮ সালের কায়স্থ-পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীধর ঠাকুরের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছি—শ্রীধর-ঠাকুর মিথিলার অন্তঃর্গত অন্ধ্রাঠাড়ি গ্রামে কমলাদিত্য নামে এক চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, সেই মূর্ত্তির পাদপীঠে অতি স্পষ্টাক্ষরে এইরূপ শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে—

"ওঁ শ্রীমন্নান্যপতির্জেতা গুণরত্ন-মহার্ণবঃ।
যৎকীর্ত্ত্যোচ্ছলিতং বিশ্বং দ্বিতীয়ো ধীষণো বরঃ।
মন্ত্রিণা তস্য নান্যস্য ক্ষত্রবঙ্গাব্জভানুনা
দেবোয়ং কারিতঃ শ্রীমান্ শ্রীধরঃ শ্রীধরেণ চ॥"

উক্ত শিলালিপিতে শ্রীধর "ক্ষত্রবঙ্গাব্জভানু" * অর্থাৎ বঙ্গপদ্মের ক্ষত্রিয়-সূর্য্য স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীধর-ঠাকুর যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা তাঁহার নিজ শিলালিপি হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

এদেশ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ-কায়স্থ পূর্ব্বকালে যে মিথিলায় গিয়া বাস করিয়াছেন, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-রচনা-কালে বাঙ্গালার এবং মিথিলার কুলপঞ্জিকা হইতে তাহা জানিতে পারি। পরে কামরূপের সামাজিক ইতিহাস রচনাকালে কামরূপের প্রধান প্রধান বংশের মধ্যে এই 'বাঙ্গাল বরুয়ার' বংশের সন্ধান পাই এবং তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ যে মিথিলাবাসী ছিলেন, তাহাও কুল-পরিচয় হইতে জানিতে পারি।

অধুনা 'বাঙ্গাল বড়ুয়া'-বংশের অগ্রণী হইতেছেন গৌরীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর। রাজা বাহাদুরের মুখেও শুনিয়াছি যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মিথিলা হইতে কামরূপে আসিয়াছিলেন। আমি বঙ্গ, মিথিলা ও কামরূপী কায়স্থগণের সম্বন্ধ ও বংশাবলী সংগ্রহ করিবার জন্য মিথিলায় যাত্রা করি। বর্ত্তমান মিথিলেশ মহারাজ রমেশ্বর সিংহ বাহাদুরের মুখেও অবগত হই যে আসাম গৌরীপুরের রাজবংশ মিথিলা হইতেই তথায় গিয়াছেন। একথা শুনিয়া আমার কৌতূহল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। সুদূর মিথিলার নানা পল্লিগ্রামে

* মিথিলা-দর্পণে "ক্ষত্রবঙ্গাব্জভানু" স্থানে—"মত্ত-বঙ্গাব্জভানু" এইরূপ বিকৃত পাঠ গৃহীত হইয়াছে। ১৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বংশাবলী-রক্ষক প্রসিদ্ধ পঞ্জিয়ারগণের গৃহে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। এই সময় উপরোক্ত শ্রীধর ঠাকুরের শিলালিপি আমার নয়নগোচর হয়। এই সময়ে হিন্দি ভাষায় শ্রীযুক্ত রাসবিহারীলাল দাস বিরচিত—'মিথিলাদর্পণ' নামক গ্রন্থ আমার হস্তগত হয়। এই গ্রন্থে এইরূপ দেখিতে পাই—

"শ্রীধর মহোদয়কা এক দুসরা নাম দেবধর ভী থা, ইনকে পিতাকা নাম সর্ব্বকর ঠাকুর, পিতামহকা নাম বংশধর ঠাকুর, তথা প্রপিতামহাকা নাম লক্ষ্মীকর ঠাকুর থা।" †

উপরে শ্রীধর ঠাকুরের পূর্ব্বপুরুষগণের যে কয়েকটী নাম উদ্ধৃত হইল, মিথিলার পঞ্জিয়ারগণের মতে ঐগুলি রাশিনাম হইতেছে। কারণ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে পূর্ব্বপুরুষের রাশিনাম উল্লেখ করাই কর্ত্তব্য। দরভাঙ্গা জেলার মধুবনী থানার অন্তর্গত গন্ধবাড়িগ্রামনিবাসী পঞ্জিয়ারগণের সংগৃহীত প্রাচীন কুলপঞ্জীতে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের রাশিনামের সহিত এইরূপ ডাকনামও পাওয়া গিয়াছে। যথা,—

লক্ষ্মীকর ঠাকুরের ডাকনাম ধরাধর, তৎপুত্র বংশধর ঠাকুরের ডাকনাম শূলপাণি, তৎপুত্র সর্ব্বকর ঠাকুরের ডাকনাম চক্রধর, তৎপুত্র দেবধরের ডাকনাম শ্রীধর ঠাকুর।

আমাদের পূর্ব্বপ্রকাশিত কাশীদাসীর ঢাকুর হইতে পূর্ব্বেই এইরূপ পরিচয় উদ্ধৃত হইয়াছে—

"তার পুত্র রাজ্যধর গৌড়ে বিপ্লব অতঃপর
পলাইয়া গেল উত্তর দেশে।
কামাখ্যা মাতার দয়াগুণে কুবচে বাস সগণে
রাজ্যলাভ দেবীর আদেশে॥
তার পুত্র বীর শ্রীধরাই কাঙুর রাজার ঠাঁই
পূজা পাইল সামন্ত প্রধান।
বহু যশ উপাজয় কানড়ার পরাজয়
ধরাধর তাহার সন্তান।
তার পুত্র শূলপাণি, পূজিয়া পিনাকপাণি
কুবচেতে হইল সুখ্যাত।

† মিথিলা দর্পণ, প্রথম খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পুত্র তার মহামানী পিণাক আর চক্রপাণি
যদুবীরে কৈল উপেক্ষিত॥
চক্রপাণি দেশান্তর পুত্র তার দেবধর
মহামাত্য বলিয়া সুখ্যাত।
বঙ্গ মাঝে ছাড়া হৈল পিণাক সমাজে রৈল
তান ধারা সর্ব্বত্র আখ্যাত॥"

উদ্ধৃত কাশীদাসী ঢাকুর ও মিথিলার কুলপঞ্জী মিলাইয়া আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি, দেবধর ওরফে শ্রীধরঠাকুর বঙ্গ হইতে মিথিলায় গিয়া মহামাত্য বা প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত ঢাকুর ও মিথিলার কুলপঞ্জী হইতে শ্রীধরঠাকুরের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী বংশাবলী এইরূপ পাওয়া গিয়াছে—

শ্রীধরের পূর্ব্ববংশ

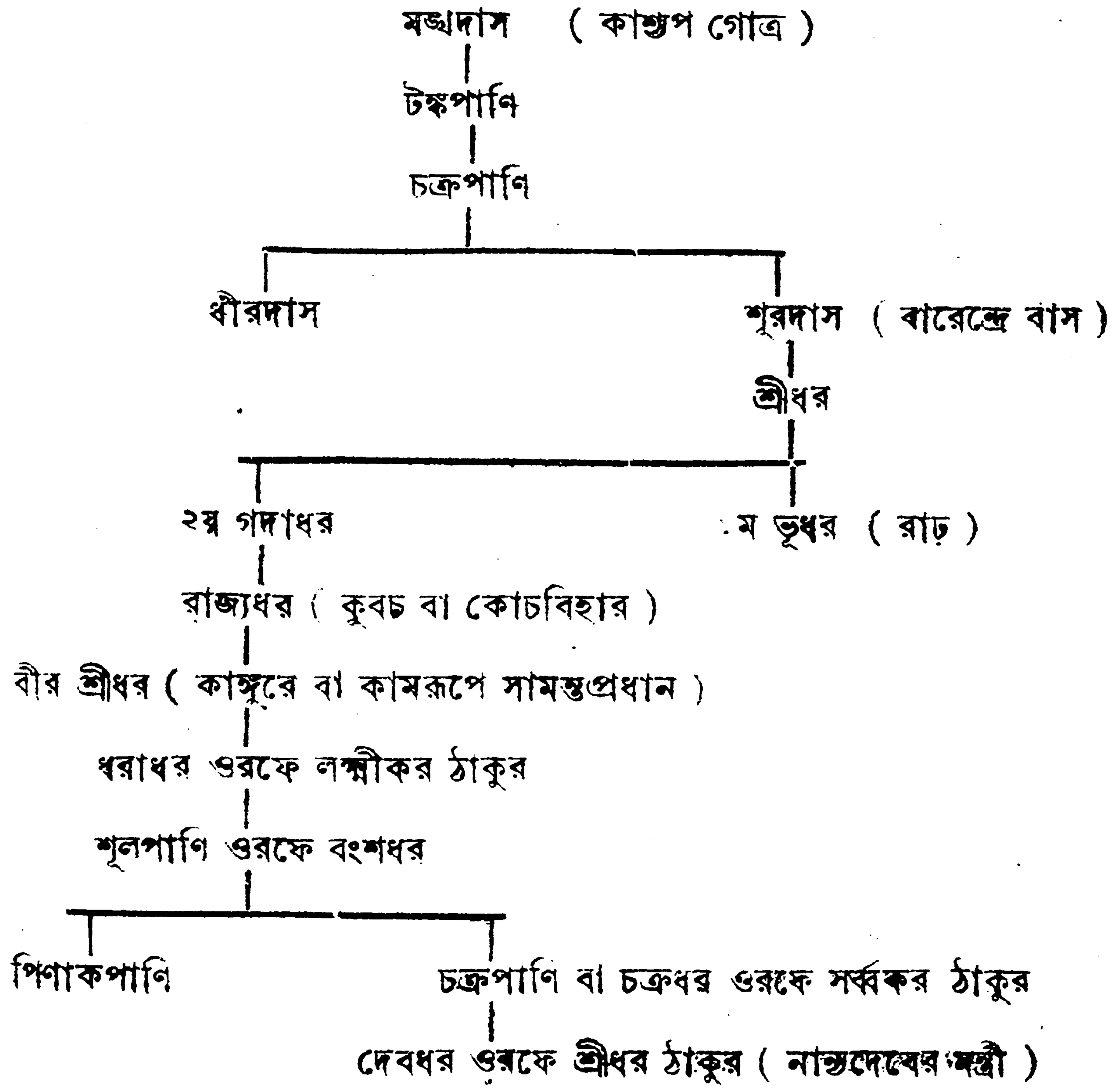

শ্রীধরের পরবর্ত্তী বংশ

- বোধিরাও
  - আনন্দকর ঠাকুর
    - চন্দ্রকর
      - সূর্য্যকর (মিথিলাধিপ হরিসিংহদেবের মন্ত্রী)
        - প্রীতিকর ওরফে লক্ষ্মীদাস
          - অমৃতকর (রাজা শিবসিংহের মন্ত্রী)
            - বিজয়কর
              - রঘুনাথ
                - কৃষ্ণকর (রাজা কংসনারায়ণের মন্ত্রী)
          - নিত্যকর
            - ভেলু
            - নরহরিদাস (মৈথিলপঞ্জী মতে বিদেশ গত) কামরূপপতি বিশ্বসিংহের প্রধান মন্ত্রী
              - পয়োনিধি
                - কবিকর্ণপুর (সন্ন্যাসী)
                - বাণীনাথ কবীন্দ্র

এখন কথা হইতেছে শ্রীধরঠাকুর যদি সর্ব্বপ্রথম মিথিলায় গিয়া থাকেন, মিথিলার কুলপঞ্জীতে লক্ষ্মীকর ঠাকুরের নাম প্রথমাগত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবার কারণ কি? মিথিলার ইতিহাস হইতে জানা যায়, শ্রীধর ঠাকুরের প্রপৌত্র (হরিসিংহদেবের প্রধান মন্ত্রী) সূর্য্যকর ঠাকুরের চেষ্টায় মিথিলার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-সমাজে কুলপঞ্জী লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তৎকালে এখানে সপ্ত পুরুষের নাম পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী নাম জানিবার উপায় ছিল না। সূর্য্যকর ঠাকুরের উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ হইতেছেন লক্ষ্মীকর ঠাকুর। মিথিলার আধুনিক পঞ্জিয়ারগণ পূর্ব্বতন ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া তাঁহাদের পূর্ব্বতন কুলপঞ্জীতে সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্মীকর ঠাকুরের নাম পাইয়া তাঁহাকেই বলাইন্ গ্রামে প্রথমাগত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়া থাকিবেন। বাস্তবিক শ্রীধর ঠাকুরই সর্ব্বপ্রথম বলাইন্ গ্রামে বাস করেন এবং অদ্যাপি বলাইন্ শ্রীধরদাসের বংশধরগণই মৈথিল কায়স্থ-সমাজে সর্ব্বপ্রধান কুলীন বলিয়া পরিচিত, শ্রীধরঠাকুরের যে অধস্তন বংশতরু উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা এই প্রথিত বংশের গৌরবজনক পরিচয় পাইতেছি।

শ্রীধরের পুত্র বোধিরাও ওরফে বোধিদাস মিথিলার একজন প্রাচীন ও প্রধান কবি এবং অহিংসাব্রতাবলম্বী ছিলেন। এই ভক্ত কবি সম্বন্ধে এই সুন্দর কবিতাটী প্রচলিত আছে :—

"কুন্দ ইন্দু মুক্তা জলধার।
কাছু-মাছ সহসহ ঘড়িয়ার ॥
সোঁস বহুত কর তত সঞ্চার।
দেখি পর গোহি হজার হজার ॥
গঙ্গা কাঁ মন তোস অপার।
চললিহ অপনহি ধর্ম্মবিচার ॥
দুহু তট গাছ খসয় অড়রায়।
পক্ষী লক্ষ লক্ষ উড়িআয় ॥
গঙ্গাজল ভল উঠল তরঙ্গ।
বোধি ভক্তক ভীজল অঙ্গ ॥
বিধি যোগ হিঁ সে ত্যাগল দেহ।
স্বর্গ গেলাহ হরিহর পদনেহ ॥
অদ্যাবধি তনিকর যস গান।
করইত ছথি কত সাধু মহান ॥
তন ধন বান্ধব জাতি উদার।
থিরতা সুযস রহয় সংসার ॥"

কবি বিদ্যাপতির 'পুরুষপরীক্ষা' গ্রন্থে লিখিত আছে—ভগবতী গঙ্গা বোধিদাসের আহ্বানে ধারারূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১০৯৭ খৃঃ অব্দের কিছু পূর্ব্বে মিথিলায় কর্ণাটক নান্যদেবের অভ্যুদয়।* সুতরাং তাঁহার মন্ত্রিপুত্র বোধিদাস খৃষ্টীয় ১২ শতাব্দীর কবি হইতেছেন।†

* "নন্দেন্দুবিন্দুবিধুসম্মিতে শাকবর্ষে তচ্ছ্রাবণে।সিতদলে মুনিসিদ্ধতিথ্যাম্।
স্বাতীশনৈশ্চরযুতে করিবৈরিলগ্নে তন্নান্যদেবনৃপতির্বিদধীত বাস্তুম্ ॥"
মজফ্ফরপুর জেলার নান্যপুর পরগণাস্থ পুপরী গ্রামে প্রাপ্ত শিলালেখ।

† বোধিদাস বাঙ্গালী শ্রীধরঠাকুরের পুত্র হইতেছেন। এরূপ স্থলে বোধিদাসের সুপ্রাচীন

শ্রীধর ঠাকুর ও তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে কে কোন্ মিথিলাধিপতির মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল—

	মিথিলাধিপ		কায়স্থ-মন্ত্রী
।	কর্ণাটক নান্যদেব	(ইং ১০৮৯-১১২৫)	শ্রীধর দাস।
২।	„ গঙ্গদেব	(ইং ১১২৫-১১৩৯)	ঐ
৩।	„ নরসিংহদেব	(ইং ১২৩৯-১১৯১)	বোধিদাস।
৪।	„ রামসিংহদেব	(ইং ১১৯১-১২৮৩)	আনন্দকর।
৫।	„ শক্রসিংহদেব	(ইং ১২৮০-১২৯৫)	চন্দ্রকর।
৬।	„ হরিসিংহদেব	(ইং ১২৯৫-১৩২৪)‡	সূর্য্যকর।
	(১৩২৪ হইতে ১৩৪৮ অব্দ পর্য্যন্ত অরাজকতা)		
৭।	ব্রাহ্মণ কামেশ্বর ঠাকুর	(ইং ১৩৪৫-১৩৮৮)	
৮।	„ ভবসিংহ ঠাকুর	(ইং ১৩৪৮-১৩৮৫)	
৯।	„ দেবসিংহ	(ইং ১৩৮৫-১৪৪৭)	
১০।	„ শিবসিংহ	(ইং ১৪৪৭-১৪৪৯)	অমৃতকর।
১১।	„ লখিমাদেবী	(ইং ১৪৪৯-১৪৫৭)	ঐ
১২।	„ পদ্মসিংহ	(ইং ১৪৫৭-১৪৬০)	ঐ
১৩।	„ বিশ্বাসদেবী	(ইং ১৪৪০-১৪৭২)	ঐ
১৪।	„ দর্পনারায়ণ	(ইং ১৪৭২-১৪৭৮)	
১৫।	„ হৃদয়নারায়ণ	(ইং ১৪৪৮-১৫০৫)	
১৬।	„ হরিনারায়ণ (ভৈরব সিংহ)	(ইং১২০৫-১৫১৮)	
১৭।	„ রূপনারায়ণ	(ইং ১৫১৮-১৪২০)	
১৮।	„ কংসনারায়ণ	(ইং ১৫২১-১৫২৮)	কৃষ্ণকর।

(কাহারও মতে কংসনারায়ণের নামে তাঁহার কায়স্থ-মন্ত্রী কৃষ্ণকর ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।)

কবিতাগুলি উদ্ধার হইলে তখনকার বাঙ্গলা ও মৈথিল ভাষার কি আকার ছিল, তাহার প্রকৃ রূপ বাহির হইতে পারে।

‡ "বাণাব্ধিরামশশিসম্মিতে শাকবর্ষে পৌষস্য শুক্লদশমী ক্ষিতিসূনুবারে।
ত্যক্ত্বা স্বপট্টনপুরীং হরিসিংহদেবো দুর্দৈবদর্শিতপথে গিরিমাবিবেশ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে ১২৪৫ শকে বা ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে হরিসিংহ বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

¶ মিথিলা দর্পণের মতে এই সময়ে কিছু দিন একজন কায়স্থ, তৎপরে ওইনবার বংশীয় ব্রা... গুএন ঠাকুর, অভিরূপঠাকুর, ও বিশ্বরূপ ঠাকুর এই কয়জনে কোন প্রকারে রাজ্য চালাই... ছিলেন।

উপরোক্ত তালিকা হইতে আমরা পাইতেছি যে কেবল কর্ণাটক ব্রহ্মক্ষত্রিয়-বংশীয় নহে, ওইনবার-বংশীয় ব্রাহ্মণ নৃপতিগণেরও আধিপত্যকালে শ্রীধর ঠাকুরের বংশধর মন্ত্রিত্ব করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কায়স্থ-মন্ত্রীর মধ্যে শ্রীধরঠাকুরের পরিচয় বহু পূর্ব্বে লিখিয়াছি। তাঁহার বংশধর মন্ত্রিপ্রবর সূর্য্যকর একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও মহাবীর ছিলেন। বংশবিশুদ্ধি রক্ষা ও স্বজনতাদোষ নিবারণার্থ ইঁহারই উদ্যোগে মহারাজ হরিসিংহদেবের আদেশে মিথিলায় কুলপঞ্জী রক্ষার ব্যবস্থা হয়। আজও মিথিলার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পঞ্জীকারগণ মহাত্মা সূর্য্যকরের কীর্ত্তিগান করিয়া থাকেন।

ঠাকুর শ্রীধরের সপ্তম পুরুষ অধস্তন অমৃতকর বা অমিয়কর প্রথমে রাজা শিবসিংহ, তৎপরে মহারাণী লখিমা দেবী ও বিশ্বাস দেবীর মন্ত্রিত্ব করিয়া গিয়াছেন। উক্ত শিবসিংহই মহাকবি বিদ্যাপতি ঠাকুরের প্রতিপালক ছিলেন। রাজা শিবসিংহের আধিপত্যকালে সম্রাট্ ফিরোজশাহের কর্ম্মচারী মিথিলা লুট করিতে আসে। তাহারা শিবসিংহকে ধরিয়া দিল্লীতে লইয়া যায়। এই সময়ে রাণী লখিমা দেবী অতিশয় ভয়বিহ্বলা হইয়া কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও কবি বিদ্যাপতি ঠাকুরকে লইয়া নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত জনকপুরের নিকটবর্ত্তী বনৌলী গ্রামে গিয়া গোপনে অবস্থান করিতে থাকেন। এই ঘোর দুর্দ্দিনে মন্ত্রিবর অমৃতকর ঠাকুর পাটনার নবাবের নিকট আসিয়া তাঁহাকে রাণীর অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অভয়দান পত্র সংগ্রহ করেন। পরে ফিরিয়া গিয়া দরভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত বছোর পরগণার মধ্যবর্ত্তী পদ্মাগ্রামে রাজভবন নির্ম্মাণ করাইয়া বনৌলী হইতে রাণী লখিমা দেবীকে আনাইয়া তথায় অভিষিক্ত করেন। কবি বিদ্যাপতি নিজ সুপ্রসিদ্ধ পদে মন্ত্রিবর কবিকণ্ঠহার অমৃতকরের এইরূপ প্রশংসা করিয়াছেন। যথা—

"নীতি নিপুন গুন নাহ অঙ্গ কো নাগর।
কোষ ব্যাকরণেন অধিক অধিকারক আগর॥
সব কর কর সম্মান সজনসোঁ নেহ বঢ়াবিয়।
বিপ্র দীন অতি দুখী সবহিঁ কো বিপতি জোড়াবিয়॥
কায়স্থ মঁাহ সুরসিদ্ধ ভৌ চন্দ্র তুলা ইব রাশিধর।
কবিকণ্ঠহার কুল উচ্চরৈ অমিয় বরিসই অমিয়কর॥"

শ্রীধরের ১০ম পুরুষ অধস্তন কৃষ্ণকর ঠাকুর ওইনিবারবংশীয় শেষ ব্রাহ্মণ-নৃপতি কংসনারায়ণের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইনি পিতৃপুরুষের বাসস্থান বর্ত্তমান বলাইন গ্রামেই বাস করিতেন। বর্ত্তমান দরভাঙ্গার সহরের প্রায় এক ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত রাণীপুর গ্রামে রাজা কংসনারায়ণের রাজধানী ছিল। রাজা কংসনারায়ণ কৃষ্ণকরকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কৃষ্ণকরের এক অতি সতী সাধ্বী স্ত্রী ছিলেন। তিনি পতিকে পূজা ও তাঁহার চরণোদক পান না করিয়া পান ভোজন করিতেন না। সেজন্য মন্ত্রিবরকে প্রত্যহই নিজ গৃহে আসিতে হইত। রাজা কংসনারায়ণ তাঁহার যাতায়াতের সুবিধার জন্য নিজ রাজভবন হইতে বলাইন গ্রাম পর্য্যন্ত এক সুপ্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সেই রাজপথের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রতিদিন মন্ত্রিবর গৃহে যাইতেন, এ কারণ কুলোকে নানা কথা বলিয়া রাজার মন ভারী করিয়া তুলিল। সেই সকল লোকের সতী সাধ্বীকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। রাজারও কৌতূহল জন্মিল। তিনি এক সিদ্ধ তান্ত্রিককে আনাইয়া আকর্ষণ-মন্ত্র-প্রয়োগ দ্বারা মন্ত্রি-পত্নীকে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিবার জন্য নিবেদন জানাইলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। কৃষ্ণকর ঠাকুর ভোজনে বসিয়াছেন। ভোজন প্রায় শেষ হয়, তাঁহার পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী দধিপাত্র হস্তে প্রাঙ্গণ দিয়া আসিতেছেন। ঠিক সেই সময়ে তান্ত্রিক আকর্ষণমন্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই মন্ত্রপ্রভাবে রাজ-অন্তঃপুরে রাজার সম্মুখে মন্ত্রিপত্নী বিবস্ত্র উপস্থিত হইলেন। সকলেই তাঁহার ভয়ঙ্করী কালীরূপ দেখিয়া ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। রাজা অতি ব্যাকুল হইয়া তান্ত্রিককে অনুনয় বিনয় করিয়া কহিলেন, এই সময়ে বিপরীত প্রয়োগ দ্বারা ইঁহাকে নিজ ভবনে পাঠাইয়া দিন। নচেৎ এই খড়্গখর্পরধারিণী কালিকার হস্তে আমাদের নিস্তার নাই। তান্ত্রিক তৎক্ষণাৎ বিপরীত মন্ত্রপ্রভাবে তাঁহাকে নিজ ভবনে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু সেই মহাসতী আপনাকে নিতান্ত অপমানিত মনে করিয়া রাজাকে অভিশাপ দিলেন যে অবিলম্বে যেন তাঁহার রাজ্য ছারখার হয় এবং অচিরে যেন তাঁহার দেহাবসান ঘটে। সতীর বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। রাজা কংসনারায়ণের সহিত অবিলম্বে ওইনবার-রাজবংশ ধ্বংস হইল। সেই ঘটনা নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারা এইরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

"অঙ্কাব্ধিদেবশশিসম্মিতে শাকবর্ষে ভাদ্রে সিতে প্রতিপদি ক্ষিতিসূনুবারে।
হাহা নিহন্তৈব কংসনারায়ণোসৌ তত্যাজ দেব সরসিব ভবতির্বিভূক্তৌ॥"

অর্থাৎ ১৪৪৯ শকাব্দে ভাদ্র মাসে শুক্লপক্ষে মঙ্গলবারে রাজা কংসনারায়ণ ভবলীলা শেষ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত এই বংশের শেষ হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

"বৈষ্ণব-দর্শনে" ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ*

(প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী)

সকলে আমার যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার ও প্রীতি-সম্ভাষণ গ্রহণ করবেন।

আমরা গত-পূর্ব্ব কয়দিন বৈষ্ণব-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা ক'রেছি। তাতে মোটের উপর দর্শন জিনিষটা কি এবং বৈষ্ণব-দর্শন কি—এটার আলোচনা হ'য়েছে, বৈষ্ণব-দর্শনের বিশেষত্ব কি—তাও আলোচনা হ'য়েছে এবং সর্ব্ব দর্শন-মতের সঙ্গে বৈষ্ণব-দর্শনের সামঞ্জস্য কোথায় ও যেখানে অসামঞ্জস্য তার স্থান কোথায়—এ সব তত্ত্ব আলোচনা ক'রেছি, জীব-তত্ত্ব আলোচনা ক'রতে দুদিন কেটে গেছে। এখন মনে করি জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ-তত্ত্ব নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব, আপনারা আমার শক্তি সঞ্চার ক'রবেন।

জীবের স্বরূপ কি—গত পূর্ব্ব দুদিন আলোচনা ক'রেছি, আবার একটু মনে করিয়ে দিই—তার কারণ প্রতি দিন নূতন নূতন শ্রোতা আসেন। জীবের কথা এক এক দর্শনে এক এক রকম বলেন, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে জীবাত্মা নামক এক সচ্চিদানন্দ পদার্থ স্বীকার করেন; পরমত্মা তা ছাড়া পৃথক্। বেদান্ত দর্শনের ঠিক পাবার যো নাই, কারণ বেদান্ত-সূত্র এক হ'লেও তার ভাষ্যকার অনেক। আমাদের দেশে সর্ব্বজন-পরিচিত ও সর্ব্ব সম্প্রদায় অবিরোধে যাঁর মত গ্রহণ করেন, সেই পরম পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যপাদের মতে জীব ব'লে একটা পৃথক জিনিষ নাই; ভগবান, ঈশ্বর, ব্রহ্মের উপাধি-পরিচ্ছন্ন অবস্থার নাম জীব, যেমন মহাকাশ ঘট-মধ্যস্থ হ'লে তার নাম হ'ল ঘটাকাশ; বস্তুতঃ মহাকাশই ঘটাকাশ; এখানে কোন তাত্ত্বিক-ভেদ নাই, উপাধি-গত-ভেদ, ঘট ভেঙ্গেই দিলে ঐ মহাকাশ হ'য়ে যাবে। তার পর জীব ব'লে, যে একটা কথা আছে, সেটা কি :—

চৈতন্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পুনঃ।
চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্থা তৎসঙ্ঘো জীব উচ্যতে॥

(পঞ্চদশী।)

---

* কায়স্থ-বাঙ্গালা-রেখাক্ষর-লিপি-চতুর নোয়াখালি-নিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার (সিংহ) চৌধুরী (১২৫, বৈটকখানা রোড, কলিকাতা) মহাশয় কর্ত্তৃক ভাষায় পরিবর্ত্তিত—বিবেকানন্দ সোসাইটীর সাপ্তাহিক অধিবেশনে (২০।৪।১২) প্রদত্ত বক্তৃতা।

এটা শঙ্করাচার্য্যপাদের মতাবলম্বী পঞ্চদশী গ্রন্থে বর্ণনা ক'রেছে। অধিষ্ঠান-চৈতন্য, যিনি মহাকাশের মত সর্ব্বত্র আছেন—তিনি, লিঙ্গদেহ, আর লিঙ্গ-চৈতন্য এই তিনটা মিলে জীব, এই তিনটার একটা ছেড়ে গেলে জীব থাকবে না; মোটের উপর এ গুলি তাহার একটা কল্পিত জিনিষ। তাঁরা বলে থাকেন উপাধিক জিনিষ, জীব আর ঈশ্বর দুইয়ে কোন ভেদ নাই, তবে ভেদ কল্পনায়, উপাধিক-কল্পনা বা মায়িক-কল্পনায় সাধন ক'রতে ক'রতে যখন জীবের এই অজ্ঞান-কল্পিত ভেদ দূরে যাবে; তখন অভেদ হবে, এই তাদের মত। সাংখ্য ও পাতঞ্জল যাকে পুরুষ বলে তাই জীব। সাংখ্য যদিও পুরুষ ছাড়া একটা পৃথক ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তথাপি পাতঞ্জল "পুরুষ" ব'লে একটা ঈশ্বর-চৈতন্য স্বীকার ক'রেছেন, এ সব কথা আলোচনা ক'রেছি।

তার পর বৈষ্ণব-দর্শন নিয়ে যখন এ তত্ত্বের আলোচনায় প্রস্তুত হ'য়েছি, তখন বৈষ্ণব-দার্শনিকদের মত আপনাদের শুনাইয়াছি। এদের মত, সাংখ্যকারের মত এক একটা পুরুষ আত্মা—তার নাম জীব; সে এই রকম লিঙ্গ-দেহ এবং লিঙ্গদেহে প্রতিফলিত চৈতন্য-মহাকাশের মত সর্ব্বব্যাপী—তার সঙ্গে ঈশ্বরের অজ্ঞান-কল্পিত উপাধি বা ভেদ নাই। সে অণু-চৈতন্য, ঈশ্বর বিভূ-চৈতন্য—এ পতঞ্জলির কথা। তখন বৈষ্ণব দর্শনের জীব আর সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক এই সকলের মতে জীব এক। বিশেষত্ব কোথায়? তারা বলেন জীব বিভূ; এরা বলেন জীব অণু। আর ঈশ্বর থেকে পৃথক চৈতন্য জীব—এটা ন্যায় ও বৈশেষিক, মীমাংসা, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত-দর্শনের শঙ্করাচার্য্য ছাড়া আর ১৭ জন ভাষ্যকার বলেন। প্রত্যেকে বলেন ঈশ্বর-চৈতন্য ছাড়া একটা পৃথক-চৈতন্য জীব এবং জীব-চৈতন্য ঈশ্বর-চৈতন্যের মত অনাদি ও অবিনশ্বর।

এখানে আমরা বৈষ্ণব-দর্শনের সমালোচনা করছি; সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথা নিলে চলবে না। এ মতে জীব অণু;

'এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।'

(মুণ্ডকোপনিষদ্)

শ্রুতি বলেন—অণু আত্মা, মন দিয়ে তাকে জানতে হবে; শ্রুতি স্মৃতি খুলে জীবের অণুত্ব বুঝতে পারা যায় না। আমি গত সপ্তাহে জীবের অণুত্ব-বাদ নিয়ে শঙ্করাচার্য্যের কিছু সমালোচনা করি, তিনি বলেন অণুত্ব ভেদ-কল্প। যখন অণু জিনিষের ঈশ্বর-চৈতন্য প্রতিফলিত হয়, তখন উপাধি ছোট ব'লে মনে হয়; যেমন এত বড় আকাশ এতটুকু ঘটে পড়লে ঘটাকাশ বলতে হয়। সেই রকম সর্ব্বব্যাপী

চৈতন্য যখন সূক্ষ্মদেহে প্রতিবিম্বিত হয় তখন ছোট বলে বোধ হয়। সেটা নিয়ে শ্রুতি—"স এষঃ" ইত্যাদি—এই ভাবের কথা ব'লেছেন—এটা শঙ্করাচার্য্য বলেন। আর বৈষ্ণব-দার্শনিকেরা বলেন—তা নয়, শ্রুতি এই রকম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলেন নাই; শ্রুতি সোজা সুজি বলেন—অণু বলতে যদি সত্য সত্যই অণু না হয়, তা' হ'লে অণু ব'লে' প্রতীত—এই ব্যাখ্যা ক'রতে হবে। তা হলে এটা লক্ষনা করতে হল। এ জিনিষটা বুঝিয়ে দিই,—একজন বল্লেন, গঙ্গায়াং ঘোষঃ। জিজ্ঞাসা করলেন গোয়ালাপাড়া কোথায়; একবারে গঙ্গায়? অর্থ কি? জলের উপর গোয়ালাপাড়া থাকে না! এখানে গঙ্গা অর্থে গঙ্গাতীর। কেন এই অর্থ করি? কারণ গঙ্গায়াং ঘোষঃ, গোয়ালাপাড়া গঙ্গায় আছে—এ অর্থ ক'রলে মুখ্যার্থে বাধা পড়ে; এ একটা কথা হয় না, যুক্তিহীন কথা হয়, সেই জন্য অগত্যা লক্ষনা করাও হয়। তা হলে অমনি বলাত হবে না, যেখানে গঙ্গা শব্দ সেখানে গঙ্গাতীর বুঝতে হবে। গঙ্গায় মাছ আছে সেখানে গঙ্গা শব্দের অর্থ গঙ্গাতীর করলে হবে না; কেন না মুখ্যার্থে বাধে। জলে মাছ থাকতে পারে কিন্তু গোয়ালাপাড়া থাকতে পারে না; এই জন্য গঙ্গা শব্দের অর্থ সেখানে গঙ্গাতীর। সেইরূপ অনু ব'লতে যদি মুখ্যার্থে বাধা না হয়, তবে কেন শুধু গৌণ অর্থ কল্পনা করি। বল্লাম অনু, ক্ষতি কি তাতে? সে পক্ষের যুক্তি এই, অণু যদি হয় ছোট, তার থেকে এত বড় শরীরটা কিরূপে হয়—এই সকল প্রশ্ন হবে। শ্রুতি ব'লেছেন—"স এষ……"। বেদ যা বলবে তার উপর যুক্তি নাই। মানলাম তা—যে সর্ব্বশরীরে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়। কি করে, তা হয়, তাতে আপত্তি হয়। অত বড় ঘরের এক কোনে একটা বাতি জ্বলেছে, তার কিরণে সর্ব্ব ঘর আলোকিত হয় না কি? এই ঘরে যখন আলোক আসবে, সমস্ত ঘর আলোকিত হবে—এই ভাবে তারা অণুত্ব স্বীকার ক'রেছে। এ সমস্ত পুনঃ পুনঃ আলোচনা না করলে ঠিক থাকে না। মধ্বাচার্য্য, রামানুজ, বল্লভাচার্য্য এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ সকলেই জীবকে অণু ব'লে, আত্মা ব'লে—স্বীকার করেছেন; এস্থলে ঈশ্বরের স্বরূপ জল। জলেতে জলবিন্দু অণু; মহাসমুদ্রের জলরাশির জল আর এক বিন্দুজল দুই এক—স্বরূপতঃ দুই এক, অথচ পৃথক। সমুদ্র একেবারে বড় বড় পর্ব্বত ডুবিয়ে দিতে পারে, বিন্দুজল কিছুই করতে পারে না। জিনিষ দুই এক, তাতে আপত্তি নাই। এখানে সমুদ্রের সঙ্গে জলবিন্দুর সম্বন্ধ কি? আমরা জগতে দেখতে পাই জলবিন্দু সর্ব্বদা মনে করে, আমি যেন সমুদ্রে গিয়ে থাকি। এটা সে মনে ক'রছে, কিসে বুঝলাম? দেখুন, বৃষ্টি হল, এখানে জল প'ড়ল, পড়ে কি ক'রল, জল গড়িয়ে

গেল, গিয়ে আর ছুটীর সঙ্গে মিল্ল, এমনি করে' বড় হল, হ'য়ে ধারা হ'ল, চ'লতে আরম্ভ ক'রল, নদীতে প'ড়ল, পড়ে নদী-বক্ষে ভাসতে ভাসতে সমুদ্রে গিয়ে প'ড়ল। যদি সে যোগ না হত, পথের মধ্যে শুকিয়ে যেত, বাষ্প হ'য়ে মেঘ হ'য়ে আবার প'ড়ত ; প'ড়তে প'ড়তে যতদিন না সমুদ্রে গিয়ে প'ড়বে ততদিন সে থাম্‌বে না। তা হ'লে দেখতে পাই, জলবিন্দু সমুদ্র ছাড়া থাকতে পারে না ; উধাও হ'য়ে সে ছোটে—বলে আমি অণু, সমুদ্রের সঙ্গে মিশিব, সমুদ্র যে তাকে কত ভালবাসে জলবিন্দু বলতে পারে না ; সে কেবল টানছে !

আমরা দেখতে পাই জল নিচের দিকে গড়ায়, উচুর দিকে উঠে না কেন? কারণ মহৎ সমুদ্র নিম্নদিগে আছে : তার আকর্ষনে সে চ'লে যাচ্ছে। মহাসমুদ্র জলবিন্দুকে টানছে আর জলবিন্দু অগ্রসর হচ্ছে—এ রকম ক'রে একটা আকর্ষন র'য়েছে ; ছোট বড় র'য়েছে ; না থেকে যায় না।

আমরা জগতের জড় পদার্থের মধ্যে দেখতে পাই ছোট বড় সম্বন্ধ র'য়েছে, ছোট বড়কে, বড় ছোটকে ভূলতে পারে না। এখানে অণু-চৈতন্য আর বিভূ-চৈতন্যের সম্বন্ধ। মনে করুন এরা জল ; মহাসমুদ্রের জলরাশি যেমন জলবিন্দুকে টানছে তেমনই বিভূ-চৈতন্য কি অণু-চৈতন্যকে টানছে না ? এ দুইয়েরও পরস্পর ঐ রকম আকর্ষণের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু এই অণু-চৈতন্য বিভূ-চৈতন্যের কাছে পৌছিতে পারে না কেন ? বাধা প'ড়ে গেছে ব'লে। জলবিন্দু যখন গড়ায় তখন মাটী দিয়ে যদি বাধা দেন কি ক'রবে—সে সেখানে স্থগিত হ'য়ে যাবে। আর তার গতি নাই, বাধা প'ড়েছে ; কিন্তু সে স্থগিত হ'য়েছে ব'লে কি চুপ ক'রে থাকবে—না, তা থাকবে না, থাকলে সে শুকিয়ে যাবে। কোথায় যাবে—বাষ্প হ'য়ে মেঘে উঠল, মনে ক'রল এবার বাধা পেলাম আবার প'ড়ব, দেখি মহাসমুদ্রে যেতে পারি কি না। এই বাধা প'ড়েছে পাঞ্চভৌতিক দেহের উপর—অণু-চৈতন্য বার বার ব'লছে এখন বিভূ-চৈতন্যের কথা ভুলে গেছি। এবার শুকিয়ে গেছি, আবার প'ড়তে চেষ্টা করব—যে পর্য্যন্ত না সেখানে পৌছিতে পারি, থামব না। অবস্থা এই রকম। এই তত্ত্বটা চৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণনা ক'রেছে—জীবের স্বরূপ কৃষ্ণদাস, জীবের স্বরূপ কৃষ্ণের নিত্যদাস—এ কথা এরা বলেন কেন ? জীবের অবস্থা যা বুঝা যায় তা নয়। আমি কার দাস ? স্থূল-দৃষ্টিতে বোধ হয় আমি স্ত্রীপুত্রপরিজনের দাস, কিন্তু কে কার দাস হয় ? যে যা চায়, সে তার দাস। দেখুন দুর্য্যোধনের কাছে থাকতেন ভীষ্ম, এমন সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ; কিন্তু দুর্য্যোধন অধর্ম্মের মূর্ত্তি। কৃষ্ণ বল্লেন, আপনি আমাদের দিকে আসুন, তাতে ভীষ্ম বল্লেন ওগো অর্থের

দাস পুরুষ, ওরা চিরদিন আমাকে পালন ক'রেছে, আমি ওদের ছেড়ে যেতে পারি না। আমি ত দুর্য্যোধনের দাসত্ব করি না, অর্থের দাসত্ব করি। এখানে কে কার দাসত্ব করে ? যার যা প্রয়োজন সে তার দাসত্ব করে। একথা সত্য—এখন আমি আপনার দাসত্ব করছি ; মনে করছি আপনি আমার প্রভূ। তা নয়, আমি যে অর্থের দাস, তা'র সম্বন্ধ যদি না থাকে, তা হলে আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকবে না, এখানে দাসত্ব অর্থের। এতে হল কি ? যার যা প্রয়োজন, সে তার দাস। আমরা দেখছি, স্ত্রীপুত্রপরিজনের দাসত্ব করছি—এটা স্থূল দৃষ্টি। সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখি, আমরা প্রয়োজনের দাসত্ব খুজে বেড়াই। প্রয়োজন কি ? জগতের জীব আমরা, যে যা নিয়ে মুগ্ধ থাকনা কেন, আমাদের প্রয়োজন সুখ। স্ত্রীপুত্রপরিজনের দাসত্ব করি সুখের জন্য ; নহিলে করি না।

ন বা অরে সর্ব্বস্যকামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।
আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্)

"আপনি আমার প্রিয়," 'উনি আমার প্রিয়'. আপনি উনি আমার প্রিয় তার হেতু কি ? "আত্ম-প্রিয়-হেতু"—আত্মা আমার প্রিয়। আত্মার জন্য আমি আপনার দাস ; আপনার জন্য আমি আপনার দাস নই। আমার জন্য আমি স্ত্রীপুত্রপরিজনাদির দাস, তাদের জন্য দাস নই। তবে হল কি, আত্ম-সুখেচ্ছায়, আত্ম-সুখাকাঙ্ক্ষায় সকলে সকলের দাস হয়। মোটের উপর দাসত্বটা কার ? সুখের নয় কি ? যেমন অর্থের দাস, তেমনি বলতে পারি সুখের দাস পুরুষ ; আর কারও দাস নয়।

এই সুখ পদার্থ ভাল ক'রে যদি বুঝ্‌তে যাই, তা হ'লে ঠিক ঈশ্বরে গিয়ে সুখের শেষ হবে। আমরা সুখ-জিনিষটা বুঝতে পারি না, বুঝি না, কেমন জানেন ? আমি সুখ ভোগ করছি, কি রকম ? আজ গরমের দিন, পাখার হাওয়া চল্‌ছে, সুখ হচ্ছে ; সুখ পাচ্ছি কোথা থেকে ? এই বিষয় থেকে সুখ পাচ্ছি, কিন্তু এটা আমার ভ্রম ! গগনের সূর্য্য জলে প্রতিবিম্বিত হয়, হ'য়ে উছলিত হ'য়ে দেওয়ালে পড়ে, দেওয়াল চক্ চক্ করছে, আমি মনে করছি চাকচিক্য দেওয়ালের। তা মোটেই নয়, যদি আমি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখি, তা'হ'লে ব'ল্‌ব, দেয়ালের চাকচিক্য নয়, জলের। আরো সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে ব'ল্‌ব জলের চাকচিক্য নয়, সূর্য্যের। তেমনি আমরা জগতের জীব বিষয় থেকে যে সুখ ভোগ করি, সে সুখ কি ? এ[illegible] সুখ-স্বরূপ ভগবান, যাকে—শ্রুতি বলেছেন, "[illegible]" তার

থেকে আনন্দ প্রতিবিম্বিত হ'য়ে সমস্ত জগতে উছলিত হ'য়ে পড়ে, তার যে টুকু উছলিত হয়ে বিষয়ে পড়ে, তাকেই সুখ বলি। বস্তুতঃ এ সুখ ভোগের জিনিষ নয়। তার কারণ শ্রুতিতে একটা তত্ত্বে ব'লেছে—অল্প সুখ নাই, বেশী পেলেও সুখ হবে না। তার কারণ আমরা জগতের জীব সকলেই কিছু কিছু সুখ ভোগ করি, কিন্তু তাতে আমাদের মন উঠে না, আরো বেশী চাই, আরো বেশী চাই। আজ আমি ভিক্ষুক, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বেড়াই, তাতে সন্তুষ্ট হচ্ছি না, মনে ভাবছি এই ক্লেশ-কর উদরান্নের সংস্থানে সুখ হবে। যদি কোন কারণে সেটা জোটে, তাতেও সুখ হবে না। আরো একটু বড় চাইব, তখন রাজ্য চাইব, এমনি করে স্বর্গের রাজত্ব চাইব ব্রহ্মপদ চাইব। এমনি করে করে মনটা কেবল বড়র দিকে ছুটবে, ছুটতে ছুটতে থামবে কবে? যার চেয়ে বড় সুখ নাই, সকলের চেয়ে বড় যেখানে পাব—তখন আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। যার চেয়ে বড় আর নাই; যা সকলের চেয়ে বড়, যার বৃহত্বের এক কণিকা নিয়ে আকাশ বাতাস বড় হ'য়ে গেছে, সেই সর্ব্ববৃহত্তম বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ যখন হবে, তখন আর কিছু চাইব না। তা হলে দেখুন, আমরা সুখের দাস—কোন সুখের দাস—সকলের চেয়ে বড় সুখের দাস নহে কি? সকলের চেয়ে বড় সুখ কি? শ্রুতি বলেছে—"আনন্দং ব্রহ্ম", এই যে আনন্দ যার চেয়ে বড় কিছু নাই, যা পেলে লোকে আর কিছু চায় না, যা পাবার জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লালায়িত হ'য়ে র'য়েছে, সে বস্তুটী আর কিছু নয়, সেটা আমার ঈশ্বর। সুতরাং জীব নিত্যকৃষ্ণদাস, একথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। বলুন জীব সুখের দাস নয় কি? কৃষ্ণ ঈশ্বর; সুখের নামান্তর মাত্র। ভগবানের এক একটা গুণ প্রকাশ হ'য়েছে তাই নিয়ে শাস্ত্রকারেরা তাঁর এক একটা নাম দিয়েছেন, কৃষ্ণ শব্দ পদ্মপুরাণে ব্যাখ্যা করেছে,—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দঃ ণশ্চ নির্বৃতি বাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ (পদ্মপুরাণ)

কৃষ্ আর ন এই দুইটীতে কৃষ্ণ হয়েছে। কৃষ্—আকর্ষণ করা, ন আনন্দ, তিনি সর্ব্ব-আকর্ষক পরম পদার্থ; তাই তার নাম কৃষ্ণ। তিনি সর্ব্ব-আকর্ষক পরমানন্দ। জগতের কোন একটা বিষয়ের আনন্দ আমাকে আকর্ষণ ক'রবে, আপনাকে আকর্ষণ ক'রতে পারবে না। ছেলেপিলে খেলা ক'রছে, তার খেলার জিনিষ তাকে আকর্ষণ করবে, আমাকে করবে না। আমি গান শুনতে ভালবাসি, সে আনন্দ আমাকে টান্‌বেই টান্‌বে। এই রকম জগতের যত আনন্দ আছে, সব এক রকম নয়। ভিন্ন ভিন্ন গুণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাক্তিকে যখন আকর্ষণ করে, তখন তার আনন্দ হয়। কৃষ্ণ সর্ব্ব-আকর্ষক। চৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণনা ক'রেছে,—"স্থাবর জঙ্গম হয় কৃষ্ণের স্বরূপ।" কৃষ্ণের স্বরূপ পরিপূর্ণ স্বরূপ, আনন্দময় ভগবানের স্বরূপ। সকল জীবের চিত্তবৃত্তি ছুটে যায় তাঁকে পাবার জন্য, যতদিন তাঁকে না পাই ততদিন কা'রো মনে শান্তি হয় না। চিত্তবৃত্তি এক বিষয় ছেড়ে আরো এক বিষয়ে ছুটে যেতে চায়, কিছু দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করা যায় না, এটা সকলের চেয়ে বড় আনন্দ, জীব এই ভাবে কৃষ্ণের নিত্যদাস।

জীব-কৃষ্ণ—এ কথা বল্লে কি হয়, আর জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস একথা বল্লেই বা কি হয় বলুন দেখি? ভক্ত-কবি বর্ণনা করেছেন—"এমন কে আছে দাস-অভিমান ছেড়ে প্রভু-অভিমান নিতে চায়"? ভেবে দেখ দেখি রাজা হওয়ায় সুখ বেশী, না রাজার ছেলে হওয়ায় সুখ বেশী। মাথার উপর বাবা আছেন, রাজ্য পালনের ভার তার উপর, রাজার ছেলে হয়ে পরমানন্দে বিচরণ করতে লাগ্‌লাম। কৃষ্ণ আছে অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-পরিপালক, সে সব তাঁর মাথার উপরে। আমি কৃষ্ণদাস হ'য়ে পরমানন্দে আছি। ভাল মন্দ তিনি জানেন। কেন রাজা হতে চাই, ছেলে হয়ে থাকি। সেরূপ কৃষ্ণদাস হওয়া ভাল।

ভগবানের বিশেষত্বঃ এই, জীব যেমন তাকে চায় তিনিও তেমনি জীবকে চান। জীব তত চাহতে পারে না যত তিনি জীবকে চান। জীব বিষয়ের মোহে প'ড়ে থাকে, ভূলে যায়, তিনি কোন দিন জীবকে ভুলেন না। আমি জগতের জীব এই খেলার পুতুল নিয়ে ভূলে আছি। যেদিন আমার সেই শেষের দিন আসবে, যেদিন আমি চরম নিশ্বাস ফেলবার জন্য প্রস্তুত হব, সেদিন ঐ আনন্দময়, ঐ করুণাময় আমার হৃদয়ের মধ্যে থেকে সাড়া দিবেন - 'ওরে এখনো একবার আমার দিকে চেয়ে দেখ।' কিন্তু বিষয়ের আকর্ষণে ভূলে তাঁকে চাইতে পারি না; দূরে চ'লে যাই। কিন্তু আর একদিকে আবার তিনি অন্তর্য্যামী হ'য়ে বাস করেন। সেখানে হৃদয়ের মধ্য থেকে সাড়া দেন,—'ওরে মূঢ়! একবার ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখ, বাইরের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হ'য়ে আছিস্ কার জন্য? ধন-জন-পুত্র-পরিজন চেয়ে বেড়াচ্ছিস্ কার জন্য? সেত আমারই জন্য—আমার দিকে তাকাস্ না, বাহিরের দিকে তাকাস্—এ কি স্বভাব তোর? এই রকম ক'রে অনাদি কাল ধরে' জীবকে নিজের কথা মনে করিয়ে দিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত হ'য়ে বেড়াচ্ছেন। দেখুন জীব যদি তার দাস না হয়, বলুন দেখি এই কৃপা কোথায় থেকে পাবেন? একটা কথা বিবেচনা ক'রবেন, বড় ছোটকে নিজের দিকে আন্‌তে চায়—এই জিনিষটার নাম কৃপা; আর ছোট বড়র দিকে যেতে চায়—এটা

ভক্তি। ভক্তি আর কৃপা—এই দুই জিনিষ বৈষ্ণব দার্শনিকগণ স্বীকার ক'রেছেন। কৃপা পদার্থ কি? তিনি জীবকে নিজের দিকে সর্ব্বদা টেনে আনতে চান এই যে প্রয়াস এটা তার কৃপা। জীব সর্ব্বদা ভগবানের দিকে যেতে চায়—এটা তার ভক্তি—সাধন। যে যে সাধনাই করুক না কেন, সকল সাধনার মূল উদ্দেশ্য ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়া। ভগবান জীবকে তাঁর দিকে টানছেন, এটা কেহ ভুলতে পারবে না। কঠোপনিষদে আছে—এই যে আত্মা আত্মা করি, ব্রহ্ম ব্রহ্ম করি তাঁকে কে পাবে? যাকে কৃপা করে তিনি আত্ম-দান করবেন, সেই পাবে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে শেষকালে ব'লেছে,—

যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যতে কথিতাহর্থাঃ প্রকাশান্ত মহাত্মনঃ ॥
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্)

যে সব তত্ত্বের উপদেশ দিলাম, সে বুঝতে পারবে—যার এই পরা দেবতায় ভক্তি আছে। যে ভালবাসতে পারবে সেই পাবে, অন্য কারো হবে না।

জীবের আকর্ষণ আর ভগবানের আকর্ষণ এই যে, পরস্পরের টানাটানি; এটা একজনে ভক্তি। একজনে করুণা বা কৃপা। এর ভিতর বিবেচনা ক'রে দেখলে দেখা যায়, আমার টানের চেয়ে তাঁর টান বেশী। আমি অক্ষম, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ—আমি ইচ্ছা করলেও তাঁর দিকে যেতে পারব না, ইচ্ছাও আমার হবে না। যতই আমি সুখ চাই, বৃহত্তম সুখ কি তা জানি না। আমি যতই সুখ চাই দুঃখের বাড়ীতে সুখ বলে ডাকাডাকি করি, কোনদিন সুখের বাড়ীতে সুখকে ডাকতে শিখি নাই, পারিও না। আমার রামের দরকার, হরির বাড়ীতে রাম রাম ক'রে ডাকৃতে আরম্ভ করলাম, হরি এসে উপস্থিত হলেন। হরি বল্লেন, রামকে ডাকছ, তার বাড়ী এখানে নয়—তার অপর বাড়ী। আমি ডাকলাম রামকে এল হরি; কারণ রামের বাড়ীতে ত ডাকি নি, হরির বাড়ীতে ডেকেছি। জগতের জীব সুখকে ডাকে, সুখ সুখ ক'রে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু দুঃখের বাড়ীতে এসে ডাকে। এইজন্যই সুখ ব'লে ডাকতে ডাকতে একদিন দুঃখ এসে বলে, সুখের বাড়ী এখানে নয়, তার অপর বাড়ী। এইজন্য সুখভোগ করতে গিয়ে [illegible] দুঃখভোগ করি। বস্তুতঃ অভাব আমাদের সুখের, কিন্তু দুঃখের বাড়ীতে [illegible] ডাকি—আমরা ভ্রান্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট। জানি না কোন পথে তাকে পাব। [illegible] নিজকৃপা করে তিনি আমাদের আকর্ষণ করেন। তার করুণার ইয়ত্তা [illegible] করুণার প্রতিদান নাই, জগতে দেখতে পাই সূর্য্য প্রত্যহ পূর্ব্ব গগনে

উদিত হন। কি জন্য উদিত হন, আমার মনে হয় সূর্য্য মনে করেন—এই অন্ধকার আচ্ছন্ন জগতকে আলোকিত করব, জগতে আর অন্ধকার রাখব না। প্রথম সমুদিত সূর্য্য-কিরণ পর্ব্বতাগ্রে নিপতিত হয়, সে জায়গা আলোকিত হল, নিচে অন্ধকার রইল। সূর্য্য মনে করলেন আর একটু উঠি, ক্রমে ক্রমে তাঁর কিরণ না'মতে আরম্ভ করল, বৃক্ষশির আলোকিত হল, উচ্চ প্রাসাদশির আলোকিত হল, তখনো নীচে ছায়া থাকল, অন্ধকার থাকল, আরো উপরে উঠলেন, প্রান্তর, নদীবক্ষ প্রভৃতি উন্মুক্ত স্থান আলোকিত হল, ঘরের মধ্যে আলো গেল না। সূর্য্য মনে ক'রলেন আমি আর একটু উপরে উঠি, ঘরের মধ্যে অন্ধকার আছে, দুয়ার দিয়ে জানালা দিয়ে ঢুকব—এই বলে সূর্য্য তখন দুয়ার দিয়ে জানালা দিয়ে ঢুকতে গেলেন; কিন্তু দেখলেন উত্তরদিগের দুয়ার জানালা বন্ধ। তিনি দুয়োরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকলেন, দুয়ার খুল্লনা। তখন ভাবলেন দক্ষিণ দিকে ঢুকি সেখানেও দেখলেন দুয়ার বন্ধ—এইভাবে কখনও উত্তরায়ণ কখন দক্ষিণায়ণে সূর্য্য আসছেন। দুয়ার বন্ধ দেখে পশ্চিম দিকে এসে দেখলেন সেখানকার দুয়ারো বন্ধ; এমনি ক'রতে ক'রতে বেলা চ'লে গেল, সূর্য্য অস্তমিত হলেন; কিন্তু যাবার সময় বলে গেলেন ওরে আজকে দুয়োর খুল্লিনে আবার কাল আসব। আবার কাল এলেন। এইভাবে দিনের পর দিন কতকাল কেটে গেল—এই রুদ্ধ গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হল না। এমনি করে করে যেদিন দুয়ার খোলা দেখবেন সেদিন ঘর আলোকিত করবেন। এই যেমন দেখতে পাই সূর্য্যের স্বভাব, তেমনি জীবের সম্বন্ধেও ভগবানের এইরকম স্বভাব। ভগবান এসে উপস্থিত হন জীবের অন্ধকার ঘর আলোকিত ক'রবেন ব'লে। অন্ধকার থাকতে দিবেন না। উন্মুক্ত প্রান্তর আলোকিত হ'য়েছে, যার সঙ্গে দুয়ারের সম্বন্ধ নেই, এই রকম উচ্চ স্থান আলোকিত হ'য়েছে, তবু তিনি চলছেন। কোথায় জীব অন্ধকারে র'য়েছ আলোকিত করব! তিনি ছুটে এলেন, কিন্তু আমরা ঘরের ন'টা দুয়ার চিররুদ্ধ ক'রে, বাসনা কামনার কবাট দিয়ে বন্ধ ক'রে রেখেছি, কোন দিন খুল্লাম না। বাল্য যৌবন প্রৌঢ় বার্দ্ধক্য প্রভৃতি এদিক সেদিক কতদিকে তিনি ঘুরে বেড়ালেন, দুয়ার খোলা হল না। এমনি করে করে এই দুয়ারে লীলাটী অবসান হয়ে গেল। সূর্য্য বল্লেন আজকার দিন কেটে গেল, কাল আসব, যেদিন দুয়ার খুলবে সেদিন ঢুকব। এমনি করে করে কত জনমের পর জনম চলে গেছে, ভগবান তাঁর করুণার কিরণ ছাড়িয়ে আমার রুদ্ধ গৃহের দ্বার প্রান্তে দণ্ডায়মান আছেন, কোনদিন দুয়ার খুলতে পারলুম না।

জীবের সঙ্গে তাঁর এই রকম সম্বন্ধ। তিনি মনে করেন কেমন করে' নিয়ে যাব এদের। আমার একটা কথা মনে হল, সমুদ্রের জল অপার অনন্ত গভীর। সমুদ্রের বুকে তরঙ্গ উঠে নাচছে, কত খেলা হচ্ছে। তরঙ্গ যদি মনে মনে ভাবে আমরাই ত সমুদ্র, আমরা যদি সবাই একসঙ্গে চ'লে যাই সমুদ্রের কি থাকে? আমাদের কেন নাম নাই, নাম হয় সমুদ্রের, সবাই বলে সমুদ্রের তরঙ্গ, তরঙ্গের সমুদ্র কেউ বলে না। আমরা যেমন সমুদ্রের, সমুদ্র তেমনি আমাদের। লোকের ভুল কেমন, সমুদ্রের তরঙ্গ বলে, ভুলেও তরঙ্গের সমুদ্র বলে না। আমরা আর সমুদ্র বক্ষে থাকব না, এই মনে ক'রে যদি সমুদ্রের দু'একটি তরঙ্গ ছুটে এসে একটা গর্ত্তে পড়ে, গর্ত্তটা বোঝাই হ'য়ে যাবে সমুদ্র যেমন ছিল তেমনি থাকবে। তরঙ্গ গর্ত্তে প'ড়ে বেশ পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল জলজন্তুর আবাসভূমি হ'ল, তাতে গাছ পালা হ'ল, জলচর পক্ষিরা চ'রতে আরম্ভ ক'রল। তরঙ্গ ভা'বল আমি বেশ আছি। থাকতে থাকতে বর্ষাকাল কেটে গেল, শরৎ শীত গেল, বসন্ত গেল। আস্তে আস্তে প্রখর গ্রীষ্ম উপস্থিত হ'ল, তখন গর্ত্তের জল শুকাতে আরম্ভ ক'রল। শুকাতে শুকাতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের প্রখর তাপে গর্ত্তের জল আর নিজে আত্মরক্ষা করতে পারলে না। তখন যাই যাই ছটফট্ শব্দ। মনে ভাবল—আহা কেন সমুদ্র ছেড়ে এসেছি; যদি সমুদ্রবক্ষে থাকতাম, তবে একটা সূর্য্য কেন, দশটা সূর্য্যেও শুকাতে পা'রত না। এখন প্রাণ যায়, ছটফট্ অবস্থা। তরঙ্গ সমুদ্রকে ছেড়ে এসেছে কিন্তু সমুদ্রত তাকে ভোলেনি। আবার বর্ষাকাল এল, সমুদ্রের জল উছলিত হয়ে গর্ত্তের জল টেনে নিয়ে গেল; বল্লে তুই পড়ে গিয়েছিস্; আবার তোকে নিয়ে এসেছি। ধরুন চিৎসমুদ্র ভগবান—জীব তরঙ্গ। জীব যদি মনে করে, তরঙ্গের সমুদ্র কেহ বলে না; সুতরাং আমরা পৃথক হ'য়ে থাকি। চিৎসাগরের তরঙ্গ ছুটে এসে যদি গর্ত্তে পড়ে—প্রথম প্রথম মনে ক'রবে বেশ আছি, আমার মত কে আছে; আমি ঈশ্বর. আমার কথায় কত লোক খাটে; আমি রাজা, আমি অমুক, আমিত্বের অভিমান নিয়ে খুসী আছি—এমনি করতে করতে যখন ত্রিতাপ-সূর্য্যের প্রখর তাপে শুকাতে আরম্ভ ক'রল, তখন মরি মরি! হায় হায়! কেন সমুদ্রবক্ষ ছেড়ে এসেছি—গর্ত্তে থাকতে পারি না! এমনি যখন ছটফট্ করে তখন বর্ষাকাল এসে চিৎসাগরের একটা প্লাবনে তাকে প্লাবিত ক'রে গর্ত্ত থেকে টেনে নিয়ে যায়। চিৎসাগরের প্লাবন ভগবানের অবতার। যেদিন অবতার বাদ আলোচনা ক'রব সেদিন ব'লব,—গর্ত্ত

থেকে তরঙ্গকে টেনে নিবার জন্য তিনি যুগে যুগে প্রতি বর্ষায় বাণ ডাকান। যুগে যুগে সমুদ্রের বাণ ডেকে উঠে,—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥ (শ্রীভগবদ্গীতা)

এই রকম করুণা তাঁর। এমনি ক'রে সকল জগতের জীবকে তিনি টেনে টেনে নিয়ে যান। এটাই জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ। জীব হচ্ছে অনুগ্রাহ্য, ভগবান অনুগ্রাহক। তিনি অনুগ্রহ ক'রে সকল জীবকে নিজের কাছে নিয়ে যাবেন। আমি মূঢ় জীব, ভ্রান্ত জীব। ভগবানের সে করুণার দিকে তাকাতে পারি না; তিনি যে কত ভালবাসেন, আমি জানি না।

যত পুরাণ আছে, পুরাণে যে সমস্ত লীলার কথা, আখ্যায়িকা বা ইতিহাস আছে; সে সব এক একটা তত্ত্ব-কথা ভাল ক'রে খুলে দিবার জন্য বলা হ'য়েছে। ধ্রুব জননী সুনীতিকে জিজ্ঞাসা ক'রছেন;—তুমি যে ব'লছ পদ্মপলাশলোচন হরি ছাড়া আর দুঃখ মোচন কেহ করে না—তিনি আমাকে ভালবাসেন? সুনীতি বল্লেন, তিনি যেমন ভালবাসেন আর কে তেমন ভালবাস্তে পারে; এই রকম ভালবাসার প্রাণ আর কার আছে? বালক মায়ের কোলের ছেলে মনে ক'রল মায়ের মত ভালবাসতে কে জানে! বল্লে হাঁ মা, তোমার মত ভাল বাসে কি? সুনীতি বল্লেন, ওরে অবোধ বালক তোর মায়ের মত কোটী কোটী জননী একত্র হ'লেও তাঁর মত ভালবাসতে পারে না। সে ভালবাসা আর কারো প্রাণে নাই। পিতামাতা পুত্রকে ভালবাসে, কতটুকু ভালবাসে, সে ভালবাসা অতিরিক্ত অত্যাচারে কামনা হ'য়ে যায়। আমরা জগতের জীব জন্ম জন্ম কত অত্যাচার ক'রেছি, তাঁর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখি নাই!

আমরা জগতে দেখতে পাই একটা কুকুরকে যদি এক মুঠো ভাত দেওয়া যায়, সেটা তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে; পয়সার সম্বন্ধেও এইরকম কৃতজ্ঞতা আছে। কিন্তু ভগবান আমাদের জন্য আকাশ বাতাস গাছ লতা পাতা দিয়ে সুদৃশ্য বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রচনা ক'রে আমাদের সুখের হেতু হয়েছেন। আমরা ভুলেও কোন দিন তাঁর নাম স্মরণ করি না; তাঁর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখি না। কিন্তু তিনি পরম করুণাময়; জীবের কথা ভোলেন না। তিনি বলেন, যতই কৃতঘ্ন হও, আমি তোকে ভালবাস্তে ছা'ড়ব না। আমরা তাঁকে ভুলে অনন্ত যোনি ভ্রমণ করছি—তিনি ব'লছেন যেদিন পা'রব তোকে আমার কাছে টেনে নিয়ে আ'সব। এই তাঁর অপার করুণা। আমরা মায়ামোহবদ্ধ জীব; এই করুণার

কাহিনী মনে করতে পারি না। যদি কোন দিন আমাদের সেই দিব্যজ্ঞানের উন্মেষ হয়, সেই দিব্য চক্ষু যদি কোন দিন ফুটে উঠে, তখন বুঝতে পা'রব ভগবানের কত করুণা। তখন আমার অতীত জীবনের কত শত শত কাহিনী স্মরণপথে উপস্থিত হবে; আর ভগবানের করুণার কথা মূর্ত্তিমান হয়ে ফুটে উঠবে। জগতের জীব যে যোনিতেই জন্মগ্রহণ করে, তার করুণা নিয়ে আছে তা বুঝতে পারে না। আমরা দেখছি, ধূলো বালি জড়িত হ'য়ে প্রশস্ত প্রান্তর-মাঝে পাষাণ প'ড়ে আছে; প্রখর সূর্য্য-কিরণে তার বক্ষ উত্তপ্ত হ'য়ে গেছে। কিন্তু ভগবানের কি করুণা! দিবার অবসানে সন্ধ্যার পর হ'তে তার উত্তপ্ত বুক শীতল ক'রবার জন্য শিশির-বিন্দু ঝ'রে ঝ'রে তার হৃদয়ে প'ড়ল, প'ড়ে তার তপ্ত হৃদয় শীতল করে দিল। অনন্ত আকাশের প্রান্তে ক্ষুদ্র পাখী উড়ে চলে যাচ্ছে, তাদের বসবার জায়গা নাই; পরিশ্রম করতে করতে তাদের প্রাণ শুকিয়েগেল; তাই সেই করুণাময় পর্ব্বত ও বৃক্ষরূপে উচ্চ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বলেন, ওরে গগনের উড়া পাখী, আমার কোলে ব'সে বিশ্রাম কর। বনের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র হরিণ-শিশু সিংহের ভয়ে ত্রস্ত হ'য়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ ক'রছে। কেহ তাকে আশ্রয় দিবার নাই; অমনি করুণাময় পর্ব্বত গুহা হ'য়ে তাকে কোলে নিয়ে অভয় দিয়ে বলেন, ভয় নাই, ভয় নাই; ওরে ক্ষুদ্র হরিণ-শিশু, আমি তোকে কোল পেতে রেখেছিলাম। আবার দেখুন সমুদ্রের মাঝে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব বিচরণ করছে। হয়ত তাহার পাশে মুখব্যাদান করে' নক্র প্রভৃতি ভীষণ জলজন্তু সকল যাচ্ছে; তার বেঁচে থাকাই অসম্ভব; কিন্তু কে যেন তা'দিগকে দুই হাত দিয়ে আগলাইতে আগলাইতে যাচ্ছে; ব'লছে হাঙ্গর কুমীর আসুক, আমি আছি তোদের পেছনে। এই রকম ক'রে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটী জীবকে তাঁর করুণা রক্ষা করছে।

জীবের সঙ্গে তাঁর এই ভালবাসার সম্বন্ধ। ভ্রান্তমুগ্ধ জীব আমরা, আমাদের সে কথা মনেও পড়ে না। আমরা ব'লে থাকি—মশায়, আপনার বড় কৃপা আমার উপর; আপনি যেমন ভালবাসেন, তেমন কেউ ভালবাসে না। হয়ত মনে করি, মা যে ভালবাসেন সেটাই মূর্ত্তিমতী ভালবাসা; তেমন কেউ ভালবাসতে পারে না। ওরে, গোড়ার দিকে তাকালিনে, আর কার বাৎসল্য এমন মূর্ত্তিমতী হ'য়ে তোকে ভালবাসে? কার ভালবাসা সখারূপে তোকে আলিঙ্গন ক'রেছে? কার ভালবাসা পুত্ররূপে তোকে বাবা ব'লে ডাকছে? তোরা জগতের জীব তা বুঝতে পারলিনে।

জীবের সঙ্গে পুরুষের পুরান সম্বন্ধ। নানাভাবে যে যেমনকরে বুঝি, তেমনি করে আমরা তাঁর কাছে যাই। কেবল ইঙ্গিত করছে, এস—এস, আমার দিকে ছুটে এস, আমি এমনি করে দাঁড়িয়ে আছি দ্বার-প্রান্তে। অতি দুঃখী, বড় ভ্রান্ত-বহির্মুখী জীব আমরা, মোহে ভুলে বিষয়ের দিকে ছুটে যাই। ভগবানের অপার করুণা। জীবের সঙ্গে তাঁর এই করুণার সম্বন্ধ। আচ্ছা বলুন দেখি, ভগবানের এই করুণার সম্বন্ধ ধুয়ে মুছে ফেলে কোন অবলম্বন নিয়ে কোথায় যাব? আমার এই দুস্তর সংসার-পথ অতিক্রম করবার কি সম্বল আছে? অন্ধ জীব আমি, চলে যাব কোন অজানা পথে, ওগো কে আমার হাত ধরে নিয়ে যাবে? কেহ নিবার যে নাই। এইজন্য ভগবানের কৃপার দিকে দৃষ্টিপাত করতে হয়। ভগবানের সঙ্গে জীবের যে সম্বন্ধ এ সম্বন্ধ ভুলবার ত নয়। মায়া মোহের পদাঘাতে অচেতন জীব বহির্মুখী কঠিন আবরণ ভেদ ক'রে এই ভালবাসার বিন্দুমাত্র আস্বাদন ক'রতে পারে না। এইজন্য শাস্ত্র নানারকম যুক্তি-তর্কের অবতারণা ক'রে সেই ভোলা ভালবাসা মনে করিয়ে দেয়। তাই শাস্ত্রকার ব'লেছেন, কৃষ্ণ—ভক্তের দাস; প্রভু কখনও দাসের কথা ভোলেননা। আমি যদি ঘৃণিত যোনিতে জন্মগ্রহণ করি, মানবদেহ পরিত্যাগ ক'রে—রাজা আমি, রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ ক'রে, রাজ দেহ পরিত্যাগ ক'রে যদি ঘৃণিত বিষ্ঠার কৃমি হ'য়ে জন্মগ্রহণ করি, কেউ আমাকে বিষ্ঠার মধ্যে ভালবাসতে যাবে না। ঐ পরম করুণা অন্তরাত্মা হ'য়ে আমার কাছে যাবে; আমি বিষ্ঠার কৃমি হ'য়েছি বলে আমাকে ছাড়বে না। এমন করুণা আর কারো নাই; কেহ এমন করে ভালবাসতে পারবে না। বিষ্ঠার কৃমি আমি, যদি কুম্ভীপাক প্রভৃতি অনন্ত নরকে যাই—নরকের দুয়ারে অন্তর্যামী হ'য়ে থাকবেন; সেখানেও তিনি আমাকে ছাড়বেন না। এই ভালবাসার ঠাকুর, এই করুণাময়কে পরিত্যাগ করে, এর সঙ্গে সম্বন্ধ ছেড়ে দেওয়া কি জীবের কর্ত্তব্য?

এইজন্য বৈষ্ণব দার্শনিকেরা বলেন—ভক্তের ভগবান। ঐ চরণ সেবা কর, ভালবাসার প্রাণ তার দিকে ফিরে চাও। তার সঙ্গে তোমার নিত্য-সম্বন্ধ। তিনি কিছুতেই তোমায় ছাড়েন না। তুমি যত যত তাকে ভুলে চ'লে যাচ্ছ, তত ততই তাঁর তোমাকে টেনে নিবার দেরী হচ্ছে; একটু ফিরে দাঁড়াও, অমনি টেনে নিয়ে চ'লে যাবে। জীব, তুমি বিষয়ের দিকে পেছন দিয়ে, একবার পরমানন্দের দিকে ফিরে চাও। পরমানন্দ তখনি তোমাকে হাত বাড়িয়ে

টেনে নিয়ে যাবে। আমরা ভ্রান্তজীব তা'ত বুঝি না ; তাই সে দিকে পেছু ফিরে বিষয়ের দিকে ছুটে যাচ্ছি।

এখন দেখুন, যদি বৈষ্ণব-দর্শনের সমালোচনা করি তাহলে জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি ? অনুগ্রাহ্য ও অনুগ্রাহক—এই সম্বন্ধ। ভগবান করুণাময় করুণা ক'রে সর্ব্বদা নিজের দিগে তাকে টানছেন। জীবের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি ? জীব যদিও তাকে চিনে না—তথাপি সুখরূপে তার অন্বেষণে রত র'য়েছে। আমরা বুঝতে পারছি না বটে, কিন্তু আমাদের আত্মা অগোচরে তার দিকে ছুটে যায়; সে কিছুতেই ছাড়বে না—না গেলেও ছাড়বে না। এ-রকম চ'লেছে, যত বাধা দিবে ততই দেরী হবে। আত্মা যে দিকেই যাউক এই পরমাত্মার দিকে যাবেই। যত বাধা দিবে তত দেরী হবে। জীবের সঙ্গে ভগবানের এই সম্বন্ধ।

এর পর জীব ও ভগবান নিয়ে, সাধন তত্ত্ব নিয়ে বহু কথার আলোচনা ক'রতে হবে ; সমস্ত সিদ্ধান্ত ঠিক না রাখলে অগ্রসর হতে পা'রব না। জীবের সম্বন্ধ নিয়ে নানা শাস্ত্র নানা কথা বলেছেন, তাঁরা সাধনা ও সিদ্ধ বস্তু এক এক ক'রে দেখেছেন ; সেই জন্য তাঁরা সেই রকম দেখেন। যাঁ'রা জীব ও ব্রহ্মে অভেদ বল্‌ছেন্ তাঁ'দের বক্তব্য জীব। ব্রহ্ম তাঁর মায়ার আবেষ্টন হয়েছে কেন ? ক্ষুদ্র ব'লে বড় হ'তে পারলে,মায়ার পদাঘাত সহ্য করতে হবে না। ক্ষুদ্রতা নিয়ে ছুটে এসে সে পরমব্রহ্মকে বৃহত্তের অন্তরালে লুকিয়ে রাখে ; বৈষ্ণব-দর্শন ওদিকে যায় নাই। এঁরা বলেন, জীব যেন সুখের প্রয়াসী হ'য়ে জগতের প্রতি বস্তু তন্ন তন্ন ক'রে অন্বেষণ ক'রছে. কোথায় সুখ পাবে। কিন্তু সে সুখ কি, জানে না। তুমি যেথানে সুখ খোঁজ, সুখ সেখানে নাই। তুমি তাঁকে যতটুকু খোঁজ, তিনি তোমাকে তার চেয়ে ঢের বেশী খুজছেন ; এখনো খুজছেন। তুমি যেমন বিষয় তন্ন তন্ন করে খোঁজ, তিনিও তেমনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরেন। যেদিন তুমি বিষয় খোঁজা ছাড়বে সেদিন তোমাকে তুলে নিয়ে যাবেন। জীবের সঙ্গে ভগবানের এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ভক্তি-পথে অগ্রসর করবার জন্য, দাস-প্রভূ-সম্বন্ধ জাগিয়ে দেবার জন্য, যুক্তি-তর্কের অবতারণা ক'রে বৈষ্ণব দার্শনিকেরা বুঝিয়ে দিয়েছেন ; এই জন্য মতদ্বৈধ দেখা যায়। যারা অভেদের দিকে যায় এদিকে তাদের দৃষ্টি নাই ; তারা বলেন, তুমি ছোট ব'লে এই দুঃখ, বড়র ভিতর যাও দুঃখ থাকবে না। এরা বলেন, তুমি ছোট হলেও বড় তোমায় ছাড়বে না। আমরা জগতে দেখতে পাই বড়র কাছে ছোটর আদর নাই ; বড় ছোটকে ভালবাসতে চায় না; কিন্তু জগতাতীত জগন্নাথের কাছে ছোটর

[আদ]র বেশী, এই জন্য তাঁর নাম কাঙ্গালের ঠাকুর। দীনবন্ধু পতিতপাবন, তাই [তি]নি ছোটকে খুঁজে খুঁজে বেড়ান। এই অণু-চৈতন্য জীব দুয়ারের মধ্যে আবদ্ধ [হ]য়ে প'ড়েছে ; তাই তিনি তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কেমন করে ? [নিজে]র কাছে রেখে নিজের স্বরূপ আস্বাদন করিয়ে কৃতার্থ করবেন। এই জন্য [এ]টা মতদ্বৈধ বোধ হয়।

আমরা কয়েক সপ্তাহ ধ'রে বৈষ্ণব-দর্শনের আলোচনা ক'রছি ; সুতরাং [আম]াদের যুক্তি-তর্ক এদের মত হবে। আর অন্যান্য যে দর্শন, তার যে সিদ্ধান্তই [থা]কনে থাক্ না কেন, যা তাঁদের বক্তব্য বিষয়, তা তাঁরা ঠিক বলেছেন। সকল [দর্শ]নের বক্তব্য বিষয় এক হবে এমন কি কথা আছে ? সকলে এক রকম চেষ্টা [ক]রবে একরকম দৌড়বে. এক রকম খাবে, এক রকম করে চাইবে—এমন কি [কথা] আছে ? তাই যদি হ'ত ভগবান একটা মানুষ তৈয়ার করতেন। অনন্ত কোটী [জীব] তৈয়ার করতেন না। যেমন রচনা পৃথক পৃথক ভগবানকে আস্বাদনের পথও [তেম]ন পৃথক ; এক এক সময় এক এক সম্প্রদায় এক এক ভাবে আস্বাদন [করে]ছে। বাংলায় ভারতের সর্ব্বশেষ দর্শন, দার্শনিক চিন্তার পূর্ণ পরিণতি আমার [মনে] হয়, বৈষ্ণব দর্শন ; এটা দিয়ে জীব ও ঈশ্বর-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করলাম। তার পর অন্য দর্শনের যে মত, যা তাদের বক্তব্য বিষয় ও যে রকম ক'রে তারা [বলে]ছেন। সমস্ত বিশ্বের প্রাণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনির সঙ্গে যদি নিজের [প্রাণ] মিলিয়ে নিই, তা'হলে দেখব বৈষ্ণব-দর্শনের সঙ্গে মিলে যায়। বিশ্ব-প্রাণ [যা চ]ায়, বৈষ্ণব-দর্শন তাই। জীব সুখ চায় ; সুখ কিসে পাবে ? কেহ বলেন, [সুখ] চাওয়া ঠিক নয়, সুখের কথা ভুলে যাও, সুখ-দুঃখের অতীত হও। এদের [মতে], যা চাও তাই পাবে। এই জন্য সুখ-লুব্ধ জীবকে অফুরন্ত সুখের ভাণ্ডার [দি]য়ে দিবার জন্য সর্ব্বসাগর মন্থন ক'রে যুক্তি-তর্ক দিয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত [হয়ে]ছেন আমরা সে দিক দিয়ে আলোচনা করলাম।

পণ-প্রথা ও শ্রীযুক্ত দত্তজ মহাশয়।

বিগত ১৩৩১ সালের চৈত্র-সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় লিখিত "পণ-প্রথা" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রবাবু দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিত। তাঁহার অভিপ্রায় প্রায় সকল ক্ষেত্রেই শ্রদ্ধার যোগ্য। তজ্জন্যই তাঁহার মত-সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন। পণ-প্রথার আলোচনা করিতে আসিয়া তিনি যে কয়েকটি আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে মত প্রকাশ ও আলোচনা করা অসঙ্গত হইবে না বোধে, এই কয়েকটি কথা, উহার সহায়তা করিবে বলিয়া, লিখিত হইল।

হীরেন্দ্রবাবু যে কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা এই :—

(১) পণ-প্রথা রোধ হওয়া অসম্ভব।

(২) পণ-প্রথার দৌরাত্মে কন্যার বয়স ১৫ হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত ঘরে ঘরে দৃষ্ট হইতেছে; তজ্জন্য আশঙ্কা হয়, ভবিষ্যতে ৪০।৫০ বছরের অনূঢ়া কন্যাও কায়স্থ-ঘরে থাকা সম্ভব হইবে। সর্ব্বত্র চরিত্র রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। এখন হইতে তাহার চেষ্টা করা উচিত;—অর্থাৎ, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মত উদারভাবাপন্ন হইয়া কানীন সহোঢ়জ, গূঢ়োৎপন্ন প্রভৃতি পুত্রগণ সমাজে স্থানদান করার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে চিন্তা করা।

(৩) অনূঢ়া কন্যা যখন আজীবন পিতৃগৃহে বাস করিতে বাধ্য হইবে, তখন তাহাকে দায়াদ বা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করা; অর্থাৎ এইরূপ একটি আইন প্রণয়ণ করা, যাহাতে পুত্রকন্যা তুল্যাংশে না হউক কমাংশে হইলেও (মুসলমানের ন্যায়) পিতৃসম্পত্তির অংশীদার হইতে পারে।

৪। যতদিন কন্যার উত্তরাধিকার সাব্যস্ত না (আইন-প্রণয়ণের ফলে) হয়, ততদিন পিতার উচিত 'উইলের' দ্বারা কন্যার বিশিষ্ট বিধান করা।

৫। কন্যাদিগকে এমনভাবে শিক্ষিত করা, যাহাতে তাহারা স্বাবলম্বী হইতে পারে। অর্থাৎ শিক্ষয়িত্রী, ধাত্রী, পণ্য-শিল্প-রচয়িতারূপে অর্থ বৈগুন্যে জীবিকার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়।

আমরা স্বীকার করি—পণ-প্রথার আতিশয্য হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু নির্ম্মূল হওয়া অসম্ভব। কেন না, যতদিন সমাজে বংশগত, অর্থগত, শিক্ষাগত ও রূপগত পার্থক্য থাকিবে (ইহা চিরদিনই থাকিবে) ততদিন পণ-প্রথার

অস্তিত্বলোপ আশাতীত। সম-অবস্থাপন্ন লোকের মধ্যে বিনাপণে বা অল্পপণে বিবাহ হইতে পারে; অসম-অবস্থার লোকের মধ্যে বিনাপণে বা অল্পপণে কিরূপে বিবাহ হইবে? কেহ কি নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত বা অপদস্থ করিতে চায়? যেখানে ঠেকিয়া লোক অপদস্থ হইতে চায়, সেইখানেই তদ্বিনিময়ে কিছু অর্থ পাইয়া আপনার শিক্ষা ও বংশগৌরবকে বিক্রয় করে। দুই একজন হৃদয়ের গুণে বা খেয়ালবশে পণ গ্রহণ না করিয়া উচ্চাদর্শ প্রদর্শন করিতে পারেন; তাহা সর্ব্বত্র প্রত্যাশা করা যায় না। পুরাকালের আসুর-বিবাহ ভিন্ন অন্য বিবাহে পণ ছিল না সত্য; কিন্তু সে ঋষিযুগ আর আসিতেছে না, কাজেই আর্ষ্য ব্রাহ্মাদি চতুর্ব্বিধ ধর্ম্ম-বিবাহ-প্রথা বর্ত্তমানে আর প্রচলিত হইবার আশা নাই। সমাজ অসুরধর্ম্মী, কাজেই আসুর-বিবাহই চলিতেছে—চলিবে। স্থল-বিশেষে গান্ধর্ব্ব-বিবাহ দু'একটা চলিলে চলিতে পারে; কিন্তু রাক্ষস-বিবাহেরও আশা নাই। অতএব স্পষ্টকথায় বলা যায়—পণ-প্রথার পূর্ণরোধ হইবে না। ইহা পূর্ব্বে কন্যার আশ্রয়ে, বর্ত্তমানে বরের স্কন্ধগত হইয়া বাঁচিয়া আছে—থাকিবে।

বয়স্থাকন্যা অনূঢ়া থাকিলে কোন কোন স্থলে অবৈধ-সংযোগ-ফলে সন্তানাদি হওয়া সম্ভব। মহাভারতের যুগে কুমারীকালে জাত কানীন-পুত্র, গর্ভাবস্থায় বিবাহিতা কন্যার গর্ভজাত সহোঢ়জ এবং সধবার গর্ভজাত জারজ গূঢ়োৎপন্ন পুত্র, পুত্র বলিয়া গণ্য হইত এবং উত্তরাধিকারী হইত। সুধী দত্তজ মহাশয় কন্যাকালে জাতপুত্রগণের সহিত সধবার জারজ সন্তানকেও সমাজে স্থান দিতে ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছেন। হিন্দু-সমাজের বিশেষ কায়স্থ-সমাজের পবিত্রতা ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে না কি? ভ্রূণ-হত্যা পাপ নিবারিত হইতে পারে বটে, পরন্তু বৈধ-বিবাহের পবিত্রতার ধারণা হ্রাস প্রাপ্ত হইবে! ব্যভিচারিতা দোষ ঘৃণার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া মস্তকোত্তোলন করিবে! ফলে হিন্দু-সমাজ তথা কায়স্থ-সমাজ অনাচারীর সমাজে পরিণত হইবে! অতীত দুই হাজার বৎসরের সমাজকে বর্ত্তমানে টানিয়া আনিবার চেষ্টা বৃথা। বৈধ ও অবৈধ বিবাহজ-অবিবাহজ সন্তান সমাজে তুল্যাধিকার লাভে সমর্থ হইলে সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িবে; বিবাহের আবশ্যকতা শিথিলতা প্রাপ্ত হইবে। আজ যথাসময়ে কন্যার বিবাহ না দিলেই জাতি থাকে না; সমাজে নিন্দা হয় বলিয়াই, যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও কন্যাকে পাত্রস্থা করিতেছে—সমাজের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রহিতেছে।

দত্তজ মহাশয় অতি নিরাশ হইয়াই যেন ব্যস্ততার সহিত মত প্রকা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহার কল্পিত সমাজ-চিত্র কখনও আসি বলিয়া মনে করি না। এক্ষণও মোহ অপসারিত হইলে, পণ-প্রথা না উঠিলেও, কন্যার বিবাহ দেওয়া কষ্টসাধ্য হইতে পারে না—এবং একটি কন্যাকে অবিবাহিতা থাকিতে হইবে না—কাজেই বিজ্ঞ দত্তজমহাশয়ের কল্পিত সমাজ রোমাঞ্চকর সমাজ-সংস্কারের আবশ্যক হইবার সুদূর সম্ভাবনাও নাই। ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলেই শিক্ষিত পাত্র অন্বেষণ না করিয়া; উদরান্নে সংস্থান-সক্ষম এরূপ পাত্রের হস্তে যদি দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা ও বড় লোকেরা শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন বরের করে কন্যা সম্প্রদানের চে করেন—মধ্যবিত্ত কুলীন-কন্যা অবস্থাশালী মৌলিকের শিক্ষিত পুত্রের সহি ও দরিদ্র মৌলিক-কন্যা তাদৃশ মৌলিক-পাত্রের সহিত বিবাহ দেন—দরিদ্র কুলীনে কুলীনে আদান প্রদান করেন, পণ-প্রথার কষ্ট অনেকটা হ্র প্রাপ্ত হইবে। বামনের চাঁদ ধরিবার ন্যায় অসম্ভবকে সম্ভব করিতে যাইয়া পণের পরিমাণ ক্রম-বর্দ্ধমান হইয়া চলিতেছে—অথচ অসম-অবস্থার পাত্র-পাত্রী পরিণয় কোন পক্ষেরই সুখকর হইতেছে না। এই মোহ দূরীভূত হইলে পণ-প্রথার আতিশয্য বিলুপ্ত হইবে। একটি কন্যাও অবিবাহিতা থাকিবে না আর এ মোহ যে বেশীদিন স্থায়ী হইবে, তাহাও মনে হয় না—আশা হওয়ার কারণ নাই।

আজীবন অনূঢ়া কন্যার পিতৃধনে অধিকার সম্বন্ধে আইন-প্রণয় প্রয়োজনীয়তার আভাস দত্তজ মহাশয় দিয়াছেন। যতদিন আইন না হ ততদিন পিতার উইলের দ্বারা কন্যার সম্বন্ধে বিশিষ্ট বিধান করার উপদে দিয়াছেন। আজীবন অনূঢ়া কন্যার পিতার অবশ্যই কন্যার প্রতি স্নেহ বশ জীবিকার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য যখন উইলের দ্বারা হই পারিবে, তখন আইন প্রণয়ণ অনাবশ্যক। আজীবন অনূঢ়া কন্যা কুলী ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও অধুনা অতি বিরল। ক্রমশই অনূঢ়া কন্যার সংখ্যা কমি আসিতেছে। কায়স্থ-সমাজে একটিও আজীবন অনূঢ়া কন্যা নাই—কবে হই তজ্জন্য অতিব্যগ্রতা নিষ্প্রোজন।

কন্যাগণকে স্বাবলম্বিনী হইবার উপযুক্ত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা সমাজে কল্যাণকর সন্দেহ নাই। প্রত্যেক বালিকাকে বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাহা অর্থ উপার্জ্জন হয়, এইরূপ শিল্প-কার্য্য শিখাইতে পারিলে ঘরে বসিয়া শিল্প

প্রস্তুত করিয়া, অসময়ে ত বটেই, সুসময়েও, স্বামী-পুত্রকে সাহায্য করিতে পারে—সৎকার্য্যে স্বাধীন ভাবে দান করিতে পারে—স্বামী পুত্রের অভাবে স্বীয় ভরণ-পোষণের জন্য পরের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। ধাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীর কর্ম্ম শিক্ষাও কাহারও কাহারও পক্ষে মন্দ নহে। এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে প্রচুর অর্থ প্রয়োজন—শুধু অর্থ নয় শিক্ষিতা নারীর প্রয়োজন। একজন বিজ্ঞ, বহুজ্ঞ ও শক্তিশালী ব্যক্তি যদি এরূপ কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন; তবে হয় ত উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

আর প্রবন্ধ বাড়ান নিষ্প্রয়োজন। কোন ত্রুটী অথবা হীরেন্দ্র বাবুর প্রতি ভাষা প্রয়োগে কোন অন্যায় হইয়া থাকিলে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা

শরতবাবুর মত সম্বন্ধে হীরেন্দ্রবাবুর মন্তব্য।

(পত্রিকা) সম্পাদক মহাশয় ঘোষ-বর্ম্মা মহাশয়ের প্রবন্ধ-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য জানিতে চাহিয়াছেন। আমার বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। তবে আমি বলিতে বাধ্য যে, ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় অনূঢ়া-জাত-পুত্র-সম্বন্ধে আমার মন্তব্য ঠিক ধরিতে পারেন নাই। আমি বলিয়াছিলাম যে, কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজের ন্যায় কায়স্থ-সমাজেও যদি অনেক কন্যা অনূঢ়া থাকে, তবে সর্ব্বত্র চরিত্র-রক্ষা সম্ভব হইবে না এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রাচীন স্মৃতি-গ্রন্থোক্ত কানীন, সহোঢ়জ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছিলাম এবং সমাজের প্রধানগণকে ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। ইহাতে ঘোষ-বর্ম্মা মহাশয় কিরূপে বুঝিলেন যে, আমি কানীন সহোঢ়জ প্রভৃতি পুত্রগণকে সমাজে স্থান দান করিতে ও তুল্যাধিকার দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি? ঘোষ-বর্ম্মা মহাশয় আমার কল্পিত সমাজ-চিত্র কখন আসিবে বলিয়া মনে করেন না। আমি মনে করি, আসা শুধু সম্ভব নহে—যদি আমরা নিশ্চেষ্ট থাকি, তবে আসা অনিবার্য্য। সেই জন্য আমার বিবেচনায়, পূর্ব্ব হইতে এ জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত। প্রতীকার জন্য কি ব্যবস্থা করা আবশ্যক, তাহার আলোচনা আমি করি নাই—নেতৃবৃন্দকে ভাবিতে বলিয়াছি মাত্র। ঘোষ-বর্ম্মা মহাশয় বলিয়াছেন যে, কায়স্থ-সমাজে

তিনি একটিও আজীবন অনূঢ়া কন্যা দেখেন নাই। অতএব এ সম্বন্ধে অতি ব্যগ্রতা নিষ্প্রয়োজন। আমি একটি নহে—কয়েকটি ঐরূপ কন্যা দেখিয়াছি এবং প্রচলিত কানুন বদ্‌লাইতে কত কাট-খড় পোড়াইতে হয় এবং কত সময়ের প্রয়োজন হয়—তাহা জানি বলিয়াই, সমাজ-নায়কগণকে সতর্ক করিয়াছি। এ-সম্বন্ধে যদি তাঁহাদের কিছু করণীয় থাকে, করুন। আমাদের সমাজ যেরূপ প্রাণহীন, তাহাতে 'যদ্‌ভবিষ্য' হওয়াই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। ঘোষজ মহাশয় এ বিষয়ে প্রশ্রয় না দেন—ইহাই আমার অনুরোধ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ভারতপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ

বাঙ্গালার, ভারতের অর্দ্ধশতাব্দীর
রাজনীতি-ক্ষেত্রে তেজস্বী ঋষির মত—
হতভাগ্য স্বদেশের বিদলিত শির
উন্নয়ন-আশে—সদা উপদেশ রত
ছিলে তুমি বাগ্মিবর! যুগযুগান্তর
ধরি' তব দেশবাসী মোহগ্রস্ত, জড়-
সম বিলুপ্তচেতন—মেঘমন্দ্র স্বর
তব জাগা'য়ে তা'দের তুলিয়াছে ঝড়!
নব-জাগরণে উচ্চ-শিরে কহে কথা
সে পতিত জাতি—তব মন্ত্রণা-কৌশলে!
উচ্চ-কণ্ঠে চাহে বীরভোগ্যা স্বাধীনতা
দেবতাবাঞ্ছিত! আজি যাও কেন চ'লে?
আজীবনব্যাপী তব অমোঘ সাধনা,
করতলগতসিদ্ধি—আসন্ন ঘোষণা!

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

খদ্দর-মিলন

(গোড়া)

মণিপুরের বোসেদের বাড়ী কাল পূজা—গ্রামে এই একটি মাত্র পূজা হয়। বৃদ্ধ হরিহরবাবু উত্থান-শক্তি-রহিত হইয়া বিছানায় পড়িয়া আছেন; গভীর চিন্তায় তাঁহার কপাল দিয়া বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ঝরিতেছে। চিন্তার বিষয়—তাঁহার একমাত্র পুত্র ক্ষিতীশের বর্ত্তমান অবস্থা। নৈতিক দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইবামাত্র তিনি আশৈশব আদরে পালিত একমাত্র বংশধরের অল্প বয়সে বিবাহ দেন—তদবধি ক্ষিতীশবাবু বেশ ছিলেন। কিন্তু ইদানীং দুই বৎসর যাবৎ হরিহরবাবু পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী থাকায় বিষয়াদি পরিচালনার ভার পুত্রের হাতে আইসে এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কের নগদ চারি লক্ষ টাকা অর্দ্ধেকে দাঁড়াইয়াছে। পৌত্র সুধীরকুমার কোনও একটা প্রয়োজনে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল—খদ্দরের কাপড়-চাদর-পরিহিত ষোড়শবর্ষীয় যুবকের হাসিমাখা মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ হরিহরবাবুর চক্ষু কি এক নূতন জিনিষের সন্ধান পাইল। খদ্দরের মোটা সাদা সুতার মধ্য হইতে কি এক প্রকার জ্যোতিঃ আসিয়া বৃদ্ধের চোখের অন্ধকার-পর্দ্দাটা স্বচ্ছ ও আলোকিত করিয়া দিল। তিনি ডাকিলেন "সুধা।"

"কি বল্‌ছেন, দাদু," বলিয়া সুধীর চিরস্নেহময় পিতামহের বিছানার পার্শ্বে গিয়া বসিল।

"এ-কাপড় কোথায় পেলিরে সুধা? এ-রকম মোটাকাপড় ত কখন দেখিনি, ভাই।" "আপনি যে মহাত্মা গান্ধীর খদ্দরের কথা শুনেছেন, এ সেই খদ্দর। আমি নিজ-হাতে চরকা কেটে যে সূতা তৈরী ক'রেছি, তাই থেকে একজোড়া কাপড় ও একখানা চাদর হ'য়েছে। দাদু, আমার ইচ্ছা এবার যেন বাড়ীর সকলে মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে বিশুদ্ধ খদ্দর পরিয়া জগৎ-মাতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন। মন পবিত্র না হ'লে দুর্গাপূজা করা ভণ্ডামি, আর খদ্দর পরিলে মন কেমন পবিত্র হয়—তা'আপনাকে কি আর ব'লব! এখন আপনার মত কি বলুন।" "ঠিক বলেছিস্‌রে ভাই, স্বাবলম্বীর নিজ-হাতে তৈরী কাপড় ও দেবতার আশীর্ব্বাদ একই জিনিষ। কিন্তু অত কাপড় কোথায় পাব ভাই? তোর কথা শুনে আমার অনেক দিনের মনের ময়লা ধুয়ে গেছে, দুর্ব্বলতা দূর হ'য়েছে, হৃদয়ে অনেকটা সাহস এসে জমা হয়েছে, কাণে কাণে একটা আশার বাণী যেন শুন্‌তে পাচ্ছি।

"কাপড়ের অভাব কি দাদু—গ্রামের কায়স্থ-পাঠশালায় আমরা জনকতক ছেলে মিলে একটা ছোট খদ্দর-প্রতিষ্ঠান ব'সিয়েছি ও সেই-খানে চারটে তাঁত প্রায় ছ'মাস ধ'রে চালাচ্ছি। সেখানে অনেকগুলি ছোট ছোট কায়স্থ ছেলে মেয়ে এবং সাত আটজন সহায়হীনা কায়স্থ-বিধবা শিক্ষা ও উপার্জ্জন ক'রছে। আমাদের এই খদ্দর-প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন সামান্য ছোট্ট দোকানে ৬২ জোড়া সাড়ী ও ধুতি ও ১৫ জোড়া চাদর মজুত রেখেছি এবং দরকার হ'লে নন্দীপুর থেকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আরও বেশী কাপড় আন্‌তে পারি। জান দাদু, আজকাল গ্রামে গ্রামে আমাদের মত সকল জাতির যুবকের দল খদ্দর-সমিতি ব'সিয়েছে। আমরা বালক, পাছে আপনাদের জানা'লে আপনারা এই সব কাজে আপত্তি করেন, সেই জন্য ভয়ে সব কথা এতদিন গোপন রেখেছিলুম—আপনি যখন আজ সাহস দিচ্ছেন তখন আমাদের ভয় কি? দাদু, গান্ধীজির ইচ্ছায় দেশের বামুন থেকে চাষা পর্য্যন্ত সকলের অবসর কালে যদি চরকা চালায়, তা'হলে দেশের আলস্য ও দারিদ্র্য উভয়ই দূর হয়।"

"আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ হ'বে, যদি আমি তোমাদের চরকার ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশী মঙ্গলময় অনুষ্ঠানে গ'ড়ে তুল্‌তে পারি। এবার পূজায় মাকে ত খদ্দরে সাজাবই, বাড়ীর গুরু-পুরোহিত থেকে আরম্ভ ক'রে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা যা'তে খদ্দর-সাজে সাজিতে পারে, তার চেষ্টা কোর্‌বো। তোমার দ্বারাই আমার এই চেষ্টা সফল করাতে হবে। আর তোমাদের খদ্দর-প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ছেলেমেয়ের নিকট আমার এই নিমন্ত্রণ রইল যে, তারা যেন পূজার ক'দিন এখানে এসে সকালে চরকা কাটে ও পূজা দেখে, দুপুরে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করে। বৈকালেও চরকা কেটে সকলকে তাদের নৈপুণ্য দেখায় ও মায়ের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ক'রে এবং রাত্রে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করে। বছরের এই কটা দিনই হবে তোমাদের বাৎসরিক উৎসব। আর বিজয়ার দিন বিকালে গ্রামের সকল খদ্দর-পরিহিত বালক-বালিকাদের একটা বিশেষ বাল-ভোজ দেওয়া হবে। এই বৎসর এই অবধি! কি বল ভাই, পারবে ত তুমি, এ সব ঠিক করতে? হ্যাঁ, আর একটা কথা, যে সবচেয়ে ভাল সূতা তৈরী করতে পারবে—তাকে ৩০৲ টাকা পুরস্কার, যে দ্বিতীয় হবে—তাকে ২০৲ টাকা, আর যে তৃতীয় হবে—তাকে ১৫৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে—একথা সকলকে জানিয়ে দিও।" সুধীর ঠাকুরদাদার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, "আপনার পায়ের ধুলা মাথায় নিয়ে আমি বোধ হয় কোন কাজেই

অক্ষম হব না। আমি তা হলে আজ থেকেই ঐ সকল সব বন্দোবস্ত করতে লেগে যাই।"

ওদিকে পূজার কয়দিন ক্ষিতীশবাবু বাগান-বাটীতেই কাটাইয়া দিলেন—বাড়ীর মধ্যে যে কি হইতেছে, পূজার জন্য কিরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল—তাহার কিছুই তিনি জানেন না। মাত্র তিনদিন তিনবার আসিয়া জগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া যান। হরিহরবাবু কোন এক দৈবশক্তিতে পক্ষাঘাত হইতে অনেকটা আরাম হইয়া, অল্প অল্প পূজার সমস্ত অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধান করিতেছেন; সেই জন্য কেহই আর ক্ষিতীশবাবুকে বিরক্ত করিতে আসেন নাই। নন্দীপুরে খবর দেওয়ায় সেখান হইতে দুইজন খদ্দর-বিক্রেতা আসিয়া একটি ছোট রকমের খদ্দরের মেলা বোসেদের বাড়ীর সদর উঠানে বসাইয়াছিল। গ্রামের সর্ব্বজাতি-নির্ব্বিশেষে অধিকাংশ লোকেই চরকা ও খদ্দর-প্রদর্শনীতে উৎসাহান্বিত হইয়া অল্প বিস্তর খদ্দর ক্রয় করেন—পূজার কয়দিনই সারা গ্রামখানি খদ্দর-ভূষণে ভূষিত হয়।

আজ বিজয়ার দিন বৈকালেও, কি জানি কেন, ক্ষিতীশবাবু পুনরায় প্রতিমা-দর্শন করিবার জন্য বাড়ীর ভিতর আসিলেন। ভক্তিভরে দেবীকে প্রণাম করিতে করিতে অশ্রু-বিগলিত নেত্রে যখন উঠিলেন, তখন সেই ভাবোদ্বেলিত হৃদয়ে যে যে দৃশ্য হঠাৎ দেখিলেন, তাহাতে আর তিনি একপা'ও অগ্রসর হইতে পারিলেন না—সারি সারি প্রায় শতাধিক খদ্দর-পরিহিত বালকবালিকা ঠাকুরের সম্মুখের উঠানে আহারে বসিয়াছে—চারিদিকে খদ্দর-প্রদর্শনীর বস্ত্রাদি টাঙ্গান রহিয়াছে। সম্মুখে বৃদ্ধ পিতৃদেব একখানি চৌকীতে বসিয়া এই বাল-ভোজ দেখিতেছেন; মাতা অপূর্ব্ব স্নেহময়ীর মূর্ত্তি ধরিয়া সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা রূপে তাঁহার আদরের সন্তানগুলিকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইতেছেন; তাহার সহ-ধর্ম্মিণীও মাতাকে পরিবেশনে সাহায্য করিতেছে এবং তাঁহার একমাত্র আনন্দের খনি বসুবংশের দুলাল সুধীর উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সহাস্যবদনে ক্রমাগত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিতেছে।

আজিকার এ মধুর দৃশ্যের মধ্যে জগজ্জননীর অপার করুণা প্রচ্ছন্ন ভাবে মিশ্রিত ছিল; তাই এই দৃশ্যে ক্ষিতীশ বাবুর বক্ষ আন্দোলিত হইয়া উঠিল। তিনি অস্থির হইয়া উপরে চলিয়া গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। অনুতাপের অশ্রু-ধারায় তাঁহার উপাধান ভিজিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ এইরূপে কাটিলে তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। চাহিয়া দেখিলেন আন্‌লায় একখানা খদ্দরের কাপড়, একটি জামা ও একখানি চাদর রহিয়াছে। তিনি সেই খদ্দর পরিধান করিয়া

গৃহ হইতে বহির্গত হইবার সময় তাঁহার দর্পণ প্রতিবিম্বিত-মূর্ত্তিতে খদ্দর-সৌন্দর্য্য দেখিয়া অবাক হইয়া একটু বিমল আনন্দ উপভোগ করিলেন ও নীচে নামিয়া গেলেন।

সকলে এইমাত্র প্রতিমা-বিসর্জ্জন দিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে; এমন সময় ক্ষিতীশ বাবু আসিয়া পিতার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। হরিহর বাবুর পুত্রের আশাতিরিক্ত পরিবর্ত্তন দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। সুধীর আসিয়া যখন পিতাকে প্রণাম করিল, ক্ষিতীশ বাবু তাহাকে তাঁহার আবেগ-কম্পিত হৃদয়ে চাপিয়া ধরিলেন। হরিহর বাবু, তাঁহার স্ত্রী ও সুধীরের মাতা ক্ষিতীশ বাবুর এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ও পিতাপুত্রের স্বর্গীয় মিলন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া রহিলেন—সকলের চক্ষু বহিয়া মিলনের আনন্দধারা ঝরিতে লাগিল!

শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়।

দেশহিতব্রত

কায়স্থ-মনীষী ৺প্যারীচরণ সরকার

বংশ-পরিচয়—স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার জাতিতে সন্মৌলিক কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার বংশের আদি নিবাস ছিল—প্রথমে কৃষ্ণনগরে, পরে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী তড়া-গ্রামে। নিকটস্থ আঁটপুর গ্রাম অধিকতর সমৃদ্ধিশালী ছিল বলিয়া তড়া-গ্রাম "তড়া-আঁটপুর" নামে পরিচিত। প্যারীচরণের পূর্ব্বপুরুষ বীরেশ্বর দাস খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ-কালে তড়ায় আসিয়া বাস করেন। তিনি নবাব সরকারে তহশীলদার ছিলেন; তাঁহার কার্য্য-দক্ষতায় প্রীত হইয়া বাঙ্গালার নবাব তাঁহাকে "সরকার" উপাধি-দানে সম্মানিত করেন। বীরেশ্বরের পৌত্র শিবরাম ৬৯ বর্ষ বয়সে খৃষ্টীয় ১৭৯১ অব্দে কলিকাতায় চোরবাগানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ভৈরবচন্দ্র—ভৈরবচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র প্যারীচরণ। বঙ্গীয় ১২৩০ সালের ২৮ এ মাঘ, ইংরাজি ১৮২৩ অব্দের ২৩এ জানুয়ারী, কলিকাতায় প্যারীচরণ জন্ম গ্রহণ করেন। প্যারীচরণের মাতা দ্রবময়ীর মত সুবুদ্ধিমতী ও সহিষ্ণু মহিলা প্রায় দেখা যায় না। তিনি দেখিতে যেমন সুন্দরী ছিলেন, তাঁহার অন্তরও সেইরূপ ললনা-সুলভ সদ্গুণের আধার ছিল। তিনি পুত্রগণকে অতি যত্নে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

প্যারীচরণের বয়স যখন ১৫ বৎসর তখন তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। ভৈরব-চন্দ্র সামান্য রূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি পরম দয়ালু, ধর্ম্মপ্রাণ ও দানশীল ছিলেন। পরের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। প্যারীচরণ পিতার এই গুণগুলি পূর্ণ-মাত্রায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ছাত্র-জীবন—প্যারীচরণ বালক-বয়সে হেয়ার সাহেবের পাঠশালায় বিদ্যালাভ করেন। "হেয়ার সাহেব নিজে খুব বিদ্বান্ ছিলেন না; কিন্তু দেবতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিপন্ন ছাত্রের সহায় ছিলেন—পীড়িত ছাত্রকে নিজ অর্থে চিকিৎসা করাইতেন—আর্ত্তকে সান্ত্বনা দিতেন। তিনি পরহিতের জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন। প্যারীচরণ আত্মোৎসর্গের সেই জীবন্ত আদর্শ অহরহঃ প্রত্যক্ষ করেন এবং সেই দেববাঞ্ছিত গুরুর গরীয়সী শিক্ষা তাঁহার বাল্য-হৃদয়ে ...পনের রেখায় অঙ্কিত হইয়া যায়। খৃষ্টীয় ১৮৩৮ অব্দে প্যারীচরণ হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে 'জুনিয়ার স্কলার্শিপ পরীক্ষায়' উত্তীর্ণ হয়েন ও মাসিক ...টাকা বৃত্তি পাইয়া হিন্দু কলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তৎকালীন মেধাবী ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করেন। তৎকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় নাই—ইংরাজি ১৮৪১ অব্দে সিনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষা প্রথম গৃহীত হয়। এই পরীক্ষায় প্যারীচরণ ...স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ৪০৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। পর বৎসরও প্যারীচরণ ঐ পরীক্ষা প্রদান করিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন ও পুনরায় ...৲ টাকা বৃত্তি পান। 'সেই বৎসর মাইকেল মধুসূদন দত্ত দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে ...ল ইংরাজি-সাহিত্যে ঐ পরীক্ষা দেন এবং ঐ বিষয়ে ৫০ নম্বরের ...৩০ নম্বর প্রাপ্ত হয়েন—প্যারীবাবু উহাতে ৪৭ নম্বর পাইয়াছিলেন। ...কালে শিক্ষা-সভার বিবরণীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রশ্নোত্তর-পত্র ও প্রবন্ধাদি ছাপা হইত।

তৎপর-বৎসরেও ইংরাজি ১৮৪৩ অব্দের সিনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষাতে প্যারীচরণ পুনরায় পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের সর্ব্বাগ্রগণ্য হয়েন। এইরূপে তিন ...ক্রমান্বয়ে প্যারীচরণ মেধাবী ও অধ্যয়ন-পটু সহাধ্যায়ী ও নব নব প্রতিভাবান্ প্রতিদ্বন্দ্বিগণের মধ্যে আপনার উচ্চ সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। অধিকন্তু ...সময় তিনি আর একটী পরীক্ষা দিয়া হিন্দু কলেজের সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক ...প্ত হইয়াছিলেন। যে বৎসর সিনিয়র স্কলার্শিপের সৃষ্টি হয়, সেই ১৮৪০ অব্দেই ...সভা দেশীয় প্রতিভাবান্ ছাত্রগণের হৃদয়ে উচ্চবিদ্যা-শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা

অধিকতর পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য পাঠাগার-পদক-পরীক্ষার (Library Med Examination) প্রতিষ্ঠা করেন।

কলেজ-পুস্তকাগারের গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়া যে ছাত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধি বিদ্যা বা জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারিত, তাহাকে এই পারিতোষিক প্রদত্ত হইত। ঐ পরীক্ষায় কোনও নির্দ্দিষ্ট পুস্তক বা বিষয় ধার্য্য ছিল না; সেই জন্য পরীক্ষা গণকে রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিতে হইত। এই পরীক্ষায় প্রস্তুত হইবা জন্য প্যারীচরণ তিনবর্ষকাল অবিরত অভিনিবেশের সহিত পাঠরত থাকি আপনার অসাধারণ স্মৃতি ও ধীশক্তিগুণে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কি ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে, কি অঙ্ক-শাস্ত্রে তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লা করিয়াছিলেন—হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল সুবিখ্যাত ডি, এল্, রিচার্ডসন গণিতাধ্যাপক মিঃ ডি, এল রীজ সাহেবের প্রশংসা-পত্র হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমা পাওয়া যায়।

সংসারে—১৮৪২ অব্দে উনবিংশতিবর্ষ বয়ক্রম-কালে হাটখোলার সুপ্রসি নামা রাজা মাণিক বসুর পৌত্র শিবনারায়ণ বসুর চতুর্থী কন্যার সহি প্যারীচরণের বিবাহ হয়। তাহার পর-বৎসরেই তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতা পার্ব্ব চরণের তেত্রিশ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। তিনি হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষ ছিলেন। অল্প বয়সেই সংসারের ভার প্যারীচরণের স্কন্ধে পড়িল। গবর্ণমে হইতে প্যারীচরণকে অগ্রজের পদ প্রদত্ত হইল। কিন্তু প্যারীচরণ যখন জানিলে যে, তিনি ঐ পদের প্রার্থী না থাকিলে তাঁহার বাল্য বন্ধু ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যা যিনি তৎকালে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন, ঐ পদে উন্নী হইতেন; তখন ২০০৲ টাকা বেতনের প্রধান-শিক্ষকের পদের পরিবর্ত্তে ৮০ বেতনের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ তৎক্ষণাৎ স্বীকার করেন। পরে তিনি বারা স্কুলের প্রধান-শিক্ষক হয়েন। এই সময়ে তিনি নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠা করেন—(১) কৃষি বিদ্যালয়।—বারাসত বিদ্যালয়ের বালকগণের অবসর কালে শিক্ষার্থ একটী কৃষি-শিক্ষাশ্রেণী (Agricultural Class) সংস্থাপন করেন। ইহাই এ দেশে কৃষি-বিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠা। (২) ছাত্রাবাস—১৮৫২ অব্দে তিনি অনেক বাধা-বিঘ্ন-সত্ত্বেও দূরবর্ত্তী পল্লীবাসী ছাত্রগণের সুবিধা জন্য বারাসতে একটী 'ছাত্রাবাস' প্রতিষ্ঠা করেন। দশ বর্ষ পরে কলিকাতা অবস্থান-কালে প্যারীবাবুর যত্নেই কলিকাতায় একটী ছাত্রাবাস স্থাপিত হয়। ইহা এক্ষণে ইডেন-হিন্দুহষ্টেল নামে পরিচিত—কিন্তু ইহা প্যারীচরণেরই কী

র্ত্তি। (৩) তৎকালে শিক্ষা-পুস্তকের অভাব দেখিয়া তিনি সুবিখ্যাত 'First Book of Reading' প্রভৃতি লিখিয়া ঐ অভাব দূর করেন। (৪) ইংরাজি ১৮৪৭ অব্দে ৺কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের সাহায্যে প্যারীবাবু বারাসতে একটী বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন। তখনও বীটন্ (বেথুন) সাহেবের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; ইহার দুই বৎসর পরে "বেথুন কলেজ" স্থাপিত হয়। আজ-কাল ইহা অতি সামান্য কথা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তৎকালে এই ব্যাপার লইয়াই বারাসতের জমীদার-প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ কয়েক জন ডাকাত নিযুক্ত করিয়া প্যারীবাবুকে ও কালীকৃষ্ণ বাবুকে হত্যা করিতে কৃত-সংকল্প হয়েন। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের রক্ষার জন্য কয়েক জন পুলিস-প্রহরী নিযুক্ত করেন এবং কালীকৃষ্ণ বাবুর অগ্রজ নবীনকৃষ্ণ বাবুও আত্ম-রক্ষার জন্য কলিকাতা হইতে কয়েক জন পাইক লইয়া গিয়া নিজ-বাটীতে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (৫) শ্রমজীবি-বিদ্যালয়,—শ্রমজীবিগণকে বাঙ্গালা পুস্তকপাঠ, লিখন ও গণিত শিখাইবার জন্য এবং কৃষি-বিদ্যা, ঝুড়ি, কুলা, ডালা নির্ম্মাণ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য প্যারীবাবুর উদ্যোগে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

পরে প্যারীবাবু কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়েন। তখন হেয়ার স্কুলের নাম ছিল 'কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল'। প্যারীবাবুর চেষ্টাতেই উহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "হেয়ার স্কুল" নাম রাখা হয়। প্যারীবাবু যখন হেয়ার স্কুলের প্রধান-শিক্ষক ছিলেন; তখন ঐ স্কুলের ছাত্রেরা প্রবেশিকা-পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিত। তাঁহার সুনাম শীঘ্রই বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কিছু দিন পরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজি অধ্যাপক-পদে উন্নীত হয়েন। তাঁহার আর এক কীর্ত্তি—'মাদক-নিবারণী-সভা'—ইংরাজি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ১৫ই নভেম্বর তিনি Bengal Temperance Society স্থাপন করেন ও ঐ সঙ্গে "Well-Wisher" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র বাহির করেন। এই পত্রে মদ্য পানের অপকারিতা প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেন। হোমিওপ্যাথী-চিকিৎসা-বিস্তারেও প্যারীচরণ একজন অগ্রণী ছিলেন।

যখন ডাক্তার বেরিণী সাহেব (Thos. Berigny M. D.) অষ্ট্রেলিয়া হইতে কলিকাতায় আসিয়া প্রথম এদেশে হোমিওপ্যাথী-মতে চিকিৎসা আরম্ভ করেন; তখন প্যারীবাবুই প্রথমে তাঁহাকে আদর ও অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ডাক্তার বেরিণী প্রায় প্রতিদিনই প্যারীবাবুর চোরবাগানের বাটীতে আসিতেন।

দুর্ভিক্ষ নিবারণে—১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার ও বাঙ্গালার স্থানে স্থানে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। হাজার হাজার লোক অন্নাভাবে কলিকাতায় আসিতে আরম্ভ করে। প্যারীচরণ কতিপয় ধনী ব্যক্তির সাহায্যে চোরবাগানে একটী অন্ন-সত্র খুলিয়াছিলেন। ইহাতে প্যারীবাবু নিজে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া একপ্রকার সর্ব্ব-স্বান্ত হইয়া পড়েন।

সংবাদ-পত্র-সেবা—প্যারীবাবু 'এডুকেশন গেজেটের' সম্পাদক ছিলেন। তৎকালে এডুকেশন গেজেট গবর্ণমেণ্টের অধীনে ছিল। ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের শ্যামনগর ষ্টেশনে দুইটী ট্রেণে সংঘর্ষ হয়। তাহাতে অনেক লোকের মৃত্যু হয়। প্যারী বাবু নিজে সেই স্থানে যাইয়া ঘটনা তদন্ত করিয়া, প্রকৃত কথা এডুকেশন গেজেটে লিখিলে—কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ঐ প্রবন্ধ প্রত্যাহার করিতে বলেন। কিন্তু তেজস্বী প্যারীবাবু সত্য কথা প্রত্যাহার করার পরিবর্ত্তে সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিলেন। ইহা বড় সামান্য কথা নয়—কারণ তৎকালে এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকের মাহিনা ও সাব্‌স্ক্রিপ্‌শনে মাসে ১০০০্ টাকার অধিক আয় ছিল। তিনি সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ঐ লোভনীয় পদ ত্যাগ করিলেন।

ব্যক্তিগত বিশেষত্ব—প্যারীচরণ গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং ধীরভাবে কথা কহিতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরও বড় মিষ্ট ছিল। তিনি নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব স্থূলকায় গৌরবর্ণ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার শরীর সবল ছিল এবং খুব পরিশ্রম করিতে পারিতেন। তাঁহার কোনও রূপ বিলাসিতা ছিল না। অসাধারণ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তাঁহার আত্মাভিমান আদৌ ছিল না। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা-কালে তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া ইয়ুরোপীয় অধ্যাপকগণ স্তম্ভিত হইতেন এবং অনেক সময়ে তাঁহার প্রদত্ত ব্যাখ্যা (notes) সাদরে গ্রহণ করিতেন। স্যার গুরুদাস, যিনি প্যারীবাবুর একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন, বলেন—প্যারীবাবুকে কেহ কখনও রাগিতে দেখেন নাই। তাঁহার প্রকৃতি অতি ধীর, শান্ত ও মধুময় ছিল। বাটীর চাকরের কলেরা হইয়াছে তিনি নিজ হস্তে সেবা করিয়াছেন—হাঁসপাতালে পাঠাইতে বলা হইলে, তিনি তাঁহার ধনী বন্ধুকে উত্তর দিয়াছিলেন—"আমার নিজের ছেলের যদি কলেরা হইত তাহা হইলে কি তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইতাম।" তাঁহার মাতৃভক্তি অসাধারণ ছিল, প্রতিদিন মাতার পাদোদক গ্রহণ করিয়া তবে অন্ন গ্রহণ করিতেন। ৫০ বৎসর বয়সে তিনি অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার বিস্তৃত জীবনী জানিতে হইলে শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ (বি,এ,) মহাশয় রচিত "প্যারীচরণের জীবনী" দ্রষ্টব্য।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার

বীর-খড়্গ।

কোথা তব বীর-খড়্গ—হে প্রতাপ বীর,
বঙ্গজ-কায়স্থ-রবি—পৃথিবীর প্রিয় ?
দেখিতে সে অসি মোর হৃদয় অধীর,
পুরুষ-শার্দ্দূল, দৃপ্ত—চির মহনীয়।

চিরোজ্জ্বল কীর্ত্তিমাঝে 'রহিয়াছ জাগি,'
অমর অমৃত-পুত্র অম্লান-গৌরব,
চিত্ত মোর কাঁদে তব পাদপদ্ম লাগি,'
পাই যেন পদ্ম-বনে—সে পদ-সৌরভ !

কোথা বীর-খড়্গ তব—হে মোর সম্রাট্,
চিরারাধ্য ধরাধন্য—আনন্দ-সম্ভব,
গাহে হিয়া তব গান—করে তব স্তব,
মহিমার হিমাচল—বিপুল বিরাট !

কোথা তব বীর-খড়্গ—সুতীক্ষ্ণ করাল,
অরাতি-রুধিরে স্নাত—বিদ্যুৎ-উজ্জ্বল,
যাহার প্রভায় দীপ্ত এ রাজমণ্ডল (১)
চিত্রিত যাহার অঙ্গে শার্দ্দুল-কপাল। (২)

কোথা তব বীর-খড়্গ, হে মোর সুন্দর,
সর্ব্ব-কর্ম্ম-বন্ধনাশে সতত জাগ্রত,
বীর সাধনার মূর্ত্তি—উদগ্র, উদ্ধত,
সর্ব্ব-বিদ্যা-সিদ্ধিময়—জ্যোতির নির্ঝর।

অকস্মাৎ স্ফুরে জ্যোতিঃ বনপ্রান্তভাগে
আর্দ্রা নক্ষত্রের আভা(৩)—রবিরশ্মি জালে,—

(১) যশোহর-সমাজ
(২) প্রতাপাদিত্যের তরবারিতে শার্দ্দূল-কপাল চিত্রিত ছিল
(৩) নীল আভা।

সূর্য্যকান্ত মণিপ্রভা—জ্বলে দিব্য ভালে,
তেজোমূর্ত্তি "রায় বাঘ"(৪) নয়নের আগে !

পীতাভ হরিৎ চর্ম্ম কৃষ্ণ-রেখাঙ্কিত,
বীর গর্ব্ব স্থৈর্য্যময়—চাহি সূর্য্য পানে,
পূর্ণ বীর রসমূর্ত্তি—জাগিতেছে ধ্যানে,
অনীল ধূসর নেত্র—দীপ্ত অহঙ্কৃত !

গ্রীবা বাঁকাইয়া যবে চাহিল অদূরে,
দেখিলাম বক্ষমাঝে গোপাল সুন্দর,
শিহরিল তনু মম,—হৃদয়-কন্দর
ভরিল আনন্দ-রসে,—প্রীতিভক্তিভরে !

না মিলা'তে সেই দৃশ্য নব দৃশ্যোদয়,—
মঞ্জুল বঞ্জুল মাঝে, ঘন অন্ধকারে,
স্বর্ণরক্ত "পাণি-পদ্মে"—গহন মাঝারে
ঝল্ মল্ করে অসি—নিত্য জ্যোতির্ম্ময় !

চিনিলাম বীর-খড়্গ,—'সঙ্কট-বিজয়া,' (৫)
"নমঃ" বলি নত শিরে করিনু প্রণাম ;
ধন্য আমি—পূত আমি—পূর্ণ মনস্কাম,
দেখালে মা, বীর-খড়্গ—অপূর্ব্ব এ দয়া !

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।*

(৪) Royal tiger.

(৫) প্রতাপাদিত্যের তরবারির নাম।

* আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, এই কবিতার রচয়িতা সুকবি, সুসাহিত্যিক ও সংবাদপত্র-পরিচালক টাকী, খুবা-নিবাসী মুনীন্দ্রনাথ অকস্মাৎ বিগত ১৬ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, অকালে স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এইরূপ একজন স্বজাতীয় কৃতী সাহিত্যসেবীকে হারাইয়া আমরা ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করিতেছি। বহু সাময়িক ও মাসিক পত্রিকার কলেবর এই কায়স্থ-কবির ভাণ্ডার কবিতায় অলঙ্কৃত হইয়াছে।

প্রেরিত-পত্র।

মাননীয় শ্রীযুক্ত "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন—

আমি আমাদের জাতীয় মহাসভার বিগত বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারি নাই—সে সময় কলিকাতায় ছিলাম না। ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।

অধিবেশনের দ্বিতীয় দিবসে সংস্কার-গ্রহণ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের সমর্থন করিবার জন্য বক্তৃতা করিতে উঠিয়া শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন মহাশয়, শুনিলাম এই অধম সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ অমূলক কথা বলিয়া আমাকে জাতীয় সভায় উপস্থিত স্বজাতিবৃন্দের নিকট হীন ও হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শুনিলাম, তিনি বলিয়াছেন যে, আমি ক্ষত্রিয়াচারে অল্পদিন হইল পরম পূজনীয়া স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিবার সাহসী হইয়া ছিলাম বটে, কিন্তু আমার উপবীত গ্রহণের পর কায়স্থ-সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ কিছুদিন পর্য্যন্ত উপবীত গ্রহণ না করায় আমি উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। শুনিয়া বিস্মিত হইলাম ; এরূপ একটা মিথ্যাপবাদ গণপতি বাবুর ন্যায় আত্মমর্য্যাদা-পরায়ণ ব্যক্তি কিরূপে ঘোষণা করিয়া অপরের মিথ্যা নিন্দা ও গ্লানি প্রচার দ্বারা তাঁহাকে সমাজের চক্ষে হীন প্রতিপন্ন করিলেন !

বলা বাহুল্য যতদিন হইতে আমি উপবীত গ্রহণ করিয়াছি ততদিন উহা গৌরব-বোধে ধারণ করিয়া ক্ষত্রিয়াচারে যথাসাধ্য সমস্ত ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছি। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কোন কোন সম্মানিত ব্যক্তি এখনও উপনয়ন গ্রহণ করেন নাই বলিয়া আমার গৃহীত-উপবীত আমি ত্যাগ করিব,ইহা আমার ধারণার ও কল্পনার অতীত; এবং এরূপ কার্য্য করিয়া নিরয়গামী হইতে কাহার না প্রাণে আশঙ্কা হয় ? গত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশনে এ-বিষয় জ্ঞাপন করায়,সকলেই আমার বক্তব্য প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। আশা করি আমাদের জাতীয় সভার মুখপত্র 'কায়স্থ-পত্রিকা'য় আমার এই প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়া আমার বিরুদ্ধে এই মিথ্যাপবাদ দূরীভূত করিবেন। গণপতি বাবুর ন্যায় বন্ধুর নিকট আমি এরূপ জঘন্য বন্ধু-প্রীতি কখনও আশা করি নাই। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা, তিনি এরূপ বন্ধু-প্রীতি হইতে আমাকে ত্রাণ করুন। ইতি।

ভবদীয়

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

কায়স্থ-সমাচার।

উপনয়ন সংবাদ

১। ইদিলপুর কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বর্ম্ম রায় চৌধুরী মহাশয় গত ২৯ শে শ্রাবণ জানাইয়াছেন,—

বিগত ১৬ই মাঘ তারিখে শ্রীমৎস্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ ঢাকাতে নিজ আশ্রমে ইদিলপুর-মুলগাঁ নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার গুহ বর্ম্মা এবং শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস বর্ম্মা মহাশয়দ্বয়কে যজ্ঞোপবীত দিয়াছেন।

২। গত ১২ই আষাঢ় তারিখে ইদিলপুর-বেজনীসার গ্রামে শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন গুহ মহাশয়ের বাড়ীতে এক কেন্দ্র করিয়া শ্রীযুক্ত কালীকমল বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন গুহ, পবিত্র কুমার গুহ, পট্টি নিবাসী শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রকুমার বসু এবং ইন্দুভূষণ বসু উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। পূর্ণিয়া জেলার ফরবিশগঞ্জের—রাজা বাবুর বাটী হইতে শ্রীযুক্ত অটল বিহারী দত্ত মহাশয় লিখিতেছেন,—

বিগত ১২ই আষাঢ় তারিখে শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র দত্ত ও তিনকড়ি ভূষণ দে মহাশয়দ্বয় যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

৪। বিগত ২১শে ভাদ্র রবিবার বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্যোগে সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয়ের বিশ্বকোষ ভবনে একটী উপনয়ন কেন্দ্র হইয়াছিল; উক্ত কেন্দ্রে তাঁহার আত্মীয়স্বজনসহ অন্যান্য সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-বংশ-সম্ভূত কয়েক জন যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। কোটালীপাড়ের বৈদিকগোষ্ঠিপতি সুপ্রসিদ্ধ ৮ হরিহর চক্রবর্ত্তী বংশীয় শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য ও প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় তন্ত্রধারক পদে বৃত ছিলেন। উপবীতিগণের নাম-ধাম :—

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, সহজমুখ্য (বিশ্বকোষ লেন, কলিকাতা), শ্রীযুক্ত তারাপদ রাহা এম-এ (শ্রীকোল, যশোহর), শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু (ঐ), শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বিশ্বাস (অমৃত-বাজার, যশোহর), শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মিত্র (আর্য্য-দত্তপাড়া, ফরিদপুর), শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মিত্র (ঐ), শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দেব (শিরুয়াইল, ফরিদপুর।

ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ

(১)

"ভাঙ্গা আর্য্য কায়স্থ-সভা ও ফরিদপুর প্রচার-সমিতির" সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা মহাশয় জানাইতেছেন,—

বিগত ১৬ই বৈশাখ ফরিদপুর জেলান্তর্গত "সদরপুর আর্য্য কায়স্থ-সমিতি"র উদ্যোগে ১৭ রশী গ্রাম নিবাসী ৮অক্ষয়কুমার দাস বর্ম্মার আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়াছে। ব্রাহ্মন্দি নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব শর্ম্মা মজুমদার মহাশয় পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন; স্থানীয় কতিপয় ব্রাহ্মণ ও বহু সংখ্যক কায়স্থ এই শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়া কার্য্যকর্ত্তা শ্রীযুক্ত হলধর দাস বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত শশধর দাস বর্ম্মাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

(২)

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্য শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দত্ত মহাশয় আকটেরচর-কাছারী (ফরিদপুর) হইতে গত ৩২শে আষাঢ় জানাইয়াছেন,—

জেলা ফরিদপুর মহকুমা মাদারীপুরের অন্তর্গত দত্ত-কেন্দুয়া নিবাসী শ্রীমান্ সুকুমার দত্ত বর্ম্মা, শ্রীমান্ ক্ষেত্রনাথ দত্ত বর্ম্মা, শ্রীমান্ মণীন্দ্রকুমার দত্ত বর্ম্মা ও শ্রীমান্ অনিলচন্দ্র দত্ত তাহাদের পিতৃদেব মদীয় অগ্রজ ৮শরচ্চন্দ্র দত্ত বর্ম্মার আদ্য-শ্রাদ্ধ গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছে। উক্ত গ্রামের দত্ত-বংশে ত্রয়োদশাহে আর কোন শ্রাদ্ধ না হওয়ায় কর্ম্মকর্ত্তা উপস্থিত কার্য্যে নানারূপ বাধাবিঘ্ন ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবানের কৃপায় কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে নাই। অন্নের পীণ্ডাদি যথারীতি প্রদত্ত হইয়াছে।

মাদারিপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাঠক প্রভৃতি কতিপয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ যত্নের সহিত যথাবিহিত শাস্ত্রসঙ্গত মতে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত কালীকান্ত দত্ত, শ্রীযুক্ত উমাচরণ দত্ত, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দত্ত, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ বয়োবৃদ্ধ জ্ঞাতিবর্গের বিশেষ উৎসাহে ও শ্রীযুক্ত হীরালাল দত্ত বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল-কুমার দত্ত বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দত্ত, শ্রীযুক্ত তরীন্দ্রমোহন দত্ত বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত রসরাজ দত্ত বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত

অক্ষয়কুমার দত্ত বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত আশুপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত, ২নং শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্ত প্রভৃতি জ্ঞাতিবর্গের ও দত্তবংশের স্থাপিত শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার গুহ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র চন্দ্র গুহ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কালীপদ গুহ, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত নীরদবরণ বসু বর্ম্মা প্রভৃতি যুবকবৃন্দের ঐকান্তিক যত্নে ও পরিশ্রমে উক্ত কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

(৩)

টেংরা (ফরিদপুর) হইতে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বর্ম্মা রায় চৌধুরী মহাশয় জানাইয়াছেন,—

বরিশাল জিলার গৌরনদী থানান্তর্গত সাহাজিরা গ্রাম-নিবাসী স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার বসু ঠাকুরের ৭৫ বৎসর বয়স্কা বিধবা পত্নী (আমার বৈবাহিকা) গত ২৪শে শ্রাবণ, একটি বিধবা পুত্রবধূ এবং ২টি নাবালক পৌত্র (আমার দৌহিত্র) রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ঐ দুইটী বালক ইতিপূর্ব্বে উপবীত গ্রহণ করিয়াছে ; কাজেই তাহারা ঠাকুরমায়ের শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন করিতে কৃতসংকল্প হয়। দেশস্থ ব্রাহ্মণগণ প্রথমে অভয়দান করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে পশ্চাৎপদ হন। কেবলমাত্র কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত কাশ্যপ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে গত ৫ই ভাদ্র তারিখে বালকদ্বয় নিজ বাড়ীতে বসিয়া শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিয়াছে। সাহাজিরা-নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী, কৈলাসচন্দ্র বসু এবং নন্দকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়গণের সাহায্যে নাবালকগণ সফলকাম হইয়াছে। তজ্জন্য উক্ত সাহায্যকারিগণ ধন্যবাদার্হ।

(৪)

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা রায় চৌধুরী এম্-এ মহাশয় শ্রীফলতলা হইতে জানাইতেছেন,—

খুলনা—বেলফুলিয়া সমাজের শ্রীফলতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ বর্ম্মা মোক্তার মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ৺হেমন্তকুমারী দেবীর আদ্যকৃত্য গত ৩১শে শ্রাবণ রবিবার ভাগীরথীর পুণ্য তীরে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে তৎপুত্র সাবিত্রীসূত্রধারী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ বর্ম্মা কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। সুপ্রতিষ্ঠিত বেলফুলিয়া সমাজে ইহাই সর্ব্বপ্রথম ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধ। কৌলিক পুরোহিতগণ উপবীতী কায়স্থের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ ত্রয়োদশাহে আদ্যকৃত্য সম্পন্ন করিতে অস্বীকৃত হন, এবং নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াদি বন্ধ করিবারও

ভয় দেখান। কিন্তু সৎসাহসী জনার্দ্দন বাবু ও তৎভ্রাতা সুরেন্দ্র বাবু এই অসার ভয়ে ভীত না হইয়া, ত্রয়োদশাহে আদ্যকৃত্য সম্পন্ন করিবার সঙ্কল্প করেন। কায়স্থজাতির হিতৈষী কোটালিপাড়নিবাসী পণ্ডিত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরত্ন মহাশয় এই আদ্যকৃত্যে পৌরোহিত্য করেন। কলিকাতায় ভাগীরথীতীরে যাহাতে শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার কোনরূপ অসুবিধা না ঘটে তদ্বিষয়ে সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া কায়স্থকুল-গৌরব শ্রীযুক্ত প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয় এবং প্রচারক অগ্নিহোত্রী ও মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয়দ্বয় সমগ্র বেলফুলিয়াবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। এই শ্রাদ্ধক্রিয়া যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে—তদ্বিষয়ে নন্দনপুরনিবাসী স্বেচ্ছাপ্রচারক শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সেন বর্ম্মা ও শ্রীফলতলা কায়স্থ যুবকসঙ্ঘের সম্পাদক এবং ছাত্র-প্রচারক শ্রীমান্ শশীভূষণ মিত্র বর্ম্মা ও শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা রায় চৌধুরী যেরূপ উৎসাহ দেখাইয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। কায়স্থ-জনক ভগবান শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের নিকট ইহাদের দীর্ঘজীবন ও নিরাময় প্রার্থনা করি।

(৫)

নন্দনপুর—বেলফুলিয়া হইতে শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সেনবর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন,

নন্দনপুর (খুলনা) নিবাসী ৺প্রিয়নাথ দেববর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ গত ৫ ভাদ্র শুক্রবার নিজগ্রামে ত্রয়োদশাহে সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। তৎপুত্র শ্রীমান্ দ্বিজবর দেববর্ম্মা গত বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচারক অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের নেতৃত্বে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ শ্রাদ্ধ-বাসরে আরও বিশেষত্ব এই যে গ্রামের সমস্ত কায়স্থগণ উচ্চ নীচ ভুলিয়া কায়স্থ জাতির বিরাট মিলনে যোগদান করিয়াছেন এবং শ্রাদ্ধাদি সমুদায় কার্য্যে সাহায্যদান ও পংক্তিভোজন পূর্ব্বক কৃতীকে উৎসাহিত করেন। ৺প্রিয়নাথ দেববর্ম্মা অনুপবীতী ছিলেন ; তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্র দ্বিজবরকে তাঁহার শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিতে বিশেষরূপে আজ্ঞা দিয়া যান। পুত্র তৃপ্তি সহকারে পিতৃ আজ্ঞা পালন করিয়া তাঁহার শেষ বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। নন্দনপুরের শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে ও সাহায্যে এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়।

কায়স্থের মনীষার আদর ও কৃতিত্বের পরিচয়

(বঙ্গের বাহিরে কায়স্থ-ভাইসচ্যান্সেলর)

সম্প্রতি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যানসেলর নির্ব্বাচিত হইয়া গিয়াছে। কায়স্থ-মনীষী প্রবাসী-বাঙ্গালীকুলোজ্জ্বল স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসু মহাশয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের পদে পুনরায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমরা এই কায়স্থ-মনীষীকে অভিনন্দিত করিতেছি।

কায়স্থ-চিফ্ জষ্টিস্।

বিহারস্থ বাঁকীপুর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে কায়স্থ-মনীষী স্যার বসন্তকুমার মল্লিক মহাশয় অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি পরলোকগত দেশবিখ্যাত ডাঃ শরৎকুমার মল্লিক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতা; ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত বংশপরিচয়-কথা ১৩৩১ সনের চৈত্র-সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই কায়স্থ-সুধীকে অভিনন্দিত করিতেছি।

কায়স্থ-ছাত্রের কৃতিত্ব।

খুলনা-নিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মিত্র মহাশয়ের কৃতী পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিঃ প্রকাশ মিত্র অক্সফোর্ডের ওরিয়েল্ কলেজ (Oriel College, Oxford) হইতে "মডার্ণ গ্রেট্‌স্" নামক পরীক্ষায় (Modern Greats) উত্তীর্ণ হইয়া যশস্বী হইয়াছেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রীমান্ জ্যোতিঃ প্রকাশই প্রথম। আমরা এই স্বজাতীয় ছাত্রের উত্তরোত্তর উন্নতি ও দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

আদান-প্রদানহীন বিবাহ।

বিগত ২৩ এ শ্রাবণ মৈমনসিংহের উকীল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শশধর ঘোষ বি, এল্, মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ অবনীন্দ্রনাথ ঘোষ বি-এ, কলিকাতা করপোরেসনের শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ গুহরায় মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী মায়ালতা দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। এই বিবাহে কোন প্রকার পণ বা দান প্রদত্ত বা গৃহীত হয় নাই, ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। এই বিবাহে সহরের গণ্যমান্য অনেক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কায়স্থ-সভার প্রাণ স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় পণ-গৃহীত বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইতেন না। এই আদর্শ অনুকরণে ক্ষতি কি? হয়ত এই আচরণে অনেক স্থলে সুফল প্রসব করিতে পারে এবং সমাজ-সর্ব্বনাশকর এই রাক্ষসী পণ-প্রথারূপ ব্যাধি শমিত ও নিবারিত হইতে পারে।

কায়স্থ-পত্রিকা

...শ বর্ষ | আশ্বিন—১৩৩২ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সেনবংশের জাতিনির্ণয়

প্রায় ৩০ বর্ষ হইল 'বিশ্বকোষে' এবং ১২ বর্ষ হইল 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', ...কাণ্ডে গৌড়ের সেনরাজবংশের জাতি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। ...পি নিতান্ত দুঃখের বিষয় দূরদেশবাসী অনেক লেখক সেনবংশ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ...লাই পোষণ করিতেছেন। বোধ হয় ঐ সকল বিবরণ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত ...য় ভারতের পশ্চিমপ্রান্তবাসী ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব-সমালোচকগণের ...নিবার সুবিধা হয় নাই।

সম্প্রতি যোধপুর বা মাড়বারের কায়স্থ-সভা হইতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীলাল-...র মহাশয় গত ৯ই আগষ্ট তারিখে আমাদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মহারাজ ...শীশনাথ রায় বর্ম্ম বাহাদুরকে যে বিস্তৃত পত্র লিখিয়াছেন, তাহার শেষাংশ ...ত করিতেছি,—

"One thing we want to bring to your Highness' kind ...otice that we are sorry to note that Pandit Bisheswar ...ath, Superintendent of Sardar Museum and Sumer ...blic Library, Jodhpur, has written a book—"Bharat-ka-...rachin Rājvansh" i. e. the old ruling families of India, ...Hindi, in which he says that "Sen Kayastha Sect of ...engal and Tirhut has descended from the Sūdras." We ...o not know much about the Kāyasthas of Bengal and ...irhut and hence we cannot say anything about the ...tatement, but we do not like such a wrong statement ...ing made about the Kayasthas. We therefore request

your Highness to kindly enlighten us on this point and also about other points of the Kayastha communities in Bengal."

যোধপুর কায়স্থ-সভার সম্পাদকের উক্ত পত্রানুসারে বেশ বুঝা যাইতেছে ;—

"ভারত-কা প্রাচীন রাজবংশ"-রচয়িতা পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর নাথ সেনরাজবংশের প্রকৃত তথ্য অবগত না হইয়া নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। যোধপুর কায়স্থ-সভার সম্পাদক মহাশয়কে পত্রোত্তরে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহারই সারমর্ম নিম্নে লিখিত হইল ;—

সেনবংশীয় নৃপালগণ তাঁহাদের সমসাময়িক স্ব স্ব শিলালিপিতে সোমবংশ-তিলক ও ব্রহ্মক্ষত্রিয় নামে স্ব স্ব পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। দেওপাড়া হইতে আবিষ্কৃত বিজয়সেনের শিলালিপিতে এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

"বংশে তস্যামরস্ত্রীবিততরতকলা সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য-
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্বীরসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্বভূবে।
যচ্চারিত্রানুচিন্তাপরিচয়সূচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীকধারাঃ
পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীণনায় প্রণীতাঃ ॥
তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনব্রহ্মবাদী
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম-সামন্তসেনঃ ॥"

(বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপি ৪-৫ শ্লোক)

অর্থাৎ, 'অমরস্ত্রীগণের অবিরত রতিকলার সাক্ষিগণের বংশে উভয় কুলে কীর্ত্তিমান্ বীরসেন প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য নৃপতিগণ জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহাদের চরিত্রানুচিন্তার পরিচয়সূচক সূক্তির মধুধারা বিশ্ববাসিগণের শ্রবণ পরি[illegible] আমোদিত করিয়া পরাশরনন্দন ব্যাসের দ্বারা প্রণীত হইয়াছে। সেই সেনবংশে প্রতিপক্ষ শত শত যোদ্ধৃবর্গের উৎসাদনকারী ব্রহ্মক্ষত্রিয়কুলের শিরোমাল্য-স্বরূপ ব্রহ্মবাদী সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন।'

দেওপাড়ার প্রশস্তি হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বীরসেন প্রভৃতি যে সকল দাক্ষিণাত্য নৃপতিগণের পরিচয় স্বয়ং ব্যাসদেবের লেখনী দ্বারা কীর্ত্তি[illegible] হইয়াছে, সেই ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণের বংশে বিজয়সেনের পিতামহ সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন।

এখন কথা হইতেছে যে, ব্যাসদেব কোথায় বীরসেন প্রভৃতি ব্রহ্মক্ষত্রিয়-গণের কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন ;—

বেদব্যাস-রচিত স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত সহ্যাদ্রিখণ্ডে বীরসেন প্রভৃতির এইরূপ পরিচয় পাই ;—

"সৌমিনী দেবতাভক্তঃ শাণ্ডিল্যাখ্য ঋষেঃ কুলে।
মহারাজ ইতি খ্যাতস্ততোভূদ্ভুবশঙ্করঃ ॥
তদন্বয়ে চক্রবর্ত্তী দ্যুমৎসেন ইতীরিতঃ।
তদন্বয়ে বীরসেনঃ কান্তিমালী ততোঽপি চ ॥"

(সহ্যাদ্রিখণ্ড পূর্ব্বার্দ্ধ ৩৪।২৫-২৬ শ্লোক)

অর্থাৎ 'যৌমিনী-দেবতাভক্ত শাণ্ডিল্য নামক ঋষির গোত্রে 'মহারাজ' নামে এক ব্যক্তি খ্যাত হইয়াছিলেন, তদনন্তর ভুবশঙ্কর, এই ভুবশঙ্করের বংশে দ্যুমৎসেন নামে এক চক্রবর্ত্তী নৃপতি খ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার বংশে বীরসেন জন্মগ্রহণ করেন।'

উক্ত সহ্যাদ্রিখণ্ডে ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায় এইরূপ লিখিত আছে,—

"পাঠারীয়প্রভূণাং বৈ কথিতো বিস্তরস্ত্বয়া ॥
সূর্য্যবংশগতানুক্ত্বা ব্রহ্মক্ষত্রিয়নামতঃ।
তেষাং নামানি বংশাশ্চ কথিতাঃ পূর্ব্বতস্ত্বয়া ॥"

(সহ্যাদ্রিখণ্ড, পূর্ব্বার্দ্ধ, ৩৬ অঃ)

অর্থাৎ, 'সূর্য্যবংশোদ্ভব পাঠারীয় প্রভুগণের এবং চন্দ্রবংশীয় ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণের নাম ও বংশপরিচয় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।' এই উক্তি দ্বারা বীরসেন প্রভৃতি ব্রহ্মক্ষত্রিয় হইতেছেন। এদিকে লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রশাসনে—

"কর্ণাট-ক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ"।

অর্থাৎ, সামন্তসেন কর্ণাট-ক্ষত্রিয়দিগের কুলশিরোদাম বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। সেনরাজগণের শিলালেখ ও তাম্রশাসন হইতে প্রত্যেক সেননৃপতির এক একটি বিশেষ উপাধি জানিতে পারা যায়, যথা—মহারাজ বিজয়সেনদেবের [illegible]শঙ্কর-গৌড়েশ্বর, তৎপুত্র বল্লালসেন দেবের নিঃশঙ্ক-শঙ্কর-গৌড়েশ্বর, তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনদেবের মদনশঙ্কর গৌড়েশ্বর, তৎপুত্র কেশবসেন দেবের অসহ্যশঙ্কর গৌড়েশ্বর এবং বিশ্বরূপসেনদেবের বৃষভাঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর।

পূর্ব্বোক্ত সহ্যাদ্রিখণ্ডে বর্ণিত ভুবশঙ্কর-বংশধর বীরসেনই সম্ভবতঃ দেওপাড়া শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে। মনে হয় সহ্যাদ্রি-খণ্ড বর্ণিত সেনবংশের বীরপুরুষ ভুবশঙ্কর হইতেই গৌড়ের সেনরাজবংশ যিনি সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন তিনি 'শঙ্কর' উপাধিতে পরিচিত হইয়া থাকিবেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে এই ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশ 'কর্ণাট-ক্ষত্রিয়' নামে অভিহিত হইয়াছে। কর্ণাট প্রদেশ হইতে আবিষ্কৃত শত শত শিলালিপিতে এই ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণের প্রসঙ্গ রহিয়াছে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে মসিজীবী কায়স্থজাতি অদ্যাপি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—কায়স্থ-প্রভু ও ব্রহ্মক্ষত্রী ঠাকুর। ব্রহ্মক্ষত্রী ঠাকুরেরা নানাস্থানে কেবল 'ঠাকুর' নামে আখ্যাত।

গুজরাট অঞ্চলে এই মসিজীবী ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণ কোথাও কোথাও মঠাধ্যক্ষ ও ব্রাহ্মণের ন্যায় পৌরোহিত্যও করিয়া থাকেন।

এমন কি খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীতে প্রদত্ত বঙ্গের ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়ার নিকট হইতে আবিষ্কৃত ধর্ম্মাদিত্য ও গোপচন্দ্রের তাম্রশাসনে আধিকরণিক (Justice) পদে অধিষ্ঠিত সেন উপাধিধারী কায়স্থের পরিচয় পাওয়া যায়।

এদিকে কর্ণাট প্রদেশের অন্তর্গত কডুর জেলাস্থ বহু প্রাচীন মন্দির হইতে আবিষ্কৃত সপ্তম শতাব্দের উৎকীর্ণ শিলালিপিতেও 'সেনবর' নামে ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশের এক শাখা এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কাহাকেও ধর্ম্মকরণিক পদে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।

এখানকার উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ-কারিকায় লিখিত আছে,—

"মিত্রবংশে তদা ধারা বটমিত্রশ্চ ভাগ্যবান্।
কন্যৈকা লক্ষণা তস্যা কুমারী রত্নমন্দিরে॥
দূতং প্রেষ্য সমানীয় বল্লালো গৌড়ভূপতিঃ।
সা কন্যা পরিণীতবান্ যথাশাস্ত্র নিজেচ্ছয়া॥
বল্লালপূজিতো ভূত্বা বটোঽভূৎ মগধেশ্বরঃ।
তাত-ভ্রাতৃ-পরিত্যাগী বিরাগী সর্ব্ববন্ধুযু॥
মগধাৎ পুনরায়াতো বটধারা ধনাশ্বযুৎ।
রাঢ়ায়াং গীয়তে সর্ব্বে কুলস্থানে পুনঃ স্থিতাঃ॥"
(উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকারিকা)

উদ্ধৃত উত্তররাঢ়ীয়-কারিকা হইতে আমরা বেশ জানিতে পারিতেছি যে—ব্রহ্মক্ষত্রিয় গৌড়াধিপ বল্লালসেন কায়স্থপ্রবর বটমিত্রের কন্যা কুমারী লক্ষণাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ঐ সময়ে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ঐ গৌড়াধিপ বল্লালসেন-সঙ্কলিত দানসাগরের উপসংহারে লিখিত স্পষ্টই আছে,—

"ধর্ম্মাস্তাভ্যুদয়ায় নাস্তিকপদোচ্ছেদায় জাতঃ কলৌ
শ্রীকান্তোঽপি সরস্বতীপরিবৃতঃ প্রত্যক্ষনারায়ণঃ"।

অর্থাৎ, 'ধর্ম্মের অভ্যুদয় এবং নাস্তিকপদ উচ্ছেদ করিবার জন্য সরস্বতীপরিবৃত্ত শ্রীকান্ত নারায়ণ কলিকালে বল্লালসেনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন'। এই উক্তি হইতেই বল্লালসেন যে অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিতে পারেন না এবং সবর্ণের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, সহ্যাদ্রিখণ্ডে প্রভু ও ব্রহ্মক্ষত্রিয় বংশের পরিচয় একত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রভুকায়স্থগণের সহিত ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণের একত্র উল্লেখ এবং অদ্যাপি উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রধানতঃ লেখ্য-বৃত্তি, দূর অতীত কাল হইতে কর্ণাটবাসী ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেনবরদিগের মধ্যে করণিক পদ, অতি প্রাচীন কালে সেন-উপাধিধারী কায়স্থ জাতির মধ্যে আধিকরণিক পদ, কর্ণাটক ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশীয় বল্লালসেনের সহিত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থপ্রবর বটমিত্রের কন্যার বিবাহ এবং বল্লালপৌত্র দনৌজামাধবের সহিত বঙ্গজ কায়স্থ পুরবসুর কন্যার বিবাহ* ইত্যাদি সুপ্রাচীন প্রমাণ হইতে কর্ণাটের ব্রহ্মক্ষত্রিয় ও বাঙ্গলার বিশুদ্ধ কায়স্থ একজাতি ও এক ক্ষত্রিয় বর্ণ সপ্রমাণ হয়।

বিভিন্ন সেনরাজবংশের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট হইতে আসিয়া সেন-বংশের পূর্ব্বপুরুষ গঙ্গাতীরে রাঢ়দেশে বাস করেন। সম্ভবতঃ এই স্থানই পরে কর্ণাট বা কর্ণাট-শাসন বলিয়া পরিচিত হয়। বল্লালসেনের সীতাহাটী তাম্রশাসনে লিখিত আছে ;—

"বংশে তস্যাভ্যুদয়িনি সদাচারচর্য্যানিরূঢ়ি-
প্রৌঢ়াং রাঢ়ামকলিতচারভূষয়ন্তোঽনুভাবৈঃ।
শশ্বদ্বিশ্বাভয়বিতরণস্থূললক্ষ্যাবলক্ষৈঃ
কীর্ত্ত্যুল্লোলৈঃ স্নপিতবিয়তো জজ্ঞিরে রাজপুত্রাঃ॥
তেষাম্বংশে মহৌজাঃ প্রতিভটপৃতনাস্তোধিকল্পান্তসূরঃ
কীর্ত্তিজ্যোৎস্নোজ্জ্বলশ্রী প্রিয়কুমুদবনোল্লাসলীলামৃগাঙ্কঃ॥

* ঘটকচূড়ামণির বঙ্গজকারিকা হইতে জানিতে পারি লক্ষ্মণসেনের সমীকরণে গৃহীত পুরবসুর ৩য় কন্যার সহিত দনুজমাধবের বিবাহ হইয়াছিল। যথা—
"সভ্যোন কার্ণ্যঘোষায় পশ্চাত্তীমঙ্গহার চ।
মহদ্রাজে দনুজায় মাধবায় বিশেষতঃ॥" (ঘটকচূড়ামণি)

আসীদাজন্মরক্তপ্রণয়িগণমনোরাজ্যসিদ্ধিপ্রতিষ্ঠা
শ্রীশৈলঃ সত্যশীলো নিরুপধিকরুণাধাম সামন্তসেনঃ ॥"
(বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রলেখ ৩য়, ৪র্থ শ্লোক)

অর্থাৎ, সেই (চন্দ্রদেবের) সমৃদ্ধিশালী বংশে রাজপুত্রগণ জন্ম গ্রহণ করেন, যাঁহারা সদাচারচর্য্যার খ্যাতি-গৌরবে রাঢ়মণ্ডল অতুল প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন। সেই রাজপুত্রগণের বংশধর শত্রুসেনাসাগরের প্রলয়-তপন, কীর্ত্তিরূপ জ্যোৎস্নায় সমুজ্জ্বলশ্রী, কুমুদবনে শশাঙ্কস্বরূপ প্রিয়জনের আনন্দবর্দ্ধক, আজন্মানুরক্ত সুহৃদগণের মনোরাজ্যে হিমাচলের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠ, সত্যশীল ও অকপট করুণাধার সামন্তসেন জন্ম গ্রহণ করেন।

সেন-নৃপতিগণের সমসাময়িক লিপি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, সামন্তসেনের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতে রাঢ়দেশে কর্ণাটক্ষত্রিয়গণ বাস করিতেন, তাঁহাদেরই বংশে রাঢ়াধিপ সামন্তসেনের জন্ম। তিনি বৃদ্ধ বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া এখানে গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কর্ণাটগণ সেনবংশীয় রাজগণের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতে গৌড়বঙ্গে বাস করিতেছিলেন এবং রাজপুরুষ মধ্যে গণ্য ছিলেন—তাহা নারায়ণপাল হইতে মদনপাল পর্য্যন্ত (অর্থাৎ খৃষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দ পর্য্যন্ত) পালবংশীয় নৃপতিগণের তাম্রশাসন আলোচনা করিলে জানিতে পারি। চেদিসম্রাট্ কর্ণদেবের বহু শাসনলিপি হইতে জানা যায় যে, কর্ণাটক্ষত্রিয়গণ তাঁহার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। কর্ণদেব গৌড় আক্রমণ করিয়া যে সময় এখানে নিজ আধিপত্য বিস্তারে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই সময়ে কর্ণাট-ক্ষত্রিয়গণ গৌড়-বঙ্গের নানাস্থানে সামন্তনৃপতিরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। চেদিসম্রাট্ বঙ্গদেশ হইতে প্রস্থান করিবার পর কর্ণাট-ক্ষত্রিয়গণ পাল ও যাদব (বর্ম্ম) নৃপতিগণের প্রভাব খর্ব্ব করিতে এবং নিজ নিজ সৌভাগ্যপথ উন্মুক্ত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাহাতে পাল ও বর্ম্ম-নৃপতিগণের সহিত দীর্ঘকাল সংঘর্ষ চলিয়াছিল। কর্ণাট-ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে দুইজন মহাবীর আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সামন্তসেনের পৌত্র বিজয়সেন এবং অপরের নাম নান্যদেব। বিজয়সেনের দেওপাড়া হইতে আবিষ্কৃত শিলাফলক হইতে জানা যায়, নান্যদেব বিজয়সেনের হস্তে পরাজিত এবং বন্দী হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে বিজয়সেন তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। যে সময়ে কর্ণাট-ক্ষত্রিয়েরা যাদব ও পালবংশের উচ্ছেদসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন; সেই সময় রাঢ়ের কায়স্থ-বংশের মধ্যে কেহ পালরাজগণের পক্ষে, কেহ বা কর্ণাট-ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে

অবধারণ করিয়াছিলেন। ষড়ুবীরের উপেক্ষাকারী চক্রপাণি দাসের পরিচয় কাশীদাসের ঢাকুর হইতে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।* মিথিলার কুলপঞ্জীতে এই চক্রপাণি সূর্য্যকর নামে এবং তাঁহার পিতা শূলপাণি লক্ষ্মীকর নামে লিপিবদ্ধ হইয়াছেন। শূলপাণি-লক্ষ্মীকরের পৌত্র শ্রীধরঠাকুরই কর্ণাট-ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কর্ণাটক নান্যদেবের সহিত প্রথম মিথিলায় আগমন করিয়াছিলেন। বঙ্গে কর্ণাটকদিগের সহিত তিনি যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, নান্যদেবের সহযাত্রীগণ কেহই তাহা বিস্মৃত হন নাই। সেই জন্য শ্রীধর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে—"ক্ষত্রবঙ্গাব্জভানু" বলিয়া তিনি পরিচিত হইয়াছেন।* এই বঙ্গীয় কায়স্থবীর শ্রীধরঠাকুর ও তাঁহার সহযাত্রী কায়স্থবংশধরগণ অদ্যাপি মিথিলার কায়স্থ-সমাজের প্রধান কুলীন বলিয়া সম্মানিত।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, বাঙ্গালা ও মিথিলার সেন-বংশ বা কায়স্থবংশ সকলেই ব্রহ্মক্ষত্রিয় বা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

প্রতিশ্রুতি-পূরণ

(১)

বেলা ৩টা বাজিয়াছে। কলিকাতা শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের একটি বড় বাড়ীর দোতলার বৈঠকখানায় গৃহস্বামী অমলকৃষ্ণ মিত্র একখানা কৌচে বসিয়া বই পড়িতেছিলেন। তাঁহার পায়ের কাছে মেঝের কার্পেটের উপর বসিয়া তাঁহার চতুর্দশবর্ষবয়স্কা কন্যা সুনীলা একটা খাতায় কি লিখিতেছিল। লেখা শেষ হইলে সে বলিল,—

"বাবা, দেখুন—এবার শুদ্ধ ক'রে লিখেছি।"

অমল বাবু তাঁহার পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন,—

"দে—দেখিন্, সেকেণ্ড্ ক্লাসে পড়িস্, তোর এ রকম সব ভুল হয়!"

এই বলিয়া তিনি খাতাখানা হাতে করিয়া মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন। মেয়ে একটি অপরাধীর মত তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া আঁচলের খুঁট মুখে পুরিয়া চিবাইতে লাগিল।

* অগ্র-সংখ্যায় "কবীন্দ্র-পাত্র" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

এই সময়ে সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইল; সঙ্গে সঙ্গে একটি বৃদ্ধ ও একটি যুবক সটান উপরে উঠিয়া আসিল। এই দুইটি লোককে হঠাৎ এইরূপে অনধিকার প্রবেশ করিতে দেখিয়া অমল বাবু বলিয়া উঠিলেন,—

"মশাই, এ কি রকম? আপনারা কাহাকে কিছু না ব'লে, খবর না দিয়ে একদম ওপরে চলে এলেন? ভদ্রলোকের কি এইরূপ ব্যবহার?"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি হাসিয়া বলিলেন,—

"আরে থাম্ থাম্—তোর আর বাহাদুরি করতে হবে না অমল। থাপ্ দে—থাপ্ দে।"

এই বলিয়া তিনি অমলবাবুর সম্মুখে একখানা চৌকিতে বসিয়া পড়িলেন। অমল এই বৃদ্ধের কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়া কতকক্ষণ তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরে ঈষৎ হাস্যযুক্ত দৃষ্টিতে বলিলেন,—

"ও চিনেছি—চিনেছি। শরদ্দা যে! আজ কুড়ি বছর পরে যে তুমি এ রকম এসে Surprise visit দেবে তা'ত স্বপ্নেও ভাবিনি। এস কোলাকুলি করি। ......তোমার চেহারা ত একটুও চেনবার উপায় নেই দাদা। ঐ লম্বা পাকা দাড়ি দেখে মনে হয়েছিল, কোন্ ঋষি মশায় এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তোমার ঐ "থাপ দে" —কথাটায়ই তোমাকে ধরিয়ে দিয়েছে।"

"তুই এখনও ভুলিস্ নেই অমল? সেই যে যাত্রার দলের সং একজন আর একজন কে "চুপ কর" না বলে বলেছিল, 'তলোয়ার থাপ দে'—সে কথা এখনও তোর মনে আছে?"

"থাকবে না? তুমি যে সব সময় ঐ কথা ব্যবহার করতে, আর আমরা তোমাকে বাঙ্গাল ব'লে ঠাট্টা করতুম। ওটি বুঝি ছেলে? বাবাজি দাঁড়িয়ে রইলে কেন—ঐ চৌকীটায় বোস।"

শরৎবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন;—

"নলিন, তোমার কাকাবাবুকে নমস্কার কর। ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে, ওটি তোমার মেয়ে নয়? মা লক্ষ্মী আমাকে দেখে লজ্জা ক'রছ কেন?"

"থাক—থাক—বাবা আশীর্ব্বাদ করছি, দীর্ঘজীবী হয়ে দেশের মুখ উজ্জল কর। হাঁ—ওটি আমার বড় মেয়ে—মা সুনীলা, তোর জ্যেঠা মশায়কে প্রণাম করলি নে?"

সুনীলা এতক্ষণ "ন যযৌ—ন তস্থৌ" অবস্থায় একটু দূরে দাঁড়িয়ে সলজ্জ-স্মিত দৃষ্টিতে কৌতুক দেখিতেছিল। সে আসিয়া বৃদ্ধের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিল।

শরৎবাবু তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার পিতার দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—

"তোমার বড় ছেলে কি করছে?"

"সে এখানে বি, এ পাশ ক'রে I. C. S. দিতে বিলেত গিয়েছে। তোমার এ ছেলেটি কি করছে?"

"নলিন এবার Mathematics এ এম্-এ পরীক্ষায় first class first হয়েছে, আবার ল ক্লাসও attend করছে, উকীলের ছেলে কি না? ওর পরীক্ষার কাগজ নাকি খুব ভাল হয়েছে, তাই দেখে স্যার আশুতোষ ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে আজ সকালে তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তিনি ওকে Universityতে একটি চাকুরি দিতে চান। সেই পরামর্শের জন্য তোমার কাছে এসেছি।"

"তা'ত আসবেই—ওঃ কতকাল তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি শরদ্দা। তুমি এখনও আমাকে ভুলতে পারনি, তোমার সেই সাবেক উদার ভাব ই আছে।"

"তোকে কি আর ভোলা যায় রে অমল? আমরা যে আপন ভাইয়ের মতনই ছিলাম।"

"কিন্তু এতকাল ত খোঁজখবর নাও নি দাদা?"

"আরে আমি থাকি ঢাকায়, তুই থাকিস্ কলকাতায়। ঢাকা থেকে কলকাতায় আসা বড় ঘটে উঠে না। সর্ব্বদাই মক্কেলের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়।"

"খুব পসার জমিয়েছ বুঝি? ঢের টাকা করেছ? বেশ—বেশ।"

"তুই ত ভাই জমিদারের ছেলে—টাকার গদির ওপর ব'সে আছিস্। আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার করতে হয়। তোর এ মেয়েটি ত বড় সুন্দর, ওকে পড়াচ্ছিস্ ত?"

"হাঁ—এবার ব্রাহ্ম-বিদ্যালয়ে সেকেণ্ড্ ক্লাসে প'ড়ছে, আস্‌ছে বছর ম্যাট্রিক দেবে। এই দেখ ওর ইংরেজী লেখা।"

এই বলিয়া অমলবাবু মেয়েকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিলেন এবং তাহার কাণে কাণে কি বলিলেন। সে চলিয়া গেল। শরৎবাবু সেই খাতাখানা হাতে করিয়া দেখিয়া বলিলেন,—

"বাঃ—এত দিব্যি চমৎকার লেখা। ইংরেজীতেও ভুল নেই। এই দেখ নলিন—তোমার হাতের লেখার চেয়েও এ লেখা ভাল।"

নলিন সুনীলার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা শুনিয়া আড় নয়নে তাহার দিকে দুই একবার তাকাইয়াছিল—চারি চক্ষুর মিলন হইয়াছিল কি না কে জানে? এখন তাহার হাতের লেখা দেখিয়া ও তাহার বাবার মন্তব্য শুনিয়া লজ্জায় মুখ নামাইল।

তাহার এই অবস্থা দেখিয়া অমলবাবু বলিলেন,—"শরদ্দা, তোমার নিজের লেখাটি কেমন ছিল, একবার স্মরণ কর দেখি? Rowe সাহেব তোমার Exercise দেখিয়া একবার remark করেছিল—hand-writing despicable"—ইহা বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

শরৎবাবু সেই হাসিতে যোগ দিয়া বলিলেন,—

"তোর সে কথা ও মনে আছে? হাঃ—হাঃ—হাঃ কিন্তু আমি ত আর হাকিম নই, যে হাতের লেখা খারাপ হ'লে জজদের কাছে গাল খেতে হবে। সে জন্যে, জানিস্ অমল, আজকাল কোন কোন হাকিম সেই টকাটক্ যন্ত্র কিনেছে, তাই দিয়ে লেখে। আমরা উকীল মানুষ কথা বেচে খাই—মুখের জবান সাফ হ'লেই হলো।"

এইরূপ আলাপে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে পর একটি চাকর আসিয়া অমল বাবুর কাণে কাণে কি বলিল। তিনি বলিলেন,—

"শরদ্দা, বাবাজীকে নিয়ে একবার ওঠো—গিন্নীর আদেশ একটু মিষ্টিমুখ করতে হবে। চল—বাবাজী।"

(২)

অমল বাবুর গৃহিণী অল্প সময়ের মধ্যে খুব পরিপাটীরূপে জলযোগের আয়োজন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বের অভ্যাস স্মরণ করিয়া শরৎবাবু খাইতে বসিয়া অমল বাবুকে সঙ্গে টানিয়া বসাইলেন। নলিন নিতান্ত লজ্জার সহিত আস্তে আস্তে খাইতে লাগিল। গৃহিণী কপাটের আড়াল হইতে এই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সোনার চসমাধারী দাড়িগোঁফকামান সুকুমার বালকটিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখিতে ছিলেন।

শরৎবাবু খাইতে খাইতে বলিলেন,—

"অমল তোর মনে পড়ে, তোর বৌভাতের নিমন্ত্রণের দিন এই ঘরটিতে বৌয়ের মুখ দেখান হয়েছিল—আর আমি বৌকে হাসাইবার জন্যে একটা বাঙ্গাল কথা বলেছিলেম। তোর বৌ অমনি হেসে ফেলেছিলেন।"

অমল বাবু হাসিয়া বলিলেন,—

"তোমার বাঙ্গাল টান্ শুনে এখনও বোধহয় তিনি কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে হাস্ছেন।"

শরৎ বাবু খাওয়া শেষ করিয়া বলিলেন,—

"বেশ—বেশ; হাসা ভাল—হাস্লে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কিন্তু অমল তোকে সেই পূর্ব্বের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। মনে আছে ত, তুই বলেছিলি আমাদের ছেলেমেয়ে হ'লে তা'দের বিয়ে দিয়ে, আমাদের যৌবন-কালের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী করব?"

এই সময়ে নলিন রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে আস্তে আস্তে বাহিরের হলে প্রস্থান করিল। অমল বাবু এক ঢোক জল খাইয়া বলিলেন,—

"হাঁ, খুব মনে আছে।"

"এখন ত সেই সময় উপস্থিত। সেই রকম কাজ কর না কেন? আমি ত খুব রাজী আছি।"

"কিন্তু ভাই, তোমরা হ'লে বঙ্গজ, আমরা হলুম দক্ষিণরাঢ়ী—সমাজে আট্কাবে যে?"

"কেন অট্কাবে? আজকাল এ রকম কত বিয়ে হচ্ছে না? তোমাদের সারদাচরণ মিত্রই ত পথ দেখিয়েছেন। আমিও কায়স্থ-সভার একজন সভ্য—এই দেখ আমি পৈতে নিয়েছি। আমি আমার ছেলেকে দক্ষিণরাঢ়ী সমাজে বিয়ে দিব—ঠিক করেছি।"

"কিন্তু আমার গিন্নীর মত হবে কি? আমাদের ক্রিয়াকর্ম্ম যে সব কলকাতায়। তোমরা হলে ঢাকাবাসী,—পদ্মাপারের লোক।"

"পদ্মাপারের লোক বটে, কিন্তু আমি হ'লেম মালখা-নগরের শরৎকুমার বসু, তুমি কোথাকার মিত্র জানি না—এখন কলিকাতা শ্যামপুকুরের অমলকৃষ্ণ মিত্র; আমরা উভয়েই ত শ্রেষ্ঠ কুলীন। এরূপ সম্বন্ধে দোষ কি? তুমি বৌমাকে একবার বুঝিয়ে বল্তে পার।"

"তা' অবশ্য বল্তে পারি, কিন্তু দাদা জান ত মেয়েরা বড় conservative—তাঁদের মত করান শক্ত।"

"হাঁ, তোমাদের মত হবে কেন? ছেলেকে ত বিলেত পাঠিয়েছ। শ্রীমান্ সেখান থেকে যদি এক হোটেলওয়ালী মেম বিয়ে ক'রে আনেন, অথবা এখানে এসে মিস্ বিলাসিনী কারফরমা কিম্বা মিস্ কমলিনী সাধুখাঁ গোছের এক তাঁতির মেয়ে, কি কলুর মেয়ে বিয়ে ক'রে বসেন, তখন কি কর দেখা যাবে। বৌমা অবশ্য আমার সব কথা শুন্ছেন, অসন্তুষ্ট হবেন না। এখন সময় অনুসারে চল্তে হবে। এই ত আমার ছেলেকে দেখলেন, কি রকম লেখা পড়া করেছে

তাও শুনে থাকবেন। টাঙ্গাইলের এক জমিদারের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ উপস্থিত হয়েছে, তাঁরা গহনা দানসামগ্রী বাদে নগদ দশ হাজার টাকা দিতে চান; আমি এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করব না। আমি কেবল একটি ভাল মেয়ে চাই। এই মেয়েটি দেখে খুব খুসি হয়েছি; আমারত খুব ইচ্ছা। আমার কথাটা একবার ভেবে দেখবেন।"

এই বলিয়া শরৎ বাবু পান চিবাইতে চিবাইতে বাহিরে আসিলেন। অমল বাবু বলিলেন,—

"শরদ্দা তোমার প্রস্তাবে আমার অমত নেই, গিন্নীকে বুঝিয়ে দেখি, তিনি কি বলেন। তুমি কোথায় নেবেছ ভাই?"

"ছেলের হোষ্টেলে। আচ্ছা তা হ'লে ছেলে কি স্যার আশুতোষের চাকরি নেবে? তোমার মত কি?"

"অবিশ্যি নেবে। আশুবাবুর মত মুরব্বী পাওয়া কি সোজা কথা? এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারও দেবে, আবার ল-ক্লাসে লেক্‌চারও শুন্‌বে। বুঝলে কি না?

"হাঁ আমারও সেই মত। তবে আমরা এখন আসি; মধ্যে মধ্যে ছেলের খোঁজ খবর নিও ভাই, আমরা ত থাকি কোন দূরদেশে।"

"অবিশ্যি। আমার মেজ ছেলে নির্ম্মলকে মধ্যে মধ্যে পাঠিয়ে দেব। সে এবার বি, এ প'ড়ছে। একটু সবুর কর না দাদা, আমার মোটর আনতে বলি। চল—আমিও তোমাদের সঙ্গে বেরুব। একবার চৌরঙ্গীর দিকে যেতে হবে, একটা engagement আছে। ঐ যে—টেলিফোঁতে কে ডাক্‌ছে, শুনে আসি।"

এই বলিয়া তিনি মোটর আনিতে হুকুম দিয়া টেলিফোঁর ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে কতকক্ষণ আলাপ করিয়া শরৎ বাবুর নিকট আসিয়া বসিলেন।

শরৎ বাবু সেই আলাপ কিছু কিছু শুনিতে পাইয়া বলিলেন,—"ও সব কিসের আলাপ করছিলে হে? কোন business এর আলাপ বুঝি?"

"হাঁ দাদা, ইদানীং জমিদারির আয়ে আর কুলোয় না; বহু সরিক হ'য়েছে কি না। ছেলেটাকেও আবার বিলেত পাঠিয়েছি; সেজন্য Share market এ কিছু কাজ করছি।"

"ও বুঝেছি—Speculation—মন্দ নয়, তবে সাবধান হ'য়ে চ'লো। আমার এক মোয়কেল Speculation করতে গিয়ে শেষে লাল বাতি জ্বালাতে বাধ্য হ'য়েছে; বুঝ্‌লে কিনা ভায়া?"

এই সময় একটি চাকর আসিয়া বলিল, মোটর প্রস্তুত। অমল বাবু দু চার মিনিটের মধ্যে বেড়াবার পোষাক পরিয়া আসিলেন এবং সপুত্রক শরৎবাবুকে লইয়া বাহির হইলেন।

(৩)

সন্ধ্যার পরে অমল বাবু বেড়াইয়া আসিলে গৃহিণী বলিলেন,—"তোমার ঐ বন্ধুটি ত বেশ আমুদে লোক। ছেলেটিও যেন কার্ত্তিক।"

অমল বাবু হাসিয়া বলিলেন,—

"তোমার বুঝি মনে ধ'রেছে। পড়াশুনোয়ও একটি রত্নবিশেষ। এবার এম-এ পরীক্ষায় প্রথম হ'য়েছে। এ রকম একটি ছেলে আন্‌তে গেলে কলকাতায় দশটি হাজার টাকার কমে কিছুতেই হবে না। কথার ভাবে বোধ হ'লো টাকাকড়িও বেশ আছে।"

"কিন্তু হ'লে কি হয়—ওঁরা হলেন বঙ্গজ, আমরা দক্ষিণরাঢ়ী—এই ত মস্ত গোলের কথা। কলকেতার যত বড় বড় দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থের সঙ্গে আমাদের ক্রিয়া কর্ম্ম—তারা যে একঘরে করবে?"

"আজকাল এ বিষয়ে কড়াকড়ি অনেকটা ক'মেছে। কই সারদা বাবুকে ত কেউ এক ঘরে করে নি। তোর মতলব বোধ হ'চ্ছে, কলকাতার এক বড় জমিদারের গোবরগণেশ ছেলে আনবে, সে বিষয় হাতে পেয়ে কাপ্তেন হবে এবং এক বছরে সব ফুঁকে দেবে।"

"কেন কলকাতায় কি ভাল লেখাপড়া জানা বড়লোকের ছেলে নেই? তবে অবিশ্যি টাকা লাগ্‌বে অনেক। তোমারও ত এই প্রথম কাজ। ঐ ছেলে আনলে টাকা বোধ হয় কিছু নেবে না। কিন্তু ঢাকা যে বড্ড দূর—পদ্মার ও পারে। না—আমি বাঙ্গাল দেশে মেয়ের বিয়ে দেব না।"

"বাঙ্গাল বাঙ্গাল কর—বাঙ্গাল কি ঘৃণার পাত্র? দেশের যত বড় বড় মাথাওয়ালা লোক তার অধিকাংশই ত বাঙ্গাল। এদের ত নাম শুনেছ—জে-সি-বোস, এ-এম-বোস, পি-কে-রায়, কে-জি-গুপ্ত, চন্দ্রমাধব ঘোষ, সি-আর-দাস, আর কত নাম ক'রব? এঁরা সবাই বাঙ্গাল। এই স্বদেশী যুগে কোথায় পূর্ব্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের সব বাঙ্গালী মিলে মিশে এক হ'বে, আর তুমি বল বাঙ্গাল—বাঙ্গাল।—"

"সে কথা ঠিক। আচ্ছা দেখা যাবে, তুমি ত আজই মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ না।

"না মেয়ে আগে ম্যাট্রিক পাশ করুক, তার পরে বিয়ে হবে। আর একটা বছর সবুর করতে হবে; বয়স ত সবে চৌদ্দ।"

"পাশটাস্ দিয়ে কি হবে, তবে এখন থেকে ছেলে খুঁজতে আরম্ভ কর, যত দিন ভাল সম্বন্ধ না পাওয়া যায় ততদিন ঘরে রাখতেই হবে। আমি এখন রান্নাবাড়ার কি হলো দেখি গে।"

(৪)

উক্ত কথোপকথনের এক বৎসর পরের কথা লিখিতেছি। সুনীলা পঞ্চদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া ষোড়শে পড়িয়াছে। সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। অমল বাবু গৃহিনীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিয়াছেন। বৌবাজারের চারুকান্তি দত্ত বড় এটর্ণি—তাঁহার পুত্র কমলকান্তি বি, এ পাশ করিয়া ল পড়িতেছে। চারুবাবু এটর্ণি মানুষ, খাঁই অত্যন্ত বেশী। অমল বাবু অনেক ধস্তাধস্তির পর তাঁহাকে পাঁচ হাজার টাকার গহনা ও পণ বর সজ্জায় নগদ সাত হাজার টাকায় রাজি করতে পেরেছেন। ১৩ই শ্রাবণ বিবাহের দিন, কাল ৮ই গায়-হলুদ।

চারুবাবুর গৃহিণী আবার তাঁহার চেয়ে এক কাঠি সরেশ। তিনি এক বায়না ধরিলেন, আমার প্রথম ছেলের বিয়ে, খুব জমকাল শোভাযাত্রা করিয়া যাইতে হইবে। চারুবাবু হিসাব করিয়া দেখিলেন ব্যাণ্ড, আলো, রোসনাই ইত্যাদির খরচ বাবদে আরও দুই হাজার টাকার প্রয়োজন। তিনি হিসাব করিয়া রাখিয়াছেন, ঐ যে নগদ সাত হাজার পাইবেন, তাহার দুই হাজার খরচ করিয়া বাকি পাঁচ হাজার ব্যাঙ্কে রাখিবেন। এখন এই শোভাযাত্রার দুই হাজার কোথা হইতে আসিবে? তিনি গৃহিণীর পরামর্শে অমল বাবুকে এই টাকার জন্য একখানা চিঠি লিখিলেন।

এদিকে সংপ্রতি কিছুদিন যাবৎ অমলবাবুকে বড় বিমর্ষ দেখা যাইতেছে। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, ব্যবসা বড় খারাপ চলিতেছে। আজ সকালে টেলিফোঁ দ্বারা জানিতে পারিলেন Share market এ তাঁহার দুই লক্ষ টাকা লোকসান হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া তিনি একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। এই সময়ে বৌবাজার হইতে চারুবাবুর একজন কর্ম্মচারী তাঁহার চিঠি লইয়া আসিল। তিনি সেই চিঠি পড়িয়া উত্তেজিত হইয়া অন্দরে গৃহিণীর কাছে আসিয়া বলিলেন,—

"ওগো শুনছো—তোমার হবু বেয়াই এক চিঠি লিখেছেন। তিনি ব্যাণ্ড, রোসনাই এই সব বাবদ আরও দুই হাজার টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ আমরা যে সাত হাজার টাকা নগদ দিতে চাইছি, তা' তাঁর ব্যাঙ্কে জমা হবে, তা' বাদে তাঁর খরচ বাবদ আরও দু-হাজার দিতে হবে। তোমার হবু বেয়ান নাকি এ টাকা না দিলে ছেলের বিয়ে দেবেন না। আমি আর এসব ছোট লোকদের সঙ্গে পেরে উঠছি নে।"

গৃহিণী দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—

"কি করবে, পাকা দেখা হ'য়ে গেছে। এত টাকাই দিচ্ছ আর দু-হাজারের জন্য এই সম্বন্ধটা ছেড়ে দিবে?"

"রেখে দাও তোমার পাকা দেখা। যাদের কথার ঠিক নেই, তাদের সঙ্গে আবার পাকা আর কাঁচা কি? তা'ছাড়া আমার যে কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত তা' তোমাকে এখনও বলি নি। এখন এই সাত হাজার টাকা দেওয়াও আমার অসাধ্য। এই মাত্র খবর পেলুম জুটের সেয়ারে দুই লক্ষ টাকা লোকসান হয়েছে।"

এই বলিয়া অমল বাবু ইজিচেয়ারে হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন। গৃহিণী তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া মাথার উপরে ফ্যানের সুইচ্ খুলিয়া দিলেন।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে অমলবাবু চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, "দেখ দুই লক্ষ টাকা লোকসান, আমি এবার সর্ব্বস্বান্ত হ'লুম। আমার ব্যাঙ্কে যা কিছু জমা ছিল সব এবার বেরিয়ে যাবে। আগে বিয়ের জন্যে গয়না গড়িয়েছিলুম তাই রক্ষে। এখন নগদ ৭ হাজার বল আর ৯ হাজার বল আমাকে কর্জ্জ-ক'রে দিতে হবে। না এ সব ছোটলোকদের সঙ্গে কাজ করা আমার পোষাবে না। একবার নির্ম্মলকে ডাক ত?

গৃহিণী তাঁহার মধ্যম পুত্র নির্ম্মলকে ডাকিলেন। নির্ম্মল কাছে আসিলে অমল বাবু বলিলেন,—

"হাঁ'রে নিমু, সেই যে ঢাকার ছেলেটি নলিনকে আর দেখেছিস্?"

"হাঁ, কালও ত তাঁকে সিনেট থেকে বেরিয়ে আস্‌তে দেখলুম।"

"তার বিয়ে হয়েছে জানিস্?"

"না, হয় নি।"

"আচ্ছা, বেশ।

এই বলিয়া অমল বাবু বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন এবং চারুবাবুর সেই লোকটিকে বলিলেন,—

“মশাই, চারুবাবুকে বলবেন—তাঁর এক একবার এক এক কথা। আমি তাঁর সঙ্গে কাজ ক'রব না।”

সে লোকটি যেন গাছ থেকে প'ড়ে বলিল—

“সে কি বলেন মশায়? পাকা দেখা যে হ'য়ে গেছে—কাল গায়ে হলুদ।”

“তা' হোক—আমি এমন লোকের ঘরে মেয়ে দেব না।”

“তবে একটু লিখে দিন।”

“আচ্ছা দিচ্ছি।

এই বলিয়া অমল বাবু চারুবাবুর চিঠির উত্তর লিখিয়া দিলেন। সে লোকটি প্রস্থান করিল। সেইদিন বেলা ১০ টার সময় ঢাকার উকীল মালখানগরের শরৎবাবু এক টেলিগ্রাম পাইলেন—“my daughter's marrige with your son Nalin on 13th Sravan. come sharp,—Amal” (তোমার ছেলে নলিনের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে ১৩ই শ্রাবণ, তুমি অবিলম্বে এস)।

৫)

পর দিন সকালে ৭টার সময় শরৎ বাবু অমল বাবুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি খুব স্ফূর্ত্তি করিয়া “অমল অমল” বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে বৈঠকখানায় আসিয়াই বলিলেন—“কিরে অমল, এত দিনে তোর গিন্নীর বুদ্ধির গোড়ায় বুঝি জল গেল। তোর টেলিগ্রাম পেয়ে যে কি পর্য্যন্ত খুসী হয়েছি, তা' ব'লতে পারি না। আমার সব কাজ কর্ম্ম ফেলে ছুটে এসেছি।”

এই বলিয়াই অমল বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—কি'রে! তোকে এত বিমর্ষ দেখছি কেন ভাই? গিন্নীর সঙ্গে ঝগড়া করিস্ নাই ত?”

অমলবাবু বলিলেন—“শরদ্দা তোমার warning যদি আগে শুনতুম। আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত।”

“হাঁ—বুঝেছি share marketএ বুঝি লোকসান দিয়েছ? আমি ত আগেই বলেছিলাম, ও সব তোমার আমার কর্ম্ম নয় ভাই। তোমার যেমন রাতারাতি মিলিওনেয়ার হ'বার চেষ্টা। যাক, ভগবান্ যা করেন, মঙ্গলের জন্যেই করেন। তুমি ঘাব্‌ড়িও না। এখন বিয়ের কথা কি?”

“বিয়ে হবে এই ১৩ই শ্রাবণ। আগে একটা সম্বন্ধ ঠিক হয়েছিল—এই

বৌবাজারের চারুকান্তি দত্ত এটর্ণির ছেলের সঙ্গে। আমি পাঁচ হাজার টাকার গহনা আর সাত হাজার টাকা নগদ দিতে স্বীকার করেছিলুম। তিনি তাহাতেই রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু পরে আবার প্রসেসনের খরচ ব'লে আরও দু'হাজার টাকা চেয়ে পাঠালেন। আমি সে কাজ করব না বলে জবাব দিয়েছি। আমার এখন যেরূপ অবস্থা সেই সাত হাজার টাকা দেওয়াও আমার পক্ষে কষ্টকর। অনেক ভেবে চিন্তে দেখলুম তোমার প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই আমার কর্ত্তব্য। আমার গিন্নীও মত দিয়েছেন। তিনি এখন বুঝতে পেরেছেন, এখন পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গ বলে ভেদ ক'রলে চ'লবে না। এখন বিবাহের ক্ষেত্র যত বিস্তৃত হবে ততই এই রকম টাকার জুলুম, এই কসাই-বৃত্তি কমে আসবে।”

“শুনে খুব সুখী হ'লেম, ভাই। আমার কিন্তু যে কথা সেই কাজ। আমি যে তোমাকে পূর্ব্বে বলেছিলেম, আমি এক কপর্দ্দক ও চাই না, আমার সেই কথাই ঠিক।”

“তবে গহনা বরসজ্জা ত নেবে আমারও দেওয়া উচিত। আমি গহনা সব আগেই প্রস্তুত করিয়েছি।”

“না, তা'ও আমি চাই না। শাস্ত্রানুসারে সবস্ত্রা ও সালঙ্কারা কন্যাকে দান ক'রতে হয়। তুমি সেই জন্য দুই একখানা গহনা দিতে পার। আর বরকে একটি আংটি দেবে। আমি এখনই মেয়ে আশীর্ব্বাদ করিতে চাই। কিন্তু ভাল কথা, তোমার মেয়ের ঠিকুজী কোষ্ঠী আছে? সেটা একবার দেখা দরকার।”

অমল বাবু বলিলেন—“ঠিকুজী আছে—এই আনছি”। এই বলিয়া তিনি মেয়ের ঠিকুজী আনিয়া শরৎ বাবুর হাতে দিলেন। শরৎ বাবু পকেট হইতে বরের কোষ্ঠী বাহির করিয়া মিলাইয়া দেখিলেন।

অমল বাবু বলিলেন—“তোমার এ বিদ্যাও জানা আছে দেখছি শরদ্দা।”

“হাঁ একটু একটু বুঝি বৈকি। তোমার মেয়ের কোষ্ঠীর সঙ্গে আমার ছেলের কোষ্ঠী অতি আশ্চর্য্য রকম মিলে গিয়াছে। একেবারে রাজযোটক। কেবল তাই নয়—They are intended for each other—এ বিয়ে না হ'য়েই যায় না।”

“শুনে খুব সুখী হলুম ভাই। বিয়ের দিন ত সেই ১৩ই শ্রাবণই ঠিক থাকবে? ভাল ক'রে কোষ্ঠী দেখে বল।”

"হাঁ ঐ দিনেই রবিশুদ্ধি, তারাশুদ্ধি আছে। ঐ দিনই ঠিক। তা' হলে পাকা দেখবার বন্দোবস্ত কর। গায়হলুদের দিন কালও আছে।"

"তাই হবে। তোমার কি একটা বাড়ী ভাড়া করতে হবে?"

"না, আমার এক খুড়তুত ভাই শিশিরবাবু হাইকোর্টের উকীল, ভবানীপুরে তাঁর বাসা. সেখানেই ছেলের গায়-হলুদ হবে। কিন্তু এক কথা, তোমাদের এদেশে গায়হলুদ ফুলসজ্জায় তত্ত্ব পাঠাতে হয়। আমরা কিন্তু সে সব তত্ত্ব ফত্তর ধার ধারি না। তত্ত্ব আমি ত কিছু পাঠাব না, তুমিও কিছু পাঠিও না! যেমন সাহিত্য-সম্মিলনীতে অনেক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়, "taken as read", আমাদের উভয়ের তত্ত্বও প্রেরিত বলিয়া গৃহীত হইবে।"

"কিন্তু গিন্নী তাতে রাজী হবেন কি?

"হবেন না কেন? তত্ত্ব ত কেবল "ইতরে জনাঃ"দিগের দেখ্‌বার জন্য দেওয়া হয়; লাভের মধ্যে যে লোকগুলি মাথায় ক'রে নিয়ে আসে, তাদের কতক গুলি টাকা বখসিস্ দিতে হয়। আমাদের কায়স্থ-সভার নিয়ম অনুসারে তত্ত্ব দেওয়া নেওয়া নিষেধ। আর তোমার গিন্নী যদি মন খুঁত খুঁত করেন, তবে তুমি এই ১০০৲ টাকার নোট নেও, যা কিন্‌তে হয় এই টাকা দিয়ে গায়-হলুদের সামগ্রী কিনে নিও। আমার ত এখানে বাড়ী নয়, পরের বাড়ী থেকে তত্ত্ব পাঠান অসুবিধা হবে। একথা তোমার গিন্নীকে বুঝিয়ে বল্‌বে।"

"আচ্ছা তাই হবে।" এই বলিয়া অমল বাবু অন্দরে গমন করিলেন।

(৬)

আজ ১৩ই শ্রাবণ শুভবিবাহের দিন। অমল বাবুর বাড়ী আলোকমালায় ফুলপাতায় সুসজ্জিত হইয়াছে। সন্ধ্যা হইতেই শ্যামপুকুরষ্ট্রীট মোটর গাড়ী, জুড়ী গাড়ীতে ভরিয়া গেল। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে বরপক্ষ বর লইয়া সভাস্থ হইলেন। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ শরৎ বাবুর অমায়িকতার কথা শুনিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। শুভদৃষ্টির সময় যখন বর ক'নের চারি চক্ষুর মিলন হইল, তখন বর সেই প্রথম দিনের চারি চক্ষু মিলনের কথা স্মরণ করিয়া হাসিয়া ফেলিল; ক'নে ও হাসিতে হাসিতে চক্ষু মুদ্রিত করিল। তখন বরের বন্ধুগণ হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। অমল বাবু যথানিয়মে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বর ক'নে বাসর ঘরে গমন করিল।

নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে নানাজনে নানাপ্রকার মন্তব্যপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, অমল বাবু টাকা বাঁচাবার জন্য মেয়েটাকে জলে ভাসাইয়া দিলেন। আর একজন বলিলেন,—অমল বাবুর টাকা আর কোথায়? তিনি যে দেউলিয়া হ'য়েছেন। আবার কেহ কেহ বা তাঁহার সাহসের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কায়স্থ-সভার অনেক গণ্যমান্য সভ্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উঠিয়া কায়স্থ-সভার পক্ষ হইতে শরৎ বাবু ও অমল বাবুকে অভিনন্দন করিয়া উভয়ের গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

সাধু শ্রীমৎ নাগ মহাশয় *

ভারতের প্রাচ্য-প্রান্তে বাঙ্গালীর দেশে,
ত্যাগ-দৈন্য-মূর্ত্তিমান ভাবভক্তিভরে,
এসেছিল ভক্তবর দীন ছদ্মবেশে
অপূর্ব্ব চরিত ল'য়ে লোকশিক্ষাতরে!
ধূলিমাখা মহামূল্য মরকত-মণি
লোক-লোচনের দূরে লুকা'য়ে আত্মায়
থাকে যথা অনাদরে, এই গুপ্ত খনি
ছিল গুপ্ত কুটীরের অন্ধ-তমসায়!
দেবতা 'গদাই' আসি' লুকান রতনে
দিব্য-দৃষ্টি-আকর্ষণে উদ্ধারি' হেলায়
স্থাপিল আদর্শ ভক্তে লোকের নয়নে—
ফুটিয়া উঠিল ঋষি নিজ-মহিমায়!
জনমে জনমে তুমি রামকৃষ্ণ-দাস,
জলন্ত আদর্শে ভক্তি কর সুপ্রকাশ!

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

* ঢাকার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার দেওভোগ-গ্রামে গৃহীত-জন্ম শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তরাজ সাধু-শ্রীদুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ের অশীতিতম জন্মতিথি-উৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতার 'এলবার্ট হলে' অনুষ্ঠিত ...১৩৩২ এর বিরাট সভায় পঠিত।

আত্মোন্নতি-উপেক্ষাপরায়ণ আত্ম-বিস্মৃত

ধ্বংসোন্মুখ কায়স্থ-জাতি

বর্ত্তমান সময়ে বর্ণগত অন্দোলনকে (caste-agitation) অনেকেই ভাল চোখে দেখেন না। তাঁহারা বলেন, একেত' এদেশটা 'বারো রাজপুত্রে তেরো হাঁড়ির' দেশ হইয়া পুরাকাল হইতে দ্বেষাদ্বেষি রেষারেষির বিস্তীর্ণ লীলাভূমি হইয়া ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে, পাশ্চাত্য-শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক-প্রাপ্ত আমরা যদি সর্ব্বজাতির মিলনের চেষ্টা না করিয়া, বর্ণগত আন্দোলনে যোগ-দান করতঃ জাতিভেদটাকে আরও প্রশ্রয় দেই, তবে হিন্দুজাতির উন্নতির আশা আর কিরূপে করা যাইতে পারে এবং হিন্দুরা যখন নিজেরাই মিলিতে মিশিতে সমর্থ হইল না, তখন কি প্রকারে তাহারা মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শি ইত্যাদির সহিত সম্মিলিত হইয়া দেশ স্বাধীনতার প্রচেষ্টায় আত্মবিনিয়োগ করিতে সমর্থ হইবে? যদি পরিবারস্থ সকলে একমত বা একমন হইতে না পারেন, তবে প্রতিবেশীদিগের সহিত সেই পরিবারের কি প্রকারে মিলন সম্ভবপর হইতে পারে? কথাটা অবশ্য একেবারে উড়াইয়া দিবার নহে। ইহা একেবারে অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমরা বেশ বুঝিতে পারিব যে, বহুজনপূর্ণ পরিবার মধ্যে একতা ও মিলন-স্থাপন-ব্যাপারটা মুখে বলা যত সহজ, কাজে করা ততটা সহজ নহে। বস্তুতঃ এইরূপ 'একতাবদ্ধ' হইতে গেলে পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই উদার ও উন্নত, নিয়ম ও শৃঙ্খলানু-বর্ত্তী, ত্যাগী, ধৈর্য্যশীল ও সুসংযত, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এবং পরিবারের আর্থিক উন্নতিকল্পে সকলকেই পরিশ্রমী হইতে হইবে। এই সকল গুণ অর্জ্জন করিতে না পারিলে কোনও পরিবার যেমন অন্যান্য পরিবারের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ কায়স্থ জাতি ঐ সকল গুণ অর্জ্জন পূর্ব্বক উন্নত হইতে না পারিলে, কখনও হিন্দু-সমাজস্থ অন্যান্য বর্ণের বা জাতির সহিত সম্মিলিত হইতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে হয় না। হিন্দু-সমাজের কল্যাণের দিক্ দিয়া দেখিলে ত সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে কায়স্থজাতির উন্নতি অত্যাবশ্যকীয় এবং এতদুদ্দেশ্যে যত্ন ও প্রচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বলা বাহুল্য, অন্যান্য বর্ণের প্রতি বিদ্বেষ বিবর্জ্জিত হইয়া এবং প্রয়োজন মতে তাহাদিগের নিকট সাহায্য-প্রার্থী হইয়া স্বজাতির উন্নতিকল্পে যত্নবান্ হওয়া আমাদিগের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

সকলেই জানেন যে, বঙ্গের কায়স্থ সংখ্যা দ্বাদশ লক্ষাধিক এবং হিন্দুসমাজ অন্তর্গত উচ্চ বর্ণসমূহের মধ্যে কায়স্থ একটি উচ্চবর্ণ। আচার-ব্যবহারে ক্রিয়া-কর্ম্মে, বুদ্ধি-বিদ্যায়, শিক্ষা-দীক্ষায়, কায়স্থেরা ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহেন, বরং কায়স্থের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সর্ব্বত্রই দেদীপ্যমান। দেখিবেন বঙ্গের দ্বাদশ-ভৌমিক অর্থাৎ বারো-ভূঁইয়াদিগের মধ্যে রাজা কন্দর্প-নারায়ণ, প্রতাপাদিত্য, লক্ষ্মণমাণিক্য, মুকুন্দরাম রায়, চাঁদরায় ও কেদার রায়, গণেশ রায়—এই কয়জনই কায়স্থ; আধুনিক কালে বিজ্ঞান-চর্চ্চায় জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র, বিচার ও আইনবিভাগে দ্বারকানাথ; রমেশচন্দ্র, চন্দ্রমাধব, ত্রৈলোক্যনাথ, গোলাপচন্দ্র, রাসবিহারী, তারকনাথ, মনোমোহন, লালমোহন, আনন্দমোহন, সারদাচরণ, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন, নীলমাধব, বিনোদচন্দ্র, ডাঃ দ্বারকানাথ, বসন্তকুমার, ইত্যাদি কত সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থসন্তান অনান্য সম্প্রদায়ভুক্ত সমব্যবসায়ীদিগকে সংখ্যায়, গুণে ও যোগ্যতায় অতিক্রম করিয়া কায়স্থজাতির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিতেছেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের (Indian Civil Service) দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন ভারতমাতার মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান—সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক ও কবি—রমেশচন্দ্র (যাঁহার রাজত্ব-সংক্রান্ত সুযুক্তিপূর্ণ ও অকাট্য লিপি পাঠ করিয়া এমন কি লর্ড কর্জ্জনকে বিস্ময়াপন্ন ও স্তম্ভিত হইতে হইয়াছিল) ব্রজেন্দ্রনাথ, কিরণচন্দ্র, বরদাচরণ প্রমুখ কত কত কৃতী কায়স্থসন্তান হিন্দুসমাজে কায়স্থজাতির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিতেছেন। ডাক্তারদিগের মধ্যে জগবন্ধু, সূর্য্য-কুমার, সুরেশপ্রসাদ, নীলরতন, চুণীলাল, বিধানচন্দ্র, মৃগেন্দ্রনাথ প্রমুখ কত কত কৃতী পুরুষ কায়স্থ সমাজের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। শৌর্য্যে ও বীর্য্যে প্রতাপাদিত্য ও তদীয় 'সেনাপতি কালী', কেদার রায়, কালীচরণ ওরফে কালু ঘোষ (জাঁদ্রেল কালী), সুরেশচন্দ্র ইত্যাদি বীরাগ্রগণ্য ব্যক্তিগণ এই কায়স্থ-সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত; ঐতিহাসিক রাজা রাজেন্দ্রলাল, অধ্যাপক যদুনাথ, নগেন্দ্রনাথ, নিখিলনাথ, রমাপ্রসাদ প্রভৃতি মনীষিগণ জাতির মুখোজ্জ্বল। আর ধর্ম্মে বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বমানব জগৎবরেণ্য আচার্য্য শ্রীমৎ বিবেকানন্দ বাঙ্গালী কায়স্থের কুল উজ্জ্বল করিয়া ভাস্কর-জ্যোতিতে দেদীপ্যমান।

কথায় বলে, 'আছে সব, কিন্তু নাই কিছু'। হিন্দু সমাজে কায়স্থ-জাতির এবম্প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইলেও কায়স্থজাতি কোন বর্ণাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন না হইলেও এবং ইহার সংখ্যায় বাহুল্য থাকা সত্ত্বেও, কায়স্থ-জাতি আত্ম-বিস্মৃত ও আত্মমর্য্যাদাবোধহীন হওয়ায়—ইহার উন্নতির বহু অন্তরায় ঘটিতেছে।

বাহিরের ‘আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া অনেক সময়ে ব্যক্তিবিশেষের শরীরের আভ্যন্তরিক অবস্থা অভ্রান্তভাবে বুঝা যায় না। বাহিরে দেখিতে লোকটী বেশ সুন্দর কান্তি ও হৃষ্টপুষ্ট, কিন্তু পরীক্ষা করিলে হয়ত জানা যাইবে, সে কোনও কঠিন রোগগ্রস্ত। আমাদের কায়স্থ-সমাজের অবস্থা বর্ত্তমান সময়ে ঠিক ঐ প্রকারই দাঁড়াইয়াছে। বাহ্যদৃষ্টিতে উহাকে এক প্রকার ভালই দেখা যায়, কিন্তু বস্তুতঃ ভিতরে ভিতরে যেন উহা ক্ষয়-রোগগ্রস্ত। কবি যথার্থই গাইয়াছেন,—“Things are not what they seem”—অর্থাৎ, এই জগতের অনেক বস্তুই বাহ্যতঃ যাহা দেখা যায়, বস্তুতই বা স্বরূপতঃ তাহা নহে।

শিক্ষিত ধনী মানী জ্ঞানী কয়েকজন সহরবাসী কায়স্থ-সন্তানদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, আসুন আমরা বঙ্গের সুদূর পল্লীবাসী অসংখ্য কায়স্থদিগের প্রতি একবার দৃক্‌পাত করি। পল্লীসমূহের অবস্থা কি? পল্লীগ্রামবাসী অধিকাংশের মধ্যে শিক্ষার অভাব, দীক্ষার অভাব, উচ্চ-আদর্শের অভাব, অসহনীয় পীড়ন, রোগের ও শোকের নিস্মম কশাঘাত, কেবল অশান্তি, কেবল জ্বালা, ও কেবল হাহাকার। পৈত্রিক-সম্পত্তি পুরুষানুক্রমে তিল তিল করিয়া বিভক্ত হইয়া এক্ষণে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকার ধারণ করিয়াছে। জমির উর্ব্বরা শক্তি ক্রমশঃ হীন হইয়া পড়িতেছে। ধান্য, চাউল, পরিধেয় বস্ত্রাদি—নিত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সমূহ দিন দিন দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িতেছে; কন্যা-বিবাহের ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে; পুত্রের দেশকালোপযোগী শিক্ষাদানকার্য্য ক্রমশঃ যৎপরোনাস্তি ব্যয়সাধ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে; বিশুদ্ধ পানীয় জলাভাবে অথবা যে কারণেই হউক পল্লীসমূহের স্বাস্থ্য জঘন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গের পল্লীসমূহ—যাহা এককালে স্বাস্থ্যের ও অশেষবিধ সুখসমৃদ্ধির নিকেতন ছিল—এক্ষণে ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি ভীষণ রোগসমূহের ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

প্রত্যেক পল্লী-মধ্যে দুই একটি পরিবারকে বাদ দিলে দেখা যায় যে, আর সমস্ত পরিবারের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যাহা তাহা দেখা দিয়াছে। পল্লীসমূহের এই দারুণ শোচনীয় অবস্থায় পল্লীগ্রামবাসী অসংখ্য কায়স্থগণ শিক্ষা দীক্ষার অভাবে, ধন ধান্যের অভাবে, পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সহায়তার অভাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, যেভাবে কায়স্থ-জাতি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, ইহার আশু প্রতিকার না করিতে পারিলে এই বিরাট অতীতোজ্জ্বল কায়স্থ জাতি ধ্বংসোন্মুখ হইবে।

এক্ষণে ইহার প্রতীকার কি? যে বিপজ্জালে আজি কায়স্থসমাজ জড়িত,

উহা কি প্রকারে ছিন্ন ভিন্ন হইতে পারে? ইহাই বর্ত্তমানের প্রধান সমস্যা। কি পন্থা অবলম্বন করিলে দ্বাদশ লক্ষ কায়স্থ-সন্তানকে ধ্বংসের করাল মুখ হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে—ইহাই এক্ষণে আমাদিগের চিন্তার ও গবেষণার প্রধান বিষয় হওয়া উচিত।

শুনা আছে—‘সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌ যুগে’ অর্থাৎ কলিযুগে সঙ্ঘশক্তিই (Power born of unity & united action) মানবের উন্নতির প্রধান সোপান। পরস্পর সম্মিলিত বা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে না পারিলে, একযোগে এক মনে কার্য্য করিতে না পারিলে, কোনও কালে কোনও জাতিই উন্নতি ও সুখ-শান্তির অধিকারী হইতে পারে না,—ইহা জগতের ইতিহাসের প্রথম ও প্রধান প্রচারিত তথ্য।

এক্ষণে কি উপায়ে একযোগে, এক মনে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কার্য্য করা যাইতে পারে, ইহাই নির্ণয় করিতে হইবে। একটু চিন্তা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অজ্ঞতা ও তৎপ্রসূত কুসংস্কারই মানবের মিলনের অন্তরায় এবং উপযুক্ত শিক্ষাই মানব সমাজকে একীভূত করিবার উপায়। বলা বাহুল্য, উপযুক্ত শিক্ষার ও আদর্শের অভাব প্রযুক্ত কায়স্থ-সমাজে আজি পরস্পরের মধ্যে এত কলহ, এত বিসম্বাদ, এত দলাদলি, এত ঈর্ষা, এত ঘৃণা, এত মনোমালিন্য, এত মামলা মোকদ্দমা এবং ইহারই ফলে এই জাতি ক্রমশঃ অধঃপতিত হইতেছে। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির অত্যন্ত অভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই সহানুভূতি-শূন্যতা কায়স্থ-জাতির মধ্যে যতটা অব্যাহত প্রসার লাভ করিয়াছে, অন্য কোনও জাতির বা সম্প্রদায়ের মধ্যে ততটা সমর্থ হয় নাই; কায়স্থদিগের অপেক্ষাকৃত সংখ্যাধিক্যই এই প্রসার লাভের অন্যতম কারণ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। মুসলমানদিগের সংখ্যাধিক্য ত তাহাদিগকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি শূন্য করে নাই; আমাদের ব্রাহ্মণেরাও অপেক্ষাকৃত পরস্পর সহানুভূতি-সম্পন্ন। শিক্ষা বলিলে নীতি ও ধর্ম্ম-শিক্ষা-বিবর্জ্জিত অধুনা প্রচলিত শিক্ষাকেই বুঝায় না। যে শিক্ষায় নীতি ও ধর্ম্মের নামগন্ধ পর্য্যন্তও নাই, তাহা দ্বারা মানব সমাজের বাস্তব কল্যাণ বা উন্নতির আশা করা যায় না। ধর্ম্মবিবর্জ্জিত শিক্ষায় কেবল বিলাসিতা, আত্মগরিমা, স্বার্থপরতা ও পরদোষানুসন্ধিৎসা প্রভৃতি আনয়ন করে। যাহা হউক, সমাজের কল্যাণকল্পে প্রকৃত সুশিক্ষা বলিলে যাহা বুঝায় তাহারই অচিরে ব্যবস্থা করা সমীচীন।

কিন্তু ইহা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে অর্থের প্রয়োজন। নিরন্ন কায়স্থ-সন্তান-

দিগের অন্নের সংস্থাপন করিতে হইলে যে সকল প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রয়োজন সে জন্যও অর্থের প্রয়োজন। তাহাদিগকে আধি-ব্যক্তি-বিমুক্ত করিতে হইলেও অর্থের প্রয়োজন। কন্যাদায়গ্রস্ত দুঃস্থ কায়স্থ-পরিবার-সমূহের দুঃখের ও কষ্টের যথাসম্ভব লাঘবের চেষ্টা করিতে হইলেও অর্থের প্রয়োজন। ফল কথা, সমাজের উন্নতিকল্পে যে দিকেই তাকাইবেন, অর্থ-ব্যতিরেকে এক পাদও অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবেন না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

এখনও বাঁচিবার ঔষধ আছে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী—আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি, কি হইব—এ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা মাত্র।

৺মকরন্দ ঘোষ হইতে আমি অধস্তন ২৪ শ পুরুষ। পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন চন্দ্রদ্বীপ সমাজভুক্ত। ঐ মকরন্দ ঘোষ হইতে ষষ্ঠ পুরুষে ৺রাম ঘোষ এবং কার্ণ্য ঘোষ দুই ভাই ছিলেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা কোন হীন বংশের এক সুন্দরী কন্যা বিবাহ করিয়া ঐ বংশের সমন্বয় করিবার জন্য কুলীনগণকে আহ্বান করেন। কার্ণ্য ঘোষের বংশধরগণ ঐ সভায় যোগ না দেওয়াতে তাহাদের কুল রহিত করেন; কিন্তু কার্ণ্য ঘোষের বংশধরগণ মধ্যে ছকড়ি নামে একটি নাবালক পুত্র তাহার মাতুলের সহিত সভায় উপস্থিত থাকাতে তাহার কুল থাকে, এবং তাহার বংশধরগণ ঢাকা জিলায় পায়েলদা গ্রামে বাস করিতেছেন। কার্ণ্য ঘোষের কয়েকজন বংশধর চন্দ্রদ্বীপ সমাজ ত্যাগ করিয়া যশোর সমাজভুক্ত হইয়া দৌলতপুর এবং চিরলিয়া প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। অপর কয়েকজন ইদিলপুর আসিয়া পৃথক্ সমাজ স্থাপন করিয়া বাস করিতে থাকেন। আমাদের কুলাচার্য্য মহাশয়ের নিকট যেরূপ অবগত হইয়াছি তাহাই লিখিলাম। বঙ্গজ কুলীন কায়স্থগণের বংশাবলী শ্রীমান্ বিশ্বেশ্বর ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী বহু আয়াসে সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহা ছাপাইবার চেষ্টায় আছেন। কার্ণ্যঘোষের ভ্রাতা রাম ঘোষের বংশধরগণ বরিশাল জিলায় গাভা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

কার্ণ্য ঘোষের বংশধরগণ যাঁহারা ইদিলপুরে আসেন, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে কুলীন কায়স্থ এবং কুলাচার্য্য আনিয়া পৃথক সমাজ-স্থাপন করেন এবং ইদিলপুর পরগণার জমিদারী অর্জ্জন করেন। আজও কুলাচার্য্যগণের বাড়ীতে পুরাতন দালান এবং মঠ প্রাচীন সমৃদ্ধির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইদিলপুর পরগণায় বহু ব্রাহ্মণের বাস। কালক্রমে ইদিলপুর পরগণার জমিদারী বাকী রাজস্বের দায়ে নিলাম হইয়া গেলেও আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অনেক খারিজা এবং সামিলাত তালুকের মালিক থাকিয়া তালুকদার রূপে সমৃদ্ধির সহিত বাস করিতে থাকেন। সেই তালুকদারীও এখন অনেকের নাই; কাজেই পেশা চাকুরী। পূর্ব্বপুরুষগণ ছিলেন জমিদার, তার পর তালুকদার, এখন অনেকেরই চাকুরী অবলম্বন।

কোন এক বা একাধিক গ্রামের ব্রাহ্মণগণ চৌধুরীদের কোন এক বাড়ীর সংশ্রবে থাকিতেন; তাঁহাদের কোন অভাবে, আপদে-বিপদে ঐ চৌধুরীগণই দেখিতেন এবং ব্রাহ্মণগণ ও তাঁহাদের বাধ্য থাকিতেন। চৌধুরীদের কর্ম্মচারী অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং এখনও সেইরূপ।

ইদিলপুরে বেজনিসার নিবাসী শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার বসু বর্ম্মাই প্রথম উপবীত গ্রহণ করেন; কিন্তু তিনি চাঁদপুরে থাকিয়া ডাক্তারী করেন এবং দেশের কোন কায়স্থের সহানুভূতি পান নাই।

ইদিলপুরে যাঁহারা উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। অধিকাংশ কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করা বিষয়ে উদাসীন। কতক আছেন কায়স্থোপনয়নের বিরোধী এবং কেহ কেহ বলেন যে—এখন অস্পৃশ্যতা দূর করিবার সময়, আর এই আন্দোলন করা ঠিক নহে। কোন কোন বি, এ—এম, এ-উপাধিধারীও বলেন যে, সর্ব্বনাশ! পৈতা নিয়া কি বাপ-দাদার পিণ্ড লোপ করিব?

আমাদের দেশে একটা প্রথা আছে—কোন কায়স্থের বাড়ী কাহার মৃত্যু হইলে অশৌচের ৩০ দিন ৩০ জন ব্রাহ্মণকে ফলাহার করান হয়; এখন কায়স্থগণ মধ্যে কেহ কেহ ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ করাতে অধিকাংশ ব্রাহ্মণই বলেন যে, ত্রয়োদশ দিবসে কায়স্থ বাড়ীতে ফলাহার করিতে পারি না। কতক ব্রাহ্মণ বলেন যে, "আমরা অশৌচের ৩০ দিন যখন কায়স্থ বাড়ী ফলাহার করিতে পারি, তখন ত্রয়োদশ দিনে দোষ হইল কি? তাঁহাদের শ্রাদ্ধ যদি পণ্ড হয়, তাহা আমাদের দেখিবার দরকার নাই—তবে দ্বাদশাহে যাহারা অশৌচান্ত করিয়াছেন,

তাঁহারা কেহ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে জল না দিলেই হইল। কিন্তু এই শেষোক্ত শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি অল্প! জাতিতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণই কায়স্থকে 'শূদ্র' বলিয়া অভিহিত করেন; কায়স্থের যজন-যাজন করিয়াও না কি তাহা দূরে যাইয়া অস্বীকার করেন।

কোন কোন ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, আপনারা উপবীত গ্রহণ করিলে ত আমরা শূদ্র-যাজনের অপরাধ হইতে মুক্তি পাই, সেই সঙ্গে কিছু অর্থাগম ও হয়; কিন্তু এখন তাঁহারাও পিছপাও হইয়াছেন।

আমাদের দেশে বহু যোগী (দেবনাথ) বাস করে। ইহাদের ব্যবসা—তাঁতে কাপড়-গামছা বুনিয়া বিক্রয় করা। পূর্ব্বে ইহাদের মৃতদেহ মাটিতে সমাধি দেওয়া হইত; ইদানীং উপবীত-গ্রহণের পর অগ্নিসৎকার করা হয়। ইহারা বরাবরই ১০ দিন অশৌচ পালন করে, যদিও পৈতা ছিল না। ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে ইহারা আমাদের বাড়ীতে আমাদের হাতে অম্লান বদনে অন্ন আহার করিয়াছে—কিন্তু উপবীত-গ্রহণ করিবার পর আর আমাদের হাতে খায় না। একদা ঐ শ্রেণীর একটি স্ত্রীলোক দুইটী শিশু-সন্তান সহ আমাদের বাড়ীর ভিতর আসিয়া স্ত্রীলোকদের নিকট বলে, —"মা ঠাকুরুণ এই শিশু দুইটী গতকল্য রাত্রে খায় নাই; ইহাদিগকে কিছু খাইতে দিন।" তখন তাঁহাদের একজন বলিলেন,—'ভাত হইয়াছে—ভাত খাওয়াইতে পার।' তখন যোগিকন্যা বলিল—"মা ঠাকুরুণ পূর্ব্বেত আমরা আপনাদের ভাত খাইয়াছি, এখন আমাদের পুরুষগণ সকলে পৈতা নেওয়ার পর আর আমরা শূদ্রের ভাত খাই না; আপনাদের বাড়ী কোন ঘরে ব্রাহ্মণের পাক আছে কি না?" এই কথার পর সে অন্যত্র চলিয়া গেল।

নমঃশূদ্র এক শ্রেণী আছে—ইহারা বরাবর কায়স্থদের বাড়ী কাজ করি এবং কায়স্থ বাড়ী খাইতে কোন আপত্তি করে নাই। ইহাদের উপবীত না থাকিলেও অশৌচ ১০ দিন পালন করে; ইহারা এখন আর কায়স্থ বাড়ী কাজ করে না, খায়ও না। তবে যে মালিকের অধিকারে বাস করে, বাধ্য হইয়া রাঁ অন্ন বলিয়া সেই বাড়ীতে খায়; ইহারা নাকি বলে,—"যদি ইতর জাতির ভা খাইতে হয়, তবে বামুনের ভাত খাইব।"

আর একশ্রেণী আছে কুম্ভকার—ইহারা ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ইত্যাদির বাড়ী দুর্গা প্রতিমা গড়িয়া থাকে। ইহারা বরাবরই কায়স্থের অন্ন সাদরে গ্রহণ করিতেছিল; এবার ইহারা কায়স্থগণকে বলিয়াছে যে,—"আমরা প্রতিমা গড়িব, কিন্তু আপনাদের ঘরে খাইব না; আমাদিগকে চাউল ডাইল দিতে হইবে অথবা

তৎপরিবর্ত্তে টাকা দিতে হইবে।" এই সুযোগে কায়স্থোপনয়নের বিরোধীগণ বলিয়া উঠিয়াছেন যে, এই পৈতার আন্দোলনেই এই সকল গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ বলেন, কায়স্থগণ কেহ কেহ নীচ বংশে বিবাহের সম্বন্ধ করাতেই ইহারা এরূপ বলিতেছে। কুম্ভকারগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বেই ইহারা ব্রাহ্মণেতর জাতির বাড়ী খাওয়া ছাড়ান দিয়াছে। এতদিন ইদিলপুরের কায়স্থ বাড়ীতে একথা প্রকাশ করিতে সাহস পায় নাই; কিন্তু সমাজের পীড়নে এখন বলিতে বাধ্য হইয়াছে।

আমাদের দেশ হইতে কিয়দ্দূর উত্তরেই না কি—এখন আর নাপিত (ক্ষৌরকার) গণ কায়স্থের অন্ন খায় না।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য কায়স্থোপনয়নের বিরোধী ছিলেন, তাঁহারা এখন তাঁহাদের নিজের অস্পৃশ্যতা দূর করিতে চেষ্টা করিলে ভাল হয় না কি?

সে দিন এখানকার একটি ব্রাহ্মণ আমাকে বলিলেন, "বাবু, শুধু আমাদের প্রতি দোষারোপ করিলে কি হইবে? আপনাদের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকজন কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, বাকী অধিকাংশই অনুপবীতী, তন্মধ্যে আবার কতক দেখিতেছি পৈতার বিরোধী; আপনারা সকলেই যদি উপবীত গ্রহণ করিতেন, তবে ত আর আমাদের সন্দেহ থাকিত না; আমরা ত শাস্ত্র-টাস্ত্র জানি না—আমরা কি করিব"? একটি গান আছে—

"আমি দোষ দিব কার, সকলি আমার আপন কর্ম্মে ঘটে।
(নইলে) আমি বিনে আর, এমন দশা কার॥
এমন (মানব) জীবন-তরী কার ডোবে ঘাটে?"॥

কায়স্থ-জাতি আজ নিজের কর্ম্মদোষেই নিজে অস্পৃশ্য হইতে চলিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এই কায়স্থের পৈতার আন্দোলনেই এই সকল অনর্থ ঘটাইয়াছে; যদিও সে কথা একেবারেই মিথ্যা। আজ সকলেই উন্নতির দিকে যাইতে প্রয়াসী, কেহ কাহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না—এবং রাখিতে চেষ্টা করাও অন্যায়।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী নারায়ণতীর্থ আমাকে লিখিয়াছিলেন,—"কায়স্থগণের অনতিবিলম্বে উপবীত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, নচেৎ আপনাদের আরো দুর্দ্দশা হইবে, সুতরাং যদি সাহসে কুলায় তবে কালবিলম্ব না করিয়া উপবীত গ্রহণ করুণ; হয়ত সামান্য লাঞ্ছিত হইতে হইবে, তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়াই কার্য্য করিতে

হইবে।” এই পত্র পাইয়া স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলাম যে, উপবীত গ্রহণ করিব, পশ্চাৎ যাহা হয় হইবে। কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া পৈতা নিয়া ফেলিলাম, কিন্তু ভগবানের কৃপায় কোন লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। “সাধু যাঁহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাঁহার সহায়”—এই মহাবাক্য বর্ণে বর্ণে সত্য অনুভব করিলাম। আমার উপবীত গ্রহণের পর আমার বন্ধুবর্গ সকলেই সহানুভূতি দেখাইলেন ও আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, ৺রাসবিহারী গুহ এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন পৈতা লওয়ায় আমার বল বৃদ্ধি হইল। সকল সামাজিক আন্দোলনে তাঁহারা অগ্রণী হইতে লাগিলেন। বেজনিসার-নিবাসী শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী উপবীতী না হইলেও এই কার্য্যে পূর্ণ সহানুভূতি দেখাইতেছেন এবং খুব খাটিতেছেন।

ব্রাহ্মণগণ মধ্যে যাঁহারা কায়স্থকে পৈতা দিয়াছিলেন, অথবা ১৩ দিনে শ্রাদ্ধ করাইয়াছেন—তাঁহারা কেহ কেহ, “আমি অন্যায় করিয়াছি এমন কাজ আর করিব না”—বলিয়া সমাজে উঠিয়াছেন। আবার কেহ কেহ, “যাহা করিয়াছি অন্যায় করি নাই”—বলিয়া সমাজ কর্ত্তৃক—পরিত্যক্ত হইয়া আছেন। কিন্তু সুখের বিষয় এ দলাদলির বেগ অনেকটা কমিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণ সমাজ-শরীরের মস্তক হইয়াও ইহা বোঝেন না যে, শরীরটা নামিয়া পড়িলে মাথাটাও নামে।

আমাদের মধ্যে অনেকে বলিয়া থাকেন, “আমরা শূদ্র হইব কেন? আমাদের মধ্যে কত বড় বড় লোকছিলেন এবং আছেন। আমরা ক্ষত্রিয় এইরূপ প্রমাণ পুরাণে আছে। গরুড় পুরাণ—বায়ু পুরাণের বচন, বিদ্যাসাগরের উক্তি—ইত্যাদি দেখাবার সময় কোথায়? এদিকে হাইকোর্ট বলিতেছেন,—কায়স্থগণ শূদ্র। অপরদিকে যোগী, নমঃশূদ্র, কুম্ভকার, নাপিত ইত্যাদি জাতিকে কেহ কেহ বুঝাইতেছেন যে, “তোমরা বৈশ্য এবং কায়স্থগণ মাসাশৌচ পালন করে, পৈতা নাই, তাহারা শূদ্র, তোমরা শূদ্রের অন্ন খাও কেন”? তাহারা তাহাই ঠিক বুঝিয়াছে। ব্যবস্থা-দর্পণে লিখা আছে, কায়স্থ ক্ষত্রিয়, কিন্তু ইঁহারা শূদ্রাচারী হইয়াছেন। শূদ্র আর শূদ্রাচারী যে এক কথা নহে, তাহা আমরাই বুঝিলাম না,—এ সকল জাতি তাহা বুঝিবে কেন? তাহাদিগকে তাহাদের গুরু-পুরোহিত যাহা বুঝায় তাহাই বোঝে। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এ সকল যোগী কুম্ভকার ইত্যাদি জাতির একমাত্র বিষহরি-পূজা ভিন্ন আর কোন জ্ঞানই ছিল না; তাই না এদেশের অনেক হিন্দু মুসলমান হইয়া গিয়াছে? বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর সর্ব্বস্ব শ্রীচৈতন্যদেবের

আবির্ভাবে ইহারা বাঁচিয়া গিয়াছে। অতি দুঃখের সহিতই শ্রীমৎ সোহং স্বামী নিজে ব্রাহ্মণ হইয়াও লিখিয়াছেন,—

“ব্রাহ্মণগণের পতনের সহ ভারতের নিপতন।
পৌত্তলিক ধর্ম্মে, কুপ্রথা সংস্কারে
করে সদা অভিমান;
নাহি পায় লাজ, সভ্য জাতি যবে
অৰ্দ্ধ সভ্য করে জ্ঞান” (সোহং গীতা)

যাঁহারা সহরে দোতালায়-তেতালায় বাস করিতেছেন, তাঁহারা এ সকল কথা কিছুই বুঝিতে চাহিবেন না,—

“চির সুখীজন, ভ্রমে কি কখন, ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে,
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।”
(সদ্ভাব-শতক)

কেহ কেহ বলেন—“আমরা ক্ষত্রিয় ত আছিই; চিনা বামুনের আবার পৈতার দরকার কি”? এ কথা ত ভাল লাগে না; যেমন—‘দেশত দেশেই আছে, তার আবার উদ্ধার কি’?

মুখে ক্ষত্রিয় বলিলে ত হইবে না। মাসাশৌচ পালন করা, অনুপবীতী থাকা—ইত্যাদি শূদ্রের আচার বজায় রাখিয়া মুখে নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিলে শুনিবে কে?

কেহ কেহ বলেন, “এ সকল জাতি আমাদের হাতে না খাইলেই বা আমাদের কি আসে যায়”? একথার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ইহারা কায়স্থকে খুব সম্মানের চক্ষে দেখিত, এখন ঘৃণার চক্ষে দেখিবে। আর ১০ বৎসর পর হয়ত আমাদের হাতের জলও খাইবে না।

“দোষ কারু নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা”

যাঁহারা কায়স্থকে পৃথক একটা মৌলিক জাতি বলিয়া প্রমাণ করিতে চান, তাঁহারা আরো উপকার করিতেছেন—তাঁহারা কায়স্থকে পঞ্চমের মধ্যে টানিয়া নিতেছেন।

যাহাদিগকে এখন নীচ জাতি বলা হয়, তাহারাই এখন কায়স্থের ভাত খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে; আর দুই দিনপরে জল খাওয়া ত্যাগ করিবে! কালে হয়ত ঐ সকল জাতি হইতেই কেহ উঠিয়া আবার, কায়স্থকে টানিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে। অন্যদিকে বিদেশীয়গণ জানে যে, ভারতবর্ষে উপবীতই আর্য্যত্বের

চিহ্ন, সুতরাং যখন আর্য্য-অনার্য্যের হিসাব হইবে, তখন আমাদের স্থান হইবে অনার্য্যের মধ্যে। ফেণীতে স্কুলের শিক্ষক একটি নমঃশূদ্র ভদ্রলোক আমাকে বলিয়াছিলেন, "বাবু! আমরা যে দিন পৈতা নিব, সে দিন দেখিবেন যে, একদিনে সমস্ত নমঃশূদ্রের পৈতা হইয়া গিয়াছে।"

সময় থাকিতে সাবধান হউন। কায়স্থ-সভা হইতে প্রচারক আসিয়া মৃত জাতিকে বুঝাইয়া দিন যে, "এখনও বাঁচিবায় ঔষধ আছে"।

শ্রীঅন্নদাচরণ বর্ম্মা রায় চৌধুরী

মৃতের অসম্মান

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ডাক্তার ৺রামদাস সেন মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র বহরমপুরের বদান্যবর পরোপকারী জমিদার হিরণ্ময় সেন মহোদয় পুরীধামে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুতে বহরমপুরবাসী কায়স্থবৃন্দের ও বহরমপুর কায়স্থ-সমিতির বিশেষ ক্ষতি হইল। ৺শ্রীবনবিহারী বাবুর অনুগমন করিয়া হিরণ্ময়বাবু যে এইভাবে বহরমপুরের 'বাবুপাড়া' অন্ধকার করিয়া চলিয়া যাইবেন, তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। তাঁর বিধবা সহধর্ম্মিনীকে এই ভীষণ বিপদে ও বিষম শোকে আমরা গভীর সমবেদনা ও আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি; ভারতের শ্রেষ্ঠতীর্থে যে ভাবে তাঁর দেহত্যাগ ঘটিয়াছে, তাহাতে তাঁর জন্য শোক করিবার কিছুই নাই—এরূপ মৃত্যু লোকে কামনাই করিয়া থাকে—'তীর্থমৃত্যুযোগ' সকলের অদৃষ্টে ঘটে না এবং "যোগভ্রষ্ট" না হইলে এরূপ "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে" জন্মও হয় না; তাঁর জন্মও যেমন দুর্লভ, মৃত্যুও তাতোধিক "দুর্লভ"—সন্দেহ নাই। এরূপ দেহত্যাগে শোক করিতে নাই। শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের তরঙ্গবিক্ষুব্ধ স্বর্গদ্বারের মহাশ্মশানে তাঁর পাঞ্চভৌতিক দেহের শেষ কার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে; তাঁর জন্য শোক কিসের? সংসার-হলাহলের তীব্রবিষে জর্জ্জরিত রুগ্নভগ্নদেহ ও মানসিক অশান্তি লইয়া আত্মীয়-স্বজন-কুটুম্ব-ব্রাহ্মণের বিদ্বেষ-চক্রান্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন; ভক্তবৎসল শ্রীহরি তাঁর শান্তিময় ক্রোড়ে তাঁহাকে স্থান দিয়াছেন—এ সৌভাগ্য কয়জনের হইয়া থাকে?

হিরণ্ময়বাবু একজন যথার্থ কায়স্থ-সুহৃদ্ ছিলেন, কায়স্থ-জাতির উন্নতির কথা তিনি চিন্তা করিতেন। নিজে অনুপবীতী হইয়াও কায়স্থ-জাতির যজ্ঞসূত্র

বিস্তারের জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সচরাচর দুর্লভ। পুরী-ধাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিবেন এবং প্রচার-কার্য্যের সহায়তার জন্য একটা কিছু স্থায়ী বন্দোবস্ত করিবেন—এ বাসনা তাঁর ছিল। বহু পূর্ব্বেই তিনি উপবীত গ্রহণ করিতেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার অনিচ্ছা, ঐতিহাসিক ভগ্নিপতি মহাশয়ের বিরুদ্ধমত ও তর্কচঞ্চু মহাশয়ের উপদেশ তাঁহাকে একার্য্য করিতে সুযোগ দেয় নাই। তিনি নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, কায়স্থ জাতি মধ্যে যজ্ঞসূত্র বিস্তারের সহায়তা করিতেন এবং ঐ সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি প্রকাশে ও প্রচার-কার্য্যের সাহায্যার্থে সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিতে কোন দিন ক্রুটী করেন নাই। উপবীত লওয়ার সুযোগ তাঁহার উপস্থিত না হইলেও তিনি বহরমপুরের অন্যান্য পৈতাবিহীন ব্রাহ্মণভক্তগণের ন্যায় আত্মসম্মান ও জাতীয় মর্য্যাদা কর্ম্মনাশার জলে ভাসাইয়া দিতে পারেন নাই। অন্যায় জিদের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি স্বজাতিদ্রোহী, তথা ভ্রাতৃদ্রোহী, হন নাই; ব্রাহ্মণভক্তির আধিক্যের পরিচয় দিয়া নিজ-জাতিকে শূদ্রত্বের তমসাচ্ছন্ন অন্ধকারে ফেলিয়া রাখিবার প্রশ্রয় তিনি দিতে পারেন নাই। তিনি কায়স্থ-জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই জানিতেন, দ্বাদশাহ অশৌচ পালন করিতেন এবং বহরমপুরবাসী উপবীতী কায়স্থগণের সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁর উদার মহান্ অন্তঃকরণ বিপন্নের সহায়তা ও সৎকর্ম্মের জন্য সদাই উন্মুক্ত ছিল। শ্রীক্ষেত্রের পুণ্যতীর্থে স্বজন ও ব্রাহ্মণ-ব্যবহারে-চিত্তক্লিষ্ট হিরণ্ময় বাবুর মহান আত্মা চিরশান্তি লাভ করিয়াছে। শাস্ত্রবাক্য সত্য হইলে তাঁর আত্মা শান্তির অমৃতে অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

আত্মীয়-কুটুম্ব-ব্রাহ্মণ-বন্ধুগণ কিন্তু মরণেও তাঁর প্রতি আক্রোশ ভুলিতে পারেন নাই। যিনি জীবিত থাকিতে তাঁর সম্মুখে যাঁহাদের উপস্থিত হইবার সাহস ছিল না, যাঁহারা তাঁহাকে কোন উপদেশ দিবার দুঃসাহস করিতেন না, তাঁহারা এখন সুযোগ বুঝিয়া নিজেদের অন্যায় জিদ্ ও হিংসার বশবর্ত্তী হইলেন—তথাকথিত "জাত্যাচার, কুলাচার, দেশাচার" রক্ষায় ব্রতী হইলেন। পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা, সম্মানিত ভগ্নিপতি, পূজনীয় শাস্ত্রাধ্যাপক মহাশয় মৃতের প্রতি এই অসম্মানের কথা ভাবিতেও পারিলেন না। সন্তানবিহীনা সদ্যবিধবাকে দিয়া শূদ্র-যাজী ব্রাহ্মণের সাহায্যে তাঁহার মৃত স্বামীর অতৃপ্তিকর অশাস্ত্রীয় শ্রাদ্ধ করাইলেন! যিনি বহরমপুরের কায়স্থান্দোলনের পর হইতে মাসাশৌচ গ্রহণ করেন নাই, কায়স্থের মাসাশৌচগ্রহণ যিনি সমর্থন করিতেন না, আজ তাঁহারই

ভ্রাতা, ভগ্নিপতি এবং চূড়ামণি মহাশয় তাঁর মরণের সুযোগ ও সুবিধা পাইয়া তাঁহার আত্মার অবমাননা করিলেন, ইহা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? মৃতের প্রতি কি—দারুণ অবমাননা! ইহা মাত্র ঐ "পবিত্র-যশোহর-সমাজ"—আর তাঁদের গুরুদেবেই সম্ভব !!

জগতের সভ্য-সমাজ মৃতের প্রতি সম্মান দেখাইয়াই থাকে; মৃতের ইচ্ছার বিরোধী কার্য্য করিতে কোন সভ্যসমাজই বলে না; মরিয়া যাইলে মানুষ তার জীবিত-কালের মতভেদ ভুলিয়া যায়; সকল শত্রুতা বিসর্জ্জন দেয়। শাস্ত্রেও কোথাও মৃতের অসম্মান-জনক কার্য্য করিতে বলে না; কিন্তু বহরমপুরের সুপ্রসিদ্ধ সেনবংশীয় মৃতের আত্মীয়, (তাঁহার জনৈক কুটুম্ব) ও দুই একজন বন্ধু-বন্দনানুগ, শাস্ত্র ও সভ্যসমাজ নিন্দিত কার্য্য করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই—মরণেও অন্যায় আক্রোশ ভুলিতে পারেন নাই।

শ্রাদ্ধ অর্থে—শ্রদ্ধাসহকারে অন্ন, ব্যঞ্জন, পায়স, পিষ্টক, পরমান্নাদি ও বিবিধ দানসামগ্রী, শয্যা প্রভৃতি যাহা মৃতের তৃপ্ত্যর্থে শ্রদ্ধা সহকারে উৎসর্গ ও প্রদত্ত হইয়া থাকে। যদি মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাই না থাকিল এবং তাঁহার অতৃপ্তিকর কার্য্য করা হইল, তবে শ্রাদ্ধ হইল কি প্রকারে? যিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেও তাঁর স্বনামধন্য জ্ঞাতিভ্রাতা শ্রীবনবিহারী বাবুর মৃত্যুতে দ্বাদশাহ অশৌচ পালন করিয়া গিয়াছেন—নিখিল বাবু, মণিবাবু চূড়ামণি মহাশয় শত চেষ্টা ও যত্ন করিয়া যাঁহার মত পরিবর্ত্তন বা সঙ্কল্প ভ্রষ্ট করিতে পারেন নাই, এবং শুনা যায় এই বিষয় লইয়া যাহাতে বেশী অশান্তি না হয়, একারণ তিনি বহরমপুর হইতে পুরীধামে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁর শ্রাদ্ধ তাঁর ভাগ্যহীনা পত্নীকে দিয়া ত্রিশদিন বাদে করান, মরণের পর অপমান করা নহে কি? ইহাকে কখনও কি তাঁহার আত্মার তৃপ্তিপ্রদ শ্রাদ্ধ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে? আর এককথা,—শ্রাদ্ধটা কার? হিরন্ময়বাবুর? অথবা শ্রাদ্ধের উদ্যোগিবৃন্দের? আমি খুব দৃঢ়তায় সহিত মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, এই শ্রাদ্ধ উদ্যোগিবৃন্দের তৃপ্তিপ্রদ হইতে পারে, কিন্তু হিরণ্ময় বাবুর দেহমুক্ত আত্মার তৃপ্তিকর হয় নাই, কারণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা লইয়া এবং তাঁহার প্রিয়জনগণের সাহায্যে ও সহযোগীতায় এ কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। এই কার্য্য অশাস্ত্রীয়; ইহা দেহমুক্ত আত্মার প্রতি অশ্রদ্ধাসূচক, কাজেই অসিদ্ধ। ইহাকে "দেশাচার, জাত্যাচার ও কুলাচারের" অত্যাচার ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

হিরণ্ময়বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার তথাকথিত হিতৈষীদিগের উদ্যোগে এই যে একটা শ্রাদ্ধ-প্রহসন হইবে এবং কায়স্থ-জাতির মুক্তিনয়নে শলাকাসংযোগ

তাহা দেখাইবারও আবশ্যক হইয়াছে বলিয়াই বুঝি, অন্তর্য্যামী শ্রীভগবান তাঁহাকে পুরীধামে ডাকিয়া লইয়াছিলেন। শ্রীভগবানের এই বিশেষ লীলাস্থলীতে মরণে আর শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা থাকে না; এবং আত্মার সদগতির জন্য কোন ভাবনাও থাকে না। ভক্তবৎসল ভগবান শত্রুপুরী মধ্যে অসহায়া বিধবার অবস্থা স্মরণ করিয়া, নিঃসন্তান হিরণ্ময় বাবুর গতি নিজেই করিয়া দিয়াছেন—কোন "পয়োমুখং" আত্মীয়-স্বজন-ব্রাহ্মণের প্রত্যাশা রাখেন নাই। ধন্য পুরুষোত্তম! আর ধন্য তোমার লীলা! ইহারই নাম "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্," এ যে তোমারই সনাতনী বাণী! মোহান্ধমানব তোমার এ দৈবীলীলা কেমনে বুঝিবে! অজ্ঞানান্ধ উন্মত্ত সমাজের জ্ঞানচক্ষু দিবার জন্যই কি হে মধুসূদন, ঐ অনন্ত নীলাকাশের নিম্নে, দিগন্তপ্রসারিত মহাসমুদ্রের বেলাভূমে, হিন্দুর চিরপুণ্যময়-ভাস্বর-শ্মশানে এই মহাপ্রাণ কায়স্থের মহানির্ব্বানের উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছিলে? ঊর্দ্ধে মহাকাশ, নিম্নে মহাসমুদ্র—স্বর্গদ্বারের সেই মহাশ্মশানে মহাপ্রাণ কায়স্থের কি অপূর্ব্ব মহামিলন। যাও হিরণ্ময়, হিরণ্ময়জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া চলিয়া যাও—যাও যেথায় দ্বেষ হিংসা নাই—স্বার্থবুদ্ধি ও পরশ্রীকাতরতা নাই, জরামরণের প্রভাব নাই, সেই শাশ্বত সনাতন লোকে যাও। এখানে তুমি হিরণ্ময় নাম সার্থক করিয়া গিয়াছ, সেখানেও তোমার জন্য হিরণ্ময় সিংহাসন প্রস্তুত হইয়া আছে!

আনন্দের বিষয় এই যে হিরণ্ময়বাবুর আত্মার প্রতি এই অসম্মান বহরমপুর-বাসী আত্ম-সম্মান-বোধ-সম্পন্ন কোন কায়স্থ-নরনারী সমর্থন করেন নাই। স্বজাতি ও জ্ঞাতি-বর্জ্জিত হইয়া এই তথাকথিত শ্রাদ্ধ হইয়াছিল। শূদ্রত্বাভিমানী আত্ম-সম্মান-বোধ-বিবর্জ্জিত মুষ্টিমেয় অজ্ঞ ও লুচি-মিষ্টান্ন-লোলুপ কতকগুলি ঔদরিক এই তামসিক-শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিল। জ্ঞাতিবংশ তিনটী বাড়ীর একজনও একার্য্য সমর্থন বা নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নাই,—বহরমপুর কায়স্থ-সমিতি ও ঐ স্থানীয় মহিলা-কায়স্থ-সমিতি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। নিয়মভঙ্গ ও জ্ঞাতিভোজন কাহাদের লইয়া হইয়াছিল—সে সংবাদ আমরা এখনও পাই নাই। শুনিতে পাই, এই তামসিক-শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ-ভোজনে না কি উৎকট ব্রাহ্মণ-ভক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল; তাই পঞ্চমবেদ মহাভারতের কয়েকটী পুণ্যকথায় এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে চাই।

আগামী সংখ্যার কায়স্থ-পত্রিকায় স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে তাঁহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

অগ্নিহোত্রী

পুস্তক-প্রাপ্তি-স্বীকার ও আলোচনা

১। সমন্বয়—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি-এল প্রণীত। গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ড গ্রন্থকার ১৩২০ সালে বসিরহাট হইতে প্রকাশিত করেন। ডিমাই ৮পেজি আকার (২৩৩পৃষ্ঠা) মূল্য ২।৹ দুই টাকা চারি আনা মাত্র। দ্বিতীয় খণ্ড ১৩২৭ সালে বহরমপুর হইতে প্রকাশিত হয়; উহার আকার ১৯৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲ দুই টাকা। ইহাতে গ্রন্থকারের উপাধি দেখা গেল বিদ্যানিধি এবং বেদান্তবিনোদ। এই উপাধি প্রথম খণ্ড গ্রন্থ দেখিয়া কাশীধামের পণ্ডিতগণ প্রদান করিয়াছেন, ইহাও এই খণ্ডের পরিশিষ্টে দেখা গেল। তৃতীয় খণ্ড উক্ত উপাধিভূষিত গ্রন্থকার ১৩২৯ সালে বহরমপুর হইতে প্রকাশিত করেন। উহার আকার ২৩৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র। সুতরাং সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৬।৹ মাত্র। গ্রন্থখানি মধ্যে দেখা গেল, নানাজাতীয় বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট। পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া কোন স্বধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি স্বয়ং শাস্ত্রানুশীলন এবং তৎপরে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিলে যে সব বিষয় আলোচ্য হইয়া উঠে, ইহাতে সেই সকল বিষয় অতি নিপুণতার সহিত প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকারের বহুদর্শন, বিচারশীলতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি অতীব প্রশংসনীয়। আজকালকার শাস্ত্রানুরাগী স্বাধীন চিন্তাপরায়ণ ব্যক্তিগণ যে, এরূপ গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গ্রন্থের দোষের মধ্যে দেখা যায়, গ্রন্থ মধ্যে যত অধিক বিষয় আছে, তাহাদের সম্যক ভাবে আলোচনা তদ্রূপ নাই। তাহার পর গ্রন্থের নাম যে, 'সমন্বয়' রাখা হইয়াছে, তাহা হইতেও বুঝা যায় না যে, এই গ্রন্থ মধ্যে গ্রন্থকার এত অমূল্য রত্ন সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে প্রথম শিক্ষার্থীর তত অধিক উপকার হইবে বলিয়া বোধ হয় না। যাঁহারা বহু শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা গ্রন্থের চিন্তাপ্রণালী দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিবেন সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থকার সাধনের দিকেও বেশ দৃষ্টি দিয়াছেন। তৃতীয় খণ্ডে কর্ম যোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ সংক্ষেপে অতি দক্ষতার সহিত প্রদত্ত হইয়াছে। সমাজমধ্যে এ জাতীয় গ্রন্থের আদর হয় ইহা বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থকার দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া এইরূপ আরও গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সমাজের হিতসাধন করুন, ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

২। ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ ও আত্ম-চিকিৎসা—ডাঃ শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম-বি প্রণীত। স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম-সঙ্ঘ হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত (৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা) মূল্য দশ পয়সা। সহজ ও সুবোধ্য ভাষায় বিশদ ভাবে ৮৮ পৃষ্ঠাব্যাপী আবশ্যক চিত্রাদি সম্বলিত ম্যালেরিয়া বিষয়ে এরূপ একখানি পুস্তিকা দেখা যায় না। বঙ্গের এই ভীষণ রোগ কি কি উপায়ে আপনাপন চেষ্টাদ্বারা গ্রামবাসিগণ প্রতিষেধ করিতে পারেন ও ইহার করাল গ্রাস হইতে মুক্ত থাকিয়া সুস্থ শরীরে ও সানন্দ চিত্তে গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিতে পারেন, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই পুস্তিকায় আছে। মোটামুটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে,—১। ম্যালেরিয়া জ্বরের কোষ্ঠীপত্র ও ইতিহাস। ২। ঐ প্রাদুর্ভাব ও তজ্জনিত ক্ষতির আভাস। ৩। আনুসঙ্গিক কারণ। ৪। নিদান ও ম্যালেরিয়ার সহিত মশকের সম্বন্ধ। ৫। জীবাণুর প্রকার ও বিভিন্ন প্রকারের জ্বর। ৬। লক্ষণ-হিসাবে প্রকার-ভেদ ও কালাজ্বরের সহিত পার্থক্য। ৭। ম্যালেরিয়ার পুনরাক্রমণ ও সংক্রমণ। ৮। ম্যালেরিয়া রোগে শরীরের পরিবর্ত্তন। ৯। ম্যালেরিয়ার বৈশিষ্ট্য ও ইহার সহচর রোগসমূহ। ১০। ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় বা প্রতিষেধ। ১১। ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা—(ক) স্বাভাবিক উপায় ও পথ্যাদি দ্বারা। (খ) কুইনাইন প্রয়োগ দ্বারা। (গ) ম্যালেরিয়া জ্বরের উপসর্গসমূহের। (ঘ) ম্যালেরিয়ার পুনরাক্রমণ রোধ। (ঙ) ম্যালেরিয়ার আত্ম-চিকিৎসা। কুইনাইনই (মাত্রানুযায়ী) ম্যালেরিয়ার একমাত্র মহৌষধ হইলেও জ্বর একটু বেশীদিন স্থায়ী হইলেই উহার সহিত আর্সেনিক প্রভৃতি অন্যান্য ঔষধাদি মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা উচিত—এই পুস্তিকার শেষ অংশে ডাক্তার বসু মহাশয় ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী কি ভাবে নিজেই নিজের চিকিৎসা চালাইতে পারে, তাহার উপদেশ ও ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই সকল বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া কলিকাতার এই বিজ্ঞ চিকিৎসক একখানি আদর্শ প্রেস্ক্রিপ্সন (Prescription) সহজ ও সাধারণ প্রকারের সর্ব্ব প্রকার ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার জন্য লিখিয়া দিয়াছেন। আমরা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত গ্রামসমূহে এই অল্প মূল্যের (৵১০) পুস্তিকাখানির বহুল প্রচার কামনা করি। ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয় দেশমধ্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান-প্রচারে যে ভাবে শ্রম ও ক্ষতি স্বীকার করিতেছেন—তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহার সুলভ মূল্যের 'স্বাস্থ্য-সমাচার' নামক মাসিক পত্রিকা ও স্বাস্থ্য-সমাচার পুস্তকাবলী এবং স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম-গৃহ-পঞ্জিকা দেশের বহু উপকার সাধন করিতেছে।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিত্যাবশ্যক এই সকল সুলভ গ্রন্থাদি প্রচার করিয়াই তিনি ক্ষান্ত নহেন—সঙ্গে সঙ্গে একটী 'ল্যাবোরেটারী' প্রতিষ্ঠা করিয়া সুলভ মূল্যে ঔষধাদি যোগাইবার ব্যবস্থা করিয়া, তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমরা তাঁহার সর্ব্ববিধ উন্নতি কামনা করি। তাঁহার প্রকাশিত স্বাস্থ্যধর্ম্ম-গৃহপঞ্জিকা খানিও এবার আমরা পাইয়াছি। উহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় নানা আবশ্যক তথ্যপূর্ণ ও উপভোগ্য। ইহাতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পৃষ্ঠায় কায়স্থ-জাতির আদিপিতা শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের একখানি সুন্দর প্রতিকৃতি আছে।

কায়স্থ-সমাচার

কায়স্থোপনয়ন

বিগত ১৩ই শ্রাবণ বুধবার "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা"র সহযোগিতায় ও স্বজাতি-প্রেমিক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দত্ত আমিন্ ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মিত্র মহাশয়দ্বয়ের আয়োজনে কোটালি-পাড়ার সুপ্রসিদ্ধ শাণ্ডিল্য-বংশীয়(বৈদিক) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের তন্ত্রধারকতায় কলিকাতা ৯৫।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে পাবনা জেলার নিম্নলিখিত কায়স্থ-মহাশয়গণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে সাবিত্রী-সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন, এজন্য কৃতী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দত্ত আমিন্ ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মিত্র মহাশয়দ্বয়কে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। উপবীতিগণের নাম-ধাম—

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দত্ত আমিন (মৌহালি), গণেশচন্দ্র দত্ত আমিন (ঐ), সতীশচন্দ্র দত্ত আমিন (ঐ), শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মিত্র (বড়গ্রাম), শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দেব (রাজাপুর)।

বিনাপণে বিবাহ

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি—বিগত ১২ই আষাঢ়, কায়স্থ-সভার অন্যতম সভ্য, ফরিদপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শিবপ্রসাদ মিত্র এম্, বি,র সহিত বিক্রমপুর, শেখরনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার গুহ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বনদেবীর বিনাপণে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহে বরপক্ষের কোন দাবী দাওয়াত ছিলই না—তদুপরি ইহা যথাশাস্ত্র কুশণ্ডিকা সপ্তপদী গমনাদি সহ ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক কায়স্থ ভ্রাতা এইরূপ আচার গ্রহণ করিলে আমরা সুখী হইব।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির ৭ম অধিবেশন

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২, (১৭ই মে ১৯২৫), রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা।
স্থান—৬৭, বি, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটস্থ ভবন।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা
" মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা এম, এ
" অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক বি, এল
" কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)

প্রায় ১ ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিয়া আবশ্যক সংখ্যক সভ্যের উপস্থিতির অভাবে (want of quorum) এই অধিবেশন স্থগিত করা হউক, ইহাই স্থির হইল।

বসিরহাটে সভার আগামী বার্ষিক অধিবেশন, আগামী বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদ প্রার্থী-সংখ্যা বিজ্ঞাপন, নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শান্তে স্থির হইল যে, যথাসম্ভব শীঘ্র এই স্থগিত অধিবেশন আহুত করা হউক।

(স্বাক্ষর) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (স্বাক্ষর) শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক ২।৪।৩২ সভাপতি

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা

ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির
৭ম স্থগিত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ

১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, (২৪শে মে ১৯২৫), রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা
স্থান ৬৭, বি, রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটস্থ ভবন।

উপস্থিত—

দিনাজপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজা জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর, সভাপতি
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা
„ গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন
„ হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম, এ (ইন্স্পেক্টর-অব-স্কুলস্)
„ নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট্-ল
„ রসিকলাল দেববর্ম্মা
অধ্যাপক „ মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা এম, এ
„ অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক বি, এল
রায় সাহেব „ অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা বি-এ, (এফ-এস-এস)
„ কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)

১ম প্রস্তাব—গত ষষ্ঠ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্ব-সম্ম[তিক্রমে] গৃহীত হইল, এবং ৩রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার আহুত ৭ম অধিবেশন আবশ্যক সংখ্যক স[ভ্য] উপস্থিত না হওয়ায় স্থগিত হইয়াছে বিজ্ঞাপিত হইল।

২য় প্রস্তাব—সভার বাৎসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পঞ্জিকা-বর্ষানুযায়ী রাখা [...] দেখান সমীচীন এজন্য, এই প্রস্তাব কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গ্রহণ করিলেন; এ[...] বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের অনুমোদন জন্য উহা প্রেরিত হউক [...] স্থির হইল।

৫ম প্রস্তাব—আগামী বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদ প্রা[র্থী] হিসাবে যে ৩২ জনের নাম পাওয়া গিয়াছে, এবং যাঁহারা গত কয়েক-ব[ৎসর] সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত আছেন, তাঁহাদিগের মধ্য হই[তে] বাকী সংখ্যা পূরণ করিয়া আগামী বার্ষিক অধিবেশনে নির্ব্বাচন জন্য উপস্থা[পিত] করা হউক। আরও স্থির হইল যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচ[ন]

সম্বন্ধীয় নূতন নিয়ম গ্রহণ করার দরুণ সামাজিক বিষয়ে ভোট-দ্বারা নির্ব্বাচন হওয়া সম্বন্ধে অনেকের বিশেষ আপত্তি আছে, এইরূপ অনুযোগ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া অদ্যকার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি অনুরোধ করিতেছেন,—এই নিয়ম এইরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত করা হউক যে, এই নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি না থাকে, অথবা এই নির্ব্বাচন-বিষয়ে পূর্ব্ব নিয়ম পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা হউক।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—বর্ত্তমান বর্ষের কোষাধ্যক্ষ ৺রায় বাহাদুর কৃপানাথ দত্ত মহাশয়ের শূন্যপদে সভার ভূতপূর্ব্ব কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ; বি-এল মহাশয়কে নির্ব্বাচন করা হউক এইরূপ স্থির হইল।

৭ম প্রস্তাব—অন্যতম প্রধান সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অবসর শেষে পুনরাগমন পর্য্যন্ত এই কার্য্য স্থগিত থাকুক।

বিবিধ (ক) সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জুন মাসের ৩০শে পর্য্যন্ত অবসর গ্রহণ করার দরুণ সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে স্থির হইল, অন্যতম সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট-ল মহাশয় তাঁহার কার্য্য পরিচালন করিবেন।

(খ) এবারকার মত শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা প্রচারক মহাশয়ের বিল মঞ্জুর করা হউক, কিন্তু তাঁহাকে জানান হউক যে, তিনি প্রচারকার্য্য বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক করেন এবং প্রচার সম্বন্ধীয় বিবরণ যথারীতি পাঠান।

(গ) বিশেষ আবশ্যক হইলে সভার অত্যাবশ্যকীয় ব্যয়ের জন্য স্থির হইল—প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের নামে যে পাশবুক আছে তাহা হইতে ১০০৲ একশত টাকা পর্য্যন্ত আনান হউক। সভাপতি মহারাজ বাহাদুর ও উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে সভার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সবিশেষ জানাইলেন, এবং প্রচারকদিগের এবৎসর সভার কার্য্য, কি প্রচার বিভাগে উপনয়নাদি বিস্তৃতি ও সভ্য সংগ্রহাদি বাবদে কিছুই অগ্রসর হয় নাই, তাহাও বিজ্ঞাপিত করিলেন। পুরাতন কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত প্রভাত-বাবু অকস্মাৎ পদত্যাগের কারণ সভার মফস্বলের সভ্যগণের নামীয় ভিঃ, পিঃ গুলি না হওয়ায় ও চাঁদা সংগ্রহকারী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রাহা মহাশয়ের শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন চাঁদা আদায় যথোচিত না হওয়ায় সভার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে সম্পাদক মহাশয় একাথাও বিজ্ঞাপিত করিলেন। পরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণ-চন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ বাহাদুরকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দানের পর ৬৷৷টার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

(স্বাক্ষর) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (স্বাক্ষর) শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত

সম্পাদক ২।৪।৩২ সভাপতি

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা

ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির

৮ম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ

২রা শ্রাবণ, ১৩৩২, (১৮ই জুলাই ১৯২৫), শনিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা

স্থান—বাগবাজার ৬৭, বি, রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটস্থ ভবন।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা
„ নিবারণচন্দ্র দত্ত
„ গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন
„ মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা তত্ত্বনিধি
„ নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট্-ল
„ কেদারনাথ দেববর্ম্মা
„ বসিকলাল দেববর্ম্মা
„ কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)

অদ্যকার সভায় সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণ উপস্থিত হইতে না পারায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

যে সমস্ত সভ্য মহোদয়গণ অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতিসূচক পত্র লিখিয়াছেন, সভারন্তে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত সম্পাদক মহাশ তাঁহাদের নাম পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা উকীল (ভাঙ্গা, ফরিদপুর), শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা বি, এল উকীল (বসিরহাট), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম রা (দিনাজপুর-রাজবাটী), শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম চৌধুরী (নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব (বিশ্বকোষ প্রে কলিকাতা)।

১ম প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ।

গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব—নূতন সভ্য মনোনয়ন—

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে (প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখন লাল ধরবর্ম্মা মহাশয়ের প্রেরিত) ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দত্ত, সবইনস্পেক্টর অব পুলীশ (বাখরগঞ্জ, বরিশাল)
শ্রীযুক্ত ভগবান চন্দ্র বসু (ভোলা, বরিশাল)
ডাঃ শ্রীযুক্ত এ, সি, দাস এম-ডি, (বোম্বে)

শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী (প্রচার-পরিষৎ-সম্পাদক) মহাশয়ের প্রস্তাবে—

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইল :—

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ গুহ বর্ম্মা (টাউন শ্রীপুর, খুলনা)
শ্রীযুক্ত এস্, এন, রায় চৌধুরী (বর্ম্মা)

৩য় প্রস্তাব।—বার্ষিক অধিবেশন সম্বন্ধে আলোচনা—

এই বিষয়ক সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পত্রের উত্তরে লিখিত তারাসের কুমার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশভূষণ রায় বর্ম্মা ও কুমার শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় বাহাদুরদ্বয়ের ও তাঁহাদের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সদাশিব মিত্র মহাশয়ের পত্রদ্বয় পঠিত হইল, এবং আলোচনান্তে স্থির হইল যে, আরও ২ মাস কি ততোধিক কাল বাৎসরিক অধিবেশন স্থগিত রাখা সমীচীন নহে বলিয়া ও বর্ত্তমান বর্ষাকালে মফস্বলে বার্ষিক-অধিবেশন আহ্বান করার কোন সুবিধা নাই বিবেচনায়, অদ্যকার সভাপতি শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, কলিকাতায় জোড়াসাঁকো পল্লীর স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের ভবনে (১৪৮, বারানসীঘোষ ষ্ট্রীট) তদীয় পুত্র সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সহযোগীতায় ৩৩শ বার্ষিক অধিবেশন আগামী ১৬।১৭ই শ্রাবন (ইং ১লা ২রা আগষ্ট ১৯২৫), শনি ও রবিবারে আহ্বান করা হউক।

৪র্থ প্রস্তাব—সারদাচরণ আর্য্য-বিদ্যালয় ও কায়স্থ সভার নিজস্ব ছাপাখানা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রস্তাব—আলোচনান্তে স্থির হইল যে, সভার অন্যতম প্রধান হিতৈষী প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া গণপতি বাবুর ১ম

প্রস্তাব আগামী কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতে তাঁহার মন্তব্য সহ উপস্থিত করা হইবে। তাঁহার দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে স্থির হইল যে, আগামী বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি এ বিষয় আলোচনা করিবেন, এজন্য ইহা স্থগিত করা হউক।

৫ম প্রস্তাব—সভার ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধ গোপাল বসু বর্ম্মা মহাশয়ের আবেদন।—

এই বিষয়ক আলোচনা বর্ত্তমানে স্থগিত করা হউক।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—১৩৩২ সনের আষাঢ় পর্য্যন্ত সভার আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদর্শিত হইল।

৭ম প্রস্তাব—আগামী বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি সম্বন্ধে আলোচনা—স্থির হইল আগামী কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে বিগত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির এই বিষয়ক গৃহীত মন্তব্য অনুসারে এই বিষয়ে আলোচিত হউক।

৮ম প্রস্তাব—প্রচার ও প্রচারক সম্বন্ধে অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মন্তব্য—অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, বর্ত্তমান বর্ষে সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত মাখন লাল ধর বর্ম্মা মহাশয়গণ সভার উদ্দেশ্য প্রচার যে ভাবে পূর্ব্বে পূর্ব্বে করিয়া আসিয়াছেন—সেইরূপ হয় নাই, তাঁহাদের প্রচারে ও চেষ্টায় উপনয়ন বিস্তার এবং সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি কোনটীই আশানুরূপ হয় নাই, পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ হইতেই সকল সভ্য জানিতেছেন যে, প্রচারক দ্বারা কায়স্থ সভার মূল উদ্দেশ্য বিশেষ ভাবে বিস্তৃত হয় নাই। সভার প্রচার ভাণ্ডারেও আশানুরূপ চাঁদা সংগৃহীত হয় নাই; সভার জীবন প্রচারের উপরেই নির্ভর করে, অক্লান্তকর্ম্মী স্বজাতি প্রেমিক বহু-সংখ্যক বিশেষজ্ঞ প্রচারক না পাইলে সভার কার্য্য ও সঙ্গে সঙ্গে জীবন সম্প্রসারিত হইবে না। অগ্নিহোত্রী শ্রীযুক্ত সরল চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় ও শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার মহাশয় প্রমুখ উপযুক্ত স্বেচ্ছাপ্রচারক পাইলেও যথা-আবশ্যক পাথেয়াদি সাহায্য না করিলে, সকল সময় প্রচার বিষয়ের উন্নতি সাধন সম্ভব নহে। সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা তত্ত্বনিধি মহাশয় নিজ ব্যয়ে কিছু কিছু প্রচার করিতেছেন বটে, কিন্তু ইহাও পর্য্যাপ্ত নহে।

৯ম প্রস্তাব—কয়েকটী নূতন শাখা সভাগ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা।—

নোয়াখালী ও ইদিলপুরের (ফরিদপুর) কায়স্থ সমিতি দুইটীকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল শাখা-সভারূপে গ্রহণ করা হউক।

১০ম প্রস্তাব।—বিবিধ—

(ক) সারদাচরণ এরিয়ান ইনষ্টিটিউসনের শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মিত্র মহাশয়ের পত্র পঠিত হইলে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে স্থির হইল, পত্র নথীভুক্ত করা হউক।

(খ) শ্রীযুক্ত সরল চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের বসিরহাট হইতে লিখিত পত্র পঠিত হইল, স্থির হইল টাকী সমাজে প্রচারের জন্য তাঁহাকে সাহায্য করা আবশ্যক। এ বিষয় উপস্থিত সভ্য-মহোদয়গণ মধ্যে কেহ কেহ কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিলেন।

(গ) বারেন্দ্র সমাজের "চাকী" বঙ্গজসমাজের "গুহ" একই বংশ এই বিষয়ক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ৩য় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম, এ মহাশয়ের মন্তব্যের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের প্রতিবাদ-পত্র পঠিত হইল, এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, শরৎ বাবুর লিখিত প্রতিবাদ-পত্র প্রকাশ করা হউক।

(ঘ) টাকীর সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগারের সম্পাদক মহাশয়ের পত্র পঠিত হইয়া, স্থির হইল, ডাকমাশুলাদি পাঠাইলে কায়স্থ পত্রিকা ও সভায় প্রকাশিত পুস্তকাদি বিনামূল্যে পাঠান হউক। সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় ও পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন মহাশয় স্ব স্ব রচিত পুস্তকাদি ঐ ভাবে বিনামূল্যে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

(ঙ) কায়স্থ কবিরাজ শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সাহায্যের আবেদন, সময়াভাবে এই আলোচনা স্থগিত রহিল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভাভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (স্বাক্ষর) শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত

সম্পাদক ১০।৪।৩২ সভাপতি

মাননীয় শ্রীযুক্ত কায়স্থ সভার সভাপতি মহাশয় ও
উভয় সম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু।

মাননীয় সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়গণ,

যথারীতি সম্মান গ্রহণ করুন। * * * কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির বর্ত্তমান বর্ষের তৃতীয় অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণীর বিবিধ (ঘ) মন্তব্য পাঠ করিয়া শুধু

বিস্মিত হই নাই, দুঃখিতও হইয়াছি। * * * শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চাকী কিছুদিন হইল, "গুহ" উপাধি-ধারণ করতঃ প্রচার-কার্য্য করিতেছেন। ইঁহার বাড়ী পাবনা জেলায়, ইঁনি বঙ্গজ কায়স্থ। এরূপ উপাধি-পরিবর্ত্তন যেরূপ আত্ম-সম্মানহীনতার কাজ, তদ্রূপ সমাজ-শৃঙ্খলারও অন্তরায়। * * * আমরা কায়স্থ-সমাজের একজন ব্যক্তি দ্বারা ঐরূপ নীতি বিগর্হিত পন্থাবলম্বনীয় হইতে দেখিয়া উহার কুফল-বিস্তৃতির আশঙ্কায় কায়স্থ সভার গোচরে আনি। কায়স্থ-সভার মান্যবর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা মহোদয় চাকী মহাশয়ের নিকট এই অভিযোগের উত্তর চাহেন। চাকী মহাশয় উত্তরে বলেন,—পূর্ব্বে তাঁহারা গুহ ছিলেন, তাঁহার পিতা বরেন্দ্রভূমে যাইয়া চাকী বংশের শ্রেষ্ঠত্ব দর্শনে চাকী উপাধি গ্রহণ করেন। তদবধি তাহারা চাকী বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচিত। * * * চাকী মহাশয়ের এই উত্তরের সম্বন্ধে আমার কোন কিছু বলিবার নাই। * * * * * * * *

কায়স্থ সভার তৃতীয় কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় ঐ উপাধি-বিভ্রাট্-সম্বন্ধে আলোচনা-কালে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা (ইনি বারেন্দ্র) বলেন,—"বঙ্গজ 'গুহ' উপাধির পরিবর্ত্তে বারেন্দ্র 'চাকী' উপাধি ব্যবহারে কোন দোষ নাই, কেন না বারেন্দ্র-সমাজের 'চাকী' বঙ্গজ-সমাজের 'গুহ' একই বংশ।" সরকার মহাশয়ের এই উক্তির প্রতিবাদ কেহ করেন নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গজ গুহ বংশ ও বারেন্দ্র চাকী বংশ অভিন্ন বংশ ইহা সরকার মহাশয় কি সূত্রে জানিতে পারিলেন? কোন পুস্তকে ইহা আছে—বা কোন সামাজিক ইহা জানেন? গুহ একটী পৃথক বংশ—চাকীও একটী পৃথক্ বংশ। চাকী বংশ বঙ্গজ কায়স্থে ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থে এখনও বিদ্যমান। গুহ বংশও বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে আছেন। সুতরাং গুহ বংশ চাকী বংশ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন বংশ, ইহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই। আশা করি, সরকার বর্ম্মা মহাশয়, তাঁহার অসঙ্গত মন্তব্য প্রত্যাহার করিবেন।* আমরা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মনোযোগ প্রার্থনা করি। চাকী মহাশয়ের সম্বন্ধেও একটী যুক্তি-সঙ্গত মন্তব্য-প্রকাশ আবশ্যক মনে করি—যাহাতে কোন কায়স্থই বংশের উপাধি-পরিবর্ত্তনে সাহসী না হয়। ইতি,

বিনীত

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

* এই প্রতিবাদটীর কথা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের গোচরে আনিলে তিনি নিজ মত অভ্রান্ত বলিয়া মনে করে না। (সম্পাদক)

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা

ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি

৯ম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

১০ই শ্রাবণ. ১৩৩২ (২৬শে জুলাই, ১৯২৫) শনিবার,

অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকা—

স্থান—বাগবাজার, ৬৭-বি, রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটস্থ ভবন।

উপস্থিত—

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা বি, এ, এফ, এস্, এস্,
" অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক বি, এল
" নীতাশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট্-ল
" রসিকলাল দেববর্ম্মা
" মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা
" নিবারণচন্দ্র দত্ত
" গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন
" মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা তত্ত্ব-নিধি
" শৈলেন্দ্রকুমার সেন বর্ম্মা
(সাধারণ সভ্য)
" কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)

অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় আসিয়া জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ভবনে বিবাহ-উৎসব উপস্থিত হওয়ায় আগামী শনি, রবিবারে তাঁহার আলয়ে বার্ষিক অধিবেশন হওয়ার সুবিধা হইবে না, এইরূপ সংবাদ তিনি পাইয়াছেন, সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, যে বিজয় বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত ও অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয় এ বিষয়ে ব্যবস্থা করিবেন। যদি নিতান্তই অসুবিধা হয় তাহা হইলে কিরণবাবু ও নিবারণবাবু পরামর্শ করিয়া অন্যত্র কোন কায়স্থ-সভ্যমহোদয়ের বাটীতে এই অধিবেশনের ব্যবস্থা করিবেন বা সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে এই অধিবেশন আহ্বান করিবার ভার কিরণবাবুর উপর অর্পিত হউক; এবং অন্যত্র এই অধিবেশন হইলে সংবাদ পত্রাদিতে বিশেষ ভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা ও বড় বিজ্ঞাপনী (Placard) দ্বারা সহরে এই সংবাদ ঘোষণা করিবার ব্যবস্থা করা হউক।

অদ্যকার সভার সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণ উপস্থিত হইতে না পারায়, সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রথম প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ—

গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব—আগামী বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ও কর্ম্মাধ্যক্ষ সম্বন্ধে পরামর্শ,—

এই সম্বন্ধে স্থির হইল, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির পূর্ব্বগৃহীত মন্তব্যের অনুযায়ী কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদ প্রার্থী ৩২ জনের অতিরিক্ত আবশ্যক সংখ্যক নামগুলি বিগত দুই বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের নাম-তালিকা হইতে সহানুভূতিকারী সভ্যগণের নাম-তালিকা প্রস্তুত করিয়া আগামী বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবার জন্য প্রস্তুত করিবার ভার অন্যতম সদস্য রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব ও অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয়ের উপর অর্পিত হউক।

আগামী বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ সম্বন্ধে এক তালিকা সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তুত হইল এবং স্থির হইল যে, উহা আগামী বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণ কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত অন্যান্য নামসহ উপস্থাপিত করা হউক।

৩য় প্রস্তাব—১৩৩১।৩২ সালের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী-বিজ্ঞাপন,—

১৩৩১।৩২ সালের কার্য্য-বিবরণীর খসড়া পঠিত হইল এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল; উহা প্রকাশ করিবার ভার নগেন্দ্রবাবু ও কিরণবাবুর উপর অর্পিত হউক।

৪র্থ প্রস্তাব—পরীক্ষিত বার্ষিক হিসাব প্রদর্শন,—

১৩৩১ সনের ২০শে আষাঢ় হইতে ১৩৩২ সনের ১০ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত সভার আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব প্রদর্শিত হইয়া গৃহীত হইল। আগামী বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব (Budget) এর খসড়া প্রদর্শিত হইল এবং আগামী বর্ষের জন্য প্রস্তাবিত সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে দেখাইয়া বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবার ব্যবস্থা করা হউক।

৫। বিবিধ (ক) নূতন সভ্য মনোনয়ন :—

অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত নীতীশ চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট্-ল মহাশয়ের সমর্থণে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, কে, সি, আই, ই, (কলিকাতা)
শ্রীযুক্ত দীননাথ দত্ত (টালা, কলিকাতা)
" মৃণালকান্তি বসু বর্ম্মা, এম-এ, বি-এল (কলিকাতা)

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র (কলিকাতা)

(খ) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের পত্র—

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের নিয়মাবলী-পরিবর্ত্তন-সম্বন্ধীয় পত্র পঠিত হইল এবং স্থির হইল যে, এই পরিবর্ত্তিত নিয়মাবলীর বিষয় আগামী বার্ষিক সভার বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতিতে উপস্থাপিত করা হউক।

(গ) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা উকিল (বসিরহাট) মহাশয়ের পত্রালোচনা :—শরৎবাবুর নিয়মাবলী সংক্রান্ত পত্র পঠিত হইল, স্থির হইল ;—

(১) কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রত্যেক সভ্য মহোদয়কে আগামী বর্ষ হইতে বার্ষিক ১২৲ টাকা চাঁদা দিয়া সভাকে সঞ্জীবিত রাখা সংক্রান্ত তাঁহার (১) প্রস্তাব—বার্ষিক সভায় বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতিতে উত্থাপন করিবার ভার তাঁহার উপর প্রদত্ত হউক।

(২) কাঃ নিঃ সমিতির গঠন ও সভ্য নির্ব্বাচন সংক্রান্ত গত বর্ষে গৃহীত নিয়মাবলী পুনরায় পরিবর্ত্তিত হইয়া সভায় এই বিষয়ক গত পূর্ব্ব বৎসর পর্য্যন্ত গৃহীত নিয়মাবলী পুনঃ প্রবর্ত্তিত হউক এই সংক্রান্ত (২) তাঁহার প্রস্তাব—নগেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবিত নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন সংক্রান্ত প্রস্তাবের সহিত ঐক্য হওয়ায় উহা গৃহীত বিষয় বলিয়া বিবেচিত হউক।

(৩) সারদাচরণ আর্য্য বিদ্যালয় সভার আয়ত্তাধীনে আনা সংক্রান্ত তাঁহার (৩) প্রস্তাব—পূর্ব্বে পাইকপাড়ার বার্ষিক সভায় গৃহীত হওয়ায় ও অধিবেশনে ঐ প্রস্তাবের আলোচনা চলিতে থাকায় বার্ষিক অধিবেশনে এই বিষয়ের পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন এইরূপ স্থির হইল।

(ঘ) শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের—"দেববিগ্রহ তীর্থ আদি রক্ষা সংক্রান্ত,—যথা, ৺তারকনাথের দেবত্র বিষয়ে মাননীয় গবর্ণমেণ্ট বরাবর ব্রাহ্মণসভার চেষ্টার অনুরূপ কার্য্য কায়স্থ-সভারও করণীয়"—বিষয়ক-প্রস্তাব-সম্বলিত পত্র সভার আমন্ত্রণ-পত্র বিতরণ হইবার পরে আসায় উহা পত্র-মধ্যে সন্নিবেশিত হয় নাই এবং বর্ত্তমান অধিবেশনে সময়াভাব প্রযুক্ত উহা আগামী বর্ষের প্রথম অধিবেশনে বিবেচিত হইবার জন্য স্থগিত রাখা হউক।

তৎপর রাত্রি ৮টার সময় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক

২৪।৪।৩২

(স্বাক্ষর) শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ
সভাপতি

ওঁ নমো ভগবতে চিত্রগুপ্তায়।

ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ ॥ (তর্পণ-মন্ত্র)

যম, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, নিশ্চয় ;
বৈবস্বত, কাল, তুমি সর্ব্বভূতক্ষয় ;
ঔড়ুম্বর, দধ্ন, নীল, পরমেষ্ঠি তুমি ;
বৃকোদর, চিত্র, চিত্রগুপ্তে সবে নমি ॥

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-স্তবরাজ।

জয় ত্বং ধর্ম্মরাজোঽসি লোকানাং পালকঃ সদা।
ধর্ম্মরাজপুরাধ্যক্ষো ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারকঃ ॥
লোকপাল নমস্তভ্যং সর্ব্বসাক্ষিন্ দয়ানিধে।
ক্ষত্রবংশপ্রদীপায় ব্রহ্মজাতায় তে নমঃ ॥
সূতিকা-ষষ্ঠ-দিবসে ললাটেঽক্ষরমালিকাম্।
দেহিনাং লিখসি ত্বং হি পূর্ব্বকর্ম্মানুসারতঃ ॥
লিপিসৃষ্টি স্ত্বয়া দেব! ব্যবহারবিদা কৃতা।
অতস্ত্বমেব বিশ্বস্য নাথো ভবসি সর্ব্বথা ॥
মহিষাসনমাস্থায় সদসৎ কর্ম্মসাক্ষিণে।
বিশ্ব-দ্রষ্ট্রে বিশ্বরূপ-স্বরূপায় নমোঽস্তু তে ॥
যথা বিরিঞ্চির্ভূতানাং স্রষ্টা বিষ্ণুশ্চ পালকঃ।
তথা ত্বং সর্ব্বলোকানাং রক্ষণায় ধৃতব্রতঃ ॥
ব্রহ্মদেহ-সমুদ্ভূতো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ।
ব্রহ্মসম্ভূত-কায়ত্বাদ্ ব্রহ্মক্ষত্র নমোঽস্তু তে ॥
ত্বং ব্রহ্মলোকেষ্বপি রাজমানো ভূরাদিলোকেঽপ্রমিতপ্রভাবঃ।
স্বর্গীয় মন্দারকমাল্যবৃন্দৈঃ, সুরেন্দ্রবৃন্দৈরপি সৎকৃতোঽসি ॥
ধৃত্বা করে বজ্রময়ং সুদণ্ডং যথাযথং ত্বং বিদধাসি দণ্ডম্।
কায়স্থবংশ-প্রভবং সুবীর্য্যং, ত্বাং সর্ব্বশক্তিং শরণং প্রপদ্যে ॥

চিত্রগুপ্ত-স্তব-গীতি

জয় বিশ্ব-সুশাসক বিশ্ব-বিধায়ক
বিশ্ব-নিয়ন্তক বিশ্বগতি।
জয় ধর্ম্মসুরক্ষক ধর্ম্ম-নিয়ামক
ধর্ম্ম-বিধায়ক ধর্ম্মমতি ॥
জয় বিষ্ণুকলেবর বিষ্ণুরূপধর
বিষ্ণুগুণচয় বিষ্ণুময়।
জয় ধর্ম্মরাজবর ধর্ম্মসহচর
ধর্ম্মলোকচর ধর্ম্মচয় ॥
জয় কৃতান্তপালক কৃতান্তরূপক
কৃতান্তচালক দণ্ডদাতা,
জয় কর্ম্ম-সুদর্শিন কর্ম্ম-সুনিপুণ
কর্ম্মে নিমগন কর্ম্মদাতা।
জয় লেখনীধারক অক্ষর-কারক
ললাট-লেখক কর্ম্মপতি,
জয় কর্ম্মবিচারক ধর্ম্মসুদর্শক
কায়স্থ-জনক লোকগতি।
জয় অযোনিসম্ভব কায়সমুদ্ভব
রূপ অভিনব ক্ষত্রবর,
জয় চতুর্ভুজধর কভু দুই কর
লোকমনোহর বেশধর।
জয় চিত্রগুপ্ত-নাম লোক-অভিরাম
যমপুরধাম যম-রূপ,
জয় চতুর্দ্দশ যম সুর অনুপম
গুণ মনোরম ধর্ম্ম-ভূপ ॥

শ্রীগণপতি সরকার

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত

ব্রহ্মকায়োদ্ভব মূর্ত্তি দিব্য দীপ্তিমান,
দ্বিতীয় বিষ্ণুর কায়া করিয়া গ্রহণ,
আবির্ভূত হ'ল কেবা পুণ্য জ্যোতিষ্মান্,
ধ্যান-ভঙ্গে ধাতা যাঁরে করিল নন্দন !
অপূর্ব্ব বিগ্রহ, মরি ! কে তুমি দেবতা,
লেখনী ও মসিযুক্ত অসি-দণ্ডধারী,
চতুর্ভুজ সুশোভিত নবীন বিধাতা,
ভাগ্যলিপি-বিধায়ক শুভাশুভকারী।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম-বিধি করি' আচরণ,
কায়স্থ নূতন নামে হইয়া লাঞ্ছিত,
তব বংশ হ'বে খ্যাত ধরিত্রীভূষণ,
কুলে-শীলে-ধর্ম্মে-যশে হ'য়ে প্রতিষ্ঠিত !
বিরাট কায়স্থ-জাতি-পুরুষ-প্রধান,
তোমারে পূজিছে আজি তোমার সন্তান।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া, ১৩৩২ — শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

চিত্রগুপ্তাভ্যুদয়*

(নাটিকা)

নান্দী।

মালকোষ—ধামার।

জনন-পালন-লয়ে ধ্যান জ্ঞান অবিরাম। (১)
যাঁহার করিলে নাম পূর্ণ হবে মনস্কাম ॥
কেন মন থাক সুপ্ত, ভজ সেই চিত্রগুপ্ত,
লুপ্ত মান হবে দৃপ্ত, প্রাপ্ত হবে ব্রহ্মধাম।
যমভয় হবে লয়, ভজ দেব প্রাণারাম ॥

প্রথম অঙ্ক।

যমলোক

(দুইজন যমদূতের প্রবেশ)

১ম দূত। কি বল্‌ব ভাই, অবাক্ কাণ্ড, সব দিকে লণ্ড ভণ্ড,
কাজ ক'রে আর সুখ নাই, সব দুনিয়ার ফাঁকি।
গুতোর চোটে হতভম্ব অন্ধকার দেখি ॥

২য় দূত। যমের দোরে খেটে রে ভাই বড় আশা ছিল—
যমকে ফাঁকি দিতে পার্‌বো সবই বৃথা হ'ল !
অনর্থক খেটে খেটে প্রাণটা হল খাক।
তবুও যমের মন পাইনি চাপের উপর চাপ।

(সমস্বরে উভয়ের গীত)

---

* পৌরাণিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া "চিত্রগুপ্তাভ্যুদয়" নামক এই ক্ষুদ্র বি[অঙ্ক] [না]টিকাখানি রচিত হইল। চিত্রগুপ্ত-প্রসঙ্গে যে সকল কথা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, [এ]ই গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণগুলি উদ্ধৃত হইল।— লেখক।

(১) পাদ্মোত্তর খণ্ডীয় "চিত্রগুপ্তকথায়" ভীষ্মোত্তর-প্রার্থনা মধ্যে—
"উৎপত্তৌ প্রলয়ে চৈব ত্যাগে জ্ঞানে কৃতাকৃতে।
লেখকস্ত্বং সদা শ্রীমাংশ্চিত্রগুপ্ত নমোঽস্তু তে ॥" ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া এই [গা]নটী রচিত হইয়াছে।

সিন্ধু—খেমটা।

দুনিয়াদারী ঝকমারি সকলি যে ফক্কিকারী।
বাহাদুরী খাটে না আর লেগেছে রে দিগ্‌দারী ॥
কাজের যে নাই কো হদিস্
যমরাজের তাতেও রিষ
দুখের কথা ভাব্‌তে গেলে প্রাণে লাগে দাগা ভারী।

(ধর্ম্মরাজের প্রবেশ)

[উভয়ে ধর্ম্মরাজকে অভিবাদন]

ধর্ম্মরাজ। কহ দূত, শুষ্কমুখ কি হেতু নেহারি ?
হা হুতাশ গভীর নিশ্বাস,
পদে পদে বিরক্তি প্রকাশ—
কোন্ কাজে বুঝিতে না পারি ?
মহাকার্য্যে নিযুক্ত তোমরা,
রাখ লক্ষ্য জন্ম-মৃত্যু-জরা,
বিশ্বমাঝে কে আসে কে যায় ?
যাহা কিছু আমার শাসন—
তোমরাই করিছ রক্ষণ ;
তোমরাই আমার সহায়।

১ম দূত। মুখের কথায় প্রাণ ঠাণ্ডা হয় কি ধর্ম্মরাজ ?
কত ক্লেশ সবিশেষ বল্‌ব কি গো আজ !
যমের নামে ভয়ে কাতর সকল সমাজ
বাহাদুরী টানা হেঁচ্‌ড়া আমাদের কাজ।
(কিন্তু) জারিজুরী আর খাটে না, চারি দিকে গোল !
কাকে রাখি কাকে আনি মাথায় ঢালে ঘোল !

২য় দূত। খুলে বলি ধর্ম্মরাজ মরমের কথা !
সৃষ্টিকর্ত্তা বুড়দাদার নাহিক বিশ্রাম,
ক্রমাগত বাড়াচ্ছেন মনুষ্যের কাম।
কামভোগী নরনারী কামনার ফলে
জন্মিতেছে পঙ্গপাল সম দলে দলে।

একই নামে শতজন বড়ই বিভ্রাট্
কারে রাখি' কারে আনি বিষম ঝঞ্ঝাট।
খাঁদাপুতের নাম রাখে শ্রীপদ্মলোচন,
খুঁজে শেষে বার করা বড়ই বিষম।

১ম দূত। বারজন যম সহ তুমি ধর্ম্মরাজ,
পরলোক শাসিতেছ নাহি লোকলাজ।
তোমার নাহিক চিন্তা, চিন্তার অতীত,
বারজনে বার ভাব, নাহি হিতাহিত।
এক যম যদি বলে আন পঞ্চশিখ,
অন্যজনে বাধা দিয়ে হাসে ফিক্ ফিক্।
অন্যজনে বলে তবে আন পঞ্চশিরা,
হুকুম তামিল চাই. জীবন্ত বা মরা।
বারজনের বার হুড়োয় প্রাণে মারা যাই,
এখন কি করি বল শ্রীধর্ম্ম গোঁসাই।

ধর্ম্মরাজ। বুঝেছি, বুঝেছি দূত, বিধাতার লীলা !
অনিয়ত সৃষ্টিক্রম চ'লেছে ধরায়,
কত আশে যায়, কেবা করে তার নিরূপণ ?
অনির্দ্দিষ্ট জগৎ-সংসার, অনির্দ্দিষ্ট জীবন-মরণ !
উদ্বেলিত সংসার-সাগর,
রঙ্গে ভঙ্গে কত বিম্ব উঠে,
কাল স্রোতে কোথা ভেসে যায়।
কালরূপে মহাকাল সংহারের ভার
দিয়াছেন আমার উপর ;
কিন্তু অপূর্ব্ব বিচার !
সৃষ্টিক্রম যতই বাড়িছে, পদে পদে ভ্রান্তি দুর্ণিবার !
কি করিবে যমরাজগণ,
বিধি বিড়ম্বন—অনির্দ্দিষ্ট নিয়ম-অতীত।
এক নামে শত শত জন, বিচিত্র বিভ্রম !
দীর্ঘজীবী কেবা, কার কাল শেষ—
না পারে করিতে নিরূপণ !

তাই অধোগতি আজি হেরি চারিদিকে,
বিশৃঙ্খলা চতুর্দ্দশ ভুবনে বিরাজে।

(নারদের প্রবেশ)

গীত

বসন্ত—ধামার

জগবন্ধু কৃপাসিন্ধুর মায়া কে বুঝিতে পারে।
যে বুঝেছে সেই মজেছে, কালের ডরে সে কি ডরে॥
আশার বাসা যে ভেঙ্গেছে, হৃৎপিপাসা তার মিটেছে,
অনন্তের পথিক যে জন, অনিত্য কি তার মনে ধরে।
নিত্য সত্য সনাতনে সেই পেয়েছে হৃদিপুরে॥

নারদ। কহ ধর্ম্মরাজ, কেন হেরি বিষণ্ণ বদন!
অধোমুখে কেন হেরি তব দূতগণ?
বিধির বিধানে কালদণ্ড করিছ ধারণ
নিখিল ভুবনে তব তরে ধর্ম্মের শাসন।
বিবেক বৈরাগ্য হেতু উন্নত মানব!
জ্ঞানামৃত-পিপাসায় ব্যাকুল যে সব;
হরিপ্রেমে ফুল্ল প্রাণে দিতেছে সাঁতার,
নাহি শোক দুঃখ, বহে প্রীতি-পারাবার।

ধর্ম্মরাজ। যা কহিলে সত্য মুনিবর!
আনন্দ-সাগরে ভাসে নর অকাতর!
কিন্তু সে আনন্দ ব্রহ্মানন্দ প্রেমানন্দ নয়।
দূতমুখে সত্য কথা হইবে প্রকাশ!

১ম দূত। কি বল্‌ব দেব সত্যি কথা, শুন্‌লে মনে পাবে ব্যথা?
উল্টা সৃষ্টি হিতে বিপরীত!
ধড়েতে না থাক্‌লে মুখ, কথা কইতে যেম্নি সুখ,
তেম্নি সুখী নরনারী যত।
প্রতিক্ষণে কত জন্ম, কে জানে বা তার মর্ম্ম,
যমের দূত কখন যে টানে!

কিছু নাই ঠিক ঠিকানা, যমের হুকুম নাইকো মানা,
রামের ভ্রমে শ্যামকে টেনে আনে।
আছে বটে বারটী যম, ধর্ম্মরাজ ছাড়া,
কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই কেবল দেন হুড়া।
ধরে আন্‌লেম যে জনাকে, সে আবার ফেরত হল
যার আয়ু শেষ হয় নাই, তাকেই ধরে নিল।
দোকর তেকর খাট্‌তে খাট্‌তে আমরা গেলুম মারা।
আমাদের ঠেলার চোটে মানুষগুলা সারা।

নারদ। বুঝিয়াছি ধর্ম্মরাজ সৃষ্টি-বিড়ম্বনা,
মরণের রাজ্যে অনিয়ম—নাহিক শৃঙ্খলা।
যমের প্রভুত্ব যাবে এ-ভাব চলিলে
ধরাধামে অবিচার-অত্যাচার হইবে প্রবল।
যাগ-যজ্ঞ কে আর করিবে,
দেবতার দুর্দ্দশা আসিবে!
দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন,
ভেদাভেদ রবে কি প্রকার?
যিনি সৃষ্টিমূল নিখিল বিধাতা,
মহাধ্যানে আছেন নিরত,
তাঁর কাছে চল, দণ্ডধর!
ধরামর রক্ষার কারণ
নিয়মশৃঙ্খলা-সদুপায়
তাঁহা হতে হইবে নিশ্চয়॥

ধর্ম্মরাজ। হে দেবর্ষে, তব যুক্তি অনিবার্য্য, শিরোধার্য্য মম,
কৃপা করি লয়ে চল পিতামহ পাশে,
তোমার আহ্বানে সর্ব্বকার্য্য হবে সমাধান।
যাও দূত, ত্বরায় প্রস্তুত হও!

(দূতগণের প্রস্থান। পরে ধর্ম্মরাজ ও নারদের
গান করিতে করিতে গমন)

গীত

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ

কোথা হ'তে কোথা আসে, কাল-স্রোতে ভেসে যায়।
ব্রহ্মানন্দে না চিনিয়া, নিরানন্দে কাল কাটায়॥
অসার অসত্য ত্যজ, প্রাণ খুলে হরি ভজ,
ব্রহ্মামৃতরসে মজ, ম'জনা বৃথা মায়ায়।
চিন্ত চিতে চিন্তামণি, ঘুচিবে মনের গ্লানি,
দুঃখ দৈন্য দূর হবে, মুক্তি পাবে অচিরায়॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(সমুদ্রতীর)

(ব্রহ্মা ধ্যানস্থ, নারদ ও যমগণের প্রবেশ)

ধর্ম্মরাজ। হে দেবর্ষে! তোমার কথায়
আসিলাম ব্রহ্ম সন্নিধানে।
কিন্তু ধ্যানমগ্ন পিতামহ,
সাক্ষাতের কি হবে উপায়?

নারদ। স্থির হও ধর্ম্মরাজ হওনা উতলা,
ভক্তাধীন ভগবান্ জগৎপাবন।
ভক্তিভরে বিধাতারে কর নিবেদন—
হবে পূর্ণ মনস্কাম, পাবে দরশন।

(স্তবগান)

ঝিঝিট - একতালা

অপতির গতি, ত্বংহি প্রজাপতি
প্রথম পুরুষ পরম কারণ।
নিখিল-নিদান ত্রিদিব-প্রধান
জ্ঞান গরীয়ান্ জীবের জীবন॥

পরাৎপরপর, দেব বিশ্বম্ভর,
নির্ম্মল নির্জ্জর পতিত-পাবন।
নমি বার বার হের একবার
পদপ্রান্তে মোরা লয়েছি শরণ॥
ওহে ভবধব, জগৎবিপ্লব
কৃপা করি ত্বরা কর নিবারণ।
উর পদ্মাসন করি আকিঞ্চন
রক্ষ রক্ষ দেব শমন-শাসন॥

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। হে নারদ! অসময়ে কেন আগমন?
ধর্ম্মরাজ, কেন হেরি বিশুষ্ক বদন?
বল বল বৎস, আমায় কি প্রয়োজন?

নারদ। অন্তর্যামী তুমি নিরঞ্জন,
মনের বেদন করিব কি নিবেদন।
অবিদিত কি আছে তোমার?

ধর্ম্মরাজ। হে বিধাতা, কালের নিয়ন্তা তুমি!
দিয়ে কালদণ্ড, একি কাণ্ড,
কালচক্র করিলে বিকল;
সৃষ্টিক্রম যায় রসাতল।
থাকে না যে যমের সংযম।
রাখ প্রভু যমের সম্মান।

ব্রহ্মা। ধর্ম্মরাজ! নাহি চিন্তা আর,
বুঝিয়াছি সংসার ব্যাপার,
কালচক্র বিধির বিধান
কেবা পারে করিতে অন্যথা?
বিপ্লবেতে বৈচিত্র্য উদ্ভব,
সুনিয়ম শৃঙ্খলা-স্থাপন।
সর্ব্বহিত করিতে সাধন,
ধ্যানমগ্ন ছিনু বহুকাল

গীত

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ

কোথা হ'তে কোথা আসে, কাল-স্রোতে ভেসে যায়।
ব্রহ্মানন্দে না চিনিয়া, নিরানন্দে কাল কাটায়॥
অসার অসত্য ত্যজ, প্রাণ খুলে হরি ভজ,
ব্রহ্মামৃতরসে মজ, ম'জনা বৃথা মায়ায়।
চিন্ত চিতে চিন্তামণি, ঘুচিবে মনের গ্লানি,
দুঃখ দৈন্য দূর হবে, মুক্তি পাবে অচিরায়॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(সমুদ্রতীর)

(ব্রহ্মা ধ্যানস্থ, নারদ ও যমগণের প্রবেশ)

ধর্ম্মরাজ। হে দেবর্ষে! তোমার কথায়
আসিলাম ব্রহ্ম সন্নিধানে।
কিন্তু ধ্যানমগ্ন পিতামহ,
সাক্ষাতের কি হবে উপায়?

নারদ। স্থির হও ধর্ম্মরাজ হওনা উতলা,
ভক্তাধীন ভগবান্ জগৎপাবন।
ভক্তিভরে বিধাতারে কর নিবেদন—
হবে পূর্ণ মনস্কাম, পাবে দরশন।

(স্তবগান)

ঝিঝিট - একতালা

অগতির গতি, ত্বংহি প্রজাপতি
প্রথম পুরুষ পরম কারণ।
নিখিল-নিদান ত্রিদিব-প্রধান
জ্ঞান গরীয়ান্ জীবের জীবন॥

পরাৎপরপর, দেব বিশ্বম্ভর,
নির্ম্মল নির্জ্জর পতিত-পাবন।
নমি বার বার হের একবার
পদপ্রান্তে মোরা লয়েছি শরণ॥
ওহে ভবধব, জগৎবিপ্লব
কৃপা করি ত্বরা কর নিবারণ।
উর পদ্মাসন করি আকিঞ্চন
রক্ষ রক্ষ দেব শমন-শাসন॥

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। হে নারদ! অসময়ে কেন আগমন?
ধর্ম্মরাজ, কেন হেরি বিশুষ্ক বদন?
বল বল বৎস, আমায় কি প্রয়োজন?

নারদ। অন্তর্যামী তুমি নিরঞ্জন,
মনের বেদন করিব কি নিবেদন।
অবিদিত কি আছে তোমার?

ধর্ম্মরাজ। হে বিধাতা, কালের নিয়ন্তা তুমি!
দিয়ে কালদণ্ড, একি কাণ্ড,
কালচক্র করিলে বিকল;
সৃষ্টিক্রম যায় রসাতল।
থাকে না যে যমের সংযম।
রাখ প্রভু যমের সম্মান।

ব্রহ্মা। ধর্ম্মরাজ! নাহি চিন্তা আর,
বুঝিয়াছি সংসার ব্যাপার,
কালচক্র বিধির বিধান
কেবা পারে করিতে অন্যথা?
বিপ্লবেতে বৈচিত্র্য উদ্ভব,
সুনিয়ম শৃঙ্খলা-স্থাপন।
সর্ব্বহিত করিতে সাধন,
ধ্যানমগ্ন ছিনু বহুকাল

পাইয়াছি উচিত সন্ধান,
উপযুক্ত হইবে বিধান।

ধর্ম্মরাজ। কত পিতামহ !
এ দুঃখের কবে অবসান !

নারদ। ধন্য তব লীলা, লীলাময়,
তব লীলা বুঝে সাধ্য কার ?

ব্রহ্মা। শুন শুন অপূর্ব্ব কথন,
অতি পুরাতন অথচ নূতন !
আদিসৃষ্টিক্রম বিশ্ব-রক্ষা-হেতু !
সৃষ্টির প্রথম তমোভূতে আবৃত আকাশ,
দেবসৃষ্টি দীপ্তির বিকাশ !
তমোরাত্রি করিবারে নাশ
তেজোময় সূর্য্যের প্রকাশ,
রবি করে বিশ্ব আলোকিত,
প্রস্ফুটিত ভুবন-কমল।
স্থাবর জঙ্গম ভূচর খেচর জলচর—
বিশ্ব-সৃষ্টি কৈনু যথাক্রম।
আদিসৃষ্টি-পরিপুষ্ট দেবাসুরনর
সৃষ্টি বৃদ্ধি হেতু সবে হৈল অগ্রসর।
অল্প দিনে সৃষ্ট জীবে ব্যাপ্ত চরাচর
ত্রয়োত্রিংশ হ'তে দেবতা তেত্রিশ কোটি !
এইরূপে বিশ্বমাঝে সৃষ্টির বিস্তার,
এইরূপে পূর্ব্ব কল্পে ধর্ম্মরাজ তব
সূর্য্য হতে জন্ম, সহ ত্রয়োদশ জন,
কাল-ধর্ম্মে শাসিবারে চৌদশ ভুবন।

ধর্ম্মরাজ। একি কথা, কহ দেব, বুঝিতে না পারি,
মোরা তের যম, আর জন কি হেতু না হেরি ?

নারদ। ভুলেছ কি ধর্ম্মরাজ আত্ম-পরিচয় ?
যজ্ঞভাগ লইবার আশে, দণ্ডধর,
নৈমিষেতে ক'রেছিলে যজ্ঞ আড়ম্বর।

শমন[illegible]ভাব হ'য়েছিল তিরোভাব,
হাহাকার উঠে ছিল ত্রিদিব-সভায়। (২)
পিতৃদেব করিবারে তোমারে সান্ত্বনা,
তোমার সোদর চিত্রগুপ্তে দিল আনি
কি রূপে বিস্মৃত হলে সে পুরা কাহিনী ?

---

(২) কাশী দাসী মহাভারতে এইরূপ চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে—

"অগস্ত্য বলেন সত্য কহিলেন ব্যাস।
আমি যাহা জানি শুন পূর্ব্বের আভাস॥
পূর্ব্বে এক কালে যজ্ঞ করেন শমন।
অহিংসাতে কোন প্রাণী না হয় মরণ॥
মনুষ্যে পূরিল ক্ষিতি দেবে ভয় হৈল।
সবে আসি ব্রহ্মারে সকলি নিবেদিল॥
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ।
নৈমিষকাননে যজ্ঞ করেন শমন॥
ব্রহ্মারে দেখিয়া যম উঠি সম্ভাষেণ।
কি কর্ম্ম করহ বলি ধাতা জিজ্ঞাসেন॥
সৃষ্টির উপরে আছে তব অধিকার।
পাপ পুণ্য বুঝি দণ্ড দিবা সবাকার॥
তাহা ছাড়া তুমি আসি যজ্ঞে দিলে মন।
মম বাক্য লঙ্ঘিতেছ না চাহি শমন॥
শুনিয়া করেন যম করি জোড় পাণি।
মম শক্তি এ কর্ম্ম নহিলে পদ্মযোনি॥
সব দেবগণ মধ্যে আমি হৈনু চোর।
ত্রিভুবন উপরে বিষয় দিলা মোর॥
ত্রৈলোক্যের রাজা হৈয়া দেব পুরন্দর।
তিনি যজ্ঞ করিতে পায়েন অবসর॥
কুবের বরুণ যজ্ঞ ইচ্ছা কৈলে করে।
অবকাশ মুহূর্ত্তেক নাহিক আমারে॥
না পারিনু এ কর্ম্ম করিতে দেবরাজ।
অন্য কোন জনেরে সমর্থ এই কাজ॥
না পাইনু পাপ পুণ্য কর্ম্মের নির্ণয়।
কার কত কাল আয়ু নির্ণয় না হয়॥
যমের বচনেতে চিন্তিত প্রজাপতি।
সেই কালে বায়ু হইতে হইল উৎপত্তি॥

ধর্ম্মরাজ। হে দেবর্ষি হ'য়েছে স্মরণ—
পূর্ব্ব-কল্প-কথা পুরাতন।
চিত্রগুপ্ত আমার অনুজ,
মহাযোগী সৌরি মতিমান্।
গুহ্য ধর্ম্ম-রহস্য প্রকাশি'
পিতৃদেবে কৈলা পুলকিত,
তৃপ্ত তত্ত্বে দেব-ঋষিগণ। (৩)
কিন্তু মোর ছোট ভাই সেই মহাজন
কোথা এবে, নাহি তার পাই নিদর্শন?

ব্রহ্মা। শুন যমরাজ, দিতে তাহারি সন্ধান
আসিয়াছি সাধিবারে তোমারি কল্যাণ।
চিত্রগুপ্ত পূর্ব্ব-কল্পে তোমারি কারণ
সূর্য্যের নন্দনরূপে দেব-অবতার।
বলাসুর-রণ-কালে বজ্রদণ্ড করে
বীরত্ব প্রকাশ তার জানে দেবাসুরে।

লেখনী দক্ষিণ করে তাড়িপত্র বামে।
জাতিতে কায়স্থ হইল চিত্রগুপ্ত নামে॥
যমেরে বলেন তুমি রাখ সবে এরে।
যখন যে জিজ্ঞাসিবে কহিব তোমারে॥
যাহার যে কর্ম্ম হয় জানিতে পারিবে।
ভাবিরূপ হৈয়া তারে বিকাশ করিবে॥
আপনার কর্ম্মভোগ ভুঞ্জিতে সংসার।
তথাপিহ তোমার উপর অধিকার॥
ব্রহ্মার বচনে যম প্রবোধ পাইয়া।
সংযমনী স্থানে যান যজ্ঞ সমাপিয়া॥"
(মহাভারত, আদি ১৫২ পৃঃ)

(৩) "রমণীয়া কথা দিব্যা যুষ্মত্তো যা ময়া শ্রুতা।
শ্রূয়তাং চিত্রগুপ্তস্য ভাষিতং মম চ প্রিয়ম্॥২৯
ন হি দত্তস্য দানস্য নাশোঽস্তীহ কদাচন।
চিত্রগুপ্তমতং শ্রুত্বা হৃষ্টরোমা বিভাবসুঃ॥৪৯
উবাচ দেবতাঃ সর্ব্বাঃ পিতৄংশ্চৈব মহাদ্যুতিঃ।
শ্রুতঞ্চ চিত্রগুপ্তস্য ধর্ম্মগুহ্যং মহাত্মনঃ॥৫০
(মহাভারত, অনুশাসন, ১৩০ অধ্যায়)

বিশ্বের দুর্ভাগ্য হেতু চঞ্চলা কমলা,
সমুদ্রের গর্ভে যবে প্রবেশ করিলা,
সেই কালে চিত্রগুপ্ত ত্যজি স্বর্গলোক
মহার্ণবে প্রবেশিলা লক্ষ্মীর সেবায়।
সমুদ্র-মন্থন-কালে পুনঃ দেবাগ্রহে
কমলার সহ চিত্রগুপ্তের উদয়!
কিন্তু পুনঃ স্বর্গলোকে না করি গমন,
চিরপ্রিয় ব্রহ্মজ্ঞানে নিমগ্ন-কারণ
বহুকাল ব্রহ্মপদে হ'য়েছিল লীন।
ধ্যানযোগে তব দুঃখ করি নিরীক্ষণ,
আকুল হইয়া যবে মেলিনু নয়ন,
দেখিলাম চিত্রগুপ্ত সম্মুখে আমার—
ঘনশ্যাম কম্বুগ্রীব আয়ত-লোচন,
বিশাল হৃদয়স্থল হার বিরাজিত
এক হস্তে বজ্রদণ্ড, পর হস্তে অসি,
এক হস্তে মসিপাত্র, অপরে লেখনী,
এই রূপ মহাকায় দেখিলাম আমি,
বিদ্যুদ্দাম-সমুদ্ভাসি যজ্ঞসূত্র-গলে
ব্রহ্মজ্যোতিঃ-ব্যাপ্ত মুখ দিব্যাম্বর শোভে।
আমার শরীর হতে জন্মের কারণ,
"কায়স্থ" বলিয়া তারে কৈনু সম্বোধন,
এই নামে খ্যাত হবে নিখিল ভুবন।
ব্রহ্ম-কায়োদ্ভব হেতু সূর্য্যের নন্দন,
ব্রহ্মক্ষত্র নামে বংশ হইবে উজ্জ্বল।
যমপুরে চিত্রলোকে হবে অধিষ্ঠান,
জীবের যে পাপ-পুণ্য করিতে সন্ধান
তোমাদের সর্ব্বদুঃখ শেষ এত দিনে,
নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব কর তাহার কল্যাণে।
ত্রেতা শেষে পুনরায় দ্বাপর আসিবে
কৃষ্ণরূপে ভগবান্ উদয় হইবে।

তাঁর পুত্র শাম্ব হবে অতি রূপবান্
পিতৃশাপে কুষ্ঠরোগে পড়িবে ধীমান্।
নারদের উপদেশে রোগমুক্তিতরে,
কৃষ্ণপুত্র সূর্য্যদেবে ডাকিবে কাতরে।
চন্দ্রভাগা-সরিত্তীরে ভক্তির পূজায়,
মিত্র নামে সূর্য্যদেব উদিবে ধরায়।(৪)

---

(৪) "তস্যা যা প্রথমা মূর্ত্তিরাদিত্যস্তেন্দ্রসংজ্ঞিতা।
স্থিতা সা দেবরাজত্বে দানবাসুরনাশিনী ॥ ১০
দ্বিতীয়া চাস্য যা মূর্ত্তির্নাম্না ধাতেতি কীর্ত্তিতা।
স্থিতা প্রজাপতিত্বে সা বিধাত্রী সৃজতে প্রজাঃ ॥১১
তৃতীয়া তস্য যা মূর্ত্তিঃ পর্জন্য ইতি বিশ্রুতা।
করেষ্বেব স্থিতা সা তু বর্ষত্যমৃতমেব হি ॥১২
চতুর্থী তস্য যা মূর্ত্তির্নাম্না পূষেতি বিশ্রুতা।
মন্ত্রেষ্বেব স্থিতা সা তু প্রজা পুষ্ণাতি ভারত ॥১৩
মূর্ত্তির্যা পঞ্চমী তস্য নাম্না ত্বষ্টেতি বিশ্রুতা।
বনস্পতিষু সা নিত্যমোষধীষু চ বৈ স্থিতা ॥১৪
ষষ্ঠী মূর্ত্তিস্তু যা তস্য অর্যমেতি চ বিশ্রুতা।
প্রজাসংবরণার্থং সা পুরেষ্বেব স্থিতা সদা ॥১৫
ভানোর্যা সপ্তমী মূর্ত্তির্নাম্না ভগ ইতি স্মৃতা।
ভূমৌ ব্যবস্থিতা সা তু স্বাধরেষু চ ভারত ॥১৬
অষ্টমী চাস্য যা মূর্ত্তির্বিবস্বানিতি সংজ্ঞিতা।
অগ্নৌ ব্যবস্থিতা সা তু পচতেঽন্নং শরীরিণাম্ ॥১৭
নবমী চিত্রভানোর্যা মূর্ত্তিরংশুরিতি স্মৃতাঃ।
বীরচন্দ্রে স্থিতা সা তু আপ্যায়য়তি বৈ জগৎ ॥১৮
মূর্ত্তির্যা দশমী তস্য বিষ্ণুরিত্যভিধীয়তে।
প্রাদুর্ভবতি সা নিত্যং গীর্ব্বাণারিবিনাশিনী ॥১৯
মূর্ত্তিস্ত্বেকাদশী যা তু ভানোর্ব্বরুণসংজ্ঞিতা।
জীবায়য়তি সা কৃৎস্নং জগদ্ধি সমুপাশ্রিতা ॥২০
অপাং স্থানং সমুদ্রস্তু বরুণোঽত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।
তস্মাদ্বৈ প্রোচ্যতে বীর সাগরো বরুণালয়ঃ ॥২১
মূর্ত্তির্যা দ্বাদশী ভানোর্নামতো মিত্র-সংজ্ঞিতা।
লোকানাং সা হিতার্থন্তু স্থিতা চন্দ্রসরিৎতটে ॥" ২২
(ভবিষ্যপুরাণ ৭৪ অধ্যায়)
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড ৪র্থ অংশ ৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মাণ্ডব্যের শাপে, নরজন্ম করিতে গ্রহণ (৫)
চিত্র মহাজন মিত্র-পুত্ররূপে দেখা দিবে;
তপশ্চর্য্য আচরণ প্রকাশিয়া ভবে
প্রভাসে শরীর ছাড়ি' আবার আসিবে। (৬)
কোন চিন্তা নাই বৎস, চলিনু এখন,
সমাদরে মহাজনে কর হে গ্রহণ।

(ব্রহ্মার প্রস্থান)

(চিত্রগুপ্তদেবকে দেখাইয়া)

নারদ। হের দিব্য জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ রতন,
লেখনী দক্ষিণ হস্তে মসিপাত্র বামে,
বজ্রদণ্ড অসিধারী, মহিষ-বাহন,
যুগে যুগে অবতার শ্রীকায়স্থ-নামে,
কায়স্থের আদি পিতা অজর অমর।

---

(৫) "ততঃ স মুনিশার্দ্দূলো লেখকং তং সমব্রবীৎ।
অল্পোঽপরাধো মে লেখাত্বয়া বহুতরী কৃতঃ ॥
চ্যব ত্বং ধর্ম্মতস্তু শীঘ্রং পাপীয়ান্ ভব লেখক।
ইতি পাপাৎ প্রব্যথিতশ্চিত্রগুপ্তো মহাবলঃ ॥
পর্য্যুপাসত তং শীঘ্রমৃষিং মাণ্ডব্যসংজ্ঞকম্।
কালেন কিয়তা সোঽপি চিত্রগুপ্তমুবাচ হ ॥
মম শাপস্তু বিফলো ন কদাপি ভবিষ্যতি।"
অহল্যাকামধেনুধৃত পদ্মপুরাণান্তর্গত পাতাল খণ্ডীয়বচন ॥

(৬) "মিত্রোনাম পুরা দেবী ধর্ম্মাত্মাভূদ্ধরাতলে ॥২
কায়স্থঃ সর্ব্বভূতানাং নিত্যং প্রিয়হিতে রতঃ।
তস্যাপত্যং স্বয়ং জজ্ঞে ঋতুকালাভিগামিনঃ ॥৩
পুত্রঃ পরম তেজস্বী চিত্রোনাম বরাননে।
তথা চিত্রাভবৎ কন্যা রূপাঢ্যা শীলমণ্ডনা ॥৪
আভ্যাং তু জাতমাত্রাভ্যাং মিত্রঃ পঞ্চত্বমাপ্তবান্।
অথ তস্য চ যা ভার্য্যা সহ তেনাগ্নিমাবিশৎ ॥৫
অথ তৌ বালকৌ দীনাবৃষিভিঃ পরিপালিতৌ।
বৃদ্ধিং গতৌ মহারণ্যে বালার্কেব স্থিতৌ ব্রতে ॥৬
স চিত্রগুপ্তনামাভূদ্বিশ্বচারিত্রলেখকঃ ॥" ৩৮
(স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড, ১২৩ অধ্যায়)

কায়স্থের পুণ্য-তিথি জগতে উদয় !
কার্ত্তিক-দ্বিতীয়া আজি দেবের প্রকাশ ॥
পূজ নর, সযতনে আনন্দ উৎসবে
মুক্তি দিবে অচিরাৎ দেব স্বপ্রকাশ !

(সমবেত গীত)

ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

ভক্তিভরে ডাকলে পরে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়।
দুঃখ-লিপি খণ্ডে' যাবে, অন্তে মুক্তি সুনিশ্চয় ॥
বিধিলিপি হাতে যার,
দিব্যচক্ষু সারাৎসার,
ভজ তারে অনিবার, ভজ করুণানিলয়।
জয় জয় চিত্রগুপ্ত, জয় জয় জ্যোতির্ম্ময় ॥

(যবনিকা পতন)

চিত্রগুপ্তোৎপত্তি ও তাঁহার বংশবিস্তার।*

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ১০ম অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে,*—

"একদা ঋষয়ঃ সর্ব্বে সূতং পপ্রচ্ছুরাদরাৎ।
কস্য বংশে সমুৎপন্নশ্চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ ॥১
তস্য বৈ চেষ্টিতং সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
এতৎ কৌতূহলং ব্রহ্মন্ ধর্ম্মাখ্যানে মহামতে ॥২

সূত উবাচ—সাধু সাধু মহাবাহো লোকানুগ্রহকারক।
শৃণ্বন্তু ঋষয়ঃ সর্ব্বে শৌনকাদ্যাঃ সমাসতঃ ॥
গাঙ্গেয়েন পুরা পৃষ্টোঽগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ।
চিত্রগুপ্তস্য মাহাত্ম্যং প্রাদুর্ভাবং তথৈব চ ॥৪
চরিতং চিত্রগুপ্তস্য ধর্ম্মাখ্যানমনুত্তমম্।

ভীষ্ম উবাচ—চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমাণাং তথৈব চ ॥৫
সংভবঃ সঙ্করাণাং চ শ্রুতো বিস্তরশো ময়া।
ভূয় এব মহাপ্রাজ্ঞ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥৬
কায়স্থ ইতি যো লোকে কথং চেৎ দ্বিজসত্তম।
সর্ব্বেষাং চ মহাপ্রাজ্ঞ মধ্যে চায়ং প্রকাশয় ॥৭
বৈষ্ণবাশ্চ সুশীলাশ্চ সভামধ্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
সুধীয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু কাব্যালংকারসূক্তিষু ॥৮
পোষকাশ্চাত্মবর্গস্য ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথং জাতা মহামুনে ॥৯
এষ মে সংশয়ো ব্রহ্মন্ কায়স্থোৎপত্তিকারণে।
কস্মাজ্জাতাঃ কিমাচারাঃ কস্য পুত্রাশ্চ তেঽভবন্ ॥১০
কেন সৃষ্টাঃ পুরা ব্রহ্মন্ মম ব্যাখ্যাতুমর্হসি।

---

* কাশীবাসী শ্রীকামতাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব্য বিরচিত 'চিত্রবংশনির্ণয়' নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল। (১ম ভাগ ১৩-১৪ পৃঃ) মুদ্রিত পদ্মপুরাণে ঐ সকল শ্লোক না পাওয়ায় গ্রন্থকারকে লেখা হয়, তদুত্তরে তিনি জানাইয়াছেন যে কাশীর সরস্বতীভবনের হস্তলিখিত পুথি দেখিয়া ঐ অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

অগস্ত্য উবাচ—শৃণু বক্ষ্যামি গাঙ্গেয় কায়স্থোৎপত্তিকারণং ॥১১
ন শ্রুতং চ ত্বয়া পূর্ব্বং তন্মে নিগদিতঃ শৃণু।
অব্যক্তপ্রভবো ব্রহ্মা তেন সৃষ্টং চরাচরং ॥১২
মুখতো ব্রাহ্মণা জাতাঃ ক্ষত্রিয়া বাহুজাস্তথা।
উরুভ্যাং জজ্ঞিরে বৈশ্যাঃ পদ্‌ভ্যাং শূদ্রস্তথৈব চ ॥১৩
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ দেবৌ গিরয়ঃ সাগরা নদী।
নক্ষত্রাণি দিশা ভূমি পাতালং ভূভু্র্বাদিকম্ ॥১৪
একাহ্নে সসৃজে সর্ব্বান্ ভূতগ্রহপিশাচকান্।
উদ্ভিজাশ্চাণ্ডজাশ্চৈব স্বেদজাশ্চ জরায়ুজাঃ ॥১৫
এবং বহুবিধানেন বিশ্বমুৎপাদ্য ভারত।
স্ব স্বাধিকারমাদিশ্য প্রাহ দক্ষং প্রজাপতিং ॥১৬
প্রজাঃ সৃজস্ব পুত্র ত্বং ত্বয়ি ভারসমর্পিতঃ।
ইত্যাজ্ঞাপ্য সুরশ্রেষ্ঠং সৃষ্টিং সংভারহেতুকম্ ॥১৭
ততস্ত ব্রহ্মণা তেন সৎকৃতং তন্নিবোধ মে।
সমাধিং চাবিবেশাথ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥১৮
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
তচ্ছরীরান্ মহাবাহো শ্যামঃ কমললোচনঃ ॥১৯
কম্বুগ্রীবো দৃঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
লেখনীপাটিকাহস্তো মসীভাজনসংযুতঃ ॥২০
নির্গত্য চাগ্রতস্তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
উৎপন্নে চিত্রগুপ্তে তু ধ্যানাচ্চলিতমানসঃ ॥২১
ত্যক্ত্বা সমাধিং গাঙ্গেয় স দৃষ্টঃ পরমেষ্ঠিনা।
অধশ্চোর্দ্ধং নিরীক্ষ্যাথ পুরুষং চাগ্রতস্থিতম্ ॥২২
পপ্রচ্ছ কো ভবানগ্রে তিষ্ঠসে পুরুষর্ষভ।
নিশম্যেত্যব্রবীত্তীম ব্রহ্মাণং পুরুষস্তদা ॥২৩

পুরুষ উবাচ—শরীরং তে বিনির্দ্ধূর্য কায়াত্তেঽহং বিনির্গতঃ।
নামভেদে হি ভগবন্নধিকারং চ মে তথা ॥২৪
তং প্রহস্য ব্রবীদ্ ব্রহ্মা পুরুষং বৈ শরীরজম্।
চিত্রগুপ্তেতি তে নাম কায়াত্বং যদ্বিনির্গতঃ ॥২৫
তস্মাৎ কায়স্থ বিখ্যাতো ভব ত্বং সর্ব্বলেখকঃ।

ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থ ধর্ম্মরাজপুরঃ সদা ॥২৬
স্থিতির্ভবতু তে পুত্র কালজ্ঞস্ত্বং ভবিষ্যসি।
পুত্রান্ সংসৃজ্য পুত্র ত্বং তেষু ধর্ম্মান্ সমাদিশ ॥২৭
দেবানাং পূজনে তেষাং বিশেষেণ সমাদিশ।
যস্মিন্ রাজ্যে ন তে পুত্রা রাজ্যনাশো ভবিষ্যতি ॥২৮
গচ্ছাবন্তীপুরী তাত তপঃ কুরু মহামতে।
সমুদ্দিশ্যেতি তং ব্রহ্মা স্বধাম সমপদ্যত ॥২৯
ততস্ত চিত্রগুপ্তোঽসৌ গত্বাবন্তীং মনোরমাম্।
দশবর্ষসহস্রাণি তপস্তেপে সুদারুণং ॥৩০
অষ্টাশীতিসহস্রৈস্ত মুনিভিঃ সহিতো বিধিঃ।
গত্বোপবীতং কৃত্বাথ দদৌ তস্মৈ শুভাশিষঃ ॥৩১
তত্রৈকো ব্রহ্মণো ধীমান্ বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
সুশর্মেতি সমাখ্যাতঃ পুত্রার্থমকরোত্তপঃ ॥৩২
তস্য পুত্রী সমুৎপন্না সূর্য্যায় মুনিনার্পিতা।
পুনর্মুনিস্তপস্তেপে ব্যোমবাণী তদাভবৎ ॥৩৩
ক্ষম্যতামাদিপুরুষং ভজ বিপ্র সমাহিতঃ।
তেনোদ্বাহ্য তব সুতা যস্য বংশক্ষতির্ন হি ॥৩৪
অথৈকদা শিবো দেব্যা সহিতো রবিমন্বগাৎ।
দৃষ্ট্বা কন্যাং তদুৎপত্তিং রবিং পপ্রচ্ছ শঙ্করঃ ॥৩৫
তস্মাত্তদ্ভবং জ্ঞাত্বা গত্বাবন্তীং শুভাবতীম্।
চিত্রগুপ্তায় রুদ্রেণ দাপিতা রবিসন্নিধৌ ॥৩৬
সূর্য্যোপি ব্রহ্মপুত্রস্য শ্রাদ্ধদেবস্য বৈ সুতাম্।
নন্দিনীং দত্তবান্ প্রেম্না চিত্রগুপ্তায় ধীমতে ॥৩৭
সুরর্ষি সহিতো ব্রহ্মা দত্বা তস্মৈ শুভাশিষং।
যযৌ স্বধামপরমং সাবিত্র্যা সহিতো মুদা ॥৩৮
বভুবুস্তনয়াস্তস্য রবিপৌত্রঃ মহাবলাঃ।
যুগংধরস্তথা ভানুঃ প্রকাশোঽথ বৃষধ্বজঃ ॥৩৯
তথা রামদয়ালুশ্চ চত্বারো নন্দিনীসুতাঃ।
অষ্টৌ পুত্রাঃ শুভাবত্যো বভুবুঃ পরমাদ্ভুতাঃ ॥৪০
শ্যামসুন্দর নামা চ তথা শার্ঙ্গধরোঽপরঃ।

তৃতীয়ো ধর্ম্মদত্তশ্চ তথা দামোদরোঽপরঃ ॥৪১
পঞ্চমঃ সুমতিশ্চৈব তথা দীনদয়ালুকঃ।
সপ্তমস্তু সদানন্দস্তথা রাঘবরামকঃ ॥৪২
উপনীতাস্তু গুরুণা সর্ব্বে চাধ্যাপিতক্রমাঃ।
নাগকন্যাঃ সমাহূয় বিধিনোদ্বাহিতাশ্চ তে ॥৪৩
পদ্মিনী মালিনী রম্ভা নর্ম্মদা ভদ্রকালিনী।
ভুজঙ্গাক্ষী পঙ্কজাক্ষী গণ্ডকী কোকিলস্বনা ॥৪৪
স্নিগ্ধবেণী কামকলা তথান্যা মঞ্জুভাষিণী।
চত্বারস্তনয়া দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং দিক্ষু প্রচালিতাঃ ॥৪৫
দুর্গা জয়ন্তী সংপূজ্যা তথা শাকম্ভরী রমা।
ইত্যাদিশ্য সুতাংশ্চিত্র আজগাম্যমসন্নিধৌ ॥৪৬
তে চ দেশনিবাসেন প্রাপুর্নামান্তরং সুতাঃ।
মাথুরঃ প্রথমস্তত্র দ্বিতীয়ো ভটনাগরঃ ॥৪৭
শ্রীবাস্তব্য তৃতীয়স্তু শকসেনশ্চতুর্থকঃ।
সূর্য্যধ্বজাম্বষ্ঠগৌড়নৈগমা কর্ণকস্তথা ॥৪৮
অহিষ্ঠানো কুলশ্রেষ্ঠো বাল্মীকিরিতি নামতঃ ॥
ধর্ম্মধ্বজস্য দ্বৌ পুত্রৌ দেবদত্তস্তথাবরঃ।
ঘনশ্যামো নাগকন্যাসমুদ্ভূতৌ মহামতী ॥৪৯
ধর্ম্মধ্বজেনোদ্বাহিতা সিন্ধুপুত্রী মনস্বিনী।
নাম্না মতিভানুদেবী তস্যামাসীৎ সুতদ্বয়ম্ ॥৫০
ধন্বন্তরিশ্চ সর্ব্বজ্ঞঃ শিবশিষ্যো মহামতিঃ।
ধর্ম্মধ্বজঃ সমাহূতঃ সিন্ধুতীরে শিবেন চ ॥৫১
সপুত্রাস্তত্র ব্রহ্মাত্মা যমশ্চিত্রসমন্বিতঃ।
সুরগুরুকবিভ্যাং চ কুর্য্যুস্তদ্ দ্বিজসংস্কৃতিং ॥৫২
সর্ব্বজ্ঞঃ পুত্রিকা ধর্ম্মমাশ্রিত্য তনয়ঃ কৃতঃ।
সিন্ধুনা চিত্রগুপ্তেন দত্তো ধামময়ুঃ সুরাঃ ॥৫৩
ময়পুত্রী বিশালাক্ষী রজনী দেবরূপিণী।
সিন্ধুনানীয় সর্ব্বজ্ঞে শুভকর্ম্মা কলাবতী ॥৫৪
উঢ়াঽমরাবতী ধন্বন্তরিণা তৃণবিন্দুজা।
সুষেণং সুষুবে যা তু কমলায়তলোচনং ॥৫৫

ধন্বন্তরির্জগামাথ পুলস্ত্যনিকটং সুধীঃ।
ন্যবেদয়ৎ পুত্রজন্ম শ্রুত্বা হৃষ্টোঽভবন্মুনিঃ ॥৫৬
ধন্যোঽয়ং তনয়ো রামকার্য্যকর্ত্তা মহামতিঃ।
সুষেণো রাবণস্যাথ প্রধানোঽভবদুজ্জ্বলঃ ॥৫৭
তথা চিকিৎসাশালায়া অধিকারী মহামতিঃ।
কায়স্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সর্ব্বে চৈত্রবংশসমুদ্ভবাঃ ॥৫৮
ঋষয় উবাচ—চিত্রগুপ্তসমুৎপত্তিঃ শ্রুতাস্মাভির্ম্মহামতে।
স কিং বর্ণঃ কিমাচারঃ সংস্কারাঃ সন্তি বা নহি ॥৫৯
সূত উবাচ—চিত্রগুপ্তঃ সমুৎপন্নো বিধিং পপ্রচ্ছ সত্বরং।
বর্ণো নাম সমাখ্যাহি তথা কিংকরবাম্যহং ॥৬০
প্রোবাচ ধাতা সর্ব্বাংস্তান্ কায়াত্বং মে বিনির্গতঃ।
অতঃ কায়স্থখ্যাতিস্তে চিত্রগুপ্তেতি নাম তে ॥৬১
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো নতু শূদ্রঃ কদাচন।
অতো ভবেয়ুঃ সংস্কারা গর্ভাধানাদয়ো দশ ॥৬২
গর্ভাধানমৃতৌ কার্য্যং তৃতীয়ে মাসি পুংস্ক্রিয়া।
মাসেঽষ্টমে স্যাৎ সীমন্ত উৎপত্তৌ জাতকর্ম্ম চ ॥৬৩
দ্বাদশাহে মানকৃতিঃ পঞ্চমে মাসনিষ্ক্রমঃ।
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি চূড়াকর্ম্ম তৃতীয়কে ॥৬৪
মৌঞ্জীবন্ধঃ ষোড়শজে বিংশে তূপযমো ভবেৎ।
সমন্ত্রকাস্তু সংস্কারাঃ সর্ব্বে প্রোক্তা বিধানতঃ ॥৬৫
তথোপনয়নে ভিক্ষা ব্রহ্মচর্য্যব্রতাদিকম্।
বসন্ গুরুকুলে দান্তঃ স্বাধ্যায়াধ্যয়নং চরেৎ ॥৬৬
কৃত্বা তু মাতৃকাপূজাং বসোর্ধারাং বিধায় চ।
আয়ুষ্যাণো চ শান্ত্যর্থ জপেদত্র সমাহিতঃ ॥৬৭
কুর্য্যান্নান্দীমুখং শ্রাদ্ধং দধিমধ্বাজ্যসংযুতং।
শন্নো দেবীত্যাদিমন্ত্রৈঃ কার্য্যমাবাহনং সদা ॥"৬৮

(ভাবার্থ)

একদিন ঋষিগণ সূতকে আদরপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"মহামতি চিত্রগুপ্ত কাহার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? হে মহামতি! তাঁহার সমুদায় কার্য্যাদি জানিবার জন্য আমাদের কৌতূহল হইয়াছে।" সূত কহিলেন,

"হে সৌনক আদি ঋষিগণ! শ্রবণ করুন। গাঙ্গেয় ভীষ্ম কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মুনিবর অগস্ত্য চিত্রগুপ্তের মাহাত্ম্য, প্রাদুর্ভাব এবং উপাদেয় ধর্ম্মাখ্যানযুক্ত যে চরিত কথা বলিয়াছেন।" ভীষ্ম বলিয়াছিলেন—"চতুর্ব্বর্ণ এবং তাহাদের আশ্রম ও সঙ্করগণের উদ্ভবকথা সবিস্তর পূর্ব্বেই আমি শ্রবণ করিয়াছি। হে দ্বিজসত্তম! ইহলোকে সর্ব্বপণ্ডিতগণ মধ্যে কায়স্থ বলিয়া যাঁহারা কথিত হইয়া থাকেন, বৈষ্ণব, সুশীল, সভামধ্যে প্রতিষ্ঠিত, সর্ব্বশাস্ত্রে ও কাব্যালঙ্কারবিদ্যায় সুধী, আত্মীয় স্বজনের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের যাঁহারা পোষক, কিরূপে তাঁহাদিগের জন্ম হইল। হে মহামুনি! আমার শুনিবার বাসনা। কিরূপে পুরাকালে ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হইল, কাহা হইতে তাহারা জন্মগ্রহণ করিল, তাহারা কাহার পুত্র এবং কিরূপ আচারসম্পন্ন বিশেষ করিয়া আমাকে বলুন।" অগস্ত্য কহিলেন, "হে গাঙ্গেয়! তুমি যাহা কখনও পূর্ব্বে শ্রবণ কর নাই, সেই কায়স্থোৎপত্তির কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মা চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিলেন। মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। সূর্য্য ও চন্দ্রমা, সমস্ত গিরি-সাগর-নদী, নক্ষত্র, দিক্, ভূমি, পাতাল, ভূভুর্বাদি, ভূত, গ্রহ ও পিশাচাদি সমস্তই একেবারে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজ এইরূপ বহু প্রকারে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া সকলকে স্ব স্ব অধিকারে নিয়োগপূর্ব্বক সপুত্র দক্ষ প্রজাপতির উপর প্রজাসৃষ্টি ও সংহারের ভার দিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা যোগসমাধি অবলম্বন করিয়াছিলেন। দশ হাজার দশ শত বর্ষ অতীত হইলে তাঁহার শরীর হইতে মহাবাহু, শ্যামবর্ণ, কমললোচন, কম্বুগ্রীব, দৃঢ়শিরা, পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মুখ, এক হস্তে অস্ত্রপাটিকা ও দুই হস্তে লেখনী ও মসীপাত্রযুক্ত রূপে বাহির হইয়া অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার সম্মুখে অবস্থান করিলেন। ব্রহ্মা সমাধিত্যাগ করিয়া সেই পুরুষের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে পুরুষবর! কে তুমি আমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছ?" ব্রহ্মাকে সেই পুরুষ এইরূপ বলিয়াছিলেন, "আপনার শরীর হইতে আমি নির্গত হইয়াছি, কিন্তু আমার নাম বলিবার ত অধিকার নাই।"

তখন ব্রহ্মা সেই শরীরজ পুরুষকে হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার নাম চিত্রগুপ্ত। আমার কায় হইতে নির্গত হইয়াছ এজন্য কায়স্থ নামে বিখ্যাত হইবে। ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারার্থ ধর্ম্মরাজপুরে তোমার সর্ব্বদা অবস্থান হইবে। তুমি ত্রিকালজ্ঞরূপে সকলের শুভাশুভের লেখক হইবে। তুমি পুত্র সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ ও দেবতাপূজা করিতে আদেশ করিবে। যে রাজ্যে

তোমার বংশধর না থাকিবে সেই রাজ্যনাশ অবশ্যম্ভাবী। তুমি অবন্তীপুরিতে গিয়া তপস্যা কর।" এই বলিয়া ব্রহ্মা স্বধামে গমন করিলেন। তখন চিত্রগুপ্ত মনোরম অবন্তীপুরিতে গিয়া দশ হাজার বর্ষ সুদারুণ তপস্যা করিলেন। ব্রহ্মা ৮০ হাজার মুনি সহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই সময়ে বেদবেদাঙ্গপারগ সুশর্ম্মা নামে এক ব্যক্তি পুত্রলাভাশায় তপ করিতে থাকেন। তাঁহার এক কন্যা উৎপন্ন হইলে মুনিবর সূর্য্যদেবকে সেই কন্যা অর্পণ করেন এবং পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তৎকালে আকাশবাণী হইল, "হে বিপ্র! তোমার কন্যাকে যে বিবাহ করিবে তাহার কোনকালে বংশ নাশ হইবে না।" অনন্তর শিব দেবীর সহিত সূর্য্যের নিকট আগমন করেন। এখানে সেই কন্যাকে দেখিয়া মহাদেব রবিকে সেই কন্যার উৎপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করেন। সূর্য্যের নিকট সেই কন্যার জন্মকথা অবগত হইয়া সেই কন্যাকে সূর্য্যের নিকট হইতে আনিয়া চিত্রগুপ্তকে দান করেন। পরে সূর্য্যদেবও শ্রাদ্ধদেবের কন্যা নন্দিনীকে পরমানন্দে চিত্রগুপ্তকে অর্পণ করিয়াছিলেন। নন্দিনীর গর্ভে যুগন্ধর, ভানুপ্রকাশ, বৃষধ্বজ ও রামদয়ালু এই চারিজন, এবং শুভাবতীর গর্ভে শ্যামসুন্দর, সাঙ্গধর, ধর্ম্মদত্ত, দামোদর, সুমতি, দীনদয়ালু, সদানন্দ ও রাঘবরাম এই আট পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। যথাকালে সকলে গুরুদ্বারা উপনীত ও বেদশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরে ব্রহ্মা নাগকন্যা আনাইয়া তাহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন। পদ্মিনী, মালিনী, রম্ভা, নর্ম্মদা, ভদ্রকালী, ভুজঙ্গাক্ষী, পঙ্কজাক্ষী, গণ্ডকী, কোকিলস্বনা, স্নিগ্ধবেণী, কামকলা, ও মঞ্জুভাষিণী এই বার জন নাগকন্যার সহিত বার জনের বিবাহ হইয়াছিল। পুত্রগণকে দুর্গা, জয়ন্তী, শাকম্ভরী ও রমা এই মহাদেবীগণের পূজা করিতে আদেশ করিয়া চিত্রগুপ্ত যমের নিকট গমন করেন। পুত্রগণ যে যে দেশে গিয়া বাস করিয়াছিল, তদনুসারে তাহাদের নামকরণ হইয়াছিল যথা, মাথুর, ভটনাগর, শ্রীবাস্তব্য, শকসেন, সূর্য্যধ্বজ, অম্বষ্ঠ, গৌড়, নৈগম, কর্ণ, ঐষ্ঠান, কুলশ্রেষ্ঠ ও বাল্মীক ধর্ম্মধ্বজের ঔরসে নাগকন্যাগর্ভে দুই পুত্র জন্মে দেবদত্ত ও ঘনশ্যাম। ধর্ম্মধ্বজ দ্বিতীয়বার সিন্ধুপুত্রী দেবী মতিভানুকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে দুই পুত্র জন্মে—ধন্বন্তরি ও শিবশিষ্য মহামতি সর্ব্বজ্ঞ। শিবাদেশে ধর্ম্মধ্বজ বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের দ্বারা পুত্রগণের সংস্কার কার্য্য করাইয়াছিলেন। তৎকালে যম ও চিত্রগুপ্তের সহিত ব্রহ্মাদি দেবগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সিন্ধু সর্ব্বজ্ঞকে তনয়রূপে গ্রহণ করেন। তিনি ময়পুত্রী রজনীর সহিত সর্ব্বজ্ঞের বিবাহ দেওয়াইয়া ছিলেন। তৃণবিন্দুর কন্যা অমরাবতীর সহিত ধন্বন্তরির বিবাহ হয়।

তাহার গর্ভে কমলায়তলোচন সুষেণ জন্ম গ্রহণ করেন।* ধন্বন্তরি মুনিবর পুলস্ত্যের নিকট গিয়া পুত্রজন্ম নিবেদন করেন। তাহাতে মুনিবর অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ছিলেন। এই সুষেণ রাম কার্য্য সাধনার্থ রাবণের বধের জন্য চিকিৎসা-শালার অধিকারী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ বাচস্পত্য-ধৃত পদ্মপুরাণে এইরূপ পাওয়া যায়—

"বিচিত্রো জগতাং হেতুর্ভগবান্‌শ্চ সদাশ্রয়ঃ।
তত্তদ্ভবোঽপি বৈচিত্রং জগতঃ কৃতবান্ বিধিঃ॥
চিত্রো বিচিত্র ইতি তৎ বিজ্ঞপ্তৌ তাবুভাবপি।
ধর্ম্মরাজস্য সচিবৌ সৃষ্টাবস্য তু বেধসা॥
অসতাং দণ্ডনেতারৌ নৃপনীতি-বিচক্ষণৌ।
সর্ব্বার্থবাদিনৌ স্যাতাং শান্তিকর্ম্মণি তাবুভৌ॥
কায়স্থ-সংজ্ঞয়া খ্যাতৌ সর্ব্বকায়স্থ-পূর্ব্বিণৌ।
লেখনজ্ঞানবিধিনা মুখ্যকার্য্যপরায়ণৌ॥"

অর্থাৎ ভগবান্ সদাশ্রয় বিচিত্র (বিষ্ণু) জগৎ সৃষ্টির হেতু ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলে তাহা হইতেই এই জগতের বৈচিত্র উদ্ভব হইয়াছিল। সেই ব্রহ্মার ইচ্ছাতেই চিত্র ও বিচিত্র নামে বিদিত দুই ব্যক্তি হইলেন। তাঁহারা উভয়ে ধর্ম্মরাজের মন্ত্রী, অসাধুগণের দণ্ডদাতা, রাজনীতিজ্ঞ, সত্যবাদী, শান্তিকর্ম্মস্থাপক ও কায়স্থ-নামে পরিচিত, তাঁহারা সকল কায়স্থের আদিপুরুষ ও লেখন-জ্ঞানে নিপুণতা হেতু মুখ্য কার্য্য-পরায়ণ।

উপরোক্ত পদ্মপুরাণ অনুসারে ধর্ম্মরাজের সচিত্র চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মকায়সমুদ্ভূত, সুতরাং ব্রহ্মকায়স্থ বলিয়া বর্ণিত হইলেও গরুড়পুরাণে নানাস্থানে চিত্র ও বিচিত্র যমের অনুজ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন, যথা—

* কিন্তু হরিবংশে ধন্বন্তরির জন্ম সম্বন্ধে ভিন্নরূপ লিখিত হইয়াছে, যথা—
"তস্য গেহে সমুৎপন্নো দেবো ধন্বন্তরিস্তদা। কাশিরাজো মহারাজঃ সর্ব্বরোগপ্রণাশনঃ॥ আয়ুর্ব্বেদং ভরদ্বাজাৎ প্রাপ্যেহ স ভিষক্‌ক্রিয়াং। তমষ্টধা পুনর্ব্যস্য শিষ্যেভ্যঃ প্রত্যপাদয়েৎ। ধন্বন্তরেস্তু তনয়ঃ কেতুমানিতি বিশ্রুতঃ। অথ কেতুমতঃ পুত্রো বীরো ভীমরথঃ স্মৃতঃ। পুত্রো ভীমরথস্যাপি দিবোদাসঃ প্রজেশ্বরঃ। দিবোদাসস্তু ধর্ম্মাত্মা বারাণস্যাধিপোঽভবৎ।" ইত্যাদি। (মহাভারত, হরিবংশ, ২৯শ অধ্যায়)

"বায়ুঃ সর্ব্বগতঃ সৃষ্টঃ সূর্য্যস্তেজোবিবৃদ্ধিমান্।
ধর্ম্মরাজস্ততঃ সৃষ্টশ্চিত্রগুপ্তেন সংযুতঃ।
সৃষ্টৈবমাদিকং সর্ব্বং তপস্তেপে তু পদ্মজঃ।"

অর্থাৎ পদ্মযোনি ব্রহ্মা সর্ব্বগত বায়ু ও তেজোবর্দ্ধক সূর্য্যকে সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহা হইতে চিত্রগুপ্তের সহিত একত্র ধর্ম্মরাজ সৃষ্ট হইলেন। এইরূপে আদি সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা তপস্যায় নিরত হইলেন।

গরুড়পুরাণের অন্যত্র—

"প্রযাতি চিত্রনগরং বিচিত্রো যত্র পার্থিবঃ॥
যমস্যৈবানুজঃ সৌরির্যত্র রাজ্যং প্রশাস্তিহ।"

অর্থাৎ পরে প্রেত চিত্রনগরে গমন করে, বিচিত্র যথায় অধিপতি, ইনি যমের অনুজ সৌরি, সেই রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন।

সেই চিত্রনগর গরুড়পুরাণের অন্যস্থানে চিত্রগুপ্ত-পুর নামেই বর্ণিত হইয়াছে যথা—

"চিত্রগুপ্তপুরং তত্র যোজনানাং বিংশতিঃ।
কায়স্থাস্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যানি সর্ব্বশঃ॥"

অর্থাৎ যমলোকে বিংশতি যোজন বিস্তৃত চিত্রগুপ্তপুর আছে—কায়স্থগণ তথায় সকলের পাপপুণ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। এখানে কায়স্থ-গণ চিত্র ও বিচিত্রের সগন্ধ বা বংশধর হইতেছেন।

কল্পভেদে চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মকায়স্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও ধর্ম্মরাজ বা যম বেদ, পুরাণ, বা স্মৃতি সর্ব্বত্রই সূর্য্যপুত্র বলিয়া পরিচিত। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের তিথি-তত্ত্বে ও কমলাকরের নির্ণয়-সিন্ধুতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রসঙ্গে এইরূপ পুরাণ-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

"যমশ্চ চিত্রগুপ্তশ্চ যমদূতাংশ্চ পূজয়েৎ।
অর্ঘ্যশ্চাত্র প্রদাতব্যো যমায় সহজদ্বয়ৈঃ॥"

যমের সহিত তাঁহার সহজন্মা ভগিনী যমুনা ও ভ্রাতা চিত্রগুপ্তকেও অর্ঘ্য প্রদান করিতে হইবে। যমের প্রণাম-মন্ত্রেও যম স্পষ্টই সূর্য্যপুত্র বলিয়া অভিহিত—

"ওঁ ধর্ম্মরাজ নমস্তভ্যং নমস্তে যমুনাগ্রজ।
পাহি মাং কিঙ্করৈঃ সার্দ্ধং সূর্য্যপুত্র নমোঽস্তু তে॥"

শতপথব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে এইরূপ দেবক্ষত্রিয়ের পরিচয় আছে—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবতা ক্ষত্রানীন্দ্রো বরুণঃ সোমঃ রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি।"

উপরোক্ত প্রমাণানুসারে চিত্রগুপ্ত যমের 'অনুজ' ও 'সহজন্মা' সুতরাং সৌরি বা সূর্য্যপুত্র হইতেছেন। মহাভারতে বনপর্ব্বে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর-সভায় ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ এবং যম এই চারি দেবক্ষত্রিয় উপস্থিত ছিলেন। (৩৫৩ অধ্যায়)

আবার শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতে উক্ত স্বয়ম্বর-সভায় যমের স্থানে চিত্রগুপ্তের উদয় বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং পৌরাণিক মতে যম ও চিত্রগুপ্ত সমস্থানীয় হইতেছেন। উপনিষদ্ ও পুরাণে যম যখন নিঃসন্দেহে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, তখন চিত্রগুপ্ত ও তাঁহার বংশীয় বিশুদ্ধ কায়স্থগণ গরুড়পুরাণ, মহাভারত ও শতপথব্রাহ্মণের উদ্ধৃত প্রমাণানুসারে নিঃসন্দেহে অন্যতম সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় হইতেছেন।

ভারতের সর্ব্বত্র যে চিত্রগুপ্তব্রতকথা প্রচলিত আছে—যাহা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, ভবিষ্যোত্তর বা পাদ্মোত্তরখণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—তন্মধ্যে চিত্রগুপ্তের বংশপরিচয় এইরূপ বিবৃত হইয়াছে,—

"চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণু তান্ কথয়ামি বৈ।
গোড়াখ্যা মাথুরাশ্চৈব ভট্টনাগরসেনকাঃ॥
অহিষ্ঠানাঃ শ্রীবাস্তব্যা শৈকসেনাস্তথৈব চ।
কুশলাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু অম্বষ্ঠাখ্যা নরাধিপ॥
পুত্রান্ বৈ স্থাপয়ামাস চিত্রগুপ্তো মহীতলে।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকজ্ঞশ্চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ॥
ভূয়স্তান্ বোধয়ামাস সর্ব্বসাধনমুক্তমম্।
পূজনং দেবতানাঞ্চ পিতৄণাং যজ্ঞসাধনম্॥
বর্ণানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সর্ব্বদাতিথিসেবনম্।
প্রজাভ্যঃ করমাদায় ধর্ম্মাধর্ম্মবিলোকনম্।
কর্ত্তব্যং হি প্রযত্নেন পুত্রাঃ! স্বর্গসা কাম্যয়া॥
যা মায়া প্রকৃতিঃ শক্তিশ্চণ্ডী চণ্ডপ্রকর্ষিণী।
তস্যাস্ত পূজনং কার্য্যং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্॥
স্বর্গাধিকারমাসাদ্য যতো যজ্ঞভুজঃ সদা।
ভবদ্ভিঃ সা সদা পূজ্যা মিষ্টান্নৈশ্চ সুরাদিভিঃ॥

ভবতাং সিদ্ধিদা নিত্যং পুত্রদা সা তু চণ্ডিকা। × × ×
অনুশিষ্যসুতানেবং চিত্রগুপ্তো দিবং যযৌ।
ধর্ম্মারাজস্যাধিকারী চিত্রগুপ্তো বভূব হ॥
এবং ভীষ্ম সমুৎপন্নাঃ কায়স্থা যে প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

অতঃপর চিত্রগুপ্তের বংশকীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন—ভট্টনাগর, সেনক, গৌড়, শ্রীবাস্তব্য, মাথুর, অহিষ্ঠান, শকসেন এবং অম্বষ্ঠ চিত্রগুপ্তের এই কয়েক উত্তম পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, মহামতি চিত্রগুপ্ত এই সকল বিচারক্ষম পুত্রগণকে দর্শন করিয়া সানন্দচিত্তে পৃথিবীমণ্ডলে স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ উপদেশ করিলেন—হে পুত্রগণ! তোমরা স্বর্গ কামনা করিয়া সর্ব্বদা দেবার্চ্চনা, ব্রাহ্মণদিগের পালন, অতিথিসেবা এবং ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারপূর্ব্বক প্রজাগণের কর গ্রহণ করিবে। তোমাদিগের আরও কর্ত্তব্য—যত্নপূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করিয়া স্বর্গ কামনা করিবে। মহাপুরুষেরা যে মহামায়ার প্রভাবে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে যজ্ঞাংশভোজী হন, তোমরাও সর্ব্বদা সেই চণ্ডাসুরমথিনী চণ্ডীর ধ্যানপরায়ণ হইয়া ফল-পুষ্প-ধূপদীপাদি নানা উপচার সহযোগে পূজা করিবে। চিত্রগুপ্তদেব পুত্রদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া ধর্ম্মরাজের অধিকারী হইলেন। হে ভীষ্ম! আপনি যে আমাকে কায়স্থদিগের উপখ্যান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন।*

বাঙ্গলার উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ কুলগ্রন্থে লিখিত আছে,—

"চিত্রগুপ্তঃ ক্রিয়োপেতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পূজ্যতে।
তস্য পুত্রাষ্টকাঃ পৃথ্ব্যাং সর্ব্বসম্পত্তিসংযুতাঃ॥১৫
গৌড়াখ্যো মাথুরশ্চৈব সকৃসেনা ভট্টনাগরঃ।
অম্বষ্ঠশ্চ শ্রীবাস্তব্যঃ কর্ণোপকর্ণ উচ্যতে॥১৬
পুত্রাণামষ্টকানাঞ্চ শ্রেষ্ঠঃ কর্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
শ্রীকর্ণ ইতি সংজ্ঞঃ স বিখ্যাতো ভুবি সর্ব্বতঃ॥১৭
তস্য বংশে সমুদ্ভূতাঃ পঞ্চ বিজ্ঞা মহাজনাঃ।
বাৎস্যগোত্রেঽনাদিবরঃ সোমঃ সৌকালিনেন চ॥১৮
পুরুষোত্তমো মৌদ্গল্যো বিশ্বামিত্রঃ সুদর্শনঃ।
কাশ্যপেন দেবনামা ইতি তে কথিতং মুদা॥"১৯

(ঘটককেশরীর উত্তররাঢ়ীয় কুলদীপিকা

* পরে 'চিত্রগুপ্ত ব্রত কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ ক্রিয়াবান্ চিত্রগুপ্ত সর্ব্বশাস্ত্রেই পূজিত হইয়াছেন। এই পৃথিবীতে তাঁহার সর্ব্বসম্পত্তিশালী ৮টী সন্তান জন্মে, তাঁহারা গৌড়, মাথুর, সকসেন, ভট্টনাগর, অম্বষ্ঠ, শ্রীবাস্তব্য, কর্ণ ও উপকর্ণ নামে খ্যাত। এই ৮ জনের মধ্যে কর্ণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত, সেইজন্য তিনি এই পৃথিবীতে শ্রীকর্ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার বংশে ৫ জন বিজ্ঞ মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। এই পাঁচ জনের নাম বাৎস্যগোত্র অনাদিবর, সৌকালিন সোম, মৌদ্গল্য পুরুষোত্তম, বিশ্বামিত্র সুদর্শন ও কাশ্যপ দেব।

উত্তর-রাঢ়ীয়-কুলাচার্য্য পঞ্চাননের কারিকায় পাওয়া যায়—

"শ্রীকর্ণবংশশ্রেণিভুক্তাঃ পঞ্চবিজ্ঞা মহাজনাঃ।
বাৎস্যগোত্রোঽনাদিবরঃ সোমঃ সৌকালিনস্তথা॥
পুরুষোত্তমো মৌদ্গল্যঃ বিশ্বামিত্রঃ সুদর্শনঃ।
কাশ্যপো দেবনামা চ ইতি তে কথিতং মুদা॥
সূর্য্যবংশোদ্ভবৌ ক্ষত্রৌ দত্তদাসৌ মহাকৃতী।
চন্দ্রবংশোদ্ভবঃ ক্ষত্রো মিত্রকুলে সুদর্শনঃ॥"

শ্রীকর্ণবংশের বিভিন্ন শ্রেণী হইতে পাঁচজন মহাজন আবির্ভূত হন, তন্মধ্যে বাৎস্যগোত্র অনাদিবর (সিংহ), সৌকালীন গোত্র সোম (ঘোষ), মৌদ্গল্যগোত্র পুরুষোত্তম (দাস), বিশ্বামিত্র গোত্র সুদর্শন (মিত্র), এবং কাশ্যপগোত্র দেব (দত্ত)। ইঁহাদের মধ্যে দত্ত ও দাসবংশ সূর্য্যবংশীয় এবং মিত্রকুলে সুদর্শন চন্দ্রবংশীয় বলিয়াও পরিচিত হইয়াছিলেন।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কারিকায় ইঁহাদের গৌড়াগমন সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"বিপ্র পঞ্চ করণ পঞ্চ ভৃত্য পঞ্চ তায়। ত্রিপঞ্চকে উপনীত রাজার সভায়॥
রাজা জিজ্ঞাসিল গোঁসাই সঙ্গে কোন জন। মুনি বলে শুন রাজা কহি বিবরণ॥
শ্রীকরণ করণখ্যাতি কেবল মসিজীবী। পূর্ব্বের নীত স্বধর্ম্মিত কেবল বিপ্রসেবী॥
অনাদিবর সিংহ সোমঘোষের পদ্ধতি। পুরুষোত্তম দাস সুদর্শন মিত্র খ্যাতি॥
দেবদত্ত মহাতপা ইতি পঞ্চ নাম। কান্যকুব্জে সমুপস্থিত ভিন্ন ভিন্ন ধাম॥"

বঙ্গজ-কায়স্থকারিকায় আছে—

"চিত্রদেবসুতাশ্চাষ্টৌ সমাসন্ বৈ মহাশয়াঃ।
তেষাস্তু কল্পয়ামাস কশ্যপো জাতকর্ম্ম চ॥
একৈব বহুধা ভাতি গোত্রিণাং গোত্রদেবতা।
তেষাং মধ্যে প্রবরশ্চ একবিংশতমঃ স্মৃতঃ॥

সূর্য্যধ্বজো চন্দ্রহাসশ্চন্দ্রার্দ্ধশ্চন্দ্রদেহকঃ।
রবিদাসো রবিরত্নো রবিধীরশ্চ গৌড়কঃ॥
ইতি চাষ্টসুতাঃ খ্যাতাঃ কুলানাং পতয়োঽভবন্।
এতেষাঞ্চ সুতাঃ সর্ব্বে দেশাখ্যায়াশ্চ সংজ্ঞিতাঃ॥
ঘোষঃ সূর্য্যধ্বজাজ্জাতশ্চন্দ্রহাসাদ্বসুস্তথা।
রবিরত্নাৎ গুহশ্চৈব চন্দ্রদেহাৎ মিত্রকঃ॥
চন্দ্রার্দ্ধাৎ করণো জাতঃ রবিদাসাচ্চ দত্তকঃ।
মৃত্যুঞ্জয়স্তু গৌড়াচ্চ কথ্যন্তে গ্রন্থকারকৈঃ॥
দাসকো নাগনাথৌ চ করণাচ্চ সমুদ্ভবাঃ।
মৃত্যুঞ্জয়-সুতো জাতঃ দেবসেনাশ্চ পালিতঃ॥
সিংহশ্চৈব তথা খ্যাতাঃ এতে পদ্ধতিকারকাঃ।
মৃত্যুঞ্জয়-কুলোদ্ভূতো নিত্যানন্দো নৃপেশ্বরঃ॥
তস্যাপি বংশাঃ সংজাতাঃ সপ্তাশীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
কুলাচারপ্রভেদেন দ্বিসপ্তত্যচলাভবন্॥"

চিত্রগুপ্তদেবের আটটী মহাশয় পুত্র হইয়াছিল, কশ্যপ তাহাদের জাতকর্ম্ম করেন। সেই এক এক জন হইতে আবার বহুবংশ (গোত্র) উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ২১ বংশই প্রধান বলিয়া গণ্য। সেই একবিংশতি বংশের মধ্যে সূর্য্যধ্বজ, চন্দ্রহাস, চন্দ্রার্দ্ধ, চন্দ্রদেহক, রবিদাস, রবিরত্ন, রবিধীর ও গৌড়ক এই অষ্ট বংশের পুত্রগণ কুলপতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইঁহাদের সন্ততিবর্গ দেশনামেও আখ্যাত। সূর্য্যধ্বজ হইতে ঘোষ, চন্দ্রহাস হইতে বসু, রবিরত্ন হইতে গুহ, চন্দ্রদেহ হইতে মিত্র, চন্দ্রার্দ্ধ হইতে করণ, রবিদাস হইতে দত্তবংশ ও গৌড় হইতে মৃত্যুঞ্জয়ের উৎপত্তি হইয়াছে।* আবার করণ হইতে নাগ,

* বাচস্পত্য ধৃত কায়স্থ শব্দে নিম্নোক্ত পদ্মপুরাণীয় বচনে উক্ত কুলগ্রন্থ সমর্থিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন উত্তরপশ্চিম-প্রদেশীয় কুলপঞ্জী মধ্যে পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড হইতেও এইরূপ বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

"সুভামা চিত্রগুপ্তস্য গৃহস্বামিত্ব যোগিনী। ভামিনী তু বিচিত্রস্য সুন্দরী সুন্দরস্থিতিঃ।
উভে অপি সমায়াতে পাতিব্রত্যশিরোমণিঃ। দেবদত্তাং পুরং প্রাপ্য সুখেনৈবানুতিষ্ঠতাম্॥
পরেরিতা প্রবৃত্তৈষা পুরী সাহতনী কৃতা। চিত্রগুপ্তেন ভামায়াং ত্রয় উৎপাদিতাঃ সুতাঃ॥
বিচিত্রস্য সুতাঃ পঞ্চ সমভূবন্ মহাশয়াঃ। তেষাস্তু কল্পয়ামাস কশ্যপো জাতকর্ম্ম বৈ।
তদাচরতি তৎপূর্ব্বং নামগর্ভাদি বৈদিকম্। তয়ো কুলপতিস্তস্মাৎ তাবৎ কশ্যপ সম্মতঃ॥"
বাচস্পত্য অভিধান ১৯৩৫ পৃঃ।

নাথ ও দাস এবং মৃত্যুঞ্জয় হইতে দেব, সেন, পালিত ও সিংহ নামে প্রসিদ্ধ পদ্ধতিকারকগণ জন্ম লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয়ের বংশে নিত্যানন্দ নামে এক নৃপেশ্বর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারই বংশে ৮৭ ঘর কায়স্থ উৎপন্ন হইয়াছে; তন্মধ্যে ৭২ ঘর কুলাচার-প্রভেদহেতু 'অচলা' বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

"হরেরনুগ্রহাদাসন্ তয়োশ্চিত্রবিচিত্রয়োঃ। একবিংশতিভেদেন আভ্যাং কায়স্থজাতয়ঃ।
সন্তুষ্টঃ স ততস্তাভ্যাং পৃষ্টঃ স্বাত্মবিচেষ্টিতম্॥ অস্মাকং কে চ সংস্কারাঃ কিং বর্ণজা বয়ং প্রভো।

ব্রহ্মোবাচ।

অনেকব্যবহারস্থা ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি তত্র বৈ॥ তেষামুত্তমতাং যায়াৎ কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ।
ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ॥ কৃতোপবীতিনৌ স্যাতাং বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ।
পূর্ব্বপুণ্যবলোৎকর্ষাৎ সাধ্যসাধনভাবিনৌ॥ এবমাখ্যায় ভগবান্ সর্ব্বামরগণান্বিতঃ।
অন্তর্দধে তয়োরন্তঃস্থিতঃ প্রত্যক্ষবৃত্তিতঃ॥

সূত উবাচ।

একবিংশতি সংখ্যাকাঃ পংক্তয়স্তৎ পৃথক্ মতাঃ। আদাবেব হি তদ্ধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মকৃতনিশ্চয়ঃ।
সূর্য্যধ্বজঃ স্থিতৌ কৃত্যঃ গুণজ্ঞাতিবিচক্ষণঃ। প্রথমঃ পুরুষো জ্ঞেয়ো যথার্থস্থাননামবান্।
চিত্রদেবস্য সঙ্কল্পাৎ পুমান্ স্বয়মজায়ত। স সূর্য্যধ্বজ ইত্যাখ্যামবাপ প্রাক্তনশ্রিয়া॥
সূর্য্যধ্বজাকৃতি প্রোক্তং চিহ্নং তস্য প্রবর্ত্ততে। দেহে যস্মাৎ ততো জ্ঞেয়ঃ সূর্য্যধ্বজ উদারধী॥
সূর্য্যধ্বজস্য তস্যৈব নিবাসায় ভুবঃ স্থলে। কল্পয়ামাস সূর্য্যাখ্যাং পুরীং পরমশোভনাম্॥
সূর্য্যধ্বজাদ্ দ্বিজন্মানো দ্বিতীয়া ইহভারতে। ভবিষ্যন্তি নিজং কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ শাস্ত্রদর্শিতম্॥
আশ্রমং প্রথমং তে চ অনতিক্রম্য বৈদিকং। যুক্তিমাসাদ্য বিধিনা গার্হস্থ্যমবলম্বয়ন্॥
তত্রাপি ষট্ স্বকর্ম্মাণি চক্রুঃ কেবলয়া ধিয়া। বানপ্রস্থা ভবেয়ুশ্চ ততঃ সন্ন্যাসসেবিনঃ॥
চতুর্থাশ্রমযোগ্যেষু শাম্যমাদধুরুত্তমাঃ। স যত্র বিষয়াসক্তিরহিতাঃ শিবহেতবে॥
সদা সদাচারপরাঃ পরপ্রাণিহিতে রতাঃ। যজ্ঞীয়াং বৃত্তিমাসাদ্য গার্হপত্যাদিসেবকাঃ॥
দ্বিতীয়স্তু স বিজ্ঞেয়শ্চন্দ্রহাস উদারধীঃ। চিত্রগুপ্তাখ্যকো জ্ঞাতির্যথা সূর্য্যধ্বজোঽভবৎ॥
স একদা মুখ্যপুমান্ সর্ব্বেষাং স্থিতিহেতবে। সন্তুতৌ চ বিশুদ্ধায়ৈ বিত্তয়ে সমচিন্তয়ৎ॥
কুলেষ্টদেবতা যস্য চন্দ্রমাঃ সমজায়ত। তস্মাদেনং সমারাদ্ধুমভবৎ কৃতনিশ্চয়ঃ॥
এবং স চ বিনিশ্চিত্য চন্দ্রমসমুপাসিতুম্। যযৌ সুমেরুশিখরং সুপর্ব্বশ্রেণিশোভিতম্॥
স্তুত্যানয়ৈবং সন্তুষ্টো রাজা সর্ব্ব দ্বিজন্মনাম্। ওষধীনামধিপতির্জহাস শুভবীক্ষণৈঃ॥
আবিরাসীৎ সমক্ষোঽসৌ চন্দ্রমা মৃগলাঞ্ছনঃ। কৃপানিধিরুবাচেদং মধুরং পুণ্যবৎসলঃ॥
বরং বরয় ক্ষিপ্রং মত্তো মনসি নিশ্চিতম্। শ্রুত্বাপি সুভগং পুণ্যং বচনামাস সত্বরম্।
দদাসি যদি দেবেশ বাঞ্ছিতং মে দদস্ব তৎ। মদীয় বংশবর্গ্যস্য বাসস্থানমনুত্তমম্॥
উপাসনায় ভো স্বামিন্ মর্ত্ত্যে সততং স্থিতাঃ। তস্মাদ্ যাচেতু মে নাথ ভবতো দেয়মুর্থবৎ॥
এবমাভাষিতঃ প্রীত্যা প্রহর্ষ্য পুনরপ্যুত। মনঃ সংকল্পিতং সর্ব্বমেতাবত্তে ভবিষ্যতি॥

দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপঞ্জী পাঠে জানা যায়—শ্রীবাস্তববংশে বসু, সূর্য্যধ্বজবংশে ঘোষ, শ্রীকর্ণবংশে মিত্র, শকসেনবংশে দত্ত, গুহিলরাজবংশে গুহ, এবং অবশিষ্ট সন্মৌলিক ও সিদ্ধমৌলিকগণ শ্রীকর্ণ বা করণবংশে জন্মলাভ করিয়াছেন।*

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কারিকায় যেরূপ চিত্রগুপ্ত হইতে বিভিন্ন শাখার কায়স্থোৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, চিত্রগুপ্তপূজা ও ব্রতকথার মধ্যেও আমরা ঐরূপ শ্লোকসমূহ দেখিতে পাই—

"চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণু তান্ কথয়ামি বৈ।
গৌড়াখ্যা মাথুরাশ্চৈব ভট্টকরণসেনকাঃ॥
অহিষ্ঠানাঃ শ্রীবাস্তব্যাঃ শৈকসেনাস্তথৈব চ।
কুশলাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু অম্বষ্ঠাদ্যা নরাধিপ॥"

পদ্ম ও গরুড়পুরাণে চিত্রগুপ্তের ভ্রাতা বিচিত্রের পরিচয় থাকায় এবং অহল্যা-কামধেনুধৃত যমসংহিতা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় কায়স্থগণের কুলগ্রন্থসমূহে চিত্রগুপ্ত হইতেই বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থোৎপত্তি বিবৃত হওয়ায়, আমরা প্রাচীন

'ভবদ্ভক্তিবশাজ্জাতো হাসোঽয়ং তদ্ভবানপি। চন্দ্রহাসাভিধানেন সর্ব্ব-কায়স্থমণ্ডলে॥
গণ্ডলেখঃ সুতেজস্বী চন্দ্রবন্মুখশোভিতঃ। মাহিষ্মতীসমীপস্থ-চন্দ্রহাসগিরীশ্বরঃ॥
অতুলস্থিতিমৎ সাক্ষাৎ পুরং নির্ম্মায় শোভনম্। চন্দ্রহাসাভিধং লেভে কায়স্থজাতিলক্ষণম্॥
ভবত্তস্তত্র পুরুষাঃ সন্তুষ্টগুণমূর্ত্তয়ঃ। যথা বৈ লেখনং সর্ব্বে লভিষ্যন্তে চ তে নিজম্॥
এষাং লেখনধর্ম্মোঽস্তু ক্ষত্রবর্ণানুধর্ম্মিণাম্। শ্রীমতাং মুখ্যপুরুষে ত্বয়ি সম্মানদায়িনাম্॥
ভগবদ্-ভক্তিচিত্তানাং সর্ব্বজীবহিতাত্মনাম্। ভরদ্বাজপ্রসাদেন সদাচারস্বধর্ম্মিণাম্॥
বেদাভ্যাসনবৃত্তীনাং শ্রৌতস্মার্ত্তানুযায়িনাম্। চিত্রগুপ্তস্য পুণ্যেন সর্ব্বব্যাপারবর্ত্তিনাম্॥
ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ তত্রৈবান্তরধীয়ত। চন্দ্রহাসস্তদাদেশং চক্রে স বিধিপূর্ব্বকম্॥
তত্র স্থিতিমতস্তস্য বহুধা বংশতন্তুভিঃ। পুত্র-পুত্রজ-পুত্রাদি-নপ্তৃনপ্তৃজনপ্তৃজৈঃ॥
চন্দ্রহাসস্য বংশীয়াঃ কৃতযজ্ঞোপবীতিনঃ। সুহৃৎসম্বর্দ্ধিতদ্বর্গৈর্বিভবৈর্ব্যাপৃতা মহী॥
তৃতীয়ঃ সুরিচন্দ্রার্দ্ধশ্চন্দ্রদেহশ্চতুর্থকঃ। পঞ্চমো রবিদাসোঽপি রবিরত্নশ্চ তৎপরঃ॥
সপ্তমো রবিধীরঃ স্যাদষ্টমো রবিপূজকঃ। গম্ভীরো নব সংখ্যকো দশমঃ প্রভুসংজ্ঞকঃ॥
একাদশো ময়া খ্যাতো বল্লভঃ পরমার্থধীঃ। উদারহাসো বিজ্ঞেয়ো রবির্দ্বাদশসংখ্যকঃ॥
মধুমানস্তৎপরশ্চ বিশ্বদৈবতসংখ্যয়া। ভট্টঃ সুভট্টঃ সর্ব্বজ্ঞো ধীমান্ পঞ্চদশোঽপরঃ॥
শ্রীগৌড়ঃ ষোড়শতমো রাজধানা ততঃপরম্। অষ্টাদশম আনন্দঃ সংভ্রমৈকোনবিংশতিঃ॥
বিশ্বাসঃ পঞ্চতত্ত্বজ্ঞ একাবিংশতমঃ সুরঃ। এতেষামনুগন্তারো বিংশবিংশমিতাঃ পুনঃ॥"

* কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, ৪র্থ সংস্করণ, ১৭৫ ও ১৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মতানুসারে বিচিত্রকেও চিত্রগুপ্তের সহোদর ও সধর্ম্মা রূপেই গ্রহণ করিলাম।+ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যে সকল বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থ আছেন, তন্মধ্যে শ্রীবাস্তব, শকসেন, করণ, সূর্য্যধ্বজ, অম্বষ্ঠ, রাজধানা ও গৌড় এই কয় শ্রেণীর কায়স্থই বঙ্গে আসিয়া বিভিন্ন স্থানে বাসহেতু তাহাদের বংশধরগণ এখন বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং কুলগ্রন্থ অনুসারে বসু, ঘোষ, মিত্র, দত্ত, সিংহ প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থগণও উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় শ্রীবাস্তব প্রভৃতি বিভিন্ন শাখার দায়াদ হইতেছেন এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় কায়স্থবর্গের ন্যায় এখানকার ঘোষ, বসু, মিত্র প্রভৃতি ৮৭ ঘর বিশুদ্ধ কায়স্থবংশধরগণ ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত হইতেছেন।‡

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু বর্ম্মা।

যমের স্বরূপ *

নদীতীর—রাজা শিখিধ্বজ ধ্যানরত।

(যমের প্রবেশ)

যম। (গম্ভীর কণ্ঠে) ওগো যোগিবর!
শিখিধ্বজ। (ধ্যান-ভঙ্গে) রুদ্ররূপী কে তুমি আবার!
যম। আমি মৃত্যু! কালপূর্ণ হ'য়েছে তোমার।
শিখিধ্বজ। এস বন্ধু! আনিয়াছ শুভ সমাচার।
এ জগতে একমাত্র তুমি আপনার।
বল বন্ধু সর্ব্বাঙ্গীন কুশল তোমার,
কর এই আসন গ্রহণ।

+ এ সম্বন্ধে পাদ্মে পাতালখণ্ডীয় পুরাণ বচন উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

‡ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস "রাজন্যকাণ্ডে" বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের আদিপরিচয় ও ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

* (শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নন্দী রচিত "মুক্তি" নামক নাট্যকাব্য হইতে)

যম। একি অসম্ভব কথা করিনু শ্রবণ!
আমি মৃত্যু, বন্ধু কার নহি, চরাচর
কাঁপে মোর ডরে, মোর অত্যাচারে
বিশ্ববাসী প্রাণভয়ে সদা থর থর।
বিকট ভয়াল আমি বিভীষিকাময়,
আমি কি কঠোর, জানে মানবনিচয়।
দয়ামায়াশূন্য এই কঠোর হৃদয়,
কেন বন্ধু বলি মোরে দেহ পরিচয়?
রোগরূপী, শোকরূপী, আমি ভয়ঙ্কর,
মোর ক্রূর অত্যাচারে ত্রস্ত সপ্তলোক;
আমার নরকরাজ্যে নাহিক আলোক।
আমার ভীষণ দণ্ডে হইয়া নির্ম্মূল
ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে ক্ষুদ্র জীবকুল।
শিখিধ্বজ। ভুল, বন্ধু, ভুল!
তুমি মৃত্যু জগতের পরম আপন,
অন্তরে সুন্দর তুমি বাহিরে ভীষণ।
সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত আছে মরণের কোলে
তোমারি খেলায় এই ভবচক্র দোলে।
ভীত চক্ষে যে তোমারে করে নিরীক্ষণ,
তাহারি নিকটে তুমি অতীব ভীষণ;
এ জগতে মৃত্যুভয় সুমহান ভয়,
সেই ভয় যেই জন করিয়াছে জয়,
মুক্তি করতলে তার, সেই শক্তিমান্
ত্যাগী-ভোগী-যোগী-সাধু নর পুণ্যবান্।
যম। রেখে দাও শূন্য বাক্য, হও সাবধান।
ইচ্ছায় না গেলে পরে করিয়া বন্ধন,
তোমারে লইয়া যাব শমন ভবন।
শিখিধ্বজ। হাঃ হাঃ হাঃ কাহারে তুমি করিছ শাসন?
নিত্য আমি, পূর্ণ আমি, আমি কালাতীত,
আমি জগতের স্রষ্টা কার ভয়ে ভীত?

আমার আজ্ঞায় তুমি ফিরিছ শিকারে
দেশ কাল আমা ছাড়া কোথা চরাচরে ?
তুমি তমোরূপী, তুমি মায়ারূপী কাল,
তোমারে ডরিলে যায় ইহ-পরকাল।
জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, শূন্য পরিণাম,
আমি অনাদির আদি, আমি আত্মারাম ;
জীবনে আকাঙ্ক্ষা নাই মরণেতে ভয়.
প্রারব্ধের বশে চলি যা হয় তা হয়।
এস বন্ধু করি আলিঙ্গন।

যম। প্রকৃত জীবন্মুক্ত তুমিই রাজন্ !
এ জগতে দেখি নাই আর কোন জন,
আপন বলিয়া মোরে করে সম্বোধন
দূর হ'তে দেখি সবে করে পলায়ন।
ত্রিলোকে আমারে সবে শত্রু মনে করে,
তব বাক্যে বড় তৃপ্ত হয়েছি অন্তরে।
তুমিই জেনেছ মোর রূপ তত্ত্বময়
আমি শত্রু কার নহি আমি মঙ্গল আলয়।
আশীর্ব্বাদ করি লভ অক্ষয় নির্ব্বাণ,
জগতে ধার্ম্মিক তুমি, তুমি পুণ্যবান্।

(অন্তর্দ্ধান)

* * * * *

শ্রীচিত্রগুপ্ত-মূর্ত্তি-পরিচয়।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্যোগে গত ১৩২৭ সাল হইতে চিত্রগুপ্ত বিগ্রহ পূজিত হইয়া আসিতেছেন। * ১৩২৮ সালের কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত "শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তপূজাপদ্ধতি" মধ্যে এই মূর্ত্তিপরিচয় বিবৃত থাকিলেও অনেকে এই মূর্ত্তির পৌরাণিক প্রমাণ জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। তাঁহাদের কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য নিম্নে বিবৃত হইতেছে—

চিত্রগুপ্ত দেব চতুর্দ্দশ যমের মধ্যে একতম, সুতরাং তাঁহার প্রধান মূর্ত্তি যম স্বরূপই হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। এ সম্বন্ধে দেবীপুরাণ হইতে বলাসুর-বধাখ্যান প্রসঙ্গে এইরূপ বচন দৃষ্ট হয়—

"অথ তত্র স্থিতঞ্চেদং দৃষ্ট্বা জ্বালো মহাবলঃ।
ছাগরাজং সমারুহ্য দীপ্তশক্তিং ব্যধারয়ৎ॥
তং দৃষ্ট্বা মহিষং ধর্ম্মো দণ্ডপাণির্মহাবলঃ।
আরূঢ়শ্চিত্রগুপ্তশ্চ কালকেতুসমন্বিতঃ।
কৃতান্তো নিষ্ঠুর ইব বজ্রদণ্ড মহাবলঃ॥"

(দেবীপুরাণ ৩৯ অঃ)

ইন্দ্রকে ঐরাবতে আরূঢ় দেখিয়া মহাশক্তিমান্ অগ্নিদেব ছাগরাজ আরোহণ-পূর্ব্বক জ্বলন্ত শক্তি ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে দণ্ডপাণি ধর্ম্মরাজ যম এবং কালকেতুর সহিত মহাবল চিত্রগুপ্ত বজ্রদণ্ড হস্তে মহিষোপরি আরোহণ করিলেন।

আবার পাদ্মোত্তরখণ্ডে চিত্রগুপ্ত-ব্রত-কথায় পাইতেছি—

"তচ্ছরীরান্মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ।
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ॥
লেখনী ছেদনীহস্তো মসীভাজনসংযুতঃ।
নিঃসৃত্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।"

তাঁহার (ব্রহ্মার কায় হইতে) শ্যাম বর্ণ, পদ্মলোচন, কম্বগ্রীব, গূঢ়শিরা, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল বদন, লেখনী, ছেদনী, ও মসীপাত্র হস্তে মহাবীর বাহির হইয়া অব্যক্ত জন্মা ব্রহ্মার সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

* এই সংখ্যার প্রথমেই মূর্ত্তিচিত্র দ্রষ্টব্য।

প্রথম পৌরাণিক বচনে এক হস্তে বজ্রদণ্ড, দ্বিতীয় পৌরাণিক বচনে তিন হস্তে লেখনী, ছেদনী, ও মসিপাত্রের উল্লেখ আছে। তজ্জন্যই চিত্রগুপ্ত পূজা-পদ্ধতিতে চিত্রগুপ্তের ধ্যানমন্ত্র এইরূপ দৃষ্ট হয়—

"চিত্রগুপ্তং ঘনশ্যামং কমলায়তলোচনম্।
কম্বুগ্রীবং বিশালোরঃ স্থুলহারবিরাজিতম্॥
লেখনীং বজ্রদণ্ডঞ্চ মসীপাত্রমসিং তথা।
চতুর্ভির্বাহুভির্নিত্যং বিভ্রতং মহিষধ্বজম্॥
বিচিত্রাসনমারূঢ়ং দিব্যাম্বরধরং পরম্।
জীবানাং পুণ্যপাপানি গণয়ন্তমহর্নিশম্॥
বিদ্যুদ্দামসমুদ্ভাসি ত্রিবৃদ্-যজ্ঞোপবীতকম্।
ব্রহ্মঘোষনিনাদেন মুখরীকৃতদিঙ্মুখম্॥
ধীমন্তং ধারণাধীশং ধ্যানস্তিমিতলোচনম্।
গুণাধীশং গুণাতীতং চিন্তয়েচ্চিন্তিতার্থদম্॥"

উক্ত ধ্যানানুসারে কায়স্থ-সভায় পূজিত চিত্রগুপ্ত মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। এইরূপ চতুর্ভুজ মূর্ত্তির বর্ণনা থাকিলেও বেহার ও যুক্তপ্রদেশে স্থানে স্থানে দ্বিভুজ চিত্রগুপ্ত মূর্ত্তি দেখা যায়। ইহার কারণ কি?

উপরের চিত্রগুপ্তের যে ধ্যান ও তদনুসারে যে মূর্ত্তির কথা লিখিত হইল, তাহা বাস্তবিক রূপক মূর্ত্তি। চিত্রগুপ্তদেবে যুদ্ধবৃত্তি (military) এবং প্রজা-শাসনরূপ লেখ্যবৃত্তি (civil) একাধারে ক্ষত্রবর্ণের উপযোগী উভয় বৃত্তির আরোপ হেতু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দ্বারা উভয় ভাব কল্পিত হইয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

চিত্রগুপ্ত-ব্রত-কথা।*

(অনুবাদ)

দত্তাত্রেয় কহিলেন,—সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ মহানুভব ভীষ্ম ত্রিকালজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ ঋষিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আমি ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের উৎপত্তি ও আশ্রম চতুষ্টয় এবং সঙ্কর জাতিগণের উৎপত্তির বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি। হে মুনে! লোক মধ্যে কায়স্থদিগের উৎপত্তির কথা বিশেষ বিখ্যাত। তাহারা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ, দানশীল, পিতৃযজ্ঞপরায়ণ, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কাব্যালঙ্কারজ্ঞ ও স্বজনগণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালক। হে মহাবাহো! এরূপ সদ্‌গুণালঙ্কৃত কায়স্থদিগের উৎপত্তির বিষয় বিস্তারিতরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সংশয় দূর করিয়া সন্তোষ বিধান করুন।" মুনিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্য এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিলেন—হে গাঙ্গেয়! পূর্ব্বে যাহা তোমার শ্রুতিগোচর হয় নাই; আমি সেই কায়স্থদিগের উৎপত্তির কারণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।—হে ভীষ্ম! যিনি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়া প্রতিপালন এবং প্রলয়কালে সংহার করেন, সেই অব্যক্ত পুরুষ পিতামহ ব্রহ্মা এই জগতের যেরূপ সৃষ্টি বিধান করিয়াছেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে ভারত! ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল এবং ব্রহ্মা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দ্বিপদ, চতুষ্পদ, ষট্‌পদ, কীট, প্লবঙ্গম, সরীসৃপাদি প্রাণিবর্গ এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি এককালে সৃষ্টি করিলেন। তিনি এই প্রকার বহু বিধানে বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়া অতি তেজস্বী আপন জ্যেষ্ঠপুত্র কশ্যপকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'হে পুত্র! অতি যত্নপূর্ব্বক এই জগৎ প্রতিপালন কর।' ব্রহ্মা এই প্রকার আদেশ করিয়া তদনন্তর যাহা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। শান্তমানস মহাত্মা কমলাসন সৃষ্টি-বিধানানন্তর স্থিরচিত্তে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া ১১০০০ বৎসর সমাধিস্থ হইলেন। তিনি এইরূপ সমাধি অবলম্বন করিলে যাহা হইয়াছিল তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। তদনন্তর অব্যক্তজন্মা সেই ব্রহ্মার কায় হইতে শ্যাম বর্ণ, পদ্মলোচন, কম্বুগ্রীব, গূঢ়শিরা ও পরমসুন্দর এক পুরুষ উৎপন্ন হইয়া, লেখনী, ছেদনী ও মসীপাত্র হস্তে তাঁহার

* বাঙ্গালার বাহিরে বেহার হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র কায়স্থ-সমাজে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন এই চিত্রগুপ্তব্রতকথার মূল পঠিত হইয়া থাকে। তাহারই অনুবাদ প্রকাশিত হইল।

সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন পিতামহ ব্রহ্মা সমাধি ভঙ্গ করিয়া সম্মুখস্থিত ধ্যানপরায়ণ সুবিচিত্র গঠন উত্তম ঐ পুরুষকে দর্শন করিলেন এবং সেই পুরুষের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পুরুষোত্তম! কে তুমি আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছ? হে ভীষ্ম! ব্রহ্মা কর্ত্তৃক তিনি ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন, হে নাথ! নিশ্চয়ই আমি আপনার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। অতএব আপনি আমার নাম কি তাহা বলুন। এবং হে তাত! আমার উপযুক্ত কার্য্যে আমাকে নিয়োজিত করুন। পুলস্ত্য কহিলেন, ভগবান্ ব্রহ্মা স্ব-সমুদ্ভব পুরুষের সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত চিত্তে কহিলেন, হে বৎস! আমি স্থিরচিত্ত হইয়া সুন্দর সমাধিস্থ হইলে তুমি আমার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, এ নিমিত্ত তুমি সংসারে 'কায়স্থ' নামে খ্যাত হইলে। আর তোমার নাম চিত্রগুপ্ত হইল। ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারার্থ ধর্ম্মরাজের সভায় তোমার স্থান নিরূপিত হইল। তুমি তথায় অবস্থিত হইয়া ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্ম প্রতিপালন এবং পৃথিবীতে ভারসমন্বিত প্রজা সৃষ্টি কর। ব্রহ্মা এই বর দান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। হে কুরুবংশ বিবর্দ্ধন! অতঃপর চিত্রগুপ্তের বংশকীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ভট্টনাগর, সেনক, গৌড়, শ্রীবাস্তব্য, মাথুর, অহিষ্ঠান, শকসেন এবং অম্বষ্ঠ চিত্রগুপ্তের এই কয়েক উত্তম পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, মহামতি চিত্রগুপ্ত এই সকল বিচারক্ষম পুত্রগণকে দর্শন করিয়া সানন্দচিত্তে পৃথিবীমণ্ডলে স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ উপদেশ করিলেন। হে পুত্রগণ! তোমরা স্বর্গকামনা করিয়া সর্ব্বদা দেবার্চ্চনা, ব্রাহ্মণদিগের পালন, অতিথিসেবা এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারপূর্ব্বক প্রজাগণের করগ্রহণ করিবে এবং তোমাদিগের কর্ত্তব্য যে যত্নপূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করিয়া স্বর্গ কামনা করিবে। মহাপুরুষেরা যে মহামায়ার প্রভাবে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে যজ্ঞাংশভোজী হন, তোমরাও সর্ব্বদা সেই চণ্ডাসুরমথিনী চণ্ডীর ধ্যানপরায়ণ হইয়া ফল-পুষ্প-ধূপদীপাদি নানা উপচার সহযোগে পূজা করিবে। তাহা হইলে তিনি তোমাদিগের প্রতি পুত্রদাত্রী ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা হইবেন। আর দ্বিজাতির অপেয় যে সুরা তাহাও চণ্ডিকাপূজনার্থ তোমাদিগের পেয় হইল। কিন্তু তোমরা লোকত্রয়ের হিতের নিমিত্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। চিত্রগুপ্তদেব পুত্রদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া ধর্ম্মরাজের মন্ত্রী হইলেন। হে ভীষ্ম! আপনি যে আমাকে কায়স্থদিগের উপাখ্যান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। এক্ষণে চিত্রগুপ্তের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন।

পুলস্ত্য বলিলেন—এই পৃথিবীমণ্ডলে সৌদাস নামে এক রাজা সর্ব্বদা পাপ-কর্ম্মে রত থাকায় ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বিচার করিতেন না। কিন্তু তিনি যে কারণে স্থির স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন, তৎপুণ্য ফল শ্রবণ করুন। ঐ সৌদাস রাজা অত্যন্ত দুরাচার, সর্ব্বপ্রকার পাপকর্ম্মে রত ও সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত ছিলেন। রাজনীতি কিছুমাত্র জ্ঞাত ছিলেন না এবং অতিথিসেবা প্রভৃতি কোন উত্তম কর্ম্ম করিতেন না। কিছুদিন পরে তিনি এক ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, অদ্যাবধি এই ভূমণ্ডলে কুত্রাপি কেহই কোন দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও দৈব, পিত্র্য এবং আতিথ্য কর্ম্ম করিতে পারিবে না, এই আদেশ করিয়া স্বদেশে কিয়ৎকাল অতি-বাহিত করিয়া বিদেশ-ভ্রমণে গমন করিলেন। পৃথিবীমণ্ডলে ব্রাহ্মণাদি যে কেহ বসতি করিতেন, তাঁহারা কেহই যজ্ঞ হবনাদি করিতে পারিতেন না। হে ভীষ্ম! তদবধি কোথাও কোন পুণ্যকর্ম্ম বা যজ্ঞাদি হইত না। সেই ধর্ম্মবিদূষক রাজা ব্রাহ্মণদিগের কর গ্রহণ করিতেন। হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম! তাঁহার কর্ম্মফল শ্রবণ করুন। পাপাত্মা সৌদাস কোন সময়ে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন যে কার্ত্তিকমাসে শুক্লপক্ষে উত্তমা দ্বিতীয়া তিথিতে চিত্রগুপ্তের পূজা কর্ত্তব্য বলিয়া কায়স্থেরা ভক্তিভাবে ধূপদীপাদি নানা উপচারে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিতেছে। সৌদাস রাজা তথায় গমন করিলেন এবং তাঁহাদের পূজা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা এ কাহার পূজা করিতেছ? তাহারা বলিল, আমরা চিত্রগুপ্তের শুভপূজা করিতেছি। তখন রাজা বলিলেন,—'আমিও চিত্রগুপ্তের পূজা করিব' এই বলিয়া বিধিবৎ স্নানান্তে তাহাদের পূজা দেখিয়া শ্রদ্ধা সহকারে চিত্রগুপ্তের পূজা করিলেন। অতঃপর মহীপতি সৌদাস চিত্রগুপ্তপ্রভাবে সদ্যই নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। অতএব চিত্রগুপ্তের বিচিত্র প্রভাব ও মাহাত্ম্য তোমাকে কহিলাম। হে নৃপশার্দ্দূল! এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন।

ভীষ্ম মুনিবরের এই সকল কথা শ্রবণ করিতে করিতে বলিলেন, হে মহামুনে! কোন্ বিধানে ও কোন্ মন্ত্রে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিতে হয়, তাহা আমাকে বলুন? যাঁহার পূজা করিয়া সৌদাস রাজা স্থির স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। পুলস্ত্য কহিলেন, চিত্রগুপ্তের পূজার বিধি কহিতেছি, শ্রবণ করুন। গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাদি উপহার, ঘৃতপক্ক নৈবেদ্য, যথাকাল-জাত ফল, সুন্দর পট্টবস্ত্র, ভেরীশঙ্খ মৃদঙ্গ ও ঢক্কাদি বাদ্য এবং অন্যান্য নানাবিধ নৈবেদ্য দ্বারা মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত হইয়া চিত্রগুপ্তের পূজা করিবেন। জলপূর্ণ নূতন কলসোপরি শর্করাপূর্ণ পাত্র

রাখিয়া পূজান্তে দ্বিজাতিদিগকে দান করিবেন। তদনন্তর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে ভোজন করাইবেন।

"হে চিত্রগুপ্ত! তুমি মসীপাত্র, লেখনী ও ছেদনী হস্তে ধারণ করিয়া পৃথিবী মণ্ডলে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার। হে চিত্রগুপ্ত! তোমাকে নমস্কার। তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী, তোমাকে নমস্কার। তুমি লোক সকলের নিত্যপালক, তুমি আমাকে মঙ্গলপ্রদান কর, তোমাকে নমস্কার করি।" ইহাই চিত্রগুপ্তের পূজা। হে রাজেন্দ্র! মহারাজ সৌদাসও ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে এইরূপ মন্ত্রদ্বারাই চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করায় অচিরাৎ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। রাজ্য-ভোগান্তে মৃত্যু হইলে যমদূতেরা তাহাকে ভয়ানক যমপুরীতে আনয়ন করিল। তাহাকে দেখিয়া ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, "এই দুরাচার সৌদাস রাজা সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে রত থাকিয়া নিরন্তর সংসার মধ্যে নানাবিধ পাপাচরণ করিয়াছেন।"

ধর্ম্মরাজ এইরূপ কহিলে, ধর্ম্মাধর্ম্মবিশারদ মহামতি চিত্রগুপ্ত সৌদাসের কর্ম্মজনিত বিপাক জ্ঞাত হইয়া হাস্যপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে বলিলেন—

"এই সৌদাস রাজা সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে রত ছিলেন, তাহা আমি জ্ঞাত আছি। হে সূর্য্যপুত্র! তোমার প্রসাদে তোমা কর্ত্তৃক শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে আমি পূজ্য হইয়াছি। সৌদাস রাজা পাপকর্ম্ম করিয়াছে বটে, কিন্তু হে দেব! এই পৃথিবীমণ্ডলে একদা আমার পূজা দেখিয়া এই রাজা ভক্তিভাবে আমার পূজা করিয়াছিলেন, সেই হেতু আমি তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুপদ-প্রাপ্ত্যর্থ বর প্রদান করিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ বিষ্ণুপদপ্রাপ্তির অনুমতি করিলেন। অতএব পৃথিবীতে যে কায়স্থেরা চিত্রগুপ্ত দেবের পূজা করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিবেন। অতএব হে ভীষ্ম! তুমিও বিধিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা কর।

দত্তাত্রেয় কহিলেন, পুলস্ত্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম মহাশয় ভক্তিভাবে কার্ত্তিকমাসে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে যম, যমুনা, চিত্রগুপ্ত ও যমদূত সকলের পূজা করিলেন। এই নিমিত্ত এই তিথির নাম যমদ্বিতীয়া হইল। এই দিনে রক্তচন্দন মিশ্রিত চিত্র বিচিত্র পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি এবং গুড়মিশ্রিত মোদকদ্বারা চিত্রগুপ্তের পূজা করিবে। এই দিন ভগিনী-হস্তপ্রস্তুত অন্নাদি ও গণ্ডুষ পানভোজন করিলে বুদ্ধি, যশঃ, আয়ুর্ব্বৃদ্ধি এবং এবং সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। ভ্রাতা ভোজনান্তে দেয় দ্রব্যাদি ভগিনীকে দিবেন। মন্ত্র—"উৎপত্তি, প্রলয়, ত্যাগ, দান ও পাপপুণ্যে তুমি লেখক ও শ্রীমান্, হে চিত্রগুপ্ত! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর সহিত উৎপন্ন হইয়াছে। হে মহাবাহো! চিত্রগুপ্ত! অদ্য আমাকে বর প্রদান কর।"

চিত্রগুপ্ত সন্তুষ্ট হইয়া ভীষ্মকে এই বর প্রদান করিলেন, হে মহাবাহো ভীষ্ম! আমার প্রসাদে তোমার মৃত্যু হইবে না। তুমি যখন ইচ্ছা করিবে, তখন তোমার মৃত্যু হইবে। চিত্রগুপ্ত দেব ভীষ্মকে এই বর প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। এই প্রকারে যাঁহারা পৃথিবীতে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিবেন, তাঁহারা ইহলোকে নানাবিধ পুণ্যার্জ্জন করিবেন। অতএব যে কোন কায়স্থ এই কায়স্থোৎপত্তি-প্রকরণের চিত্রগুপ্তের কথা ভক্তিভাবে শ্রবণ করিবে, সর্ব্বব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিবে এবং যেখানে তপস্বিগণ যাইয়া থাকেন, মরণান্তে সেই বিষ্ণুলোকে গমন করিবে।"

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-পূজা-মহোৎসব।

বিগত ২রা কার্ত্তিক সোমবার বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্যোগে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিতে বাগবাজার ৮নং বিশ্বকোষ লেনস্থিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের ভবনে কায়স্থ-বীজপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা-মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা ও মফস্বলের পঞ্চশতাধিক কায়স্থ সন্তান এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বহুকায়স্থ মহিলাও ঠাকুর দর্শন করিতে এবং নাট্যাভিনয় দর্শন করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এবার পূজায় কোটালীপাড়-নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য-পদে ও চাঁদসী-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তন্ত্রধার-পদে বৃত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি ইদিলপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী মহাশয় সজাতিবর্গের প্রতিনিধিরূপে আচার্য্য বরণ এবং সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য কাব্যরত্ন মহাশয় আচার্য্যপদে বৃত হইয়া ছয়জন কায়স্থ-সন্তানের ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত ও উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন করেন। তাঁহাদের নাম যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

লেখনী, মস্যাধার, অসি, ও বজ্রদণ্ডধারী, মহিষবাহন, কমললোচন, পূর্ণচন্দ্রনিভানন, দূর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের মনোহর মূর্ত্তি দর্শনে নরনারী মাত্রেই পুলকিত হইয়াছিলেন। ষোড়শোপচারে পূজা ও ভোগরাগ সমাপনান্তে উপস্থিত আবালবৃদ্ধ সকলকে খিচুরী প্রসাদ, ডাল, ডালনা, দধি, সন্দেশ, পর্য্যাপ্তরূপে

ভোজন করান হইয়াছিল। উৎসব-ভবন সারাদিন আনন্দ-কোলাহল ও গীতবাদ্য ধ্বনিতে মুখরিত ছিল। সায়ংকালে বালকগণ হারমোনিয়ম যোগে মধুরস্বরে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন-রচিত পিতৃ-স্তোত্র গান করেন। স্তোত্রগীতটী এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে ধূমধামের সহিত ঠাকুরের আরতি হয়। আরতির পর প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব মহাশয়ের অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণে একটী সভা হয়। ত্রিশতাধিক সম্ভ্রান্ত-কায়স্থ এবং শতাধিক কায়স্থ-মহিলা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় দু'চারি কথায় সভার উদ্বোধন করিয়া বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষবর্ম্ম রায়-চৌধুরী মহাশয়কে সভার কার্য্য পরিচালনা করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার আহ্বানে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় প্রায় একঘণ্টা কাল উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কায়স্থ-সভার উন্নতি ও কায়স্থ-সমাজের সংস্কার সম্বন্ধে কয়েকটী সারগর্ভ কথা বলেন। তৎপর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ-গাঙ্গুলী মহাশয় কাকচরিত্র বিষয়ে অতীব হাস্যরসোদ্দীপক একটী রচনা পাঠ করেন। সর্ব্বশেষে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নির্দ্দেশে বিরচিত "চিত্রগুপ্তাভ্যুদয়" নামক হৃদয়গ্রাহী নাটিকা ভূতপূর্ব্ব অমৃতবাজার-সম্পাদক ৺মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীঅতুলানন্দ দত্ত প্রমুখ যুবক ও বালকবৃন্দ কর্ত্তৃক বিশেষ দক্ষতার সহিত অভিনীত হয়।* অভিনয়-দর্শনে উপস্থিত নরনারী মাত্রই চিত্রগুপ্তদেবের আবির্ভাবতত্ত্ব ও গৌরবকথা পরিস্ফুট রূপে অবগত হইয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। এই সংক্ষিপ্ত সুলিখিত নাটিকাখানি পাঠকগণের অবগতির জন্য এই "চিত্রগুপ্ত-সংখ্যায়" মুদ্রিত হইল। অবশেষে প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণবের পুত্র ও দৌহিত্রাদি বালকবৃন্দ কর্ত্তৃক "পঞ্চপ্রদীপ" নামে একটী ক্ষুদ্র প্রহসন অভিনীত হয়। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে মিষ্টান্ন দ্বারা জলযোগ করান হয়। অভিনয় অন্তে নাট্যসমিতির সভ্যগণের সেবা লওয়া হইয়াছিল।

উৎসব সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নাম যথাসম্ভব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

মহামহোপাধ্যায় পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা রায়-চৌধুরী (বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি), রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব

* যে যে ব্যক্তি যে যে অংশ অভিনয় করেন, তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল :—

১ নারদ—শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ দত্ত, ২ ব্রহ্মা—অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩ ধর্ম্মরাজ—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন গুহ, ৪ যমদূত ১ম—শ্রীপ্রভাতকুমার বসু, ৫ যমদূত ২য়—জ্যোতির্ম্ময় নাগচৌধুরী।

বাহাদুর, মাননীয় সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি. আই. ই, এল, এল. ডি, কুমার অসীমকৃষ্ণদেব বাহাদুর, কুমার মনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় (বাঁশবেড়িয়া), রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এম, এ, ডি, লিট্ (সহকারী-সভাপতি, বৈদ্যসমাজ), অধ্যাপক আশুতোষ মিত্র জ্যোতিঃপঞ্চানন, অধ্যাপক রায়-বাহাদুর হেমচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত গোলাপলাল ঘোষ (অমৃতবাজার-পত্রিকা-সম্পাদক), মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, মৃণালকান্তি বসু বর্ম্মা এম, এ, বি এল, যতীন্দ্রনাথ দত্ত (জন্মভূমি-সম্পাদক), রমণীরঞ্জন গুহ রায় (নায়ক), ডাঃ শৈলেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, ডাঃ পান্নালাল বসু, ডাঃ তিনকড়ি ঘোষ, অম্বিকাচরণ বসু (জঙ্গলবাধাল), রায়বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ (ফরিদপুর), অজিতচন্দ্র ঘোষ (উকিল), রায় বিপিনবিহারী বসু, রায় বটবিহারী বসু, রায় বনবিহারী বসু, হরিপদ দত্ত (লক্ষ্মীনিবাস) সুরেন্দ্রনারায়ণ দেব, শচীন্দ্রনারায়ণ দেব (ইটালী), বিশ্বেশ্বর ঘোষ বর্ম্মা রায়চৌধুরী (ইদিলপুর, ফরিদপুর), শিশিরকুমার ঘোষ বর্ম্মা দস্তিদার (গাভা, বরিশাল) যোগেশচন্দ্র ত্রাতৃবর্ম্মা (ঢাকা), দুর্গানাথ ঘোষ বর্ম্মা দস্তিদার তত্ত্বভূষণ (ওলপুর), গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার, শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (হিশিবপুর), জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি, এল, দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ (ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট), সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ (জমিদার কাঁকুরগাছী), রায় রামেশ্বরসহায় (গয়া), বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা (স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র), হরেন্দ্রকুমার মিত্র (উকীল), অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, ললিতাপ্রসাদ দত্তবর্ম্মা. নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (ব্যারেষ্টার), এন,কে, মিত্র (রেসিডেণ্ট-ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া), পরেশনাথ মল্লিক (ব্যারিষ্টার) মনীন্দ্রমোহন মজুমদার বর্ম্মা, বিরাজমোহন দাস, এম, এস, সি (লিডস্), সুরেশচন্দ্র গুহ (ব্রাহ্মণদী), শ্যামলাল দে, হেমেন্দ্রলাল কর, প্রবোধকুমার দত্ত (নিমতলা), ননীলাল দত্ত (উকিল) শৈলেন্দ্রকুমার রায়-চৌধুরী (বারুইপুর), গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন, কেদারনাথ দেববর্ম্মা, শচীন্দ্রকুমার চৌধুরী, সুশান্তকুমার বসু, অমূল্যচরণ বসু, গোপাললাল মিত্র (কলোড়া), দীনেশচন্দ্র সেন, তারকচন্দ্র দেববর্ম্মা, মধুসূদন সরকার, অবিনাশচন্দ্র ভদ্র, শ্রীশচন্দ্র ভদ্র, আশুতোষ মিত্র,. অনিলকুমার রায়, নির্ম্মলকান্তি বসু, গণেশচন্দ্র ঘোষ রায় (ফরিদপুর), সুরেন্দ্রমোহন বসু, হরিপদ গুহ (বজ্রযোগিনী), হেমচন্দ্র দে, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল দত্ত, রামকান্ত দত্ত (লক্ষ্মীনিবাস), অনাথনাথ বসু, হরিপদ ঘোষ, শনৎকুমার বসু, অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার, বিপিনবিহারী শিরোমণি, পরেশনাথ ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, পুলিনবিহারী মিত্র, বীরেন্দ্রনাথ বসু, লালবিহারী সেন, বনবিহারী সেন, অবিনাশচন্দ্র রাহাবর্ম্মা, যতীন্দ্রনাথ সরকার, হেমচন্দ্র চৌধুরী (আবদুলাবাদ ফরিদপুর), ডাঃ কুঞ্জবিহারী দেব, মনোমোহন ঘোষ, হীরালাল মিত্র, শরৎলাল মুখার্জ্জী, কিরণচন্দ্র দত্ত (লক্ষ্মীনিবাস), শরচ্চন্দ্র দত্ত বর্ম্মা, বিজয়চন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, হিমাংশু-কুমার দত্ত, নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, দ্বিজেন্দ্রনাথ সরকার, গিরীন্দ্রমোহন বসু (আলগী, ফরিদপুর), শিশিরকুমার ঘোষ বর্ম্মা, নিবারণচন্দ্র ঘোষ, সত্যচরণ বসু, হরপার্ব্বতীকুমার মিত্র (এম, এস, সি,) কানাইলাল দত্ত,

হরেন্দ্রনাথ মিত্র, চঞ্চলকুমার সিংহ, বীরেন্দ্রকুমার দত্ত, চন্দ্রভূষণ গাঙ্গুলী, ইন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বি, এল, সুশীলচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি এল, বিনয়কুমার দত্ত, কালীকৃষ্ণ দত্ত, লালমোহন দত্ত (লক্ষ্মীনিবাস), ডাক্তার হীরালাল সিংহ, কাশীনাথ মিত্র, হৃষীকেশ নন্দী, অমূল্যধন মিত্র, অমৃতলাল সিংহ চৌধুরী (ভান্তাড়া), তিনকড়ি বসু, সুশীলকৃষ্ণ বসু বর্ম্মা, অঘোরচন্দ্র সরকার, মহেন্দ্রনাথ রায়, যতীন্দ্রচন্দ্র বসু, বৈদ্যনাথ রায়, কালিদাস দত্ত, সুনীলকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, বিমলকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, দেবেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক, নরেন্দ্রনাথ দাস, অগ্নিহোত্রী সরলচন্দ্র ঘোষ, অচ্যুতসহায় গুহ সরকার, সতীশচন্দ্র বসু, সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, মহেশচন্দ্র দত্ত, প্রভাতকুমার বসু, কালীপদ সরকার, বিনোদবিহারী দাস, নৃপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা রায় চৌধুরী, এম, এ (শ্রীফলতলা) ; উপেন্দ্রনাথ বসু, বিনয়কৃষ্ণ বসু, অনাথবন্ধু পাল, রাজকুমার মিত্র, সতীশচন্দ্র বিশ্বাস, অমরনাথ দত্ত, গোপাললাল সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা (প্রচারক), শ্যামাচরণ বসু, অমলবিহারী মজুমদার, অতুলানন্দ দত্ত।

পরদিন ৩রা কার্ত্তিক মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে ঠাকুরের পূজা, অপরাহ্নে পুরমহিলা-গণ কর্ত্তৃক বরণ এবং সায়ংকালে সমারোহের সহিত নিরঞ্জন উৎসব হইয়াছিল। ঠাকুরের পুরোভাগে একদল বালক "বন্দে পিতরম্ চিত্রগুপ্তম্" বলিতে বলিতে অগ্রসর হইয়াছিল। পশ্চাতে বাদকদল ঢাক, ঢোল, কাঁসরাদি বাজাইতে বাজাইতে চলিয়া ছিল। যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণ সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপশ্চাতে ছিলেন। তন্মধ্যে ছিলেন রায় যতীন্দ্রনাথ সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত সুশীল কৃষ্ণ বসু বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র মোহন বসু বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত তারাপদ রাহা, এম, এ ; শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বসু বর্ম্ম বি-এ, প্রভৃতি।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন আসন ত্যাগ করিয়া প্রায় কথনও উঠিতে পারেন নাই। তথাপি বসিয়া বসিয়াই তাঁহার সহকারিগণের দ্বারা অশেষ উৎসাহের সহিত সকল কার্য্য করাইয়াছেন।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তপূজায় মোট ৩৩৫।৫ টাকা খরচ হইয়াছে। যাঁহারা চাঁদা ও প্রণামী দিয়াছেন নিম্নে তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল :—

শ্রীযুক্ত রায় বিপিনবিহারী বসু ২০৲, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা ১০৲, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মারায় চৌধুরী (সভাপতি) ১০৲, কেদারনাথ দেব-বর্ম্মা ৫, রায় বনবিহারী বসু ৫৲, রায় বটবিহারী বসু ৫৲, নরেন্দ্রনাথ সিংহ ৫৲, অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক বি এল্ ৫৲, ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা ৪৲, সুরেন্দ্রলাল দাসবর্ম্মা ৩৲, মহারাজকুমার ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ২৲, বিরাজমোহন দাস, এম, এস, সি (লিডস্) ২৲, হেমন্তকুমার ঘোষ ১৲, অশ্বিনীকুমার বসু বর্ম্মা ৩৲, বিজয়চন্দ্র ঘোষ ২৲, যোগেশচন্দ্র বসু বর্ম্মা ২৲, যোগেন্দ্রনাথ সরকার ২৲, শৈলেন্দ্রমোহন সিংহ বর্ম্মা ২৲, মাথনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা ৪৲, রমাপ্রসাদ চন্দ ১৲, ডাক্তার মানদাকান্ত রায় ২৲, ডাক্তার কুঞ্জবিহারী দেব ২৲, উপেন্দ্রনাথ বসু ২, রায় কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায়বর্ম্মা

বাহাদুর ১০৲, সুশীলকুমার আইচ ২৲, শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ১২৲, বীরেন্দ্রনাথ বসু ১৲, রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেববাহাদুর ১৲, নন্দলাল রায় চৌধুরী ১৲, মহাশয়-জী শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ ১০৲, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম রায়চৌধুরী ১৲, শ্রীযুক্ত ডাঃ কিরণচন্দ্র ঘোষ ১৲, খুলনা কায়স্থ-সম্মিলনীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত বি. এল ১০৲, তারকনাথ দেববর্ম্মা ১৲, মধুসূদন সরকার ১৲, ডাঃ তিনকড়ি ঘোষ ১৲, সুরেন্দ্রনারায়ণ দেব ২৲, সুরেশচন্দ্র গুহ ৩৲, রামগোপাল মিত্র ১৲, মৃণালকান্তি বসু ১৲, নিবারণচন্দ্র ঘোষ ১৲, শৈলেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ১৲, তিনকড়ি বসু ১৲, যতীন্দ্রনাথ দত্ত (জন্মভূমি-কার্য্যালয়) ২৲, অমূল্যধন মিত্র ১৲, অসীমকৃষ্ণ দেব ১৲, দেবেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক ১৲, শ্রীফলতলা কায়স্থ-যুবক সঙ্ঘ ১৲, বিনোদবিহারী দাস বর্ম্মা ১৲, বিজয়চন্দ্র বসু ১৲, সতীশচন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা ১৲, ননীলাল দত্ত ১৲, প্রবোধকুমার দত্ত ১০৲, অমৃতলাল সিংহ বর্ম্মা ১৲, গোপাললাল সেন ১৲, গোলাপলাল ঘোষ বর্ম্মা ১০৲, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী ১৲, ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা ১০৲, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (কাকুরগাছী), ১০৲, রায় বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ ২৲, অমরনাথবসু মল্লিক ১৲, কবিরাজ গিরিশচন্দ্র বিশারদ ১৲, নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (কায়স্থ-সভার সম্পাদক) ১০৲।

এই পূজা-উৎসব উপলক্ষে এখনও অনেক টাকা বাজার দেনা আছে, যাঁহাদের চাঁদা বাকী আছে অনুগ্রহপূর্ব্বক সত্বর পাঠাইয়া কৃতার্থ করিবেন।

পূজা-মহোৎসবে উপনয়ন

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভায় শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজার দিন নিম্নলিখিত কায়স্থ-মহোদয় ক্ষত্রিয়াচারে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ বর্ম্মা দস্তিদার (গাভা, বরিশাল), ২। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র দেববর্ম্মা (দোলকুণ্ডী, ফরিদপুর) ৩। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বসু বর্ম্মা (ডেমরাম, ঢাকা) ৪। শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ দেববর্ম্মা (মহেশপুর, বগুড়া) ৫। শ্রীযুক্ত হিমাংশুচন্দ্র নাথক বর্ম্মা (মান্দ্রা, ঢাকা) ৬। ভূপালচন্দ্র গুহ বর্ম্মা বি, এ (ভরাকর, ঢাকা)।

মফঃস্বলে চিত্রগুপ্তপূজা মহোৎসব।

প্রত্যক্ষদর্শী উষানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ;—

হুগলী জেলার অন্তর্গত আরামবাগ থানায় বাতানল গ্রামে "বাতানল কায়স্থ-সমিতির" উদ্যোগে গত ২রা কার্ত্তিক সোমবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিতে ১৬শ বার্ষিক শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তপূজোৎসব যথারীতি মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে এই দিবস যথাবিধি পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, স্তোত্রগান, ভোগ, আরতি, চিত্রগুপ্তব্রতকথাপাঠ, ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ ভোজন ; ৩রা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, অন্যান্য জাতি ও বাঙ্গালী ভোজন ও রাত্রিতে ভার্গববিজয় অভিনয় ;—৪ঠা শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবকে রথে করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ ও নিরঞ্জনাদি ক্রিয়া সুসম্পন্ন

করা হয়। তিন দিনব্যাপী চিত্রগুপ্ত মেলায় আমোদ প্রমোদে ও 'দীয়তাং ভুজ্যতাং রবে', বাদ্য ঘণ্টার রোলে গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

গত ১৬ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় গণেশচন্দ্র সার্ব্বভৌমের সভাপতিত্বে ও প্রাতঃস্মরণীয় ক্ষণজন্মা কায়স্থ-তত্ত্বজ্ঞ সুপণ্ডিত প্রচারক ৺বামাপদ পাল চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয়ের উপস্থিতিতে এক বিরাট কায়স্থ সভার অধিবেশন হয়—তাহাতে চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী ২২টী গ্রামের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদিত হয় এবং বামাপদ বাবুর প্রচারফলে বহু কায়স্থ সন্তান ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করেন। সেই গত সন ১৩১৭ সালের কার্ত্তিক শুক্লাদ্বিতীয়া তিথি হইতেই "বাতানল-কায়স্থ-সমিতি"র কর্ম্মিগণের—বালবৃদ্ধযুবক প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেরই অদম্য উৎসাহে ও প্রাণপাত চেষ্টায় যথা নিয়মিত ভাবে এই পূজামহোৎসব ১৬ বৎসর সুসম্পন্ন হইয়া আসিতেছে।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের আশীর্ব্বাদে বাতানল-কায়স্থ-সমাজ ধনে জ্ঞানে ও গৌরবে উৎকর্ষতা লাভ করিয়া জাতির বিরাট সমাজদেহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। গ্রামের শিক্ষাবিস্তারে, শিল্প ও স্বাস্থ্যোন্নতিতে এই সমিতি সর্ব্বাগ্রণী। ভগবান্ চিত্রগুপ্তদেব ইঁহাদের উপর কল্যাণধারা বর্ষণ করুন, ইঁহারা স্বাস্থ্যে, চরিত্রে, ধনে ও জ্ঞানে পরিপুষ্ট হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে সামাজিক একতাবৃদ্ধি করিয়া উত্তরোত্তর স্বজাতির কল্যাণ বিধান করুন ইহাই ভগবানের নিকট একমাত্র কামনা।

(২)

মাহাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা মহাশয় আনন্দের সহিত জানাইতেছেন ;—

মহাশয়, তাঁহার বাটীতে গত ২রা কার্ত্তিক শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের প্রতিমা গঠনান্তর *পূজা সুসম্পন্ন হইয়াছে এবং ঐকার্য্যে উপবীতী কায়স্থগণের সাহায্য ও সহানুভূতি তিনি পাইয়াছিলেন।

(৩)

বাঁকিপুর-প্রবাসী আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সিংহ মহাশয় (President of the Bengali Settler's Association, Patna) ১৮।১০।২৫ তারিখে লিখিয়াছেন—

"ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন মহাসমারোহে চিত্রগুপ্তের পূজা করিবেন দেখিতেছি। এখানকার লালাকায়স্থেরা ঐ পূজা করিয়া থাকেন এবং চিত্রগুপ্তের মূর্ত্তি কিম্বা চিত্র লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া থাকেন। কলিকাতার বাঙ্গালী কায়স্থেরা ঐ পূজা করিবেন শুনিয়া চিত্রগুপ্ত সম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশের প্রবাদ কি তাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। চিত্রগুপ্ত কায়স্থদের পুরাণ-কল্পিত titular deity, কৌলিক দেবতা বা আদিপুরুষ। × × × বাঙ্গালায় যদি চিত্রগুপ্তের পূজা আরম্ভ হয়, তাহা হইলে এখানকার লালাদের সঙ্গে একটা বংশজ বা সামাজিক যোগের সূচনা হইতে পারে। আজকাল এরূপ যোগ বাঞ্ছনীয়।" †

* সময় যাঁহারা উপবীতী হইয়াছেন, আগামী সংখ্যায় তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইবে।

† বলা বাহুল্য বেহার ও যুক্ত প্রদেশের সকল কায়স্থপ্রধান পল্লীতে শ্রীচিত্রগুপ্তপূজা মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে, তাহার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কায়স্থ-পত্রিকা

২৪শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ—১৩৩২ | ৮ম সংখ্যা

প্রত্যুত্তর।

গত ১৩৩১ সালের ২৯শে আশ্বিন "পুরাণের প্রামাণিকতা" এবং "সূতমাগধের মৌলিকত্ব" সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা পত্রাকারে উপনিবদ্ধ করিয়া শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট উত্তর সহ তৎসম্পাদিত "কায়স্থ"-নামক মাসিক-পত্রে প্রকাশ করিবার জন্য প্রেরণ করি। ছয় মাসের মধ্যেও উহা প্রকাশিত না হওয়ায়, গত বৈশাখ মাসে উক্ত পত্রে একখানি প্রতিলিপি "কায়স্থ-পত্রিকা" নামক মাসিকপত্রে প্রকাশের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলাম। ১৩৩২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হয় এই বিষয়টি "কায়স্থ-পত্রিকার" পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে। তদনন্তর আরও ছয় মাস অতিবাহিত হইলেও পত্রখানির কোন উত্তর না পাইয়া তদ্বিষয়ে সকল আশাই পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। ভগবদিচ্ছায় গত ৮ ৬শে কার্ত্তিক দৈবক্রমে সেই পত্র ও গীষ্পতি বাবু কর্ত্তৃক প্রদত্ত তাহার উত্তর সম্বলিত "পত্র ও পত্রোত্তর" নামক পৃথক ভাবে প্রকাশিত পুস্তকের একখণ্ড আমার হস্তে পতিত হয়। এই পুস্তকের "পূর্ব্বাভাস" হইতে জানিতে পারিলাম যে, "শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা ও বৈষয়িক নানা ব্যাপারে বিব্রত থাকায়" এই অনুচিত বিলম্ব হইল।"

যাহা হউক পত্রখানির আলোচিত বিষয়টি সর্ব্বাংশেই "অমূলক, ভিত্তিহীন, শাস্ত্র বিরুদ্ধ ও অযুক্তি-যুক্ত" ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াও ডিমাই ৮পেজি ১৬ ফর্ম্মায়, অর্থাৎ, প্রায় ১২৮ পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ উত্তর প্রদান ; তথা শারীরিক

ও মানসিক অস্বস্থতা সত্ত্বেও তন্নিমিত্ত শাস্ত্রানুসন্ধান-জনিত অশেষ আয়াস ও মুদ্রণ-ব্যাপারে প্রচুর ব্যয়-স্বীকার-দ্বারা পত্রখানিকে তিনি যে প্রাধান্য দান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। মার পুস্তকে উদ্ধৃত শাস্ত্রবচনাবলী ও তাহার আলোচনা হইতে যে উপকার লাভ করিয়াছি, নির্ম্মম লগুড়াঘাতের বিনিময়ে লব্ধ বলিয়া তাহা চিরদিন স্মৃতিপটে জাগরূক থাকিবে। কবি সত্যই বলিয়াছেন—

"দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে"।

"পুরাণের প্রামাণিকতা"-প্রসঙ্গে মদুদ্ধৃত মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্যাস-বচনের মৎকৃত অনুবাদের সমালোচনায় তিনি ভাষ্যকার ও টীকাকারের যে অভিমত মর্ম্মানুবাদ সহ উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহার সহিত আমার সম্পূর্ণ ঐক্যমত আছে। পত্র-লিখনকালে আমার নিকট কোন ভাষ্য বা টীকা না থাকায় আমি যথাজ্ঞান অনুবাদ-মাত্র করিয়াছি—ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করি নাই। আমার অনুবাদে পারিভাষিক শব্দের অব্যবহার-জনিত দোষ থাকিলেও টীকাকার ও ভাষ্যকারগণের অভিপ্রায়ের সহিত আমার প্রতিপাদিত বিষয়ের যে কোন বিরোধ নাই, তাহা উত্তর-দাতারই অনুগ্রহে তাহার বিশাল সমালোচনা হইতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বেদই যে অখিল ধর্ম্মের মূল এবং তন্নিবন্ধন সকল প্রমাণ-শিরোমণি, আর তন্মূলকত্ব হেতুই স্মৃতিপুরাণাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য, এই মূল সত্যটী যদি "ব্যাখ্যাবিকার" সহকৃত মৎপত্রে অস্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি দোষী সন্দেহ নাই। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে পুরাণকে আমি ক্ষীণতম প্রমাণ বলিয়াছি—পত্র-সমালোচনায় তিনিও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। যথা :—"তবে অবশ্য যেখানে বেদ প্রমাণের আদর্শ নাই, সে ক্ষেত্রে স্মৃতিকেই বেদস্থানীয় মনে করিয়া, তাহাকেই পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া পুরাণকে কনিষ্ঠ প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে।" ব্যাস-বচনের সমাধান ও উপসংহরণে তিনি যে ৩২ সংখ্যক পাদটীপ্পনীর প্রতি আমার পুনর্দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন, তাহা হইতেও পুরাণ-প্রামাণ্যের ক্ষীণতমত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথাহ ব্যাস :—

"অতঃ স পরমোধর্ম্ম যো বেদাদধিগম্যতে।
অবরঃ স তু বিজ্ঞেয়ো যঃ পুরাণাদিষু স্মৃতঃ॥
বেদার্থবিত্তমৈঃ কর্ম্ম যৎ স্মৃতং মুনিভিঃ পুরা।
তদ্‌যত্নেন সমাতিষ্ঠেন্নিষিদ্ধন্তু বর্জ্জয়েৎ॥

তে হি বেদার্থতত্ত্বজ্ঞা লোকানাং হিতকাম্যয়া।
প্রদিষ্ট বস্ত যং ধর্ম্মং তং ধর্ম্মং ন বিচারয়েৎ॥
বেদার্থো যঃ স্বয়ং জ্ঞাত স্তত্রাজ্ঞানং ভবেদপি।
ঋষিভির্নির্ম্মিতে তস্মিন্ কা শঙ্কাস্যান্মণীষিণাম্॥"

উদ্ধৃত শ্লোক চতুষ্টয়ের প্রথম শ্লোকার্দ্ধে বেদ হইতে অধিগত ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। শেষার্দ্ধে পুরাণাদিতে যে ধর্ম্ম উপদিষ্ট আছে, তাহাকে 'অবর', অর্থাৎ অপ্রধান বলা হইয়াছে। কিন্তু স্মৃতি যে "পুরাণাদি" শব্দের অন্তর্গত নহে, তাহাই বিশদ ভাবে পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে স্পষ্টীকৃত করা হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বেদের ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, বেদার্থবিত্তম মুনিগণ প্রদিষ্ট ধর্ম্ম (অর্থাৎ মনুপ্রোক্ত "তদ্বিদাং স্মৃতিঃ") অবিচারে গ্রহণ করিতে হইবে, আর এতদ্ব্যতীত পুরাণাদি অন্যান্য শাস্ত্রোদিত ধর্ম্ম অপ্রধান। তাহা হইলে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণের মধ্যে পুরাণের স্থান শ্রুতি-স্মৃতির "বহু নিম্নে" না হইলেও 'নিম্নে' যে তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ-মাত্র নাই।

এইবার মদুদ্ধৃত মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য-বচনের অনুবাদ সমালোচনার প্রত্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমি মনুসংহিতায় ২য় অধ্যায় হইতে দ্বাদশ ও দশম শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি। শ্লোক দুইটী এই :—

"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥ ১২
শ্রুতিস্তু বেদ-বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রং তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্ব্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ॥ ১৩"

এতদ্দ্বয়ের মধ্যে প্রথমটীর মর্ম্মানুবাদে আমি বলিয়াছি, "বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেক এই চারিটী সাক্ষাৎ ধর্ম্মের লক্ষণ।" দ্বিতীয়টীর কোন মর্ম্মানুবাদ বা ব্যাখ্যা করি নাই। "শ্রুতি ও স্মৃতি ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ। তবে সন্দিগ্ধ বিষয়ে সদাচার ও বিবেকের অনুসরণ করিতে হয়।" এতদুক্তি দশম শ্লোকের পর দ্বাদশ শ্লোক পাঠে স্মৃতিকর্ত্তার অভিপ্রায়ের অনুমান মাত্র। দশম শ্লোকে শ্রুতি-স্মৃতির প্রামাণ্য, প্রকর্ষ-প্রদর্শন পূর্ব্বক দ্বাদশ শ্লোকে তাহার ব্যতিরিক্ত সদাচার ও আত্মতুষ্টিকেও সাক্ষাদ্ধর্ম্ম-লক্ষণের মধ্যে পরিগণিত করায়, শ্রুতি-স্মৃতির তুলনায় তাহাদের প্রামাণ্য ক্ষীণতর, ইহাই প্রকটিত হইল। তবে সদাচার ও আত্মতুষ্টির উপযোগিতা কোন স্থলে হইবে তাহাই বুঝাইবার জন্য বলিয়াছি, "সন্দিগ্ধ বিষয়ে সদাচার ও বিবেকের অনুসরণ করিতে হইবে।" কারণ যেখানে শ্রুতি বা

স্মৃতির স্পষ্ট উপদেশ নাই সে ক্ষেত্রে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিনিশ্চয়ের জন্য সদাচারের অনুসরণ করিতে হইবে; আর যে স্থানে শ্রুতিদ্বৈধ বা স্মৃতিদ্বৈধ উপস্থিত হইবে সেই বিকল্পিক বিষয়ে সদাচার ও আত্মতুষ্টির যে কোনটীর অনুসরণ করা যাইতে পারে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিনির্ণয় এবং তুল্যবল শাস্ত্রের বিরোধ-স্থলে কোনটী আশ্রয় করিতে হইবে, এই উভয়ত্রই চলচিত্ততা বা সংশয়ের অবকাশ রহিয়াছে। দ্বৈধ বা বিকল্প-শব্দ-দ্বারাও তাহা সূচিত হইতেছে। (শব্দসার ও প্রকৃতিবাদ অভিধানে "বিকল্প" শব্দের অর্থ "সংশয়" আছে; B. V. Sathe প্রণীত Sanskrit English Dictionary তে বিকল্পের ইংরাজী প্রতিশব্দ "Doubt" দেওয়া হইয়াছে; 'মেদিনী' বিকল্প অর্থে 'ভ্রান্তি' বলিয়াছেন—অবশ্য এক্ষেত্রে ভ্রান্তি পালকের পক্ষেই বুঝিতে হইবে, ব্যবস্থাপকের পক্ষে নহে।) অতএব সন্দিগ্ধ বিষয়ে সদাচার বা আত্মতুষ্টির অনুসরণ করিতে হইবে বলায় কোন "সাংঘাতিক ভ্রমে নিপতিত" হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ যখন,—

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

এই প্রসিদ্ধ বচনেও সন্দিগ্ধ বিষয়ে সদাচারের অনুসরণের উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

এতৎপ্রসঙ্গে প্রযুক্ত "বিবেক" শব্দটী আত্মতুষ্টির পর্য্যায় শব্দরূপে ব্যবহৃত হওয়াতে কি "সাংঘাতিক ভ্রমকূপে নিপতিত হইবার" সম্ভাবনা আছে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। "আধুনিক ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুমোদিত" বলিয়াই যে শব্দটী অশ্রদ্ধেয় হইয়া গিয়াছে এরূপ ভাবিবার কোন উপযুক্ত কারণ আছে কি? বিবেক শব্দের আভিধানিক অর্থ 'পৃথগাত্মতা' (ইত্যমরঃ) অর্থাৎ, বিচার-শক্তি। "নিত্যানিত্যবিবেক" ও "বিবেকচূড়ামণিঃ" হইতে ইহা স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদোক্ত "যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী"; তথা মহাকবি ভারবির "অবিবেকঃপরমাপদাং পদং"ও এবিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। বৈকল্পিক বিষয়ে কোন কল্প অবলম্বনে অধিকারী বিশেষের মঙ্গল হইবে তাহা বিচার-শক্তির দ্বারাই নির্ণয় করিতে হইবে। ইহাতেই চিত্ত প্রসন্ন হইয়া থাকে। দেশ কালানুসারে ভাষায়ও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, ইহা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইত, কালক্রমে তাহা ভিন্নার্থে

ব্যবহৃত হয়। সেই নীতি অনুসারে অধুনা বিবেক শব্দ অন্তরাত্মা অথবা অন্তঃকরণ অর্থে প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়। সেই জন্যই বিবেক শব্দের ইংরেজী conscience শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ রূপে মনীষী বামন শিবরাম আপ্তে তৎকৃত English Sankrit Dictionary তে "অন্তঃকরণং" শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রের "অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতা সাধ্বী তপস্বিনী", মনুর "হৃদয়ে নাভ্যনুজ্ঞাতঃ" এবং কালিদাসের "অন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ" ইত্যাদিতে বিবেক শব্দের অধুনাতন অর্থই সূচিত হইয়াছে। বিবেক শব্দটী "যত্র তত্র যাদৃচ্ছিক ভাবে ব্যবহার্য্য" হইলে উনবিংশ শতাব্দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ, বেদান্ত-সত্যের দ্রষ্টা ও একনিষ্ঠ প্রচারক নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসাশ্রমে "বিবেকানন্দ" নাম গ্রহণ করিতেন না।

মনু বলিয়াছেন ঃ—

"অর্থ কামেষ্বসক্তানাং ধর্ম্মজ্ঞানং বিধীয়তে"।

অতএব ইহা নিশ্চিত যে স্বার্থ বা সুবিধানুষন্ধী হইয়া যাঁহারা ধর্ম্ম-বিষয়ে বিধি-নিষেধ-বিকল্পাদির আলোচনা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই বিবেক শব্দ প্রযোজ্য নহে।

সুতরাং মনুবচনের মৎকৃত অনুবাদ ও মর্ম্মার্থানুমান প্রকৃত পক্ষে "ব্যাখ্যা বিকার" দ্বারা "ভাষ্য-টীকাকারের ব্যাখ্যা অতিক্রম" করিয়াছে কি না, তাহা সুধিগণ বিচার করিবেন।

মনুবচনের আলোচনা প্রসঙ্গে গীষ্পতি বাবুর আর একটী অভিযোগ এই যে, আমি বলিয়াছি, "মনু পুরাণকে আদৌ আমল দেন নাই"। কোন একটী বাক্যের প্রকৃতার্থ পরিগ্রহ করিতে হইলে যে প্রসঙ্গে সেই বাক্যটী কথিত হয় তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিতে হয়। "মনু পুরাণকে আদৌ আমল দেন নাই" এই মন্তব্যটী মনুর বিশিষ্ট ভাবে কর্ম্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ নির্দ্দেশ প্রসঙ্গেই উক্ত হইয়াছে। সে স্থলে যে, "মনু পুরাণকে আদৌ আমল দেন নাই", তাহা অবিসংবাদিত। তিনি অবশ্য এ প্রসঙ্গে পুরাণ পরিগ্রহের অনুমান প্রদর্শনাভিপ্রায়ে মনুর দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে ৬ষ্ঠ শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া তাহার কুল্লূকটীকার মর্ম্মানুবাদ করিয়াছেন। এক্ষণে মনুর সেই মূলবচনটী ও কুল্লূকের টীকা উদ্ধৃত করিয়া সেই টীকা ও গীষ্পতি বাবু কৃত মর্ম্মানুবাদের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে সত্যই সেখানে পুরাণ-পরিগ্রহের অনুমান সঙ্গত কি না।

"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥" মনু, ২।৬

উক্ত শ্লোকের কুল্লূককৃত টীকা:—"ইদানীং ধর্ম্মপ্রামাণ্যান্যাহ বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলমিতি। বেদঃ ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ব্ব লক্ষণঃ, স সর্ব্বো বিধ্যর্থবাদমন্ত্রাত্মা ধর্ম্মে মূলং প্রমাণম্ × × × স্মৃত্যাদীনামপি তন্মূলকত্বেনৈব প্রামাণ্য প্রতিপাদনার্থ-মনূক্তে মন্বাদীনাঞ্চ বেদবিদাং স্মৃতি ধর্ম্মে প্রমাণম্। বেদবিদামিতি বিশেষণো-পাদাৎ বেদমূলকত্বেনৈব স্মৃত্যাদীনাং প্রামাণ্যমভিমতম্। শীলং ব্রহ্মণ্যতাদিরূপং তদাহ হারীতঃ—ব্রহ্মণ্যতা,দেবপিতৃভক্ততা,সৌম্যতা, অপরোপতাপিতা, অনসূয়তা, মৃদুতা, অপারুষ্যং, মৈত্রতা, প্রিয়বাদিত্বং, কৃতজ্ঞতা, শরণ্যতা, কারুণ্যং, প্রশান্তি-শ্চেতি ত্রয়োদশবিধং শীলম্। গোবিন্দরাজস্তু শীলং রাগদ্বেষ পরিত্যাগ ইত্যাহ। আচারঃ কম্বল-বল্কলাদ্যাচরণরূপঃ সাধূনাং ধর্ম্মিকাণামাত্মতুষ্টিশ্চ বৈকল্পিক পদার্থ-বিষয়ো ধর্ম্মে প্রমাণম্। তদাহ গর্গব্যাসঃ—বৈকল্পিকে আত্মতুষ্টি প্রমাণম্।"

গীষ্পতি বাবু কুল্লূকটীকায় মুখবন্ধটুকু বাদ দিয়াছেন। কিন্তু সেই মুখবন্ধে কুল্লূক বলিতেছেন এক্ষণে ধর্ম্মবিষয়ে প্রামাণ্যগুলি বলা হইতেছে,অর্থাৎ, ধর্ম্মবিষয়ে কি কি প্রমাণ আছে বক্ষ্যমাণ শ্লোকে তাহাই কথিত হইতেছে। মনুবচনের কুল্লূকটীকাস্থ "স্মৃত্যাদীনাং" এবং "মন্বাদীনাং" শব্দ দুইটীর প্রতি সবিশেষ মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গীষ্পতি বাবু তাহাদিগকে বৃহদক্ষরাঙ্কিত করিয়া বলিতেছেন—"এ স্থলে স্মৃত্যাদি শাস্ত্র এবং মন্বাদি বেদবিৎ শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় মনু ব্যতিরিক্ত বাল্মীকি, বেদব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি অন্যান্য বেদজ্ঞ ঋষিগণকে এবং তাঁহাদের প্রণীত স্মৃতি শাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য পুরাণেতিহাসাদি বেদমূলক শাস্ত্রকেও যে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই"। আর এতদ্দ্বারা তদীয় উত্তরোপক্রমের নিম্নোদ্ধৃতাংশের "সারবত্তা সপ্রমাণ করার চেষ্টা" করিয়াছেন।

"অধিকন্তু শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের ...... সঙ্কোচ বোধ না করিয়া থাকেন"—পত্র ও পত্রোত্তর, ১৬ পৃঃ

এক্ষণে কুল্লূকটীকাস্থ বৃহদক্ষরাঙ্কিত "স্মৃত্যাদি" ও "মন্বাদি" শব্দ দুইটীর প্রতি তাঁহার সানুগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক আমিও সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করি, স্মৃত্যাদি শব্দ দ্বারা "স্মৃতিশাস্ত্র ব্যতিরিক্ত অন্যান্য পুরাণেতিহাসাদি বেদমূলক শাস্ত্রকেও যে লক্ষ্য করা হইয়াছে", কোন অতীন্দ্রিয় শক্তি-প্রভাবে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন, এবং "তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই" বলিয়া অপরের মুখরোধ করিবার

চেষ্টা করিলেন? স্মরণ রাখিতে হইবে কুল্লূক মনূক্ত বচনের টীকা করিতেছেন। মূল বচনে বেদ, স্মৃতি, শীল, আচার এবং আত্মতুষ্টি এই শব্দ-পঞ্চকের ব্যবহার আছে। কুল্লূক বেদশব্দের অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করিয়া পরে বলিলেন, "স্মৃত্যাদীনামপি তন্মূলক-ত্বেনৈব প্রামাণ্যপ্রতিপাদনার্থ মনূক্তে" অর্থাৎ স্মৃত্যাদিরও সেই বেদমূলকত্বহেতু প্রামাণ্য প্রতিপাদনের জন্য পশ্চাৎ উক্ত হইতেছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে স্মৃত্যাদি শব্দ দ্বারা স্মৃতি, শীল, ও আচার এই শব্দত্রয়কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। গীষ্পতিবাবু কল্পিত অবান্তর পুরাণেতিহাসাদিকে যে লক্ষ্য করা হইতেছে না "তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই"। তবে "গরজ বড় বালাই" বলিয়া স্মৃত্যাদির মধ্যে "পুরাণেতিহাসাদি" কেও যদি প্রবেশ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে নীরবতাই প্রকৃষ্ট উত্তর। আর মন্বাদি শব্দ দ্বারা স্মৃতিশাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য পুরাণেতিহাসাদির প্রণেতারূপে বাল্মীকি, বেদ-ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিকেও যে লক্ষ্য করা হয় নাই, প্রত্যুত মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রযোজকগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাও কুল্লূকের "মন্বাদীনাঞ্চ বেদবিদাং-স্মৃতি ধর্ম্মে প্রমাণম্" এতদুক্তির অন্তর্গত "স্মৃতিঃ" শব্দটী হইতে স্পষ্টই প্রতিভাত হইতেছে। তবে বেদবিদ্‌গণের শীল ও আচার শব্দদ্বয় হইতে শীলাচারনিষ্ঠ মুনি ঋষিগণকেও লক্ষ্য করা হইতেছে বুঝিতে হইবে।

সুতরাং উত্তরোপক্রমের "পরন্তু বেদব্যাস-বাল্মীকি-যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ বেদ-প্রত্যক্ষকারী পুরাণেতিহাস-প্রণেতা অপরাপর প্রাচীন ঋষিগণের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিতে সঙ্কোচ বোধ না করিয়া থাকেন" ইত্যাকার অযথা অভিযোগের কোন সন্তোষজনক কারণ বিদ্যমান আছে কি না, তাহার মীমাংসার জন্য সুধিগণের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই কাল্পনিক অভিযোগ যেন হাওয়ার গলায় দড়িদিয়া ঝগড়া করার মত লাগিতেছে; এবং মনস্বী ঈশপের গল্পবিশেষ ও অমৃতবাজার কর্ত্তৃক ইংলিশম্যানের প্রতি প্রযুক্ত Grate Mother-in-law"র কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

এতৎ প্রসঙ্গে আরও বক্তব্য এই যে স্মৃতি পুরাণের ধর্ম্ম প্রামাণ্যে বলবত্তা নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া পৌরাণিক প্রমাণকে ক্ষীণতম বলিয়া যদি বেদব্যাস এবং তৎসম শ্রেণীর বাল্মীকি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণের প্রতি অনাদর প্রদর্শনরূপ দোষে সত্যই দোষী হইয়া থাকি তাহা হইলে ত্রয়ীর মধ্যে ঋগ্বেদকে "বেদাগ্রগণ্য" বলিয়া অন্য বেদদ্বয়ের ন্যক্‌করণ দ্বারা বেদমূর্ত্তি চিন্ময়ের প্রতি অনাদর প্রদর্শন অপেক্ষা গুরুতর দোষ নহে কি?

যাহা হউক এইবার কুল্লূকটীকার শেষাংশে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। শীল অর্থে কুল্লূক হারীতের অনুকরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ্যতাদিরূপ ত্রয়োদশ শীল ধরিয়াছেন এবং বলিয়াছেন গোবিন্দরাজ কিন্তু শীল অর্থে রাগদ্বেষ পরিত্যাগ বলেন। কুল্লূকের এই মন্তব্য সম্বন্ধে গীষ্পতি বাবু বলিতেছেন "এস্থলেও অবান্তরভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে এক টীকাকার কুল্লূক অন্য টীকাকার গোবিন্দরাজের অনুবর্ত্তন করেন নাই।" এবং ইহা দ্বারা সম্ভবতঃ "ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ অভ্রান্ত নহেন", তাঁহার এই পূর্ব্বোক্তির প্রমাণ বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়াছেন। এস্থানে আমার বক্তব্য এই যে, গোবিন্দরাজ ও কুল্লূকের শব্দগত প্রভেদ থাকিলেও অভিপ্রায়গত প্রভেদ নাই। গোবিন্দরাজোক্ত রাগদ্বেষ পরিত্যাগ কুল্লূকোক্ত ব্রাহ্মণ্যতাদির কারণ হইতেছে অথবা বীজাঙ্কুর ন্যায়ে উভয়ে সম্বন্ধ। এক টীকাকার হয়ত স্থান বিশেষে অন্য টীকাকারের অনুবর্ত্তন করেন নাই। কিন্তু উপস্থিত বিষয়টী তাহার দৃষ্টান্তস্থল নহে।

গীষ্পতিবাবুর এই "ব্যাখ্যাবিকার" ও "ভাষ্যটীকাকারের ব্যাখ্যা অতিক্রম দ্বারা "জনসাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ"এর প্রয়াস দেখিয়া মূল পত্রের উপক্রম ভাগে উক্ত "যাহা হউক এবিষয়ে সকলেরই স্ব মত স্থাপনের গৌরব লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত সত্য নিষ্কাসনে যত্নবান্ হওয়া উচিত। অন্যের উপস্থাপিত যুক্তিতর্কগুলি স্বমতবিরোধী হইলেই যে তাহাদিগের নিরসনার্থ শাস্ত্রের বিকৃতার্থ কষ্ট কল্পনা করিতে হইবে এবং সর্ব্ববাদিসম্মত ঋষিকল্প ভাষ্যকার টীকাকারগণের মত প্রয়োজন অনুসারে বিসংবাদিত ও ভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করিতে হইবে এ প্রকার প্রয়াস কখনও সাধু বা সুফলপ্রসূ হইতে পারে না" এই অপ্রীতিকর অংশের প্রতিধ্বনি করিতে বাধ্য হইতেছি।

এতাবতায় দেখা গেল মনুপ্রোক্ত ধর্ম্মপ্রামাণ্যবিষয়ক মূল শ্লোকত্রয়ে, অর্থাৎ, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ, ১০ম ও ১২শ শ্লোকের কোনটীতে অথবা কোনটির কোন টীকাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে "পুরাণাদির পরিগ্রহ" হয় নাই। সুতরাং ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রামাণ্য বা লক্ষণ নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে "মনু পুরাণকে আদৌ আমল দেন নাই" ইহা সম্পূর্ণ সত্য।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণের মধ্যে পুরাণের প্রামাণ্য ক্ষীণতম ইহাই আমার প্রতিপাদ্য বিষয়। পুরাণ যে সম্পূর্ণরূপে অপ্রামাণিক অথবা পুরাণের বচন মাত্রই অগ্রাহ্য একথা আমি কখন কুত্রাপি বলি নাই। তবে শ্রুতি-স্মৃতির বিরোধিনী পুরাণোক্তি অগ্রাহ্য ইহাই বলিয়াছি। বেদমূলক বচন মাত্রেই প্রামাণিক, তা সে

পুরাণেরই হউক, ইতিহাসেরই হউক, আর অন্য যে কোন শাস্ত্রেরই হউক না কেন। সুতরাং মনুর দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের টীকায় কুল্লূকোদ্ধৃত ভবিষ্যপুরাণের বচনের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণপূর্ব্বক যে বলা হইয়াছে, "এক্ষেত্রে অবান্তরভাবে আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আপনি যে পুরাণ-প্রামাণ্যে আস্থাহীন হইয়া এ তর্কের অবতারণা করিতেছেন, আপনার নির্দ্দিষ্ট 'ঋষিকল্প' টীকাকারের অন্যতম কুল্লূকভট্ট কিন্তু স্বীয় ব্যাখ্যার সমর্থন কল্পে সেই পুরাণেরই বচনাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন"। এতদুক্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, বেদানুমত বলিয়াই কুল্লূকভট্ট ভবিষ্যপুরাণের এই বচন প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কুল্লূকোদ্ধৃত ভবিষ্যপুরাণের বচনটী, ধর্ম্ম যে বেদমূলক, তাহাই ঘোষণা করিতেছে যথা—

"ধর্ম্মঃ শ্রেয়ঃ সমুদ্দিষ্টং শ্রেয়োঽভ্যুদয় লক্ষণম্।
স চ পঞ্চবিধঃ প্রোক্তো বেদমূলঃ সনাতনঃ॥"

মনূল্লিখিত "বিবিধাগমশাস্ত্র" "শিষ্ট ব্রাহ্মণগণোপদিষ্ট অনাম্নাত ধর্ম্ম", "সপরিবৃংহণ বেদ" প্রভৃতিতে পুরাণ পরিগ্রহের অনুমান তথা শ্রাদ্ধে পুরাণাদির পাঠ ও শ্রবণবিধি এবং স্বপ্রোক্ত বিধিনিষেধের দৃষ্টান্ত স্বরূপে গৃহীত পৌরাণিক উপাখ্যানাদি পুরাণের উপযোগিতা যে মনুর অনভিপ্রেত বা অস্বীকৃত নহে ইহা গৌণভাবে বুঝাইয়া পুরাণ প্রামাণ্যের ক্ষীণতমত্বই সর্ব্বতোভাবে প্রতিপন্ন করিতেছে।

এইবার মদুদ্ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য-বচনের মৎকৃত অর্থ বিশ্লেষণের আলোচনা করিব। প্রথমেই স্বীকার করিতেছি যে আমার নিকট কোন টীকা না থাকায় আমি যথাজ্ঞান শ্লোকের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিয়াছি। আমার নিকট যে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা আছে তাহাতে নিম্নলিখিত পাঠ দৃষ্ট হয় যথা—

"পুরাণন্যায়মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাদিমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ॥"

উদ্ধৃত শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে শব্দগুলির মধ্যে পরস্পর সংযোজক কোন চিহ্ন না থাকায়, প্রত্যুত চরণদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান থাকায় "পুরাণন্যায়মীমাংসা" এবং ধর্ম্মশাস্ত্রাদিমিশ্রিতাঃ" এই দুইটী পৃথক্ সমস্ত পদ বলিয়া বুঝিয়াছি। সন্ধির নিয়মানুসারে বিসর্গের লোপ হইয়াছে মনে করা, পাঠ হিসাবে বোধ হয় অসঙ্গত হয় নাই। তদনুসারে "বেদাঃ" এই পদের বিশেষণ সমগ্র প্রথমার্দ্ধ না হইয়া কেবল দ্বিতীয় চরণটী মাত্র হইতেছে। সেই হিসাবে অর্থ দাঁড়াইতেছে—পুরাণ, ন্যায়,

মীমাংসা এবং ধর্ম্মশাস্ত্র ও ষড়ঙ্গ এতদুভয় সংযুক্ত বেদ চতুষ্টয় এই চতুর্দ্দশটী বিদ্যা তথা ধর্ম্মের স্থান। ধর্ম্মশাস্ত্রও ষড়ঙ্গ এতদুভয়কেই বেদের সহিত সংযুক্ত করিয়া বলিবার হেতু এই যে, বেদানুমাপকত্বহেতু ধর্ম্মশাস্ত্র এবং অঙ্গ ও কাণ্ডের অভিন্নত্ব হেতু ষড়ঙ্গ এতদুভয়ই বেদার্থপ্রকাশক। অঙ্গ যেমন অঙ্গীরই বোধক এবং অঙ্গীয় প্রামাণ্যে অঙ্গেরও প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় সেইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র ও ব্রহ্মবিত্তম ঋষিগণের বেদস্মরণ বলিয়া বেদের সহিত অভিন্নার্থত্ব লাভ করিয়া বেদেরই ন্যায় প্রামাণ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। গীষ্পতি বাবুও স্বীকার করিয়াছেন—"আপ্ত বাক্য বা ঋষিকৃত বেদস্মরণসমূহই স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র নামে অভিহিত হইয়া অনুমেয় বেদের স্থান অধিকার করিয়া উক্ত মূল প্রমাণেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।" কেবল ইহাই নহে, তিনি স্মৃতিকে "অপ্রত্যক্ষ বেদরূপ স্মৃতি" পর্য্যন্ত বলিয়াছেন। যাহা হউক তাঁহার কৃপায় টীকা পরিদৃষ্টে বুঝিলাম শিক্ষা কল্পাদি অঙ্গের প্রামাণ্য অঙ্গী বেদের প্রামাণ্য অপেক্ষা অপকৃষ্ট। তথাপি অপরার্কটীকার পঞ্চরাত্রসংহিতা হইতে উদ্ধৃত প্রমাণে চতুর্দ্দশ বিদ্যা ও ধর্ম্ম স্থানের যে ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতেও পুরাণের স্থান বেদ ও স্মৃতির নিম্নে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব টীকার সহিত মৎকৃত অর্থ বিশ্লেষণের যে অভিপ্রায়গত প্রভেদ নাই তাহা অবধারিত।

পত্রের প্রথম দফায় তৃতীয় ভাগের উত্তর প্রসঙ্গে মনুর "অন্তরপ্রভব" যাজ্ঞবল্ক্যের "ইতর", লঘু বিষ্ণুস্মৃতির "অপর" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া ও দেখাইয়া উহারা বর্ণবাহ্য সঙ্কীর্ণ ও অসঙ্কীর্ণ উভয় জাতিবাচক এই সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করা হইয়াছে। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নপ্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া তাঁহাদের উত্তর আলোচনা করিলে তত্তৎ শব্দের প্রকৃত অভিপ্রায়ে একটী সুমীমাংসার আশা করা যাইতে পারে। মনুসংহিতায় প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত প্রশ্ন এই ঃ—

"ভগবন্ সর্ব্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অন্তরপ্রভবানাঞ্চ ধর্ম্মান্ নো বক্তুমর্হসি॥"

আর যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় আরম্ভেই প্রশ্ন হইতেছে ঃ—

"বর্ণাশ্রমেতরাণাং নো ব্রূহি ধর্ম্মান্ অশেষতঃ"

মনুর নিকট হইতে ঋষিগণ সর্ব্ব বর্ণ ও অন্তরপ্রভবদিগের সকল ধর্ম্ম "যথাবৎ" এবং "আনুপূর্ব্বিক" শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। আর যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট বর্ণ, আশ্রমী ও তদিতরদিগের ধর্ম্ম সকল "অশেষভাবে" জিজ্ঞাসিত

হইয়াছে। সমগ্র মনুসংহিতার আলোচনায় দেখা যায় যে, বর্ণচতুষ্টয় ও সঙ্কীর্ণ জাতিদিগেরই ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। দ্বাদশ অধ্যায়াত্মক মনুস্মৃতির কুত্রাপি "ব্রহ্মার সর্ব্বকায় হইতে উৎপন্ন" অথবা "যজ্ঞকুণ্ড বা হবিঃসংমিশ্রণের ফলপ্রসূত" অথবা "শাপে তপস্যায় সঙ্কল্পে বা বর প্রদানে" অথবা অন্য প্রকার উদ্ভট ভাবে সম্ভূত কোন অসঙ্কীর্ণ বা মৌলিক জাতির উল্লেখই নাই, ধর্ম্ম ব্যবস্থা ত পরের কথা। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় ও বর্ণাশ্রমী ও সঙ্কীর্ণ জাতি ব্যতিরিক্ত উক্ত রূপ কোন অসঙ্কীর্ণ জাতির নাম গন্ধও নাই। প্রশ্ন দুইটীতে "যথাবৎ" ও "অনুপূর্ব্বশঃ" এবং "অশেষতঃ" এই শব্দত্রয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি স্বীকার করা যায় যে, ভগবান্ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিগণের প্রশ্নের যথাভিপ্রেত উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইলে কি তত্তৎসংহিতায় তথাকথিত অসঙ্কীর্ণ জাতিনিচয়ের অন্ততঃ একটীরও উল্লেখ থাকিত না! ঋষিগণ সদুত্তরের আশায় মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট গমন করিয়াছিলেন। "সর্ব্বজ্ঞানময়" মনু এবং "ব্রহ্মবিত্তম" যাজ্ঞবল্ক্যও যদি ঋষিগণের গূঢ় অভিপ্রায় অবগত হইয়া যথাযথ উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তত্তদুত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া বর্ণেতর অসঙ্কীর্ণ জাতি ও তাহাদিগের ধর্ম্ম শ্রবণের আশায় তাঁহাদিগের খ্রীষ্টীয় বিংশশতাব্দী পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা কি উচিত ছিল না?

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের বর্ণেতর মৌলিক জাতির অস্তিত্বাভাবে অন্তর-প্রভববাদি শব্দের—

"সর্ব্ববর্ণের কোন এক বর্ণ না হইয়াও ঐ সকল বর্ণের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় যাহাদের উৎপত্তি তাহারাই অন্তরপ্রভব বা সান্তরাল শব্দের লক্ষীভূত। অর্থাৎ, যৌন সম্বন্ধেই হউক, কিংবা গুণ কর্ম্ম সম্বন্ধেই হউক, অথবা আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম সম্বন্ধেই হউক—যাহারা কোন একটী বর্ণ না হইয়া দুই বা ততোধিক বর্ণের মধ্যবর্ত্তী, তাহাদিগকেই অন্তর-প্রভব বা অন্তরাল বলা হইয়াছে।"

ইত্যাকার ব্যাখ্যা কি "মুরারেস্তৃতীয়পন্থাঃ"র ন্যায় উদ্ভট মৌলিকতা নহে কি? আর এতৎ প্রসঙ্গে "ব্যাখ্যা-ব্যাখ্যাকার-বৈচিত্র্য"-প্রদর্শন-ব্যাপারে মদুক্ত "যাহাদিগের মধ্যে উৎপত্তি, অর্থাৎ, দুই বর্ণের মধ্যে, অর্থাৎ, দুই বর্ণের সংমিশ্রণে উৎপত্তি ইত্যাকারে পর পর দুইটা", অর্থাৎ, "শব্দের প্রয়োগে এবং Patel ও Gourএর Inter-caste Marriage Bill দ্বারা সুপ্রসিদ্ধ, সর্ব্বজন বোধ্য Intercaste শব্দটার ব্যবহারে যে "কৌতুক কখনই উপেক্ষার যোগ্য হইতে পারে না" বলিয়া যথাসম্ভব উপভোগের চেষ্টা গিয়াছে তদপেক্ষা কি অর্থাৎ—বা—কিংবা—অথবা,

এবং তিন "সম্বন্ধে" তিন "হউক" সংযুক্ত সার্দ্ধষট্ পংক্তিব্যাপী অর্থের দ্বারা ঐ ক্ষুদ্র শব্দটীর বোধসৌকর্য্যের চেষ্টা অধিকতর উপভোগ্য কৌতুক নহে ?

এই "ব্যাখ্যা-ব্যাখ্যানের-বৈচিত্র্য"-প্রদর্শন-ব্যাপারে আরও বক্তব্য এই যে যদি 'অন্তর-প্রভব' শব্দের উক্তরূপ সাড়ে ছয় লাইনী অর্থের সাহায্যে তদন্তর্গত মৌলিক জাতির অস্তিত্বের সূচনা প্রতিপাদন করিতে কষ্ট বোধ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে "দুই বর্ণের সংমিশ্রণে" এই উক্তির মধ্যে বর্ণ শব্দটী যে মূল ও সঙ্কর-বাচক হইতে পারে, এইটুকু বুঝিতে যে কেন পারা যাইবে না, তাহার রহস্য কে উদ্ঘাটিত করিবে ? বিশেষতঃ যখন Inter-caste শব্দের ব্যবহারে ঐরূপ অর্থ পরিগ্রহ অধিকতর সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। "বৈচিত্র্য"-প্রদর্শকই তো দেখাইয়াছেন যে মনু 'বর্ণোনাস্তি তু পঞ্চমঃ' বলিয়াও একাদশ বর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন। তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে, ঋষিদিগের প্রশ্নের সেরূপ অভিপ্রায় ছিল না বলিয়া এস্থলে বর্ণশব্দ মূল বর্ণ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

যাহা হউক যে সকল ভাষ্য টীকাকার এই অন্তর-প্রভব শব্দের ব্যাখ্যায় "অন্তরে মধ্যে প্রভব উৎপত্তি যেষাং" এই উক্তির উদাহরণ স্থলে "অনুলোম প্রতিলোমজাত মূর্দ্ধাবসিক্তাদি" বা "অনুলোম প্রতিলোম জাত অম্বষ্ঠ করণ ক্ষত্তৃ প্রভৃতি" ইত্যাকার এক একটি আদি বা প্রভৃতি পদের ব্যবহার করিয়াছেন সেই আদি বা প্রভৃতি শব্দ দ্বারা যে "বর্ণসঙ্করাতিরিক্ত অর্থাৎ যোনি-সঙ্কর ব্যতীত স্বতন্ত্র ভাবে সমুৎপন্ন বিমিশ্রধর্ম্মাবলম্বী পুরাণেতিহাস বর্ণিত মূল জাতিসমূহেরও পরিগ্রহ হইতে পারিবে না" তাহা তত্র তত্র প্রযুক্ত "অনুলোম-প্রতিলোমজাত" এই সঙ্কীর্ণ-বাচক বিশেষণ পদ দ্বারাই প্রকটিত হইতেছে। সেই সেই স্থলে প্রভৃতি বা আদি শব্দ দ্বারা উক্ত রূপ অন্যান্য সঙ্কীর্ণ জাতির অনুক্তিই সূচিত হইতেছে।

এতৎ প্রসঙ্গে শুক্রনীতি হইতে উদ্ধৃত বচন :—

"তৎসাঙ্কর্য্যাদসাঙ্কর্য্যাৎ প্রতিলোমানুলোমতঃ।
জাত্যানন্ত্যং তু সংপ্রাপ্তং তদ্বক্তুং ন হি শক্যতে ॥"

শ্রুতি-স্মৃতির বিরুদ্ধ বলিয়াই প্রথমে অপ্রামাণিক বা অনাদরনীয় হইতেছে। কেননা গীষ্পতি বাবুই যাজ্ঞবল্ক্যের অপরার্থ টীকার কুল্লূকোল্লিখিত ভবিষ্য-পুরাণের বচনের উদ্ধার ও আলোচনায় পরিস্ফুট করিয়াছেন "স্মৃতি শাস্ত্রের সহিত অর্থশাস্ত্রের বিরোধ ঘটিলে সে ক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্রোক্ত বচন প্রমাণে ব্যবহৃত হইবে না।" যথা—"স্মৃত্যর্থেন বিরোধেতু অর্থশাস্ত্রস্য বাধনম্।" নীতিশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র

সংস্কৃতে একার্থবোধক।—যথা "অর্থশাস্ত্রং—চাণক্যাদি প্রণীতং নীতিশাস্ত্রং (শব্দকল্পদ্রুম্) তৎ পর্য্যায়ে দণ্ডনীতিরিত্যমরঃ।"

দ্বিতীয়তঃ যিনি উশনা স্মৃতির রচয়িতা এবং গীতায় শ্রীভগবান্ "কবীনামুশনাঃ-কবিঃ" ইত্যাকারে যাঁহাকে স্বীয় বিভূতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, স্মার্ত্ত, কবি ও নীতিবেত্তা সেই শুক্রাচার্য্য উক্ত শ্লোকে "সাঙ্কর্য্যাৎ" শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ থাকিতে আবার "প্রতিলোমানুলোমতঃ" এই পুনরুক্তি এবং দূরান্বয় এই দ্বিবিধ দোষ করিয়া বলিলেন, ইহাও কি চিন্তার বিষয় নহে ?

(ক্রমশঃ)

শ্রীস্মরজিৎ দত্ত।

স্ত্রীলোকের নাম।

মনু লিখিয়াছেন,—

"স্ত্রীণাং সুখোদ্যমক্রূরং বিস্পষ্টার্থং মনোহরম্।
মঙ্গল্যং দীর্ঘবর্ণান্তমাশীর্ব্বাদাভিধানবৎ ॥" (২অ—৩৩)

"স্ত্রীলোকের নাম এইরূপ হইবে, যেন উহা সুখে উচ্চারণ করা যায়, অ-ক্রূর হয়, উহার অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায়, মনোহর ও মঙ্গলবাচক হয় এবং উহার অন্তে দীর্ঘস্বর থাকে ও আশীর্ব্বাদ বুঝা যায়।" যেমন—মঙ্গলা, বসুমতী, কল্যাণী। বর্ণভেদে স্ত্রীলোকের নাম বিভিন্ন প্রকার হইবার ব্যবস্থা মনুতে নাই, অন্য কোন স্মৃতিতেও নাই, পুরাণেও নাই। সকল বর্ণের স্ত্রীলোকের নামই একই প্রকার হইবে, ইহাই মন্বাদির অভিমত। স্ত্রীলোকের নামে বর্ণ, জাতি বা বংশ-বোধক কোন শব্দের প্রয়োগ-বিধি মনুতে নাই, অন্য স্মৃতিতেও নাই। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে :—

"স্ত্রীষু দেবীতি বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ কথ্যতে।
দাসীতি বৈশ্যশূদ্রাসু কথ্যতে মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥"

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় স্ত্রীর নামে "দেবী" এবং বৈশ্য ও শূদ্র স্ত্রীর নামে "দাসী" কথিত হইবে—ইহা 'মুনিপুঙ্গব'গণ বলিয়াছেন!

এই মুনিপুঙ্গবগণ কাহারা, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। খুব সম্ভব ইহারা পরবর্ত্তী কালের মনীষি, এবং বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে এই শ্লোকও পরবর্ত্তী কালে যোজিত। অন্ততঃ রঘুনন্দনের সময় পর্য্যন্ত যে, এ শ্লোকের অস্তিত্ব ছিল না, তাহা একরূপ নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। থাকিলে, উদ্বাহতত্ত্বে নামকরণ-প্রসঙ্গে রঘুনন্দন

ইহার উদ্ধার করিতেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন—"দেব্যন্তাস্তু স্ত্রিয়ঃ স্মৃতাঃ" ইতি দ্বিজাতিপরং, "শূদ্রা দাসান্তকাঃ স্মৃতাঃ" ইতি বচনাৎ তৎপত্ন্যাশ্চ পুংযোগাজ্জাতেশ্চেতি ঈ প্রত্যয়েন দাসান্ততা, ব্যবহারোঽপি তথা।"

অর্থাৎ, "স্ত্রীদিগের নামের অন্তে 'দেবী' শব্দ প্রযুক্ত হইবে"—এই বিধি দ্বিজাতি সম্বন্ধে। "শূদ্রের নাম দাসান্তক হইবে" এই বচনানুসারে তাহাদের পত্নীর নামের অন্তে "পুং যোগাজ্জাতেঃ" এই সূত্রানুসারে ঈ প্রত্যয় দ্বারা "দাসী" শব্দ যুক্ত হইবে। ব্যবহারও এইরূপই আছে।

রঘুনন্দন দ্বিজাতি, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য স্ত্রীর নামের অন্তে "দেবী" শব্দের ব্যবস্থা দিয়াছেন। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ বৈশ্যার নামে "দাসী" যোগ হইবে লিখিয়াছেন। সুতরাং বৈশ্যের কথা লইয়া উভয়ের বিরোধ দেখা যাইতেছে। ইহাতে মনে হয়, রঘুনন্দনের সময়েও বৈশ্যস্ত্রীর 'দেবী' পদবীতে অধিকার ছিল। তাহার পরে বৈশ্য জাতির আরও অবনতি ঘটিলে উহারা 'দাসী' পদবী প্রাপ্ত হন। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের শ্লোক সেই সময়ের রচনা।

রঘুনন্দন, উদ্বাহ-তত্ত্বের নামকরণে "দেব্যন্তাস্তু স্ত্রিয়ঃ স্মৃতাঃ" এই বচন কোথা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা বলেন নাই। কিন্তু তিনি পুরুষের নামের যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা হইতে স্ত্রীদিগের নামে 'দেবী' কেন হইবে, তাহার একটা কারণ বুঝিয়া লওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণ-প্রমাণে তিনি লিখিয়াছেন, পুরুষের নাম "দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদিসংযুতম্", অর্থাৎ, নরাখ্য (পুং বোধক) নামটির পরে 'দেব' শব্দ, তৎপরে শর্ম্মা বর্ম্মাদি শব্দ থাকিবে। এই যে 'দেব' শব্দের প্রয়োগ, ইহারই জন্য তিনি দ্বিজাতির স্ত্রীর নামে "দেবী" প্রয়োগের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু দ্বিজাতির নামেও কেবল 'দেব' শব্দ নাই, আছে "দেবশর্ম্মা," "দেববর্ম্মা" সুতরাং, উহা স্ত্রীলিঙ্গে 'দেবশর্ম্মণী' "দেববর্ম্মণী' হইবে, কেবল 'দেবী' হইবে কেন? রঘুনন্দন ইহার কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ বা যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখান নাই। তিনি বলিয়াছেন—"শর্ম্মণীত্যাদিপ্রয়োগস্তু ন ব্যবহারিকঃ"—অর্থাৎ, শর্ম্মণী ইত্যাদি প্রয়োগের ব্যবহার নাই। কিন্তু ব্যবহার, নাই কেন?

শর্ম্মা শব্দ যোগে ব্রাহ্মণের নাম হইবার বিধান মনুতে আছে, কিন্তু উহা "দেবপূর্ব্বং" ও নহে, এবং তিন অংশে—(১) নাম, (২) দেব (৩) শর্ম্মা) ও নহে। ব্রাহ্মণের নামে শর্ম্মা নামাংশ রূপেই যুক্ত হইত; যেমন সোমশর্ম্মা। ক্ষত্রিয়ের নামেও 'বর্ম্মা' শব্দ, নামাংশরূপেই ছিল—যেমন ভোজবর্ম্মা, বলবর্ম্মা। পরবর্ত্তী কালে নাম তিন অংশে রাখিবার প্রথা হয় এবং শর্ম্মা ও বর্ম্মা নামের শেষে প্রযুক্ত

হইতে থাকে। এই সময়েই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নামে শর্ম্মা ও বর্ম্মার অগ্রে 'দেব' শব্দের যোগ হয়।

তিন অংশে নাম অর্থাৎ (১) নাম (২) দেব (৩) শর্ম্মা—কতদিনের, এখনও নিশ্চয় হয় নাই। বল্লালসেনের ভূমিদান-গ্রহীতার নাম শ্রী ও বাসুদেব শর্ম্মা। লক্ষ্মণসেনের দান গ্রহীতার নাম—শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র দেব শর্ম্মা। সুতরাং হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতেই-যে, নামের সঙ্গে দেবশর্ম্মার যোগ হইয়াছিল, তাহা জানা যাইতেছে।

ব্রাহ্মণেরা যখন 'দেবশর্ম্মা,' এবং ক্ষত্রিয়েরা দেববর্ম্মা বা বর্ম্মা হইলেন তখন ব্রাহ্মণীরা দেবশর্ম্মণী এবং ক্ষত্রিয়ারা দেববর্ম্মণী হওয়াই সম্ভব ও সঙ্গত ছিল। অন্ততঃ 'শর্ম্মণী' ও 'বর্ম্মণী' হইলেও জাতির পরিচয় নামের সঙ্গে থাকিত। 'দেবী' হওয়াতে তাহা হয় নাই। রঘুনন্দন বলিয়াছেন—শর্ম্মণী-বর্ম্মণীর ব্যবহার নাই। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে মানিয়া লওয়া যায় না। আমরা ১২৩৪ সনে লিখিত বিবাহের একখানি লগ্ন-পত্রে এক কায়স্থ-কন্যার নামের সঙ্গে "বর্ম্মণী" প্রয়োগ পাইয়াছি। উক্ত লগ্ন-পত্রের অবিকল নকল উদ্ধৃত হইল।—

৺৭শ্রীশ্রীহরি

শ্রী [illegible] ঘোষ
সাং [illegible]
প্রাপ্ত শ্রী [illegible]

/৭শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নম—

চন্দন লিপ্ত মুদ্রাঙ্ক

সিন্দুর লিপ্ত মুদ্রাঙ্ক

শ্রীরঘুনাথ দত্ত চৌধুরী
সাং [illegible]
রামকান্তপুর

স্বস্তি সকল মঙ্গলালয়—

শ্রীগোলকচন্দ্র রাহা রায় সচ্চরিত্রেষু—লিখিতং শ্রীরঘুনাথ দত্ত চৌধুরী শুভ বিবাহের লগ্নপত্রমিত্রং কার্জ্জঞাগে আপনকার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নিমাইচন্দ্র রাএর সহিত আমার কন্যা শ্রীমতী কাশীশ্বরী বর্ম্মণীর সম্বন্ধ ধার্জ্জ করিয়াছি তাহার শুভ বিবাহের দিবস ২৫ শে ফাল্গুন শুক্রবার উভয় সম্মতিতে ধার্জ্জ করিলেন করিলাম লগ্ন অনুসারে পূর্ব্বাহ্নে সোওারি সরনজাম পাঠাইবেন পাত্রী সমভ্যার সমন্বিত বহরিয়া মোকামে আপনকার বাড়ীতে পৌছিয়া লগ্ন উপস্থিত কালীন পাত্রে পাত্রী সম্প্রদান করিয়া দিব। আপনি দধ্যাদি সামিগ্রী করিতে রহেন মূল ভবিতব্য

আমিহ করিতে রহিলাম এতদর্থে শুভ বিবাহের লগ্ন পত্র দিলাম ইতি সন ১২৩৪ সন তারিখ ১ ফাল্গুন।

ইসাদ—
শ্রীগোকুলচন্দ্র গুহ
সাং বহুরিয়া
ইসাদ—
শ্রীঈশানচন্দ্র রাহা
সাং নারচী।

শ্রীরামধন দত্ত চৌধুরী
সাকিন রামকান্তপুর
ভেলাবাদ

শ্রীকালীশঙ্কর ঘোষ
সাং হাসড়া

এই পত্র-লিখিত বহুরিয়া গ্রাম ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত, ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার সংযোগস্থলে অবস্থিত। লগ্ন-পত্রের লিখিত সময়ে এই গ্রাম ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ছিল। বহুরিয়ার রাহা বংশ এখনও বর্ত্তমান। এই বংশের শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র রাহা, বি, এ ; (এসিষ্টাণ্ট হেড্ মাষ্টার টাঙ্গাইল, বিন্দুবাসিনী স্কুল) নিজেদের গৃহের পুরাতন কাগজ-পত্র দেখিবার সময়ে এই লগ্ন-পত্র পাইয়াছিলেন ;

লগ্নে পত্রের কোন কোন অক্ষর ভিন্ন প্রকার, উহা অবিকল লিখিলে ছাপাইবার পক্ষেও অসুবিধা এবং নূতন পাঠকের পক্ষে পাঠও অসুবিধা ; এজন্য ঐ সকল অক্ষর স্থলে বর্ত্তমান কালের অক্ষর লিখিত হইল।

পুলিন বাবু বলিলেন, তাঁহার ঠাকুর মা বলিয়াছেন, ভেলাবাদ বরিশাল জেলায়। তথাকার দত্ত-চৌধুরীরা খুব বিখ্যাত লোক ছিলেন।

এই লগ্ন-পত্র যাঁহার বিবাহের—সেই ৺কাশীশ্বরী বর্ম্মণী (রঘুনাথ দত্ত চৌধুরীর কন্যা) অতিবৃদ্ধা হইয়া বহুরিয়া গ্রামেই পরলোকে গমন করিয়াছিলেন। এই লগ্ন-পত্র হইতে জানা যাইতেছে শতেক বৎসর পূর্ব্বেও স্ত্রীলোকের নামে 'শর্ম্মণী-বর্ম্মণী' যোগ হইত। সুতরাং রঘুনন্দন যে বলিয়াছেন—"শর্ম্মণীত্যাদি-প্রয়োগস্তু ন ব্যবহারিকঃ" ইহা ঠিক নহে। তবে এমন হইতে পারে যে, বিবাহাদি বিশিষ্ট কর্ম্মেই ইহার প্রয়োগ হইত, সর্ব্বদা হইত না। সর্ব্বদা কেবল নামটিই বলা হইত। সাহিত্যেও কেবল নামেরই প্রয়োগ দেখা যায়। উহাতে স্ত্রীলোকের নামে দেবীও নাই দাসীও নাই, শর্ম্মণী-বর্ম্মণীও নাই। দেবী ও দাসী দুইই অত্যন্ত আধুনিক প্রয়োগ।

উদ্বাহ-তত্ত্বের সম্প্রদান বাক্যরচনার আদর্শে কেবল—"যজ্ঞদত্তা কন্যা" ই বলা হইয়াছে, "যজ্ঞদত্তা দেবী" বলা হয় নাই।

শ্রীরসিকচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ।

যশোরাধিপ-পরাজয়।

মহারাষ্ট্রকুলচূড়া শিবাজি ধীমান,
স্বদেশের প্রেমে মেতে, বিধর্ম্মীর হস্ত হতে,
অদম্য বীরত্ব-বলে, অপূর্ব্ব কৌশলে ছলে,
মুক্ত করি' জন্ম-ভূমি, স্বরাজ্য-নিশান,
উড়াইলা দাক্ষিণাত্যে যথা ভাগ্যবান্ ;—

তেমতি এ বঙ্গদেশে যশোর-নগরে,
প্রতাপ-আদিত্য রায়, বিক্রমে কেশরী-প্রায়,
মোস্লেম প্রভাব দলি,' স্বাধীনতা-পদ্মকলি'
প্রস্ফুটিত ক'রেছিল প্রাণপণ ক'রে,
স্বরাজ-পতাকা উড়েছিল গর্ব্বভরে!

হায় সে অতীত কথা গৌরবনিলয়
বেদনা জাগায় প্রাণে, কত কথা টেনে আনে,
অপূর্ব্ব গৌরব স্মরি,' গর্ব্বে বুক উঠে ভরি,
সতেজ হইয়া উঠে, নিস্তেজ হৃদয় ;
কি ছিলাম, কি আছি মোরা এখন ধরায়!

আত্মকলহের ফলে—ক্ষুদ্র নীচাশয়,
দেশদ্রোহী কুলাঙ্গার, দেশ-প্রেম পরিহার
করি, হিংসাদ্বেষ-বশে, শত্রুগণ সহ মিশে,
প্রতাপের—স্বদেশের ঘোর অপচয়
সাধিয়া, শৃঙ্খল গলে পরিলা স্বেচ্ছায়!

প্রতাপের প্রতাপের কথা শুনি কানে,
বসি দিল্লী সিংহাসনে, মোগল বিরক্ত মনে,
চিন্তা করে অনিবার, দমিতে উপায় তার;
কাহারও স্বাধীনতা নাহি সহে প্রাণে,
প্রভুত্ব বাড়াতে বিশ্বে মগ্ন সদা ধ্যানে!

বঙ্গের যশোর-রাজ করিতে দলন,
সঙ্গে সেনা অগণন, শের খাঁ প্রেরিত হন,
অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত, বঙ্গবীরে পরাজিত
করি, অধীনতা-পাশে করিতে বন্ধন।
শের খাঁর পরাজয় ভাগ্যের লিখন!

শের খাঁর পরাজয় হলে সংঘটন,
দিল্লীশ্বর ক্রুদ্ধমতি পাঠালেন সেনাপতি—
খাঁ সাহেব ইব্রাহিমে—শ্রেষ্ঠ ভাবি পরাক্রমে,
বিধ্বস্ত করিল তারে বঙ্গবীরগণ,
ভীত-চিত্ত দিল্লীপতি হইল তখন।

অতঃপর খাঁ আজিম হয়ে সেনাপতি
প্রতাপে করিয়া জয়, বঙ্গরাজ্য করি' লয়,
যশের মুকুট পরি', রাজধানী যাবে ফিরি,
এ সঙ্কল্প ল'য়ে হৃদে আসে দ্রুতগতি;
ভাগ্যফলে বীরবর লভে বীর-গতি!

আজিম নিধন-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ,
ক্রোধোন্মত্ত দিল্লীপতি পাঠাইলা দ্বাবিংশতি—
আমীর উপাধি খ্যাত রণদক্ষ অভিজাত—
প্রতাপে করিতে চূর্ণ সহ সৈন্যগণ।
ফল তার বিপরীত হল সংঘটন!

বঙ্গের বিজয়-বার্ত্তা মোগল-হৃদয়ে
অপমান-শেল হানি, দারুণ বেদনা দানি,'
প্রতিশোধ দিতে বঙ্গে দুর্দ্ধর্ষ সেনার সঙ্গে,
প্রেরিত হলেন 'মান' সেনাপতি হ'য়ে,
হিন্দু-স্বাধীনতা-লোপ-সুসঙ্কল্প ল'য়ে

হিন্দুই হিন্দুর শত্রু—এই নীচতায়
হিন্দু আজ পরাধীন, হয়েছে দীনাতিদীন,
ভোগিতেছে কর্ম্মফল, ফেলিতেছে নেত্রজল,
হারায়েছে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে একতায়;
শৃঙ্খল খুলিয়া পুনঃ পরিছে গলায়!

বিরাট বাহিনী সহ মহারাজ মান,
প্রভুর সাধিতে কার্য্য, আক্রমিলা বঙ্গরাজ্য,
ভবানন্দ মজুমদার, আর যত কুলাঙ্গার,
সহায় হইয়া করি' গুপ্ত-তথ্য দান,
প্রতাপের প্রভাবের করে অবসান।

প্রতাপ কেশরী ছিল নহে সে শৃগাল!
বাঙ্গালীর বলবীর্য্য, অতুল সাহস শৌর্য্য,
প্রদর্শিয়া রণ-স্থলে, বিস্মিত অরাতিদলে
করেছিলা বঙ্গাধিপ ধ'রে করবাল
সহ সৈন্য, সেনাপতি কালান্তক কাল।

মানসিংহ-অনীকিনী বঙ্গসৈন্য সনে
ঘোরতর করে রণ, ধরি' নানা প্রহরণ,
সে সংগ্রাম কি ভীষণ, দর্শনে স্তম্ভিত মন,
হাহাকার, জয়োল্লাস উঠিল গগনে;
ডুবাইল রক্তস্রোত সমর-প্রাঙ্গণে!

প্রথম সমরে হ'ল 'মান' পরাজিত।
বাঙ্গালী বীরত্ব হেরি, জয় আশা পরিহরি,
ভাবিতে লাগিলা বীর, উপায় করিতে স্থির,
কি কৌশলে বঙ্গাধিপে করি বশীভূত
যশ, মান, স্বার্থ—সব হইবে রক্ষিত।

গৃহশত্রু বিভীষণ সে রাঘব রায়,
প্রতিহিংসা হৃদে লয়ে, মোগল সহায় হয়ে,
গুপ্ততথ্য প্রকাশিল ! মানের সাহস হল ;
পুনরায় ভীমতেজে রণক্ষেত্রে ধায় ;
এইবার বঙ্গসেনা হয় পরাজয় ।

সহজে বাঙ্গালী সেনা নহে পরাজিত ।
সূর্য্যকান্ত সেনাপতি, দুর্দ্দম সাহসী অতি,
নাহি জানে পলায়ন, করিল ভৈরব রণ,
অরাতি-শোণিতে ক্ষেত্র করিল রঞ্জিত ;
বাঙ্গালী-বীরত্ব হেরি 'মান' মুগ্ধ, ভীত ।

কে বুঝিতে পারে অহো ! বিধির বিধান
সূর্য্যকান্ত মহাবলী চলিছে বিপক্ষ দলি,
বঙ্গসৈন্য অগ্রসর, অপ্রমিত শক্তিধর,
জয়-আশা হৃদে ধরি কৃতান্ত-সমান ;
অকস্মাৎ সূর্য্যকান্ত হারাইলা প্রাণ !

উদয়-আদিত্য বীর প্রতাপ-নন্দন,
ক্ষণ না বিলম্ব করি, সৈন্যমাঝে অগ্রসরি,
শৃঙ্খলা বজায় রাখি, হইয়া আরক্ত আঁখি,
ঘোরতর যুদ্ধে করে আত্ম-সমর্পণ ;
তনয় তেমন বীর, জনক যেমন ।

উদয়-আদিত্য বলী বাঙ্গালী-গৌরব,
অতিশয় পরাক্রান্ত, রণে নহে পরিশ্রান্ত,
বয়ঃক্রম উনবিংশ, অরাতি করিতে ধ্বংস,
দেশ-প্রেমে মাতি' মূর্ত্তি ধরিলা ভৈরব ।
বীরকুলমাঝে তাঁরি ছুটিল সৌরভ !

অসি করে অরিকুল করিতে নির্ম্মূল,
ক্ষিপ্রহস্তে শত্রুশির কাটিতে লাগিলা বীর ;
তাঁর ভীম পরাক্রমে অসহিষ্ণু হয়ে ক্রমে,
পশ্চাতে হটিল অরি হইয়া ব্যাকুল,
বিক্রমে ভাবিল তাঁরে সিংহ-সমতুল ।

মহারাজ মানসিংহ প্রমাদ গণিল,
উদয় আদিত্য বলী, করী যথা বনস্থলী
বিমর্দ্দন করি' বলে অবহেলে যায় চ'লে,
সেরূপে মোগল-সেনা মর্দ্দন করিল ।
রাজা মান লাজে, ক্ষোভে মরমে মরিল !

জয়ী হবে বঙ্গসৈন্য ভাবিছে উদয়,
বীরত্বের গর্ব্বভরে বন্দুক কৃপাণ ধরে,
বঙ্গসেনা চলিয়াছে—নদী যেন ছুটিয়াছে
বাঁধাহীন, কুল ভাঙ্গি' সানন্দ-হৃদয়,
মোগল নিধন করি নির্ভীক, নির্দ্দয় ।

বাঙ্গালীর অধীনতা তীব্রকর্ম্মফল !
বীরেন্দ্র-তনয় বীর, উদয়-আদিত্য ধীর,
বঙ্গের আশার আলো, অকালে নিভিয়া গেল !
মোগল-নিক্ষিপ্ত গোলা ভেদি' বক্ষঃস্থল;
বঙ্গের বিজয়-আশা করিল বিফল ।

শৃঙ্খলা-বিহীন হল বঙ্গ-সৈন্যগণ !
ভগ্নমন নিরুৎসাহ, শৃঙ্খলা বিধান কেহ
করিবারে শক্তিমান হইল না আগুয়ান,
পরাজিত বঙ্গসেনা হইল তখন ;
মোগলের জয়োল্লাসে কাঁপিল গগন !

প্রতাপ আশ্রিত বীর রুডা মহামতি !
যমের কিঙ্কর সম, ভয়ঙ্কর পরাক্রম,
বাঙ্গালীর পরাজয়, দংশিল বীর-হৃদয়,
ভীষণ আহবে প'শে যেন মৃগপতি ;
ঘোর রণ করি' বধে অসংখ্য অরাতি।

অরি-করে পরিণামে হ'ল দেহ-পাত,
রাখিয়া বীরত্ব-খ্যাতি, উদয়াদিত্য সাথী
হইলেন ; বঙ্গাধিপে ডুবাইয়া শোককূপে,
প্রতাপের মর্ম্মস্থলে হ'ল শেলাঘাত;
প্রতাপ হেরিলা ইথে বিধাতার হাত।

দুর্ব্বল না হল তবু বীরের হৃদয়,
যুঝিল মোগল সাথ, পণ করি দেহপাত,
রক্ষিবারে স্বাধীনতা, লাভ হ'ল বিফলতা ;
তবু তাঁর বীরধর্ম্ম রহিল অক্ষয় ;
যদিও মোগল করে হল পরাজয়।

পরাজিত হয়ে বন্দী হল বঙ্গবীর,
ক্ষোভে অপমানে শীর্ণ, তীব্র দুঃখে মর্ম্ম দীর্ণ,
হিন্দুরাজ্য হল লুপ্ত, বঙ্গ হবে ক্রমে সুপ্ত,
ভাবিয়া জীবন-দীপ নিভাইলা ধীর ;
নিজ হস্তে অবহেলে—বিধান বিধির !

সেই দিন বাঙ্গালার স্বাধীনতা-রবি
চির-অস্তাচলে গেল, আর না উদয় হ'ল !
আঁধারে ঘিরিল বঙ্গ, বর্জ্জিত আলোকসঙ্গ,
আঁধারে ডুবিয়া গেছে মনুষ্যত্ব-ছবি;
আলো কি জ্বলিবে পুনঃ তাই মনে ভাবি !

বাঙ্গালী মানুষ ছিল মানুষের মত
বীরত্ব ধীরত্ব-খনি, দেশপ্রেমী, মহামানী,
অতুল ঐশ্বর্য্যবান, দয়াময় মহাপ্রাণ,
আজি কি আছে গো তার ? পর-পদানত—
সঙ্কুচিত মনুষ্যত্ব সদা বিড়ম্বিত !

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

সাহিত্যের বিকার

সাহিত্যের বিস্তার লাভে দেশ ও সমাজের মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে সাহিত্য মানুষের জ্ঞান-বৃদ্ধির একটী সোপান। চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিয়া সাহিত্য মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করিয়া থাকে বলিয়াই সাহিত্যের এত আদর। সাহিত্যকে ঠেলিয়া বিদ্যা অর্জ্জন চলে না, সেই জন্য "আদর্শবাদ" সাহিত্যের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। কিন্তু কালের প্রভাবে সমস্তই এখন বিপরীত ঘটিতেছে। মনস্তত্ত্বের কৃপায় আদর্শ-বাদের আদর এখন খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে। সাহিত্য-জগতে আজকাল মনস্তত্ত্বের দোহাই দিয়া যে সকল গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে, যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া এখন লেখক-লেখিকাগণ সাহিত্য-জগতের "একছত্র সম্রাট্", "সাম্রাজ্ঞী" হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি—তাহা অল্পবুদ্ধি আমরা বুঝিতে অক্ষম। যাহার আলোচনায় মানুষের জীবনের উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে, তাহা তুচ্ছ করিবার বিষয় নয়। তাহা শুধু অলীক আনন্দপ্রদ বা সময় কাটাইবার জন্যই নয়। অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর "আনন্দ-মঠের" ফলে আধুনিক স্বদেশী আন্দোলন। এটা কি কম গৌরবের কথা ! কিন্তু আজকালের "সাহিত্যরথী" মহাশয়গণ ছেলে মেয়েদের সম্মুখে যে চরিত্র ধরিয়া দিতেছেন তাহাতে ছেলে মেয়েরা কি শিক্ষা পাইবে ? তাহাতে তরলমতি তরুণতরুণীদিগের নৈতিক চরিত্রের উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতির পথই সুগম করিয়া দিতেছেন। একে ত পাশ্চাত্য ভাব আসিয়া ধনীর প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিয়া প্রাচ্যের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। আমাদের স্বাস্থ্য, সংযম, শক্তি, সৎসাহস ক্রমশঃ লোপ হইতে বসিয়াছে ; তাহার উপর এই সকল হীন-প্রণয়-

কাহিনীপূর্ণ সাহিত্যে সংসারে অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় কার্য্য করিতেছে। মানুষের চিত্ত-বৃত্তি সকল কুপ্রবৃত্তিতে যত শীঘ্র চালিত হয়, সৎপথে তত শীঘ্র চালিত হয় না। সংযম, প্রবৃত্তি-দমন প্রভৃতি মানব-জীবনে যেমনি অত্যাবশ্যক তেমনি কঠোর সাধনা-সাপেক্ষ। তাই সৎগ্রন্থ পাঠ, সাধু সঙ্গে বাস, সদালোচনা প্রভৃতি নৈতিক চরিত্রের উন্নতির পথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু আজকালকার গ্রন্থ পাঠে ছেলেমেয়েরা কি শিক্ষা লাভ করিবে? সতীত্বের মস্তকে পদাঘাত করিয়া পর পুরুষের সঙ্গে পলায়ন! বন্ধুত্বের মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া বন্ধু-পত্নী-হরণ এবং বিদেশে গোপনে স্বামী স্ত্রী সাজিয়া বাস! এমন কি যে "মাতৃ"-সম্বোধন জগতে এখনও পবিত্রতম বলিয়া গণ্য হইতেছে, কোনও সাহিত্যরথী সেই "মা" শব্দটিও কলুষিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই! একবার "মা" বলিয়া তারপর সেই "মা ও ছেলেতে" অবৈধ প্রেম! কি ভয়ানক জঘন্য দৃষ্টান্ত!! হইতে পারে জগতে এমন ঘটনা বিরল নহে, হইতে পারে বিদ্যাসাগরের নীতিকথা আর এখন মানুষের রুচিকর নহে, কিন্তু বিকারগ্রস্ত রোগী যদি পিপাসিত হইয়া "জল", "জল"-রবে চিৎকার করিতে থাকে, তবে তাহাকে কি অনবরত জলই দিতে হইবে—না উৎকৃষ্ট ঔষধ তাহার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে? এই শ্রেণীর সাহিত্যের বিস্তার যত না হয় ততই ভাল। কিন্তু দুঃখের বিষয় "মহাজনের পন্থা" অনুসরণ করিয়া আজ নবীন লেখকগণও এই শ্রেণীর গল্প-উপন্যাসে মাসিক ও সাপ্তাহিকে অঙ্গ পূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, যিনি যত নগ্ন-চরিত্র-অঙ্কনে সুপটু, তিনিই সম্পাদক ও সমালোচকদের কাছে তত "বাহাবা" পাইয়া থাকেন! হায়! মানুষের এই হীন রুচির কত দিনে পরিবর্ত্তন হইবে? কত দিনে এই বিকারগ্রস্ত সাহিত্যের ধ্বংস সাধিত হইবে? এই শ্রেণীর সাহিত্য তরলমতি ছেলেমেয়েদের যে কি ঘোর অনিষ্ট সাধন করিতেছে তাহা বিশেষ চিন্তা করিবার বিষয়। আজ অর্থের লোভে, স্বার্থের বশে, "নামকাওয়াস্তে" যাঁহারা এই সকল সাহিত্য প্রচার করিতেছেন, ভবিষ্যতে মানব-সমাজে তাঁহারা নিজেকে যেন কম দায়ী বলিয়া মনে না করেন। পরিশেষে একটি কথা এই যে, এই শ্রেণীর গল্প-উপন্যাস নারী অপেক্ষা পুরুষের হস্ত হইতেই অধিক সৃষ্ট হয়। পুরুষ সমাজের "ছাড়-পত্র" পাইয়াছেন না কি? তাই পুরুষের বেলায় বুঝি সাতখুন মাপ। নারীর যাহাতে সর্ব্বনাশ, পুরুষের তাহাত খেলা মাত্র!

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

চয়ন

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা)

৺প্যারীচাঁদ মিত্র

(মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)

ইংরাজী ১৮৫৪ সালের ভাদ্র মাসে ৺প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় ৺রাধানাথ শিকদারের সহায়তায় একখানি মাসিক পত্র বাহির করেন। উহার প্রত্যেক সংখ্যার গোড়ায় লেখা থাকিত, "ইহা চলিত ভাষায় লেখা, স্ত্রীলোকদের জন্যই লেখা, পণ্ডিতেরা ইচ্ছা করেন পড়িতে পারেন, তবে ইহা তাঁহাদের জন্য লেখা নহে।" এইরূপে চলিত ভাষায় লিখিব বলিয়া পণ করিয়া বাঙ্গালা লেখা এই প্রথম। স্ত্রীলোকদিগের জন্য লিখিব বলিয়া পণ করিয়া লেখাও, বোধ হয় প্রথম। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ছিল, বাঙ্গালা গদ্য ছিল—কিন্তু সেগুলি সাধুভাষা বা পণ্ডিতি ভাষায় লেখা চলিত ভাষা থেকে যত দূরে থাকা যায়, ততই ভাষার গৌরব হইবে, পণ্ডিত মহাশয়দের এই ধারণাই ছিল। সে ভাষা স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, অনেক পুরুষের পক্ষে বোঝা কঠিন ছিল। আমি বাল্যকালে এক বৃদ্ধকে তারাশঙ্করের কাদম্বরীর তর্জ্জমা পড়িয়া বলিতে শুনিয়াছিলাম,—আহা! তারাশঙ্কর কি চমৎকার ভাষাই লিখিয়াছে! অভিধান ভিন্ন এক বর্ণও বোঝা যায় না। এই ত লেখার গাম্ভীর্য্য।

যখন ভাষার প্রতি লোকের এইরূপ ভাব, তখন চলিত ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করা খুব সাহসের কাজ, খুব দূরদৃষ্টিরও কাজ। প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সাধুভাষা লোকে পড়িতে পারে না, বুঝিতে পারে না, সুতরাং সে ভাষায় লেখা আর না লেখা, দুই সমান। তাই তিনি চলিত বাঙ্গালা ধরেন। এ ধরায় বিশেষ উপকার হইয়াছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা একটা ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্ত্রীলোকদের জন্য লেখা, ইহারও বিশেষত্ব আছে। আগে বাঙ্গালা গদ্যে বই লেখা হইত—তার বিষয় হয় সংস্কৃত হইতে নেওয়া, নয় বিচার, না হয় নাটক ও নভেল—রুচি এমন কদাকার যে, স্ত্রীলোকের হাতে কোনও মতেই দেওয়া যায় না। তাই শুধু মেয়েদের পড়িবার জন্য, তাহাদের আমোদের জন্য, যাহাতে তাহাদের শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি হয়, তাহার জন্য ভাল ভাল উপদেশ দিয়া এই

পত্রিকা বাহির করা হয়। বঙ্কিমবাবু ঠিক বলিয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজীর গণ্ডীর মধ্যে থাকিত, তাহার নিজের গণ্ডী ছিল না। বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রই প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশেও ঘরের কথা লইয়া বই লেখা যায়, আর সে বই পড়িবার মতনও হয়। আর এই ৭০ বৎসর পরে এখনকার লোকের ধারণা, বাঙ্গালায় ঘরের কথা লইয়াই বই লেখা উচিত এবং তাহা পড়িলেই বেশী উপকার হয়।

প্যারীচাঁদ মিত্রের মাসিক পত্রিকাতেই "আলালের ঘরের দুলাল" প্রথম বাহির হয়। ঐ গল্প পঁচিশ সংখ্যাতে বই হইয়া বাহির হয়। ঐ বইয়ে কিন্তু বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম ছিল না, মলাটে লেখা ছিল, "শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত।" টেকচাঁদ ঠাকুর কে, ইহা কেহই বুঝিতে পারিত না। বাবু প্যারীচাঁদ যখন মেটকাফ হলের সেক্রেটারী ও পব্‌লিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান, সেই সময় আসাম দেশ হইতে একজন বড়লোক কলিকাতায় বেড়াইতেন আসেন—তাঁহার নাম ছিল টেঁকচন্দ্র ফুকন্। তিনি কলিকাতার বড় বড় বাঙ্গালীদিগের সঙ্গে খুব মিশিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই বোধ হয়, টেকচাঁদ ঠাকুরের উৎপত্তি। সে কালের অনেক লোকেই তাঁহার নাম জানিত, এখকার লোকে ভুলিয়া গিয়াছে।

বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র যদি দুই একখানি "আলালের ঘরের দুলালে"র মতন গল্পের বই লিখিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে গল্পর প্রথম লেখক বলিয়া মান্য করিতে হইত। কিন্তু গল্প লেখার চেয়ে তিনি ঢের বেশী কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালায় সব জিনিষই লেখা যায়, সব ভাবই প্রকাশ করা যায়। বাঙ্গালায় দর্শনবিজ্ঞানেরও বই লেখা যায়। তিনি চাষ ও বাগান করা সম্বন্ধে বাঙ্গালায় অনেক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি এগ্রি-হর্টিকালচার সোসাইটীর মেম্বর ছিলেন। এই উপলক্ষে চাষ ও বাগানের বিষয়ের তিনি অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সে গুলি চলিত ভাষায় লেখা, সহজ করিয়া লেখা, তাহা পড়িলে এখনও লোকের উপকার হইতে পারে। তাঁহার "আধ্যাত্মিকায়" অতি সহজ করিয়া যোগ ও বেদান্তদর্শনের অনেক গভীর কথা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাঁহার "অভেদী"তেও এই রকম দর্শন-শাস্ত্রের কথা আছে। মাসিকপত্রিকায় তিনি যে সকল ইতিহাসের গল্প লিখিয়াছেন, সেগুলিও বড় মিষ্ট। গজনীর সুলতান মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া কোন্ বারে কি করিয়াছেন, তাঁহার মাসিক পত্রিকায় অতি সুন্দর করিয়া তাহা লেখা আছে। ভণ্ড পাষণ্ডদের কি করিয়া বিদ্রূপ করিতে হয়, তাহা তিনি বেশ

জানিতেন। ভবশঙ্করবাবু, বাচস্পতি মহাশয়, গোঁসাইজি প্রভৃতির চরিত্রে ভণ্ডামি কেমন করিয়া ধরাইয়া দিতে হয়, তাহা তিনি বেশ দেখাইয়াছেন। তিনি চোচাপটে দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় সব রকম ভাবই প্রকাশ করা যায়, আর সব রকম সাহিত্যই লেখা যায়।

প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি খুব খাটিতে পারিতেন। খাটিয়া তিনি কখনও ক্লান্তি বোধ করিতেন না। ছেলে বেলা হইতেই তাঁহার খাটুনির আরম্ভ। হিন্দুকলেজে পড়িতেই তিনি বাড়ীতে এক স্কুল বসাইয়াছিলেন। তিনিই বেশী করিয়া পড়াইতেন। তাহার পর যত বয়স বাড়িতে লাগিল, তাঁহার খাটুনিও বাড়িতে লাগিল। তাঁহার বাপপিতামহ কারবারী লোক ছিলেন। কারবারেই তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি। তিনিও কারবারই করিতেন। লর্ড মেটকাফ কলিকাতা ত্যাগ করিলে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, প্যারীবাবু তাহাতে খুব একহাত ছিলেন। তাই সেই স্মৃতির জন্য যখন মেটকাফ হল হইল, তখন লোকে তাঁহাকেই সেক্রেটারী ও সেখানে যে পবলিক লাইব্রেরি হইল, তাহার লাইব্রেরিয়ান করিল। তিনি এত মিশুক ছিলেন ও তাঁহার পড়াশুনা এত বেশী ছিল যে, কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী, যাঁহার যখন কিছু জানিবার দরকার হইত, মেটকাফ হলে লাইব্রেরিতে গিয়া উপস্থিত হইতেন এবং তিনি তাঁহার সাধ্যমত তাঁহাদের উপকার করিতে চেষ্টা করিতেন। মেটকাফ হল তখন বড় রকম একটী পণ্ডিতের আড্ডা হইয়াছিল। এখানে পণ্ডিত শব্দে শুধু সংস্কৃতওয়ালাই নয়, বরং ইংরাজীওয়ালাই বেশী। বাঙ্গালী-সমাজের কোনও বিপদ্ সম্পদ্ উপস্থিত হইলে, একটা বড় রকম আন্দোলন উপস্থিত হইলে, প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় প্রধান (অগ্রণী, নেতা) হইবার চেষ্টা করিতেন না। ইংরাজীতে তাঁহার কলম খুব চলিত। সভাসমিতির কাজকর্ম্ম ইংরাজীতেই হইত; সুতরাং প্যারীচাঁদ ভিন্ন চলিত না। তিনিও ইচ্ছা করিয়া ধরা দিতেন এবং খুব খাটিয়া কাজ উদ্ধার করিয়া দিতেন। হেয়ার সাহেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি অগাধ ছিল। সুতরাং হেয়ার সাহেবের নামে যে কোনও কার্য্য আরম্ভ হইত, তিনি প্রাণপণে সেই কার্য্যটীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেন। এইরূপে তিনি হেয়ার মেমোরিয়াল, হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড, হেয়ার এ্যানিভারসারি প্রভৃতি হেয়ার সাহেবের নামের সহিত জড়িত যত কার্য্য ছিল, সেই সব কার্য্যেই জড়িত থাকিতেন।

তিনি ইংরাজীতে হেয়ার সাহেবের একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন।

সেই বইখানি প্রত্যেক বাঙ্গালীর, বিশেষতঃ কলিকাতাবাসীর পড়া অবশ্য কর্ত্তব্য। হেয়ার সাহেব যে কয় বছর বিলাতে ছিলেন, এ বইয়ে তাহার কোনও কথা নাই। তিনি যোল বছর কলিকাতায় ঘড়ির কারবার করিয়াছিলেন, এ বইয়ে সে যোল বছরের কোনও কথা নাই। ১৮১৬ সালে হেয়ার সাহেব কারবার উঠাইয়া দিয়া কলিকাতার হিন্দুরা যাহাতে ইংরাজী শেখে, ইংরাজী শিখিয়া মানুষ হয়, সে জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। ১৮৪২ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই ২৬ বৎসর তিনি অকাতরে টাকা খরচ করিয়াছেন এবং প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি সকালেই পাল্কী করিয়া বাহির হইতেন। পাল্কীতে বই থাকিত ওযুধ থাকিত; তিনি স্কুল দেখিতেন, পাঠশালা দেখিতেন। পাল্কী করিয়া সারা কলিকাতা ঘুড়িয়া বেড়াইতেন। বড় বড় ভদ্রলোকের বাড়ী যাইতেন, তাহাদের সঙ্গে মিলিতেন মিশিতেন, তাহাদের রোগে শোকে, উৎসবে ব্যসনে তাহাদের সহিত দেখা করিয়া যাইতেন। ছোট ছোট ছেলেদের খেলানা দিতেন। তাহাদের তালপাতে, কলাপাতে ও কাগজে লেখা দেখিতেন; বই দিতেন, কাগজ দিতেন। প্যারীচাঁদ যে এমন একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোকের ভক্ত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই যে ২৬ বৎসর, ইহাতেই কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ। এই সময় হিন্দুকলেজ, সংস্কৃত কলেজ, মেডিকেল কলেজ প্রভৃতি অনেকগুলি কলেজ খোলা হয়, ইংরাজীতে সভাসমিতি হইতে থাকে, ইংরাজীতে ও বাঙ্গালায় অনবরত কাগজ বাহির হইতে থাকে। এই সময় ইংরাজী শিখিবার জন্য একটা বিশেষ নেশা আসিয়া উপস্থিত হয়। হেয়ার সাহেবই ঐ নেশার গুরুমশায়। সুতরাং কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার ইতিহাস প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের এই বইখানায় বিশেষ করিয়া লেখা আছে। তাই আমি বলিয়াছি, কলিকাতার বাঙ্গালী মাত্রেরই এই বইখানা পড়া উচিত।

তিনি ইংরাজীতে আরো একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। সেখানি স্বনামধন্য রামকমল সেন মহাশয়ের। ইঁহার নিবাস গরিফা; কিন্তু কলিকাতায় ইনি খুব প্রতিপত্তি করিয়াছিলেন এবং ব্যাঙ্কের দেওয়ান হইয়াছিলেন। তিনি একজন আস্তিক হিন্দু; সুতরাং রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজের—সতীদাহ নিবারণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ইংরাজ-মহলে ইঁহার খুব প্রতিপত্তি ছিল। ইংরাজেরা ইঁহাকে ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন এবং একটু ভয়ও করিতেন। ইনি এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রথম কেরাণী, পরে ধনাধ্যক্ষ ও পরে মেম্বর হইয়াছিলেন। সেখানকার সভায় কাগজ পড়িতেন ও পুরাণ তর্জ্জমা

করিতেন। কলিকাতার হিন্দু বাসেন্দাগণ তাঁহাকে খুব বড় লোক বলিয়া মনে করিতেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বলিতেন যে, রামকমলের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যে, সে না এলে সভা-সমিতি জমে না। সংস্কৃতকলেজ যখন খোলা হয়, সেন মহাশয় তাহাতে একজন প্রধান উদ্‌যোগী। সে সভায় রামমোহন রায়কে আসিতে দেওয়া হয় নাই। হেয়ার সাহেব রায় মহাশয়কে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তুমি গেলে হিন্দুরা আসিবেন না। গবর্ণমেণ্টের একটা কাজ মাঠে মারা যাইবে। সেন মহাশয় সংস্কৃতকলেজের কমিটীর সেক্রেটারী হইয়াছিলেন।

প্যারীচাঁদ ইংরাজীতে আরো একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। সেখানি 'কোলস্‌ওয়ার্দিগ্র্যাণ্ট" সাহেবের জীবনচরিত। এই মহাত্মা আপনার সকল কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে পশুদিগের উপর অত্যাচার নিবারণ হয়, সে বিষয়ে যত্নবান্ হইয়াছিলেন এবং "প্রিভেন্‌সন্ অব ক্রুয়েল্টি টু আনিম্যালস্" নামক আইন পাশ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং অনেক দিন ধরিয়া সেই আইনমত যাহাতে কার্য্য হয়, তাহা দেখিবার ভার লইয়াছিলেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় ইংরাজীতে "স্পিরিচুয়ালিজ্‌মের" উপর অনেক বই লিখিয়াছিলেন। তিনি স্পিরিচুয়ালিজম বিশ্বাস করিতেন, প্ল্যানচেট বিশ্বাস করিতেন, মিডিয়াম্ বিশ্বাস করিতেন এবং এই শাস্ত্রের তিনি খুব উন্নতি করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের বড় বড় লোকের সহিত তাঁহার চিঠি লেখালিখি চলিত। এই উপলক্ষেই তিনি যোগ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আধ্যাত্মিকায় প্রকাশ। নতুবা তিনি হিন্দু ধর্ম্মের কিছুই বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার মাসিক পত্রিকায় প্রথম রচনা "শ্রাদ্ধে কোনও ফল নাই।" সেটী চলিত ভাষায় লেখা এবং বেশ জোরের লেখা। তিনি বলেন, শ্রাদ্ধ করিলে যদি লোকে স্বর্গে যায়, তাহা হইলে বড় লোকেই স্বর্গে যাইবে, গরীব মানুষের আর কোন উপায় নাই। ধনী লোকেরা প্রায় জীবনে মদখোর ও বেশ্যাবাজ হয়, তাহারা যদি শ্রাদ্ধের চোটে স্বর্গে যায়, তাহা হইলে স্বর্গ যে বিশেষ কামনার বস্তু হইবে, বোধ হয় না। প্যারীবাবু লিখিবার সময় এরূপ জোর কলমে লিখিলেন। কিন্তু তিনি প্রতি বৎসর যথাসময়ে যথারীতি পিতাপিতামহের শ্রাদ্ধ করিতেন। শেষ বয়সে ইংরাজ গুরুর উপদেশে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হয়। তিনি লিখিয়াছেন,—

"The three births, above alluded to, are the natural birth, the regenerated birth and the spiritual birth. The conviction as to the immortality of the soul was so strong that it gave rise to *shraddhas* or offering funeral cakes to the souls of the deceased, which is considered not only a sacred duty on the part of every Hindu, but a condition of inheritanee. In the offer of funeral cakes, there is a spirit of charity for the souls of the unfortunate :—"May those who have no father or mother or kinsman, no food or supply of nourishment, be contented with this food offered on the ground and attain like it a happy abode."

Page 7 of the Spiritual Stray Leaves by Peary Cha d Mittra.

যাহা হউক, প্যারীবাবু কিরূপ লোক ছিলেন, সে বিষয়ে আলোচনা করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। তিনি চলিত ভাষায় বই লেখার একরকম আদিগুরু। সুতরাং তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিতে হইবে ; আমাদের নিজের উপকারের জন্য—তাঁহার নহে। তিনি এখন স্তুতি-নিন্দার অতীত। স্পিরিচুয়ালিজ্‌মের মতে তিনি এখন সপ্তম বা অষ্টম স্বর্গে। কিন্তু তিনি যে ভাষা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ত সে কালের ভাষা। সে কালের ভাষার সহিত এ কালের ভাষার তুলনা করিলে আমরা অনেক জিনিষ শিখিতে পারিব।

প্যারীবাবুর ভাষার খুব জোর,খুব দৌড়। যে ভাষায় লিখিলে "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল হায়," ইহা সেই ভাষা—যে হেতু ইহা চলিত ভাষা। এই ভাষায় যে লেখে ও যে পড়ে, তাহাদের মধ্যে ভাষা বলিয়া একটা পর্দ্দাই থাকে না। এই জন্যই এ ভাষায় লিখিলে হাসিবার সময় লোকে হাসে ও কাঁদিবার সময় লোকে কাঁদে। সেই জন্যই মাতাল ভবশঙ্কর কৃষ্ণ সাজিয়া যখন "নবনারীকুঞ্জ" হইতে ধপাত করিয়া পড়িয়া গেলেন, তখন লোকে হাসিয়া অস্থির হইল। আর যখন ঠক্‌চাচা আর বাহুল্য, দুজনে জাল করার জন্য জেলে গেলেন, তখন লোকের আনন্দের আর সীমা রহিল না। আবার যখন আধ্যাত্মিকার পৈতৃক সম্পত্তি সব গেল—বাবাও মারা গেলেন, দেনার দায়ে বাড়ীখানিও বিক্রী হইয়া গেল, অথচ আধ্যাত্মিকার ভ্রূক্ষেপ নাই, শান্তভাবে নির্ব্বিকার চিত্তে যোগ-সাধনায় চলিয়া গেল, তখন লোকে তাহার দুঃখে দুঃখী হইয়া কাঁদিতে লাগিল !

বাঙ্গালা পদ্যে এ ভাবটা চিরকালই আছে, বাঙ্গালা পদ্য কোনও কালেই পণ্ডিতের জন্য লেখা নয়। বৌদ্ধেরা ধর্ম্ম প্রচারের জন্য লিখিত, হিন্দু কবিরাও ধর্ম্মপ্রচারের জন্য লিখিত, সুতরাং যাদের কাছে প্রচার করিবেন, তাদের ভাষায় লিখ্‌তে হত। নিজের বিদ্যে তাতে ফলবার জো ছিল না। বাঙ্গালা গদ্যের অবস্থা কিন্তু অন্যরূপ। উহার উৎপত্তি ইউরোপীয় মিশনারীদের হাতে—উচু নীচু, এবড়োথেবড়ো এক রকম ফিরিঙ্গী বাঙ্গালা বল্‌লেও হয়। তারপর সে বাঙ্গালা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের হাতে পড়ে। সেটা হল সংস্কৃতের গণ্ডী। তার ভাবও সংস্কৃত। ইহার পরের বিকাশ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে। সেখানে এই সাধু ভাষা, মাজা ঘষা, শুন্‌তে মিষ্টি হয়। কিন্তু সে ভাষা "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে" না। তাই প্যারীচাঁদের ভাষার এত আদর।

কিন্তু সাহস করিয়া চলিত ভাষায় লিখিতে গিয়া প্যারীবাবু বেশ বিপদে পড়িয়াছিলেন। অনেক সময় তাঁহার ভাব আসিত ইংরাজীতে, সেগুলিকে বাঙ্গালা করিতে তাঁহার বিশেষ বেগ পাইতে হইত। আবার সেগুলি সহজ হইলেও চলিত বাঙ্গালা হইত না। সে ইংরাজী-বাঙ্গালা হইত। এই ইংরাজী-বাঙ্গালাটাই শেষ ইংরাজী-শিক্ষিত মহলে বড়ই চলিয়া গিয়াছে। সেটা কিন্তু সংস্কৃত চলায় চেয়ে খারাপ হইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজের ভাষায় এই দোষ অত্যন্ত বেশী। ইংরাজীনবিশ বাঙ্গালা লিখিতে গেলেই এই দোষ করিবেন এবং তাহাতে এই ভাষা বাঙ্গালীদের পক্ষে দুর্ব্বোধও হইবে। যাঁহারা রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি লেখেন, এই কারণে তাঁহাদের ভাষা লোকের কাছে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হয়, এবং তাঁহাদের বইও চলে না। এই জন্য আমি একবার রাগ করিয়া বলিয়াছিলাম, "বাবু হে! বাঙ্গালায় ভাবিতে শেখ। যদি তা না পার, তাহা হইলে বাঙ্গালায় কলম ধরিও না।"

প্যারীবাবু স্ত্রীলোকদের জন্য বই লিখিয়াছেন ; সুতরাং কোন্‌টা সুরুচি, কোন্‌টা কুরুচি, তাহা তিনি বেশ বুঝেন। তাঁহার রচনার বিষয়ে কুরুচি নাই, থাকিতেও পারে না। কিন্তু কোন্ শব্দটা সুরুচি, কোন্ শব্দটা কুরুচি, ইহা তখনও ঠিক জানা যায় নাই। কারণ, সে সকল কথা বইএ লেখা হয় নাই। সজ্জনে সে সকল কথা আলোচনা করিবার অবসর পান নাই। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিব।—প্যারী বাবু লিখিয়াছেন, মদখোর ও বেশ্যাবাজ। মদখোর কথাটা তখনও চলিত ছিল না, এখনও নাই। গাঁজাখোর, গুলিখোর, সুদখোর, ঘুস্‌খোর চলিত

নহে! বেশ্যাবাজ চলিত নহে। যে শব্দটা চলিত, সেটা বড় শ্রুতিকটু—বেশ্যাসক্ত বলে বটে, কিন্তু পণ্ডিত মহলে। লম্পট শব্দটা এই অর্থে অনেক সময় ব্যাবহার হয়।

অধিক দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা আর সময় নষ্ট করিব না। অলঙ্কারে যাহাকে দোষ বলে, পদাংশ-দোষ, পদদোষ, শব্দদোষ, বাক্যদোষ, অর্থদোষ—প্যারীচাঁদ-বাবুর বইয়ে সবই আছে। তিনি নূতন ভাষায় লিখ্ চেন—হইবারই কথা। কিন্তু তাঁহার বর্ণনার শক্তি অতি অদ্ভুত। পড়িবার সময় মনে হয়, জিনিষটা চোখে দেখিতেছি। ছবিখানি যেন চোখের 'উপর ভাসছে। বইগুলি যেন একখানি এলবাম্—তাতে কত পুরাণ ছবি রয়েছে। "আলালের ঘরের দুলালে" ব্ল্যাকিয়ার সাহেবের চেহারা, ব্ল্যাকিয়ার সাহেবের আদালত, সুপ্রীম কোর্টের গ্র্যাণ্ডজুরী, পেটীজুরী প্রভৃতির ছবিগুলি যেন পর পর সাজান আছে। রচনা সর্ব্বত্রই প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। শব্দ অনেক জায়গায়ই সেকেলে, পুরাণ ও একটু কটমট হইলেও ভাব ঠিক আছে। প্যারীবাবুর রচনায় একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইংরাজীতে যাহাকে হিউমার (Humour) বলে, তাহাতে উহা পরিপূর্ণ। সোজা কথাও প্যারীবাবু একটু বাঁকাইয়া বলেন। এই বাঁকাইয়া বলার নাম বক্রোক্তি। অনেক অনেক আলঙ্কারিকেরা বক্রোক্তিকেই কাব্যের জীবন বলিয়াছেন। ইংরাজেরাও এখন হিউমার ভালবাসেন। প্যারীবাবু ইংরাজের শিষ্য। সুতরাং তিনিও বক্রোক্তি বা হিউমারের ভক্ত। কিন্তু বই লিখিতে গেলে, বিশেষ উপদেশ দিতে গেলে সব জায়গায় বক্রোক্তি চলে না। তখন সোজাভাষায় সোজা কথা বলিতে হয়। সেই সব জায়গায় প্যারীবাবু যেন মনপ্রাণ ঢালিয়া দেন এবং মধ্যে মধ্যে বক্তৃতার ছটা বাহির করেন। তিনি যে সকল মনুষ্যের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, সেগুলি বেশ টিকল হইয়াছে। তাঁহার ঠক্‌চাচা, বাহুল্য, বাবুরামবাবু, বেণীবাবু, বেচারামবাবু, বরদাবাবু, মতিলালবাবু, বাঞ্ছারামবাবু মণিরামপুরের মাধবাবু, বটলার সাহেব, জান্ সাহেব, ভবশঙ্করবাবু, বাচস্পতি মহাশয়, গোস্বামী মহাশয়, বক্রেশ্বরবাবু, অন্বেষণবাবু, পতিভাবিনী, জেঁকোবাবু, বাবুসাহেব, লালবুঝকড়্, হরদেব তর্কালঙ্কার, আধ্যাত্মিকা, ভজহরিবাবু ও চম্পকলতা—সবগুলিই অতি মনোহর হয়েছে।

প্যারীবাবু শুধু গল্প লিখিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, চাষ ও বাগান করার কথা অনেক আছে। স্ত্রীলোকদিগকে উপদেশ দেওয়াই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহার মাসিক পত্রখানিও স্ত্রীলোক-দিগের জন্য বাহির হইয়াছিল। তাঁহার রামারঞ্জিকা ও বামাতোষিণীও সেই উদ্দেশ্যে লেখা। প্রথম প্রথম তিনি যেন

সাহেবীয়ানার দিকেই বেশী ঢলিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার মাসিক পত্রিকার প্রথম রচনার নাম "শ্রাদ্ধে কোনও ফল নাই"। ক্রমে যত বয়স হইতে লাগিল, ততই তিনি হিন্দুয়ানীর দিকে আসিতে লাগিলেন। তাঁহার "অভেদী", তাঁহার "আধ্যাত্মিকা" উচ্চ অঙ্গের হিন্দুয়ানী শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু তিনি হিন্দুয়ানী সংস্কার করিয়া লইতে চাহিতেন।

তিনি ভণ্ডামীর বিরোধী ছিলেন। "মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়" বইখানি ভণ্ড তপস্বীদের ভণ্ডামী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। প্যারীবাবুর কোনও ধর্ম্মেই দ্বেষ ছিল না। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসাজ, নূতন ব্রাহ্মসমাজ, মুসলমানসমাজ, ক্রীষ্টানসমাজ—সকল সমাজের কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শেষটা তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের প্রতিই আস্থা হইয়াছিল। যোগ ও স্পিরিচুয়ালিজ্‌মের উপর তাঁহার খুব ঝোঁক হইয়াছিল। সাহেবরাই তাঁহার বাল্যকালের গুরু, সাহেবদের উপর তাঁহার ভক্তিও অগাধ। তাঁহার আধ্যাত্মিকাতেও এক বিবি-সাহেব আসিয়া উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার বইগুলি বাঙ্গালায় লেখা হইলেও তিনি ইংরাজীতেই প্রায় ভূমিকা লিখিতেন। এ সব হইলেও তিনি কিন্তু খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। বাঙ্গালার মেয়ে ও পুরুষ যাতে ভাল হয়, তিনি তার চেষ্টা করিতেন। ইতর জন্তুর প্রতিও তাঁহার দয়া কম ছিল না। পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্য কোলস্‌ওয়ার্দি গ্র্যাণ্ট সাহেব যখন কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন, প্যারীবাবুই তখন তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইলেন। তিনি যখন বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বর, সেই সময়ে তাঁহারই উদ্‌যোগে পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণের আইন প্রথম পাশ হয়।

প্যারীচাঁদবাবুর ন্যায় লোকের একখানি ভাল জীবনচরিত হওয়া উচিত। মাল-মসল্লা যথেষ্ট সংগ্রহ আছে। একজন সুলেখকের এই কার্য্যের ভার লওয়া উচিত।

অখিল ভারতীয় কায়স্থ-মহাসভার কমিসন

গত বর্ষে অখিল ভারতীয় কায়স্থ মহাসভার প্রস্তাব অনুসারে বঙ্গীয় কায়স্থ-গণের উৎপত্তি ও আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিবার জন্য নিম্নলিখিত সদস্য-গণকে লইয়া একটী কমিশন বা সমিতি গঠিত হয়—যথা গয়া মিউনিসিপালিটীর ভাইস্-চেয়ারম্যান ও প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত মুকুটধারী প্রসাদ বর্ম্মা, গয়ার কায়স্থ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় রাধাকৃষ্ণ, কায়স্থ মহাসভার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বজ্রেশ্বর প্রসাদ খলিশ, গয়া কায়স্থ-সভার সহকারী মন্ত্রী ও উকিল শ্রীযুক্ত অবধকিশোর প্রসাদ এবং শ্রীযুক্ত দেব নারায়ণ মহতা ও ঝাঁসি-নিবাসী টীকারাম ভটনাগর। ইঁহারা গত ১৪ই নভেম্বর তারিখে যাত্রা করিয়া তৎপরদিন প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় সকলে কলিকাতায় পহুঁছিয়া বাঙ্গালী সদস্য শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের ভবনে (স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের বাটীতে) আসিয়া অবস্থান করেন। ১৬ই নভেম্বর হইতে কমিসনের কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমেই তাঁহারা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বসু মহাশয় কমিসনকে সমাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সাধু উদ্দেশ্যের জন্য বহু ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে অখিল ভারতীয় কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষ ভগবান্ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-দেবেরই বংশধর তাহা বিশেষ ভাবে প্রমাণ করিয়া তাঁহার উক্তির সমর্থনকল্পে কতকগুলি পুস্তকও উপহার প্রদান করেন।

তৎপর দিন কমিসন অমৃতবাজার-পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোলাপলাল ঘোষ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনিও ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কায়স্থগণের মধ্যে একতা স্থাপন একান্ত আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয় ইহাই বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করেন। তৎপরে কমিসন মাননীয় স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা (I. C. S, C. I. E,) শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি বহু কায়স্থ সজ্জনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও বিবরণ সংগ্রহ করেন।

কায়স্থ-মিত্র-মণ্ডল।

গত ২০শে নভেম্বর কমিসনের সদস্যবৃন্দকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য কায়স্থ-মিত্র-মণ্ডলের বেহারী কায়স্থবৃন্দের একটী সভা হয়। শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন আখৌরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মঙ্গলাচরণ ও স্বাগত সঙ্গীতের পর সভাপতি মহাশয় কমিসনের সাধু উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দেন। মিত্র-মণ্ডলের

পক্ষ হইতে একখানি মানপত্র দেওয়া হয়। কমিসনের পক্ষ হইতেও যথাযথ উত্তর এবং হিন্দীভাষা ব্যবহার করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হয়।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্বর্দ্ধনা।

গত ২২শে নবেম্বর বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা কমিসনের সদস্যবৃন্দকে সম্বর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত রায় নন্দলাল বসু ও রায় পশুপতিনাথ বসু মহাশয়ের ৬৫ নং বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ ভবনে এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন। এই সভায় কলিকাতার গণ্যমান্য কায়স্থনেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। প্রারম্ভে ঐক্যতান বাদনের পর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের বিরচিত নিম্নলিখিত স্বাগত সঙ্গীতটী কয়েকটী বালক-বালিকা কর্ত্তৃক গীত হয়।

(খাম্বাজ মিশ্র—ঢিমে তেতালা)

এস হে স্বজাতি-বৃন্দ দাব-দগ্ধ বঙ্গভূমে।
কি দিয়া তুষিব সবে ম্রিয়মাণ চিতাধূমে॥
গিয়াছে সে সুখ শান্তি, নাহি সে উজ্জ্বল কান্তি,
চারি দিকে শুধু ভ্রান্তি, কত কষ্ট যে মরমে।
বঙ্গের কায়স্থ-জাতি, অসামান্য ক্ষত্র-ভাতি,
আজি তার লুপ্ত কীর্ত্তি, বলিব কি এ শরমে।
মগধ আর মিথিলাতে, মধ্যদেশ কলিঙ্গেতে,
শৌর্য্য বীর্য্য সুশাসন প্রথিত এ ধরাধামে।
কি কব অতীত কথা, বিদিত পাশ্চাত্য গাথা,
ভাই ভাই এক সাথে ছিনু মোরা যে পশ্চিমে॥
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কান্যকুব্জ, কাশী, গয়া,
ভুলি নাই পূর্ব্ব কায়া, ছায়া তার পড়ে মনে।
বহু দিন ছাড়া-ছাড়ি, এসেছ স্বজাতি-বাড়ী,
লহ প্রীতি-পুষ্প-ডালি, ধর ভাই ফুল্ল প্রাণে॥
কত দুঃখ কষ্ট ক'রে, স্বজাতি-মিলন-তরে
উচ্চ ভাবে প্রণোদিত মহাকার্য্য-সুসাধনে।
প্রেম-অশ্রু লহ ভাই, আর যে কিছুই নাই,
মনে রেখো, ভুলনা ক পূর্ব্ব-আত্মীয়-স্বজনে॥

সঙ্গীতের মধুর স্বরে সকলেই উৎসাহিত এবং পুলকিত হইয়াছিলেন।

অমৃতবাজার-পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোলাপলাল ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে মাননীয় স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও এইরূপ জাতীয় কমিসনের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে সামাজিক উন্নতি, একতা ও ভেদভাব দূরীকরণের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিবে ইহা তিনি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। বক্তব্য শেষ করিয়া সভাপতি মহাশয় কমিসনের প্রত্যেক সদস্যবৃন্দকে পুষ্পমাল্য দানে অভিনন্দিত করেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার বি, এ. সদস্যগণের নামজ্ঞাপক স্বরচিত এক সুন্দর সংস্কৃত কবিতা ও শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী বাঙ্গলা কবিতায় উহারই অনুবাদ পাঠ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে কমিসনের সদস্য শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ মহতা সর্ব্বসমক্ষে ওজস্বিনী হিন্দীভাষায় বক্তৃতা দ্বারা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন যে, তাঁহারা যতদূর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা সমস্তই বঙ্গীয় ভ্রাতৃগণের অনুকূল। তিনি আরও বিশেষ করিয়া বলেন যে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এই জাতির জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। তজ্জন্য কেবল বাঙ্গলার নহে সমগ্র ভারতের চিত্রগুপ্ত-সন্তান চিরদিন তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। আমাদের ভেদ-ভাব দূর করিবার জন্য আমাদের সকলেরই হিন্দী-ভাষা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং হিন্দী ভাষায় এখানকার কায়স্থতত্ত্ব প্রকাশিত হওয়া উচিত। কমিসনের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে বিশেষ ভাবে নিবেদন করিতেছি যে, আপনারা সকলে জৌনপুর কায়স্থ মহাসভায় যোগদান করিয়া আমাদের সহিত একযোগে ভারতীয় কায়স্থ-মণ্ডলী-গঠনে সহায়তা করিবেন। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার মহাশয় প্রশ্নোত্তর প্রদানকল্পে ইংরাজী ভাষায় এবং শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বেদান্ত-চিন্তামণি উভয়ে ওজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা সকলকে জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৭॥০ টার সময় সভার কার্য্য শেষ হয়। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পীড়া বৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া কমিসনের সদস্যগণ নগেন্দ্র বাবুকে তাঁহার বাটীতে দেখিতে যান। নগেন্দ্র বাবু অন্তঃপুরে শয্যাশায়ী উত্থানশক্তিরহিত অবস্থায় থাকিয়াও অতিথি-অভ্যাগতগণের আদর আপ্যায়নের জন্য জলযোগের বন্দোবস্ত করেন। সদস্যবৃন্দ অতীব প্রীত হইয়া রাত্রি ৯ টার সময় বিশ্বকোষভবন পরিত্যাগ করেন। কমিসনের সদস্যবৃন্দ স্ব স্ব কার্য্য শেষ করিয়া তৎপর দিন কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কায়স্থ-সমাচার

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-পূজা-কেন্দ্রে উপনয়ন।

মাহাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা মহাশয় আনন্দের সহিত জানাইতেছেন ;—

গত ২রা কার্ত্তিক (১৩৩২) শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজা উপলক্ষে তাঁহাদের কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুরের প্রাঙ্গণে নিম্নলিখিত কায়স্থবৃন্দ যথারীতি ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ক্ষত্রিয়াচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন :—

১। শ্রীযুক্ত অরুণকুমার ঘোষ—হাল মোকাম মাহাতা, জেলা বর্দ্ধমান, ২। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র সরকার—সাং ঐ, ৩। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ—এসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার, পুরব সরাই সাং মাহাতা, জেলা বর্দ্ধমান, ৪। শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ ঘোষ—সাং নাঘুরিয়া, জেলা বর্দ্ধমান।

গত সন ১৩৩০ সালে কার্ত্তিক মাসের মাহাতা-কেন্দ্রে নিম্নলিখিত কায়স্থবৃন্দ যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া ক্ষত্রিয়াচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ—সাং মাহাতা, জেলা বর্দ্ধমান, ২। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার—সাং ঐ, ৩। শ্রীযুক্ত অনিলকুমার ঘোষ—সাং ঐ, ৪। শ্রীযুক্ত অরুণকুমার সরকার—সাং ঐ, ৫। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সিংহ—সাং আমবোনা, জেলা বর্দ্ধমান।

এ অঞ্চলের অধিকাংশ গ্রামের কায়স্থগণ উপবীত গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তাঁহারা ঐ কার্য্যের জন্য জনৈক পণ্ডিত মহাশয় ও মাননীয় শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে এখানে আসিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

দিনাজপুরে কায়স্থ-উপনয়ন।

বিগত ১১ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর মহোদয়ের দিনাজপুরস্থ শ্রীশ্রী৺শ্যামরায়ের বাটীতে কেন্দ্র করিয়া যথারীতি ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে নিম্নলিখিত ১০ জন উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও উদ্যোগী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বিশ্বাস মহাশয় এই কার্য্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। আচার্য্য ছিলেন শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায় ও সতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। উপনয়নান্তে মহারাজ জগদীশনাথ রায় বাহাদুরের উপস্থিতিতে একটী সভা হইয়াছিল। উহাতে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ

স্মৃতিরত্ন ও ত্রিবেদী মহাশয় বক্তৃতা করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন :—

উত্তর-রাঢ়ীয়—১। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ হাজরা, ২। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সিংহ, ৩। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ। দক্ষিণ-রাঢ়ীয়—৪। শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ সেন, ৫। শ্রীযুক্ত মাখন লাল সেন, ৬। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ সেন, ৭। শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীচরণ সেন, ৮। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মিত্র, ৯। শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ মিত্র, ১০। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র শিকদার (বারেন্দ্র)।

তৎপরে শ্রীশ্রী৺শ্যামরায় জীউর মন্দির-প্রাঙ্গণে গত ২৪শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার একটী উপনয়ন-যজ্ঞের কেন্দ্র হইয়া ১২ জন কায়স্থ যথারীতি ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়া সাবিত্রী-দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের নাম যথা—দিনাজপুরের সুপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ভদ্র মোক্তার (বঙ্গজ), উপেন্দ্রনাথ ঘোষ (বঙ্গজ), উপেন্দ্রনাথ ঘোষ (উত্তর-রাঢ়ীয়) (কুলাইয়ের ঘোষ ঠাকুর বংশীয়) রাখালচন্দ্র ঘোষ (উঃ), রাধাকিঙ্কর সিংহ (উঃ), কালীনাথ দাস (উঃ), রামকানাই সিংহ (উঃ), মহানন্দ দাস (উঃ) নিত্যানন্দ দাস (উঃ) অভয়াকান্ত মজুমদার (বারেন্দ্র); রাধাকান্ত মজুমদার (বারেন্দ্র), হারাণচন্দ্র দত্ত (বঙ্গজ), রমেন্দ্রনাথ ঘোষ (উঃ), এই যজ্ঞকার্য্যের আচার্য্য—শ্রীযুক্ত দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় (ভট্টাচার্য্য), সদস্য শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু পদরত্ন (বৈদিক) অধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, (দিনাজপুর মহারাজ বাহাদুরের দ্বারপণ্ডিত। স্থানীয় কায়স্থগণের মধ্যে এখনও যাঁহারা উপনয়ন গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা যাহাতে শীঘ্র উপনয়ন গ্রহণ করেন তৎপক্ষে দিনাজপুর-রাজবাটীর সভা-পণ্ডিত নবদ্বীপ-নিবাসী কায়স্থ-জাতির পরম-হিতৈষী কায়স্থ-কুল-ধর্ম্ম-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্ন-চেষ্টায় ও তাঁহার প্রচারের ফলে দিনাজপুরের কায়স্থগণের মধ্যে একটী সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র এম্, এ, বি, এল, (উকিল) মহাশয়ও এ বিষয় খুবই যত্ন লইতেছেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম রায়

ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ।

(কায়স্থ-পণ্ডিত, প্রচারক ও বিপন্ন কায়স্থগণ সম্মানিত)

বিগত ৯ই অগ্রহায়ণ বুধবার, কলিকাতা বাগবাজার-নিবাসী (১৩নং হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট) কায়স্থ-কুলভূষণ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র কল্যাণীয়

শ্রীমান্ সমীরেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মার শুভবিবাহ, শ্যামবাজারের প্রসিদ্ধ মিত্র-বংশীয় ৺শ্যামলাল মিত্র মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত রায়বঙ্কুবিহারী মিত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মীরারাণী দেবীর সহিত মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত বংশের বহু কায়স্থ-ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতীয় ভদ্রমহোদয়গণ এই বিবাহ-সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। দ্বিজাচারে কুশণ্ডিকা সহ যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়-রীত্যনুসারে এবং পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ সহ শুভোদ্বাহ সুসম্পন্ন হয়। উভয় পক্ষের পুরোহিত-গণ ব্রতী থাকিয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করেন এবং অনুপবীতী কন্যাপক্ষকেও "দেববর্ম্মা" ও "দেবী" উপনাম দিয়া মন্ত্র পাঠ করাইয়া ছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার পরম হিতৈষী আজীবন সভ্য স্বনামধন্য কায়স্থসুহৃদ্ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রবাবু তাঁহার পরমকল্যাণভাজন শ্রীমান্ পুত্রের এই শুভোদ্বাহে বঙ্গদেশের নানাস্থানের কায়স্থ অধ্যাপক, পণ্ডিত, পরিব্রাজক, প্রচারক এবং বিপন্ন স্বজাতির সম্মান-মর্য্যাদা-কল্পে এবং বিভিন্ন স্থানের কায়স্থ সভাসমিতি ও সঙ্ঘের প্রচার-কার্য্যের সহায়তার জন্য সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। "প্রচার-পরিষদের" সম্পাদক পরি-ব্রাজক সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের উপর এই জাতি-পূজার ভার অর্পিত হইয়াছিল। তাঁহার অধ্যক্ষতায় কায়স্থ অধ্যাপক ও পণ্ডিত, পরিব্রাজক ও প্রচারক, বিপন্ন কায়স্থ পরিবার ও বিপন্ন ছাত্র এবং বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের সভা সমিতিকে সম্মান মর্য্যাদা ও সাহায্য দ্বারা অর্চ্চনা করা হইয়াছে। কায়স্থ পণ্ডিত অধ্যাপকগণকে সংস্কৃত ভাষায় নিমন্ত্রন পত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। কায়স্থজাতির দ্বিজত্বের অধিকার বিস্তৃতি এবং প্রচারকার্য্যের সহায়তার জন্য ভূপেন্দ্রবাবুর এই ক্ষাত্রোচিত সৎসাহস ও অভিনব দৃষ্টান্ত বাঙ্গলার ধনবান কায়স্থগণের অনুকরণ যোগ্য।

গত ১৩ই অগ্রহায়ণ তারিখে ভূপেন্দ্রবাবুর সুরম্য হর্ম্যে প্রীতিভোজন উৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। সপ্তাহ-কালব্যাপী উৎসব-আমোদে নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য ও সাজ-সজ্জায় বসু-ভবন আনন্দভবনে পরিণত হইয়াছিল। বৈদ্যুতিক আলোকে চারিদিক্ সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত, অভ্যাগত ও রবাহূত সকলেই ভূপেন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।

সম্মানপ্রাপ্ত কায়স্থ অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—(১) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (২) বিদ্যাভূষণ অমূল্য চরণ ঘোষ বর্ম্মা (৩) চাঁদশীর বিদ্যালঙ্কার গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বেদার্থচিন্তামণি (৪) চট্টগ্রাম—জগৎপুর আশ্রমের সুরেন্দ্রনাথ দেববর্ম্ম-কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য

পুরাণ-বেদান্ততীর্থ (৫) সারস্বত চতুষ্পাঠীর ললিতকুমার বসুবর্ম্মা সাংখ্যতীর্থ বেদরত্ন (৬) আলোয়া যামিনীনাথ টোলের প্রিয়নাথ দেববর্ম্মা সাংখ্যতীর্থ (৭) দক্ষিণ টাঙ্গাইলের রসিকচন্দ্র বসুবর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ শাস্ত্রী (৮) বহরমপুরের বিদ্যানিধি নগেন্দ্রনাথ রায় বর্ম্মা বেদান্তবিনোদ (৯) সিওড়ীর হরিলাল বর্ম্মা কাব্যতীর্থ (১০) সিরাজগঞ্জের দীনেশচন্দ্র বর্ম্মা কাব্যতীর্থ (১১) আলগীর উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রি (১২) কলিকাতার আশুতোষ বর্ম্মাশাস্ত্রী কবিরত্ন (১৩) নড়াইলের গোপালচন্দ্র দেববর্ম্মা কবিকুসুম বাচস্পতি (১৪) দেবগ্রামের রতিকান্ত দেববর্ম্মা কবিভূষণ (১৫) ওলপুরের দুর্গানাথ ঘোষ বর্ম্মা তত্ত্বভূষণ (১৬) ইদিলপুরের বিশ্বেশ্বর রায় বর্ম্ম-কুলতত্ত্বাম্বুধি (১৭) বসিরহাটের যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা শাস্ত্রবিশারদ (১৮) কুচবিহারের অখিলচন্দ্র দেববর্ম্মা ভারতীভূষণ (১৯) চন্দননগরের গৌরকিশোরকরবর্ম্মাশাস্ত্রী (২০) ব্রাহ্মণদীর দীননাথ মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রি। (২১) স্থলবসন্তপুরের প্রফুল্লকুমার বর্ম্মা কাব্যতীর্থ (২২) পরিব্রাজক সরলচন্দ্র বর্ম্মাগ্নিহোত্রী, কলিকাতা।

সম্মানিত প্রচারকগণের নাম :—

(১) শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা দোলকুণ্ডী, ফরিদপুর, (২) শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন (নবদ্বীপ), (৩) কানাইলাল গুহ বর্ম্মা সরিসাবাড়ী, ৪। ভূপেন্দ্রনাথ রাহা-বর্ম্ম, মাগুরা, ৫। পার্ব্বতীচরণ ঘোষ বর্ম্মা কানপুর, (৬) কালিদাস বসু বর্ম্মা নন্দনপুর, (৭) যজ্ঞেশ্বর মিত্র বর্ম্মা যশোহর, (৮) হেমচন্দ্র বর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ রংপুর, (৯) রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা রাজসাহী, (১০) প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা পাবনা, (১১) অমৃতকৃষ্ণচন্দ্র বর্ম্মা যশোহর, (১২) দীনবন্ধু সেনবর্ম্মা বেলফুলিয়া, (১৩) গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, বেনারস, (১৪) তারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা কাশীপুর বরিশাল, (১৫) দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায় বর্ম্মা দিনাজপুর, (১৬) যোগেশচন্দ্র তাতুবর্ম্মা, (১৭) যতীন্দ্রনাথ মজুমদার নির্মতিতা, (১৮) অমৃতনাথ চৌধুরী বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ কদুরখীল চট্টগ্রাম, (১৯) বীরেন্দ্রমোহন সরকার বর্ম্মা, কাচাইন ময়মনসিং, (২০) দেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বর্ম্মা, মাধবপুর, যশোহর।

সম্মানিত ছাত্র-প্রচারকগণের নাম :—

(১) গোপালচন্দ্রগুহ বর্ম্মা মজুমদার মহেশ্বরপাশা (২) শৈলেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা বি, এ বেলফুলিয়া (৩) পণ্ডিত ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা বি, এ মাণিকগঞ্জ, (৪) হরেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা রায় চৌধুরী শ্রীফলতলা, (৫) নৃপেন্দ্রমোহন বসু বর্ম্মা মৈশামুড়া, (৬) যতীন্দ্রমোহন কর বর্ম্মা বি এ, রাজসাহী।

যে সমস্ত সভা-সমিতিকে প্রচার-কার্য্যের জন্য সাহায্য করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কতকগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) ইদিলপুর কায়স্থ সমিতি, গোঁসাইহাট, (২) কোচবিহার কায়স্থ-সভা, (৩) নিমতিতা কায়স্থ-সমিতি, মুর্শিদাবাদ, (৪) বসিরহাট কায়স্থ-পরিষদ, ২৪ পরগণা, (৫) টাঙ্গাইল কায়স্থ-সভা, (৬) ময়মনসিংহ কায়স্থ-সমিতি, (৭) দক্ষিণ টাঙ্গাইল কায়স্থ-সমিতি, মৈশামুড়া, (৮) শ্রীফলতলা যুবকসঙ্ঘ, আজগড়া, (৯) পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থসভা, ঢাকা, (১০) বহরমপুর কায়স্থ-সমিতি, মুর্শিদাবাদ, (১১) মহিলা কায়স্থ-সমিতি, বহরমপুর, (১২) জলপাইগুড়ি কায়স্থ-সভা, (১৩) ইসফপুর কায়স্থ-সমিতি, ঘোষগাতি-বারাকপুর, (১৪) শ্রীপুর কায়স্থ-সমিতি, টাউনশ্রীপুর, (১৫) বরংগাইল কায়স্থ-সমিতি, মাণিকগঞ্জ, (১৬) সোমেশপুর কায়স্থ-সম্মিলনী, নদীয়া, (১৭) নোয়াখালি কায়স্থ-সমিতি, (১৮) ভাঙ্গা আর্য্য-কায়স্থ-সভা ও প্রচার-সমিতি, ফরিদপুর, (১৯) রংপুর কায়স্থ-সভা, (২০) প্রচারপরিষদ, কলিকাতা।

কায়স্থ জাতির আশীর্ব্বাদ নবদম্পতীর শিরে বর্ষিত হউক ; তাহাদের জীবন দীর্ঘ ও মধুময় হউক ; ঈশ্বর তাহাদের সর্ব্ববিধ সুখ-শান্তি দান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দেব বর্ম্মা বি, এ ভাগবতভূষণ।

ক্ষত্রিয়াচারে-শ্রাদ্ধ

১। ঢাকা জেলার অন্তর্গত বরঙ্গাইল গ্রামনিবাসী জলপাইগুড়ির প্রসিদ্ধ উকীল পরলোকগত গোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুণ্যশীলা সহধর্ম্মিণী দক্ষিণাকালী দেবী গত ৮ই কার্ত্তিক কলিকাতায় গঙ্গাতীরে দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহাদের একমাত্র পুত্র জলপাইগুড়ির উকিল ও প্রসিদ্ধ টী-প্ল্যান্টার, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বি, এল মহাশয় গত ২০শে কার্ত্তিক শুক্রবার ত্রয়োদশাহে তদীয় মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ ভবানীপুরে গঙ্গাতীরস্থ গোপাল ঘাটে এবং বৃষোৎসর্গ তৎসংলগ্ন মাধবঘাটে সমারোহের সহিত সম্পন্ন করেন। ১০ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং ৫ জন পুরোহিত ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। শ্রাদ্ধবাসরে প্রায় ১০০ শত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ভোজন করেন এবং যথাযোগ্য ভোজন দক্ষিণা প্রাপ্ত হন। তদ্ব্যতীত পূর্ব্বাহ্নে ৫১ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রাদ্ধ সভায় উপস্থিত হইয়া যথোপযুক্ত বিদায় এবং পিতলের পাত্রসহ ফল সন্দেশাদি গ্রহণ করেন। উপস্থিত পণ্ডিত ও পুরোহিত ব্রাহ্মণদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ভারতবিদ্যাসম্রাট্, নবদ্বীপ, (২) মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার, বিক্রমপুর, (৩) মহামহোপাধ্যায় পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, বাগবাজার চতুষ্পাঠী, (৪) মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, স্মৃতিভূষণ লেন, কলিকাতা, (৫) পণ্ডিত দুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ, ১২।১ বাগবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, (৬) শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন স্মৃতিতীর্থ, ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা, (৭) „ শ্যামাচরণ সাংখ্যতীর্থ, সিঙ্গারডাহা, গোঁসাইহাট, ফরিদপুর, (৮) „ বাথাল দাস ষড়্দর্শনতীর্থ, বাগবাজার, কলিকাতা, (৯) „ পুরাণদাস ষট্তীর্থ, ১৫ নং মোহন বাগান, কলিকাতা, (১০) „ বীরেশ্বর স্মৃতিরত্ন, ভবানীপুর, (১১) „ দীননাথ বিদ্যাবাগীশ, হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট্, বাগবাজার, (১২) „ রামব্রহ্ম ব্যাকরণ কাব্যতীর্থ, ভবানীপুর, (১৩) „ রসিক লাল বিদ্যারত্ন, ভবানীপুর, (১৪) „ মন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন, ভবানীপুর, (১৫) „ হৃষীকেশ বিদ্যারত্ন, মনোহর পুকুর, ভবানীপুর, (১৬) „ বনমালী ব্যাকরণতীর্থ, ভবানীপুর, (১৭) „ সারদাচরণ কাব্যতীর্থ, ৭২।২ বাগবাজার, কলিকাতা, (১৮) „ কালীপদ কাব্যব্যাকরণতীর্থ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা, (১৯) „ ক্ষিতীশচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ বিদ্যাভূষণ, ১২ নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, (২০) „ জ্যোতিষচন্দ্র স্মৃতিরত্ন, কাশীঘোষ লেন, কলিকাতা, (২১) „ সতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন, ১৪ নং হরিমোহন বসু লেন, কলিকাতা, (২২) „ শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা, (২৩) „ প্রাণধন কাব্যস্মৃতিরত্ন, হরিঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, (২৪) „ চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, খিদিরপুর, (২৫) „ রামচন্দ্র বিদ্যারত্ন, কালীঘাট, পণ্ডিত—(২৬) চন্দ্রনাথ বেদান্তভূষণ, খিদিরপুর, (২৭) তারিণীচরণ বিদ্যারত্ন, নেপালভট্ট ষ্ট্রীট্, কালীঘাট, (২৮) রামানন্দ কাব্যতীর্থ, কালীঘাট, (২৯) রামেশ্বর কাব্যতীর্থ, ভবানীপুর, (৩০) সূর্য্যকুমার কাব্যতীর্থ, কলিকাতা, (৩১) ভুবনচন্দ্র স্মৃতিরত্ন, ভবানীপুর, (৩২) মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, কাঁটাপুকুর, কলিকাতা, (৩৩) হীরালাল কবিরত্ন, কালীঘাট, (৩৪) মনোমোহন ভট্টাচার্য্য, কালীঘাট, (৩৫) বনমালী বিদ্যারত্ন, কালীঘাট, (৩৬) যোগেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিরত্ন, স্মৃতিভূষণ লেন, কলিকাতা, (৩৭) প্রিয়নাথ কাব্যতীর্থ, কালীঘাট, (৩৮) ভুবনমোহন স্মৃতিরত্ন, বেহালা, (৩৯) কাশীপতি বিদ্যারত্ন, কালীঘাট, (৪০) কালাচাঁদ বিদ্যাসাগর, চেতলা, (৪১) ভগবান্চন্দ্র বিদ্যাসাগর, চেতলা, (৪২) বিপিনবিহারী বিদ্যারত্ন, চেতলা, (৪৩) ষষ্ঠীচরণ স্মৃতিরত্ন, কালীঘাট, (৪৪) শরচ্চন্দ্র কবিরত্ন, কালীঘাট—(৪৫) যামিনীকুমার স্মৃতিরত্ন, (৪৬) প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (৪৭)

যোগেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, (৪৮) অমৃত লাল ভট্টাচার্য্য, (৪৯) হরকান্ত বিদ্যাবিনোদ, (৫০) বামাচরণ চক্রবর্ত্তী, জলপাইগুড়ি, (৫১) মনোমোহন শর্ম্ম বিশ্বাস, বরঙ্গাইল, (৫২) নবদাস বেদান্ত শাস্ত্রী, ন্যায়তীর্থ, ৮ নং মহামায়া লেন, কালীঘাট—অধ্যক্ষ।

আরও ৩।৪টী নাম পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনারায়ণ ত্রিবেদী (৫২।১ বেনীনন্দন ষ্ট্রীট্, ভবানীপুর), শ্রাদ্ধের পরে সোমবার নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করেন ও বিদায় গ্রহণ করেন। চারি জন কায়স্থ পণ্ডিত—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম সিদ্ধান্ত বারিধি-তত্ত্বচিন্তামণি-শব্দরত্নাকর, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্ম বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার এবং শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রীও এই শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; তাঁহারাও যথাযোগ্য সম্মান ও বিদায় পাইয়াছেন। কায়স্থসভার প্রচারক পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় অধ্যক্ষ বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের প্রধান সহকারী ছিলেন।

শ্রাদ্ধের দিন মধ্যাহ্ন কালে যোগেশ বাবুর ৫৫নং হরিশ মুখার্জ্জী রোড স্থিত স্বীয় আবাসে মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ স্মৃতিশাস্ত্রের দুই একটী বচনের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বলেন—"কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়, কদাচ শূদ্র নহে তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। আপনি ক্ষত্রিয়োচিত যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন এবং তদনুরূপ ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ করিতেছেন, ইহা আপনার যোগ্যই হইয়াছে। কায়স্থেরা সকলে এইরূপ আচার পালন করুক, আমরা ইহাই চাই, আপনাদের কল্যাণ হউক।" অধ্যক্ষ মহাশয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের জন্য যে পত্রী মুদ্রিত করিয়াছিলেন তাহাতে "ভাগ্যহীন শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষো নিবেদয়তীতি"—এইরূপ লেখা ছিল, নামান্তে বর্ম্ম শব্দটী ছিল না। অপরাহ্নে বিদায় গ্রহণ কালে খিদীরপুরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বেদান্তভূষণ মহাশয় স্বীয় পত্রী দেখাইয়া বলেন,—"নামান্তে বর্ম্ম-শব্দটীর প্রয়োগ না করা অন্যায় হইয়াছে। কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ এবং ক্ষত্রিয়োচিত সর্ব্ববিধ সংস্কার ও আচার পালনে সর্ব্বথা যোগ্য, "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার স্থাপনাবধি আমি এই মত প্রকাশ করিয়া আসিতেছি।" এতৎপ্রসঙ্গে মনোহর পুকুরের শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন—"কায়স্থজাতি প্রতিভায় চরিত্র বলে ব্রাহ্মণ হইতে কোন অংশে হীন নহে, ইহাই তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের বিশিষ্ট প্রমাণ, অন্য প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশ্যক, গুণ কর্ম্ম দ্বারাই তাহাদের বর্ণ প্রমাণিত হইতেছে।" তৎপর তরুণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত

কায়স্থ-জাতির বর্ত্তমান অবস্থা ও সংস্কার সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর রায় চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্ম মজুমদার মহাশয়গণের এক ঘণ্টার অধিক কাল আলোচনা হয়।

যে সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিত শ্রাদ্ধে ব্রতী হইয়াছিলেন তাঁহারা প্রচুর তৈজস পত্র ব্যতীত ২০০৲ শত টাকা মূল্যের বিশুদ্ধ খদ্দর বস্ত্র পাইয়াছেন। শ্রাদ্ধের পর দিবস অপরাহ্ণে একটী বৃহৎ ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। আত্মীয় বন্ধুবর্গ—কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য প্রভৃতি প্রায় ৭০০ শত ব্যক্তি—অশেষ প্রীতি ও পরিতোষ সহকারে ভোজন করিয়াছিলেন। ২২শে তারিখ রবিবার অপরাহ্ণে ১৩০০ দরিদ্রনারায়ণ সেবা চাউল ও অর্থ দ্বারা হইয়াছিল। যে সকল দুঃস্থ ভদ্রপরিবারের লোক প্রকাশ্য ভাবে দান গ্রহণ করিতে পারেন না, তাঁহাদের মধ্যে বিতরণের জন্য "দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির" হস্তে ১১৴ মণ চাউল অর্পিত হইয়াছিল। ঐ দিন অপরাহ্ণে সকল শ্রেণীর প্রায় ১০০ শত কর্ম্মী এবং স্বগৃহস্থিত প্রায় ১০০ শত আত্মীয় বন্ধুগণের সেবা হয়। এতদ্ব্যতীত যোগেশবাবু বেহালার বিধবা আশ্রমে ৫০৲ টাকা এবং "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার" দুঃস্থ বিধবা ও বিদ্যার্থিগণের সাহায্য ভাণ্ডারে ৫০৲ টাকা দান করেন। তৎপরে প্রচার-পরিষদের সাহায্যার্থে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্পাদকের নিকট আরও ১৫০৲ টাকা, তাঁহার নিজ গ্রাম বরঙ্গাইলের গোপালচন্দ্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের আয়তনবৃদ্ধির জন্য ১০০৲ টাকা, বরঙ্গাইল ও তৎসন্নিহিত গ্রাম সমূহের দুঃস্থ-ব্যক্তিদিগকে জাতিনির্ব্বিশেষে সাহায্য দানের জন্য "বরঙ্গাইল সহৃদয় সম্প্রদায়ের" হস্তে ১০০৲ টাকা, উক্ত সম্প্রদায়ের পরিচালিত দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ের ঔষধক্রয়ের জন্য ৩০৲ টাকা এবং কুমিল্লার "অভয়াশ্রমকে" শ্রমিকগণের শীতবস্ত্র ক্রয়ের জন্য ১০০৲ টাকা প্রেরণ করেন।

এই শ্রাদ্ধোৎসব-উপলক্ষে যোগেশ বাবুর গৃহে ৮ই নবেম্বর রবিবার তাঁহার ভগিনীপতি সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ধর এম. এ. বি. এল্, (অবসরপ্রাপ্ত দেওয়ান, ময়ূরভঞ্জ রাজষ্টেট্) প্রমুখ ৫ জন এবং তৎপর ১২ই নভেম্বর বুধবার যোগেশ বাবুর পুত্র শ্রীমান দেবেশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ৩ জন কায়স্থ প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রধানতঃ যোগেশ বাবুর আয়োজনে এই দুইটী উপনয়ন কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। নিম্নে সকলের নাম ধাম প্রকাশিত হইবে।

গত ১৯শে কার্ত্তিক হইতে ২৫শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ৮ দিন যোগেশ বাবুর গৃহে

সমাগত আত্মীয়গণের আনন্দ কোলাহলে, গ্রামোফোনের মধুর গীতে ও কীর্ত্তনাদি ভগবৎসঙ্গীতে মুখরিত ছিল; প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলি, সঙ্গীত রসজ্ঞ বহু আত্মীয় এবং কীর্ত্তনদক্ষ যোগেশচন্দ্র স্বয়ং মধুর সঙ্গীতে সকলকে আমোদিত রাখিয়াছেন। আমরা প্রার্থনা করি তদীয় মাতা ৺দক্ষিণা-কালীদেবী পরলোকে মহতী শান্তি ও কল্যাণ লাভ করুন এবং যোগেশ বাবুও দশ ও সমাজের কল্যাণ সাধনে উত্তরোত্তর অধিকতর শক্তি নিয়োগ করিতে সমর্থ হউন।

(১) শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ধর এম, এ, বি, এল্, ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অবসর প্রাপ্ত দেওয়ান, সাকিন ঢাকা জেলার অন্তর্গত জলসীন। (২) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন ধর, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট্, ময়ুরভঞ্জ, ঐ জলসীন। (৩) শ্রীমান মনোজ্ঞ-মোহন ধর, জলসীন, (৪) শ্রীমান উপেন্দ্রমোহন ধর, জলসীন্ (৫) শ্রীমান্ প্রমথনাথ দাস, জলপাইগুড়ি।

পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী, মনোমোহন শর্ম্মা বিশ্বাস, নলিনীকান্ত ঘোষ বর্ম্মা এবং প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্ম মজুমদার উপনয়ন কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন।

২৫শে কার্ত্তিক বুধবার যোগেশ বাবুর গৃহে তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ দেবেশচন্দ্র ঘোষ, ও শ্রীমান্ বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, এবং তাঁহার সেক্রেটারী শ্রীমান্ যোগেন্দ্রলাল দেব যথাশাস্ত্র উপবীত গ্রহণ করেন।

পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত নিতাইচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা এই দিনের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। যোগেশ বাবু তাঁহাদের বরণ, বস্ত্র এবং দক্ষিণা আনন্দের সহিত দান করিয়াছিলেন।

১। খুলনা জিলার বেলফুলিয়া সমাজের সুপ্রসিদ্ধ বসুরায়-চৌধুরি-বংশীয় শ্রীযুক্ত-যদুবর বসুরায়-চৌধুরি মহাশয় তাঁহার গোলকগতা জননীর আদ্যশ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়রীত্যনুসারে ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁর পুত্রগণ সকলেই উপবীতী। আমরা আশা করি তিনিও সত্বর শ্রীফলতলার অন্যান্য প্রাচীনগণের সহিত একত্র হইয়া দ্বিজোচিত যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবেন। শ্রীফলতলানিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু রায় চৌধুরি মহাশয় এই শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করাইতে যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন এবং প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে এই শ্রাদ্ধ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা এজন্য উদ্যোগী মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইতেছি! সুপ্রসিদ্ধ বেলফুলিয়া-সমাজের মেরুদণ্ড বর্ম্মরায়চৌধুরি বংশে এই প্রথম ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ।

(প্রচার পরিষৎ)

ব্রাহ্মণ-কুলতিলক ঋষিকল্প স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিসভা।

বাঙ্গলার বরেণ্য সন্তান, দেশপূজ্য মনস্বী, স্বনামধন্য স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, ডি-এল্ মহোদয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনকল্পে বিগত ১৬ই

অগ্রহায়ণ কলিকাতার নারিকেলডাঙ্গাস্থ স্যার গুরুদাস ইনষ্টিটিউট হলে এক মহতী সভা হইয়া গিয়াছে। বঙ্গের অদ্বিতীয় কর্ম্মবীর, দীনের বন্ধু, দেশব্রতে সর্ব্বস্বত্যাগী ভারতবিখ্যাত রসায়নাচার্য্য কায়স্থ-ঋষি স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কায়স্থ-কুল-গৌরব বাগ্মীবর সুনামখ্যাত দেশনায়ক শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এই সভায় বক্তৃতা করেন। বিহার প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর এবং ভারতের ভূতপূর্ব্ব আণ্ডার সেক্রেটারী, ঐতিহাসিক ভার্সেলী সন্ধি-বৈঠকের অন্যতম সদস্য ভারতের ক্ষণ-জন্মা পুরুষ, রাজবল্লভ, মহাসন্ধিবিগ্রহিক, কায়স্থপ্রবর লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ এই সভায় অতিমর্ম্মস্পর্শী, চিন্তা ও গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক কায়স্থকুলভূষণ প্রেসিডেন্সী কলেজের মনস্বী অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ মহোদয়ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমরা ১৭।৮।১২ তাং আনন্দ-বাজার-পত্রিকা হইতে এই স্মৃতিসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম এবং পাঠকমাত্রকেই লর্ড সিংহ মহোদয়ের ইংরাজী বক্তৃতা পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। ৩রা ডিসেম্বর তারিখের ইংরাজী সংবাদপত্র সমূহে ঐ প্রসিদ্ধ বক্তৃতা আমূল উদ্ধৃত হইয়াছে। কায়স্থজাতি যে যথার্থ ব্রাহ্মণকে সম্মান করিতে জানে ও করিয়া থাকে এই স্মৃতিসভার বিবরণেই তাহা সুপ্রকাশ। বাঙ্গলায় বঙ্গজননীর কায়স্থ সন্তানগণই মনীষা ও প্রতিভায় সমগ্র বঙ্গ সমুদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে; চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রই তাহা দেখিতে পাইবে। কায়স্থ-জাতি কখনও সংকীর্ণ ধর্ম্মের প্রচারক হয় নাই, সার্ব্বভৌম ধর্ম্মই তাহাদের একমাত্র উপাস্য ধর্ম্ম। ভগবান্ বুদ্ধের সময় হইতেই কায়স্থ-জাতি উদার সার্ব্বভৌম ধর্ম্মই প্রচার করিয়া আসিতেছে। বণিক্ বৃত্তি ও ব্যবসাবুদ্ধি লইয়া কায়স্থ-জাতি কখনও ধর্ম্ম প্রচার করে নাই ইহাই ক্ষত্রিয়-জাতির বিশেষত্ব। প্রাতঃস্মরণীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কায়স্থ-জাতির পরম সুহৃদ্ ছিলেন; বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার তিনিও একজন প্রতিষ্ঠাতা এ কথা আজকাল অনেকেই অবগত নহেন। হাইকোর্টের ব্যবহারজীবরূপে তিনি কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রিয়ত্বই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে কায়স্থ-জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। স্বর্গগত মনস্বী স্বর্গীয় সারদা চরণ মিত্র বর্ম্মার স্মৃতি-সভায় তিনি তাঁহার দ্বিজাচারগ্রহণ ও কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়-পরিচয় সমর্থন করিয়া 'সাহিত্য-পরিষদ্'-মন্দিরে যে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া-ছিলেন, আজকালকার স্বার্থদ্বেষকলুষিত সংকীর্ণ ধর্ম্মপ্রচারকগণের তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং হিন্দুজাতির ভাগ্যবিধাতার নিকট তাঁহাদের সুমতি প্রার্থনা করিতেছি। হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম ক্ষণভঙ্গুর নহে—হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম যাহার সংস্পর্শে আসে তাহাকে চূর্ণ করে না, জীর্ণ করিবার শক্তিও রাখে। হিন্দুর সনাতনধর্ম্ম যখন জীবিত ছিল, তখন এরূপ কত শত উৎপাত উপদ্রবের সহিত সখ্যতা করিয়া তাহাদের আপন করিয়া লইয়াছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে; গ্রহণ-নীতির উপরেই হিন্দুর সনাতনধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, বর্জ্জন-নীতির উপর নহে। চক্ষুকর্ণনাসিকাহস্তপদাদি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট এবং মনুষ্য-

দেহরূপ পিঞ্জরাবদ্ধ জীবকে যথার্থ মানুষ করিবার জন্যই—তাহাদের আত্মবুদ্ধি জাগ্রত করিবার জন্যই হিন্দুর সনাতনধর্ম্মের সৃষ্টি। যতদিন এ লক্ষ্য ঠিক ছিল, হিন্দুকে কেহ স্পর্শ করিতে সাহসী হয় নাই; আজ হিন্দু লক্ষ্যভ্রষ্ট, তাই আজ সনাতনধর্ম্মের এত শোচনীয় অধঃপতন।

অগ্নিহোত্রী সরলচন্দ্র ঘোষ

নিম্নে পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি-সভার বিবরণ আনন্দবাজার-পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইল :—

"স্বর্গগত স্যার গুরুদাস ব্যানার্জ্জীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনকল্পে গত কল্য নারিকেলডাঙ্গা স্যার গুরুদাসইনষ্টিটিউট হলে এক সভা হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আচার্য্য রায় বলেন যে, স্যার গুরুদাস একজন খাঁটী ভক্ত ছিলেন। তাঁহার আদর্শ চরিত্র, নৈতিক বল, দয়াদাক্ষিণ্য এবং মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য ঐকান্তিক সেবা দেশবাসীর হৃদয়ে চিরকাল জাগরুক থাকিবে।

শ্রীযুত বিপিন চন্দ্র পাল বলেন যে, যাহাদের সহিত মতের মিল হইত না স্যার গুরুদাস তাহাদিগকেও সুনজরে দেখিতেন। তিনি উন্নতিবিরোধী ছিলেন না, কিন্তু যে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তিনি তাহার বিরোধী ছিলেন।

লর্ড সিংহের বক্তৃতা।

লর্ড সিংহ বলেন—"এই মহাপুরুষের সহিত আমি যখন প্রথম পরিচিত হই, তখন তিনি উকীল ছিলেন। আমি তাঁহাকে বিচারপতির আসনে উন্নীত হইতে দেখিয়াছি এবং তিনি যতদিন বিচারপতি ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার আদালতে ব্যবসায় করিয়াছি।

৬০ বৎসর পরিপূর্ণ হইতেই তিনি অবসর গ্রহণ করিলেন। তখনও তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল। কিন্তু ৬০ বৎসরের পর চাকুরীতে থাকা নিয়মবিরুদ্ধ; কাজেই তিনি নিয়মভঙ্গ করিলেন না।

অবসর গ্রহণের পর তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছে। নরসেবা তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল; তিনি তাহাই করিয়া গিয়াছেন। এই রূপ সন্তানের জননী হইয়া বাঙ্গলা ধন্য হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মে এবং আচারে তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠাই আমার স্মৃতিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জাগরিত। মাতৃবাক্য তাঁহার নিকট ঈশ্বরাদেশ স্বরূপ ছিল। ঝড়বৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া প্রতিদিন তিনি গঙ্গার পবিত্রজলে স্নান করিতে যাইতেন। দারুণ গ্রীষ্মে সমস্ত দিন আদালতে পরিশ্রম করিয়া তিনি এক গ্লাস গঙ্গাজল পান করিয়া সমস্ত অবসাদ দূর করিতেন।

বাহ্যজগতের দৃষ্টিতে আমার সমগ্র জীবন গোঁড়ামীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, আমার মুখে এই প্রশংসাবাদ শুনিয়া আমার দেশবাসী হয়তো বিস্মিত হইবেন। তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে, কর্ম্মময় জীবনের পরিণতি সন্ন্যাস, এই যে হিন্দুর দুরপনেয় সংস্কার, তাহারই ফলে আমি এইরূপ কথা বলিতেছি। হইতে পারে। আমি একথা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমি ইহা ভিন্নভাবে দেখি।

হিন্দু-সমাজে আমার স্থান যত সামান্যই হউক না কেন, আমি হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে রাজী নহি। বাল্যকালেই আমার মনে এই ধারণা জন্মে যে হিন্দুধর্ম্ম এত বিস্তৃত যে, ভগবান্‌কে যাহারা বিশ্বাস করে তাহাদেরও যেমন এই ধর্ম্মে স্থান আছে, যাহারা ভগবান্ বিশ্বাস করেনা তাহাদেরও তেমন স্থানে আছে।

যাহারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাহাদেরও যেমন স্থান আছে, যাহারা তেত্রিশকোটি দেবদেবীতে বিশ্বাস করে তাহাদেরও তেমন স্থান আছে।

সাধারণ লোককে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ধর্ম্মের আচার হয়তো দৃষ্টিকটু হইতে পারে, দেবদেবী সম্বন্ধে গল্প বিশ্বাসযোগ্য নাও হইতে পারে, কিন্তু একথা ঠিক যে বহু বর্ষের অভিজ্ঞতায় যে ধর্ম্ম গড়িয়া উঠিয়াছে, নিজের কল্পিত ধর্ম্ম হইতে তাহা অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠ। "যে লোক স্বদেশের মূলধর্ম্মকে ঘৃণা করে সে ভীষণ অপরাধী, তাহার মৃত্যুদণ্ড হওয়া কর্ত্তব্য এতদ্ভিন্ন তাহার অন্যদণ্ড নাই"—প্লেটো এই কথা বলিয়া গিয়াছেন।

এই জন্যই আমি স্যার গুরুদাসকে শ্রদ্ধা করি এবং আমি আজ বিশেষ করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মণিলাল গুপ্ত নির্ম্মিত সার গুরুদাসের একটি মর্ম্মর মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-পূজা

গত মাসের পত্রিকায় মফঃস্বলে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-পূজার সংবাদ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ছাড়াও নানাস্থান হইতে উক্ত পূজার সংবাদ আসিয়াছে। তন্মধ্যে—১। ফরিদপুর—দোলকুণ্ডী গ্রামে শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা প্রচারক মহাশয়ের আলয়ে এবার সপ্তদশ বার্ষিক পূজা; ২। দিনাজপুর—রাজবাটীর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায় বর্ম্মার আলয়ে ও ৩। বলতৈড় গ্রামে তত্রত্য কায়স্থ-মহাশয়গণের উদ্যোগে; ৪। রাজসাহী কায়স্থ-সমিতির উদ্যোগে শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী সম্পাদক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে; ৫। নিমতিতা (মুর্শীদাবাদ) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা রায় চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের ভবনে— পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় মহাসমারোহে কায়স্থ আদি পিতার পূজা সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানাভাবে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা গেল না। দিনাজপুর—রাজবাটীর সন্নিহিত গর্ভেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত বলতৈড় গ্রামে এবং রাজসাহী কায়স্থ-সমিতিতে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত পিতৃপূজা সুসম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে গীতা, ভাগবত পাঠ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং কাঙ্গালী-ভোজন, যাত্রা ও কীর্ত্তন গান হইয়াছিল।

কায়স্থ-পত্রিকা

১৫শ বর্ষ | পৌষ ১৩৩২ | ৯ম, সংখ্যা।

জেনারেল কালু ঘোষ ও আকনা সমাজ।

গবর্ণমেণ্টের আনুকুল্যে হতভাগ্য বঙ্গদেশের লোকেরা যে সমর-বিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারে না এমত নহে। পঞ্জাবে ভরতপুর দুর্গ-জয়ের প্রাক্কালে স্বর্গীয় কালাচরণ ঘোষ এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ভারতবর্ষের চিত্রে রঞ্জিত করিয়া বাঙ্গালীর বীরত্ব, শৌর্য্য ও রাজভক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন! হায়! তিনি ছিনা আকনা গ্রামের বাঙ্গালী কায়স্থ না হইয়া, যদি রাজপুত বা মহারাষ্ট্রীয় হইতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহার নাম ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া নাট্যমন্দিরে কীর্ত্তিত হইত। যাহা হউক কালীচরণ বাঙ্গালী জাতির "ভীরু বাঙ্গালী"—বিদেশীয় লেখকপ্রদত্ত কলঙ্ক অপবাদ তাঁহার শৌর্য্য ও বীরত্বের দ্বারা তাঁহাদের ললাট হইতে ধৌত করিয়া দিয়াছেন। যতদিন বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব থাকিবে এবং বাঙ্গালীর নাম বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন ঐ কালীচরণের অক্ষয় কীর্ত্তি-কলাপ ধরাপৃষ্ঠে ভাস্বর জ্যোতিতে দীপ্যমান থাকিবে।

কালীচরণ ঘোষ সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিয়া, তথায় ইংরাজ সৈন্যদলে একজন কেরাণীর পদে নিযুক্ত হয়েন। সামান্য কেরাণী হইলেও, অসাধারণ বুদ্ধি ও রণকৌশলে তীক্ষ্ণমেধা এবং প্রগাঢ় কর্ত্তব্যপরায়ণতা বিদ্যমান থাকায়, উর্দ্ধতন সৈনিক কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। ভরতপুরের ভীষণ যুদ্ধের প্রারম্ভে বহু বৃটিশ সৈন্যসামন্ত হত হইল। নিরন্তর হিন্দুবীরও চির নিদ্রায় বিশ্রাম লাভ করিল। সেই যুদ্ধে মরণের তুল্যদণ্ড সন্মান ছিল না, সে রণে সারথি ছিল না। সৈন্যগণ শত্রুহস্তে বার বার বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পলায়নপর হইল। এই বিপদ্‌কালে বাঙ্গালীবীর কালাচরণ

মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করতঃ সৈন্তাধ্যক্ষের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ছত্রভঙ্গ সৈন্ত-
গণকে একত্র করতঃ শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ভরতপুরের দুর্গশিরে নিজহস্তে
বৃটীশ পতাকা প্রোথিত করেন। আজও ঐ বিজয়-পতাকা দুর্গশিরে শোভা
পাইতেছে। বৃটীশগবর্ণমেণ্ট তাঁহার অসীম সাহস, রণকৌশল ও অদ্ভুত
প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সমুচিত পুরস্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু
তাঁহার নাম স্মরণার্থ প্রস্তরস্তম্ভগাত্রে কোন স্মারক-লিপি খোদিত আছে কি না
শুনা যায় নাই।

বংশপরিচয়। বঙ্গের সুবিখ্যাত নদ দামোদরের পশ্চিমকূলে হুগলী জেলান্ত-
র্গত জাহানাবাদ থানার (অধুনা আরামবাগ) অধীন বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের সন্নিকট
পুণ্যস্থান ঘরগোয়াল গ্রাম অবস্থিত ছিল। এক্ষণে উহার অধিকাংশ স্থান জঙ্গলে
পরিপূর্ণ ও বিলুপ্ত হইয়াছে। রত্নেশ্বর ঘোষ ঐ স্থান হইতে প্রায় ২০০ বর্ষ
পূর্ব্বে আসিয়া ছিনা আকনা গ্রামে বাস করেন। তাঁহার দুই পুত্র রামদেব ঘোষ ও
সর্ব্বেশ্বর ঘোষ; দুই ভ্রাতাই মহাতপস্বী ছিলেন। তাঁহাদের কীর্ত্তি-কলাপ স্মরণ
করিলে, তাঁহারা যে পূর্ব্বকালের মহারাজ সূর্য্যধ্বজবংশীয় এ বিষয়ে সন্দেহ হয়
না। ইহাঁরা তান্ত্রিক ছিলেন। রামদেব ঘোষের পুত্র রাজকৃষ্ণ ঘোষ
সরনা গ্রামে বাস করেন। ভুবনেশ্বর ঘোষ ছিনা আকনার কল্যাণ দত্তবংশের
দৌহিত্র ছিলেন। ভুবনেশ্বরের পুত্র রাজচন্দ্র, শিবচন্দ্র ও ভৈরবচন্দ্র ঘোষ।

শিবচন্দ্র ঘোষের পুত্র সুকুমার ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ, ঈশানচন্দ্র ঘোষ, হীরা-
লাল ঘোষ ও বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ। শিবচন্দ্র ঘোষের দুই কন্যা ছিল কৃষ্ণপ্রিয়াদেবী ও
বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। বিজয়কৃষ্ণ ঘোষের পুত্র হরলাল ও কন্যা কৈলাসকামিনী দেবী।
ঈশানচন্দ্র ঘোষের পুত্র ক্ষুদিরাম ঘোষ। সুকুমারের পুত্র কান্তিচন্দ্র একজন যশস্বী
ব্যক্তি ছিলেন এবং তৎপুত্র সুকবি বনমালী ঘোষ, 'কবি উপাখ্যান', 'হার' প্রভৃতি
কয়খানি কবিতা পুস্তক রচনা করেন। তৎপুত্র পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। বনমালী ঘোষ
বর্দ্ধমান জেলাস্থ একচক্রা (একচাকা) গ্রামের বসুমল্লিক পরিবারে পাণিগ্রহণ
করেন। ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষের পুত্র ভগবতী নবম বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।
ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা মোক্ষদামোহিনীর বিবাহ বাঁশবেড়িয়া গোষ্ঠীপতি-
বংশীয় ব্রজমোহন সিংহ চৌধুরীর পুত্র দুর্গাচরণ সিংহের সহিত হয়। জ্যেষ্ঠা কন্যার
বিবাহ কেঁকশেয়ালীর বসুবংশে হয় এবং মধ্যমা কন্যা সভাশোনা দেবীর বিবাহ
শ্রীপুরের মুস্তফী পরিবারে হয়। তাঁহার দৌহিত্র কান্তিচন্দ্র মিত্র মুস্তফী ও
পূর্ণচন্দ্র মিত্র মুস্তফী। কান্তিচন্দ্র পুত্র ডাক্তার জ্যোতিষচন্দ্র মুস্তফী প্রভৃতি।

ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র ছিলেন বেণীমাধব সিংহ ও নবীনচন্দ্র সিংহ। তাঁহারা রাজা বিজয়রাম সিংহ চৌধুরীর সন্তান। ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষকে রাজা বিক্রমাদিত্য বলিত। প্রবাদ আছে,—

"ঈশ্বর হয়েছেন রাজা বিক্রমাদিত্য
লয়ে তাস বারমাস করেন রাজত্ব।"

ভৈরবচন্দ্র ঘোষের একমাত্র পুত্র সদর দেওয়ানী আদালতের জজ রায় বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ। তৎপুত্র তারকনাথ, যোগীন্দ্রনাথ, পার্ব্বতীনাথ, নরেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথ ঘোষ সবজজ ছিলেন, তৎমধ্যমপুত্র বীরেন্দ্র-নাথ ঘোষ কলিকাতার প্রসিদ্ধ বিপিনবিহারী সরকারের কন্যা ও নলিনবিহারী সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্রীর পাণিগ্রহণ করেন। নরেন্দ্রনাথ এবং সুরেন্দ্রনাথও সবজজ ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র হীরেন্দ্রনাথ এক্ষণে এটর্ণী হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই আকনা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতেছেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষের দৌহিত্র সন্তানদের ছিনা আকনা গ্রাম হইতে তাড়াইতে বহু কৌশল করিয়াও, জজ দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ সমর্থ হয়েন নাই।

সর্ব্বেশ্বর ঘোষের পুত্র কালাচরণ ওরফে কালুঘোষ ছিনা আকনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্যকাল অতিবাহিত করেন। তিনি একটী পাঠাগার অর্থাৎ লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছিলেন। সর্ব্বেশ্বর ঘোষের স্থাপিত সংস্কৃত টোল ছিল। কালু ঘোষের সময় ছিনা আকনা গ্রামে লুপ্ত ব্রাহ্মণ রায় বংশের বাটীতে পারস্য ভাষা শিখিবার প্রধান আড্ডা ছিল। কালুঘোষ তথায় একজন তেজস্বী পুরুষ ছিলেন।

কালীচরণ ঘোষ যে সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময় কলিকাতার সহর আরম্ভ হইতেছে মাত্র। তিনি কখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন কি না জানা যায় নাই। তৎপুত্র শম্ভুচরণ, রামমোহন, রামচরণ, রামলোচন, রামরতন, রামতনু। শম্ভুচরণ একজন দাতা ছিলেন। তিনি পিতৃমাতৃকুলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন এবং ছিনা আকনা গ্রামের ইতিহাসে তাঁহার নাম জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকিবে। শম্ভুচরণের পুত্র—হলধর ঘোষ ও হরিদাস ঘোষ। হরিদাসের দুই পুত্র—বরদাচরণ ও কুঞ্জবিহারী। হলধরের পুত্র গৌরীচরণ ও নন্দলাল। গৌরীচরণের পুত্র রাধাকিশোর, শরৎ, নগেন্দ্র, নরেন্দ্র। বরদাচরণ ঘোষের পুত্র নবকুমার, কৃষ্ণ, শঙ্কর, ভাস্কর ও পুষ্কর ঘোষ। কুঞ্জবিহারীর পুত্র লালবিহারী, ডাক্তার রাসবিহারী, বনবিহারী, বিনোদবিহারী। সেনাপতি কালীচরণ ঘোষের বাস্তুভিটা অদ্যাপি পতিত অবস্থায় আছে এবং তাঁহার নাম নন্দিনীপুরের

পুরাতন জমিদারী সেরেস্তায় উল্লেখ আছে। ইনি মধ্যাংশ দ্বিতীয় পো ও ২২শ পর্য্যায়।

সবজজ ৺নবীনকৃষ্ণ পালিত কালু ঘোষের দৌহিত্রের পুত্র ছিলেন। ৺হরিদাস মিত্র ঐ পালিত পরিবারের দৌহিত্র সন্তান। তিনি পশ্চিমাঞ্চলে কিছুদিনের জন্য অস্থায়ী সিভিল সার্জ্জন ছিলেন। কালু ঘোষের পৌত্র হরিদাস ঘোষ একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ দানশীল উকীল ছিলেন। উচ্চবংশীয় ইংরাজ প্রভৃতি জাতি যেরূপ আভিজাত্যের গৌরব করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই ঘোষ বংশ তাঁহাদের আভিজাত্যের অভিমান করিতেন।

হুগলির নিকট প্রসন্নসলিলা পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে, পুণ্যতীর্থ ত্রিবেণী অবস্থিত। আক্‌না হইতে ত্রিবেণী প্রায় ৫ মাইল এবং মগরা ষ্টেসন হইতে দেড় মাইল ব্যবধান মাত্র। প্রাচীন কালে আক্‌না গ্রামে ব্রাহ্মণ বা কায়স্থদের বাস ছিল না। ইতর লোকের বাস ছিল। ঘরগোয়াল গ্রাম হইতে বালিসমাজের ঘোষ বংশ ছিনা আক্‌নায় বাস করিবার পূর্ব্বে এই গ্রামের অন্তর্গত নন্দিনীপুরের দত্ত পরিবার আক্‌নায় বসতি করেন। এই দত্ত পরিবার দেবানন্দপুরের দত্ত মুন্সীবংশীয়, শাণ্ডিল্য গোত্রীয়। কল্যাণ খাঁ দত্ত মুন্সী এই গ্রামের আদিপুরুষ। তাঁহার পূর্ব্বে এক লুপ্ত সিংহ বংশের পরিচয় প্রাচীন দলিলে পাওয়া যায়। তাহাতে সর্ব্বশেষে দয়ানাথ সিংহ ও বিমলাদেবীর নাম উল্লেখ আছে। হয় এই সিংহ বংশ নির্ব্বংশ হইয়াছে, অথবা কোনও স্থানে উঠিয়া গিয়া বাস করিতেছেন। প্রবাদ আছে,—

“কায়েতের বড় ভাই ছিনে আক্‌নায় কায়েত নেই।
যদি আছেন কল্যাণ দত্ত, তিনি কিছু লাঙ্গল ভক্ত॥
নষ্ট মেড়ের দুষ্ট ষেঁই, ছিনে আক্‌নায় কায়েত নেই।
যদি আছেন কল্যাণ দত্ত, তিনি কিছু লাঙ্গল ভক্ত॥”

ঐ বংশের কল্যাণ দত্তের নাম আজিও প্রসিদ্ধ আছে। তাঁহার বিদ্যানুশীলনে আদৌ আগ্রহ ছিল না। কৃষিকার্য্যে অধিকতর মনোযোগ ছিল। তিনি স্বহস্তে হল চালনা করিতেন। সেই জন্য লোকে তাঁহাকে “লাঙ্গলা কায়েত” বলিত। তাহাতে তিনি সম্ভ্রমের ক্রটী জ্ঞান করিতেন না। বরং নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। ইংরাজ প্রদত্ত “রায় বাহাদুর” প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হইলে লোকে যেরূপ সম্মান বোধ করেন, তিনি তদপেক্ষা “লাঙ্গলা কায়েত” এই উপাধিতে অধিকতর সম্মান ও আনন্দ অনুভব করিতেন। ঐ

বংশে বিবাহ-সূত্রে পালিত ও আক্‌না সমাজের ঘোষ বংশ দক্ষিণ পাড়ায় বাস করেন। দক্ষিণপাড়ার পালিত বংশ নির্ব্বংশ হইয়াছে। উত্তরপাড়ার দত্ত বংশ, কল্যাণ দত্ত বংশীয় নহেন এবং ৺ গোপালচন্দ্র বসু ও হরিদাস বসু ঐ দত্ত পরিবারের দৌহিত্র সন্তান ছিলেন। শীলবংশীয়েরা দক্ষিণপাড়ার আক্‌না সমাজের ঘোষ বংশের দৌহিত্র বংশ। সরকার ও সেন-বংশ দৌহিত্র বংশ।

আরও কয়েকটী কায়স্থ পরিবার বংশের কথা উল্লেখযোগ্য। কল্যাণ দত্তের ভিটার নিকটে সাত শত বিঘার প্রকাণ্ড সরোবর আছে, হুগলী জেলায় কেন, অন্য কোনও জেলায় এত বড় দীঘি নাই। কথিত আছে তাহা দত্তঘান নামে এক ব্যক্তির খোদিত, কল্যাণ দত্তের নহে। ঐ দত্তপুকুরের পাড়ে বহুপুরুষ ধরিয়া এক বসু বংশ বসতি করিতেন। তজ্জন্য লোকে তাঁহাদিগকে “পেঁড়ো বসু” বলিত। ঐ বংশের ডাক্তার ইন্দুমাধব বসু কলিকাতায় আছেন। এই গ্রামে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও বংশীবদন ঘোষ বিখ্যাত ছিলেন। পূর্ব্বে এই অঞ্চলে গমনাগমনের সুবিধাজনক কোন পথ ছিল না। মাঠের আইল দিয়া অন্যান্য স্থানে গমনাগমন করিতে হইত। এক্ষণে মেড়িয়ানিবাসী ঈশানচন্দ্র বসুর অক্ষয় কীর্ত্তির নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার নামে একটী রাস্তা ত্রিবেণী হইতে পশ্চিমে পোলবা গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। পোলবানিবাসী তারিণীচরণ দত্ত ঐ রাস্তা প্রস্তুত করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়াছেন। ঈশান বসুর দৌহিত্র শোভাবাজারের রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

আক্‌নায় ধর্ম্মাত্মা নবীনকৃষ্ণ পালিতের যেখানে উপাসনা জন্য সাধারণ ব্রাহ্মমন্দির ছিল, ঐ স্থানে পূর্ব্বে কয়েক ঘর মিশনারি সম্প্রদায় বাস করিত এবং দক্ষিণ পল্লীর ৺তারকনাথ ঘোষের বহির্ব্বাটীতে মিশনারীরা একটী ইংরাজি স্কুল করিয়াছিল। গণিত শাস্ত্রবিদ্ প্রসন্ন ঘোষ ওরফে পি, ঘোষ ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

আক্‌না গ্রামের উত্তরে ছকুসিংহের বিস্তৃত রাস্তা আছে। আক্‌না গ্রামের দক্ষিণে যে পতিত এক খণ্ড বিস্তীর্ণ ভূমি আছে, উহা “চড়কতলা” নামে খ্যাত। প্রতি বৎসর চড়কসংক্রান্তি উপলক্ষে সুদীর্ঘ চড়ক গাছ পুঁতিয়া বানফোড়া হইত। বানফোড়া কিরূপ আশ্চর্য্য লোমহর্ষণ ব্যাপার তাহা অনেকেই জানেন না। তবে পঞ্জিকায় চড়কপূজার চিত্র দেখিলে অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ভীম বাগ্দীর পৃষ্ঠে বান ফুড়িয়া চড়ক গাছের লম্ববান রজ্জুতে বাঁধিয়া পাক দিয়া চড়ক গাছকে ঘুরান হইত। উপস্থিত ইতর জনগণ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া “দে পাক”

"দে পাক" রবে চীৎকার করিয়া ভীম ও তাহার সহকারিগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিত। ভীম অতিশয় বলিষ্ঠ, সাহসী ও ইতর জাতির লোক ছিল। পূর্ব্বে অনেকে বাবা তারকনাথের সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গলে "পাঁঠা" ধারণ করিত।

চড়ক-সংক্রান্তির পর দিবস ঐ চড়ক গাছকে আনিয়া "মান দাড়ী" বা "মদন-দাড়ী" পুষ্করিণীতে বিসর্জ্জন করা হইত। তৎপর বৎসর চড়কপূজার দিবস প্রাতঃকালে সন্ন্যাসিগণ "মানদাড়ী" পুষ্করিণীতে বিসর্জ্জিত চড়ক গাছকে উঠাইবার জন্য নানারূপ স্তবস্তুতি ও আরাধনা করিত। যদি তাহাদের স্তব ও পূজায় ঐ গাছ সন্তুষ্ট না হইয়া জলের উপরিভাগে ভাসমান না হইত, তাহা হইলে সন্ন্যাসিগণ ক্ষুণ্নমনে জল অনুসন্ধান করিয়া ঐ চড়ক গাছকে উদ্ধার করতঃ যথাস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় পূজা ও আমোদাদি করিত। ঐ পূজা উপলক্ষে চড়কতলায় বাৎসরিক মেলা বসিত। এই মেলায় পার্শ্ববর্ত্তী ও নানা দূরবর্ত্তী স্থান হইতে জনসমাগম হইত। মেলাস্থানে তখন বিদেশীয় দ্রব্য বিক্রয় হইত না। এমন কি সিগারেট বা চা ব্যবহার ছিল না। খাদ্য-সামগ্রীর মধ্যে পল্লীগ্রামের চিরপরিচিত মুড়কি, মুড়ি, মটরভাজা ও টিকলিগুড় বিক্রয় হইত। অনেকে শুনিয়া অবাক হইবেন যে আধ সিকি পয়সায় দুইখানি টিকলি গুড় পাওয়া যাইত।

গাজনের দিন অনেক সন্ন্যাসী রক্তবস্ত্র ও রূপার অলঙ্কার পরিধান করিয়া স্ত্রীলোক সাজিত। তাহারা ৫.৬ জন পুরুষের সহিত পরস্পর হস্তচর্ম্ম ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতর একটী দড়ি প্রবেশ করাইয়া তাহার ঠিক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পাকা হস্তে ঢাকের তালে তালে নৃত্য করিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী ফিরিয়া "সিধা" সংগ্রহ করিত। এখনে ঐ ঢাকের কঠোর শব্দ কর্ণপটহে নিনাদিত হয় না। গ্রাম্য ইতর বালকগণ উহার তালে তালে আর নৃত্য করে না। তাহাদের আনন্দ কোলাহলে আকাশ পবন মুখরিত হয় না। হায়! সে সুখের দিন চলিয়া গিয়াছে। জমিদারগণ শিবোত্তর ভূমি কাড়িয়া লইয়াছেন। সমস্ত গ্রাম যেন নির্জ্জীব উৎসাহহীন হইয়াছে! এক্ষণে প্রতি বৎসর জেলে পাড়ায় যেরূপ "সং" বাহির হয়, ডাক্তার সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও যত্নে এবং অন্যান্য গ্রামবাসীর সহায়তায় দুই পাড়ার সং বাহির হয় ও বর্ত্তমানে স্কুলের নিকট মেলা হয়।

পূর্ব্বে অধিকাংশ গ্রামে বারোয়ারি পূজা উপলক্ষে পাঁচালি ও কবির লড়াই হইত এবং লোকে ঐ লড়াই শুনিতে বড় ভাল বাসিত। আক্‌না গ্রামে

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় কবির বাঁধনদার ছিলেন; একদা প্রসিদ্ধ ফিরিঙ্গি এণ্টনী সাহেবের সহিত তাহার দলের লড়াই হয়। প্রবাদ আছে এণ্টনি সাহেব দুর্গা পূজা করিতেন এবং নিজে পূজা করিতেন, তাঁহার স্তবের সামান্য অংশ এই যে,—

"আমি ভজন পূজন জানি না মা
জাতিতে ফিরিঙ্গী"—

মহাভারত ও অন্যান্য পৌরাণিক গ্রন্থ হইতে উদ্ভট ও জটিল প্রশ্নের সমাক্ উত্তর সভাস্থলে কবির বাঁধনদারদিগকে মুখে মুখে দিতে হইত। এই সময় বিপক্ষ দলের নৃত্যকারিগণ বাঁধনদারের সম্মুখে নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করতঃ নৃত্য করিয়া ও ঢুলিগণ কানের কাছে উচ্চবাদ্য করিয়া তাহার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইত। কথিত আছে, বিপক্ষদলের প্রশ্নের উত্তর দিবার কালে এক খণ্ড জলন্ত অঙ্গার স্কন্ধদেশে পতিত হইয়া কিয়দংশ দগ্ধ করে, কিন্তু মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় এরূপ তন্ময় ছিলেন যে ঐ যন্ত্রণা আদৌ অনুভব করিতে পারেন নাই। এণ্টনী সাহেব তাহার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পাইয়া প্রীত হইয়া তাহার কবিত্বশক্তির প্রশংসা করিয়াছিলেন। এণ্টনি সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে মধুসূদনের কবিতার শেষ পংক্তি,—

"তুই জাতে ফিরিঙ্গি, জবড় জঙ্গী, পারবোনা তোকে কথাতে।
বিশুখৃষ্ট ভজ্‌গে যা তুই, শ্রীরামপুরের গীর্জাতে॥"

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন ম্যালেরিয়া-ঝটিকায় নদীয়া জেলার অনেক গ্রামের উপর প্রবাহিত হইয়া উলা গ্রাম ধ্বংশ করতঃ, ভাগীরথী পার হইয়া গুপ্তিপাড়া গ্রাম, মান্দারন প্রভৃতি গ্রাম সমূহকে বিপর্য্যস্ত করে, সেই সময় এই আক্রমণ হইতে আক্‌না গ্রাম নিষ্কৃতি পায় নাই। সেই সময় বেণীমাধব সিংহ ও নবীনচন্দ্র সিংহ দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়া জনসাধারণের প্রভূত হিত সাধন করেন এবং এই সময় হইতেই নবীনচন্দ্র সিংহ ঐ গ্রামে একটী স্কুল স্থাপন করেন। সকলেই লেখাপড়া শিখিবে এই আশঙ্কা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রবেশ করিলে, যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি রায় বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ সদর দেওয়ানী আদালতের জজ মহোদয়কে নেতারূপে বরণ করিয়া নবীনচন্দ্র সিংহের বিরুদ্ধে দল তৈয়ার করিলেন এবং এই সময় হইতেই গ্রামে আজিও দুই দল চলিতেছে।

গ্রামে অনেক বড় বড় জলাশয় আছে। গ্রামের বাহিরে রাজচন্দ্র ঘোষের পঞ্চম পুরুষ বংশধর হরিচরণ ঘোষ একটী নূতন ইন্দারা, তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের নাম

স্মরণার্থ খনন করিয়াছেন। বরদাচরণ ঘোষের তৃতীয়া কন্যা পরমা সুন্দরী লীলাবতী দেবীর শুভপরিণয় মেড়িয়া গ্রামের পালিত বংশে হয়। এই পালিত বংশেই বিখ্যাত ব্যারিষ্টার স্যার তারকনাথ পালিত ওরফে টি পালিতের জন্ম। বরদাচরণের জামাতা অকালে তিনটী নাবালক পুত্র-সন্তান রাখিয়া দেহত্যাগ করিলে, লীলাবতী দেবী পিত্রালয়ে আশ্রয় লয়েন।

শ্রীবটুকৃষ্ণ সিংহ (খাঁ চৌধুরী)

প্রত্যুত্তর।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অতঃপর ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রের বচনাবলীর আলোচনায় পূর্ব্বে প্রথমেই জিজ্ঞাস্য এই—"অতি বিশ্বস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্যতম" ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্র কি উনবিংশ সংহিতার অন্তর্গত এবং যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকগণের অন্যতম উশনা রচিত উনশঃসংহিতা? তাহাই যদি হয় তবে নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতেছি যে আমার নিকট যে উনবিংশ সংহিতা আছে, তদন্তর্গত উশনঃসংহিতায় এই অভিনব বচনগুলি দেখিলাম না।

দ্বিতীয়তঃ ১—২ শ্লোকোক্ত "সান্তরালযুক্তং" এই বিশেষণ পদটী কাহাকে বিশেষিত করিতেছে? আর সান্তরাল শব্দটী যদি কল্পিত সঙ্কীর্ণাসঙ্কীর্ণ এতদুভয় বাচক হয়, তাহা হইলে গীষ্পতি বাবুর উক্তির প্রতিধ্বনি তুলিয়া আমিও বলি, সত্য সত্যই "অনুলোম প্রতিলোম বিধির উল্লেখের পর আবার 'সান্তরাল সংযুক্ত' বলায় কোন সার্থকতাই থাকিতে পারে না।" বরং তৎপরিবর্ত্তে অসঙ্কীর্ণ বিধি বলাই উচিত ছিল। পক্ষান্তরে "সান্তরালসংযুক্ত" শব্দটী রাখিতে হইলে অনুলোম প্রতিলোম শব্দের ব্যবহার নিরর্থক। তৃতীয়তঃ "আবার ঐ ধর্ম্মশাস্ত্রেরই এতাদৃশ উপক্রমের পর বর্ণসংমিশ্রণজাত বর্ণসঙ্কর জাতিসমূহের বর্ণনার মধ্যে কায়স্থের উল্লেখ ও নিন্দা থাকিলেও" কেন যে তাহার অসাঙ্কর্য্য বুঝিয়া লইতে হইবে তাহাও সহজে অনুমিত হয় না। আবার এত জাতি থাকিতে কায়স্থের প্রতি কেন যে এই অকারণ আক্রমণ তাহারই রহস্যোদ্‌ঘাটন করে কে? ভগবানের বিভূতি স্বরূপ, অরাগদ্বেষী, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি কি না বলিলেন :—

"কায়স্থ ইতি জীবেত্তু বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ।
কাকাল্লৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতেরথকৃন্তনম্।
আদ্যাক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি নির্দ্দিশেৎ॥"

এতৎপ্রসঙ্গে আরও বিবেচ্য যে শুক্রাচার্য্যের ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ঋষি যমকেই বা কেন ক্রূর বলিলেন। যম সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ। ভাগবতে তিনি পরম ভাগবত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

চতুর্থতঃ ত্রেতায় বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত পারশব জাতি কলিতে অযোনি-সম্ভব না যোনিজ অসঙ্কীর্ণ হইবেন তাহা বুঝা গেল না। শ্লোকার্থও অস্পষ্ট। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় পারশব সঙ্কীর্ণ জাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা—

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তো হি ক্ষত্রিয়াণাং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা॥" ১।৯১।

দ্বাপরের বিদুর পারশব হইলেন কি প্রকারে? পরিশেষে ধর্ম্মশাস্ত্রে "ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে"—ইত্যাকায় পৌরাণিক ভবিষ্যদুক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রে নূতন বলিতে হইবে।

পত্রের প্রথম দফার পঞ্চম ভাগের উত্তরে "শ্রুতিতে আদৌ কোন বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি-বিবরণ নাই। একমাত্র স্মৃতিপুরাণাদিতেই তাহার প্রকাশ ও বিকাশ দেখা যায়।" এতদুক্তির প্রথমাংশের সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। কারণ বৈদিক যুগে গুণ ও কর্ম্মানুসারে বর্ণ নির্ণীত হইত। বর্ণসংমিশ্রণে উৎপন্ন জাতিও গুণ ও কর্ম্মানুসারে চাতুর্ব্বর্ণ্যের যে কোন একটী বর্ণের মধ্যে পরিগণিত হইত। ছান্দোগ্য শ্রুত্যুক্ত সত্যকামের দৃষ্টান্ত হইতে তাহা প্রমাণিত হইতেছে। পরিচর্য্যা-পরায়ণা অতএব শূদ্রবর্ণান্তর্গত জবালা সত্যকামের গোত্র নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। হারিদ্রুমত গৌতম সত্যকামের অনির্দ্দিষ্ট গোত্রত্ব সত্ত্বেও তাহার সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ বর্ণান্তর্গত করিয়া তাহাকে উপনীত করিয়াছিলেন। যথা :—"সত্যকামো জাবালো জবলাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি বিবৎস্যামি কিং গোত্রো ন্বহমস্মীতি। ৪।৪।২৬১।১ সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্ বেদ তাত যদ্ গোত্রস্ত্বমসি, বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে। সাহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি। জবালা তু নামাহমস্মি, সত্যকামো নাম ত্বমসি, স সত্যকাম এব জাবালো ব্রবীথা ইতি। ঐ, ২৬২।২

তং হোবাচ (গৌতমঃ) নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি, সমিধং সৌম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে, ন সত্যাদগা ইতি।" ঐ, ২৬৫।৫

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জীবনীও ইহার অনুকূলে সাক্ষ্য দিতেছে।
মহাভারতে নিঃসঙ্কোচে নিজ উৎপত্তি-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া তিনিও সত্য
কামের ন্যায় প্রগাঢ় সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। নারদ এবং বশিষ্ঠেরও
উদাহরণ উল্লিখিত হইতে পারে।

গীষ্পতি বাবুর উক্তির দ্বিতীয়াংশে ব্যবহৃত "প্রকাশ ও বিকাশ" শব্দ দ্বারা
যদি তিনি অনুক্তোক্তি বা অনভিব্যক্তাভিব্যক্তি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন,
তাহা হইলে উহার সহিত আমার ঐকমত্য নাই। মূল পত্রোক্ত "শ্রুতিস্মৃতির
নির্দ্দেশানুসারে" এই বাক্যাংশ দ্বারা পরবর্ত্তী বাক্যে প্রকটিত "বেদস্মৃতির
অননুমোদিত বলিয়া" এতদংশই সূচিত হইয়াছে। ভাষায় সুব্যক্ত না হইলেও
অন্ততঃ আমার অভিপ্রায় তাহাই। উৎপত্তি মাত্রেরই অনুল্লেখকে বিরোধ বলিলে
"শ্রুতি-স্মৃতি বিরোধ অপরিহার্য্য" হইয়া পড়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ণত্রয় মৌলিক
জাতির উৎপত্তির অনুল্লেখকে বিরোধ বলিলে সে সম্ভাবনা নাই। শ্রুত্যনুক্ত
অথচ স্মৃত্যাদিতে উক্ত সঙ্কীর্ণ জাতির অস্তিত্ব সৃষ্টি বিস্তার পর্য্যালোচনায় সুসিদ্ধ
হয়। শ্রুত্যনুক্ত বর্ণদ্বয় মৌলিক জাতির অস্তিত্ব অসম্ভবত্ব প্রযুক্ত অস্বীকার্য্য।
ধৃষ্টদ্যুম্ন যাজ্ঞসেনী এবং বৃত্রাসুরাদির কোন বিশিষ্ট প্রয়োজন সাধনার্থ যথাকালে
উৎপন্ন অযোনিজ সূত মাগধের উৎপত্তি স্বীকার করিলেও, কোন্ গূঢ়াতিগূঢ় এবং
গুর্ব্বতিগুরু প্রয়োজন সাধনের জন্য যে স্থাবর জঙ্গমাদি বিশ্বসৃষ্টির অব্যবহিত
পরেই কায়স্থগণ পিতামহের সর্ব্বকায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সহসা বাহির হইয়া
আসিলেন। সে রহস্যভেদ বুঝি "অন্তরপ্রভব" রহস্যভেদে মনু যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায়
স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তারও অসাধ্য। সূত মাগধ এক একটী জাতি বিশেষের স্রষ্টা
হইলেও সেই সেই জাতি স্ব স্ব প্রয়োজন সাধন করিয়া কালের মহাপ্রান্তরে চি
দিনের মত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কায়স্থগণ সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন হইয়াও
ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। কবে যে তাহাদের উৎপত্তির গূঢ়োদ্দেশ্য
সাধিত হইবে তাহা চিরদিনই অবিজ্ঞাত রহিয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

পত্রের প্রথম দফার অবশিষ্ট ষষ্ঠ ভাগের উত্তরালোচনায় সৃষ্টি ও ধর্ম্মের পৌর্ব্বা-
পর্য্য বিচারের জন্য সৃষ্টি-তত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব কিছু কিছু আলোচনা করা আবশ্যক।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আছে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি
জীবন্তি যং প্রযন্ত্যাভিসংবিশন্তি তদ্ব্রহ্মেতি।"

ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিতেছেন—"সদেব সোম্যেদমগ্রম্ আসীদেকমেবা-
দ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।"

ঐতরেয় শ্রুতিতে দেখিতে পাই—"আত্মা বা ইদমেক এবাসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ। ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি।"

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে অগ্রে, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে নিরাকার, নির্গুণ, নিরুপাধি, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মাত্র ছিলেন। তাঁহার বহু হইবার অর্থাৎ আপনা হইতে প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছা হইল। এই বহু হইবার ইচ্ছা উদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির সৃষ্টি হইল। প্রকৃতি হইতে সৃষ্টিকুশল, সমষ্টিগত জীব-বুদ্ধি স্বরূপ মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইল। মহত্তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইল। গুণভেদে অহঙ্কার ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে মন এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতা-বৃন্দ, রাজস অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে জ্ঞান ও কর্ম্মভেদে দশেন্দ্রিয় এবং তামস অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে শব্দ উৎপন্ন হইল। শব্দ হইতে আকাশের উৎপত্তি, আকাশ হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জল, ও জল হইতে ক্ষিতির সৃষ্টি হইল। তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিতেছেন—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ॥" মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব সকলেই পরতন্ত্র কাহারও স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই। অথচ তাহারা সৃষ্ট্যর্থ উদ্ভূত হইয়াছে। এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের সমষ্টিই গীতোক্ত "অষ্টধা ভিন্না অপরা প্রকৃতি।" ইহার সহিত যখন অব্যক্তা ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ "পরা প্রকৃতির" যোগ হইল তখন এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে চৈতন্য স্বরূপ আত্মাংশ প্রবেশ করিলেন এবং সর্ব্ব সাফল্যে বিরাট্ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। বিশ্বস্থ জীব মাত্রেই এই পঞ্চবিংশ তত্ত্বের সমষ্টি এবং বিরাটের এক একটী ক্ষুদ্র সংস্করণ। বিরাট্ সমষ্টি আর জীব ব্যষ্টি। এতদ্ব্যতীত নির্গুণ পরমাত্মা ষড়বিংশতিতম তত্ত্বে। তাহা হইলে নির্গুণ ব্রহ্মের পর হইতে আমরা সৃষ্টির পাঁচটী স্তর বা ভূমি দেখিতে পাইতেছি। ভারতপ্রদীপকার নীলকণ্ঠের ভাষায় ইহাদিগকে বলি—"ভূবীজাঙ্কুরতরুকলোপমাঃ পঞ্চ ঈশ্বরপুরুষাঃ শুদ্ধশবল-সূত্র বিরাড়্ বিষ্ণুসংজ্ঞাঃ নিরুপাধি মায়োপাধি মায়াকার্য্যাপঞ্চীকৃতমহাভূতো-পাধি পঞ্চীকৃতমহাভূতোপাধি পুরুষাকারমূর্ত্ত্যুপাধিবিশিষ্টচৈতন্যরূপাঃ।" ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে এই ক্রমগুলি দেখান হয় নাই। সেখানে মাত্র বলা হইয়াছে যে আদিপুরুষ ব্রহ্ম হইতে বিরাট্ উৎপন্ন হইল এবং বিরাট্ হইতে পুরুষের উৎপত্তি হইয়াছে। যথা ঃ—"তস্মাদ্বিরাড়জায়ত, বিরাটোঽধিপুরুষঃ" পুরুষসূক্ত ৫।

এই অধিপুরুব "যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা" সেই জল সৃষ্টি করিলেন। সেই কারণার্ণব হইতে কমলযোনির উদ্ভব হইল। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আছে :—"আপো বা ইদমাসীৎ সলিলমেব। স প্রজাপতিরেকঃ পুষ্করপর্ণে সমভেৎ।" মনুসংহিতা বলিতেছেন,—

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎসিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥" ১।৮, ৯।

ব্রহ্মার জন্ম সম্বন্ধে মহাভারত বলেন,—

"বৃহদণ্ডমভূদেকং প্রজানাং বীজমব্যয়ম্"—আ, ১।২০
"যস্মাৎ পিতামহো জজ্ঞে প্রভুরেকঃ প্রজাপতিঃ" ঐ, ৩২

ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়া তপস্যায় নিরত হইলেন, তদনন্তর স্থাবর জঙ্গমাদি বিবিধ প্রজাসৃষ্টি করিলেন। তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিতেছেন,—

"স তপোঽতপ্যত। স তথা তপ্তা ইদং সর্ব্বমসৃজত।"

এতাবতা দেখা গেল সৃষ্টি দ্বিবিধ—ব্রহ্মকৃত ও পিতামহকৃত। কারণ সলিলসৃষ্টি পর্য্যন্তই সাক্ষাৎ ব্রহ্মকৃত। ব্রহ্মকৃত সৃষ্টি বার বার হয় না, উহা একবার মাত্রই হইয়াছে। ঋগ্বেদ হইতেই তাহা অনুমিত হইতেছে। যথা—"সকৃদ্ধ দ্যৌরজায়তঃ। সকৃদ্ভূমিরজায়ত। পৃশ্ন্যাং দুগ্ধং সকৃৎপয়স্তদন্যো নানুজায়ত।" ৬।৪৮।২২ (ব্রহ্মা নূতন কিছুই করেন না।) কারণ-সলিলে বীজরূপে নিহিত বিশ্ব চরাচর প্রকাশ করেন মাত্র। যথা :—"ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ", ঋক্, ১০।১৯০ ৩ তথাচ ("পাদোঽস্যেহাভবৎপুনঃ") এই চতুর্থপুরুষসূক্তের "পুনঃ" পদ হইতেও তাহা প্রমাণিত হইতেছে। নিশাবসানে কমল যেমন ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠে আবার নিশাগমে মুদ্রিত হইয়া যায়, সেইরূপ পিতামহকৃত এই সৃষ্টি একবার বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, আবার কারণে লীন হইতেছে। গীতায় দেখিতে পাই,—

"অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥" ৮।১৮

অতএব দেখা যাইতেছে পিতামহকৃত সৃষ্টির লয় বিকাশ হইলেও তাহা কারণে লীন থাকে, আর ব্রহ্মকৃত কারণভূত সৃষ্টির এপর্য্যন্ত লয় হয় নাই।

মহাপ্রলয়েই তাহা কারণের কারণ অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হইতে পারে। কিন্তু তাহা ঘটিবে কিনা তাহা কেহই বলিতে পারে না। সুতরাং "সৃষ্টি সনাতনী" এতদুক্তি অযথা কথিত হয় নাই।

মনুসংহিতায় প্রথম অধ্যায়ে মনু বলিতেছেন,—

"কর্ম্মণাঞ্চ বিবেকার্থং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ব্যরচয়ৎ।
দ্বন্দ্বৈরযোজয়চ্চেমাঃ সুখদুঃখাদিভিঃ প্রজাঃ॥" ২৬

অর্থাৎ ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির পরে কর্ম্ম সকল বিভাগ করিবার জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মের বিভাগ করিলেন এবং এই সকল প্রজাদিগকে সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব ভাবে বিযুক্ত করিলেন।

ঐ অধ্যায়ের ২৮ শ্লোকে আছে :—

"যন্তু কর্ম্মণি যস্মিন্ সন্যযুঙ্ক্ত প্রথমং বিভুঃ।
স তদেব স্বয়ং তেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ॥"

অর্থাৎ সেই প্রজাপতি সৃষ্টির আদিতে যাহাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন সে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিলেও স্বতই সেই কর্ম্ম আচরণ করিতে লাগিল।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে প্রজাসৃষ্টির পর প্রজাপতি কর্ম্মের বিভাগের জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মের বিভাগপূর্ব্বক সৃষ্ট প্রজাবর্গকে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। সুতরাং ঔপপত্তিক হিসাবে না হইলেও ব্যবহারিক হিসাবে যে "আদৌ সৃষ্টি পশ্চাৎ ধর্ম্ম" তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর ঔপপত্তিক হিসাবেও জীব গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও জন্মের পর সেই গুণানুসারে তাহার ধর্ম্মকর্ম্মাদির ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায়—"আদৌ সৃষ্টি পশ্চাৎ ধর্ম্ম—"আদৌ ধর্ম্ম পশ্চাৎ সৃষ্টি নহে"। জীবসৃষ্টির পর ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থার কথা যখন স্পষ্ট উল্লিখিত রহিয়াছে, তখন কালক্রমে অবস্থানুসারে সেই ব্যবস্থার সহিত মূলগত বিরোধ উপস্থিত না করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন সম্ভব এবং কর্ত্তব্য। সে ক্ষেত্রে অনুক্তোক্তি বা অনভিব্যক্তাভিব্যক্তি স্বীকার্য্য। প্রমাণস্বরূপ মনু ১।৮৫, ৮৬ এবং পরাশরের ১।২৯, বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,—

"অন্যে কৃতে যুগে ধর্ম্মা স্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুসারতঃ॥ মনু, ১।৮৫
তপঃ পরং কৃতে যুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহু র্দানমেকং কলৌ যুগে॥" ৮৬

এইরূপ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধর্ম্মের ব্যবস্থার কারণ—

"কৃতে বাস্থিগতাঃ প্রাণা স্ত্রেতায়াং মাংসসংস্থিতাঃ।
দ্বাপরে রুধিরং যাবৎ কলাবন্নাদিষু স্থিতাঃ॥"
পরাশর ১।২৯।

কিন্তু সৃষ্টির বেলায় মূলগত বিরোধ উপস্থিত না করিয়া নূতন মৌলিক সৃষ্টির উল্লেখ অসম্ভব হইয়া পড়ে। শ্রেয়ঃসাধনই ধর্ম্মের মূল। ইহার সহিত বিরোধ না বাধাইয়া যে কোনরূপ ধর্ম্মের ব্যবস্থা হইতে পারে। পক্ষান্তরে চাতুর্ব্বর্ণ্যই মানব-সৃষ্টির মূল। তাহার সহিত বিরোধ না বাধাইয়া বর্ণেতর মৌলিক জাতির উৎপত্তি অসম্ভব। অতএব এ প্রসঙ্গে প্রযুক্ত যুক্তিটী অ-"যৌক্তিক" না হইলেও যে "বালক-ভুলান" এমন কি বৃদ্ধ-ভুলানও নহে, প্রকৃতির প্রত্যক্ষ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা নিশ্চিত!

অতঃপর "যস্মিন্ দেশে য আচারঃ স ধর্ম্ম সংপ্রকীর্ত্তিতঃ" এই শ্লোকার্দ্ধে বিভিন্ন দেশপ্রবর্ত্তিত শ্রেয়ঃ সাধনভূত আচার বা অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম এইরূপ অভিমত প্রকাশিত করায় "ধর্ম্মনিরূপণে পূর্ব্বাপর অসামঞ্জস্য" ব্যতীত হইয়াছে কিনা এবং "বেদ স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মমূল ও পুরাণাদি ধর্ম্মস্থানের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইবার ভান" করিয়াছি কিনা তাহারই আলোচনার প্রবৃত্ত হইব।

কুল্লূকভট্টের সংগ্রহ শ্লোকান্তর্গত "বেদপ্রমাণকং শ্রেয়ঃসাধনং ধর্ম্ম ইত্যুতঃ" এই বাক্যটীকে উত্তরের প্রারম্ভেই বৃহদক্ষরাঙ্কিত করিয়া দিয়া গীষ্পতি বাবুই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন—"বেদপ্রমাণক শ্রেয়ঃসাধনই ধর্ম্ম"। কুল্লূক স্বীয় উক্তির সমর্থনকল্পে ভবিষ্যপুরাণ হইতে যে বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও "ধর্ম্মঃ শ্রেয়ঃ সমুদ্দিষ্টং" বলা হইয়াছে। কুল্লূক অত্র প্রযুক্ত "শ্রেয়ঃ" শব্দটীর অর্থ বুঝাইয়া দিতে বলিয়াছেন—"শ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃ সাধনমিত্যর্থঃ"। অতএব ধর্ম্ম শ্রেয়ঃসাধনই বটে, শ্রেয়ঃ নহে। "শ্রেয়ঃ" বলিতে "নৈঃশ্রেয়স" অর্থাৎ যাহা হইতে শ্রেয়ঃ আর কিছুই নাই অর্থাৎ মোক্ষ বুঝায়। (আবার পর পর দুইটী "অর্থাৎ" ব্যবহৃত হইল, মার্জ্জনীয় হইবে কিনা বলিতে পারি না।) যাহা হউক, শ্রেয়ঃ সাধ্যবস্তু আর ধর্ম্ম যে সেই সাধ্যের সাধন মাত্র তাহা গীষ্পতিবাবুও বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। সাধ্য ও সাধন অর্থাৎ বস্তু ও তাহা লাভের উপায় কখন এক হইতে পারে না। আত্মদর্শন হইতে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। এই আত্মদর্শন মোক্ষলাভের শেষ সাধন। সেই জন্যই মহাভারতের "আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মঃ সাধারণো নৃপ" এই শ্লোকার্দ্ধে মোক্ষের চরম সাধন আত্মদর্শনকে

ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। গীতায় অবতার প্রয়োজন বর্ণন প্রসঙ্গে যে "ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ"র কথা বলা হইয়াছে তত্র "ধর্ম্মস্য" শব্দের অর্থ "বর্ণাশ্রমাদি লক্ষণস্য প্রাণিনামভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স সাধনস্য" ইতি শঙ্করভাষ্যে। তত্র চ আনন্দগিরিঃ—"বর্ণাশ্রমৈস্তদাচারৈশ্চ জ্ঞায়তে যো ধর্ম্মঃ"। "সাধন"কে ধর্ম্ম বলায় বুঝা যাইতেছে ধর্ম্ম কর্ম্মাত্মক। আচার, অনুষ্ঠান বা কর্ম্মই ধর্ম্ম। সকাম পূজাপাঠাদি হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মদর্শন পর্য্যন্ত ধর্ম্মরূপ সোপানাবলী আচার, অনুষ্ঠান বা কর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নপ্রসঙ্গে "ধর্ম্মান্" এই বহুবচনান্ত পদ দ্বার ও কর্ম্মই ধর্ম্ম ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র ও বিধি নিষেধাত্মক কর্ম্ম মাত্র। পূর্ব্বোদ্ধৃত মনুসংহিতার—১।২৬ শ্লোকে অর্থাৎ "কর্ম্মাণাঞ্চ বিভাগায় ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ব্যবচরৎ" ইত্যাদিতেও সৎকর্ম্ম ধর্ম্ম এবং অসৎ কর্ম্ম অধর্ম্ম বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। পুনশ্চ পূর্ব্বোদ্ধৃত মনুর ১।৮৫, ৮৬, এবং পরাশরের ১।২১, ২২ শ্লোক দ্বারা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কর্ম্মাচরণরূপ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনুর এ অধ্যায়ের ১০৮ শ্লোকে—

"আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ"

অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত ও স্মার্ত্ত আচারই যে পরম ধর্ম্ম তাহা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষিত হইয়াছে। আবার ঐ অধ্যায়ের শেষে ১১১-১১৮ শ্লোকে যে অনুক্রমণিকা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার প্রথম খণ্ড শ্লোকে বিবিধ কর্ত্তব্য কর্ম্মের উল্লেখ করিয়া শেষ শ্লোকে—

"দেশধর্ম্মান্ জাতিধর্ম্মান্ কুলধর্ম্মাংশ্চ শাশ্বতম্।
পাষণ্ডগণধর্ম্মাংশ্চ শাস্ত্রেঽস্মিন্নুক্তবান্ মনুঃ॥"

এতদ্দ্বারা, আচার বা কর্ম্মোপদেশই যে ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে তাহাই বলা হইল।

বৃষরূপী চতুষ্পাৎ ধর্ম্মের সত্য, শৌচ, তপঃ, দয়া এই চারিটী পাদ দ্বারা আচার, অনুষ্ঠান, বা কর্ম্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত "বর্ণাশ্রমধর্ম্ম", "আপধর্ম্ম", "রাজধর্ম্ম", "স্বধর্ম্ম", "পরধর্ম্ম", "যুগধর্ম্ম" প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তথা হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্ম যে আচার বা কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে তাহাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে। শ্লোকার্দ্ধোক্ত "আচার" শব্দ অনুষ্ঠান বা কর্ম্ম এই ব্যুৎপত্তিগত ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে শৌচাদি রূপ বিশিষ্ট বা সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। আভিধানিক অর্থ হিসাবেও ধর্ম্ম পর্য্যায়ে মেদিনীকর্ত্তৃক "আচার" শব্দ গৃহীত হইয়াছে। আর গীষ্পতিবাবুই

যখন মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন :—"তবে আপনার এই সন্দর্ভাংশের শেষ উক্তি—'আচার বা অনুষ্ঠান বিশেষই ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়' এই প্রকৃত কথাটী আমি আদৌ অস্বীকার করি না" তখন আবার কোন মুখে তিনি বলিতেছেন :—"তথাপি নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে আপনি স্বয়ং ভগবানের অভিহিত 'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ'—এই উক্তিকেও অতিক্রম করিয়া মন্বাদি সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধে শস্ত্রধারণ বা সমর ঘোষণা করিয়া সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ ভাবেই আপনার অনন্তরোক্ত উক্তিতে বলিতেছেন যে—যস্মিন্ দেশে য আচারঃ স ধর্ম্মঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ"। "কাজের সময় কাজী কাজ ফুরুলে পাজী" এই নীতি-সূত্র যদি অবলম্বিত হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার কিছুই বক্তব্য নাই। তবে "ধর্ম্মনিরূপণে পূর্ব্বাপর অসামঞ্জস্য" প্রদর্শিত হইয়াছে কিনা এবং "বেদ স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মমূল ও পুরাণাদি ধর্ম্মস্থানের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হওয়ায় ভাল" করিয়াছি কিনা তাহা সুধীগণ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীস্মরজিৎ দত্ত

কায়স্থ-কল্যাণ।

(দক্ষিণ টাঙ্গাইল কায়স্থ-সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত)

আজি কি মহিমা রাজে, আজি কি মিলন সাজে,
আজি কি মধুর রাগে বাঁশরী বাজিছে মোহন সুরে।১

পরাণে জাগিল আজি কি চেতনা, হৃদয়ে জাগিল বেদনা;
আপনারে ভুলি রহিয়াছি, আর থাকিব না থাকিব না॥
এস এস ভ্রাতৃগণ,
রাঢ় বঙ্গ মাঝে যে যেখানে আছ, সবে করি আলিঙ্গন।
সবারে বাঁধিব প্রীতির বন্ধনে কেহ থাকিও না দূরে॥২

ভিন্ন আমাদের জ্ঞানের ধারা, বিভিন্ন যদিও পথ,
গণ্য একই কায়স্থ-কল্যাণ, তাতে নাই দুই মত;
তবে কি লাগিয়া মোহে,
আপন জনেরে ভাবি পর পর, মত্ত হইব দ্রোহে?
এস পাপ-পঙ্ক ধুয়ে মুছে ফেলি, যা আছে হৃদয়-পুরে।৩
অতীত মোদের উজ্জ্বল কত, ইতিহাসে আছে লেখা,
তাম্রপট্টে গিরির গাত্রে রহিয়াছে তার রেখা।
স্মৃতিতে নীতিতে আছে—
কি রাজা কি প্রজা কম্পিত ছিল সদা কায়স্থের কাছে।
সন্ধি-বিগ্রহে মন্ত্রী কায়স্থ আছিল সকল পুরে॥৪
কায়স্থ করিল কাশ্মীর শাসন, ব্যাপি বহুশত সমা,
সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া বরিল কায়স্থে বঙ্গের রমা।
মোগল বাদশাহায়
এই সে কায়স্থ দেয়নি আসিতে বহুদিন বাঙ্গালায়।
ফিরিঙ্গী মগের রোধিয়া পন্থা তাড়াইয়া ছিল দূরে।৫
"কলির বাল্মীকি" হইল কায়স্থ রচিয়া "রাম-চরিত",
"সিদ্ধ আচার্য্য" হইয়া গাইল অদ্ভুত সাধন-গীত।
তিব্বতে সিংহলে চীনে
জ্ঞানের গঙ্গায় পবিত্র করিল সহস্র সহস্র হীনে।
'নির্ব্বাণে' তৃপ্ত করিল কত ত্রিবিধ-তপ্ত-আতুরে॥৬
যার নেত্র-জলে আনিল ভারতে ভকতি প্রেমের ধারা,
উদ্ধার করিল আদ্বিজ-চণ্ডালে ভাঙ্গিয়া মোহের কারা।
সে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসীরে
শিখাইয়াছিল কায়স্থ এক—সাধন কেমনে করে।
"এহো বাহ্য" ত্যজি "আগে" কহিতে সকল তত্ত্ব স্ফুরে।৭
'গোস্বামী' 'মহান্ত' হইলা কায়স্থ ভক্তিপ্রেম পরচারে,
জ্ঞানে বৈরাগ্যে অদ্ভুত সাধন দেখাইলা বারে বারে।
"গোপীনাথ" পুত্র হ'য়ে
শ্রাদ্ধ করিলা এই কায়স্থের, দেখিল সকলে চেয়ে।
নরোত্তম নামে দ্বিতীয় স্বরূপে "গৌরাঙ্গ" খেতরী পুরে॥৮

অতীত উপরে ফেলি যবনিকা হের যদি বর্ত্তমান,
জ্ঞানে ও কর্ম্মে কায়স্থেরে হেথা দেখিবে সর্ব্বপ্রধান।
প্রধান বিচারপতি
'কায়স্থ' হইল সকলের আগে, দেখায়ে প্রতিভা-জ্যোতিঃ।
প্রদেশের কর্ত্তা কায়স্থ সিংহ 'লর্ড' হয়ে রায়পুরে।৯
কাব্যে কায়স্থ সবার প্রধান মেঘনাদে বধ করি,
নাট্যে কায়স্থ আচার্য্য হইল নানা রসে অবতরি।
প্রথম র‍্যাঙ্গ্‌লার
ভারতে যেজন হয়েছিল, সে যে কায়স্থ বাঙ্গালার।
শুনাইল বেদ প্রথমে কায়স্থ বঙ্গে বাঙ্গালীর স্বরে॥১০
জড়ে চেতনে হেরিল যে জন, বিশ্ব-ব্যাপী মহাপ্রাণ,
বিনা আলম্বনে তাড়িত-তরঙ্গে করিল যে সন্‌ধান।
সেই সে ঋষিবর—
জগত-বরেণ্য সুধী-অগ্রগণ্য কায়স্থের বংশধর।
তাঁহারই বিজয়ে বাঙ্গালীর জয় ঘোষিছে জাতি-যুড়ে।১১
রসায়নে যাঁর আচার্য্য-পদবী সকল জগত ভরি,
জ্ঞানের লাগিয়া যিনি ব্রহ্মচারী, ভোগ-সুখ তুচ্ছ করি,
দেশ-হিত-ব্রতে যাঁর,
শ্রদ্ধা-পূত ক্লান্তি-বিহীন চিন্তা, কর্ম্ম অনিবার,
সে কায়স্থবরে ভারত রেখেছে শিরোমণি বলি চূড়ে॥১২
আইনে যাঁহার সম জ্ঞানী আর জন্মেনি এসিয়ায়,
দানে যাঁহার বিস্ময় সবার, তুলনা নাহি কোথায়,
সেই সে রাসবিহারী—
কায়স্থকুলেতে লভিলা জন্ম প্রতিভার অধিকারী।
দাতা পালিতের যশের নিশান বিজ্ঞান-সৌধে উড়ে।১৩
জগত মুগ্ধ করিল যেজন প্রচারি বেদান্ত-জ্ঞান,
অলস হিন্দুর ভাঙ্গাইয়া ঘুম দিল যে নূতন প্রাণ।
নবীন কর্ম্মের পথ—
দেখায়ে হিন্দুর পূর্ণ করিল সাধনার মনোরথ।
জগদ্বন্দ্য সে বিবেকানন্দ জন্মিলা কায়স্থ-ঘরে॥১৪

ভবিষ্যে কায়স্থ করিবে গঠন হিন্দুরে নূতন করি।
আব্রহ্মচণ্ডালে ঘুচাইবে ভেদ দ্বিজবাদি সবে বরি।
উন্নত করিবে শূদ্র,
জ্ঞানে কর্ম্মে মহান্ করিবে কেহ রহিবে না ক্ষুদ্র।
গুণ-অনুসারে কর্ম্ম-অধিকার, জন্ম-কথা যাবে দূরে।১৫
কে কোথা জন্মিল, কারে মা বলিল, স্তন-পান কৈল কার?
কাহার বীর্য্যে, কাহার ক্ষেত্রে, উৎপত্তি হইল কার?
এ তুচ্ছ কথার দায়,
কায়স্থ কাহারে রাখিবে না শিরে, অথবা কাহারে পায়।
কর্ম্মে গৌরব যাহার দেখিবে, তাহারে লইবে ক্রোড়ে॥১৬
মানুষী-উদরে মানুষের বরে জনমে মানুষ ভবে।
উৎপত্তি সবার একই প্রকার ভেদ আছে কিবা তবে?
সবে নর-নারায়ণ,
কায়স্থ সবারে করিবে বন্দন—দিয়া প্রেম-আলিঙ্গন।
সবারে বাঁধিবে আপন হৃদয়ে শ্রদ্ধা-প্রীতির ডোরে।১৭
এক মহাজাতি গড়িবে কায়স্থ মহা-হিন্দু নাম যার।
এক বেদে হবে দীক্ষা সে সবার, এক মন্ত্র হবে সার।
জ্ঞান পথে সবে "দ্বিজ",
কর্ম্ম পথে হবে "ক্ষত্রিয়" সকলে, প্রাণ দিয়া নিজ নিজ।
আনিতে লক্ষ্মী "বৈশ্য" হইয়া যাইবে সাগরে দূরে॥১৮
কায়স্থ করিবে বিরাট তপস্যা ধরারে করিতে স্বর্গ,
অসুর বিনাশ করিতে ধরিবে শোণিত বিশাল খড়্গ।
কায়স্থের তপোবলে
গড়িয়া উঠিবে অমর-নিবাস মর এই ধরাতলে।
বিস্মিত-নয়নে দেখিবে দেবতা সে কীর্ত্তি দাঁড়ায়ে দূরে॥ ১৯

শ্রীঅখিলচন্দ্র বসু

বংকিরার বসু বংশ।*

মাহিনগরের বিখ্যাত বসু বংশের যে শাখা যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার অন্তর্গত বংকিরা নামক গ্রামে বাস করেন—তাহারা এতদঞ্চলে বংকিরার বসু নামে প্রসিদ্ধ। মাহিনগর ত্যাগ করিয়া ইহারা কেন বংকিরায় আসেন—তাহা নিশ্চয় কিছু জানা যায় না। আমাদের ঘরে বহু পুরাতন একখানি তায়দাদ্ আছে—তৎপাঠে জানা যায়, বংকিরার তদানীন্তন জমিদার ৺কৃষ্ণদেব রায় ১১৭২ সালের ৬ ফাল্গুন তারিখে ৺রাজকিশোর বসুর পুত্র ৺নন্দলাল বসুকে বসবাস করিবার জন্য বংকিরা গ্রামে ৩০/২ কাঠা জমি নিষ্কর প্রদান করেন। তায়দাদের তারিখ ধরিয়া গণনা করিলে এই বসু বংশ বংকিরায় ১৬০ বৎসরেরও অধিক কাল বাস করিতেছেন—এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কেন না নন্দলালের পিতা রাজকিশোর বসু মহাশয়ই সর্ব্ব প্রথম মাহিনগর ত্যাগ করতঃ বংকিরায় বাসস্থান মনোনীত করেন। ইহঁার ভ্রাতা ৺শ্যামকিশোর বসু এই জেলার গিলাবাড়িয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। বংকিরার বসু বংশের যে এক সময় খুব সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি ছিল—তাহা এতদঞ্চলের সকলেরই পরিজ্ঞাত। আজিও বহুকাল প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদনমোহন-বিগ্রহ বসু-পরিবারে পূজিত হইতেছেন।

বংকিরার বসু বংশ কৌলীন্যের হিসাবে মধ্যাংশ দ্বিতীয় ভাবাপন্ন। এই বংশের বংশ-বিস্তৃতি হেতু ও অন্যান্য নানা কারণে বহু ব্যক্তি বংকিরা পরিত্যাগ করতঃ নানা স্থানে বাস করিতেছেন। ৺নন্দলাল বসুর পৌত্র স্বরূপচন্দ্র বসু বংকিরা হইতে উঠিয়া জেলা নদীয়ার অন্তর্গত মহকুমা চূয়াডাঙ্গার অধীন বেলগাছী গ্রামে বাস করিতেছিলেন। তৎপুত্র শ্রীহরিচরণ বসু (লেখক) ও বিষ্ণুচরণ বসু বর্ত্তমানে কলিকাতায় বাস-ভবন নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। ৺নন্দলালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভীমানন্দের পুত্র রামচাঁদ বংকিরা হইতে উঠিয়া যশোর জেলার খালকুলা গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। এই ৺রামচাঁদের পৌত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-নাথ যশোহর জজকোর্টের একজন বিখ্যাত উকিল। ইনিও বর্ত্তমানে যশোহর সদরে স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই বিস্তৃত বসু বংশের সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করা কঠিন। আমরা বহু অনুসন্ধানে যে বংশ-তালিকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি—তাহা অবিকল নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীহরিচরণ বসু

* এই প্রবন্ধের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ মাত্র দেওয়া হইল। কাঃ পঃ সঃ

বংকিরার বসুবংশ।

- ১। দশরথ বসু
  - ২। কৃষ্ণ বসু
    - ৩। ভবনাথ বসু
      - ৪। হংসনাথ বসু
        - ৫। ভক্তি বসু (বাগাণ্ডা)
        - ৫। মুক্তি বসু (মাহিনগর)
          - ৬। দামোদর বসু
            - ৭। অনন্ত বসু
              - ৮। গুণাকর বসু
                - ৯। মাধব বসু
                  - ১০। কাঞ্চন বসু
                  - ১০। চক্রপাণি বসু
                  - ইঃ আর ৫ জন
                - ৯। যাদব বসু
                - ৯। সন্তোষ বসু
              - ৮। বিনায়ক বসু
        - ৫। অনন্ত (অলঙ্কার) বসু (বঙ্গ)

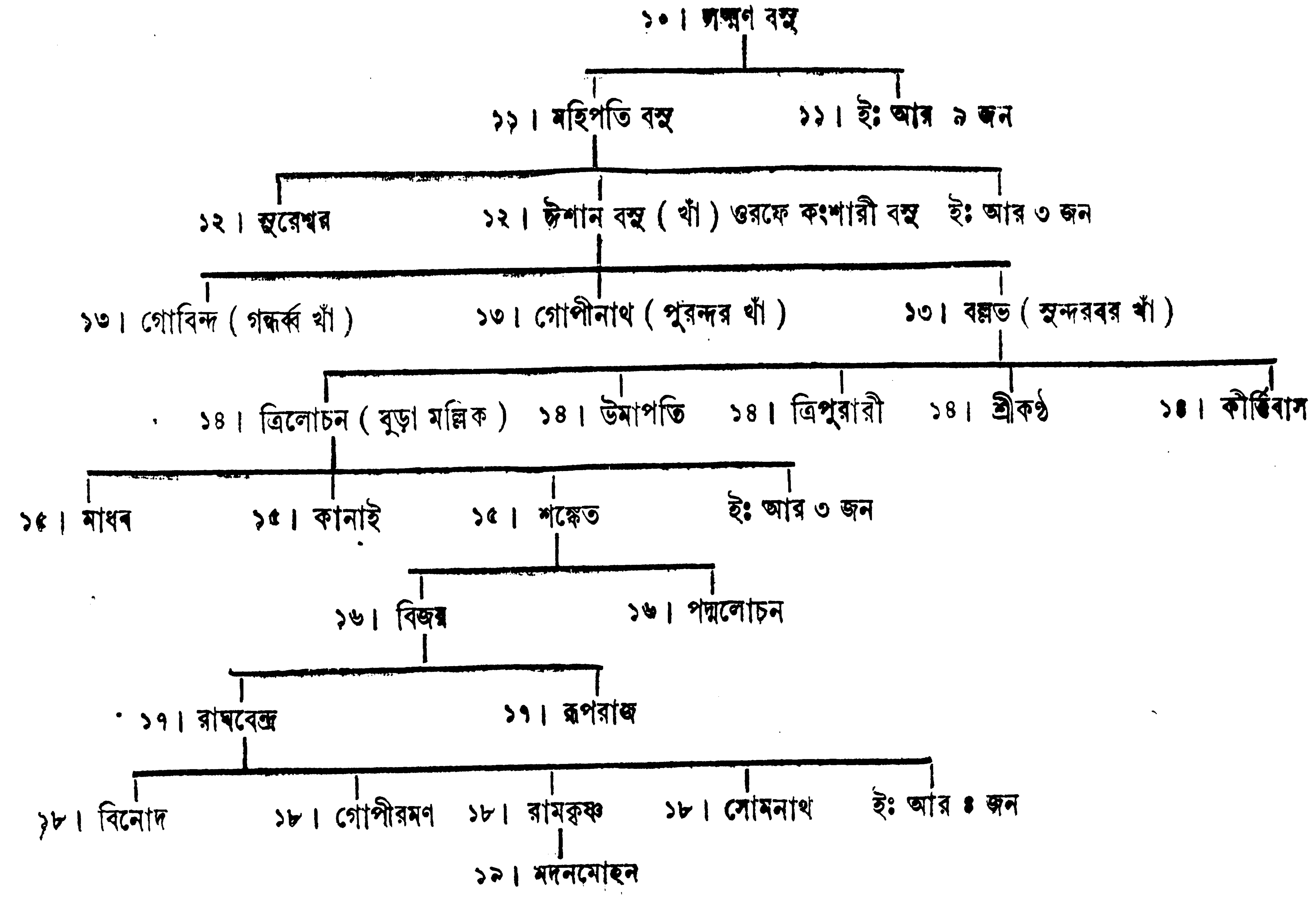
১০। লক্ষ্মণ বসু
১১। মহিপতি বসু
১১। ইঃ আর ৯ জন
১২। সুরেশ্বর
১২। ঈশান বসু (খাঁ) ওরফে কংশারী বসু
ইঃ আর ৩ জন
১৩। গোবিন্দ (গন্ধর্ব্ব খাঁ)
১৩। গোপীনাথ (পুরন্দর খাঁ)
১৩। বল্লভ (সুন্দরবর খাঁ)
১৪। ত্রিলোচন (বুড়া মল্লিক)
১৪। উমাপতি
১৪। ত্রিপুরারী
১৪। শ্রীকণ্ঠ
১৪। কীর্ত্তিবাস
১৫। মাধব
১৫। কানাই
১৫। শঙ্কেত
ইঃ আর ৩ জন
১৬। বিজয়
১৬। পদ্মলোচন
১৭। রাঘবেন্দ্র
১৭। রূপরাজ
১৮। বিনোদ
১৮। গোপীরমণ
১৮। রামকৃষ্ণ
১৮। সোমনাথ
ইঃ আর ৪ জন
১৯। মদনমোহন

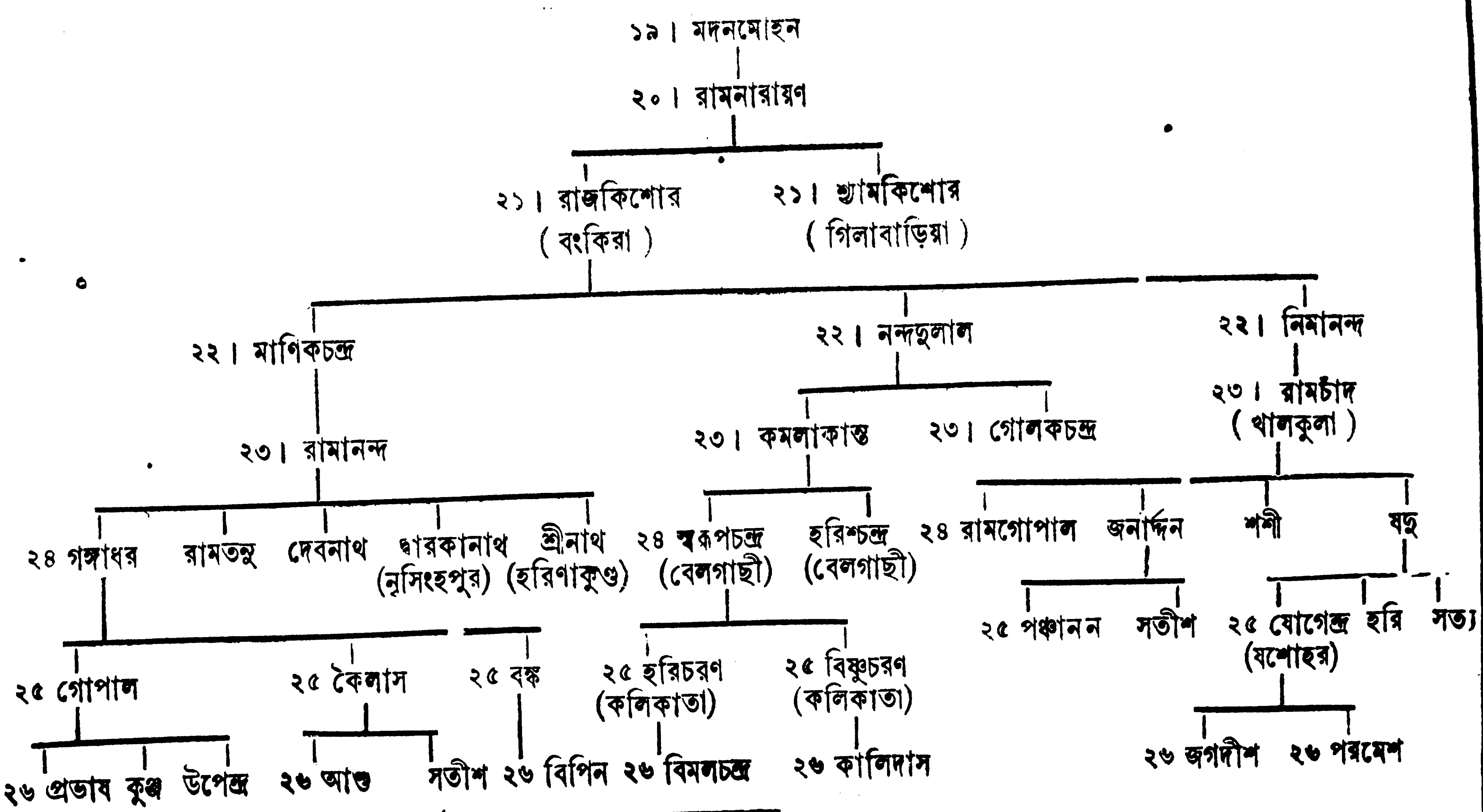
১৯। মদনমোহন
২০। রামনারায়ণ
২১। রাজকিশোর
(বংকিরা)
২১। শ্যামকিশোর
(গিলাবাড়িয়া)
২২। মাণিকচন্দ্র
২২। নন্দদুলাল
২২। নিমানন্দ
২৩। রামানন্দ
২৩। কমলাকান্ত
২৩। গোলকচন্দ্র
২৩। রামচাঁদ
(খালকুলা)
২৪ গঙ্গাধর
রামতনু
দেবনাথ
দ্বারকানাথ
(নৃসিংহপুর)
শ্রীনাথ
(হরিণাকুণ্ড)
২৪ স্বরূপচন্দ্র
(বেলগাছী)
হরিশ্চন্দ্র
(বেলগাছী)
২৪ রামগোপাল
জনার্দ্দন
শশী
যদু
২৫ গোপাল
২৫ কৈলাস
২৫ বঙ্ক
২৫ হরিচরণ
(কলিকাতা)
২৫ বিষ্ণুচরণ
(কলিকাতা)
২৫ পঞ্চানন
সতীশ
২৫ যোগেন্দ্র
(যশোহর)
হরি
সত্য
২৬ প্রভাব
কুঞ্জ
উপেন্দ্র
২৬ আশু
সতীশ
২৬ বিপিন
২৬ বিমলচন্দ্র
২৬ কালিদাস
২৬ জগদীশ
২৬ পরমেশ

"কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব" প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরের উত্তর

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্বে যে সৃষ্টির বর্ণনা হয় নাই, নবম সর্গে, অর্থাৎ, কৌমার সর্গে সেই অনুক্ত সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে, এই হেতু অপূর্ব্ব সৃষ্টির ন্যায় প্রস্তাব বলা হইয়াছে। সপ্তম সর্গে যে মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে ইহা স্বীকৃত। কাব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয়ের কথিত "কায়স্থকরণ"গণ মানুষ। ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ সপ্তম সর্গে মানুষ সৃষ্টিকালে চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু মানুষ "কায়স্থকরণ" গণকে ঐ সময় সৃষ্টি না করিয়া নবম কৌমার সর্গে অর্থাৎ কুমার নীললোহিত সনৎকুমারাদির সৃষ্টিতে (কৌমারঃ নীললোহিতসনৎকুমারাদিনাং সর্গঃ। শ্রীধরস্বামী) অগ্রে "মানসপ্রজা" মানুষ "কায়স্থকরণ" গণ সৃষ্টি করিলেন ; তারপর তিনি তাঁহার মানসপুত্র সনৎকুমারাদি ঋষিগণকে সৃষ্টি করিলেন এইরূপ ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা। আবার "প্রজাস্যাৎ সন্ততো জনে"। প্রজা অর্থে সন্তান ও জন ইহাই প্রসিদ্ধ। সুতরাং মানস প্রজা অর্থে মানসপুত্র হইবে না কেন ? আবার কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয়ের উক্তি [মানসপ্রজা ও মানসপুত্র এক নহে] প্রসঙ্গে ১৬৫—১৬৮ শ্লোকের বর্ণনার মর্ম্ম মতে তাঁহারা বলিয়াছেন, "এই সকল ও পূর্ব্ব কথিত দেবাদিস্থাবরান্ত সমস্ত সৃষ্ট পদার্থই ত্রিগুণাবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সৃষ্টিকার্য্য সমাহিত হইল।" এতদুত্তরে আমার বক্তব্য যে ত্রিগুণাবলম্বনে ঐ সৃষ্টি ব্রহ্মা করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু ১৬৩—১৬৪ শ্লোকে ব্রহ্মা ত্রিগুণাবলম্বনে "মানস প্রজা" সৃষ্টি করেন নাই। ঐ মানস প্রজা তিনি অভিধ্যান করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; কারণ ১৬৩ শ্লোকের আদিতে "ততোহভিধ্যায়তঃ" বাক্য গুলি আছে। আমার প্রযুক্ত শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মানস প্রজা সৃষ্টিপ্রকরণোক্ত শ্লোকের অর্থে ব্রহ্মা ভগবদ্ধ্যানপূত হইয়া সনকাদি মানসপুত্রগণকে সৃষ্টি করিলেন। আলোচিত ঐ পাদ্মোক্ত বচনেও ব্রহ্মা অভিধ্যান করিয়া (ত্রিগুণাবলম্বনে নহে) যে মানস প্রজা সৃষ্টি করিলেন, তাঁহারাই ঐ সনকাদি ঋষিগণ। সেইজন্যই পাদ্মোক্ত সৃষ্টিখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে "সনন্দনাদয়ো যে চ পূর্ব্বং সৃষ্টাশ্চ বেধসা" এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই কৌমার সর্গে সৃষ্ট "মানুষ প্রজা"কে মানুষ "কায়স্থকরণ" বলিয়া

ব্যাখ্যা করা অসঙ্গত। ত্রিগুণাবলম্বনে ব্রহ্মার সৃষ্ট দেবাদি স্থাবরান্ত সর্ব্বসাধারণ "মানস-প্রজা" হইতে তাঁহার ধ্যানাবলম্বনে কৌমার সর্গে সৃষ্ট মানস প্রজা সম্পূর্ণ পৃথক্। ভগবান্ ব্রহ্মা ত্রিগুণাবলম্বনে মানব চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু অভিধ্যান করিয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে মানুষ "কায়স্থকরণ" সৃষ্টি করিলেন, তারপর কোন সময়ে তিনি তাঁহার মানস-পুত্র সনকাদি মুনিগণকে সৃষ্টি করিলেন—এইরূপ ব্যাখ্যা হাস্যাস্পদ। অতএব কৌমার সর্গে সৃষ্ট "মানস-প্রজা" অর্থে ব্রহ্মার মানসপুত্র সনন্দনাদি মুনিগণ, কাব্যতীর্থ মহাশয়ের বর্ণিত মানুষ "কায়স্থকরণগণ" নহে! তদ্ভিন্ন এই "কায়স্থকরণ" জাতিকে অগ্রে সৃষ্টি করিবার জন্য গীষ্পতি বাবুর এতই গরজ হইয়াছে যে, "সনন্দনাদি ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ, কোন সময় বা কোনপ্রকার সৃষ্টির পরবর্ত্তী সময় উৎপন্ন হইয়াছেন" ;—এইরূপ উক্তি করতঃ ব্রহ্মার আত্মসদৃশ ঐ মানস পুত্র সনকাদি মুনিগণের সৃষ্টি দূরে নিক্ষেপ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হয়েন নাই। অথচ সনকাদি মুনিগণ সৃষ্ট হইয়া কোন সৃষ্টি-প্রবর্ত্তক না হওয়ায় ব্রহ্মার মহাক্রোধ হেতু রুদ্রের উৎপত্তি সুস্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৩অ ও বিষ্ণুপুরাণ ১অংশ, ৭অ, ৬—১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য। আবার ঐ মূল শ্লোকের "ক্ষেত্রজ্ঞাঃ" পদটিই তাঁহাদের কৃত ব্যাখ্যার অন্তরায় স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া "কায়স্থৈঃ করণৈ" এই পদদ্বয়ের অর্থে মানুষ "কায়স্থকরণ-গণ" না হইয়া ক্ষেত্র অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় অর্থই সপ্রমাণ করিতেছে। কারণ ক্ষেত্রজ্ঞের আবির্ভাব কখন "কায়স্থকরণ" জাতিতে হইতে পারে না, ক্ষেত্রেই (শরীরেই) হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ যথা :—

"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥"

গীতা ১৩ অ, ১॥

অর্থাৎ ;—ভগবান্ কহিলেন, হে কৌন্তেয়! এই যে ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণ সহিত ভোগায়তন শরীর, ইহাকে ক্ষেত্র বলে, আর যিনি এই দেহের মধ্যে থাকিয়া আমি-আমার, এইরূপ অভিমান করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত ; ইহাই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ—তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। অতএব আলোচিত পাদ্মোক্ত শ্লোকের "ক্ষেত্রজ্ঞ" শব্দের অর্থ দেহী বা জীব, আর কায়স্থ ও করণ অর্থে ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণ সহিত ভোগায়তন শরীর, মানুষ "কায়স্থকরণগণ" নহে। ক্ষেত্রজ্ঞের আবির্ভাব ক্ষেত্রেই হয়। ক্ষেত্র নাই অথচ ক্ষেত্রজ্ঞের আবির্ভাব! ইহাকেই বলে (শিরো নাস্তি শিরঃপীড়া) অর্থাৎ মাথা নাই, মাথা ব্যথা।

আবার তাঁহাদের অনুবাদে "কায়স্থ করণগণের সহিত তাঁহার মানস প্রজানিচয়ঃ সৃষ্ট হইল"—এই কথা থাকায় "কায়স্থকরণগণ" নিশ্চিতই মানস প্রজা হইতে পৃথক্ ; যদি "কায়স্থকরণগণ" অর্থে মানস প্রজাই হইত, তাহা হইলে মানস প্রজার সহিত আবার মানস প্রজার সৃষ্ট হওয়া অত্যন্ত অসঙ্গত। এই সমস্ত কারণে কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয়ের উদ্ধৃত পাদ্মোক্ত সৃষ্টি খণ্ডের শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা তাঁহারা যাহা করিয়াছেন তাহা কোনমতেই ন্যায়ানুগত নহে। তাহাতে তাঁহাদের আগাগোড়া গলদ্ ঘটিয়াছে এবং তাঁহারা পদে পদে ব্যাখ্যাবিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন। আর যদি কিছু তাঁহাদের গলদের বাকী থাকে তবে তাহা এই তাঁহাদের মন্তব্য হইল "[ব্রহ্মার মানস প্রজা সৃষ্টিতে কায়স্থের উৎপত্তি।]" কিন্তু সিদ্ধান্ত করা হইল "কায়স্থ করণগণের" উৎপত্তি। বিশুদ্ধ কায়স্থের উৎপত্তির কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণই একেবারে নাই। তথাপি গীষ্পতি বাবুর আস্ফালন এই,— "কি কারণে, কোন্ অবিচলিত শাস্ত্র-বিশ্বাস ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়া সর্ব্বশাস্ত্রের সারোদ্ধার ও একবাক্যতা সম্পাদনপূর্ব্বক এই কাব্যতীর্থেরা চতুর্ব্বর্ণ ও বর্ণসঙ্করের অতিরিক্ত স্বতন্ত্র মৌলিক জাতিসমূহের অস্তিত্ব প্রতিপাদনে কৃতকার্য্যতা অর্জন করিয়াছেন" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এতদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে চাতুর্ব্বর্ণ্যের অতিরিক্ত কোন মৌলিক জাতি আকাশকুসুমের ন্যায় না থাকায়, ভূরি ভূরি অখণ্ডনীয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল যাহা আমি দেখাইয়াছি ("কায়স্থ পত্রিকা", পৌষ ১৩৩০, ৩৪৫—৩৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তাহার একটীও প্রমাণ তাঁহারা খণ্ডন করিতে না পারিয়া কেবল অপ্রাসঙ্গিক বচন-প্রমাণ উপন্যাস করতঃ ব্যাখ্যা বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন, তাহা আমি দেখাইয়াছি। পাদ্মোক্ত সৃষ্টিখণ্ডের ৩য় অধ্যায়ের ১৬৩—১৬৪ শ্লোক অনুসারে তাঁহাদের কৃত সিদ্ধান্তের পোষকতার কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই; কেবল তাঁহাদের কৃত বঙ্গানুবাদ মাত্র প্রমাণ। তাঁহাদের কৃত সিদ্ধান্ত যে অপসিদ্ধান্ত, ইহার প্রধান প্রমাণ শ্রীভগবানের শ্রীমুখের এই বাক্যগুলি,—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং" ইত্যাদি। সুতরাং চাতুর্ব্বর্ণ্যের অতিরিক্ত জাতি ভগবানের সৃষ্ট নহে, ইহা কাব্যতীর্থগণের সৃষ্টি। বর্ণভিন্ন বা বর্ণবাহ্য জাতি সকলের সাঙ্কর্য্যের প্রমাণ মনু স্মৃতি হইতে তাঁহারাই উদ্ধৃত করতঃ নিজের উদ্ধৃত প্রমাণজালে নিজেরাই জড়িত ও অষ্ট-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাও দেখাইয়াছি। এমন কি তাঁহাদের অনুকূলে পাদ্মোক্ত সৃষ্টিখণ্ডের একটীমাত্র প্রমাণ যে তাঁহারা দিয়াছেন সেই শ্লোক দুইটী এবং তাঁহার পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিই তাঁহাদের কৃত ব্যাখ্যাবিপর্য্যয়ের প্রমাণ।

এই কি তাঁহাদের "সর্ব্বশাস্ত্রের সারোদ্ধার ও একবাক্যতা সম্পাদন"? আবার শ্রুতি, স্মৃতি, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র সকলের প্রমাণের বিরুদ্ধে বর্ণ ভিন্ন জাতির মৌলিকত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা কি তাঁহাদের অবিচলিত শাস্ত্র-বিশ্বাসের পরিচায়ক? ইহা কি ঐ সকল শাস্ত্র অতিক্রমের প্রমাণ নহে? যাহাই হউক কাব্যতীর্থ মহাশয়গণের কৃত এইরূপ সিদ্ধান্ত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদির বিরুদ্ধ, তাহার কোন সন্দেহই নাই। সুতরাং ঐ সিদ্ধান্ত উপহাসাস্পদ বিধায় অগ্রাহ্য।

গীষ্পতিবাবু যতই আস্ফালন করুন এবং যতই ব্যাখ্যাবিপর্য্যয় ঘটাইয়া বিজ্ঞান চক্ষুতে ধূলি ক্ষেপ করিবার চেষ্টা করুন, কিন্তু বর্ণবাহ্য জাতি সকলের সাঙ্কর্য্য অনিবার্য্য। আবার তর্কানুরোধে চাতুর্ব্বর্ণ্যাতিরিক্ত জাতি সকলের মৌলিকত্ব স্বীকার করিলেও যে, এই সকল জাতি শূদ্রাপেক্ষা নীচ তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ "কায়স্থ-পত্রিকা" পৌষ, ১৩৩০ সাল, ৩৫৪ পৃষ্ঠায় আমি দেখাইয়াছি। তথাপি ঐ প্রমাণটী আরও একটু ভাল করিয়া দেখাইতেছি যথা,—

যথা—

"জীবাঃ শ্রেষ্ঠাহ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভেঃ।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥ ২৩ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩ স্ক, ২৯ অ।

ভগবান্ কপিল বলিলেন,—মা, প্রাণি সকলের মধ্যেও তারতম্য বিবেচনা করিয়া অতিশয় সম্মান করা উচিত, দেখুন অচেতন পদার্থ অপেক্ষা সচেতন পদার্থ অর্থাৎ জীব শ্রেষ্ঠ, সচেতন পদার্থ হইতে প্রাণবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি উৎকৃষ্ট এবং প্রাণধারী অপেক্ষা জ্ঞানশায়ী জীব ভাল, জ্ঞানবান্ জীব অপেক্ষা আবার ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট জীব প্রধান ॥ ২৩ ॥

"তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরাঃ রসবেদিনঃ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ ॥ ২৪ ॥

ঐ ঐ

অর্থাৎ,—মা! তরু সকলের স্পর্শেন্দ্রিয় বৃত্তিই অধিক, কিন্তু স্পর্শবেদী জীব যে বৃক্ষাদি, তাহাদের অপেক্ষা রসবেদী অর্থাৎ মৎস্যাদি শ্রেষ্ঠ, ঐ রসবেদী জীব অপেক্ষা গন্ধবেত্তা ভ্রমরাদি উত্তম, তাহাদের অপেক্ষা শব্দবেদী সর্পাদি আবার শ্রেষ্ঠ ॥ ২৪ ॥

রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তোদতঃ।

তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততোদ্বিপাৎ ॥" ২৫ ॥

দ্বিপান্মনুষ্যঃ। শ্রীধরস্বামী। ঐ ঐ

অর্থাৎ,—শব্দবেদী সর্পাদি অপেক্ষা রূপভেদবেত্তা কাকাদি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা যে সকল জীবের বদনের উভয়পার্শ্বে দন্ত আছে, তাহারা প্রধান। পদহীন ঐ সকল জীব অপেক্ষা বহুপদ জীব শ্রেষ্ঠ, বহুপদ জীব হইতে চতুষ্পদ জীব ভাল, তাহাদের অপেক্ষা দ্বিপাদ জীব অর্থাৎ মনুষ্য আবার উৎকৃষ্ট ॥ ২৫ ॥

"তত্র বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ।

ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোঽভ্যধিকস্ততঃ ॥ ২৬ ॥"

ঐ ঐ

অর্থাৎ,—দ্বিপদ জীব অর্থাৎ মনুষ্য সকলের মধ্যে চারিবর্ণ, অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা শ্রেষ্ঠ ; ঐ বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ উত্তম, ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ প্রধান. বেদজ্ঞ হইতে আবার অর্থজ্ঞ অধিক ॥ ২৬ ॥

"অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মকৃৎ।

মুক্তসঙ্গস্ততোভূয়ান্ দোগ্ধা ধর্ম্মমাত্মনঃ ॥ ২৭ ॥"

অর্থাৎ,—অর্থজ্ঞ অপেক্ষা আবার সংশয়চ্ছেত্তা অর্থাৎ মীমাংসাকারী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা আবার স্বধর্ম্মানুষ্ঠানকারী প্রধান। পরন্তু যে ব্যক্তি সর্ব্বত্যাগী অর্থাৎ জ্ঞানী, তিনি আবার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে হেতু তাঁহার নিজানুষ্ঠিত ধর্ম্মের ও ফল লাভার্থ আকাঙ্ক্ষা নাই ॥ ২৭ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রিয়নাথ বসু শাস্ত্রী।

একখানি পত্র

শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি

শ্রীধাম নবদ্বীপ, গৌরাঙ্গ-চতুষ্পাঠী,
৭ই ভাদ্র, ১৩৩২ সন

মান্যবর

শ্রীযুক্ত বাবু কিরণচন্দ্র দত্ত,

কায়স্থ-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু !

মহাশয়,

আমি নবদ্বীপ "ভারতী চতুষ্পাঠীর" একটী কায়স্থ ছাত্র—যখন আমি উক্ত টোলে ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত ভর্ত্তি হই, তখন আমি জ্ঞাত হইয়াছিলাম যে, ন্যায় ও স্মৃতি-পাঠার্থী ছাত্রদিগের মধ্যে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে যে গভর্ণমেণ্টের বৃত্তি প্রদত্ত হয় আমিও তাহা পাইব। কিন্তু আমার অতিশয় দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৩৩০ সালের ২০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে এই বৃত্তির অনুমোদনের নিয়মানুসারে, অর্থাৎ ন্যায় ও স্মৃতিপাঠার্থী ছাত্রদিগকে নিজে নিজে অধ্যাপকের ও গভর্ণমেণ্ট নিয়োজিত ন্যায়বিভাগে পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ও মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ মহাশয়ের এবং স্মৃতিবিভাগে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের যে কাহারও অনুমোদন সহ বৃত্তি-বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টার মহাশয়ের নিকট আবেদন করিতে হইবে—আমার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামকণ্ঠ তর্কতীর্থ ও মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সুপারিশ সত্ত্বেও অত্রস্থ ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার ও টোল কেরাণী একযোগে, আমি কায়স্থ বলিয়া আমার দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন, যথা—"As a Kayastha he is not entitled to Govt. stipend. There is no such precedent and I cannot allow it." এই পত্র খানি টোল-কেরাণী আমাকে দেয়। পরে আমি ৮ই আষাঢ়, ইংরেজী ১৯২৩ সালের ২৩শে জুন তারিখে প্রেসিডেন্সি বিভাগীয় স্কুল-ইন্‌স্পেক্টার মহাশয়ের নিকট আবেদন করি। তদুত্তরে ১৯২৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি আমাকে জানান যে, উপরোক্ত বিষয়টী কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েসানের বোর্ডের তত্ত্বাবধানে আছে।

পরে ১৯২৪ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে আমাকে এক পত্রে জানান যে "The Pandits in the Council are unanimons in their opi-

nion that the present stipend should not be awarded to a Kayastha student."

এই সকল বিষয়ে উল্লেখ করিয়া ১৯২৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে আমি শিক্ষা-বিভাগীয় ডিরেক্টার মহোদয়ের নিকট সুবিচারের নিমিত্ত আবেদন করি এবং পুনঃ পুনঃ স্মারক-লিপি দেওয়াতে, ১৯২৪ সালে ২৪শে এপ্রিল তারিখে তিনি আমাকে জানান যে—এ বিষয় এই অফিসের তত্ত্বাবধানে আছে—পরে ইহার ফলাফল জানাইব। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বহু পত্রাদি ব্যবহার সত্ত্বেও কোন উত্তর পাই নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম এবিষয়টী পুনর্ব্বিচারের জন্য পুনরায় সংস্কৃত এসোসিয়েসানে পাঠান হইয়াছে এবং তথায় এ বিষয়টী অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবি রাখা হইয়াছে। ১৯২৩ সালে ১৫ই নবেম্বর তারিখে আমি সংস্কৃত এসোসিয়েসানের সিদ্ধান্ত এবং তৎপূর্ব্ব ঘটনাবলী তৎকালীন কায়স্থ-সভার সভাপতি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট অমৃতবাজার পত্রিকার এডিটার শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের দ্বারা জ্ঞাপন করি। তাঁহারাও এবিষয় আমাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টাই পরিলক্ষিত হইতেছে না। এই ব্যাপারটী যদি ব্যক্তিগত ভাবে হইত তাহা হইলে আমি আপনাদের নিকট এবিষয় উপস্থাপিত করিতাম না। তবে মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের মন্তব্য ও বিচার-সিদ্ধান্ত জাতিগত বিরুদ্ধ হওয়ায় আপনাদের নিকটে উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি। যদি বলেন তর্কবাগীশ মহাশয় ত সুপারিশ করিয়াইছিলেন, তবে বৃত্তি না হওয়ার কারণ কি? সে বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে প্রথমতঃ আমি কায়স্থ জানিয়া আমার দরখাস্ত সুপারিশ করিতে চান নাই। দুই দিন পরে আমি কৃষ্ণনগর ইন্‌স্পেক্টার অফিস হইতে এই বৃত্তি-সম্বন্ধীয় সার্কুলারে জাতি-বর্ণের কোন উল্লেখ নাই দেখিয়া আসিয়া বলাতে তিনি নাম স্বাক্ষর করেন। কিন্তু এসোসিয়েসানের সভায় তিনি কায়স্থকে এই বৃত্তি নামঞ্জুর করিতে সভার তৎকালীন সভাপতি স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অনুরোধ করেন। এ বিষয় ১৩৩০ সালের ১৪ই কার্ত্তিকের 'দৈনিক বসুমতী' দেখিলে সমস্ত বুঝিতে পারিবেন। তর্কবাগীশ মহাশয় নানা স্থানে সভাতে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করতঃ ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, তাঁহার উক্ত সেই ক্ষত্রিয়ত্বের পর্য্যবসান কোথায়—কেবল মাত্র কায়স্থের পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধে বিদায় গ্রহণেই কি ইহা পর্য্যবসিত!

নিখিল কায়স্থ জাতির উন্নতি কল্পে ভবাদৃশ কায়স্থকুলধুরন্ধরগণের প্রচেষ্টায় স্থাপিত কায়স্থ-সভা সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত। কায়স্থ জাতির এতাদৃশ কলঙ্ক দূরীকরণে যদি অবহিত না হন, তাহা হইলে মদ্বিধ ক্ষুদ্র ব্যক্তি ঐ কলঙ্ক অপনোদনের নিমিত্ত ভারতবিশ্রুত পণ্ডিতমণ্ডলীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কি করিতে পারে?

আশা করি আপনাদের ন্যায় মহৎ ব্যক্তির নিকট আমার মত একটী টোলের ছাত্রের এই আবেদন অগ্রাহ্য হইবে না ও আমার এই বাক্‌বাহুল্য আপনাদের ন্যায় সুধি-সমাজ ক্ষমা করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা—নিবেদনমিতি। ৭।৫।৩২ সাল

বশংবদ

শ্রীভূপতিভূষণ গোস্বামী

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বিশেষ দৃষ্টি এ-বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

পত্রিকা সম্পাদক।

পুস্তক সমালোচনা

কাটালিয়ার দত্তবংশের ইতিবৃত্ত ও বংশাবলী—ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ সব্‌ডিভিসনের অন্তর্গত গচিহাটা-গ্রামস্থ মৌদ্গাল্য-গোত্রীয় দত্ত বংশের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তসহ এই বংশকারিকা গচিহাটার দত্ত-বংশীয় শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত রায় মহাশয় প্রকাশ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। পুস্তকের প্রথম অংশে ২০ পৃষ্ঠা ব্যাপী অবতরণিকার মহারাজ আদিশূর কর্তৃক পুত্রার্থে যজ্ঞ-সম্পাদন-মানসে কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে যজ্ঞ-পারগ ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৫ জন ক্ষত্রিয় আনয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া মহারাজ বল্লালসেন কর্তৃক রাঢ়দেশ হইতে পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিয়া, কুলশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম-দত্তের বংশধর মহাকৃতি নারায়ণ দত্তের পরিচয় দিয়া, শেষে লিখিয়াছেন—"বঙ্গের প্রত্যেক জিলার প্রত্যেক কায়স্থ বংশের ইতিবৃত্ত ও বংশাবলী আলোচিত হইলে (ইহা) অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত হইবে যে বাঙ্গালার মহান্ কায়স্থজাতি শূদ্রজাতি হইতে উৎপন্ন নহে। * * * বাঙ্গালার গৌরব এই মহান কায়স্থ-জাতি শূদ্রজাতির আচার নিয়মে আর আবদ্ধ না থাকিয়া সধর্ম্মনিষ্ঠ হউন ইহাই বাঞ্ছনীয়। এই অভিপ্রায়ে ঐতিহাসিক বিবরণাদি সহ গচিহাটা গ্রামের মৌদ্গাল্য গোত্রীয়

কাটালিয়ার "দত্ত" বংশের ইতিবৃত্ত ও বংশাবলী প্রকাশিত হইল। এই দত্ত-বংশাবলীর কারিকার পূর্ব্বে বিধুভূষণ দত্ত একটি অতি ক্ষুদ্র ইতিবৃত্তে (৩ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—পুরুষোত্তম দত্তের বংশ ঐ কাটালিয়ার গ্রামে আসিয়া বাড়ী করেন ; এজন্য উক্ত কুলশ্রেষ্ঠ মৌদ্‌গল্য গোত্রীয় দত্ত বংশ কাটালিয়ার দত্তবংশ বলিয়া অদ্যাপিও বিক্রমপুর, বরিশাল ফরিদপুর কায়স্থ-সমাজে সুপ্রসিদ্ধ এবং বিশেষ-ভাবে সম্মানিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। * * মৌদ্‌গল্য গোত্রীয় "কাটালিয়ার দত্ত" বংশের আদিপুরুষ ভাস্কর দত্তের ধারার গচিহাটা গ্রামস্থ ভুটেশ্বর দত্ত মহাশয়ের বংশে শ্রীনারায়ণ দত্তের ঔরসে সর্ব্বজয়ার গর্ভে বাঙ্গালা ১২১৫ কি ১২১৬ সনে কমলাকান্ত দত্তের জন্ম হয়। আমার পিতা উক্ত কমলাকান্ত দত্ত রায় সেরেস্তাদার মহাশয় সংসারে থাকিয়াও মহাযোগী ছিলেন। + + তাঁহার পুণ্যময় স্বহস্তের লিখিত বংশাবলী অবলম্বনে এই বংশাবলী লিখিত হইল।" ইহার পর ইনি উক্ত ভুটেশ্বর দত্ত মহাশয়ের ১৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী বিস্তৃত বংশাবলীর তালিকা মুদ্রিত করিয়াছেন—আমরা এইরূপ বংশাবলী প্রকাশের চিরদিনই পক্ষপাতী ; তবে ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তের ঘটনা প্রমাণ সহ বর্ণিত থাকা উচিত মনে করি।

পত্রিকা-সম্পাদক।

উপাসিকা-চরিত—(ব্রহ্মবিদ্যামণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাত্রী মাদাম ব্লাভাস্কির জীবনবৃত্ত—সচিত্র)

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ তত্ত্বভূষণ প্রণীত ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম, এ ; বি, এল ; মহাশয় লিখিত ভূমিকা সহিত। ভূমিকা (৩১ পৃষ্ঠা), গ্রন্থকারের নিবেদন (২৩ পৃষ্ঠা) ব্যতীত ১০ খানি চিত্র সম্বলিত ৫১১ পৃষ্ঠা পুস্তকের কলেবর—মূল্য

কায়স্থ-পত্রিকায় আলোচনার জন্য একখণ্ড উপাসিকা-চরিত শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। সভ্য জগতে সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত থিয়োসফিক্যাল্ সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাত্রী জগদ্বিখ্যাত মাদাম্ এইচ, পি, ব্লাভাস্কির অত্যদ্ভুত জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁহার অলোক সামান্য ক্রিয়াকলাপ জানিতে জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মানুশীলনকারীদিগের সকলেরই প্রতিষ্ঠা বাসনা। যে মহৎ জীবন জগতের মানব-ধর্ম্মের কোন না কোন চক্রের প্রতিষ্ঠার

হয় বা ধর্ম্মের গ্লানি ও বিপর্য্যয়ে ধর্ম্ম-সংস্থাপয়িতারূপে আবির্ভূত হয়, সে জীবন শিক্ষিত জগতের সর্ব্বত্রই সমাদৃত ও সম্মানিত।

বঙ্গীয় তত্ত্ববিদ্যামণ্ডলীর অধিনেতা শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্র বাবু এই পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"এ গ্রন্থ রচনায় দুর্গানাথ বাবু প্রভূত অনুসন্ধান, অধ্যবসায়, সৎসাহস ও শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার লিপি-চাতুর্য্য ও বিষয়-সংস্থানের সৌসাম্যের ফলে 'উপাসিকা-চরিত' উপন্যাসের ন্যায় সরল ও চিত্তা-কর্ষক হইয়াছে—এজন্য তিনি বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। যাঁহারা তত্ত্ববিদ্যামণ্ডলীর সহিত সংশ্লিষ্ট, তত্ত্ববিদ্যার ধাত্রী ও অভিনেত্রীর এই চরিতাখ্যান লেখকের নিকট তাঁহারা বিশেষ ভাবে ঋণী।" আমরা বলি শুধু তাহাই কেন, ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু বাঙ্গালীমাত্রেই দুর্গানাথ বাবুর নিকট ঋণী। জন-সেবা যাঁহার স্বধর্ম্ম, জীবহিত যাঁহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, যিনি বুঝিতেন সর্ব্বঘটে বিরাজিত ব্রহ্মের প্রকাশের তারতম্যে কেহ উচ্চ, কেহ নীচ, কেহ উন্নত, কেহ অবনত—অনুন্নতের উন্নয়ন ও অবনতের উন্নতি সাধনই যিনি সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বের পরিণাম বলিয়া বুঝিয়াছিলেন ও সেই ভাবে শিক্ষা দীক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার ন্যায় মহতের ও জগৎহিতব্রতের জীবনকাহিনী বহু পরিশ্রমে সঙ্কলন করিয়া আমাদের জাতির ও সভার অন্যতম বন্ধু ও সভ্য দুর্গানাথ ঘোষ তত্ত্বভূষণ মহাশয় স্বজাতির গৌরবের পরিচয় দিয়াছেন। স্বজাতি-বৎসল মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় লিখিত ভূমিকাটীই এই গ্রন্থের এক মাত্র সমালোচনা। গ্রন্থকার নিজে প্রেমিক ও উপাসক—তাই এই অতি রহস্যময়ী সাধারণতঃ দুর্ব্বোধ্যা, অলোকসামান্য-কর্ম্মকুশলা, মহীয়সী মহিলার অনন্যসাধারণ জীবন-কাহিনীর মধ্যে নিজে অনু-প্রবিষ্ট হইয়া তাহার রহস্য উদ্ঘাটনে সমর্থ হইয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা মিথ্যা প্রবাদ-গ্লানি-কলঙ্ক-বিমণ্ডিত এই মহৎ জীবনী মধ্যে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, তেজস্বিতা ও লোক-হিতৈষণার পরিচয় পাইয়াছেন, তাহাই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী লেখকের ন্যায় এই জীবনী-গ্রন্থে বিবৃত করিয়া আপনিও ধন্য হইয়াছেন ও পাঠক-মণ্ডলীকে ধন্য করিয়াছেন। নাটক ও উপন্যাসের পাঠকগণও এই পুস্তকে নানা মনোরম বৈচিত্র্যময় ও বৈশিষ্ট্যময় আখ্যান বস্তু পাইবেন। আমরা বাঙ্গালী-মাত্রকেই এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পত্রিকা-সম্পাদক।

কায়স্থ-সমাচার

মাননীয় স্যার্ ভূপেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্বর্দ্ধনা।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্যোগে বিগত ৫ই পৌষ (ইং ২০শে ডিসেম্বর) রবিবার, অপরাহ্ন ৫টার সময়, পাইকপাড়া-রাজের সুপ্রসিদ্ধ "বেলগাছিয়া-ভিলা"য় এক বিরাট সভায় কায়স্থকুলগৌরব মাননীয় স্যার্ ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র কে-সি-আই-ই, মহোদয়ের ভারত-গবর্ণমেণ্টের শাসন-পরিষদের (এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের) সদস্যপদলাভে আনন্দ-প্রকাশ ও মিত্র মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল।

এতদুপলক্ষে বহু গণ্যমান্য এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে সংগৃহীত কতকগুলি নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী (ইদিলপুর), মাননীয় কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা বাহাদুর আই-সি-এস, সি-আই-ই, রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর (শোভাবাজার), কুমার ধনেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর (ঐ), কুমার কুমারেন্দ্র দেব রায় মহাশয় (বংশবাটী, হুগলী), মাননীয় ডাঃ দ্বারকানাথ মিত্র এম-এ, বি-এল, এম-এল-এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এম-এল-সি, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বার-এট্-ল (ম্যাজিষ্ট্রেট্), রায় বাহাদুর রমনীমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা বি-এল (পাঁচথুপী, মুর্শীদাবাদ), লেফ্‌টেন্যাণ্ট সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মৌলিক এম-এস্-সি, বি-এল্ (ঐ), রায় বটবিহারী বসু (স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বসু মহোদয়ের পুত্র), রায় অনাথ নাথ বসু (স্বর্গীয় রায় পশুপতিনাথ বসু মহোদয়ের পুত্র), শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা (অমৃতবাজার), শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র মিত্র (ভূতপূর্ব্ব একাউণ্টেণ্ট জেনারেল), শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু মল্লিক (ইণ্টেণ্ডেণ্ট, আফিং গুদাম), শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত (লক্ষ্মীনিবাস) শ্রীযুক্ত কিরণ-চন্দ্র দত্ত, ঐ, শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট্-ল, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র (সলিসিটার), শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বসু (সলিসিটার), শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বার-এট-ল, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু রায় (কাঞ্চনতলা, মুর্শীদাবাদ), শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন (বেলেঘাটা), শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা এম,এ; শ্রীযুক্ত ভগবতী প্রসাদ শ্রীবাস্তব (ইউ-পি), শ্রীযুক্ত মুন্সীরাম দেও প্রসাদ (ঐ), শ্রীযুক্ত ননীলাল দত্ত, এম-এস্‌সি, বি-এল ; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন দেব বর্ম্মা মজুমদার (শোভাবাজার), শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ঘোষ বর্ম্মা, দস্তিদার, তত্ত্বভূষণ,

শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব বর্ম্মা শাস্ত্রী কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, উকীল (ভবানীপুর), শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত ('জন্মভূমি'-সম্পাদক), শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ (লক্ষ্মণকাঠী বরিশাল), শ্রীযুক্ত রসিক-লাল দেব বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ বসু বর্ম্মা (হাটগ্রাম, ফরিদপুর), শ্রীযুক্ত অসীতারঞ্জনচন্দ্র (শ্রীরামদীয়া, ফরিদপুর), ডাঃ কুঞ্জবিহারী দেব এম বি (হোমিও), ডাঃ পান্নালাল বসু, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বসু (বিশ্বকোষ লেন), শ্রীযুক্ত সুশীলকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত মদনমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত রসিকলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দত্ত (লক্ষ্মী-নিবাস), শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ দত্ত (ঐ) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত অশোককুমার বসু, শ্রীযুক্ত অরুণকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বসু, শ্রীযুক্ত বিকাশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত দ্বিজবর মিত্র, শ্রীযুক্ত সতেশরঞ্জন ঘোষ (খুলনা), শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার দাস, শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন (যশোহর), শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু (ঐ), শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রাহা বর্ম্মা (ঐ), শ্রীযুক্ত সনৎকুমার বসু (বিদ্যানন্দকাঠী), শ্রীযুক্ত অনাথ বন্ধু পাল (ফরিদপুর), শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বনমালী রায়, শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত।

সম্পাদক মহাশয় অত্যন্ত অসুস্থতানিবন্ধন এই সম্মেলনে উপস্থিত হইতে না পারায় সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়, যাঁহারা অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া তার-যোগে ও পত্র-দ্বারা সভার কার্য্যের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম পাঠ করেন।

স্যার্ ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয় সভায় উপনীত হইলে প্রথমে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। তৎপরে প্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত শিবরাম দত্ত ও ভাগ্যবান দত্ত ভ্রাতৃদ্বয় অন্যান্য সভাগণের সহিত স্যার্ ভূপেন্দ্রনাথের ছায়াচিত্রের গ্রুপ তুলেন।

অতঃপর বসুপাড়ার অবৈতনিক যন্ত্র সঙ্গীত সম্প্রদায় ও শ্যামবাজার মিউজি-ক্যাল ক্লাব কর্ত্তৃক সুমধুর ঐক্যতান বাদন দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করা হয়। যন্ত্রসঙ্গীতানন্দের পর কায়স্থ-সভার সম্পাদক প্রাচ্যাংশ্যা—

মহার্ণব মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত অভ্যর্থনা-সঙ্গীতটী একটী ক্ষুদ্র বালিকা কর্ত্তৃক গীত হয়।

অভ্যর্থনা-গীত।

ধন্য মিত্র-কুলরত্ন সফল-জীবন।
ধন্য হে ভুপেন্দ্রনাথ মনীষাভূষণ॥
নিজ কর্ম্ম-কীর্ত্তিগুণে,
মহিমার শীর্ষ স্থানে,
গৌরবমণ্ডিত প্রাণে—অপূর্ব্ব-শোভন!
স্বজাতির প্রেম-ভক্তি,
মনে রেখো ক্ষাত্র-শক্তি,
ভুল না জাতীয় প্রীতি, এই নিবেদন॥
স্বজাতির প্রাণ শূন্য,
মনে রেখ' দুঃখ দৈন্য,
নিজ-জন অবসন্ন, কাতর ক্রন্দন।
ভ্রাতার মরম-ব্যথা ভুল না সজ্জন॥

ইহার পরে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ গোস্বামী মহাশয় শ্রীযুক্ত যোগনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত নিম্নোদ্ধৃত আবাহন গীতটী গান করেন।

আবাহন-গীতিকা।

এস নন্দন হতে,	পুণ্য-পবন,	পারিজাত-রেণু লয়ে।
এস উত্তর-মেরু,	উন্নত চারু;	শুভ্র শিখর চুমিয়ে।
এস ক্ষীর-সাগর,	সুন্দরতর,	শান্ত হৃদয় বহিয়ে।
এস চন্দন বন,	গন্ধ আহরি,	মলয়ে আহত হয়ে।
এস ভারতচন্দ্র,	বীর ভূপেন্দ্র,	কর্ম্মী প্রবরে লইয়ে।
সে যে আপনার গুণে,	আছে এ ভুবনে,	উচ্চ আসনে বসিয়ে।
সে যে দেশ-বিদেশে,	সকল-গণ্য,	মান্য ভারত ভরিয়ে।
কর সান্ধ্য উৎসব,	মঙ্গলময়,	আবাহন-গীতি গাহিয়ে।

সঙ্গীত শেষ হইবার পর 'কায়স্থ-পত্রিকা'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার পক্ষ হইতে স্যার্ ভুপেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে রচিত নিম্নলিখিত অভিনন্দন-পত্রখানি পাঠ করেন।

পরম প্রেমাস্পদ

শ্রীযুক্ত স্যার্ ভুপেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্,এ;

কে, সি, আই, ই; মহাশয় প্রিয়বরেষু।

হে প্রেমাস্পদ ভ্রাতঃ!

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা, তথা বঙ্গদেশের কায়স্থ-সমাজ, আজ এই আনন্দোৎসবে আপনাকে সসম্মানে বরণ ও আলিঙ্গন করিতেছেন। এক সময়ে রাজপুতনার কায়স্থকুলচূড়া টোডরমল্ল দিল্লীশ্বর মহামনা আকবর পাতসাহের রাজস্ব-সচিব-পদ অশেষ যোগ্যতার সহিত সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আজ বঙ্গমাতার সুসন্তান কায়স্থকুলভূষণ আপনি অসামান্য কর্ম্ম-শক্তি ও কৃতিত্বের বলে বর্ত্তমান ভারত-সাম্রাজ্যের শাসন-পরিষদের অন্যতম সচিবের পদে সুপ্রতিষ্ঠ থাকিয়া সমগ্র বাঙ্গালী কায়স্থের মনে হর্ষোৎপাদন করিয়াছেন। উচ্চ নীচে আপনার সম-ব্যবহার এবং সহযোগী এবং সহকারী কর্ম্মচারিগণের প্রতি আপনার সদ্ব্যবহার আজিকার যুগে আদর্শ এবং সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। চির-যশস্বী কীর্ত্তি-সমুজ্জ্বল ভারতের বিরাট কায়স্থ-জাতি চিরদিনই রাষ্ট্রের ও সমাজের উচ্চ কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়া দেশের ও দশের অশেষবিধ কল্যাণ-সাধন করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন—আপনি তাঁহাদের অন্যতমরূপে আজ কৃতী হইয়া সেই জাতীয় গৌরবধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন—ইহাই আমাদের আনন্দের বিষয়। শৌর্য্যে, বীর্য্যে, রাজকার্য্য-পরিচালনায় ও মনীষায় ভারতের সকল প্রদেশের কায়স্থ চিরদিনই অগ্রগণ্য। হে সৌম্য, হে দেশমিত্র, মিত্রবর, আপনি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া কৃতিত্বের গৌরব-মুকুট দিন দিন আরও সমুজ্জ্বল করুন। পুণ্যভূমি আমাদের দেশমাতার দীনা অবস্থার উন্নতি-সাধনে বদ্ধপরিকর হউন এবং অল্পদিনের জন্য লুপ্ত-গৌরব এই মহাভাস্বর কায়স্থ জাতির পুনঃ সুপ্রতিষ্ঠার সহায়ক হউন—ইহাই আপনার প্রেমাবদ্ধ স্বজাতিবৃন্দের একান্ত অভিলাষ।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব আপনার শিরে অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন,—ইহাই প্রার্থনা। ইতি,

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা   আপনার
৫ই পৌষ, ১৩৩২   প্রেমাবদ্ধ স্বজাতিবৃন্দ।

অভিনন্দন-পত্র পাঠ হইবার পরে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী মহাশয় ও উপস্থিত কতিপয় ব্যক্তি দণ্ডায়মান

হইয়া করুণাময় শ্রীভগবানের নিকট স্যার্ ভূপেন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করেন। মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাপূর্ণ বিনয়-নম্র-ভাষায় অল্প কয়েকটী কথায় স্বজাতির প্রেমাবাহনের উত্তর দান করেন।

সমাগত প্রায় তিন শত ভদ্রবৃন্দকে চা, পান এবং বহুবিধ মিষ্টান্নাদির দ্বারা জলযোগ করাইয়া পরিতৃপ্ত করা হয়। অতঃপর রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

কায়স্থোপনয়ন।

পাবনা জেলার ভেড়াকোলা হইতে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সরকার বর্ম্মা মহাশয় জানাইয়াছেন :—

বিগত ১৪ই আশ্বিন তারিখে ভেড়াকোলা গ্রামে শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ বসু মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র করিয়া স্থানীয় কায়স্থগণ যথাবিধি ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। জামিরতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন চক্রবর্ত্তী ও জগন্নাথপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ তলাপাত্র মহাশয়গণ আচার্য্যাদি কার্য্যে বৃত ছিলেন। উপবীতিগণের নাম ধাম :—

১। শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ বসু, ২। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বসু, শ্রীযুক্ত কোকনদচন্দ্র বসু, ৪। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সরকার, ৫। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র সরকার।

তৎপূর্ব্বে জগতলা কেন্দ্রে উপনীত :—১। শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ বসু, ২। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু, ৩। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বসু, ৪। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র, ৫। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র, ৬। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চাকী, সর্ব্বসাকিন ভেড়াকোলা (পাবনা)।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয়ের অক্লান্ত প্রচার-ফলে পাবনা জেলার এতদঞ্চলের কায়স্থ-সংস্কার ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে; এজন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতেছি এবং "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভাকে" আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পাবনা জেলার অধীন বারৈভাগ হইতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দেব বর্ম্মা মহাশয় জানাইয়াছেন :—

বিগত ৩রা অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার পাবনা জেলার পংরৌহাকেন্দ্রে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহাশয়গণ যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী

সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। গাড়াদহনিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত গৌরলাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর চক্রবর্ত্তী, ও শ্রীযুক্ত মাখনলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ এই কেন্দ্রে আচার্য্যাদি কার্য্যে ব্রতী ছিলেন এবং বারৈভাগ হিন্দু-সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে। উপবীতিগণের নাম ধাম :—

পংরৌহা—১। চৌধুরী শ্রীযুক্ত গুরুনাথ (৮০ বর্ষ বৃদ্ধ); কেদারনাথ; ৩। প্রসন্নাথ; ৪। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ; ৫। মোক্তার মহেন্দ্রনাথ; ৬। গজেন্দ্রনাথ বি-এ; ৭। নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি-এল; ৮। জ্যোতীরিন্দ্রনাথ; ৯। দেব শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ; ১০। জিতেন্দ্রনাথ; ১১। সুরেশচন্দ্র; ১২। রতীশচন্দ্র; ১৩। সতীশচন্দ্র; ১৪। প্রিয়নাথ; ১৫। নিবারণচন্দ্র; ১৬। প্রাণেশচন্দ্র, ১৭। ধীরেন্দ্রনাথ; ১৮। নিত্যানন্দ; ১৯। কর—শ্রীযুক্ত রাজকিশোর; ২০। মহেন্দ্রনাথ; ২১। ধীরেন্দ্রনাথ; ২২। কুণ্ড—শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র; ২৩। দেবেন্দ্রনাথ; ২৪। রজনীকান্ত; ২৫। বর্দ্ধন—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ;

নাগরৌহা—২৬। সরকার শ্রীযুক্ত কালীকান্ত; ২৭। প্রসন্নকুমার; ২৮। উমেশচন্দ্র ২৯। জ্যোতীশচন্দ্র; ৩০। সুরেশচন্দ্র।

বাথুরা—৩১। কর—শ্রীযুক্ত তরণীমোহন; ৩২। তারামোহন; ৩৩। আমিন শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার; ৩৪। সুরেন্দ্রনাথ; ৩৫। চন্দ্র—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ; ৩৬। করুণাকান্ত; ৩৭। দেবেন্দ্রনাথ; ৩৮। দ্বিজেন্দ্রনাথ; ৩৯। রজনীকান্ত; ৪০। কালীপদ; ৪১। দত্ত—শ্রীযুক্ত অভয়চরণ; ৪২। দীনেশচন্দ্র; ৪৩। নন্দী—শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র; ৪৪। তফাদার—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র; ৪৫। সুরেশচন্দ্র; ৪৬। শশীভূষণ; ৪৭। শ্রীশচন্দ্র; ৪৮। বিধুভূষণ; ৪৯। দাম—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ।

ভেঙ্গড়া—৫০। ভৌমিক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার; ৫১। কর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ; হাঁস্তপুর—৫২। দত্ত—শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তকুমার।

বাইশরশির জমিদার এষ্টেটের সব ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রসিকলাল দেব বর্ম্মা ভৌমিক মহাশয় জানাইয়াছেন,—

ফরিদপুর জিলান্তর্গত "সদরপুর আর্য্য কায়স্থ-সমিতির সম্পাদক স্বজাতি হিতপরায়ণ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে বিগত ৬ই অগ্রহায়ণ বাইশরশি গ্রামে উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের আলয়ে একটী কেন্দ্র

হইয়া নিম্নলিখিত কায়স্থ মহাশয়গণের যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে। এই উপনয়নযজ্ঞে ব্রাহ্মণদী নিবাসী শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন মজুমদার মহাশয় আচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মজুমদার ও মানিকদহ-নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ফুলহারার (বর্ত্তমান হবিগঞ্জনিবাসী) শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র পাঠক মহাশয়গণ যথাক্রমে তন্ত্রধারক, হোতা, ব্রহ্মা প্রভৃতি কার্য্যে বৃতী ছিলেন। প্রচারক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রের কার্য্য অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে। কেন্দ্রস্থলে বহুগণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যোগেশ বাবুর অমায়িক ব্যবহারে এবং আদর আপ্যায়নে উপস্থিত ব্যক্তিগণ পরম পরিতোষলাভ করিয়াছেন। এই কেন্দ্রের দ্বারা এদিকের কায়স্থসমাজে এক অভূতপূর্ব্ব চেতনার সঞ্চার হইয়াছে: আশা করা যায় অতি সত্বরই এতদাঞ্চলের সমস্ত কায়স্থ ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণে জাতীয় গৌরব বর্দ্ধন করিবেন। উপবীতিগণের নাম ধাম—

চারিরশী ১। সেন—শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র; ২। দত্ত শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন; ৩। হরকান্ত; ৪ রায়—শ্রীযুক্ত অনাথ বন্ধু; ৫। ধীরেন্দ্রনাথ; ৬। অমূল্যকুমার; ৭। গুহ—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার; ৮। সিকদার শ্রীযুক্ত হরিপদ।

আটরশি—৯। ভদ্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার (ডাক্তার); ১০। শান্তিকুমার বি, এ, ১১। দত্ত—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন; ১২। অবনীমোহন; ১৩। দেব শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র; ১৪। সুধীরমোহন।

সত্তররশি—১৫। দেব—শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র; ১৬। প্রমথনাথ; ১৭। প্রফুল্লচন্দ্র; ১৮। নন্দী—শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র।

শ্যামপুর—১৯। ঘোষ—শ্রীযুক্ত দীননাথ; ২০। বিশ্বাস শ্রীযুক্ত রাসবিহারী। চরব্রাহ্মণদী—২১। ঘোষ শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন।

ডাঙ্গারপার—২২। ঘোষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন। চণ্ডিদাসদী—২৩। রাহুত শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ; ২৪। দাস শ্রীমান্ সুধীরকুমার (ফরিদপুরের জজ্ কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল স্বজাতি হিতপরায়ণ স্বর্গীয় দীননাথ দাস বর্ম্মা মহাশয়ের পৌত্র); ২৫। যোগেশচন্দ্র; ২৬। ভুবনেশ্বর; ২৭। পাল শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন (৭৫ বৎসর); ২৮। ঘোষ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ; ২৯। দেবসরকার শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র; ৩০। দেব ভৌমিক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী; ৩১। দেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ; ৩২। দিগেন্দ্রনাথ; ৩৩। দাস সরকার শ্রীযুক্ত হলধর। সমাজ-ইশিবপুর—৩৪। বসু শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন। শাকইরাইল—৩৫। গুহ রায় শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার।

সাহাজিরা (বরিশাল)—৩৬। সেন রায় চৌধুরী শ্রীযুক্ত অনিলরঞ্জন।

পাড়কোলা (পাবনা) হইতে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিশ্বাস বর্ম্মা মহাশয় জানাইতেছেন—

'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার' প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং তত্ত্বাবধানে শ্রীযুক্ত বাবু অখিলনাথ চাকী বর্ম্মা জমিদার মহাশয়ের উদ্যোগে বিগত ১০ই পৌষ শুক্রবার পাবনা জেলার অন্তর্গত পাড়কোলা গ্রামে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চাকী জমিদার মহাশয়ের ভবনে ৺শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-জনার্দ্দন ঠাকুরের প্রাঙ্গণে একটি কায়স্থোপনয়ন-কেন্দ্র হইয়া উক্ত জমিদার মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ অর্দ্ধেন্দুনাথ চাকী এবং স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ চাকী জমিদার মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত অখিলনাথ চাকী মহাশয় সহ স্থানীয় অন্যান্য ও বেতিল গ্রামের কয়েক জনকে লইয়া সর্ব্বসমেত ১২ জন কায়স্থ-সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। এই কার্য্যোপলক্ষে সাহজাদপুরের নিকটস্থ দ্বারিয়াপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্য, গাড়াদহ-নিবাসী শ্রীযুক্ত গৌরলাল চক্রবর্ত্তী তন্ত্রধারক, জামিরতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী হোতা, শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন চক্রবর্ত্তী সদস্য, পাড়কোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত মুকুন্দ চন্দ্র রায় মহাশয় ব্রহ্মা এবং প্রচারক মহাশয় ক্ষত্রিয়াসনে বৃত ছিলেন। আশা করা যায় অতি সত্বর প্রবীণ জমিদার শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য বাবু তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ চাকী মহাশয় সহ উপনীত হইয়া জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

উপবীতিগণের নামধাম—১। শ্রীযুক্ত অখিলনাথ চাকী বর্ম্মা; ২। অর্দ্ধেন্দুনাথ চাকী বর্ম্মা; ৩। হারাণ চন্দ্র দত্ত বর্ম্মা; ৪। অবিনাশচন্দ্র বর্ম্মা; ৫। ডাক্তার দুর্গানাথ সেন বর্ম্মা; ৬। তেজেন্দ্রনাথ সেন বর্ম্মা; ৭। দীনেশচন্দ্র সেন বর্ম্মা; ৮। কালীপ্রসন্ন সিংহ বর্ম্মা; ৯। গোপীমোহন সিংহ বর্ম্মা; ১০। অশ্বিনীকুমার নন্দী বর্ম্মা; ১১। অজিতকুমার নন্দী বন্দী বর্ম্মা, ১২। মণীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা; ১৩। সুরেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা; ১৪। শচীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা; ১৫। পূর্ণচন্দ্র দেব বর্ম্মা; ১৬। সতীশচন্দ্র দেব বর্ম্মা; ১৭। প্রাণগোবিন্দ দেব বর্ম্মা; সর্ব্ব সাকিম পাড়কোলা। ১৮। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দেব বর্ম্মা বিশ্বাস; ১৯। রুক্মিণীকান্ত দেব বর্ম্মা বিশ্বাস; ২০। করুণাকান্ত দেব বর্ম্মা বিশ্বাস; ২১। কিরণ চন্দ্র দেব বর্ম্মা বিশ্বাস সর্ব্বসাকিম বেতিল। ২২। হরেন্দ্রনাথ দাস বর্ম্মা সাকিম পোড়জানা, হালসাং নোহাটা (পাবনা)।

আবদুলাবাদ (ফরিদপুর) কায়স্থ-সভা।

বিগত ৯ই অগ্রহায়ণ, বুধবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত আবদুলাবাদের জমিদার রায় চৌধুরী মহাশয়দিগের ভবনে দেশ মাতার বরেণ্য সন্তান, স্বজাতিহিতৈষী সুবিজ্ঞ অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে কায়স্থ-সভার একটি অধিবেশন হয়। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয় সভার উদ্দেশ্য বিষয় এবং কায়স্থগণের উপনয়ন ও ক্ষত্রিয়োচিত আচার গ্রহণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সুললিত ভাষায় বিবৃত করেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে পরম নৈষ্ঠিক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রভৃতি মহাশয়গণ উপনয়ন-গ্রহণের বৈধতা ও স্ব স্ব পূজাপার্ব্বণ স্বয়ং সম্পাদন করিবার সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন। স্থানীয় কায়স্থগণ মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের অভিমত জানিতে চাহেন। অতঃপর সভাপতি রায় চৌধুরী মহাশয় অতিসত্বর উপনয়ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

কলিকাতার 'গিনিহাউসে' কায়স্থ-সম্মেলন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্যোগে বিগত ২০শে অগ্রহায়ণ (ইং ৬ই ডিসেম্বর) রবিবার, সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় কলিকাতার ১৩১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত বি, সরকার মহাশয়ের উপরোক্ত ভবনের দ্বিতলস্থ সুসজ্জিত সুবিস্তীর্ণ হলে একটী কায়স্থ-সম্মেলন হইয়াছিল। "কায়স্থজাতি ও তাহার বর্ত্তমান অবস্থা"র বিষয় আলোচনার জন্যই এই সভার অনুষ্ঠান হয়। বহু সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-সন্তানে কক্ষটী পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সমাগত কায়স্থগণকে পুষ্পমাল্য দ্বারা অর্চ্চনা করা হয়। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নিম্নে কতিপয় নাম প্রদত্ত হইল :—

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী (ইদিলপুর, ফরিদপুর), শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই-সি-এস্, সি-আই ই, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা রায় চৌধুরী (নিমতিতা, মুর্শীদাবাদ), লেপ্টেনাণ্ট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মৌলিক এম-এস্-সি, বি-এল (পাঁচথুপী, মুর্শীদাবাদ), শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা (অমৃতবাজার), শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি ঘোষ বর্ম্মা এম-এ, বি-এল (ঐ), শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (লক্ষ্মী-নিবাস, বাগবাজার), শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন (বেলিয়াঘাটা), শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা ব্যারিষ্টার (ভবানীপুর),

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু বর্ম্মা এম-এ, বি-এল (অমৃতবাজার), শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী প্রচারক, শ্রীযুক্ত ভগবতী প্রসাদ শ্রীবাস্তব ("কায়স্থ-মিত্রমণ্ডল"), শ্রীযুক্ত অঘোরী নাগেশ্বর প্রসাদ সিংহ (ঐ), মুন্সীরাম দত্তপ্রসাদ (ঐ), জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি-এল (খুলনা), তারাপদ সাহা বর্ম্মা এম-এ (যশোহর), অমৃতলাল সিংহ বর্ম্মা চৌধুরী (ভাণ্ডারা, হুগলী), দুর্গানাথ ঘোষ বর্ম্মা দস্তিদার তত্ত্বভূষণ (ফরিদপুর), মাখনলাল দেববর্ম্মা বিশ্বাস (ঐ), রসিকলাল দেববর্ম্মা (ঐ), নৃপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা রায় চৌধুরী এম-এ (খুলনা), বিনোদলাল দত্ত (ঐ), সুধীরচন্দ্র গুহঠাকুরতা, যতীন্দ্রনাথ বসু বি-এ, ফণীভূষণ ঘোষ এম-এ, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ কালীঘাট), জে-এম গুহরায় (ইটালী), ইন্দুভূষণ সরকার, ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা কাব্যব্যাকরণ-তীর্থ, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, নির্ম্মলপ্রকাশ মিত্র (হাওড়া), এস্-সি-ঘোষ (ঐ), বিভূতিভূষণ সরকার, মন্মথনাথ সরকার, কালীদাস পাল চৌধুরী (ভবানীপুর), নীলমণি মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র মোস্তফী, মণীন্দ্রচন্দ্র গুহ, বৈকুণ্ঠনাথ চন্দ্র, যতীন্দ্রনাথ মুস্তফী, সত্যপ্রসন্ন বসু, নরেন্দ্রনাথ সিংহ, হেমচন্দ্র ঘোষ, বিধুভূষণ ঘোষ চৌধুরী, প্রিয়নাথ ঘোষ, নিরঞ্জনচন্দ্র মিত্র, ক্ষেত্রমোহন দে, শৈলেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, দুর্গাশঙ্কর সরকার, দুলালচন্দ্র রায়, ভুবনেশ্বর বসু (খুলনা), সূর্য্যকুমার ঘোষ, জীবনকৃষ্ণ রায়, ধীরেন্দ্রনাথ রায়, যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন সরকার (বেলঘড়িয়া), অশ্বিনীকুমার দেববর্ম্মা, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, সন্তোষকুমার বসু, আশুতোষ বিশ্বাস, হরিচরণ বসু, সুরেন্দ্রমোহন চৌধুরী, নিরাপদ চৌধুরী, উপেন্দ্রনাথ দেব, চুণীলাল মিত্র (ঢাকুরিয়া), যোগেন্দ্রনাথ বসু, পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস, গিরিজানাথ বিশ্বাস ভূপতিমোহন রায়, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ক্ষীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী পরেশনাথ মজুমদার, মনসাচরণ দত্ত (কড়েয়া রোড) প্রভৃতি।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভায় বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি ইদিলপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভার সদস্য মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই-সি-এস্, সি-আই-ই মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অতঃপর সভাপতি দেববর্ম্মা মহাশয় হৃদয়গ্রাহী ভাষায় সভার উদ্দেশ্য ও তাঁহার বক্তব্য বর্ণনা করেন। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতায় তাঁহার অকৃত্রিম স্বজাতি-প্রীতির পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি কলিকাতার বাহিরে মফঃস্বলে

কায়স্থ-সমাজ-সংস্কার-বিষয়ে আন্দোলনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু কলিকাতা মহানগরীর কায়স্থ অধিবাসীগণের এই আন্দোলন সম্বন্ধে উদাসীন ভাবের জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন, এবং সহরে যাহাতে এই জাতীয় আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে তজ্জন্য যুক্তিযুক্ত কয়েকটী উপায়ের সন্ধান প্রদান করিয়াছিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অগ্নিহোত্রী শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় "কায়স্থ জাতি ও তাহার বর্ত্তমান অবস্থা" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন। সমবেত কায়স্থ মণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উক্ত বহু গবেষণাপূর্ণ এবং সনাতন ধর্ম্মানুমোদিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বক্তাকে বহু সাধুবাদ করিয়াছিলেন।

তৎপরে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু বর্ম্মা এম এ, বি-এল মহাশয় "কায়স্থ জাতির অর্থ নৈতিক সমস্যা" সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কথা বলেন, 'কন্যাদায় ও বরপণ গ্রহণ' সম্বন্ধে কায়স্থ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এই ভীষণ সামাজিক ব্যাধির প্রতীকারের জন্য কায়স্থ মাত্রকেই উদ্বোধিত করেন। কায়স্থ যুবকগণ প্রতিভা সম্পন্ন হইয়াও উদরান্নের সংস্থান করিতে পারেন না এবং সমর্থ, সম্পতিপন্ন ও উচ্চপদ বিভূষিত কায়স্থগণের বঙ্গীয় তরুণ কায়স্থগণের বিষয় একেবারে উদাসীন তাহাও বিশেষ ভাবে বর্ণনা করেন। সকল জাতিই স্ব স্ব জাতির যুবকগণের শিক্ষা, দীক্ষা এবং উন্নতি, প্রতিষ্ঠা ও অর্থোপার্জ্জনের সহায়তা করিয়া থাকেন কিন্তু বাঙ্গলার কায়স্থ জাতি এই খানেই পরমহংস-নীতির পরিচয় দিয়া জাতীয় কর্ত্তব্যের প্রতি উদাসীনতাই দেখাইয়া থাকেন।

অতঃপর নিমন্ত্রিতার স্বনামধন্য এবং সর্ব্বজনপ্রিয় স্বজাতি-বৎসল জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা রায়চৌধুরী মহাশয় এবং ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় সমাগত কায়স্থগণের উদ্দেশ্যে কিছু বলিবার পর সভাপতি মহাশয় কায়স্থ সন্তান মাত্রকেই নিজ জাতির প্রতি কর্ত্তব্য পরায়ণ হইতে এবং দ্বিজাচার পালন করিয়া এবং করাইয়া জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। উপসংহারে গৃহস্বামী সানুজ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সরকার মহাশয়কে আদর-আপ্যায়নের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং এই সভার জন্য বান্ধব বস্ত্রালয়ের' স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মাখনলাল দেব বর্ম্মা বিশ্বাস যে প্রভূত চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। শেষে কায়স্থ-পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত

কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের স্বজাতি-হিতৈষণা এবং অশেষ সদগুণাবলীর উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে উপস্থিত সকলে সানন্দে তাহার সমর্থন করেন। অতঃপর রাত্রি ৮॥০ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

পোতাজিয়া (পাবনা) হইতে শ্রীযুক্ত হিরণচন্দ্র রায় মহাশয় জানাইয়াছেন,—

বিগত ১লা পৌষ বুধবার অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় পাবনা জেলার অন্তর্গত বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের সুপ্রসিদ্ধ সমাজ-স্থান পোতাজিয়া গ্রামে স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র রায় জমিদার মহাশয়ের ভবনে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু নরেশচন্দ্র রায় বি, এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে কায়স্থ সভার একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। সভাস্থলে বহুগণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত মহোদয়গণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ—

শ্রীযুক্ত বিনোদলাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র শর্ম্মা বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর শর্ম্মা বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত কিরন্ময় ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রাণবন্ধু অধিকারী, শ্রীযুক্ত নীরোদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ঢাকা) প্রভৃতি শ্রীযুক্ত রাইচরণ রায় বর্ম্মা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার কার্য্য নির্ব্বাহিক সমিতির সভ্য), শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র রায় বি,এল, জমিদার, শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র রায় শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত হিরণ চন্দ্র রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ রায় শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র চন্দ্র মজুমদার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্ররঞ্জন রায় (পোতাজিয়া—নবরত্ন পাড়া), শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসুন্দর সরকার (বড়পাঙ্গশী, পাবনা) শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রভূষণ মজুমদার (দিলপশার— পাবনা) প্রভৃতি :—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন ও সংস্কার-গ্রহণের আবশ্যকীয়তা সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ এবং সারগর্ভ এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বহুবিধ শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব অবিসংবাদিত রূপে প্রতিপন্ন করেন। অতঃপর অত্র পোতাজিয়া সমাজস্থ কায়স্থবৃন্দ অতিসত্বর সংস্কার গ্রহণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। উক্ত সভাতে উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলী বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

এই সভা শ্রীযুক্ত বাবু নরেশচন্দ্র রায় বি-এল, জমিদার এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ রায় ও পাবনা-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাইচরণ রায় বর্ম্মা মহোদয়গণের বিশেষ উদ্যোগে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তজ্জন্য ইহারা প্রত্যেকেই ধন্যবাদার্হ।

অতঃপর রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সুযোগ্য প্রচারক মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভা ভঙ্গ করা হয়।

ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ

(১)

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার শাখাসভা "সদরপুর আর্য্যকায়স্থ-সমিতি"র সহ-যোগিতায় বিগত ২৯শে আশ্বিন, ফরিদপুর জেলার চারিরসি গ্রামে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র-মোহন গুহ বর্ম্মা এম-এ (সবডেপুটী) মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ৺বীণাপাণি দেবীর আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়াছে।

(২)

বিগত ২রা কার্ত্তিক পাবনা জেলার অধীন পুঠীয়া গ্রামে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চাকী বর্ম্মা মহাশয়ের মাতৃদেবীর আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

(৩)

বিগত ২৩শে কার্ত্তিক ফরিদপুর জেলান্তর্গত রামনগর গ্রামে ৺রামদয়াল ভৌমিক মহাশয়ের আদ্যকৃত্য তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রসিকলাল দেব বর্ম্মা ভৌমিক মহাশয় কর্ত্তৃক যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়াছে। দানাদিকার্য্য ও বৃষোৎসর্গ এবং আদ্য একোদিষ্ট যথারীতি দ্বিজোচিত বিধানে বেদমন্ত্রোচ্চারণে অন্নের পিণ্ড দ্বারা সুনির্ব্বাহ হইয়াছিল। ভৌমিক মহাশয়ের গুরুপুত্র স্বগ্রাম-বাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং পুরোহিত মহাশয়গণ শ্রাদ্ধে যোগদান করতঃ তাঁহাদিগের স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছেন। বৈদিক পুরোহিত নয়াকান্দী নিবাসী পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিদ্যারত্ন, ব্রাহ্মন্দী নিবাসী শ্রীযুক্ত কালী-প্রসন্ন মজুমদার, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায়, চারিরসি নিবাসী শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মাণিকদহের শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় এবং হরিগঞ্জের শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র পাঠক প্রমুখ মহাশয়গণ হোতৃ প্রভৃতির কার্য্যে বৃত ছিলেন। এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে রামনগর, কুঞ্জনগর, গোপাল-পুর, কৃষ্ণপুর, গৌরচর প্রভৃতি গ্রামের সমস্ত স্বজাতি ও অন্যান্য জাতীয় বহুসংখ্যক ব্যক্তি পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়াছেন।

(৪)

অনুপনীত কর্ত্তৃক ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ

বিগত ৪ঠা কার্ত্তিক নূতন বাকৃসোয়া (পাবনা) নিবাসী অনুপনীত কায়স্থ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় কর্ত্তব্যবোধে অনুপ্রণীত হইয়া তদীয় জননী স্বর্গীয়া সুখদাসুন্দরী দেবীর আদ্যকৃত্য যথাশাস্ত্র ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন।

(৫)

ইদিলপুর-কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী মহাশয় জানাইয়াছেন,—

ইদিলপুর (ফরিদপুর) সমাজের বিনটীয়া গ্রাম-নিবাসী ৺বিহারীলাল ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী মহাশয় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া প্রায় ৬২ বৎসর বয়সে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন, এবং পুরুষসিংহের ন্যায় সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ক্ষত্রিয়াচারে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন।

উক্ত চৌধুরী মহাশয় গত ১৮ই কার্ত্তিক বুধবার মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ দেবেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী বি-এল ঢাকাতে নিজ বাসায় গত ৩০শে কার্ত্তিক ত্রয়োদশাহে তদীয় পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ কার্য্য সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

(৬)

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে যশোহর জেলার দাসদর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিমলকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের মাতৃদেবীর চন্দনধেনু শ্রাদ্ধ ও ষোড়শ দানাদি যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়াছে। প্রায় পাঁচ শতের অধিক ব্যক্তিকে এবং দ্বিশত পরিমাণ কাঙ্গালীকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছে।

(৭)

মাধবপুর (যশোহর) হইতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ মিত্রবর্ম্মা মহাশয় জানাইয়াছেন,—

জেলা যশোহরের "মাধবপুর কায়স্থ-সম্মিলনীর" সম্পাদক ও স্বেচ্ছাপ্রচারক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সিংহ বর্ম্মা মহাশয়ের গত বৎসর পিতৃবিয়োগ হয়; সেই সময় তিনি সকল পরিজন সহ বসন্তরোগে আক্রান্ত হওয়ায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ না করিতে পারায়, গত ২৭শে অগ্রহায়ণ তারিখে তদীয় অনুজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ বর্ম্মা এম এ, মহাশয় সহ তাঁহার পুরোহিত শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পৌরোহিত্যে তাঁহাদিগের পিতৃদেবের সাম্বৎসারিক শ্রাদ্ধ যথারীতি দ্বিজাচারে অন্নের পিণ্ডাদিসহ সম্পাদন করিয়াছেন।

(৮)

বিগত ৯ই পৌষ বৃহস্পতিবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত দোলকুণ্ডী-নিবাসী শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা প্রচারক মহাশয় তদীয় জেঠাইমাতা ৺স্বর্ণময়ী দেবীর (ভূতপূর্ব্ব

এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার স্বর্গীয় রায় বাহাদুর দুর্গাদাস ধর বর্ম্মা মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী) শ্রাদ্ধক্রিয়া ত্রয়োদশাহে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয় রীত্যনুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন।

অতি সংকীর্ণ সময়ে সংবাদ পাইয়া প্রচারক মহাশয় তাঁহার প্রচার-ক্ষেত্র পাবনা জেলায় সুবিশ্রুত সরিৎশ্রেষ্ঠ করতোয়াতটে এই শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পাদন করেন; সাহজাদপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুরোহিতের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

(৯)

বিগত ১৫ই পৌষ ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর সবডিভিসনের অন্তর্গত বান্ধব-দৌলতপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের পত্নীর আদ্য কৃত্য ও চন্দনধেনু শ্রাদ্ধ যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়াছে, সমাজ ইশিবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং মাদারিপুরের সুপ্রসিদ্ধ পাঠক-বংশীয় (বৈদিক) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাঠক মহাশয়গণ পুরোহিতের কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়া কার্য্যটী সুসম্পাদিত করিয়াছেন।

(১০)

অনুপনীত কর্ত্তৃক ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ

বিগত ৯ই পৌষ বাকাই (বরিশাল) নিবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু (পুলিশ সব্‌ইন্‌সপেক্টর) মহাশয় তদীয় জননী ৺মনোমোহিনী দেবীর আদ্যকৃত্য কলিকাতায় গঙ্গাতীরে যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বৃষোৎসর্গ, ষোড়শদান এবং বহু স্বজাতি ও ব্রাহ্মণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছেন। অশ্বিনীবাবু নানাকারণে এপর্য্যন্ত উপনীত হইতে না পারিলেও যথাশাস্ত্র ত্রয়োদশাহে মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়া সৎসাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য স্বজাতি-হিতপরায়ণ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেব বর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে এবং তত্ত্বাবধানে এই কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। ফরিদপুর জেলার অধীন শিরুয়াইল নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী (বৈদিক) মহাশয় পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছিলেন।

কায়স্থ-পত্রিকা

২৫শ বর্ষ } মাঘ—১৩৩২ { ১০ম, সংখ্যা

বিবেক-বাণী।*

যাহারা যুদ্ধে যায় তাহাদিগকে মাতাইবার জন্য "ব্যাণ্ড" বাজে, এই জন্য সৈন্য-দলের সহিত একদল ব্যাণ্ডের প্রয়োজন। তেমনি একটা জাতিকে জাগাইবার ও মাতাইবার জন্য স্বদেশপ্রেমিক কর্ম্মবীরের প্রয়োজন। সৌভাগ্য ক্রমে গত শতাব্দীতে আমাদের দেশে অনেক কর্ম্মবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁরা দেশের লোককে জাগাইয়াছেন, মাতাইয়াছেন, আনন্দ দিয়াছেন। ইহাঁদের উদ্দীপনাময় বাক্যে ভারতমাতার নব জাগরণের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে।

ইহাঁদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রেষ্ঠতম।

সারা বাঙ্গালা খুঁজিয়া এমন কোন লোক পাইবে না, যিনি স্বামী বিবেকানন্দের নাম শুনেন নাই। কেবল বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে এবং ইউরোপ, আমেরিকা মহাদেশেও ইহাঁর যশোগাথা প্রকীর্ত্তিতা। কি গুণে ইনি এত বড় হইয়াছিলেন, ইহাঁর চরিত্রালোচনায় সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িয়া থাকে। অনেকে জানেন, বিবেকানন্দ—একজন বড় বৈদান্তিক পণ্ডিত ও বক্তা মাত্র; কিন্তু কেবল বিদ্যাবত্তা ও বাগ্মিতাই ইহাঁর চরিত্রের যথেষ্ট পরিচায়ক নহে। ইহাঁর প্রতিভা, অধ্যবসায়, আত্মনির্ভরতা, নির্ভীকতা, একনিষ্ঠতা, স্বাধীন-চিত্ততা এবং স্বদেশপ্রিয়তা অসাধারণ। ইহাঁর ন্যায় বহুগুণসম্পন্ন ব্যক্তি সকল দেশে সকল সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না! এত গুণের অধিকারী ছিলেন বলিয়াই তিনি মাত্র আত্ম-চেষ্টায় এত উন্নতি লাভ করিয়াছেন। পরন্তু কেবল আপনার

* ব্যাটিয়া বিবেকানন্দ ছাত্র-সঙ্ঘের (১৯২৬) ১০ই জানুয়ারীর বার্ষিক উৎসবে পঠিত।

উন্নতি নহে, আপনার দেশের লোকেরও উন্নতি-চেষ্টা যথেষ্ট করিয়াছেন এবং তাঁহার সে চেষ্টা অনেকাংশে ফলবতী হইয়াছে।

কবি বলিয়াছেন,—

"তরবশ্চাপি জীবন্তি, জীবন্তি পশুপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি।" অর্থাৎ,

তরুরাও বাঁচে, পশু পক্ষীও বাঁচে; কিন্তু তিনিই যথার্থ বাঁচেন, যিনি মননের দ্বারা বাঁচেন—এই শেষ প্রকারের বাঁচা কেবল মানুষই বাঁচিতে পারে। কিন্তু অধিকারী হইলেও লক্ষে একজন মানুষও এ পথের পথিক হয় না। সাধারণ মানুষ জন্ম লাভ করিয়া অন্ন-চিন্তা, অর্থোপার্জ্জন এবং সন্তানোৎপাদন করে—চিরকাল সকলে যে পথে চলিয়াছে, সেই পথে যাতায়াত করে। ইহাদিগকে আমরা নিত্য রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে নানা বেশে ছুটাছুটি করিতে দেখিতে পাই। ইহারা এই স্থূল জগতের স্থূল ভাবের ভাবুক; তাঁহারা বেশী কিছু জানে না, জানিতে চাহেও না। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহার সংখ্যায় কম। তাঁহারা এই স্থূল জগতের জীব হইয়াও ভাব-রাজ্যের অধিবাসী। বাস্তবে তাহারা তৃপ্ত নহেন। তাঁহারা তাঁহাদের মানসী প্রতিমার আদর্শে মানব-সমাজকে গড়িয়া তুলিবার জন্য জীবন-মন অর্পণ করেন। এই আদর্শ ই বুদ্ধদেবে "নির্ব্বাণ"-রূপে এবং যীশু খৃষ্টে "Kingdom of Heaven" অর্থাৎ, 'স্বর্গ-রাজ্য'-রূপে দেখা দিয়াছিল। ত্যাগ ইহাঁদের ধর্ম্ম এবং প্রেয়ঃকে শ্রেয়ঃর চরণে বলি দিয়া ইহাঁরা প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ এইরূপেই দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

আমরা স্বামিজীকে একজন সমাজ-সংস্কারক বলিয়া জানি। তিনি বলিতেছেন, "সংস্কারকগণকে আমি বলিতে চাই, তাঁহারা একটু আধটু সংস্কার করিতে চান, আমি চাই আমূল-সংস্কার। আমাদের প্রভেদ কেবল সংস্কার-প্রণালীতে নয়—তাঁহাদের প্রণালী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলা, আমার সংগঠন। আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নহি—আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। আমি নিজেকে ঈশ্বরের স্থানে বসাইয়া, সমাজকে "এদিকে তোমাকে চলিতে হইবে, ওদিকে নয়," বলিয়া আদেশ করিতে সাহস করি না। আমি শুধু সেই কাঠবিড়ালের মত হইতে চাই, যে রামচন্দ্রের সেতু-বন্ধনের সময় তাহার যথাসাধ্য এক অঞ্জলি বালুকা বহন করিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিল—ইহাই আমার ভাব।" "গত শতাব্দীতে যে সকল সংস্কারের জন্য আন্দোলন হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই পোষাকী ধরণের। এই সংস্কার চেষ্টাগুলি কেবল প্রথম দুই বর্ণকে স্পর্শ করে,

অন্য বর্ণকে নহে। বিধবা-বিবাহ-আন্দোলনে শত করা ৭০ জন ভারতীয় রমণীর কোন স্বার্থই নাই। আর এতদ্বিধ সকল আন্দোলনই সর্ব্বসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া যে সকল ভারতীয় উচ্চ বর্ণ শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই জন্য। তাঁহারা নিজেদের ঘর সাফ করিতে এবং বৈদেশিকগণের নিকট আপনাদিগকে সুন্দর দেখাইতে কিছুমাত্র চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। ইহাকে ত 'সংস্কার বলা যাইতে পারে না। সংস্কার করিতে হইলে, উপর উপর দেখিলে চলিবে না, ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে, মূলদেশ পর্য্যন্ত যাইতে হইবে।" (মাদ্রাজের ভিক্টোরিয়া-হলে প্রদত্ত "আমার সমরনীতি" শীর্ষক বক্তৃতা) আবার "সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার বাহিরের চেষ্টা দ্বারা হইবে না, মনের উপর কার্য্য করিতে হইবে। আমরা যতই লম্বা লম্বা কথা আওড়াই না কেন, বুঝিতে হইবে, সমাজের দোষ সংশোধন করিতে হইলে প্রত্যক্ষভাবে উহার চেষ্টা না করিয়া শিক্ষাদানের দ্বারা পরোক্ষভাবে উহার চেষ্টা করিতে হইবে।" (ঐ)

স্বামিজী বলিয়াছেন, "তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আত্মার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, তাই ধর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা দেহকে যত প্রকার বন্ধনের মধ্যে ফেলিলেন, কাজে কাজেই সমাজের বিকাশ হইল না। পাশ্চাত্য দেশে ঠিক ইহার বিপরীত—সমাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা, ধর্ম্মে কিছুমাত্র নাই। ইহার ফলে তথায় ধর্ম্ম নিতান্ত অপরিণত ও সমাজ সুন্দর উন্নত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" (পত্রাবলী ২য় ভাগ) আমাদের সমাজের দুইটী প্রধান দোষ দেখাইয়াছেন, বলিয়াছেন, "ভারতের দুই মহাপাপ—মেয়েদের পায়ে দলান, আর 'জাতি জাতি ক'রে' গরীবগুলোকে পিষে ফেলা।" (পত্রাবলী ৩য় ভাগ) "এদেশে এখন সেই চাতুর্ব্বর্ণ্য কোথায়? আমার কথার উত্তর দাও। আমি ত চাতুর্ব্বর্ণ্য দেখিতে পাইতেছি না। যেমন কথায় বলে, 'মাথা নেই তার মাথা ব্যথা,' এখানে তোমাদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-প্রচারের চেষ্টাও তদ্রূপ। এখানে ত চারি বর্ণ নাই; এখানে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র জাতি দেখিতেছি। যদি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি থাকে, তবে তাহারা কোথায় এবং হিন্দুধর্ম্মের নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণগণ কেন তাঁহাদিগকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া বেদ পাঠ করিতে আদেশ না করেন? আর যদি এদেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্য না থাকে, যদি কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্রই থাকে, তবে শাস্ত্রানুসারে যে দেশে কেবল শূদ্রের বাস, এমন দেশে ব্রাহ্মণের বাস করা উচিত নয়। অতএব তোমাদের এখনই তল্পিতল্পা বাঁধিয়া এদেশ হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত।" (সর্ব্বাবয়ব বেদান্ত" শীর্ষক বক্তৃতা) এই জাতি-ভেদ-সমস্যার তিনি

একটা মনোহর মীমাংসা দিয়াছেন। স্বামীজি বলিয়াছেন, "আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই, প্রথমে পৃথিবীর সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, ক্রমে যতই তাঁহাদের অবনতি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন, আবার যখন যুগচক্র ঘুরিয়া সেই সত্যযুগের অভ্যুদয় হইবে, তখন আবার সকলে ব্রাহ্মণ হইবেন...... সুতরাং উচ্চ বর্ণকে নিম্ন করিয়া, আহারে-বিহারে যথেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়া, কিঞ্চিৎ ভোগ-সুখের জন্য স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া জাতিভেদ সমস্যার মীমাংসা হইবে না। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যদি বৈদান্তিক ধর্ম্মের নিদেশ পালন করে, প্রত্যেকেই যদি ধার্ম্মিক হইবার চেষ্টা করে, প্রত্যেকেই যদি আদর্শ ব্রাহ্মণ হয়, তবেই এই জাতিভেদ-সমস্যার মীমাংসা হইবে।...... বেদান্তের এই আদর্শ যে শুধু ভারতেই খাটিবে, তাহা নহে, সমগ্র জগৎকে এই আদর্শ অনুযায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের জাতিভেদের ইহাই লক্ষ্য—ইহার উদ্দেশ্য—ধীরে ধীরে সমগ্র মানবজাতি যাহাতে আদর্শ ধার্ম্মিক অর্থাৎ ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, শান্তি, উপাসনা ও ধ্যান পরায়ণ হয়। এই আদর্শ অবলম্বন করিলেই মানবজাতি ক্রমশঃ ঈশ্বর-সাযুজ্য লাভ করিতে পারে।" (কুম্ভ-কোণম্ বক্তৃতা)

আমাদের দেশে স্ত্রীজাতির দুরবস্থা দেখে তিনি যে তীব্র কশাঘাত করেছেন, তা উপযুক্তই হয়েছে। "৮ বৎসরের মেয়ের সঙ্গে ৩০ বৎসরের পুরুষের বে দিয়ে মেয়ের মা বাপ আহ্লাদে আটখানা। ৬ বৎসরের মেয়ের গর্ভাধানের যাঁরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের কোন্ দেশী ধর্ম্ম?" (পত্রাবলী, ২য় ভাগ)

আমার মেয়ের ১১ বৎসরে বে না দিলে খারাপ হয়ে যাবে! আমরা কি মানুষ বাবাজি?" (পত্রাবলী, ১ম ভাগ) প্রাণের কথা ভাষায় গাঁথিয়া বলিয়াছেন, "শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে।" (পত্রাবলীর ৩য় ভাগ) "আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহাহেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।" (পত্রাবলী, ১ম ভাগ)

সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে স্বামীজীর মত অতীব সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। "ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হ'য়ে ভীমরতি ধরেছে—তোমাদের দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাত যায়!! এই হাজার বছরের ক্রম-বর্দ্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ব'সে আছ—এস মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত থেকে

বেরিয়ে এসে, বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে।" (পত্রাবলী, ১ম ভাগ)

আমাদের সমাজে ত্যাগ, প্রেম প্রভৃতি বড় বড় কথা এখন কেবল জড়ত্বের আত্মপ্রতারণার বিফল প্রয়াসে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহা তিনি পরিষ্কাররূপে দেখাইয়াছেন। "আহা! আমাদের বিধবাগুলি কি নিঃস্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত, এমন রীতি কি হয়!! আহা!! বাল্য বিবাহ কি মধুর!! সে স্ত্রীপুরুষে ভালবাসা না হয়ে কি যায়! এই বলে নাকে কান্নার এক ধুয়া উঠেছে। আর পুরুষদের বেলা, অর্থাৎ, যাদের হাতে চাবুক, তাঁহাদের বেলা, ত্যাগের কিছুই দরকার নেই। সেবা-ধর্ম্মের চেয়ে কি ধর্ম্ম আছে? কিন্তু সেটা বামুন ঠাকুরের বেলা নহে, তোমরাই কর।" (পত্রাবলী, ১ম ভাগ)

শুধু ইহাই নহে। আমাদের এই দেশে এই বেদান্তের জন্মভূমিতে, সাধারণ লোককে শত শত শতাব্দী ধরিয়া মায়াচক্রে ফেলিয়া অবনত ভাবাপন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহাদের স্পর্শে অশুচি, তোমার সঙ্গে বসিলে অশুচি। তাহাদিগকে বলা হইতেছে, "নৈরাশ্যের অন্ধকারে তোদের জন্ম, থাক তোরা চিরকাল এই নৈরাশ্যের অন্ধকারে।" আর তাহার ফল এই হইতেছে যে, তাহারা ক্রমাগত ডুবিতেছে, গভীর অন্ধকার হইতে আরও গভীর অন্ধকারে ডুবিতেছে। তাই বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, "সাধু সন্ন্যাসী আর ব্রাহ্মণ (তথা-কথিত) দেশটা উৎসন্ন দিয়েছে। দেহি দেহি, চুরি, বদ্‌মাসি—এরা আবার ধর্ম্মের প্রচারক! পয়সা নেবে, সর্ব্বনাশ কর্‌বে, আবার বলে 'ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা'—আর কাজ ত ভারি! আলুতে বেগুনে যদি ঠেকা ঠেকি হয়, তা হলে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে? ১৪ বার হাতে মাটী না করিলে ১৪ পুরুষ নরকে যায় কি ২৪ পুরুষ—এই সকল দুরূহ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কর্‌ছেন আজ দুহাজার বৎসর ধরে।" "হিন্দুর (এখনকার) ধর্ম্ম বেদে নেই পুরাণে নেই, ভক্তিতে নেই মুক্তিতে নেই—ধর্ম্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়ীতে। (এখনকার) হিন্দুধর্ম্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়—ছুঁৎমার্গ, আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা, বাস্। এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে প'ড়ে প্রাণ খুইও না। 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু' কেবল পুঁথিতেই থাক্‌বে নাকি? যারা এক টুক্‌রা রুটী গরীবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দিবে? যারা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায়, তারা আবার অপরের কি পবিত্র করবে?" (পত্রাবলী, ২য় ভাগ)

বাস্তবিক, যদি ভারতকে এক অখণ্ড জাতি বলিয়া জগতে পরিচয় দিতে হয়,

তাঁহা হইলে দেশের নিম্ন ও পতিত শ্রেণীদের উন্নত করিতে হইবে। "আমাদের নিম্নশ্রেণীদের জন্য কর্ত্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া। তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যে, এই সংসারে তোমরাও মানুষ, তোমরাও চেষ্টা করিলে আপনাদের সব রকম উন্নতি বিধান করিতে পার। এখন তাহারা এই ভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে······তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহারাও মানুষ। তাহাদিগকে ভাব দিতে হইবে। তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা জগতে কোথায় কি হইতেছে—জানিতে পারে।" (পত্রাবলী, ১ম ভাগ)

কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। কারণ,—"তোমরা এক্ষণে যে শিক্ষা লাভ করিতেছে, তাহার কতকগুলি গুণ আছে বটে, কিন্তু উহার আবার কতকগুলি বিশেষ দোষও আছে—আর এই দোষ এত বেশী যে, গুণভাগ উহাতে ডুবিয়া যায়। প্রথমতঃ ঐ শিক্ষায় মানুষ প্রস্তুত হয় না—এ শিক্ষা সম্পূর্ণ অনস্তিভাবপূর্ণ। বালক স্কুলে গেল, সে প্রথম শিখিল—তাহার বাপ একটা মূর্খ, দ্বিতীয়তঃ তাহার পিতামহ একটা পাগল, তৃতীয়তঃ প্রাচীন আচার্য্যগণ সব ভণ্ড, আর চতুর্থতঃ শাস্ত্র সব মিথ্যা! ষোল বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই সে একটা প্রাণহীন মেরুদণ্ডহীন না-এর সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়!···মাথায় কতকগুলো ভাব ঢুকাইয়া সারাজীবন হজম হইল না—অসম্বদ্ধ ভাবে মাথায় ঘুরিতে লাগিল—ইহাকে শিক্ষা বলে না। আমাদিগকে বিভিন্ন ভাবসমূহকে এমন ভাবে আপনার করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে আমাদের জীবন গঠিত হয়, যাহাতে মানুষ প্রস্তুত হয়, চরিত্র গঠিত হয়।······সুতরাং আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত যে, আমাদের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা আমাদের নিজেদের হাতে লইতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব, জাতীয়ভাবে ঐ শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে।" (মাদ্রাজে প্রদত্ত "ভারতের ভবিষ্যৎ" শীর্ষক বক্তৃতা)

বর্ত্তমানের হিন্দু-মুসলমানের মিলন কি ভাবে ঘটিতে পারে স্বামীজী তাহারও ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"কর্ম্মপরিণত বেদান্ত, যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তাহার প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে—তাহা হিন্দুগণের মধ্যে সার্ব্বজনীন ভাবে পুষ্ট হইতে এখনও বাকী আছে। পক্ষান্তরে, আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, যদি কোন যুগে কোন ধর্ম্মাবলম্বীগণ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ্যরূপে এই সাম্যের সমীপবর্ত্তী হইয়া থাকেন, তবে একমাত্র ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বীগণই এই গৌরবের অধিকারী ·····এই হেতু আমাদের দৃঢ় ধারণা যে,······আমাদের মাতৃভুমির পক্ষে হিন্দু ও ইস্লাম ধর্ম্ম

রূপ এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইস্লামীয় দেহ একমাত্র আশা।······আমার মাতৃভূমি যেন ইস্লামীয় দেহ এবং বৈদান্তিক হৃদয়রূপ এই দ্বিবিধ আদর্শের বিকাশ করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়েন।" (পত্রাবলী, ৩য় ভাগ)

জগতের কোন জাতি জগতের অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজের উন্নতিসাধন করিতে পারে না। জগতের বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে পরস্পরের প্রতি স্নেহের সম্বন্ধ—আদান-প্রদানের সম্বন্ধ থাকা উচিত। সেজন্য—বাহিরের সকলটাই মন্দ, এবং ঘরের সবটাই ভাল—এ ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে কায কর্‌লে—আমাদের নিজেকে নিজে গণ্ডী দেওয়াই হয়—এ ভাবটা জাতির উন্নতির উপায় নয়—বরং অবনতির সহায়ক। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে মিলনই বাঞ্ছনীয়—দ্বেষাদ্বেষ বা বর্জ্জন-নীতি জাতীয় উন্নতির সহায়ক নহে। এ সম্বন্ধে স্বামিজী বলিয়াছেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস—কোন ব্যক্তি বা জাতি অপর জাতি হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ পৃথক্ রাখিয়া বাঁচিতে পারে না। আর যেখানেই শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্রতা বা নীতি-সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেই যে জাতি আপনাকে পৃথক্ রাখিয়াছে, তাহারই পক্ষে ফল অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে। আমার মনে হয়—ভারতের পতন ও অবনতির এক প্রধান কারণ—এই জাতির চারিদিকে আচারের বেড়া দেওয়া। প্রাচীনকালে এই আচারের উদ্দেশ্য ছিল—হিন্দুরা যেন পার্শ্ববর্ত্তী বৌদ্ধজাতিদের সংস্পর্শে না আসে। ইহার ভিত্তি—অপরের প্রতি ঘৃণা······আদান প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম; আর ভারতকে আবার যদি উঠিতে হয়, তবে তাহাকে নিজ ঐশ্বর্য্য বাহির করিয়া, পৃথিবীর সমুদয় জাতির ভিতর অবিচারিত ভাবে ছড়াইয়া দিতেই হইবে। বিস্তারই জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু; প্রেমই জীবন, দ্বেষই মৃত্যু।" (পত্রাবলী, ২য় ভাগ) অন্যত্র বলিয়াছেন—"বীজ মাটীতে পুঁতিলে উহা মৃত্তিকা, বায়ু ও জল হইতে রস সংগ্রহ করে বটে, কিন্তু উহা যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়—তখন কি উহা মাটি, জল বা বায়ুর আকার ধারণ করে? না, উহা তাহা করে না। উহা মৃত্তিকাদি হইতে উহার প্রয়োজনীয় সারাংশ গ্রহণ করিয়া নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী একটী বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়। তোমরাও এইরূপ কর। অবশ্য অপরের নিকট হইতে আমাদের যথেষ্ট শিখিবার আছে। যে শিখিতে চায় না, সে ত পূর্ব্বেই মরিয়াছে। মনু বলিয়াছেন—"নীচ ব্যক্তির সেবা করিয়া তাহার নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠ বিদ্যা করিবে। হীন চণ্ডালের নিকট

হইতেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে, ইত্যাদি।" (লাহোর প্রদত্ত "হিন্দুধর্ম্মের অসাধারণ ভিত্তিসমূহ" নির্বক বক্তৃতা) কিন্তু তাই বলিয়া "অপরের অনুকরণ—সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে। আমি আপনাকে রাজার বেশে ভূষিত করিতে পারি—তাহাতেই কি আমি রাজা হইব? সিংহ চর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ কখন সিংহ হয় না। অনুকরণ—হীন কাপুরুষের ন্যায় অনুকরণ—কখনই উন্নতির কারণ হয় না। বরং উহা মানবের ঘোর অধঃপাতের চিহ্ন।" (ঐ) বাস্তবিক, একপক্ষ যদি চিরকালই ভিক্ষা করিতে থাকে, তবে তাহাদের মধ্যে পরস্পর কিরূপে বন্ধুত্ব হইবে। তাই স্বামিজী আমাদিগকে, ভিক্ষুকবেশে নয়, ধর্ম্মাচার্য্যরূপে ইউরোপ ও আমেরিকা যাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন।

'অহিংসা' সম্বন্ধে আজ কাল অনেক কথা শোনা যাচ্ছে। স্বামিজী বলিয়াছেন—"অহিংসা ঠিক, নির্বৈর বড় কথা। কথা ত বেশ, তবে শাস্ত্র বল্‌ছেন 'তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি ফিরিয়ে না দাও, তুমি পাপ কর্‌বে। আততায়িনং উদ্যন্তং ইত্যাদি, হত্যা কর্‌তে এসেছে, এমন ব্রহ্মবধেও পাপ নেই, মনু বল্‌ছেন। এ সত্য কথা, এটী ভোলবার কথা নয়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, বীর্য্য প্রকাশ কর—সাম, দান ভেদ, দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্ম্মিক। আর ঝাঁটা লাথি খেয়ে, চুপটি করে, ঘৃণিত জীবন যাপন কর্‌লে, ইহকালে নরক ভোগ পরকালেও তাই। এইটা শাস্ত্রের মত। সত্য, সত্য, পরম সত্য—স্বধর্ম্ম কর হে বাপু। অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে। তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তে হবে।" (পত্রাবলী, ৩য় ভাগ)

নিজ গুরুভাইগণকে স্বামিজী যে সকল কথা উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা মহাত্মা গান্ধীর ভক্তগণ পালন করিলে দেশের যথেষ্ট উপকার হয়। তিনি বলিয়াছেন—"Do not insist upon everybody's believing in our Guru." (পত্রাবলী, ২য় ভাগ) "পরমহংসদেব আমার গুরু ছিলেন, আমি তাঁহাকে যাই ভাবি, দুনিয়া তা' ভাব্‌বে কেন? এবং সেইটে চাপাচাপি কর্‌লে সব ফেঁসে যাবে।" (ঐ) "The masses will have the person, the higher ones the principle; we want both. But principles are universal, not persons. Therefore stick to principles." (পত্রাবলী, ৩য় ভাগ)।

রাজনীতি সম্বন্ধে স্বামিজীর মত খুব স্পষ্ট ও নির্ভীক—"খালি আমাদের হাতে রাজ্য-শাসনের ভার দাও' বল্লে কি চলে? কেবা শুন্‌ছে ওদের কথা!! মানুষ কাজ যদি করে—তাকে কি আর মুখ ফুটে বল্‌তে হয়? তোমাদের মত যদি দুহাজার লোক জেলায় জেলায় কাজ করে—ইংরেজরা ডেকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা কর্‌বে যে" !!! (পত্রাবলী, ২য় ভাগ) অন্যত্র বলিয়াছেন, "যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোন মতেই স্বাধীনতার উপযুক্ত নয়।" রবীন্দ্র নাথ তাঁহার "Nationalism" নামক গ্রন্থে এই কথাই বলিয়াছেন—"It is impossible to build the political miracle of freedom on the quick-sand of social slavery."

রাজনীতি-চর্চ্চা যে দেশ-সেবার প্রধান উপায় তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। ভারতে এখন কোটি কোটি লোক আছে, যাহারা রাজনীতির ছায়া মাত্র দেখে নাই—এই ভীষণ জীবন সংগ্রামের দিনে, তাহারা যদি বাঁচিয়া উঠিতে না পারে, তবে রাজনীতি চর্চ্চা কার জন্য? এই অসংখ্য নরনারীর জীবনে অরুণালোকের বিচিত্র রেখা প্রতিফলিত হয় নাই; দুঃখে ও দারিদ্র্যে তাহারা মৃতের মত পড়িয়া আছে; তাহাদের নিকট রাজনীতি তুচ্ছ—তাহাদের চিরশুষ্ক অন্তরে আশার বাণী ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। স্বামীজীর মত মহানুভব ব্যক্তির দৃষ্টি সেই দারিদ্র্য-শীর্ণ বেদনাতুর ভারতবর্ষের দিকে পড়িল; দরিদ্র-নারায়ণের দুঃখ মোচন করাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইল।

দেশের অনন্ত অভাব ও অশেষ দুঃখ তাঁহাকে পাগল করিয়াছিল। তাই তিনি নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া দেশের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন।

ভাবী ভারতের যে উজ্জ্বল চিত্র তিনি মানস-পটে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবে পরিণত করা এক জীবনের কর্ম্ম নহে; পরন্তু সেই বাঞ্ছিত সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে শত সাধকের শতাব্দীব্যাপী সাধনার প্রয়োজন—এই বুঝিয়া বিবেকানন্দ সমষ্টি প্রস্তুত করিবার জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়া ভারতের অন্যান্য কর্ম্মবীরের সহিত একযোগে "রামকৃষ্ণ মিসন" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

আমাদের জাতের যে একটা মস্ত বড় mental imbecility এসে পড়েছে তা' তিনি বুঝে, ক্ষোভের সহিত বলেছিলেন—"আমাদের জাতের কোন ভরসা নেই। কোন একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মাথায় আসে না,—সেই ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে সকলে পড়ে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন; আর আষাঢ়ে গপ্পি গপ্পির আর সীমাসীমান্ত নেই।

হরে হরে—বলি একটা কিছু করে দেখাও যে, তোমরা কিছু অসাধারণ—খালি পাগ্‌লামি! আজ ঘণ্টা হল, কাল তার উপর ভেঁপু হল, পরশু তার উপর চামর হল—আজ খাট হল, কাল খাটের ঠেঙ্গে রূপা বাঁধান হল, আর লোকে খিচুড়ি খেলে—আর লোকের কাছে আষাঢ়ে গল্প ২০০০০ মারা হ'ল,—চক্রগদাপদ্মশঙ্খ আর শঙ্খগদাপদ্মচক্র ইত্যাদি, একেই ইংরাজীতে বলে imbecility—যাদের মাথায় ঐ রকম বেল্কমো ছাড়া আর কিছু আসে না, তাদের নাম imbecile—ঘণ্টা ডাইনে বাজাবে না বাঁয়ে, চন্দনের টিপ্ মাথায়, কি কোথায় পরা যায়—পিদ্দীম দুবার ঘুর্‌বে বা চারবার, ঐ নিয়ে যাদের মাথা দিনরাত ঘাম্‌তে চায়, তাদেরি নাম হতভাগা; আর ঐ বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া জুতাখেকো—আর ওরা ত্রিভুবনজয়ী।......ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনে ঠাকুর ঘরের দরজা খুল্‌চে আর পড়্‌ছে! এই ঠাকুর কাপড় ছাড়্‌চেন, এই ঠাকুর ভাত খাচ্চেন, ও এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি কর্‌চেন—এদিকে জেন্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্চে। বোম্বায়ের বেণেগুলো ছারপোকার হাঁসপাতাল বনাচ্ছে—মানুষগুলা মরে যাক্। তোদের বুদ্ধি নাই যে, একথা বুঝিস্—আমাদের দেশের মহা ব্যায়রাম—পাগ্‌লা-গারদ, দেশ নয়!" (বর্ত্তমান ভারত)

এই ব্যারামের হাত থেকে বাঁচ্‌তে হলে আমাদের যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হতে হবে। ধর্ম্ম পরে আস্‌বে। "Be strong, my young friends, that is my advice to you. You will be nearer to Heaven through foot-ball than through the study of the Gita. Bold words are these, I have to say them. I love you. I know where the shoe pinches. I have got a little experience. You will understand the Gita better with your biceps, Your muscles, a little stronger. You will understand the mighty genius and the mighty strength of Krishna better with a little of strong blood in you. You will understand the Upanishads better and the glory of the Atman, when your body stands firm upon your feet, and you feel yourselves as men." ("ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্য্যকারিতা" শীর্ষক বক্তৃতা)

"দ্বিতীয়তঃ আমাদের বক্তৃতা ছেড়ে কর্ম্মক্ষেত্রে নাম্‌তে হবে। বল্‌তে হবে—"কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম—হম্ আওর কুছ্ নেহি মাঙ্গতে হে—কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম even unto death. দুর্ব্বলগুলোর কর্ম্মবীর, মহাবীর হতে হবে।...শরীর ত যাবেই, কুঁড়েমিতে কেন যায়? It is better to wear out than rust out. মরে গেলেও হাড়ে হাড়ে ভেল্কি খেল্‌বে, তার ভাবনা কি?......তাল ঠুকে লেগে যাও—'ওয়া গুরু কি ফতে'! টাকা ফাকা সব আপনি আপনি আস্‌বে, মানুষ চাই, টাকা চাই না,—মানুষ সব করে, টাকায় কি কর্‌তে পারে?" (পত্রাবলী, ২য় ভাগ)

শুধু ইহাই নহে। আমাদিগকে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। "বল অস্তি, অস্তি। আত্মাতে অনন্ত শক্তি আছে। ওরে, নেই নেই বলে কি কুকুর বিড়াল হয়ে যাবি? কিসের নেই? কার নেই? শিবোহম্ শিবোহম্। নেই নেই শুন্‌লে আমার মাথায় যে বজ্র মারে? ঐ যে দীনহীন ভাব, ও হ'ল ব্যায়রাম, ওকি দীনতা? ও গুপ্ত অহঙ্কার"! (পত্রাবলী, ২য় ভাগ).

এতক্ষণে আমরা স্বামিজীর মতবাদের একটু আভাস প্রদান করিলাম মাত্র। তাঁহার জীবনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই দুই মহা সভ্যতার সংঘর্ষের পরিপূর্ণ ফল দেখিতে পাই। প্রাচ্যের স্বল্প-সন্তুষ্টতা, ত্যাগ-পরায়ণতা, সরলতা, চরিত্রের নির্ম্মলতা ও বিনয়ের সহিত প্রতীচ্যের সংগঠন শক্তি, কর্ম্মশীলতা, দেশপ্রাণতা, সহানুভূতির বিশালতা ও জনসেবা-পরায়ণতা মিলিত হওয়ায় মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছিল। হে দেশবন্ধু!

"লোকোত্তরাণাং চেতসিং
কোনু বিজ্ঞাতুম্ ইতি।"

তোমার লোকোত্তর চরিত্র কেমন করিয়া বুঝিব, কেমন করিয়া বুঝাইব। তোমার মহান্ চরিত্র দেবতার বিগ্রহের মত দূরবগাহ—কিন্তু জাতির আরাধনার বস্তু। জানি না, কেমন করিয়া কুসুমের মত সুকুমার হৃদয়ে, বিধাতা গরুত্মানের শৌর্য্য, মারুতির বিক্রম ও পার্থের কর্ম্মশক্তি ঢালিয়া দিয়াছেন! কেমন করিয়া সে চরিত্রের বিশ্লেষণ করিব? দেবতার বিগ্রহ ত বিশ্লেষণ করি না—পূজা করিয়াই তৃপ্ত হই। তাই বলি, ভগবান করুন, আমরা যেন 'স্বপনে' তোমার সৌম্যমূর্ত্তি চিরদিন দেখিতে পাই—যেন এ জীবনের কর্ম্মে চিরদিন তোমার বরণীয় উপদেশ পাই, মর্ম্মে যেন তোমার অনুপ্রাণতালাভে বঞ্চিত না হই এবং যেন আমরা সর্ব্বদা শুনিতে পাই ঃ—

"উঠ, জাগ, আঁখি মেল আর একবার,
নিদ্রা ঘোর মাত্র ইহা, নহে ত মরণ,

আনিবারে তোমা'তরে নবীন জীবন,
দিয়া শান্তি ইন্দীবর নয়নে তোমার।
আয় জাগ উচ্চতর মহাস্বপ্নতরে,
সকামে এ বিশ্ব আছে যার প্রতীক্ষায়,
হে সত্য, অবিনশ্বর, জাগ পুনর্ব্বার!"

(স্বামীজি-রচিত—"প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি")

শ্রীব্যোমকেশ অধিকারী।

কবীন্দ্র-পাত্র।

(২)

মহারাজ বিশ্বসিংহ আর্য্য হিন্দু শাস্ত্রে রীতিমত শিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে মল্লদেব ও শুক্লধ্বজ নামক দুই প্রিয় পুত্রকে যৎকালে বিদ্যাপীঠ কাশীধামে পাঠাইয়াছিলেন, তৎকালে কবীন্দ্র বাণীনাথ উভয় রাজকুমারের সহচর ছিলেন। রাজকুমারের সমবয়স্ক পার্শ্বচররূপে বারাণসীধামে অবস্থানকালে প্রধান প্রধান অধ্যাপক ও নানাশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত মহাজনগণের সহিত মেলা মেসার তাঁহার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। তাহাতে কেবল শাস্ত্রশিক্ষা বলিয়া নহে, লোকচরিত্র শিক্ষারও যথেষ্ট সুযোগ ঘটিয়াছিল।

বিশ্বসিংহের (১৫৫৪ খৃঃ অঃ) মৃত্যু সংবাদ পাইয়া যখন মল্ল ও শুক্ল দুই ভাই তাড়াতাড়ি পিতৃরাজধানীতে ফিরিয়া আসেন, এ সময়েও বাণীনাথ তাঁহাদিগের অনুসঙ্গী ছিলেন। মল্লদেব নরনারায়ণ নামধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে প্রিয় সহচর বাণীনাথকে বিস্মৃত হন নাই; তিনি যুবক বাণীনাথকেই প্রধান পাত্র বা মন্ত্রীর পদ প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে বাণীনাথ সর্ব্বসাধারণের নিকট 'কবীন্দ্রপাত্র' নামে পরিচিত হইলেন। শুক্লধ্বজ যুবরাজ ও প্রধান সেনাপতি রূপে যেমন রাজা নরনারায়ণের নিত্য সহচর ছিলেন, কবীন্দ্রপাত্রও মন্ত্রিরূপে প্রথমতঃ রাজা নরনারায়ণের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন।

সুন্দরকুমারকে পাঠাইয়া অহোমরাজ যৎকালে রাজা নরনারায়ণকে বরণ করেন, সেই সময় দরঙ্গ গ্রামে ডেনেরাত নামক স্থানে কোচবিহাররাজ সসৈন্যে

অবস্থান করিতেছিলেন। এই স্থানে শুক্লধ্বজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট হেড়ম্ব প্রভৃতি রাজ্য জয় করিবার জন্য আদেশ প্রার্থনা করেন। সেই সময়ের কথা সূর্য্যখড়ি দৈবজ্ঞ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"স্নান দান করি নিত্য কর্ম্ম সমাপিলা। অনন্তরে নৃপবর সভাত বসিলা॥
সেহি বেলা যুবরাজ শুক্লধ্বজ রাই। হেন বাক্য বুলিলন্ত নৃপতিক চাই॥৩৮৮
হেড়ম্ব নামত রাজা আছে হের্ম্মেশ্বর। তাক লাগি মোক দদা পাঠিয়ো সত্বর॥
রাজা বোলে যাও বাপু বিলম্ব নকরি। কবিইন্দ্র পাত্রক নিয়োক লগে করি॥৩৮৯
রাজ-ইন্দ্র পাত্র আরু দামোদর কার্জ্জি। মেঘা মুকুতুম আনো বীরগণ সাজি॥
কুড়ি গোটা চিপাহী লৈয়োক বীর বাচি। অস্ত্র শস্ত্র ধরি সবে চলন্তোক কাচি॥৩৯০
রাজার আদেশে শুক্লধ্বজ মহাবীর। ঘোঁড়াতে চরিলা গৈয়া নিরুজ শরীর॥
পাত্রবীর চিপাহীয়ো ঘোঁড়াত চরিলা। মহারঙ্গে শুক্লধ্বজ হৈড়ম্বে চলিলা॥" *

উক্ত দরঙ্গরাজ-বংশাবলির পুথিখানি গৌহাটীর কমিসনার আপিসে রক্ষিত আছে, ঐ অংশের রঙ্গিন চিত্রও দেওয়া আছে। সেই চিত্র মধ্যে রাজাসনে নৃপতি নরনারায়ণ ধূমপানে অভিনিবিষ্ট, সম্মুখে ১ম শুক্লধ্বজ, তৎপশ্চাৎ ২ কবীন্দ্রপাত্র, তৎপশ্চাৎ ৩ রাজেন্দ্রপাত্র, তৎপশ্চাৎ ৪ দামোদর কার্জ্জি, তৎপশ্চাৎ ৫ মেঘা, মুকুতুম এবং তৎপশ্চাৎ সর্ব্বশেষে বৃহৎদন্ত শোভিত একটী হস্তিনী মূর্ত্তি। ছয়টী নরমূর্ত্তিতেই বিশেষত্ব আছে। রাজা ও যুবরাজ ব্যতীত অপর চারি জনেরই এক হস্তে ঢাল ও তরবারি, তবে পোষাকে কিছু বিভিন্নতা। কবীন্দ্র পাত্রের মাথায় মৈথিল পাগড়ী, পরণে কাপড় ও গায়ে সাদা জামার উপর বুটিদার ওড়না, সেই পোষাকে মৈথিল ও হিন্দুস্থানী ভাবই যেন ব্যক্ত করিতেছে।†

কায়স্থপ্রবর কবীন্দ্র পাত্র কেবল যে লেখনী দ্বারা বুদ্ধি চালনা করিতেন, তাহা নহে, তিনি একজন শূরবীর ছিলেন। শুক্লধ্বজের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ সকল রণক্ষেত্রে অশ্বারোহী রূপে যুদ্ধ পরিচালনা করিতেন। এজন্য শুক্লধ্বজ তাঁহাকে কাছ ছাড়া করিতে চাহিতেন না। যৎকালে রাজা নরনারায়ণ আপন বিপুল রাজ্য পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ ও ভ্রাতা শুক্লধ্বজের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন, তৎকালে কবীন্দ্রপাত্র লক্ষ্মীনারায়ণের অধিকারভুক্ত কোচবিহার রাজ্য চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া শুক্লধ্বজের সহিত তাঁহার অধিকারভুক্ত কামরূপ প্রদেশে

---

* শ্রীযুত হেমচন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত দরঙ্গ-রাজবংশাবলী, ৭৪ পৃষ্ঠা।

† মৎপ্রণীত Social History of Kamarup, Vol II এই চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

আগমন করেন। সন ১২৪৫ সাল ২১ পৌষ বিজনীরাজ অমৃতনারায়ণ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট যে নাম জারির কাগজ দাখিল করেন, সেই নামজারির কাগজে এইরূপ লিখিত আছে,—

"আমার রাজত্ব নব্য নহে পূর্ব্বপুরুষ শ্রীশ্রী৺শিব সন্তান মহারাজা বিশ্বসিংহ ছিলেন, তাঁহার শ্রেণী যোগিনীতন্ত্রে ব্যক্ত আছে। ঐ বিশ্বসিংহ মহারাজার দুই পুত্র প্রধান পুত্র মহারাজা নরনারায়ণ বেহারের রাজাদিগের আদিপুরুষ, কনিষ্ঠ পুত্র শুক্লধ্বজ ওরফে চিলারাও আমাদিগের আদিপুরুষ। ঐ চিলারাও মহারাজা আপন বাহুবলে ইস্তক দিক্করবাসিনী নাগাএদ করতোয়া ইহার মধ্যে সরকার কামরূপ ও সরকার দক্ষিণবন্ধ ও সরকার ঢেকরী ও সরকার বাঙ্গালভূম এহি চারি সরকারের মত্তাস অর্থাৎ নিষ্কর রাজত্ব করিতেছিলেন, তস্য পুত্র রাজা রঘুদেব-নারায়ণ, তস্য পুত্র রাজা পরীক্ষিৎনারায়ণ, মহারাজার দুর্দ্দন্ত প্রতাপ ছিল, ইনি সুসঙ্গের রাজাকে পাকড়া করিয়া আনিয়া কএদ করাতে ঐ রাজার তরফ লোকে দিল্লির বাদসাহের হুজুরে নালিশ করিয়া ফৌজ আনাইয়া লড়াই হইয়া পরীক্ষিৎ-নারায়ণ মহারাজাকে দিল্লীতে নিয়া যায় তাহাতে বাদসা শিবসন্তান জ্ঞাত হইয়া খেলাত আদি পুরস্কার দিয়া নজর আনা কয়েক জিঞ্জির হাতী পাকড়া করিয়া দেওয়া তাহার খরচ সরকার হইতে পাওয়া। ফৌজ সরকারে বিদায় দেওয়াতে পথ মধ্যে পাটনা মোকামে তেহো ফৌৎ হওয়াতে তথাকার শুভালোকে রাজা মৌসুফের সঙ্গের লওজিমা ও আমলাহায়কে দিল্লিতে পাঠায়। রাঙ্গামাটীর জমিদার-দিগের পূর্ব্বপুরুষ কবীন্দ্র বড়ুয়া নামে রাজা মৌসুফের চাকর ছিল, ঐ কবীন্দ্র-পাত্র বড়ুয়া মজকুর রাজাকে নিঃসন্তান জাহের করিয়া এ গের্দ্দে একজনা নওয়াব বহাল করাইয়া নিজে কানুনগো মকরার হইয়া আইসে"।

কিন্তু তৎসমসাময়িক বিরূপাক্ষ পণ্ডিত-রচিত বিজনী-রাজ-বংশাবলীতে কিছু ভিন্ন রূপ লিখিত আছে :—

"এহি মতে বঞ্চিআ আনন্দে মহীপাল। কতদিনে এক পুত্র জন্মিল বিশাল ॥
পুত্রমুখ দেখি রাজা করিলেক স্নান। বশিষ্ঠ বিপ্রক আনি দিল নানা দান ॥
গুণি থুইল পরীক্ষিৎ-নারায়ণ নাম। নাম থুইল মহারাজা পূরিব মনস্কাম ॥
পুত্রকে রাজ্য দিয়া বৃদ্ধ নরপতি। প্রাণ ছাড়ি চলি গেলা কৈলাস বসতি ॥
পিতার বিয়োগে পরীক্ষিৎনারায়ণ। শাস্ত্রমতে পিতৃকার্য্য কৈল সমাপন ॥
অনন্তরে ধর্ম্ম ছিল রাজা পরীক্ষিৎ। কামরূপী প্রজা পালে যেন শাস্ত্র-নীত ॥
নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মী-নারায়ণ। সম্বন্ধেতে খুড়া হয় শুন বিবরণ ॥

বিরোধ জন্মিল তাহার সঙ্গে রাজার। মন্ত্রীগণে যুক্তি দিল যুদ্ধ করিবার ॥
গিল্যাতে করিল বাড়ী যুদ্ধের কারণ। পাছে শুনিলেক পরীক্ষিৎ নারায়ণ ॥
খুড়া ভাতৃর যুদ্ধ অতি বিপরীত। হেন মনে ভাবি পাছে রাজা পরীক্ষিৎ ॥
কবীন্দ্র পাত্রক রাজা করি সমীভার। দিল্লীর সহর গেল বাদ্‌সার দরবার ॥
সাক্ষাৎ করিল রাজা বাদ্‌সার সহিত। রূপ দেখি দিল্লাশ্বর হৈল বিমোহিত ॥
পুছিলেক আসিয়াছ কিসের কারণ। রাজা বলে কর চাহে লক্ষ্মীনারায়ণ ॥
মোর পিতামহ তাঁর পিতৃ-সহোদর। কখন না দিছি কর শুনা দিল্লীশ্বর ॥
দিল্লীশ্বর বলে বিরোধ মিটাইয়া দিবর। কর বাসাঘর এহি বলি দিল্লীশ্বর ॥
সভা বিসর্জ্জিল পাত্র মন্ত্রী ঝুকি ঝুকি। থানক চলিল আরশে বসি ভাবি ॥
নরেশ্বর ইষ্টালাপ করিল দিল্লীশ্বর। নিজে রাজ্যের বন্দবস্ত সবে করি দিল ॥
বিদায় কালে রাজাক বাদশা বলিল ॥
তুমি সম রাজ্য নাই মোর অধিকার। আপনার ছবি দিয়া করিল সৎকার ॥
আনন্দে পরিল ছবি রাজা পরীক্ষিৎ। শুনিয়া সকল লোক হইল চমকিৎ ॥
মুসাহেব যত লোক দিল্লীতে আছিল। কুরণিশ করিয়া রাজার আগে দাঁড়াইল ॥
হেন চমৎকারে রাজা বিদায় হৈল। কবীন্দ্র পাত্রকে রাজা উকিল রাখিল ॥
ছবি লইয়া পরীক্ষিৎ রাজরাজ্যেশ্বর। সসৈন্যে চলিয়া আইসে আপন নগর ॥
হেনকালে লক্ষ্মীনারায়ণ নরেশ্বর। অভিচার যতে আরম্ভিল নিরন্তর ॥
দেবের নির্ব্বন্ধ আসি শমন চাপিল। বসন্ত হইয়া রাজা তথাতে মরিল ॥
কবীন্দ্র পাত্রের মুখে শুনি দিল্লীশ্বর। কে আছে রাজার বলি পুছিল সত্বর ॥
বলিলেক পাত্র নৃপতির কেহ নাই। শুনিয়া বাদসাহ কবীন্দ্রকে বলিল শুনাই ॥
কি লাগে তোমাকে চাহ বলে দিল্লীশ্বর। কান— ই মাগি লইল কবীন্দ্র পাত্রবর ॥"

কিন্তু তৎপূর্ব্বে সূর্য্যখড়ি রচিত দরঙ্গরাজ বংশাবলিতে অন্যরূপ লিখিত হইয়াছে—

"দৈবজ্ঞ আনিয়া শুভ খেণ লগ্ন চাই। দণ্ডপাটে রাজা ভৈলা পরীক্ষিৎ রাই ॥
তান নামে সুবর্ণর মোহর মারিলা। পরম প্রবল সিতো প্রচণ্ডে রহিলা ॥
চতুর্দ্দশ কুড়ি হস্তী ভৈলা মদমত্ত। হস্তিনী ততেক আছে হস্তীর লগত ॥
রাজ্য প্রতিপাল করি কতো দিন আছে। গ্রীষ্মকালে বাণ পানী উঠিলন্ত পাচে ॥
নৌকাত উঠিয়া বাহিরবন্ধ মারিলা। সত সর্ব্বন গরু মানুষ আনিলা ॥
সেই কথা শুনিলন্ত লক্ষ্মীনারায়ণ। ঘোলে পূর্ব্বে পিতৃরাজ্য করি বিভাগণ ॥
সোণকোষ পূর্ব্ব ভাগে তাসম্বাক দিলা। পচিমর ভাগ রাজ্য আমাত অর্পিলা ॥

সি হবে ভাতজা মোর পিতৃ হও তার। কি কারণে মোর রাজ্য কার বুন্দামার।
এহি বলি মনে গুণি গৃহত রহিলা। মাঘ ফাল্গুনত ঘোর যুদ্ধ আরম্ভিলা॥
পরীক্ষিত সনে যুদ্ধ লাগিলেক যাই। যতেক মরিল সৈন্য লেখা জোখা নাই॥
পাচে লক্ষ্মীনারায়ণে রণে ভঙ্গ ভৈলা। সীমার এরিয়া আপোনার দেশে গৈলা॥
সৈন্যের মোহলা করি লেথি চাহিলন্ত; বোলে মোর ভাতৃ কিবা হেতু নাহিকন্ত॥
লোকে বোলে তযু ভাতৃ রণে পারিলন্ত। শুনি লক্ষ্মীনারায়ণে মুর্চ্ছিত ভৈলন্ত॥
শ্রুতি পায়া ক্রন্দন করিলা বিপরীত। শোকর উর্ম্মিত কতো দগ্ধ হোবে চিত॥
হস্তী ঘোড়া সৈন্য পরিলেক ঠাই ঠাই। কেত খুজি পাইবো বীর নারায়ণ ভাই॥
এহি বুলি সৈন্য সমে বেহারক গৈলা। পাত্র মন্ত্রী সমে পাচে আলোচিবে লৈলা॥
বোলে পরীক্ষিৎ নারায়ণ দুষ্টমতি। সমরত বলে আমি নোবারো সম্প্রতি॥
পাছোক সহায় লৈয়া ফিরি যুদ্ধ করোঁ। পরীক্ষিত নৃপতিক জীবন্ততে ধরোঁ॥
বন্দী করি হৈবো আনি নিহল লগাই। তেবেসে মোহোর ভাতৃ ঋণ সুজা যাই॥
আপোনার বহিনীক চৌদোলত লই। দিল্লীর পাৎছার স্থান তবে পাইলা গই॥
দেখিয়া পাৎছার মনে খোচাল লভিলা। কি কার্য্যে আসিলা বুলি রাজাত পুছিলা॥
লক্ষ্মীনারায়ণে বোলে মোর বর চিত্র। বহিনীক দিলো তুমি সমে করি মিত্র॥
মোর ভাতৃপুত্র বিতো পরীক্ষিত রাজা। অন্যায় করিয়া মোর মারিলেক প্রজা॥
হেন দেখি খেদি গই রণে দিলোঁ ধার। না পারিলোঁ রণে মৈল ভ্রাতৃ আপুনার॥
কহিলো নিশেষে মোক উপকার করা। পরীক্ষিত নৃপতিক জীবন্তেতে ধরা॥
শুনিয়া পাৎছার বর উপজিল বেথা। নৃপতির আগে কহিবাক লৈলা কথা॥
তোমার আগত আজি কহোঁ সত্য কার। পরীক্ষিত নৃপতিক আনি দিবো ধরি॥
শুনিয়া রাজার মনে মিলিল উৎসাহ। দিলা নিজ ভগিনীক পাৎছাত বিবাহ॥
বহু সৈন্য আনি পাৎছা বুলিলা বচন। রণক লাগিয়া সবে চল এতিক্ষণ॥
শুনিয়ো পরাণ সুভা আরু মক্রম খাঁ। চর্দ্দার সহিতে সবে রণে চলি বাহা॥
পরীক্ষিত নৃপতিক জীবন্ততে ধরি। মোহোর আগত আনি দেহ বন্দা করি॥
শুনিয়া পাৎছার আজ্ঞা প্রচণ্ড বিশেষ। রণক লাগিয়া সবে চলিল নিশেষ॥
হয় হস্তী রথ শকটত চলি যাই। যতেক চিপাহী সৈন্য লেখা জোখা নাই॥
দিল্লীতে থাকিল তবে লক্ষ্মীনারায়ণ। পাৎছার সহিতে নিতে করি সম্ভাষণ॥
মক্রম খাঁ সব সৈন্যে সোনকোষ পারে। বাহর করিয়া তৈতে রৈল পটোবারে॥
এহি বার্ত্তা শুনিলন্ত রাজা পরীক্ষিত। দুর্গাক পূজিবে প্রতি করিলন্ত চিত॥
দ্রব্য সমে আনি পুরোহিত ব্রাহ্মণক। পঠাই দিলন্ত তবে নীল পর্ব্বতক॥

হবিষ্য করিয়া বিপ্রে পূজা আরম্ভিলা। অনেক বিপ্রক চণ্ডী পরিবাক দিলা॥
হোম করি নীলকণ্ঠ পাঠ করাইল অন্ত। জপক লাগিয়া কতো বিপ্রক দিলন্ত॥
এহি মতে বিপ্রে পূজা করিবাক লৈলা। পূর্ণাহুতি দেন্তে মন্ত্র ব্যভিচার ভৈলা॥
একো মতে শুদ্ধ মন্ত্র নৃপতির নাশে। যবনর জয় হেতু মন্ত্র সব আসে॥
তিনিবার বিষ্ণু স্মরি উলটে পালটে। আপোনার জয় হেতু বাক্য নাহি ঘটে॥
এহি দেখি মন দুস্থে বিপ্র নিরন্তর। রাজার আগত সবে কৈলা পূর্ব্বাপর॥
কেলে মহারাজা দুর্গা ভৈলন্ত বিমুখ। রণত নহৈবে তবু কিঞ্চিতেকো সুখ॥
শুনি রাজা অসন্তোষে করিলা ক্রন্দন। পাত্র মন্ত্রী সমন্বিতে করি আলোচন॥
বোলে চর সব যাউক নিশার ভাগত। কাটিয়া পেলাউক বঙ্গালর সৈন্য যত॥
নিশা ভাগে গৈলা চলি চর নিরন্তরে। পন্থ না পাই ঘুরি ঘুরে সোণকোষ পারে॥
নিশা অবসানে ফিরি আসে সৈন্যগণ। দেখিয়া বঙ্গালে খেদি করি ঘোর রণ॥
একো মতে গড় উঠাইবাক ন পারিলা। চরগণে গৈয়া নৃপতিত জান দিলা॥
তাক শুনি নৃপতির বর অপমান। সোণকোষ পারে বন্ধাইলন্ত গড় থান॥
তথাত বহিলা গৈয়া সসৈন্যে সহিতে। চতুষ্পার্শ্বে বন্দুক পতাইলা ভাল মতে॥
দখিণে পাচিমে উত্তরে ও সোণকোষ। তিনি ফালে নদী গড় দেখন্তে সন্তোষ॥
পরম বিটক ঠাই গড় ভয়ঙ্কর। বঙ্গালে ও যুদ্ধ করিলন্ত সম্বৎসর॥
তথাপিতো গড় উঠাইবাক ন পারিলা। দেখিয়া মগলি ফন্দ বঙ্গালে পাতিলা॥
নদীর উজানে যাই কল কাটিলন্ত। অসংখ্যাত ডুর বান্ধি তথাই দিলন্ত॥
সেই ডুর দেখিলন্ত রাজা পরীক্ষিত। বঙ্গাল ভৈলন্ত পার বুলি ভৈলা ভীত॥
বঙ্গালে মারিব মোর নগরক যাই। আমি এথা থাকি কার উরুবাইবো ছাই॥
এলি বুলি গড় এরি নগরক গৈলা। দেখি বঙ্গালর মনে আনন্দিত ভৈলা॥
বোলে বাহবা কেনে মন্ত্রনার থুব। বেড়িয়া বঙ্গালে বোলে জয় জয় শুভ॥
হাস্য করি সৈন্য সব পার করি দিলা। বিজয়পুরক গৈয়া চৌপাশে বেরিলা॥
হেন দেখি মন দুস্থ ভৈলা পরীক্ষিত। নরনারায়ণ বাক্য লাগিলা স্মরিত॥
বোলে পূর্ব্বে পিতামহ বাক্যক এরিলো। অবগর্ব্ব করি বাহিরবন্দক মারিলোঁ॥
এতেকেসে কামাখ্যা করিলা বিড়ম্বন। কোনে বুজিবাক পারে বিধির ঘটন॥
এহি বুলি পুনর্ব্বার রণ ন করিলা। আপুনি ওলাই গই বন্দীত পরিলা॥
বঙ্গালে চৌদোলে তুলি বন্দী করি লই। পাৎছার আগত তবে ভেণ্টাইলেক গই॥
পাৎছার আগত রাজা খাণ্ডা হৈয়া রৈলা। রাজাক দেখিয়া পাৎছা বর তুষ্ট ভৈলা॥
পাৎছার হুকুমে দিলা দলিচাক পারি। চালাম করিরা বসিলন্ত আগবাড়ি॥

পাৎছার মনত বর খোচাল ভৈলন্ত। তেতিক্ষণে সোণোবালী বণ্টা দিয়াইলন্ত।
পরম আনন্দে বাক্য বুলিলন্ত পাচে। সুন্দর শরীর খুব মর্দ্দ হুয়া আছে॥
পাৎছা বোলে আপুনার মধ্যে এরা দ্বন্দ। লোকে শুনি তোমাসাক বুলিবেক মন্দ
বুলিলো নিশ্চয় মোর বাক্য সার ধরা। কনিষ্ঠ পিতৃক তুমি নমস্কার কৰ্‌া॥
রাজা বোলে পিতৃ মোর হোবে আপুনার। বিরোধ ভাবত নকরোহো নমস্কার॥
শুনিয়া পাৎছার বর আনন্দিত ভৈলা। প্রশংসিয়া পুনর্ব্বার বুলিবাক লৈলা॥
সোণকোষ সীমা করি ভুঞ্জা রাজ্য যাই। সমরস্তি করি মঞ্জি দিলোহোঁ বিদাই॥
হেন শুনি পরীক্ষিতে চালাম করিলা। পাৎছাহি টিকাক লৈয়া দেশক লরিলা॥
তৃতয় মাসর পন্থ আসি মন রঙ্গে। মেল করিবাক লাগে নবাবর সঙ্গে॥
নবাবে বোলয় কেনে আইলা পরীক্ষিত। কিমতে এরিলা পাৎছা না পাইলো নিশ্চিত॥
দিবাক নপারো এরি আপোন রাজ্যক। কমনে আসিলা মোত বতাউক বাক্যক
পরীক্ষিতে বোলে মঞি আনিছো প্রমাণ। শীঘ্র করি নবাবে দিয়োক মেল দান
শুনিয়া নবাব মেলে বসিলেক যাই। পরীক্ষিতে ছবি পত্র দিলন্ত দেখাই॥
নবাবেয়ো ছবি দেখি নমস্কার কৈলা। সভাক বিসর্জ্জি অভ্যন্তরে চলি গৈলা॥
বোলে পরীক্ষিত নৃপতিক নেদোঁ এরি। সভার মধ্যত মোক কেনে লাজ করি॥
পাৎছার লাগিয়া লিখা পত্র করি দিলা। কেনে ব্যাঘ্র পরীক্ষিত রাজাক মেলিলা॥
এহি জানি পরীক্ষিতক এরি নেদিবন্ত। এরি দিলে পুনর্ব্বার অনর্থ হৈবন্ত॥
এরি নেদে দেখি রাজা থির করি মন। হস্তিনাপুরক পুনু করিলা গমন॥
পন্থত চলন্তে এক কাপালীকে পাই। বোলে দেখোঁ উদয়র পাৎছা অন্ত যাই॥
বোলে মহারাজা তুমি যাহা কি কারণ। পথেক অন্তরে তব হুইবেক মরণ॥
রাজা বোলে মোর মৃত্যু জানিলি কি মতে। কাপালীকে বোলে পাই তয়ু কপালতে॥
মোহোর কথাত যদি ন যাহা প্রমাণ! কহোঁ তেবে ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান॥
তিনি ও কালর কহিলন্ত কথাচয়। তবে নৃপতির মনে ভৈলন্ত প্রত্যয়॥
লভিলন্ত রাজা যদি কথার প্রমাণ। তেতিক্ষণে কনক অঞ্জলী দিলা দান॥
দেবীক স্মরিয়া রাজা মনে শুদ্ধ ভৈলা। গৃহক নামিয়া প্ৰয়াগক চলি কৈলা॥
প্রয়াগতীর্থত স্নানি কায় শুদ্ধ করি। চিন্তিতে লাগিল যিতো পরম ঈশ্বরী॥
দেবীর চরণ রাজা চিন্তি হৃদয়ত। করিলন্ত তনুত্যাগ প্রয়াগ তীর্থত॥"

রাজা পরীক্ষিৎ নারায়ণরে মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ থাকিলেও বাদশাহের নিকট হইতে কবীন্দ্র পাত্রের 'কাননগোই' পদ লাভ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। এখন কথা হইতেছে—যে ব্যক্তি প্রথম যৌবন হইতে শুক্লধ্বজের সহচর ও হিতকামী,

যে ব্যক্তি এই বংশের ৩ পুরুষ ধরিয়া মন্ত্রিত্ব করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন, সেই মহাপ্রাণ 'পরীক্ষিৎ নারায়ণের বংশধর নাই' এরূপ মিথ্যা কথা বলিবে, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। আকবর নামায় স্পষ্ট লিখিত আছে—বাদশাহ আকবর কোচ হাজো অধিকার করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ বশ্যতা স্বীকার করিলে তাঁহার প্রিয় সামন্ত নৃপতি বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু হাজো বা কামরূপ বিভাগ বাদশাহী অধিকারভুক্ত হয়। সম্ভবতঃ হাজো বা কামরূপপতি পরীক্ষিৎনারায়ণ বাদশাহী সৈন্যের নিকট বন্দী হইলে এখানে একজন নূতন নবাব প্রতিষ্ঠিত হয়। বাদশাহ পরীক্ষিৎ নারায়ণকে মুক্তিদান ও তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দিবার আদেশ করিলেও পথি মধ্যে পরীক্ষিৎ নারায়ণের মৃত্যু ও সেই সঙ্গে বাদশাহী আদেশপত্র নষ্ট হওয়ায় পরীক্ষিৎ নারায়ণের বংশধরগণের হৃতরাজ্য উদ্ধারে সুবিধা হয় নাই। তৎকালে বাদশাহ দরবারে সকল সামন্তরাজেরই এক এক জন উকীল বা প্রতিনিধি (Envoy) রাখিবার নিয়ম ছিল, তদনুসারে রাজা পরীক্ষিৎনারায়ণ কবীন্দ্র পাত্রকেই প্রথমতঃ উকীল রাখিয়া আসেন। তৎকালে কবীন্দ্রপাত্র অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। নিজ আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ছাড়িয়া সুদূর দিল্লীতে অবস্থান স্পৃহনীয় ছিল না। পরীক্ষিৎ নারায়ণের সামন্ত পদ স্বীকারের সঙ্গে সম্ভবতঃ দিল্লীতে তাঁহার আয়ব্যয়ের একটী হিসাব পাঠাইবার আদেশ হয়। এ সময় কানন-গোই বা সান্ধিবিগ্রহিকের হস্তেই রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখিবার ভার ন্যস্ত ছিল। বলা বাহুল্য কার্য্যের তুলনায় সাধারণ মন্ত্রিপদ অপেক্ষা এই পদের দায়িত্ব, গৌরব, সম্ভ্রম ও ক্ষমতা অধিক ছিল। এরূপ স্থলে মনে হয় পরীক্ষিৎনারায়ণের রাজ্য পাইয়া ফিরিবার পরই কবীন্দ্রপাত্রও বাদশাহ দরবারে 'কানন-গোই' পদের সনদ লইয়া ফিরিবার জোগাড় করেন। পথি মধ্যে রাজা পরীক্ষিৎ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, এ সংবাদ যথা সময়ে তাঁহার নিকট হয় ত পৌঁছে নাই। তাঁহার প্রত্যাগমন কালে আকবর বাদশাহের মৃত্যুর সঙ্গে দিল্লীর দরবারে অনেক পরিবর্ত্ত ঘটে। এদিকে কবীন্দ্র পাত্র দেশে ফিরিয়া আসিয়া যখন শুনিলেন যে রাজা পরীক্ষিতের মৃত্যু ও তাঁহার সঙ্গে বাদশাহের ছাড়পত্র প্রভৃতি নষ্ট হইয়াছে। তখন তিনি কিং-কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। আবার দিল্লীতে গিয়া পরোয়ানা আনা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এ সময় রাঙ্গামাটীতে একজন নবাব প্রতিষ্ঠিত হইয়া কামরূপ প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। সুতরাং কবীন্দ্র পাত্রকে রাঙ্গামাটীতেই নিজ বাস ভবন পত্তন করিতে হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি যে শুক্লধ্বজের বংশধরকে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিবেন, সে দিকেও প্রধান অন্তরায় উপস্থিত

হইয়াছিল। পরীক্ষিতের ভ্রাতা বলিনারায়ণ এ সময় রাজপরিবারবর্গ সহ প্রাণভয়ে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া নানাস্থানে অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া অবশেষে অহোমরাজ স্বর্গনারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে সূর্য্যখড়ি-দৈবজ্ঞ রচিত দরঙ্গরাজবংশাবলি গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

"যেহি দিনা রাজাক বঙ্গালে নিল ধরি। রৈল বলিনারায়ণ মনে দুঃখ করি॥
মন্ত্রী সমে আলোচিয়া হুয়া এক ঠাই। বোলে ইদেশত থাকিবার যোগ্য নাই॥
সাধু মহাজন পাইক মন্ত্রী সব লই। রঘুদেব রাজার ছয় কুড়ি মহাদই॥
আপনার পুত্র পরিয়াল সমন্বিতে। সমস্তকে লৈলা রাজা না থাকিবে চিতে॥ ৭৮১
বঙ্গালত না থাকয় মান যে মর্য্যাদ। কামরূপে চলি গৈলা ভাবিয়া প্রমাদ॥
দরঙ্গ দেশত রৈলা মনিয়রী গ্রাম। বড়ভুঁয়া গৃহে পাচে করিলা বিশ্রাম॥ ৭৮২
এক বর্ষ থাকিলন্ত ভুঁয়ার গৃহত। পাচে এক কার্য্য রাজা আলোচি মনত॥
বোলে স্বর্গ নৃপতিক ভেন্টো আমি যাই। আত পরে আন কিছু না
নেদেখোঁ উপাই॥ ৭৮৩

পাত্র মন্ত্রী সমন্বিতে চলিলা নৌকাত। স্বর্গনৃপতির স্থানে ভৈলন্ত সাক্ষাত।
স্বর্গনারায়ণ রাজা দেখিলা যেথন। আগবাঢ়ি আলিঙ্গিয়া ধরিলা তেথন॥ ৭৮৪
ভাই রাজা বুলি পাচে কুশল পুছিলা। পাচে বলিনারায়ণে সমস্তে কহিলা॥
মাথা চপরান্তে নমস্কার করিবাক। ছিড়িলেক জটা রাজা দেখিলেক তাক॥৭৮৫
দেখি স্বর্গদেবে সুমরিলা ধর্ম্ম ধর্ম্ম। নতু দেখি শুনি হেন অদভুত কর্ম্ম॥
স্বর্গ রাজা বোলে তুমি শিবর কুমার। ইন্দ্রর বংশক তুমি কর নমস্কার॥ ৭৮৬

* * * *

শুনিয়োক মহামতি, পাচে স্বর্গনরপতি, বোলে ভাই ধর্ম্মনারায়ণ।
বঙ্গালক মারি যাই, করতোয়া গঙ্গা পাই, তবে খাণ্ডা করিব ক্ষালন॥
রাজ্যে দিলো আজি ধরি, চতুর্দ্দিশ সীমা করি, সত্যে সত্যে কৈলোহো নিচয়।
পূর্ব্বত ভৈরবী দেবী, পশ্চিমে করতিয়া নদী যাক সেবি নরে মুক্ত হয়॥ ৭৮৮

* * * *

বঙ্গাল মারিবে প্রতি পাচে স্বর্গ নরপতি উত্তম করিলা গুরুতর।
বড়ফুকন রাজ খোয়া বড় বড়ুয়া হাজরিকা বড়াশইকীয়া নিরন্তর।
সৈন্যগণি পড়ি চাই আশী সহস্রেক পাই বঙ্গাল মারিবে আদেশিলা।"

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বেশ বোধ হইতেছে যে রাজা পরীক্ষিৎনারায়ণ বন্দী হইয়া দিল্লীতে নীত হইলে বাদশাহের আদেশে বাঙ্গালার নবাব তাঁহার রাজ্য

অধিকার করিয়া বসেন এবং বাঙ্গালা সৈন্যের সাহায্যে কামরূপ শাসন করেন। সম্ভবতঃ বাঙ্গালী সৈন্যের অত্যাচার-ভয়ে রাজা পরীক্ষিতের ভ্রাতা ও পুত্র পরিজন পূর্ব্বাঞ্চলে নিরাপদ স্থানে পলাইয়া যান। পরীক্ষিৎ যে বাদশাহের নিকট সম্মান ও রাজ্য পাইয়াছেন, এ সংবাদ বোধ হয় তাঁহাদের নিকট যথা সময়ে পৌছিতে পারে নাই। যে সময়ে কবীন্দ্রপাত্র 'কানন গোই' পদ লাভ করিয়া ফিরিয়া আসেন, তৎকালে পরীক্ষিতের আত্মীয় স্বজন অহোমরাজের সহায়তায় মোগল বা বাঙ্গালার নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, সুতরাং, রাজ্যলাভ দূরের কথা সেই যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে তাঁহারা মোগলের অনুকম্পালাভে বঞ্চিত হন। এরূপ স্থলে কবীন্দ্র পাত্রের ইচ্ছা থাকিলেও তিনি শুক্লধ্বজবংশীয়ের রাজপদ রক্ষায় সফলকাম হইতে পারেন নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

মহাত্মা ৺রামগোপাল ঘোষ।*

যে সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তির কর্ম্ম-গৌরবে ও নামের সৌরভে বঙ্গদেশ পৃথিবীবিশ্রুত, মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ তাঁহাদের অন্যতম। বর্ত্তমান যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় বারআনা অংশ তাঁহার নাম জানে না। যাহারা তাঁহার নাম জানে, তাহাদের মধ্যেও অতি অল্প পরিমাণ যুবকগণই তাঁহার জীবন কথা জানে। আমরা সংক্ষেপে এই কায়স্থ-মহাপুরুষের জীবন-কথা কীর্ত্তন করিব।

রামগোপাল ঘোষ ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে কলিকাতা বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীটে মাতামহালয়ে জন্মগ্রহণ করেন—তাঁহার মাতামহের নাম দেওয়ান রামপ্রসাদ সিংহ। তাঁহার পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ—পিতামহ জগমোহন ঘোষ। হুগলী জেলার বাগাটী গ্রাম ইহাদের বাসস্থান ছিল। পিতামহ কিং হামিল্টন এণ্ড কোম্পানীর আফিসে চাকুরী করিতেন—পিতা চীনা বাজারে সামান্য ব্যবসায় করিতেন। কিন্তু দোল, দুর্গোৎসব ইহাদের গৃহে অনুষ্ঠিত হইত। রামগোপাল ঘোষ মহাশয় নিষ্ঠাবান্ হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন।

* রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের স্বগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ, লিখিত "রামগোপাল জীবনী" অবলম্বনে এই প্রবন্ধ রচিত।

হিন্দুরীতি-অনুযায়ী পঞ্চমবর্ষে তাঁহার হাতে-খড়ি হইয়াছিল। অদ্ভুত ধীশক্তি-বলে দুই বৎসরেই তিনি পাঠশালার শিক্ষা শেষ করেন। তৎপরে শির্‌বোর্ণ সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হন। বার তের বৎসর বয়সের সময় রামগোপাল হিন্দু-কলেজে প্রবেশ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি কলেজে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্ররূপে গণ্য হইয়াছিলেন। শিক্ষক ও সহাধ্যায়িগণ সমভাবে তাঁহাকে ভাল বাসিতেন, এইরূপ সৌভাগ্য অল্প লোকেরই হয়। মহামান্ত হেয়ার সাহেব চিরকালই তাঁহার অকৃত্রিম সুহৃদ্ ছিলেন। হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন-কালে পিতার অস্বচ্ছলতার কথা অবগত হইয়া হেয়ার সাহেব রামগোপালকে বিনা বেতনে পড়িবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসামান্য অধ্যবসায় প্রভাবে তিনি ১৯।২০ বৎসর বয়সে কলেজের শিক্ষা শেষ করিতে পারিয়াছিলেন। যখন কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি একজন অসামান্য পণ্ডিত ও প্রশংসিত কর্ম্মী।

তিনি বিখ্যাত শিক্ষক ডিরোজিওর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার সতীর্থগণও প্রায় প্রত্যেকেই স্বনামধন্য পুরুষ। রামতনু লাহিড়ী, রেভারেণ্ড কে, এম বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, (রাজা) দিগম্বর মিত্র, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি পরবর্ত্তী কালের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ তাঁহার গুরু ডিরোজিওর উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই স্বনামধন্য।

ডিরোজিওর নিকট শিক্ষার ফলেই রামগোপালের অপূর্ব্ব বক্তৃতাশক্তি আয়ত্ত হয়। হিন্দুর আচার-নিষ্ঠার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা হ্রাস হয়। এই ডিরোজিওর সংসর্গগুণেই তিনি কতগুলি সদ্‌গুণের ও হিন্দু সমাজের অমার্জ্জনীয় কতিপয় দোষের অধিকারী হন।

রামগোপাল শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বিষয় কর্ম্মের অন্বেষণ করেন। দেশের সৌভাগ্য ক্রমে তাহার প্রথম বিষয়-কর্ম্ম বাণিজ্য-সংশ্রবেই আরব্ধ হয়। বাণিজ্য-সংশ্রবে থাকায় উত্তরোত্তর তাঁহার বাণিজ্যস্পৃহা বলবতী হয়। তিনি অচিরকাল মধ্যেই বুদ্ধিমত্তা, কর্ম্ম-কুশলতা ও সততার বলে কেরাণী-জীবনের অবসান করিতে পারিয়াছিলেন।

রামগোপাল সর্ব্বপ্রথমে যোসেফ নামে জনৈক ইহুদী ব্যবসাদারের অধীনে ৫০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। তাঁহার ব্যবসায়-সংক্রান্ত অনুসন্ধিৎসা পাঠ্যাবস্থায় অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এক্ষণে হৌসের কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া অল্পদিনেই আফিসের সমস্ত কাজ শিখিয়া ফেলিলেন। এই সময় টি, এস কেলসন নামে একজন সাহেব যোসেফের অংশীদার হন। রামগোপাল ইহাদের মুচ্ছুদ্দী নিযুক্ত হন। এই

হৌস তাঁহার তত্ত্বাবধানে ক্রমোন্নতি লাভে সমর্থ হয়। যোসেফ ও কেলসন কিছু দিন পরে পৃথক্ হইলে রামগোপাল কেলসনের মুচ্ছুদ্দি হন। কেলসন মানুষ চিনিতেন। কর্ম্মক্ষম, সুচতুর, সৎস্বভাব রামগোপালকে কিছুদিন পরে তিনি তাঁহার কারবারের অংশীদার করেন। রামগোপাল অংশীদার হইবার পর হৌসের নাম হইল কেলসন ঘোষ এণ্ড কোং। তাঁহার অদম্য অধ্যবসায় ও বাণিজ্যবুদ্ধি-প্রভাবে ব্যবসায় লাভজনক হইয়াছিল। তেজস্বী রামগোপালের সহিত কোন অজ্ঞাত কারণে কেলসন সাহেবের মনান্তর হওয়ায় ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কেলসন সাহেবের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ফেলেন। কেলসন সাহেবের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইলে রামগোপাল ২ লক্ষ টাকা পান। ঐ টাকা মূলধন লইয়া পূর্ব্বোক্ত ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি আর. জি. ঘোষ এণ্ড কোং নামে নিজে হৌস খুলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান হিতৈষী এণ্ডারসন সাহেব বিলাতে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও রামগোপালের নামে এক ফার্ম্ম স্থাপন করেন। একায়েব ও রেঙ্গুনে রামগোপাল শাখা-কার্য্যালয় খুলিয়াছিলেন। রামগোপাল ধর্ম্মভীরুতা ও অক্লান্ত শ্রমশীলতার সহায়তায় ব্যবসায়-ক্ষেত্রে নিজের যোগ্যস্থান লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিয়াছিলেন। কেরাণী-জীবন সওদাগরী-জীবনে পর্য্যবসিত হইতে পারিয়াছিল।

রামগোপালের খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্থের প্রাচুর্য্য জন্য নহে। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা, সুতীক্ষ্ণ রাজনীতিজ্ঞতা, উদারতা ও হৃদয়বত্তাই তাঁহাকে মহামান্য করিয়াছে। নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতাও তাঁহার অন্যতর বৈশিষ্ট্য।

স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মতে "রাজা রামমোহন রায় ও স্যার রাজা রাধা-কান্ত দেব ইংরাজী শিক্ষিত দেশীয়গণের প্রথম আমলের। পরের দলেই বাবু রামগোপাল ঘোষ, রেভারেণ্ড কে, এম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। রাজনৈতিক আলোচনায় রামগোপাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—আমাদের দেশে রাজ-নৈতিক আন্দোলনের প্রবর্ত্তক প্রথম রামগোপাল।"

ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। মাতৃভাষায় তিনি একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহার সময়ে জ্ঞানান্বেষণ ও বঙ্গদর্শন প্রচারিত হইত তিনি ঐ দুইখানি পত্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখিয়া স্বীয় মতামত সাধারণের গোচর করিতেন। জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদকের ভারও কিছুদিন তাঁহাকে বহন করিতে হইয়াছিল। জ্ঞানান্বেষণের প্রচার বন্ধ হইলে তিনি বন্ধুবর্গের অনুরোধে "দর্পণ"-নামে একখানা পত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

তৎকালে রাজনীতি-জ্ঞানে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি ভারতবর্ষে একজনও ছিলেন না। তাঁহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি রাজনৈতিক আন্দোলনের আবশ্যকতা শিক্ষিত স্বদেশবাসীর চিত্তে অঙ্কিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাঁহার সৃষ্ট অঙ্কুর আজ বৃহৎ মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার অদ্ভুত বাগ্মিতা আজ দেশে বহু বক্তার সৃষ্টি করিয়াছে। দেশ তাঁহার নিকট নানাভাবে ঋণী।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ টম্‌সন ভারতে আগমন করেন। ইহাঁর সহিত ঘোষ মহাশয়ের মতের ঐক্য ছিল। ইহাঁর সাহায্যে তিনি “ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটী” স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময়ে “ব্লাক্ একট” বিধিবদ্ধ হইবার প্রচেষ্টা হয়। দেশীয় ও ইউরোপীয়গণকে একই নিয়মের অধীন করাই এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল। রামগোপাল এই আইনের সমর্থনকল্পে এক পুস্তক প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাতে ইংরাজগণ রামগোপালের প্রতি অতিশয় রুষ্ট হইয়াছিলেন। এই সময় তাঁহারা রামগোপালের অন্য কোনরূপ ক্ষতি করিতে সক্ষম না হইয়া ক্রোধের উত্তেজনায় ধৈর্য্যহীন হইয়া অন্যায়রূপে ‘এগ্রি-হর্টিকালচারাল্ সোসাইটী’র (Agri-Horticultural Society) সহকারী সভাপতির পদ হইতে তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। ন্যায়পরায়ণ বিডন সাহেব (যিনি পরে বঙ্গের ছোটলাট হন) এই ঘটনায় রোষে ও অভিমানে স্বীয় পদত্যাগ করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন।

রামগোপাল উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। য়ুরোপের আদর্শে বিদ্যালয় স্থাপনে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল এবং হেয়ার সাহেবের সহায়তায় তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনেও ঘোষ মহাশয়ের অনুকূল ভাব ছিল। তখন স্ত্রী-শিক্ষার স্বপক্ষতাচরণ করা বড় সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু দৃঢ়চিত্ত রামগোপাল সমাজ-ভয়কে অতি অল্পই গ্রাহ্য করিতেন। যখন বীটন সাহেব বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন; রামগোপাল স্বীয় দুহিতাকে ঐ বিদ্যালয়ে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র ভাল বাসিতেন। যুবকগণকে ডাক্তারী শিখিবার জন্য উৎসাহ দিতেন। যখন ডাঃ গুডিব চক্রবর্ত্তী, ভোলানাথ বসু প্রভৃতি চারিজন ছাত্রকে ডাক্তারী শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য বিলাতে পাঠাইবার প্রস্তাব করেন; ঘোষ মহাশয় হৃষ্টান্তকরণে সেই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। হিন্দুদিগের পক্ষে সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ ছিল; পাছে দুর্ব্বলতার বশবর্ত্তী হইয়া ঐ ছাত্র চতুষ্টয়ের কেহ জাহাজে উঠিয়াও মত পরিবর্ত্তন করেন, এই আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি এক রাত্রি ছাত্রদের সহিত জাহাজে থাকিয়া তাহাদিগকে

প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজেরও বিলাত যাইবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। মাতৃভক্ত রামগোপালের মাতার অনভিপ্রায়ই তাহার কারণ।

বাঙ্গালার সরকারী বেসরকারী বহু সভা সমিতি ও জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত রামগোপালের সংশ্রব ছিল। তিনি ১৮৪৫ অব্দে কলিকাতা পুলিস-কমিটীর, ১৮৫০ সালে ‘স্মল্-পক্স’ কমিটীর, ১৮৫১ সালে লণ্ডন-প্রদর্শনীতে শিল্প ও শ্রমজ দ্রব্যসংগ্রহের সেণ্ট্রাল কমিটীর, ১৮৫৫ ও ১৮৬৭ সালে পারিস-প্রদর্শনীর, ১৮৫৫ ও ১৮৬৪ সালে বঙ্গদেশীয় কৃষি-প্রদর্শনীর মেম্বর ছিলেন। ১৮৪৮ সাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত (১৮৫৫) এডুকেশন কাউন্সিলের, বঙ্গদেশীয় বণিক সমিতির, ডিষ্ট্রীক্ট দাতব্য সমিতির ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সদস্য ছিলেন। ইহা ভিন্ন কলিকাতার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও জষ্টিস অব্ দি পিস্ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দেশীয় সভ্য ছিলেন। ১৮৬২ হইতে ১৮৬৪ পর্য্যন্ত ছোট লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। রামগোপালের দেশহিতৈষণা আন্তরিক ছিল; শুনিতে পাওয়া যায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ছোট আদালতের বিচারকের পদ গ্রহণ জন্য অনুরোধ করিলে তিনি স্বাধীন ভাবে দেশের কাজ করিতে পারিবেন না ও স্বাধীন মতামত সরকারী কর্ম্মচারিগণ সম্বন্ধে প্রকাশ করিতে বাধা পাইবেন বোধে উহা প্রত্যাখ্যান করেন।

বড় লাট, ছোট লাট তাঁহার সহিত বন্ধুভাবে মিশিতেন—বন্ধুর ন্যায় তাঁহাকে দেখিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিসনরেরা তাঁহাকে মান্য করিতেন। প্রত্যেক সভা সমিতিতেই তিনি আহূত হইয়া বক্তৃতা-শক্তিতে শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য সকলেই উৎকর্ণ হইয়া থাকিত। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করিয়া রাজপুরুষেরা দেশীয়গণের মতামত অবগত হইতেন।

যে সকল গুণ থাকিলে শ্রেষ্ঠ বক্তা হওয়া যায় রামগোপালে তাহার অসদ্ভাব ছিল না। তাঁহার জলদ-গম্ভীর স্বর ও সুপরিস্ফুট বাক্য এবং ভাষার পারিপাট্য বাগ্মিতাকে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। একবার কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট সভা হয়—সভাস্থলে বড় লাট, ছোট লাট ও সম্ভ্রান্ত দেশী ও বিদেশী বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। যখন রামগোপাল বক্তৃতা করিতে উঠেন, তখন জনতা নীরবতা প্রাপ্ত হয়। সকলেই সমভাবে সুস্পষ্ট তাহার বক্তৃতা শুনিতে পাইতেছিল—কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অনেকেই চঞ্চলতা

প্রকাশ করিতে থাকায় অবশেষে তাঁহাকে টুলের উপর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করতঃ জনতাকে সন্তুষ্ট করিতে হয়।

তাঁহার তেজস্বিনী বক্তৃতা দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। কলিকাতা নিমতলা-ঘাট হইতে শবদাহ উঠাইবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁহার বক্তৃতা বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছিল—গবর্ণমেণ্টকে সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। সিবিল-সার্ভিসে দেশীয়গণের অধিকার প্রসারকল্পে তিনি আন্দোলন উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং তদর্থে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ১৮৫৩ সালে কোম্পানীর সনন্দ পরিবর্ত্তন-সম্বন্ধে, লর্ড হার্ডিঞ্জের স্মৃতি-সংরক্ষণ সম্বন্ধে, লর্ড ক্যানিংএর শাসননীতি সম্বন্ধে—তাঁহার বক্তৃতাবলী তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবীবিখ্যাত লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকা রামগোপালের বক্তৃতাকে "A master-piece of oratory" বলিয়াছেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জের স্মৃতিসংরক্ষণ সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় তিনি টারটন (Turton) ডিকেন্স (Dickens) ও হিউম (Hume) নামক তিন জন বিখ্যাত বারিষ্টারের মতকে খণ্ডন করতঃ নিজ মত স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে একখানি এংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকা বলিয়াছিলেন—("A young Bengalee orator had floored three English Barristers") "একজন যুবক বাঙ্গালী বক্তা তিনজন ইংরাজ ব্যারিষ্টারকে ধরাশায়ী করিয়াছে।" ঐ পত্রিকা ঘোষ মহাশয়কে "ইণ্ডিয়ান ডিমস্থিনিস্" আখ্যা প্রদান করেন। স্বর্গীয়া মহারাণী 'ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা' (Proclamation) সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ডের' সম্পাদক হিউম বলিয়াছেন,—"যদি রামগোপাল ইংরাজ হইতেন, তাহা হইলে মহারাণী তাঁহাকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করিতেন।" যখন সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে, তখন বাঙ্গালীদের প্রতিও রাজ-পুরুষগণের সন্দেহ জন্মিয়াছিল। রামগোপাল তাঁহার বন্ধুগণের সহায়তায় রাজপুরুষগণের অযথা সন্দেহ বিদূরিত করিয়াছিলেন।

উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণের উপর তাঁহার অত্যন্ত প্রভাব ছিল। তজ্জন্য কি না বলিতে পারি না, রেলওয়ে কোম্পানী তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। দেশের স্বার্থের জন্য সর্ব্বদা তিনি সংগ্রাম করিতেন, সুতরাং দেশবাসীর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র ছিলেন, ইহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তিনি দেশবাসী সামান্য অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে যত্ন লইতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। একবার গবর্ণমেণ্ট কেরাণীবৃন্দের পূজার ছুটী ১২ দিনের স্থলে ৪ দিন করেন। কেরাণীরা

রামগোপালকে ধরিল। তিনি তৎক্ষণাৎ গবর্ণমেণ্ট-হাউসে যাইয়া বড় লাটকে ঐ আদেশের অবৈধতা প্রদর্শন করেন। এবং ঐ আদেশ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন। বড় লাট তাঁহার অনুরোধে ঐ আদেশ প্রত্যাহার করেন। কিন্তু কেরাণীরা ঐ সংবাদ জ্ঞাত না হওয়ায় পুনরায় রামগোপালকে ধরেন। তিনি আবার লাট ভবনে গিয়া লাট সাহেবের নিকট ঐ ছুটীর কথা উত্থাপন করিলেন। লাট সাহেব প্রাইভেট সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করিলে সেক্রেটারী একখানা অতিরিক্ত গেজেট আনিয়া রামগোপালকে দেন। তিনি ঐ গেজেট আনিয়া কেরাণীগণকে দিলে কেরাণীরা দুহাত তুলিয়া তাঁহার জয় জয়কার করেন।

রেলওয়ে কোম্পানী তাঁহাকে কত সম্মান করিত নিম্নলিখিত ঘটনাটীই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ "একদিন এক ব্রাহ্মণ নগরা ষ্টেসনে আসিয়া দেখেন, ট্রেণখানি ছাড়িয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে রামগোপাল বাবুর পাল্কী ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কেবল রামগোপাল বাবু কি করেন, দেখিবার জন্য ষ্টেসনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ট্রেণখানি হঠাৎ আবার প্লাটফরমে আসিয়া লাগিল। আবার গাড়ী থামিল দেখিয়া ব্রাহ্মণও গাড়ীতে উঠিলেন।"

তাঁহার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন যেরূপ উন্নত ও জনপ্রিয় ছিল; গার্হস্থ্য জীবনও তদ্রূপ সুখময় ছিল। স্নেহময়ী জননী, প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণী, অকৃত্রিম বন্ধুবর্গের সংসর্গ তাঁহাকে বিমল আনন্দের অধিকারী করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরের মত তিনিও অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। মাতার অনুরোধে বা আদেশে তেমন দৃঢ়চিত্ত তেজস্বী বীরকেও বিবেকের বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে হইয়াছে। মাতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। প্রত্যহ রাত্রে রামগোপাল জননার পদ-সেবা করিয়া পরে শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিতেন।

সহধর্ম্মিণীর প্রতিও তাঁহার প্রেমের অভাব ছিল না। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী রূপবতী ছিলেন না, রং কাল ও শরীর কৃশ ছিল। রামগোপাল পরম রূপবান ছিলেন। তথাপি তাঁহাদের দাম্পত্য জীবন অসুখকর হয় নাই। আজ কালকার যুবকেরা (নিজে সুন্দরই হউন বা কুৎসিতই হউন). যেমন 'পরীর বাচ্ছা' না পাইলে সুখী হয়েন না; রামগোপাল সেরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন না। তিনি গুণবান ছিলেন, গুণেরই আদর করিতেন। তাঁহার ভাগ্যগুণে গুণবতী বিনয়নম্রা ভার্য্যাই তিনি পাইয়াছিলেন।

তাঁহার ন্যায় বন্ধু-ভাগ্যও অতি কম লোকের থাকে—(ক) তাঁহার ন্যায় বন্ধু-বৎসলও অতি বিরল। তিনি মিষ্ট-ভাষী ছিলেন। গ্রামস্থ লোকেরা তাঁহার নিকট সমাদর পাইত এবং সকল সময় অবাধে তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে পাইত। তিনি নিরভিমান ছিলেন। তাঁহার অমায়িকতা, সত্যবাদিতা, নির্ভীকতা, সত্যপালনের একাগ্রতা—(খ) অতীব প্রশংসনীয়। তাঁহার চরিত্রে একমাত্র দোষ হিন্দুর আহার্য্য ও পেয় সম্বন্ধে বিচার-শূন্যতা। তিনি দরিদ্র বালকের পরম বন্ধু ছিলেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বালকগণকে তিনি স্বর্ণ-পদক, পুস্তক, কখন বা অর্থ-পুরস্কার প্রদান করিতেন। 'ব্যবস্থাদর্পণ'-প্রণেতা হাইকোর্টের অনুবাদক প্রতিভাশালী দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান—৺শ্যামাচরণ সরকারের উন্নতির মূল তিনিই। (গ) অবিচারে খাদ্যাখাদ্য গ্রহণ ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের সহিত একত্র ভোজন করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহার বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি হিন্দুগণের পূজানুষ্ঠানাদি যথারীতি সম্পাদিত হইত। তাঁহার প্রথমা পত্নীর আদ্যকৃত্য যথাশাস্ত্র তিনি স্বয়ংই করিয়াছিলেন। নিজ মাতৃ-শ্রাদ্ধও মহাসমারোহে নিষ্ঠাবান হিন্দুর মত নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। বার্ষিক পাণ্ডিত বিদায়েও তাঁহার হস্ত অসঙ্কুচিত ছিল। দরিদ্রের সাহায্য জন্যও তাঁহার বহু অর্থ ব্যয় হইত।

(ক) ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, দাক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণ তাঁহার বন্ধু-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

(খ) একবার এক মহাজনের সহিত তাঁহার চালের দর হয়। হঠাৎ চালের দর বাড়িয়া গেল। বাবু রাখালচন্দ্র মিত্র নামক একজন কর্ম্মচারী বলেন—"লেখা পড়া ত কিছু হয় নাই।" রামগোপাল বলিলেন—"রাখাল, লেখা পড়াই কি বড় হলো, কথাটা কি কিছু নয়?"

(গ) উপযুক্ত ব্যক্তির যোগ্য সম্মান প্রদর্শনে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। খ্যাতনামা হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁহার চেষ্টায়ই হেয়ার সাহেবের এক সুন্দর প্রস্তর-মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া হেয়ার স্কুলের উত্তর ময়দানে স্থাপিত হয়। উহা আজও হেয়ার সাহেবের স্মৃতি বহন করিতেছে। ঐ প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাকালে তিনি নিজের এক মাসের আয় চাঁদা দিয়াছিলেন।

রামগোপাল সর্ব্বদা সাহেবদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদে নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি সাহেবদের সহিত মিশিবার সময় ইজের, চাপ্‌কান ও পাগ্‌ড়ী ব্যবহার করিতেন। অন্য সময় ধুতি, পিরাণ, মল্‌মলের চাদর ও তালতলার চটী ভিন্ন অন্য কিছুই তিনি ব্যবহার করিতেন না। প্রকৃত মানুষের জাতীয়তা বোধ এইরূপই থাকে। অনুকরণ-প্রিয়তা নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যেই দৃষ্ট হয়।

সমাজ-সংস্কারেও তাঁহার আগ্রহ ছিল, তিনি নিজের বিবেকে যে প্রথা অন্যায় মনে করিতেন, তাহার উচ্ছেদসাধনকল্পে নিশ্চেষ্ট থাকিতেন না—যাঁহারা সংস্কারের চেষ্টা করিতেন, তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। সর্ব্বপ্রথম যখন শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন হিন্দুমতে বিধবা বিবাহ করেন; তখন রামগোপাল তাঁহার সাহায্য করেন। তাঁহার গাড়ীতে বিদ্যারত্ন বিবাহ করিতে যান। পথি-মধ্যে পাছে বিপদ ঘটে, তজ্জন্য রামগোপাল স্বয়ং বরের সহগামী হইয়াছিলেন। রামগোপালের জীবনের কার্য্যাবলী, চরিত্রের মহত্ত্ব ও অসামান্য প্রতিভা আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, রামগোপালের ন্যায় মহাপুরুষ সকল দেশে সকল সমাজেই দুর্ল্লভ।

ভারতাকাশের উজ্জ্বলতম রবি মহাত্মা রামগোপাল ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৫এ জানুয়ারী মঙ্গলবার মানব-লীলা সম্বরণ করেন। মাত্র ৫৪ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় এই ভারত-হিতৈষী মহাপুরুষের তিরোধান ঘটে।* শিক্ষাবিষয়ে, দেশহিতৈষিতায়, রাজনীতিতে, আদর্শ বাগ্মিতায়, সমাজ-সংস্কারে, বাণিজ্য-বিষয়ে, রামগোপাল তৎকালে—তৎকালে কেন, অধুনাতন ব্যক্তিগণেরও, শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মৃত্যুকালে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি তিন লক্ষ টাকারও অধিক ছিল। বিধবা ভার্য্যা ও অন্যান্য পোষ্যবর্গের জন্য ১ লক্ষ টাকা; ডিষ্ট্রীক্ট দাতব্য চিকিৎসা হলে ২০ হাজার টাকা ও কলিকাতা বিদ্যালয়ে ৪০ হাজার টাকা দান করেন। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়গণকে প্রদত্ত ৪০ হাজার টাকার ঋণ ছাড়িয়া দিয়া যান। তাঁহার পুত্র-সন্তান ছিল না; একমাত্র কন্যা হেমলতার গর্ভজাত তিন দৌহিত্র—বাবু শরৎ-

* তাঁহার মৃত্যুতে উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীগণ বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করেন। দেশের লোকও তাঁহার জন্য শোকাভিভূত হন এবং কলিকাতা টাউন হলে তাঁহার একটী অর্দ্ধাঙ্গ মূর্ত্তি এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন গৃহে তাহার প্রতিমূর্ত্তি সংরক্ষিত করিয়াছে।

চন্দ্র মিত্র, বি, এল ; বাবু কালীচরণ মিত্র বি. এল্ ও বাবু চারুচন্দ্র মিত্র এটর্নি মহাশয়গণ তাঁহার লোকান্তর-সময়ে জীবিত থাকিয়া শান্তি প্রদান করিয়াছিলেন। রামগোপালের জন্ম-গ্রহণে দেশ ধন্য হইয়াছে, জাতি সম্মানিত হইয়াছে--বংশ পবিত্র হইয়াছে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম।

নারী

(শঙ্কর-গ্রন্থমালা দৃষ্টে)

নারী যদি হয় নরকের দ্বার—
দেবী হইবেন তবে কা'রা ?
কা'র পূত কর-পরশে স্বরগ—
অনিত্য এ সংসার-কারা ?
ফুটে কি কমল মরুভূ-মাঝারে—
ঢালে আশীবিষ সুধাধার ?
প্রসবে কি মেষী সিংহ-শাবক—
আলোক উগরে অন্ধকার ?
হইলে তাহারা এত হেয় তুচ্ছ,
ঘৃণিত সে পাপ পথ দিয়ে—
অবতার, সাধু, মহাত্মাসকল
আসিত কি মুক্তি-মন্ত্র 'নয়ে ?
অনলের রূপে মোহিত পতঙ্গ
পুড়িয়া যখন তাহে মরে ;—
পতঙ্গ-মরণ-কারণ-দায়ী
অনলে কি কেহ কভু করে ?
রমণীর কোন স্বভাবজ গুণে
যদি নর হয় নিজ-হারা,
প্রবৃত্তি তাহার দায়ী তার তরে—
দায়ী কভু নহে রমণীরা।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসু বর্ম্মা।

অখিলভারত-কায়স্থ-মহাসভা।

জৌনপুরের অখিলভারত-কায়স্থ-মহাসভায় ৮০০ শতের অধিক প্রতিনিধি, প্রায় ৫০০ শত অভ্যর্থনাসমিতির সভ্য ও স্বেচ্ছাসেবক এবং সহস্রাধিক দর্শক উপস্থিত হইয়াছিলেন। বেহারের অন্তর্গত ছাপরা-জেলা-নিবাসী পাটনা হাই-কোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অসহযোগী উকীল, দেশভক্ত, মহাকর্ম্মী, মহাত্যাগী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ এম্ এ ; এম এল্ সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়াতে বহু কায়স্থ এই মহাসভায় যোগদান করিয়াছিলেন। উত্তরপশ্চিম, বিহার, বাঙ্গলা, মধ্য-প্রদেশ, গুজরাট, পাঞ্জাব ও রাজপুতানা হইতে বহু কায়স্থ প্রতিনিধিগণ সমাগত হইয়াছিলেন। "বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার" প্রতিনিধি যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ঘোষ বর্ম্ম-রায় চৌধুরী (ফরিদপুর), জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি-এল (খুলনা), গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র এম. এ; বি. এল্ (দিনাজপুর), দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্ম-রায় (দিনাজপুর-রাজবাটী) তারাপদ রাহা বর্ম্মা এম. এ (যশোহর), মাধব-চন্দ্র শিকদার বর্ম্মা (উকীল, দিনাজপুর), নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম এম. এ ; বার্-এট্-ল, ডাক্তার ক্ষিতীশচন্দ্র বসু বর্ম্মা এম. বি. (দিনাজপুর) এবং গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার (বরিশাল)। এতদ্ব্যতীত "বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ" নামক সভার পক্ষে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্ম শাস্ত্রী, দুর্গানাথ ঘোষ বর্ম্ম তত্ত্বভূষণ (ওলপুর), প্রতাপচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (বগুড়া) এবং আরও দুইজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সরকী-রাজ-বংশের রাজধানী জৌনপুর একটী প্রাচীন বৃহৎ নগর। উক্ত মুসল-মান রাজ-বংশের বহু স্থায়ী কীর্ত্তি অদ্যাপি জৌনপুরে বর্ত্তমান। তন্মধ্যে দুইটী অতি বৃহৎ মস্‌জিদ, প্রাচারবেষ্টিত অত্যুচ্চ বৃহৎ দুর্গ এবং সরযু নদের উপরিস্থিত বৃহৎ সেতু বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত দুর্গের বৃহৎ প্রাঙ্গণে, সুশোভিত পট-মণ্ডপে কায়স্থ মহাসভার অধিবেশন ২৯ শে, ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর হইয়াছিল। আমরা বঙ্গদেশের অধিকাংশ প্রতিনিধিই ২৮শে তারিখ মধ্যাহ্নে পৌঁছিয়াছিলাম। সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ কানপুর কংগ্রেশ হইতে ২৯শে প্রাতে জৌনপুর ষ্টেসনে পৌঁছিয়াছিলেন। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই ৩।৪ শত লোক তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে সমবেত হন এবং বেলা ৮টা না বাজিতে প্রতিনিধিগণ,

এবং অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণ সকলে তথায় মিলিত হন। তথায় সকলকে জৌনপুরের উপাদেয় জিলেপি এবং চা জলযোগের জন্য দেওয়া হয় এবং উপস্থিত প্রতিনিধিগণকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়। অবিলম্বে ষ্টেসন সমীপে একটী সভা হয়, এবং জৌনপুরের "কায়স্থকুমার-সভার" পক্ষ হইতে হিন্দীভাষায় লিখিত অভিনন্দন সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদকে অর্পিত হয়। তিনি তাঁহার যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করিয়া কুমারগণকে দেশের হিতকার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিতে উৎসাহিত করেন। তৎপরে বিপুল শোভাযাত্রা গঠিত হয়। শ্রুতিমধুর বিবিধ বাদ্যধ্বনি ও মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনি সহকারে সহস্রাধিক লোক সভাপতি মহোদয়কে সহ সকল প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণ করিয়া ১১টার সময় কিল্লাস্থিত পট-মণ্ডপের সম্মুখে উপস্থিত হন। ষ্টেসন হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত পথ অসংখ্য ধ্বজ-পতাকা ও বহুসংখ্যক উচ্চ তোরণে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবকগণ বিচিত্রবেশে শোভাযাত্রার অগ্রে ও পশ্চাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। বেলা ২টার সময় এই দিনের অধিবেশনের কার্য্যারম্ভ হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি জৌনপুরের প্রবীণ উকিল বাবু দুর্গাদত্ত তাঁহার ইংরেজী ভাষায় লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিলে প্রয়াগের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত ঈশ্বরশরণ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদকে সভাপতিপদে বরণ করেন এবং বঙ্গদেশের পক্ষে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম রায় তাহার সমর্থন করেন। সভাপতি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলে, প্রসিদ্ধ রইস্ শ্রীযুক্ত বালগোবিন্দপ্রসাদ (স্বাগত-সহ-সভাপতি) দুইটী মূল্যবান উজ্জ্বল মালা তাঁহার ও স্বাগত-সভাপতির গলায় পরাইয়া দেন। তৎপর অভ্যর্থনা সমিতির মন্ত্রী (সম্পাদক) শ্রীযুক্ত নানকুলাল, বি-এল, মঞ্চোপরিস্থিত সকলকে সুন্দর পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। তৎপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার হিন্দীভাষায় লিখিত হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা পাঠ করেন। তাঁহার মূলমন্ত্র মিলন ও পণপ্রথা-দূরীকরণ। তারপর তিনি শোক-প্রকাশক দুইটী মন্তব্য উপস্থিত করেন। প্রথমটীতে সম্রাট-জননীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয়টী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট কায়স্থগণের মৃত্যুজনিত শোকপ্রকাশক। বাঙ্গালার ভূপেন্দ্রনাথের নাম ইহাতে না থাকায় আমি তাঁহার নাম উল্লেখ করি। তৎপর ভূপেন্দ্রনাথের নাম ও অন্যান্য প্রদেশের আরও কয়েকটী নাম সহ এই প্রস্তাব সংশোধিত হইয়া গৃহীত হয়। তৎপর আমাদের অনেকের আগ্রহে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, স্যর আশুতোষ ও স্যর সুরেন্দ্রনাথের নাম-সম্বলিত একটী স্বতন্ত্র শোকপ্রকাশক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এবারের মহাসভায় গৃহীত প্রধান মন্তব্য দুইটী :—

(১) বঙ্গদেশ ও অন্যান্য প্রদেশের চিত্রগুপ্তজ কায়স্থদের মধ্যে এবং শ্রীবাস্তব্য, অম্বষ্ঠ, সখসেন, মাথুর প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর পানাহার ও আদান প্রদান প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে।

(২) পণপ্রথা-দূরীকরণের আবশ্যকতা-বিষয়ে। তিলক, জাহেজ, পণ, তত্ত্ব, অলঙ্কারাদি বাবদে বরপক্ষ কোন দাবি করিতে পারিবে না, আশীর্ব্বাদী বা তিলক অনধিক ৫১৲ টাকা মাত্র গ্রহণ করিতে পারিবে। কন্যাকে অলঙ্কারাদি বা যৌতুক স্বেচ্ছায় যাহা প্রদত্ত হইবে বরপক্ষ তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পারিবে না, বরপক্ষ নাচগান লইয়া কন্যার বাড়ীতে যাইতে পারিবে না, হস্তী প্রভৃতি লইয়া মহা আড়ম্বরে গমন করিলে তজ্জনিত ব্যয় বরপক্ষের নিজের— বহু আলোচনার পর এইরূপ মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে এবং একটী প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

অখিলভারত-কায়স্থ-মহাসভার আলোচনা হিন্দীভাষায় করিতে হইবে এবং কার্য্য-বিবরণাদি হিন্দীভাষায় লিখিত হইবে—এইরূপ একটী মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের উর্দ্দুভাষী কায়স্থগণ ঘোর আপত্তি করিয়াছিলেন, আমিও বাঙ্গলার পক্ষে আপত্তি জানাইয়া বলিয়াছিলাম যে বঙ্গদেশে অখিল-ভারতীয় সভা আহূত হইলে এই মন্তব্য অনুসারে কার্য্য করা অসম্ভব হইবে, অতএব "যথাসম্ভব" (as far as practicable) কথাটি যোগ করা হউক। পরে আমি amendmentএর (সংশোধনের) নোটীশ দেই। তখন সভাপতি মহাশয় আমাকে ডাকিয়া বলেন—"আপনি সংশোধন-প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলে ভাল হয়। হিন্দীকে দেশভাষা করার পক্ষে যখন আপনার সহানুভূতি রহিয়াছে, তখন উপস্থিত প্রস্তাবই গৃহীত হউক। কেহ বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে, কেহ উর্দ্দু ভাষার পক্ষে আপত্তি করিলে ফলে কিছুই হইবে না।" তখন আমি আমার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলে, মূল প্রস্তাবই গৃহীত হয়। ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্নে মহাসভার পট-মণ্ডপে হিন্দীসাহিত্য-সম্মিলন ও হিন্দীকবি-সম্মিলন হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ কায়স্থ-কবি ভগবান্‌দীন কবি-সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ মহোদয়ের এই দুই সম্মিলনীতেই ঐকান্তিক সহানুভূতি দৃষ্ট হইয়াছে। কবি-সম্মিলনীতে বিবিধ উপাদেয় ও উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা পঠিত হইয়াছিল, সময় সময় হাস্যরসের ফোয়ারা বহিয়াছিল। সম্মিলন খুব উপভোগ্য হইয়াছিল। দেখিলাম—এই দুই সম্মিলনীতে উপস্থিত সভ্যগণ

প্রায় সমুদয়ই কায়স্থ। এই দুই দিন পূর্ব্বাহ্নে "লক্ষ্ণৌ সদরসভা হিন্দের" বার্ষিক অধিবেশনও হইয়াছিল।

আর একটী বহু তর্কিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—কায়স্থদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের কর্ত্তব্য বিষয়ে। বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতিতে এই প্রস্তাব সহজেই গৃহীত হয়। কিন্তু সভাতে ঘোর তর্ক উপস্থিত হয়। দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র মহাশয় ঘোর আপত্তি করেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে ব্রাহ্মণদের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইবে এবং কায়স্থদের পূজা ও সংস্কারাদি কার্য্য অনেক স্থলে বন্ধ হইবে—এই বলিয়া অনেকে আপত্তি করেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ মেহেতা নিম্নোক্তরূপ সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন—"কায়স্থ পণ্ডিতগণ ও শিক্ষিত যোগ্য ব্যক্তিগণ আপন আপন গৃহে দেবপূজা ও সংস্কারাদি কার্য্য আপনারাই সম্পন্ন করিবেন এবং প্রতিবেশী কায়স্থগণকেও যথাসম্ভব করাইবেন।" এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাপতি মহাশয় আমাকে এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে আহ্বান করিলে আমি ইংরেজী ভাষায় তাহার সমর্থন করি। সভাপতি মহাশয় এবং কংগ্রেস-সম্পর্কিত অনেক সভ্য এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। আমার বক্তৃতার পর কাশীর একজন কংগ্রেস-কর্ম্মী-পুরুষ ইহার ঘোর প্রতিবাদ করেন। তথাপি অধিকাংশের মতে উহা গৃহীত হয়।

আর একটী প্রস্তাব-সম্বন্ধে ঘোর তর্ক উপস্থিত হওয়ায় উহা পরিত্যক্ত হয়। আমি সভাপতি মহাশয়কে নিম্নোক্তরূপ মন্তব্যের নোটীশ দেই,—

This conference re-affirms tnat Kayasthas of the Different parts of India belong to the glorious Kshatriya stock of old and protests against the findings of the Calcutta High Court affecting the position of our community. অর্থাৎ, এই মহাসভা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কায়স্থগণ প্রাচীন গৌরবান্বিত ক্ষত্রিয়কুলজাত, এবং কলিকাতা হাইকোর্টের কতিপয় নজির কায়স্থ-জাতির মানের হানিজনক হওয়াতে এই সভা তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন।" বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে ইহা সহজেই গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু সভাস্থলে ঘোর প্রতিবাদ উত্থিত হইল। আপত্তির বিষয় হইল ক্ষত্রিয় শব্দ। আপত্তির সারমর্ম্ম এই যে—কায়স্থ দ্বিজাতি বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয় কেন বলিব? কায়স্থ ব্রাহ্মণও হইতে পারে, সুরধ্বজ শ্রেণী ব্রাহ্মণ, বাল্মীকেরাও তদ্রূপ, ক্ষত্রিয় না বলিয়া দ্বিজাতি বলা হউক। শ্রীযুক্ত মিঠুলাল

শাস্ত্রিপ্রমুখ মন্তব্যের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন—কায়স্থ ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় শব্দই রাখিতে হইবে। দুই পক্ষের জিদ্ দেখিয়া সভাপতি মহাশয় বলিলেন—অদ্যই সভার কার্য্য শেষ করিতে হইবে, এইরূপ তর্কে সময় নষ্ট করা যাইতে পারে না, আপনারা দুই পক্ষের প্রধান ব্যক্তিগণ বাহিরে যাইয়া মীমাংসা করিয়া আসুন—ক্ষত্রিয় শব্দ থাকিবে কি দ্বিজাতি শব্দ হইবে। তৎপর এই মন্তব্য পুনরায় উপস্থিত করিবেন। এখন অবশিষ্ট কায হউক।" এই কথায় প্রস্তাব স্থগিত রহিল, কিন্তু তর্কের মীমাংসাও হইল না. প্রস্তাবও আর উত্থাপিত হইল না।

সর্ব্বশেষে এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ নায়ক ও "কায়স্থ-পাঠশালা" কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরশরণ মহোদয় কায়স্থ পাঠশালার উন্নতি-কল্পে অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করিয়া একটী মন্তব্য উপস্থিত করেন এবং এক ঘণ্টার অধিককাল বক্তৃতা করেন। তৎপর ধন্যবাদের ব্যাপার শেষ হইলে রাত্রি ১০ টার সময় মহাসভা ভঙ্গ হয়।

অভ্যর্থনাসমিতির সকল বন্দোবস্ত এবং স্বেচ্ছাসেবকগণের ব্যবহার অতীব প্রীতিকর হইয়াছিল। জৌনপুরের ৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক ও স্বাগত-সমিতির সকলকে ৫টী বৃহৎ ভোজে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। ২৯শে অপরাহ্নে জৌনপুরের অদূরবর্ত্তী শীতলা চৌকীতে লালা বংশীধর, তৎপর দিন পূর্ব্বাহ্নে লালা রামপ্রসাদ (উকীল), অপরাহ্নে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বাবু দুর্গাদত্ত, ৩১শে তারিখ পূর্ব্বাহ্নে উকীল গুরুশরণলাল এবং অপরাহ্নে স্থানীয় ব্রাহ্মণ জমিদার রাজা কৃষ্ণদত্ত দোবে ভোজ দান করেন। অভ্যাগতগণের পা ধোয়াইয়া দেওয়া, প্রত্যেকের গলায় পুষ্পমালা পরাইয়া দেওয়া এবং আহারের কালে রৌসন চৌকীর বাজনা—এই তিনটী ভোজের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল। তৎপর দিন পূর্ব্বাহ্নে জৌনপুর মিউনিসিপাল বোর্ডের সেক্রেটারী সর্ব্বজনপ্রিয় দেব মহাশয়ের সুরম্য গৃহে আমরা প্রস্থিতাবশেষ ৬ জন বাঙ্গালী প্রতিনিধি মৎস্য মাংসাদিসহ উপাদেয় বাঙ্গালীর ভোজ্য প্রাপ্ত হইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলাম। নিরামিষাশীদের জন্যও উত্তম ব্যবহা ছিল। ঐ দিন দুইটার গাড়ীতে আমরা জৌনপুর ত্যাগ করি।

জৌনপুরে উত্তরভারতীয় কায়স্থগণের মধ্যে যে অসাধারণ সজাতি-প্রীতি ও জাতীয় উন্নতি-সাধনে আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষ্য করিলাম বাঙ্গালায় তাহা অভাবনীয়। মহাসভার শেষ দিন ৩১শে জানুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম এম, এ, বার-এট্-

জৌনপুরে উপস্থিত হন। আগামী বড় দিনের বন্ধে বাঙ্গালায় অখিলভারত-কায়স্থ-মহাসভা আহ্বান করিতে আমাকে পূর্ব্ব হইতেই অনেকে বলিতেছিলেন। নীতীশ বাবু আসিলে তাঁহাকে বলি। তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত বলেন,—"আমন্ত্রণ করিতেই হইবে।" জব্বলপুর, লাহোর, আজমীর, এলাহাবাদ, কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে আমন্ত্রণপ্রস্তাব উপস্থিত হইল। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার পক্ষে নীতীশ বাবু প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, আমি এবং অভ্যর্থনা সমিতির মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নানকুলাল প্রস্তাব সমর্থন করি। কিঞ্চিৎ আলোচনার পর আগামী বারের গৌহাটী কংগ্রেসের পথে বাঙ্গলায় কায়স্থ-মহাসভা হইলেই ভাল হইবে বিবেচনায় বাঙ্গালার আমন্ত্রণই গৃহীত হয়।

এস্থলেও আমাদের একটী বিশেষ শিক্ষার বিষয় রহিয়াছে। ওদেশে বার্ষিক অধিবেশন লইয়া কাড়াকাড়ি হয়, বহু স্থান হইতে আহ্বান উপস্থিত হয়, আর আমাদের দেশে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভাকে কেহ আহ্বান করে না, বৎসরান্তে কোথায় সভা হইবে, তাহা ভাবিয়া আমরা অবসন্ন হই। অহো, বাঙ্গালার কায়স্থসমাজে ঐরূপ সজাতিপ্রীতি কবে উপজাত হইবে!

তিনটী সব্‌কমিটী গঠিত হইয়াছে—(১) আন্তর্গণিক বিবাহ-প্রচলন-বিষয়ে, (২) পণপ্রথার উচ্ছেদ-বিষয়ে এবং (৩) ভারতের সকল প্রদেশের কায়স্থগণের আচার ব্যবহার ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সঙ্কলন ও লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে। তৃতীয়টীতে বাঙ্গালার প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ও অধ্যাপক যদুনাথ সরকার আছেন, দ্বিতীয়টীতে গৌরাসুন্দর বাবুর নাম এবং প্রথমটীতে আমার নাম আছে। গৌরাঙ্গ বাবু প্রথম প্রস্তাব (আন্তর্গণিক বিবাহবিষয়ক) সমর্থন করিয়া বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং এলাহাবাদের নেতা ঈশ্বরশরণ বাঙ্গালী কায়স্থদের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান অবিলম্বে স্থাপন করিতে অন্যান্য প্রদেশের কায়স্থদিগকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

বিদেশপ্রত্যাগত কায়স্থগণকে সমাজে গ্রহণ বিষয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং তদনুসারে কায হইতেছে, তাহা এখন আর তর্কিত বিষয় নহে, এজন্য ঐ প্রস্তাব এবার আর উত্থাপিত হয় নাই। সংস্কৃত শিক্ষা ও নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে। বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য উত্থাপিত হয় নাই। স্থির হইয়াছে—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ আগামী বার্ষিক অধিবেশন পর্য্যন্ত সভাপতি থাকিয়া সংস্কারকার্য্য পরিচালন করিবেন। তদনুসারে বিশেষ উৎসাহে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

মহাসভাতে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল,—

সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বাবু দুর্গাদত্ত (উকীল জৌনপুর, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি), বাবু বালগোবিন্দপ্রসাদ (ঐ সহ-সভাপতি), বাবু সুবরাতলাল সিংহ, উকীল; বাবু গুরুশরণলাল, উকীল, বাবু বিন্ধ্যবাবসিনী প্রসাদ, মুনসেফ্, বাবু নানকুলাল শ্রীবাস্তব্য বি-এল, (অভ্যর্থনাসমিতির মন্ত্রী), বাবু ঈশ্বরশরণ, এলাহাবাদ, বাবু গণেশপ্রসাদ এম, এল্, সি, রায় বাহাদুর মহেন্দ্রপ্রসাদ, পাটনা, (কাউন্সিল অব্ ষ্টেটের সদস্য), রায় বাহাদুর কামতাপ্রসাদ, কাশী, মুন্সী মাধবপ্রসাদ এড্‌ভোকেট্, কাশী, বাবু সরকার বাহাদুর জহরী, উকীল, এলাহাবাদ, বাবু লক্ষ্মণপ্রসাদ শ্রীবাস্তব্য, লক্ষ্ণৌ, মিঃ সিঃ এঃ মমকোর্ড, কমিশনার, বেনারেস্ ডিভিশন্, মুন্সী কুবরনাথ, গাজিপুর, মুন্সী হীরালাল চণ্ডুলাল, গুজরাট্, ডাক্তার নন্দলাল, কানপুর, মুন্সী ব্রজবল্লভকিশোর সাদক, ফয়জাবাদ, অধ্যাপক দ্বারকাপ্রসাদ, সি, পি, অধ্যাপক রামদাস গৌড় এম, এ, হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়, বেনারস, কবি যোগেশ্বরপ্রসাদ, গয়া, বাবু আখৌরী গোপীনাথ, উকীল—গয়া, বাবু মুকুটধারী লাল, উকীল—গয়া, পণ্ডিত মিঠুলাল শাস্ত্রী, পণ্ডিত শঙ্কটাপ্রসাদ, পণ্ডিত কামতাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব্য, কাশী প্রভৃতি। বঙ্গীয় প্রতিনিধিগণের নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার

হস্তলিপির অনুসন্ধান।

১৭ই পৌষ শুক্রবার জৌনপুর হইতে কাশীতে আসি। তথায় কায়স্থ-জাতিতত্ত্ববিষয়ক তর্কখণ্ডনার্থে পুরাণের হস্তলিপি অনুসন্ধানে প্রায় ২০ দিন অতিবাহিত হয়। তাহার ফলাফল নিম্নে লিখিত হইল;—

২।১।৩৬।৭ জানুয়ারী কাশীর বিখ্যাত কুইন্‌স্ কলেজের "সরস্বতী-ভবন" নামক বৃহৎ লাইব্রেরীতে পদ্ম-পুরাণের উত্তরখণ্ডের হস্তলিপি প্রভৃতি অনুসন্ধান করি। উত্তরখণ্ডের হস্তলিপি ১ খণ্ড পাইলাম, তাহা Ms. No. 15966, ইহা অসম্পূর্ণ, ২৬৪ পাতায় গ্রন্থ সমাপ্ত ছিল, ১৯৬ পাতা পর্য্যন্ত আছে, পরের ৬৮ পাতা নাই, ২২০ অধ্যায়ের কিয়দংশ, কালিন্দীমাহাত্ম্য ও ইন্দ্রপ্রস্থ-বর্ণন পর্য্যন্ত আছে। ২১৯ অধ্যায় "বঙ্গবাসী"-সংস্করণের ২১৭ অধ্যায়ের সহিত প্রায় একরূপ। ইহার বীজসমুচ্চয় নামক প্রথম অধ্যায়ে অর্থাৎ সূচীপত্রে ৪৮ শ্লোকে আছে,—

কায়স্থানাং সমুৎপত্তিং গয়াব্যাখ্যানমেব চ।
গদাধরস্বরূপঞ্চ ফল্গুবর্ণনমেব চ ॥

বঙ্গবাসী-সংস্করণেও অবিকল এই শ্লোক সূচীতে আছে, কিন্তু কায়স্থোৎপত্তি বা গয়াব্যাখ্যানাদি পুরাণের অভ্যন্তরে নাই। পুনা-আনন্দাশ্রম হইতে যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রথমাধ্যায়েও কায়স্থের উৎপত্তি বর্ণনার প্রতিজ্ঞা অবিকল এইরূপ আছে, কিন্তু কায়স্থ-কথা যথা স্থানে নাই, অথচ অন্য বহু কথা তাহাতে দৃষ্ট হয়, যাহার উল্লেখ সূচীতে নাই। যাহা হউক, "সরস্বতীভবন"-হস্তলিপির শেষাংশ না পাওয়াতে বুঝিতে পারা গেল না, তাহাতে কায়স্থোৎপত্তি অধ্যায় ছিল কি না। অফ্রেক্টের পুস্তক-তালিকায় পাদ্মোত্তরখণ্ডীয় "চিত্রগুপ্তকথার" উল্লেখ দেখিতে পাইয়া সরস্বতীভবনে তাহা আছে কি না—অনুসন্ধান করি। অনুসন্ধানে একখানা হস্তলিপি পাই, তাহা ভবিষ্যপুরাণীয়। ইহা Ms. No. 214—তাহার শেষে আছে—"ইতি ভবিষ্যোত্তরে চিত্রগুপ্তকথা সমাপ্তা সম্বৎ ১৮৮৩ শাকে ১৭৫২ কার্ত্তিক কৃষ্ণ অষ্টম্যাং শনিবাসরে শ্রীবদলরাম ত্রিপাঠিনা।" ইহাতে যে বিবরণ আছে তাহা বাচস্পত্যধৃত ভবিষ্যপুরাণীয় বিবরণের সহিত প্রায় একরূপ, কিন্তু বাচস্পত্যধৃত "ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্ম" স্থলে "স্বস্য ধর্ম্মোচিতং কর্ম্ম" লিখিত হইয়াছে। সেই স্থলটী এই—

"ব্রহ্মোবাচ—মম কায়স্থিতো যস্মাত্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না ত্বং খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা।
স্থিতির্ভবতু তে বৎস মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাম্ ॥
স্বস্য ধর্ম্মোচিতং কর্ম্ম পালনীয়ং যথাবিধি।
প্রজা সৃজস্ব হে পুত্র ময়ি ভাবসমন্বিতঃ ॥"

উদ্ধৃতাংশের পঞ্চম ছত্রটী অর্থহীন। এস্থলে যে প্রকৃত পাঠ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট। কিন্তু পুত্রগণের প্রতি এইরূপ উপদেশ আছে,—

"পূজনং দেবতানাঞ্চ পিতৃণাং যজ্ঞসাধনং।
ভরণং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সর্ব্বদাতিথিপূজনং।
প্রজানাং রক্ষণঞ্চৈব তেভ্যো গ্রাহ্যং ধনং তথা ॥"

প্রজারক্ষা যদি জাতীয় কর্ত্তব্য হয় তবে ক্ষত্রিয়ত্বই কায়স্থের নিজ ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবে। এতদুক্ত উপাখ্যানে বর্ণিত আছে ভীষ্মদেব চিত্রগুপ্তের পূজা করেন এবং তাঁহার বরে স্বেচ্ছামৃত্যুফল প্রাপ্ত হন।

সরস্বতীভবন-হস্তলিপিতে এবং বঙ্গবাসী-সংস্করণে যমারাধন নামক ৬৬ অধ্যায়ে আছে,—

ধর্ম্মরাজ নমস্তেঽস্তু ধর্ম্মরাজ নমোঽস্তু তে।
দক্ষিণাশাপতে তুভ্যং নমো মহিষবাহন ॥ ৫৩
চিত্রগুপ্ত নমস্তভ্যং বিচিত্রায় নমো নমঃ।
নরকার্ত্তি প্রশান্ত্যর্থং কামান্ যচ্ছমমেপ্সিতান্ ॥ ৫৪
যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ ॥ ৫৫
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ।
নীলায় চৈব দধ্নায় নিত্যং কুর্য্যান্নমো নমঃ ॥ ৫৬
এবং দ্বাদশভিঃ পূজ্যো নামভির্ধর্ম্মরাট্ প্রভুঃ।

ইহার পূর্ব্বে এই অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে আছে,—

রাক্ষসৈশ্চাসুরৈর্ঘোরৈ রূপবিষ্টৈঃ পুরস্থিতৈঃ।
ধর্ম্মাধিকারিভিশ্চাত্র চিত্রগুপ্তাদিলেখকৈঃ ॥ ১৪

বঙ্গবাসীর অনুবাদ,—"ঘোররূপী বহু দানব ও রাক্ষস তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট, চিত্রগুপ্তপ্রভৃতি ধর্ম্মাধিকারী লেখকগণ তাঁহার (যমের) সভাস্থলে সমাসীন।"

ধর্ম্মাধিকারী হওয়াতে চিত্রগুপ্ত ও লেখকগণের দ্বিজাতিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। পরন্তু চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মরাজ রূপেই উক্ত ও অর্চ্চিত হইয়াছেন।

"মালতী-সারদাসদনে" কতকগুলি হস্তলিপি আছে, কিন্তু তালিকা নাই। গ্রন্থাধ্যক্ষ্যকে তিন দিন চেষ্টার পর পাইয়াছিলাম—তিনি বলেন "ভাটপাড়ার একজন পণ্ডিত একবার ক্রমে ৩ দিন বহু শ্রম করিয়াও পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড পান নাই, অতএব উহা আছে কি না, বলিতে পারিনা।" এরূপ অবস্থায় অনুসন্ধানে নিবৃত্ত হই।

নগুয়াতে শিবপ্রসাদ গুপ্তজীর পুস্তকালয়ে ঐ হস্তলিপি আছে কিনা জানিতে পারি নাই। তিনি অনুপস্থিত। তাঁহার 'ম্যানেজার' কর্ম্মাধ্যক্ষ্য আমি যে যে হস্তলিপি চাই তাহার নাম ও আমার ঠিকানা রাখিয়া দিয়াছেন, তাহা আছে কিনা জানিয়া পত্র লিখিবেন একথা বলিয়াছেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে হস্তলিপি বিশেষ কিছু নাই।

সর্ব্বশেষ রামনগরের রাজার নিকট আবেদন করিয়া তাঁহার পুস্তকালয়ে অনুসন্ধানের অনুমতি পাই। তথায় ৪ দিন যাই এবং তিন দিন ঐ

হস্তলিপির অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হই। পাদ্মোত্তরখণ্ডের একখানা সম্পূর্ণ হস্তলিপি প্রাপ্ত হই। ইহা ১৮৮৬ সংবতে লিখিত। ইহারও "বীজসমুচ্চয়" নামক প্রথম অধ্যায়ে "কায়স্থানাং সমুৎপত্তিং" লিখিবার প্রতিজ্ঞা আছে, কিন্তু অভ্যন্তরে কায়স্থ-কথা পাইলাম না, পরন্তু রামচরিত ও কৃষ্ণচরিত বিষয়ে বৃহৎ ২অধ্যায় আছে, যাহা সূচীতে উল্লিখিত হয় নাই। তালিকায় ১১নং পুলিন্দায় "চিত্রগুপ্তকথার" নাম আছে। কিন্তু ঐ পুলিন্দা খুলিয়া ঐ পুলিন্দাভুক্ত সমস্ত পুস্তক পাওয়া গেল, "চিত্রগুপ্ত-কথা" নামক" ৬ পাতার বহিখানা পাওয়া গেল না। গ্রন্থাধ্যক্ষ বলিলেন—তিনি খুঁজিয়া দেখিবেন, অন্য কোন পুলিন্দায় প্রবিষ্ট হইয়াছে কি না। Rabisharan Lal B. A. Supndt, Secretariat, Benares State— মহাশয়কে বলিয়াছি এবং পত্র লিখিয়াছি, তিনি ঐ পুস্তক পাইলে জানাইবেন।

বহু স্থানের বহু পুস্তক তালিকায় পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ঐ সকল হস্তলিপি দেখা দরকার। ভবিষ্যপুরাণ উত্তরপর্ব্বেরও বিশুদ্ধ পুস্তক অনুসন্ধান করা উচিত। পাদ্ম পাতালখণ্ডীয় "চিত্রগুপ্তকৃতা স্তুতিঃ" নামে একখানা হস্তলিপির উল্লেখ কোন কোন পুস্তক-তালিকায় দৃষ্ট হয়। বাচস্পত্যধৃত পাতাল খণ্ডীয় কায়স্থোৎপত্তিকথা তৎসঙ্গে থাকিতে পারে। বাচস্পত্যধৃত সকল পৌরাণিক প্রমাণই যে যথার্থ তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে না। পাদ্মোত্তরখণ্ডের মুদ্রিত পুস্তক ও হস্তলিপি যে ৪ খানা পাইলাম তাহাতেই কায়স্থদের সম্যক্ উৎপত্তি বিবরণ লিখিবার প্রতিজ্ঞা আছে, অথচ পুস্তকের ভিতরে কায়স্থের কোন কথাই নাই! ইহা অতীব বিস্ময়জনক ব্যাপার। কায়স্থ জাতির গৌরব হ্রাস করিবার জন্য বিদ্বেষপরায়ণ পুরাণলেখকগণ ৩।৪ শত বৎসর পূর্ব্বেই এই সকল বিবরণ পুরাণ হইতে তুলিয়া ফেলিয়াছে, যে ২।৪ খানা বিশুদ্ধ পুস্তক কিছুদিন পূর্ব্বেও ছিল, তাহাও বোধ হয় এখন নাই। এই সকল পৌরাণিক প্রমাণ ব্যতীতও কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব ও দ্বিজাতিত্ব নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। তথাপি যাহারা হস্তলিপি হইতে পৌরাণিক প্রমাণ দেখিতে চাহেন, তাহাদের জন্য এই অনুসন্ধান আবশ্যক।

মানবের জন্মকালে দ্বাদশ রাশিতে লগ্ন ও নয়টী গ্রহের অবস্থান যত প্রকার হইতে পারে তাহার প্রত্যেক প্রকারের কোষ্ঠী ভৃগুঋষি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন এইরূপ প্রবাদ আছে। সর্ব্বশুদ্ধ ভৃগুর কোষ্ঠী নাকি ৮৪ কোটী। কাশীতে শ্রীযুক্ত যমুনাদত্ত, ভগবান্ সহায় ও কৃষ্ণকুমার এই ৩ জন গৌড়ীয় হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ এবং সুধীরচন্দ্র বিদ্যারত্ন নামক বাঙ্গালী ১ জন ব্রাহ্মণ এই ভৃগুকোষ্ঠীর ব্যবসায় করেন।

জাতি, নাম, ধাম, কিছুই বলিতে হয় না. কেবল জন্মকুণ্ডলী দিলেই তাহার সহিত মিলাইয়া পুরাতন হস্তলিখিত কোষ্ঠী বাহির করেন এবং পড়িয়া বলিয়া দেন। জন্ম-শকাব্দ জানিতে চাহেন, তাহা পাইলেই অবিলম্বে কোষ্ঠী বাহির করিতে পারেন। কুণ্ডলী যাহার তাহার জাতি-বর্ণ-বিচারই কোষ্ঠীর প্রথম কথা। ইহা ভৃগুকোষ্ঠীর অসাধারণ বিশেষত্ব। উক্ত ৪টী স্থানেই আমি এবার গিয়াছিলাম এবং শেষোক্ত ৩ জনের দ্বারা ৪খানা কুণ্ডলীর কোষ্ঠী মিলাইয়া পাঠ করাইয়া শুনিয়াছি, কিছু লিখাইয়া এবং কিছু নিজে লিখিয়া আনিয়াছি। একটী কুণ্ডলী সুধীর বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কাছে উপস্থিত করিলে তিনি কোষ্ঠী বাহির করিয়া প্রথমেই বলিলেন—দ্বিজবংশ্যো বিপ্রবংশ্যো নতু। কায়জন্য কুলে জনিঃ। অনুজ একঃ। স্বয়ং জ্যেষ্ঠঃ। ভগ্নী নাস্তি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এই ছেলে ১ জন উপবীতী কায়স্থের পুত্র, অন্য সকল কথাই ঠিক। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার কুণ্ডলী দিলে তাহার কোষ্ঠী হইতেও পাঠ করিলেন—দ্বিজাতিঃ, চিত্রগুপ্তকুলে জাতঃ ইত্যাদি। ভগবান্ সহায় এই দুই কুণ্ডলীর কোষ্ঠীতেই "চিত্রগুপ্ত-বংশজাতঃ" বলিয়াছেন, দ্বিজাতি শব্দ বলেন নাই। দেখা গেল সুধীর বিদ্যারত্ন মহাশয় যেরূপ দীর্ঘ কোষ্ঠী বলেন ভগবান্ সহায় তত বড় ফলাফল বলেন না। আমার সাক্ষাতে অনেক ব্রাহ্মণসন্তানের কুণ্ডলী দেখাইয়া অনেকেই ফলাফল শুনিয়াছেন, তাঁহাদের বিপ্রবংশজাতই বলিয়াছেন, নারী কি পুরুষ তাহাও বলিয়াছেন। কায়স্থকে ভৃগু দ্বিজাতি বলাতে উপস্থিত কয়টী ব্রাহ্মণ একটু চমকিত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের বলিলাম "ভৃগু কায়স্থকে দ্বিজাতি বলিতেছেন, অতএব স্বীকার করিতে হইবে কায়স্থ দ্বিজাতি। তখন একজন ব্রাহ্মণ বলিলেন—"তাহা ত স্বীকার করিতেই হয়। আচ্ছা, ইহার কি পৈতা আছে?" উত্তরে বলিলাম—"যাহার কোষ্ঠী তাহার পিতা উপনীত কায়স্থ।" ভগবান্ সহায়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—ভৃগু বলিতেছেন "চিত্রগুপ্তবংশজাতঃ", তাহাতে কি জাতি বুঝায়? উত্তরে বলিলেন—"চিত্রগুপ্তবংশ কায়স্থ, ক্ষত্রিয় জাতি।" যাহা হউক, কায়স্থ যে দ্বিজাতি ভৃগুসংহিতার কোষ্ঠী তদ্বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছে। আর যে যে কায়স্থের কুণ্ডলী দেখান হইয়াছিল তাহাদেরও "চিত্রগুপ্তবংশজাত" কথাই কোষ্ঠীতে আছে।

গয়াতে পাণ্ডাদের ঘরের প্রাচীন পুথিতে বাঙ্গালার প্রাচীন রাজবংশগুলির কোন পরিচয় পাওয়া যায় কি না, চন্দ্রদ্বীপের দেবরাজবংশ, রাজা গণেশ প্রভৃতির কোন পরিচয় আছে কি না জানিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখা গেল, পুথি অনুসন্ধান করিতে অনেক দিন গয়াতে থাকা দরকার। পাণ্ডা রাজাবাবু বলিলেন তাহাদের ঘরের প্রাচীন খাতা তাহারা ফেলিয়া দিয়াছেন বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ১০০ বৎসরের পূর্ব্বের কিছু নাই, অধিকাংশেরই এই অবস্থা, বিশেষ চেষ্টা করিলে কিছু পাওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, আমি দুই একটী বন্ধুর উপর অনুসন্ধানের ভার অর্পণ করিয়া আসিয়াছি।

জৌনপুরের অখিল ভারত কায়স্থ-মহাসভায় বিষয়নির্ব্বাচন-সমিতিতে আমি আলোচনায় যোগদান করিয়াছি। কায়স্থদের আপন আপন দেবপূজা ও

সংস্কারাদি কার্য্য-নির্ব্বাহের যোগ্যতা-অর্জ্জনবিষয়ক প্রস্তাব এবং আগামী বর্ষে
বাঙ্গলায় মহাসভার আমন্ত্রণবিষয়ক প্রস্তাব সমর্থন করিয়া এবং সর্ব্বশেষে
বাঙ্গলার পক্ষে জৌনপুরের অভ্যর্থনা-সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে ধন্যবাদ দিয়া
আমি (বাধ্য হইয়া) ইংরেজী ভাষায় কথা বলিয়াছি। গয়াতে ২২ জানুয়ারী
স্থানীয় মডেল হাইস্কুলের বৃহৎ হলে কায়স্থদের একটী মহতী সভা হয়, শ্রীযুক্ত
পরমেশ্বরলাল সভাপতি হন। অখিলভারত-কায়স্থ-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত
রাজেন্দ্রপ্রসাদ জৌনপুর কায়স্থ মহাসভার মন্তব্যসমুদয়, বিশেষতঃ বাঙ্গলা ও
অন্যান্য প্রদেশ মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ-প্রচলন, পণপ্রথাদূরীকরণ ও পান-
দোষপরিহার বিষয়ে দুই ঘণ্টার অধিককাল বক্তৃতা করেন। অভ্যাগত হিসাবে
আমি সভাস্থলে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিলাম। প্রায় ৬০০ শত পুরুষ ও ৪০ জন
মহিলা সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সভাতেই বিজ্ঞাপিত হয় যে পরদিন
শনিবার অপরাহ্নে আমি ঐ স্থানেই "কায়স্থ জাতির দেশের ও সমাজের প্রতি
কর্ত্তব্য" বিষয়ে বক্তৃতা করিব। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং গয়ার উৎসাহী
অধিকাংশ কায়স্থই এই দিন পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মতে আরঙ্গবাদে যাইয়া একটী
বৃহতী কায়স্থ সভায় যোগদান করেন। কাযেই এই দিনের গয়ার সভাতে লোক-
সংখ্যা খুব কম হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট উকীল শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বি, এল
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আমার বক্তৃতা শেষ হইলে তিনি তাহার
মর্ম্ম হিন্দী ভাষায় উপস্থিত মহিলাদের উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর ২৫শে
জানুয়ারী প্রাতে কলিকাতায় পৌছিয়াছি, ইতি।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার

শোক-সংবাদ।

আমরা মর্ম্মাহত হইয়া অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, মুর্শিদাবাদ,
নিমতিতার, স্বনামধন্য জমিদার স্বজাতি-সেবক, স্বজাতিবৎসল এবং স্বজাতির
উন্নতিকামী নানা সৎকর্ম্মের উৎসাহদাতা, সুসাহিত্যিক, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার
ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও কায়স্থ পত্রিকা সম্পাদক মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম চৌধুরী
মহাশয় অকস্মাৎ ২৩এ মাঘ মঙ্গলবার বেলা ৩॥ ঘটিকার সময় আত্মীয় স্বজনকে
এবং স্বজাতীয়গণকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া অকালে পরলোক গমন করিয়া-
ছেন। পত্রিকা ছাপা হইবার পর তাঁহার অনুজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
মহাশয়ের নিকট হইতে এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ পাইয়া সংক্ষিপ্ত ভাবে জ্ঞাপন
করিলাম। ইচ্ছা রহিল আগামী সংখ্যায় এই অশেষ গুণাধার স্বজাতিবৎসল
মহাত্মার কথা যথাসাধ্য বিস্তৃত ভাবে আলোচনা প্রকাশ করিব। বঙ্গদেশীয়
কায়স্থ-সভা এবং বঙ্গের সকল কায়স্থ অনুষ্ঠান এই মহাত্মার নিকট ঋণী—তাঁহাকে
অকালে হারাইয়া আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত—একথা লেখাই বাহুল্য।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা

চতুর্বিংশ-বার্ষিক-কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির
১ম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

২৪শে শ্রাবণ — ১৩৩২, (৯ই আগষ্ট—১৯২৫,) রবিবার,

অপরাহ্ন ৫॥ ঘটিকা,

স্থান—৮নং বিশ্বকোষ লেনস্থ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা
মহাশয়ের বিশ্বকোষ ভবন।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত, লেপ্টনাণ্ট শ্রীযুক্ত
সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মৌলিক, এম, এস, সি, বি, এল ; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ
মিত্র, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই, সি, এস্ ;
সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ ; বি, এল, শ্রীযুক্ত অমূল্য
চরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা (সহ-সভাপতি,) রায়
সাহেব শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা, বি, এ ; এফ, এস, এস, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র
নাথ বসু বর্ম্মা বি, এল, উকিল (সিরাজগঞ্জ, পাবনা) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেব-
বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা তত্ত্বনিধি, শ্রীযুক্ত
মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দাস এম, এস, সি, (লিডস্),
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (সম্পাদক). শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা,
বার, এট্, ল, (সহ-সম্পাদক), শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা, (সহ-সম্পাদক)
শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা, (প্রচারক)।

অদ্যকার সভায় সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণ উপস্থিত হইতে
না পারায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ
দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় সভাপতির
আসন গ্রহণ করেন।

সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন :—
বঙ্গে, তথা ভারতে রাজনীতি-চর্চ্চা-মজ্জাগতকারী, রাজনীতি-বিশারদ মহাগুরু
দেশাত্মবোধের প্রবর্ত্তক, ভারতীয় জাতীয় সম্মেলনের একনিষ্ঠ-সেবক ও পরি-
চালক, নেতৃকুলশিরোমণি, অদম্যকর্ম্মবীর, আমরণ দেশ-চিন্তা ও সেবা-পরায়ণ,

বাগ্মীকুল চূড়ামণি-দেশমাতার বরেণ্য, সুসন্তান ও গৌরবের স্থল সুরেন্দ্রনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে সমগ্র দেশের ও সমাজের অপূরণীয়
ক্ষতি হইয়াছে বোধ করিয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা ২৪শ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক
সমিতির প্রথম অধিবেশনে সমবেত হইয়া শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে গভীর শোক প্রকাশ
করিতেছেন ও শ্রীভগবানের চরণে তাঁহার চিরক্লান্ত আত্মার জন্য শান্তি প্রার্থনা
করিতেছেন" সভাস্থ সভ্যমহোদয়গণ নীরবে শ্রদ্ধার সহিত কিরণবাবুর এই প্রস্তাব
গ্রহণ করিলেন।

যাঁহারা অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতি সূচক
পত্র লিখিয়াছেন, সম্পাদক মহাশয় সভারম্ভে তাঁহাদের নাম পাঠ করিলেন—

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী সভাপতি, (ট্যাংরা, ফরিদপুর),
" মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম চৌধুরী সহ-সভাপতি (নিমতিতা, মুর্শীদাবাদ)।
" সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম, এ ; বি-এল, (এম, এল, এ) সহ-সভাপতি (কলিকাতা)
" দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম রায় (দিনাজপুর রাজবাটি)
" দয়ালচন্দ্র বসু (কলিকাতা)
" ত্রৈলোক্যমোহন নন্দী বর্ম্মা মোক্তার (নাটোর রাজসাহী)
" রায় বাহাদুর অমৃতলাল রাহা (খুলনা),
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত (কলিকাতা),
" দুর্গানাথ ঘোষ বর্ম্ম তত্ত্বভূষণ (কলিকাতা),
" নিবারণচন্দ্র দত্ত (কলিকাতা)
" রায় বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ অবসর প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট্, কালেক্টর (ফরিদপুর)

১ম প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে
গৃহীত হইল।

গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইবার পর সহ-সভাপতি
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা মহাশয় সভায় যোগদান করায় শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি
ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় সভাপতির আসন পরিত্যাগ করিলেন ও যোগেশবাবু সভা-
পতির আসন গ্রহণ করিলেন।

২য় প্রস্তাব—সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে
ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ সভার-সভ্য
নির্ব্বাচিত হইলেন :—

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় (পণ্ডিতসার, ফরিদপুর)
" কুঞ্জবিহারী বসু (পণ্ডিতসার, ফরিদপুর)
" নিবারণচন্দ্র সিংহ (স্বর্ণখোলা, ফরিদপুর)
" জিতেন্দ্রমোহন দত্ত (কার্ত্তিকপুর, ফরিদপুর)
" ডাক্তার রাসবিহারী কর (সালদহ, ফরিদপুর)
" প্রসন্নকুমার দাস স্কুল মাষ্টার (সালদহ, ফরিদপুর)
" মন্মথনাথ মজুমদার একসাইস্, সব্, ইং (হাওড়া)
" সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (গোরক্ষপুর)

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র
দেববর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ সভার-সভ্য নির্ব্বাচিত
হইলেন—

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র (কলিকাতা)
" প্রফুল্লকুমার সরকার (কলিকাতা)
" বাঁশরীলাল সরকার (কলিকাতা)

শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা প্রচারক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি
ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বসু (৩৬নং মেছুয়াবাজার, কলিকাতা)

৩য় প্রস্তাব—বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলি আলোচনার পর
স্থির হইল এবং সাধারণ সভায় গৃহীত বার্ষিক ১২৲ চাঁদা সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক
সমিতির সকল সভ্যকে দিবার জন্য অনুরোধ করা হউক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র
দেববর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে
সর্ব্বসম্মতিক্রমে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের চাঁদা সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত সভ্যগণকে
লইয়া শাখা-সমিতি গঠিত হইল।

শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট্-ল
" লেপ্টনাণ্ট সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মৌলীক এম, এস, সি ; বি-এল
" গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন

৪র্থ প্রস্তাব—সভার প্রস্তাবাবলি কার্য্যকরী করিবার জন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত
নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের
সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সভ্যগণ লইয়া কলিকাতা কেন্দ্রের সাধারণ
প্রচার সমিতি গঠিত হইল।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি, এল,
„ মৃণালকান্তি বসু এম, এ ; বি, এল
„ অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক বি, এল
„ গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম, এল, সি,
„ প্রবোধকুমার দত্ত
„ রায় বিপিনবিহারী বসু
„ রায় অনাথনাথ বসু
„ নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা সম্পাদক
„ ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা
সহ-সম্পাদক

৫ম প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত
ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সভ্যগণ
লইয়া পত্রিকা পরিচালন সমিতি গঠিত হইল।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ ; বি, এল, পি, আর, এস্, বেদান্তরত্ন
„ নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ
„ মৃণালকান্তি বসু এম, এ ; বি, এল
„ শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা
„ কিরণচন্দ্র দত্ত (পত্রিকা-সম্পাদক)

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—(ক) শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম, এ,
বি, এল, মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই, সি, এস,
সি, আই, ই, মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল সভার কার্য্যাল
অবিলম্বে বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয়ের ভবনে স্থানান্তরিত করা হউক। (খ
সভার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার জন্য ও কার্য্যালয়ে সাহায্য করিবার জ
২৫৲ বেতনে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করার ভার সম্পাদক মহাশয়ের উপ
অর্পিত হউক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মৃণালকা
ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৭ম প্রস্তাব—বিভিন্ন ভাণ্ডার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ব
মহাশয়ের প্রস্তাব আলোচিত হইলে স্থির হইল ভবিষ্যতে যে যে ভাণ্ডার যে
উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে তাহার বিবরণ পৃথক ভাবে জ্ঞাপন করা হইবে।

৮ম প্রস্তাব—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্
৮ম প্রস্তাব আপাততঃ স্থগিত রহিল।

৯ম প্রস্তাব—সভা ও সমাজের মিলন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেবব
মহাশয় আলোচনা করিলেন, তিনি জানাইলেন মিলন সম্বন্ধে আলো

করিবার জন্য কায়স্থ-সভার পক্ষ হইতে ৩ জন ও সমাজের পক্ষ হইতে ৩ জন
এবং মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদাশনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ
বর্ম্ম চৌধুরী এবং তাঁহাকে লইয়া একটী মিলন সমিতি গঠিত হউক। সমাজের
পক্ষ হইতে তিনি ৩ জন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিবার ভার গ্রহণ করিলেন শ্রীযুক্ত
মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ৩ জন
সভ্য, কায়স্থ-সভার পক্ষ হইতে মিলন সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম, এ, বি, এল
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম, এ, বি, এল, পি, আর, এস্,
„ নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

১০ম প্রস্তাব—বিবিধ বিষয় গুলির আলোচনার প্রথমেই শ্রীযুক্ত মৃণাল
কান্তি ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় জানাইলেন যে বিগত বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত গণপতি
সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন মহাশয় ক্ষাত্রয়াচার গ্রহণ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব অনুমোদন
কালে কায়স্থ-সভার হিতৈষী সেবক ও বন্ধু শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যা-
ভূষণ মহাশয়ের উপনয়ন পরিত্যাগ সম্বন্ধে যে অন্যায় দোষারোপ ও গ্লানি করিয়া-
ছেন, অমূল্য বাবু এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতেছেন, অমূল্য বাবু কর্ত্তৃক তাঁহার
উপবীত পরিত্যাগের কথা সম্পূর্ণ অসত্য। এজন্য আমি প্রস্তাব করি যে অমূল্য
বাবুর লিখিত এই বিষয়ক প্রতিবাদ পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করা হউক। শ্রীযুক্ত
নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট্-ল মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই
প্রস্তাব গৃহীত হইল।

বিবিধ—(ক) তারকেশ্বর দেবোত্তর সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নবারণচন্দ্র দত্ত
মহাশয়ের পত্র পঠিত হইল স্থির হইল এবিষয় পূর্ব্বে অনেকে কিছু অবগত নহেন,
সুতরাং আগামী কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতে এবিষয় উপস্থাপিত করা হউক।

(খ) কবিরাজ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পত্র পঠিত হইলে
স্থির হইল যে দুঃস্থ কায়স্থ-কবিরাজকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে সম্পাদক
মহাশয় সভ্যগণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিবার ব্যবস্থা
করিবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক

(স্বাক্ষর) শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা

চতুর্ব্বিংশ বাৰ্ষিক-কাৰ্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির

২য় অধিবেশনের কাৰ্য্য বিবরণ

১৪ই ভাদ্র ১৩৩২, (ইং ৩০শে আগষ্ট ১৯২৫), রবিবার।

অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকা

স্থান—৮নং বিশ্বকোষ লেনস্থ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের বিশ্বকোষ ভবন।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম, এ, বি, এল ; পি, আর, এস্, লেপ্টনাণ্ট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মৌলিক, এম, এস্, সি ; বি, এল, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত মহারাজা জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা, আই, সি, এস্ ; সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দাস এম, এস, সি, লিডস্ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ গুহবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা তত্ত্বনিধি, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, (সহ-সভাপতি), শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা (সহ-সম্পাদক), শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার, এট্-ল, (সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা (প্রচারক)।

অদ্যকার সভায় সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণ উপস্থিত হইতে পারায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মৃণা কান্তি ঘোষ বর্ম্মা. মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম, বি, এল ; পি, আর, এস, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

যাঁহারা অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতি সূ পত্র লিখিয়াছেন সম্পাদক মহাশয় সভারম্ভে তাঁহাদের নাম পাঠ করিলেন—

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সিংহ অবসর প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট্ কালেক্টর (ফরিদপুর)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল (টাকী)
„ অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী (ইদিলপুর, ফরিদপুর)
„ হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম, এ (কলিকাতা)
„ হরচন্দ্র দাস বর্ম্মা (বলতৈড়, দিনাজপুর)
„ রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী (কাজিরগঞ্জ, রাজসাহী)
„ প্যারিমোহন ঘোষ বর্ম্মা (পোপাড়া, মুর্শিদাবাদ)

১ম প্রস্তাব---গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব---শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

ডাক্তার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (বাগবাজার, কলিকাতা)
„ ফণীন্দ্রলাল মিত্র (শ্যামপুকুর, কলিকাতা)
„ যতীন্দ্রনাথ সরকার সব-এডিটর (আনন্দ বাজার পত্রিকা আফিস)

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত রায় (সালথিয়া)

শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা প্রচারক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে "সদরপুর, (ফরিদপুর) আর্য্য-কায়স্থ-সমিতি" বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার শাখাসভারূপে গৃহীত হইল।

৩য় প্রস্তাব---মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই, সি, এস্, সি, আই, ই, মহাশয় বলিলেন যে গত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশমত সভার তিনজন, সমাজের তিনজন ও আমরা তিনজন মিলিত হইয়াছিলাম। বহু আলোচনার পর দুই সভা মিলন সম্বন্ধে সমাজের প্রকৃত কি বলিবার আছে তাহা আমরা জানিতে চাই। তাহাতে তাঁহারা কতকগুলি প্রস্তাব লিখিয়া দেন, কিন্তু উহাতে তাঁহাদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির প্রকৃতঅভিমত আছে কিনা জানিতে চাহিলে স্থির হয় যে তাঁহারা পরে ঐ সমিতির মত লইয়া সংবাদ দিবেন। তাঁহাদের সমিতি যেরূপ স্থির করিয়াছেন তাহা শরৎবাবুর পত্রে জা ন পারিবেন। তৎপরে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মি য়ের পত্র পঠিত হইল—

ও

বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ

No. 1589 — ১৪১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
সন ১৩৩২ তাং ১৩ই ভাদ্র

মাননীয়—
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্ত বারিধি মহাশ
সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন—
"বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ" ও "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার" মিলন বিষয়
প্রস্তাব সম্বন্ধে কল্য সাব্যস্ত হইয়াছে যে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গুলিতে "বঙ্গদেশী
কায়স্থসভা" সম্মত না হইলে মিলনের প্রস্তাব আলোচিত হওয়া বৃথা :—

১। যুক্ত সভার নিয়ম থাকিবে যে সভার কোন উদ্দেশ্যের বিরোধী কি
অনুপবীতী কেহ কর্ম্মচারী হইতে পারিবেন না।

২। যুক্ত সভার পরিচালন সমিতির অন্ততঃ বারআনা অংশ উপবী
থাকিবেন।

৩। যুক্ত সভার নাম "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা" বা "বঙ্গীয় কায়স্থ-সমা
থাকিবেনা।

৪। যুক্ত সভার মুখ পত্রের নাম "কায়স্থ-পত্রিকা" বা "কায়স্থ-সমা
থাকিবে না।

৫। যুক্ত সভার কার্য্যালয় কোন ব্যক্তি বিশেষের বাটীতে বিনা ভা
থাকিবেনা।

৬। যুক্ত সভার স্থায়িত্ব কল্পে নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বিত হইবে :—

(১) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রী (সাং আলগী. ফরিদপুর জে
যতদিন কার্য্যে অসমর্থ না হইয়া পড়েন এবং ঘৃণিত কোন গুরুতর অপরাধে
দ্বারে যদি দণ্ডিত না হন কিম্বা সামাজিক, বা নৈতিক বা রাজনৈতিক কোন অ
না করেন, ততদিন মাসিক অন্ততঃ ১০০৲ একশত টাকা বেতনে কর্ম্মা
থাকিবেন।

(২) শ্রীশরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা (সাং ৮৫নং গ্রেষ্ট্রীট, কলিকাতা) প্র
প্রথম পাঁচবৎসর সম্পাদক থাকিবেন।

(৩) প্রথম বৎসরের সভাপতি রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্য
মহার্ণব সিদ্ধান্ত বারিধি এবং সহযোগী সভাপতি মহারাজা জগদীশনাথ রায়
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা, আই, সি, এস (বোর্ড অব রেভিনিউ মে
থাকিবেন। ইতি—

(স্বাক্ষর) বশম্বদ শ্রীশরৎকুমার মিত্র ব
সম্পাদক

পত্র পাঠের পর পত্র লিখিত সর্ত্ত ক্রমানুযায়ী আলোচিত হইয়া এইরূপ স্থির হইল যে,—

১। সভা এবং সমাজের সভ্যগণের মধ্যে যখন অনুপবীতীর সংখ্যা অনেক অধিক, বিশেষতঃ সভা ও সমাজের নিয়মাবলীর মধ্যে সকল কর্ম্মচারীই যে উপবীতী হইবেন এরূপ যখন কোন নিয়ম নাই তখন এই সর্ত্ত গৃহীত হইতে পারেনা। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। দ্বিতীয় সর্ত্ত সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি না থাকায় সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৩। সভার নাম পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে স্থির হইল যে, নাম পরিবর্ত্তনে যখন অধিকাংশ সভ্যের মত নাই তখন এসর্ত্ত গৃহীত হইতে পারেনা। এ সম্বন্ধে অনেকে মত প্রকাশ করিলেন যে যখন ২৫ বর্ষকাল এইনাম চলিয়া আসিতেছে এবং কায়স্থ-কুল গৌরব মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, সভার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক স্যারচন্দ্রমাধব ঘোষ এবং সভার পরমহিতৈষী বন্ধু মাননীয় সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতি মহাত্মাগণের পবিত্র স্মৃতির সহিত সভার নাম বিজড়িত, তখন এই নামটী বিলুপ্ত করা উচিত নহে। তবে যদি যুক্ত সভার নাম ইরূপ হয় "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা with which is (তৎসহ সম্মিলিত) incorporated the বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ" তাহা হইলে আপত্তি হইবে না। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৪—৫। ৪র্থ ও ৫ম সর্ত্তে কাহারও কোন আপত্তি না থাকায় সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৬। এই সর্ত্তের (১) সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম, এ, বি, এল; পি, আর, এস, মহাশয় প্রস্তাব করেন যে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা মহাশয়কে ৫বৎসরের জন্য Usual Service agreement দিয়া ১০০৲ একশত টাকা মাসিক বেতনে নিযুক্ত করা হউক। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দাস এম, এস, সি, লিডস্, মহাশয় ৫বৎসরের পরিবর্ত্তে মাত্র ৩ বৎসরের জন্য নিয়োগ করিবার একটী সংশোধিত প্রস্তাব আনয়ন করেন, শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট-ল মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। এই সংশোধিত প্রস্তাব গৃহীত হইল না। হীরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব অধিকাংশ সভ্যের মতে গৃহীত হইল।

(২) শরৎবাবুর সম্পাদকতা সম্বন্ধে এই সমিতির আপত্তি নাই, তবে সভার বর্ত্তমান নিয়মানুসারে যখন বর্ষে বর্ষে সম্পাদক নির্ব্বাচনের নিয়ম আছে এবং বার্ষিক সভা ভিন্ন নির্ব্বাচন করিবার কাহারও অধিকার নাই, তখন এই সর্ত্ত সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা সমিতি অধিকারের বহির্ভূত মনে করেন সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(৩) এ প্রস্তাবেও সমিতির কোন আপত্তি নাই তবে বর্ত্তমান নিয়মানুসারে বর্ষে বর্ষে সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচনের নিয়ম আছে এবং সভা ভিন্ন নির্ব্বাচন করিবার কাহারও অধিকার নাই তখন এই সর্ত্ত সম্বন্ধে

কোন সিদ্ধান্ত করা সমিতি অধিকারের বহির্ভূত মনে করেন। সর্ব্বসম্মতিক্র গৃহীত হইল।

তৃতীয় প্রস্তাব আলোচিত হইবার পর সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দ মহাশয় সভায় যোগদান করায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম, এ, বি, এল, পি, আর, এস, মহাশয় সভাপতির আসন পরিত্যাগ করিলেন ও নিবারণবা সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

৪র্থ প্রস্তাব---শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, একটী সমিতি গঠন করিয়া বালকবালিকাদিগের জন্য কএকখানি জাতীয় ভাবের উন্মেষ পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে হইবে, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৫ম প্রস্তাব---শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় ৺তারকেশ্বর সম্বন্ধে বলে যে, কায়স্থ-সভা ব্রাহ্মণ সভার সহিত (aditional plaintiff বাদীশ্রেণীভুক্ত হইয়া যোগদান করুন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইয়া স্থির হয় যে সম্পাদক মহাশ এসম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য মনে করেন তাহা করিবেন।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব---শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় কএকটী দরিদ্র ছাত্রের আর্থিক সাহায্য পাইবার আবেদন পত্র পাঠ করিলে স্থির হয় যে, ৫পাঁচজন কায়স্থ বালককে বিদ্যাভ্যাসের জন্য ১০৲ দশটাকা মোট মাসিক সাহায্য দেওয়া হইবে এবং উপযুক্ত ছাত্র বিবেচনা করিয়া সম্পাদক মহাশয় ঐ সাহায্য প্রদান করিবেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৭। বিবিধ শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় সমিতির অধিবেশনে—

(ক) কর্ম্মচারীদের বাকী বেতন সম্বন্ধে (খ) প্রচার কার্য্যের ব্যয় সম্বন্ধে এবং (গ) শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজার ব্যবস্থাও ব্যয় সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে স্থির হইল যে—

(ক) সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং ইহার ব্যবস্থা করিবেন।

(খ) প্রচারের কার্য্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

(গ) বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পূজার জন্য ১৫০৲ দেড়শতটাকা ব্যয় হইবে এবং ঐ টাকা চাঁদা দ্বারা সভ্যগণ নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভাভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক

(স্বাক্ষর) শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী
সভাপতি

৮ই কার্ত্তিক ১৩৩২।

কায়স্থ-পত্রিকা

২৪শ বর্ষ | ফাল্গুন—১৩৩২ | ১১শ, সংখ্যা।

কায়স্থ-পণ্ডিত-সম্প্রদায়-গঠন।

পণ্ডিত শব্দের অর্থ কি? পণ্ডা—শাস্ত্র বা তত্ত্বজ্ঞান। এই জ্ঞান যাঁহার আছে, তিনিই পণ্ডিত। এই অর্থে কায়স্থ-জাতির মধ্যে অনেক পণ্ডিত ছিলেন, এখনও আছেন। কুলজি গ্রন্থে দেখা যায়, বিগত বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে ইংরাজ অধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও অসংখ্য কায়স্থ-সন্তান শাস্ত্রপাণ্ডিত্য ও কবিপ্রতিভা-জ্ঞাপক নানা উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। এক সময়ে 'কবীন্দ্র', 'কবিচিন্তামণি', 'কবিশেখর' প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদপাণ্ডিত্যজ্ঞাপক উপাধিতে কায়স্থবুধগণ অলঙ্কৃত থাকায় মনে হয়, কায়স্থগণ শাস্ত্রীয় চিকিৎসায় সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। আবার তাঁহাদের মধ্যে "উপাধ্যায়" উপাধি দেখিয়া বোধ হয়, উপনিষদাদি তত্ত্বশাস্ত্রেও তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ছিল। ইহা পূর্ব্বের কথা। ইহার পরেও,—অর্থাৎ নানা কারণ বশতঃ দ্বিজ-সংস্কার হারাইলেও,—আজ পর্য্যন্ত স্বাভাবিক মনীষা ও শাস্ত্রদর্শিতা তাহাকে ত্যাগ করে নাই। ইহা দৃষ্টান্ত দিয়া এস্থানে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। বোধ হয় ইহা বলিলে অন্যায় হইবে না যে, এখনও কায়স্থ-জাতির মধ্যে এমন অধীত-শাস্ত্র বহু শ্রৌত পণ্ডিত আছেন, যাঁহাদের নিকট তথাকথিত বেদান্তভূষণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পাঠ লইলে নিরাশ হইবেন না। তবে ইহা সত্য যে, অধুনা টোলে অধীত-শাস্ত্র-বিদ্যায় কায়স্থের অধিকার নাই। ইহার নানা কারণ আছে। প্রথমতঃ,—তাদৃশ অবস্থার মধ্যে থাকিয়া কায়স্থ-বিদ্যার্থিগণের শিক্ষালাভের অনুরাগের অভাব। দ্বিতীয়ত,—কায়স্থ-পণ্ডিতগণের নিজেদের টোল্ খুলিয়া বিদ্যার্থীকে শিক্ষাদানের উদ্যোগাভাব। তৃতীয়তঃ,—বর্ত্তমান টোল সমূহে কায়স্থকে প্রবেশাধিকার দিতে টোল-পরিচালক-

গণের বিরাগ। তৃতীয় কারণোক্ত এই কায়স্থ-বিরাগ (বিদ্বেষ বলিব না) সম্প্রতি
নানা দিক্ দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিলাম। এই সে-দিন-
কার কথা—নবদ্বীপের একটী প্রসিদ্ধ টোলে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের কৃপায় একটী
কায়স্থ-বালক প্রবিষ্ট হইয়া ন্যায় শাস্ত্র-অধ্যয়ন করিত। কিন্তু পরীক্ষায় ফলে
যখন সেই কায়স্থ-বালক সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিল, তখন অনেক ব্রাহ্মণের
চক্ষু এ-দৃশ্য সহ্য করিতে অসমর্থ হইল। তাঁহারা মনে করিলেন বুঝি বা সর্ব্বনাশ
হইল। ফলে—সেই ধীমান বালক সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াও তাহার ন্যায্য
প্রাপ্য বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইল। ইহাকে অবশ্যই কায়স্থ-বালকের প্রতি টোল-
চালকদের বড় একটা অনুরাগের চিহ্ন বলিতে পারা যায় না। এইরূপ অবস্থায়
অপর কোনও কায়স্থ-বালক কি, প্রকৃত বিদ্যান্বেষী হইলেও, টোলে গিয়া বিদ্যা-
ভ্যাস করিতে উৎসাহী হইতে পারে? কায়স্থ-বালককে এই প্রকারে নিরাশ
করিয়া, ভগ্ন-চিত্ত করিয়া তাহার টোল-প্রবেশের পথে কণ্টক রোপন করা হয়।
যদি ইহা না হইত, তাহা হইলে হয় ত কায়স্থ-জাতির মধ্যে আজ 'মহামহোপাধ্যায়'
উপাধি-অলঙ্কৃত এমন অনেক পণ্ডিত আমরা দেখিতে পাইতাম, যাঁহারা শাস্ত্র-বিদ্যা-
প্রতিষ্ঠায় অন্য জাতিকে পরাজিত করিয়া, ঐ বালক-বিদ্যার্থীর ন্যায় সর্ব্বোচ্চস্থান
অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু তথাপি টোলের বাহিরে থাকিয়াও স্বীয়
স্বাভাবিক ধী-বলে এমন অনেক দার্শনিক পণ্ডিত কায়স্থ-জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ
করিয়াছেন, এবং এখনও বর্ত্তমান আছেন, যাঁহারা শুধু তাঁহাদের জাতির নহে,
কিন্তু দেশের গৌরব-স্বরূপ। যদি কেহ ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও অন্ধ-বিশ্বাস-বশে
এরূপ বলেন যে, কেবল ব্রাহ্মণই 'পণ্ডিত'-আখ্যার অধিকারী, তবে তাঁহার
কথায় প্রকৃত পণ্ডিতের সহিত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অনেক উকিল, মোক্তার,
কেরাণী, সূপকার, সিপাহী-পণ্ডিতদের কথাও আমাদের মনে উদয় হয়। কারণ
সে দেশে ব্রাহ্মণ হইলেই 'পণ্ডিত' বা 'মহারাজ' আখ্যা পায়। নিরক্ষর
হইলেও ব্রাহ্মণ হইলেই পণ্ডিত বা মহারাজ,—অঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত বা মাল্য-শোভিত
হইলেও "পণ্ডিতজী"-সম্বোধন অনিবার্য্য। তিনি জলশূন্য সরোবরের সহিত
তুলনীয় হইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তাহার কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই এবং
সমাজেরও কিছু আসিয়া যায় না। বাঙ্গলা দেশেও কিছুদিন পূর্ব্বে যখন শাস্ত্র-
চর্চ্চা ব্রাহ্মণের একায়ত্ত ছিল, তখন পণ্ডিত (অবশ্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত ছাড়া)
বলিলে ব্রাহ্মণেতর জাতিকে বুঝাইত না। সেই জন্য 'ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত' একটা
কথাই এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনে ব্রাহ্মণেতর কায়স্থাদি

শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া সমাজে পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হইতেছেন, এবং নিতান্ত অন্ধ-
সংস্কার-সম্পন্ন সঙ্কীর্ণচিত্ত ব্যক্তি ব্যতীত সকলের নিকটই তাঁহারা সেইরূপ সম্মান
পাইয়া থাকেন।

সম্প্রতি কায়স্থগৃহে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া-কর্ম্ম-উপলক্ষে কায়স্থপণ্ডিত এবং প্রচারক-
গণও ব্রাহ্মণের ন্যায় মর্য্যাদা লাভ করিতেছেন। কায়স্থ-সভার গত বার্ষিক
অধিবেশনে এ সম্বন্ধে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছিল, তাহা হইতেও কায়স্থ
সাধারণের মনের গতি কতকটা বুঝিতে পারা যায়। প্রস্তাবটী এই :—

"এইসভা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভায় গৃহীত স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন, প্রচারক নিয়োগ ও
নির্ব্বাচন, এবং সমস্ত বঙ্গে অবিশ্রান্ত প্রচার-কার্য্য পরিচালন করিবার আবশ্যকতা-
সম্বন্ধীয় প্রস্তাব বিশেষ ভাবে অনুমোদন করিতেছেন, এবং প্রচারক, স্বেচ্ছা-
প্রচারক, ছাত্র-প্রচারক ও কায়স্থ-পণ্ডিতদিগকে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রত্যেক
বার্ষিক ও বিশেষ উৎসবে পাথেয়াদি-দ্বারা আমন্ত্রণ ও বিদায়াদি-দ্বারা সম্মান
করিবার, এবং সম্ভব মত বার্ষিক বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য কায়স্থ
সভাকে অনুরোধ করিতেছেন ; এবং সাধারণ ভাবে প্রত্যেক কায়স্থ-সন্তানকে
ও বিশেষ ভাবে সভার সভ্যমাত্রকেই তাঁহাদের নিজ নিজ উৎসবাদি-ব্যাপারে
কায়স্থ পণ্ডিত ও প্রচারকগণের বিদায় প্রবর্ত্তন করিতে ও সমর্থ কায়স্থ মাত্রকেই
কায়স্থ পণ্ডিত ও প্রচারকগণের বার্ষিক-বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে বিশেষ অনুরোধ
জানাইতেছেন।"

শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী কর্ত্তৃক উত্থাপিত হইয়া বিনা আপত্তিতে এই
প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। অনুধাবন করিয়া দেখিলে
এই প্রস্তাবের তিনটী উদ্দেশ্য প্রতীয়মান হয়: যথা,—১। কায়স্থ-প্রচারক-
গণের সাহায্য, ২। কায়স্থ জাতির মধ্যে দ্বিজ-সংস্কার-প্রবর্ত্তন-জন্য বিস্তৃততর
প্রচারের আয়োজন, ৩। একটী কায়স্থ-পণ্ডিত-সম্প্রদায়-গঠন, ৪। কায়স্থ-
জাতির আত্মসম্মান-রক্ষা। প্রথম ও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অধিক বলা
নিষ্প্রয়োজন ; কারণ উহার ঔচিত্য ও আবশ্যকতা-সম্বন্ধে কাহারও মনে কোন
দ্বিধা থাকিতে পারে না। তৃতীয় উদ্দেশ্যের সহিত বর্ত্তমান প্রবন্ধের সম্বন্ধ
আছে বলিয়া উহাই এখানে আলোচ্য। নানা কারণে কায়স্থ-জাতি সংস্কৃত-
বিদ্যা অর্জ্জনে অমনোযোগী। তন্মধ্যে অর্থনৈতিক (Economic) কারণই
প্রধান। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অধুনা যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে জয়লাভ
করিতে হইলে সংস্কৃত-বিদ্যারূপ অস্ত্রের উপযোগীতা আর বড় লক্ষিত হয় না।

তাই দোখতে পাওয়া যায়, যে সকল ব্রাহ্মণ বংশপরম্পরায় সমাজের নিকট যথোচিত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে শাস্ত্রানুশীলন ও বিদ্যাদান করিয়া আসিতেছিলেন, আজকাল তাঁহারা আপনার পুত্রদিগকে ইংরাজী পড়াইতেছেন। অনেক টোল-অধ্যাপকের পুত্র আজকাল সংস্কৃতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, পুরা ইংরাজী-নবিশ হইয়াছেন। ইহা দেশের দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্ষুধিতের সমাজ হিতৈষণা ও পরার্থপরতা বা নিঃস্বার্থ বিদ্যার্জ্জন অভাবের তাড়নায় পদে পদে পরাজিত। কায়স্থ-জাতি চিরদিন "রাজ-বল্লভ" বলিয়া খ্যাত। কারণ আবহমান কাল রাজকীয় শাসন-সংক্রান্ত পদগুলিতে তাহাদের একায়ত্ব অধিকার ছিল, এবং তজ্জন্য প্রয়োজন বশতঃই তাহাদের রাজভাষা অধ্যয়ন করিতে হইত। মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে বহুযুগব্যাপী হিন্দু-রাজত্বকালে কায়স্থই রাজার সচিব আদি উচ্চ পদ অধিকার এবং লেখক-গণকের পদ প্রাপ্ত হইতেন। এই লেখক-গণককে 'শ্রুতাধ্যয়ণ-সম্পন্ন' হইতে হইত; অর্থাৎ,—তাঁহাকে বেদ ও বেদানুকূল ধর্ম্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতিতে পারদর্শী হইতে হইত। অতএব এই লেখক-গণক কায়স্থকে যে, শাস্ত্র-বিদ্যায় পণ্ডিত হইতে হইত, তাহা বলাই বাহুল্য। মুসলমান রাজত্বকালেও কায়স্থের ঐ সকল রাজকীয় অধিকার ও পদ অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু তখন রাজকীয় ভাষা আর সংস্কৃত রহিল না। সংস্কৃতের স্থান আরবী-পারসী ভাষা অধিকার করিল। কায়স্থ আরবী-পারসীতে পণ্ডিত হইতে লাগিলেন।* সংস্কৃত-অধ্যয়নেব আবশ্যকতা বা অবকাশ আর তাহার রহিল না। ইংরাজ-অধিকারে রাজপদগুলি আর কায়স্থের একায়ত্ব নহে। এখন ব্রাহ্মণাদি অন্যান্য জাতি কায়স্থ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কায়স্থের অন্নের অংশ গ্রহণ করিতেছেন। বর্ত্তমানের অর্থনৈতিক চাপই যে ইহার প্রধান কারণ, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই অর্থনৈতিক চাপ কায়স্থই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে অনুভব করিতেছে। তাহার কারণ, তাহার চিরন্তন-জীবিকা অন্যান্য জাতিরা বণ্টন করিয়া লইতেছে। সুতরাং অর্থনৈতিক হিসাবে এখন যে কায়স্থ-জাতির সংস্কৃত-চর্চ্চার আবশ্যকতা ও অবসর আরও কম হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এক্ষণে, এই অর্থনৈতিক সমস্যার দিনে অন্যান্য জাতি যখন কায়স্থের সমবৃত্তিক হইয়াছে, অন্যান্য জাতি যখন কায়স্থ-বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, তখন কায়স্থ অন্যান্য জাতির বৃত্তি অবলম্বন করিবে না কেন!

* বর্ত্তমান কালেও এলাহাবাদের শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রমুখ আরবি ও পারসিভাষায় মহাব্যুৎপন্ন পণ্ডিতগণের নিকট মুসলমানগণও পাঠ পাইয়াছেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজি একস্থানে বলিয়াছেন, বর্ত্তমান যুগ বৈশ্য-যুগ। বর্ত্তমান রাজ বণিক-রাজ। এ যুগে বণিক-বৃত্তি-অবলম্বীর উচ্চ-প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। কায়স্থ ব্যবসা-বাণিজ্য-অবলম্বণে নিজের হস্তান্তরিত জীবিকার যথাসম্ভব সম্পূরণ করিতে পারে, এবং সংস্কৃত-শাস্ত্র আলোচনার পথেও যদি কোনও জীবিকার উপায় আবিষ্কার করিতে পারে, তাহাও তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য।

যাহা হউক, অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা-ব্যতীত আরও একটা প্রয়োজনীয়তা মানুষের জীবনে আছে, এবং এক্ষণে কায়স্থ জাতির সম্মুখে উহাই বলবদাকারে উপস্থিত হইয়াছে। ইহাকে ধর্ম্মনৈতিক প্রয়োজনীয়তা বলে। যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে এই প্রয়োজনীয়তার তীব্রতা লক্ষ্য করিয়া, আমি ইহাকে একটা জাতীয় প্রয়োজনীয়তা বলিয়াও উল্লেখ করিতে পারি। এই প্রয়োজন কায়স্থ-জাতির বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রতিকার · কায়স্থ এক সময়ে বঙ্গদেশের শাসক ছিলেন। এখন কায়স্থের সে স্থান নাই। বঙ্গের বড় বড় ভূ-স্বামীও এক সময়ে কায়স্থই ছিল। কিন্তু অধুনা সেই সকল রাজ-পরিবার ও ভূ-স্বামিগণের বংশ দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে,—কেবল অতীতের গৌরব-স্মৃতি বহন করিয়া কালাতিপাত করিতেছে। ইহাতে দেশে কায়স্থ-প্রভাব লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। তারপর, সামাজিক হিসাবে কায়স্থ একদিন অতুলনীয় সম্ভ্রম ও মর্য্যাদার অধিকারী ছিল। কায়স্থের স্থান ব্রাহ্মণের অব্যবহিত নিম্নে—এই সত্য কথাটাও এখন যুক্তি তর্ক দিয়া বুঝাইতে হয়। কিন্তু আবহমান কাল ইহা অবিসম্বাদিতরূপে স্বীকৃত ছিল, এবং ইহার প্রতিবাদ করিবার দুঃসাহস কেহ কখন দেখাইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। এখন কায়স্থ ডোম, তাঁতির সহিত সমতুল্য বলিয়া তথাকথিত বিচারকগণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইতেছে। হিন্দু-সমাজ ইহার প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক, তজ্জন্য বিশেষ দুঃখিত বলিয়াও বোধ হয় না। এমন কি কায়স্থ-সমাজও জড়পিণ্ডের ন্যায় এই লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিতেছে। অতএব কায়স্থ-সমাজের দুর্দ্দশার অবস্থার কথা আর কাহাকেও চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে হইবে না। এই সামাজিক হেয়ত্ব, এই শূদ্রাপবাদ দূর করিবার জন্য কায়স্থ-সভা প্রভৃতি জাতীয় অনুষ্ঠানগুলি যথা সম্ভব চেষ্টা করিতেছেন সত্য। কিন্তু দুর্দ্দশার গুরুত্ব হিসাবে এ চেষ্টা এখনও নিতান্ত ক্ষীণ মাত্র। তারপর এই ক্ষীণ চেষ্টার প্রতিও সম্প্রদায় বিশেষ বিরোধাচরণে এখনও নিবৃত্ত হয় নাই। যদিও অসংখ্য মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত একবাক্যে কায়স্থের ক্ষত্রিত্ব স্বীকার করিয়া তাহার দ্বিজ-সংস্কার-যোগ্যতার অনুকূলে লিখিত ব্যবস্থা দিয়াছেন—তথাপি

বিরাট কায়স্থ-সমাজের অভ্যন্তরে, বিশেষতঃ পল্লিপ্রদেশে—অদ্যাপি উহা উপযুক্ত ফল প্রসব করে নাই। পল্লিসমাজে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অপেক্ষা অন্য এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরই প্রতিপত্তি অধিক। ইঁহারা যজমানী ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত এবং বংশানুগত গুরু-বংশ। ইঁহারাই পল্লিসমাজের ক্রিয়াকর্ম্ম-ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা-দাতা, হোতা, অধ্বর্য্য ইত্যাদি কর্ম্ম-নির্ব্বাহক। বিশেষত মহিলা-সমাজের উপর ইঁহাদের অপ্রতিহত আধিপত্য। ইঁহাদিগকে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদের ব্যবস্থার কথা বলুন, দেখিবেন, তাঁহারা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিতেছেন—শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেশাচারকে পর্ব্বত-প্রমাণ-বাধাস্বরূপ দাঁড় করাইয়া তুলিতেছেন। কেবল ইহাই নহে; কিন্তু কায়স্থের শূদ্রধর্ম্মত্যাগে নানা পারিবারিক অমঙ্গলের ভয়-প্রদর্শনও করিতেছেন। অবশ্য এই অমঙ্গলের ভয়-প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে কায়স্থ-পরিবারের হিতৈষণামূলক ততটা নহে, যতটা তাঁহাদের নিজ সম্প্রদায়ের কল্পিত স্বার্থহানির সম্ভাবনা-বশতঃ, এই ভয় প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের স্বীয় বিকৃত-চিত্ততার প্রসর্পণ মাত্র। কায়স্থ-পরিবারের ইহাতে কিছু মাত্র ভয়ের কারণ আছে, ইহা তাঁহারাও বিশ্বাস করেন কি না সন্দেহ। তাঁহাদের প্রকৃত ভয়—আত্ম-স্বার্থ-হানির ভয়। উহা গোপন করিয়া, কায়স্থ-সমাজকে একটা অনর্থ কল্পনা পূর্ব্বক ভীত করিবার উদ্দেশ্য; কেবল সেই আত্মভয়-আবরণ বা নিবারণ করার চেষ্টা মাত্র। তাঁহারা মনে মনে ভয় পান কায়স্থ দ্বিজ-সংস্কার-সম্পন্ন হইলে, তাঁহাদের দ্বিজত্ব-গৌরবের বুঝি বা হ্রাস হয়,—তাঁহাদের পৌরোহিত্য ব্যবসায়ের বুঝিবা হানি হয়, কায়স্থকে শূদ্র করিয়া রাখিবার স্বার্থ ও আত্মতৃপ্তির বুঝি বা কোন হানি হয়! আবার, লজ্জার কথা, ব্যবস্থাদাতা মহামহোপাধ্যায়ের মধ্যেও কেহ কেহ 'লুকোচুরি' খেলিয়া থাকেন,—প্রকাশ্যে কায়স্থের নিকট একরূপ, ভিতরে কায়স্থ-বিদ্বেষীর নিকট অন্যরূপ; বাহিরে একরূপ,—অন্তরে ভিন্নরূপ, এরূপ কথাও শুনা গিয়াছে! যে ঋজুতা, সরলতা, সৎসাহস ব্রাহ্মণের সম্পদ, তাহাতে জলাঞ্জলি দিতে ইঁহারা দ্বিধাবোধ করেন না! এ দৃশ্য বঙ্গদেশের মাটীতেই দেখা গিয়াছে, অন্যত্র নহে! হয় ত ইহা বাঙ্গালী জাতির সাধারণ চরিত্র-দৌর্ব্বল্যজনিত, কিন্তু এদেশে ব্রাহ্মণত্ব কতদূর অধোগামী হইয়াছে, তাহাও এতদ্বারা প্রমাণিত হয়। পুরোহিত-ব্রাহ্মণের এবং এই সকল অধোগত ব্রাহ্মণের আচরণে পল্লীর বিরাট কায়স্থ-সমাজ স্বীয় কল্যাণ-সম্বন্ধে সতত সন্দিহান থাকিয়া যাইতেছে,—শাস্ত্রানুগত শ্রেয়ঃমার্গ অবলম্বন না করিয়া, শূদ্রাখ্যা-কলঙ্ক শিরে বহন করিয়া সংশয়ান্দোলিত চিত্তে

কালাতিপাত করিতেছে; এই ত অবস্থা। এই দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য অন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইতে পারে তাহা হউক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থ-সমাজে একটী পণ্ডিত-সম্প্রদায় গঠন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে কায়স্থকে স্বীয় উন্নতি-মূলক ব্যবস্থার জন্য দ্বারে দ্বারে অনুগ্রহ-প্রার্থী হইতে হইবে না,—পুরমহিলাদিগকে মিথ্যা ভয়ে ভীত করিবার আর কাহারও কোন অবসরই থাকিবে না। শাস্ত্র-জ্ঞান-লাভ-দ্বারা কায়স্থ নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখিবে। শাস্ত্র-যুদ্ধে স্বয়ং অগ্রসর হইয়া নিজ-স্বার্থ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া তথা-কথিত পাণ্ডিতগণ কায়স্থকে নিজ শ্রেয়ঃমার্গ হইতে ভ্রষ্ট করিবার অবৈধ সাহস ও অবোধ-প্রয়াস ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। কায়স্থ-সমাজের বর্ত্তমান দোদুল্যমান ভাবের আশু পরিবর্ত্তন হইয়া অচিরে সংস্কার-চেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিতা হইবে। এইরূপ একটী কায়স্থ-পণ্ডিত-সমাজ-গঠন-পক্ষে কায়স্থ-গৃহে ক্রিয়াকর্ম্ম-উপলক্ষে যেমন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিদায় দেওয়া হয়, সেইরূপ কায়স্থ-পণ্ডিত ও প্রচারকগণকে মর্য্যাদা-স্বরূপ আর্থিক দান, এবং সেই দান তাঁহাদের গ্রহণ কর্ত্তব্য কি না, এ বিষয়ে নানা বিতর্ক হইতে পারে এবং হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে দুই একটী কথা বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ—কায়স্থ যদি তাহার স্বজাতীয় কাহারও গুণবত্তার জন্য মর্য্যাদা দান করে, তবে ইহাতে কোন সঙ্গত আপত্তি থাকিতে পারে কি না, জানি না। ইহার একমাত্র আপত্তি, বোধ হয়, এই হইতে পারে যে, এরূপ পূর্ব্বে কখনও হয় নাই; অর্থাৎ, ইহা দেশের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধ। এ আপত্তি সকল সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে, কিন্তু সংস্কার প্রয়োজনীয় হইলে এ আপত্তি উল্লঙ্ঘন করিতে হইবেই। আমরা যে ক্ষত্রিয়ত্বের জন্য দ্বিজ-সংস্কার গ্রহণ করিতেছি, ইহা কি সেই বর্ত্তমানের দেশাচার, দেশ-প্রথা, দেশ-ব্যবস্থা প্রভৃতি নামধেয় আপত্তিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নহে? আর এক কথা—কায়স্থ-পণ্ডিতের মর্য্যাদা দান যে, পূর্ব্বে হয় নাই (অতীত যুগে কখনও হইয়াছিল কি না, জানি না), তাহার কারণ পূর্ব্বে ইহার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। এখন প্রয়োজন হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—ক্ষত্রিয়-কায়স্থ এরূপ দান গ্রহণে অধিকারী কি না? এ-সম্বন্ধেও প্রথম বক্তব্য এই যে, মর্য্যাদা দানের প্রয়োজন থাকিলে, মর্য্যাদা গ্রহণেরও প্রয়োজন থাকে। তথাপি ক্ষত্রিয়ের প্রতি-গ্রহ নিষিদ্ধ বলিয়া যে আপত্তি, বস্তুতঃ তাহার মূলে শাস্ত্র-যুক্তি আছে, কেন না, শাস্ত্রে চতুর্ব্বর্ণের যে কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এই :—

ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য,—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ—এই

ছয়টী। ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য,—যজন, অধ্যয়ন, দান, রাজ্য-শাসন, প্রজা-রক্ষা। বৈশ্যের কর্ত্তব্য,—যজন, অধ্যয়ন, দান, কৃষি, গো-রক্ষা ও বাণিজ্য। শূদ্রের কর্ত্তব্য,—ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যা। উপরোক্ত তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে যজন, অধ্যয়ন, দান—ত্রিবর্ণের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। কিন্তু বৃত্তির জন্য ব্রাহ্মণের যাজন, অধ্যাপন, প্রতিগ্রহ কর্ত্তব্য; ক্ষত্রিয়ের প্রজাশাসনাদি কর্ত্তব্য; বৈশ্যের কৃষি-বাণিজ্যাদি কর্ত্তব্য। অতএব দান-গ্রহণে একমাত্র ব্রাহ্মণের অধিকার। তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যেরই দান গ্রহণ করিবেন, শূদ্রের নহে। ক্ষত্রিয় দান করিবেন, কিন্তু দান গ্রহণ করিবেন না। গীতাতেও চতুর্ব্বর্ণের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ স্থলে একথা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যথা,——"দানং ঈশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্।" বঙ্গের কায়স্থও চিরদিন দানই করিয়া আসিয়াছেন, ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া অতুল খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন,— প্রতিগ্রহ করেন নাই। কিন্তু আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, অধুনা যে বৃত্তি-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহাতে অন্যান্য জাতির পক্ষে কায়স্থের ব্যবসায় অবলম্বন করা যদি দুষনীয় না হয়, এমন কি সমাজের অনুমোদনীয় হয়, তবে কায়স্থ-পণ্ডিতের পক্ষে এ সময়ে ব্রাহ্মণ-বৃত্তির অবলম্বন দুষনীয় বা সমাজের অননুমোদনীয় হইবে কেন? তথাপি আমি এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই কায়স্থের প্রতিগ্রহ সমর্থন করিতেছি না। আমার প্রধান যুক্তি—আমি কায়স্থ-জাতির মধ্যে একটী পণ্ডিত-সমাজ-গঠনের দিক দিয়াই উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি। পণ্ডিত-সমাজ-গঠনের আবশ্যকতা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পক্ষে পণ্ডিত-মর্য্যাদা-দান যেরূপ উৎসাহ-সূচক, উহার গ্রহণও সেইরূপ গঠনের সহায়তা-মূলক। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি কায়স্থ-সমাজ নানা কারণ বশতঃ বিষম দুর্গতির পথে উপস্থিত হইয়াছে। কায়স্থ পূর্ব্ব-সম্পদ-সম্ভ্রম-মর্য্যাদা হারাইতে বসিয়াছে। সময়ে সময়ে কায়স্থ বর্ত্তমানের উচ্চতম বিচারালয়ে শূদ্র বলিয়া অবধারিত হইতেছে। অতএব কায়স্থ এক্ষণে শাস্ত্র-যুক্তি-আচার-ব্যবহার, গুণ-কর্ম্ম প্রভৃতিতে যতই উচ্চ হউক না, বর্ত্তমানের আদালতের বিচারে সে শূদ্র। অতএব বর্ত্তমানের আইনে কায়স্থের রক্ষিতা-পুত্র ও পত্নী-গর্ভজাত পুত্র উভয়েই তাহার সম্পত্তির তুল্য-অধিকারী। সামাজিক-হিসাবে ইহা অধোগতির চরম অবস্থা, এবং অর্থ-নৈতিক-হিসাবে ইহাতে কায়স্থের উৎসন্ন যাইবার পথ ভালরূপই প্রশস্ত হইল। অতএব আমি ইহাকে কায়স্থের দুর্গতিকাল না বলিয়া যদি আপৎকাল বলি, তাহা হইলে কি অন্যায় হইবে? এরূপ সঙ্কট-কাল কায়স্থের ইতিহাসে পূর্ব্বে আর আসিয়াছিল কি না, সন্দেহ হয়।

এ সময়ে কায়স্থের পূর্ব্ব-স্থান পুনঃ প্রাপ্তির জন্য সর্ব্ব-সাধু-সম্মত উপায় অবলম্বন করা উচিত। অতএব আপদ্ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া কায়স্থ যদি ব্রাহ্মণ-কর্ত্তব্যের প্রয়োজনীয় কোন কোন অংশ অবলম্বন করে, তবে তাহাতে আপত্তি হওয়া উচিত নহে। দান গ্রহণ যেমন ব্রাহ্মণের বৃত্তি, অধ্যাপনাও সেরূপ ব্রাহ্মণের বৃত্তি। কিন্তু এক্ষণে কোন ব্রাহ্মণ-সন্তান কি উপযুক্ত কায়স্থ-অধ্যাপকের নিকট পাঠ গ্রহণ করিতে দ্বিধা বা আপত্তি করেন? স্কুল-কলেজের কথা ছাড়িয়া দিউন—সেখানে ত সহস্র ব্রাহ্মণ বালক কায়স্থ অধ্যাপকের নিকট নিত্য নানা শাস্ত্র শিক্ষা করিতেছে। কায়স্থ আর সব হারাইতে বসিলেও নিজ স্বাভাবিক প্রতিভা আজও হারায় নাই। বৈজ্ঞানিক জগতে নিজ প্রতিভা বলে কায়স্থ ত আজ ব্রাহ্মণাদি সর্ব্বজাতি কর্ত্তৃক সম্মানিত "আচার্য্য" পদে বরিত হইয়াছেন। কিন্তু কেবল পাশ্চাত্য বিদ্যায় নহে, প্রাচ্য শাস্ত্রেও ব্রাহ্মণ-বালক কায়স্থ-অধ্যাপকের নিকট শিক্ষালাভে কৃতার্থ হইতেছেন। এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ক্ষত্রিয়-কায়স্থ শাস্ত্রাধিকারে তাঁহার আরও উচ্চস্থানে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতে পারেন। উপনিষৎ-জ্ঞান বা ব্রহ্ম-বিদ্যা ক্ষত্রিয় রাজর্ষিদিগের নিজস্ব ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উপনিষদে দেখা যায় ব্রাহ্মণ ঋষিগণ ক্ষত্রিয় নৃপতিদিগের নিকট, এবং রাজর্ষিদিগের নিকট, ব্রহ্মবিদ্যার্থী হইয়া উপস্থিত এবং বেদবেদ্য তত্ত্ব শিক্ষালাভ করিতেছেন। গীতাতে একটী অধ্যায়ের নামই "রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ"। শঙ্কর ইহার অর্থে, বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা এবং রহস্য যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগ বলিয়াছেন। শ্রীধর স্বামী এই অর্থ এবং রাজাদের আচরিত বিদ্যা ও যোগ, এই উভয় অর্থই করিয়াছেন। কিন্তু ইহার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা অর্থগ্রহণ করিলেও, এই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা যে সর্ব্ব প্রথমে ক্ষত্রিয় রাজর্ষিগণ মধ্যে আচরিত ও নিবদ্ধ ছিল, গীতার নিম্নোক্ত শ্লোক কয়টী তাহার অকাট্য প্রমাণ :—

"ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥
এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগনষ্টঃ পরন্তপ॥"

অর্থাৎ,—ভগবান্ বলিতেছেন,—"আমি এই যোগ সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম, সূর্য্য তৎপুত্র মনুকে বলেন, মনু তৎপুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলেন, এই পরম্পরাপ্রাপ্ত যোগ রাজর্ষিগণ জানিতেন"—ইত্যাদি।

অধ্যয়ন-অধ্যাপনা সম্বন্ধে মনুর বিধি এই :—

"অধীয়ীরংস্ত্রয়ো বর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।

প্রব্রুয়াদ্ব্রাহ্মণস্তেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ॥" মনু ১০।১

অর্থাৎ,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন দ্বিজাতি আপন আপন কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিবেন। অধ্যাপনা কেবল ব্রাহ্মণই (জীবিকার্থ) করিবেন,—তাহাতে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অধিকার নাই। কিন্তু যদি জীবিকার্থ না হয়, তবে বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনায়, ব্যাখ্যানে অন্যান্য দ্বিজগণও সম্পূর্ণ অধিকারী ইহা শাস্ত্র-সম্মত কথা।

এমন কি, মনু একস্থানে স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন,—

'শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি'। মনু ২।২৩৮

অর্থাৎ—অবর জাতি হইলেও (ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয় বৈশ্যের নিকট, এবং ক্ষত্রিয়—বৈশ্যের নিকট) শ্রদ্ধাবান্ হইয়া বেদাদি শাস্ত্র-বিদ্যা গ্রহণ করিবে।

তারপর, আপৎ-কালে ক্ষত্রিয় বৈশ্যও ব্রহ্মকর্ম্ম অধ্যাপনার ভার লইতে পারে—মনু এ কথা ত মুক্তকণ্ঠেই বলিয়াছেন, যথা :—

"অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে।

অনুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ॥" মনু ২।২৪১

অর্থাৎ,—আপৎকালে ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয় বৈশ্যের নিকট বেদাধ্যয়ন করিবে, এবং অধ্যয়নকালে গুরুর অনুগমন ও শুশ্রূষা করিবে।

যদি ব্রাহ্মণ-বৃত্তি অধ্যাপনায় ক্ষত্রিয়ের অধিকার থাকে, তবে আপৎকালে ব্রাহ্মণের অন্য কোন বৃত্তিই বা ক্ষত্রিয় গ্রহণ করিতে পারিবে না কেন? বিশেষতঃ যদি ব্রাহ্মণের জীবিকা বা বৃত্তিলোপ উদ্দেশ্য না হয়, তাহা হইলে অধ্যয়নের ন্যায় দানগ্রহণে আপত্তি আরও কম হওয়া উচিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আমাদের উদ্দেশ্য একটী 'কায়স্থ-পণ্ডিত-সমাজ' গঠন। ব্রাহ্মণের বৃত্তি লোপ করা বা সেই প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবিকার্জ্জন, আমাদের একেবারেই উদ্দেশ্য নহে।

তারপর ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ যে কোন সূত্রেই দান গ্রহণ করেন নাই, বা এক্ষণও করিতেছেন না—ইহা খুব সত্য নহে। কায়স্থ কি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রবৃত্তি (Scholarship) গ্রহণ করেন না? কায়স্থ কি নিজের বিদ্যার্জ্জনে নিত্যই পুরস্কার পদকাদি—গ্রহণ করিতেছেন না? ইহাও প্রতিগ্রহের নামান্তর মাত্র। কুলীন কায়স্থ কি আবহমানকাল মৌলিকের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধে দান গ্রহণ করেন না। অদ্যকার ঘৃণিত পণ-প্রথার স্বপক্ষে কিছু বলা হইতেছে, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। পূর্ব্বে এইরূপ বিবাহে মর্য্যাদা স্বরূপ সামান্য অর্থ বা দ্রব্য প্রদত্ত ও গৃহীত হইত।

এই কায়স্থ-পণ্ডিত-সমাজ-গঠনের অন্যান্য উপায়ও আছে। নিম্নে কায়স্থ-সভার গৃহীত পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব সূত্রেই দুই একটি উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি।

(১) ক্রিয়া-কর্ম্ম-উপলক্ষে কায়স্থ-পণ্ডিত ও প্রচারকদিগকে পণ্ডিতোচিত নিমন্ত্রণ-দ্বারা আহ্বান পূর্ব্বক সম্মিলিত করাইয়া বেদ, উপনিষদ্, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে শাস্ত্র-বিচারের পদ্ধতি প্রচলন এবং উপযুক্ত মর্য্যাদা (যদি 'বিদায়' শব্দটিতে আপত্তি থাকে) প্রদান।

(২) উপরোক্ত শাস্ত্রমূলক কোন নির্দ্ধারিত বিষয়ে সংস্কৃতে লিখিত প্রবন্ধ আহ্বান করিয়া, বিচার পূর্ব্বক ক্রিয়া-কর্ম্ম-উপলক্ষে সম্মিলিত পণ্ডিত-সভায় বা প্রকাশ্য কোন কায়স্থ-সম্মিলনীতে (যথা—সভার বার্ষিক অধিবেশন) যোগ্যতা-অনুসারে প্রবন্ধ লেখকদিগকে উপাধি, পদক ও পুরস্কার প্রদান।—অবশ্য ইহা দিক্-নির্দ্দেশ-মাত্র। প্রতিগ্রহ এবং এ গুলির মধ্যে কোন্ কোন্টী অবলম্বনীয় বা সকলটীই অবলম্বনীয় হইতে পারে কি না, এবং এতদতিরিক্ত আরও অবলম্বন-যোগ্য উপায় আছে কি না, স্বজাতি-হিতৈষী কায়স্থগণের ইহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

এই মর্য্যাদা-দান-পদ্ধতি প্রচলিত হইলে একটা আশঙ্কা আছে। অনেকের মুখে এই আশঙ্কার কথা শুনিয়াছি। ইহা কালে কায়স্থ-পণ্ডিতদের ভিক্ষা-বৃত্তিতে পরিণত হইবে না ত? আমরা ইহাও শুনিয়াছি—স্থান বিশেষে এবং অবস্থা বিশেষে ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু বর্ত্তমানে এই প্রথার প্রত্যক্ষ প্রয়োজনীয়তা ভবিষ্যতে সম্ভাবিত কোনও অপকারিতার আশঙ্কায় অপূর্ণ রাখা, ভবিষ্যতের অধ্রুব অনিষ্টের ভয়ে বর্ত্তমানের ধ্রুব মঙ্গল ত্যাগ কর্ত্তব্য কি না বিবেচ্য। এ জগতে এমন কোন কার্য্য হইতে পারে না, যাহা একেবারে অশুভ বর্জ্জিত। জগতের প্রত্যেক কার্য্যই ভাল-মন্দ-মিশ্রিত। গীতা-বলিতেছেন :—"সর্ব্বারম্ভাঃ হি দোষেন ধুমেনাগ্নি যথাবৃতা,—"যেমন ধুমের দ্বারা অগ্নি আবৃত হয়, তেমন সকল কর্ম্মই দোষযুক্ত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যে একখানা নিমন্ত্রণ-পত্রী পাইবার জন্য যেরূপ আকুতি মিনতি দেখা যা কায়স্থ-সমাজে সেরূপ দৃশ্য যে আমাদের অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। কায়স্থকে 'ঈশ্বরভাব' বর্জ্জিত দেখিতে ইচ্ছা করি না। অথচ সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে সে কায়স্থ-সমাজে স্বজাতি প্রীতির অভাবে

ইহা অপেক্ষাও অপ্রীতিকর—এমন কি লজ্জাকর—দৃশ্য ঘটিতেছে। কোন কোন স্থলে কায়স্থ-বালক স্বজাতির নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া নিম্ন জাতীয় লোকের বাড়ীতে হীনাবস্থায় থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে বাধ্য হইয়াছে। এরূপ স্থলে কায়স্থ-সভা ও সমাজের একটী স্পষ্ট কর্ত্তব্য এই যে, ঐ সকল বালককে হীনাবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করেন। যে সকল কায়স্থ-পণ্ডিতকে মর্য্যাদা-স্বরূপ অর্থ দেওয়া হইবে, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ দানের অর্থ নিজের জন্য রাখিতে অনিচ্ছুক হইলে, ঐরূপ অসহায় বালকের অবস্থা স্মরণ করিয়া, যদি সেই অর্থ-দ্বারা কায়স্থ-সভার "দরিদ্র-কায়স্থ-সাহায্য ভাণ্ডার" এর পুষ্টি সাধন করেন, তবে এ দান গ্রহণের একটা প্রশংসনীয় দিক্‌ও আছে।

উপরোদ্ধৃত প্রস্তাবটীর চতুর্থ উদ্দেশ্য,—অর্থাৎ, কায়স্থ-জাতির আত্মরক্ষা ও আত্ম-সম্মান-রক্ষা যে, কায়স্থ-পণ্ডিত-সমাজ-গঠনের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত, এমন কি উহার উপরেই অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে,—ইহাও বর্ত্তমান আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে আশা করি। কোন কোন ব্রাহ্মণ আমাদের সহিত যেরূপ বিরোধ করিতেছেন শুনিতে পাওয়া যায়,—নিরপেক্ষ পণ্ডিত বর্গের শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা সত্ত্বেও পল্লিভাগের কোন কোন ব্রাহ্মণ সমাজ অকারণ আমাদের যেরূপ প্রতিকূলতা আচরণে উদ্যত হইয়াছেন,—তাহাতে এই বাধার প্রতিরোধ করা একান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এই কর্ত্তব্য সাধনে শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণের সমর্থন পাইব। যাঁহারা তাঁহাদের ব্যবস্থা অমান্য করিয়া আমাদিগকে শূদ্রত্ব-পঙ্কে এখনও নিমজ্জিত রাখিতে চাহেন, তাঁহারা আমাদের অস্তিত্বই লোপ করিতে চাহেন; অতএব তাঁহারা একপ্রকার আততায়ী। শাস্ত্রে আততায়ীর যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহা এই,—

"অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ।—বশিষ্ঠ।"

অর্থাৎ,—অগ্নি, বিষ বা শস্ত্রদ্বারা যে জীবন নাশ করে বা করিতে প্রবৃত্ত, তাহাকে এবং ধন, ভূমি বা দারাপহারীকে আততায়ী বলে। যাহারা আমাদিগকে শূদ্র করিয়া রাখিতে চাহে, তাহারা এতদপেক্ষাও ঘোরতর আততায়ী। কারণ অগ্নি ইত্যাদি দ্বারা ব্যক্তিবিশেষ বা পরিবার বিশেষেরই ধ্বংস হয়, কিন্তু এ যে একটা বিরাট জাতির জাতিত্ব ধ্বংস!

শাস্ত্র আততায়ীর প্রতি (ব্রাহ্মণাদি যে কোন বর্ণের লোকই হউন) কি দণ্ড উপযুক্ত বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। কিন্তু আত্ম-রক্ষা প্রকৃতির প্রথম ধর্ম্ম। আততায়ীর হস্ত হইতে অন্ততঃ আত্মরক্ষার অধিকার কায়স্থের অবশ্যই আছে। সুতরাং প্রয়োজন হইলে, যে যাজন-ক্রিয়া অস্ত্র-আস্ফালন-পূর্ব্বক তাঁহারা আমাদের বধ-সাধনে উদ্যত, সেই যাজনক্রিয়া তাঁহাদের ক্রূর হস্ত হইতে অপসারিত করিয়া, পণ্ডিত-কায়স্থ যদি নিজে হস্তে গ্রহণ করেন, তবে নিসর্গের নিয়মানুসারে উহা সম্পূর্ণ সঙ্গত হইবে। কায়স্থ পণ্ডিত-সমাজ-গঠনের আয়োজন বিরোধী ব্রাহ্মণ এ কথাটী স্মরণ রাখিতে বোধ হয় বাধ্য হইবেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সূর্য্যধ্বজ-বংশীয় কায়স্থগণ নিজের মধ্যে যাজন-ক্রিয়া করিয়া থাকেন। অতএব বর্ত্তমান সময়ে একটী কায়স্থ-পণ্ডিত-সমাজ-গঠনের প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় সকলেই উপলব্ধি করিবেন। বৎসরের পর বৎসর দেখিতে পাই, কায়স্থ সভা ও সমাজ কায়স্থ-জাতির মধ্যে সংস্কৃত ও শাস্ত্র-বিদ্যা বিস্তৃতরূপে প্রচলন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কি কি উপায়ে এই উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে, তাহার যথোচিত আলোচনা, ও তৎপক্ষে কোনও কার্য্যকরী ব্যবস্থা অদ্যাপি গৃহীত হইয়াছে কি না, জানি না। অন্ততঃ উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার কোন চিহ্ন অদ্যাপি আমাদের নয়ন-গোচর হয় নাই। আশা করি এক্ষণে কায়স্থ বিদ্বানগণ এবং সুধি ও শক্তিমানগণ অচিরে এই অত্যাবশ্যক অনুষ্ঠেয়টিকে, কেবল বাক্য দ্বারা নহে, কার্য্যের দ্বারা, সাবয়ব ও সজীব করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন।*

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ তত্ত্বভূষণ।

* এই প্রবন্ধের মন্তব্যকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমাদের প্রথম প্রস্তাব এই যে, পত্রিকার এই প্রবন্ধ-পাঠমাত্র প্রত্যেক কায়স্থ-পাঠক যেন আপনার পরিচিত গভর্ণমেন্ট বা টোল বা বিশেষ সারস্বত-প্রতিষ্ঠানপ্রদত্ত উপাধি-প্রাপ্ত কায়স্থ-পণ্ডিতমণ্ডলীর নাম ও ঠিকানা কায়স্থ-পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইতে আগ্রহ দেখান। কাঃ পঃ সঃ

প্রত্যুত্তর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এইবার শাস্ত্র রচনায় যুগ-বিভাগ-সম্বন্ধে দিগ্দর্শন-স্বরূপ মোটামুটি আলোচনা করিয়া পত্রের প্রথম দফার প্রত্যুত্তরের উপসংহার করিব।

মনু সংহিতার প্রথমাধ্যায়ে দেখিতে পাই :—

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্মসনাতনম্।
দুদোহযজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃসামলক্ষণম্॥ ২৩॥

অর্থাৎ ব্রহ্মা অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য হইতে যজ্ঞ কার্য্য সম্পাদনের জন্য যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ ও সাম সংজ্ঞক তিন বেদ দোহন করিলেন। সেই বেদত্রয় ক্রমে গুরু-শিষ্যানুক্রমে শ্রুতি-বিষয়ীভূত হইয়া লোকে প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল—সেই জন্যই ত্রয়ীর নাম শ্রুতি। পরে যখন লিখন-প্রণালীর উদ্ভব ও প্রচলন হয়, সেই সময় হইতে শ্রুতিগণ লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল। স্মৃতিপুরাণাদি যে বেদের পরে রচিত, তাহাদের বেদমূলকতাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বেদোক্ত ধর্ম্মের বোধ-সৌকর্য্যার্থ ও বিস্তারের জন্য তাহাদের রচনা। ব্রহ্মার বেদদোহনের কত কাল পরে যে, বেদ লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। সেই কালের মধ্যে স্মৃতিপুরাণাদির অস্তিত্ব ছিল কি না—তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। বেদ লিপিবদ্ধ হইবার পর হইতেই শাস্ত্র রচনায় যুগ-বিভাগ ধরা হইয়া থাকে। ঋগ্বেদাদির ভাষার সহিত স্মৃতি-পুরাণাদির ভাষার তুলনা করিলে, ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, প্রচলিত স্মৃতি-পুরাণাদি বেদের বহু পরে রচিত। বেদের ভাষার স্বাতন্ত্র্যই বেদ ও বেদেতর গ্রন্থনিচয়ের যথাক্রমে বৈদিকী ও লৌকিকী এই পৃথক নাম-নির্দ্দেশ ভারতীয় মুনি-ঋষিরাই করিয়া গিয়াছেন। বেদ-স্মৃতি-পুরাণ এতত্ত্রয়ের প্রত্যেক বর্গান্তর্গত সকল গুলিই আবার যুগপৎ রচিত হয় নাই। বেদের ত্রয়ী নাম দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অথর্ব্ব বেদ ত্রয়ীর পশ্চাৎ রচিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকোক্ত "ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ" ইত্যাদি হইতে দেখা যাইতেছে অথর্ব্ব নামক মন্ত্রাদি বেদ মধ্যেই পরিগণিত হয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত "বেদাথর্ব্বপুরাণানি"ও ইহার সমর্থন করিতেছে। যাজ্ঞবল্ক্যের এতদুক্তির প্রমাণস্বরূপ অপরার্ক—"যদথর্ব্বাঙ্গিরসো মেদসঃ কুল্যাঃ"—এই শ্রুতি-বচন উদ্ধার করিয়াছেন তাহা গীষ্পতি বাবুর অনুগ্রহেই জানিতে পারিলাম।

প্রচলিত ধর্ম্ম-শাস্ত্র সম্বন্ধেও ঐরূপ দেখিতে পাই। যাজ্ঞবল্ক্য "মন্বত্রিবিষ্ণু হারীত" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে ২০ জন ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রযোজকের নাম করিয়াছেন। কিন্তু গীষ্পতি বাবুই অপরার্ক টীকা হইতে দেখাইয়াছেন যে, ভবিষ্যপুরাণে ৩৬ জন স্মৃতিকারের নাম সহ উল্লেখ আছে। যথা—"মন্বাদি স্মৃতয়োযাস্তু ষট্‌ত্রিংশৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ" আমি আর নামগুলি দিলাম না। ঐ ৩৬ জনের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত ২০ জন ব্যতীত, অপর ১৬টী অতিরিক্ত নাম আছে। সুতরাং ঐ ১৬ খানি স্মৃতি যে, যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি-রচনার পরে রচিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহা হইতে আরও প্রমাণিত হইতেছে যে, ভবিষ্যপুরাণও যাজ্ঞবল্ক্যের পরে রচিত। ব্যাসাদি সংহিতায় "মনুরব্রবীৎ", অথবা এতদনুরূপ ভনিতা-দ্বারা, তথা মনু-বচনের অবিকল অবস্থিতি দ্বারা, তত্তৎ স্মৃতি যে মনুর পরে রচিত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে যদি বলা হয়, মরীচি-কশ্যপাদি সৃষ্টির প্রারম্ভ কালজাত ঋষিগণের স্মৃতি যাজ্ঞবল্ক্যাদির পরে রচিত হইয়াছে, এরূপ উক্তি "উৎকট অদ্ভুত রসের উদাহরণ স্থলেই প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়"; তাহা হইলে তদুত্তরে বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া, অত্যুৎকট অত্যদ্ভুত রসের উদাহরণ-স্বরূপ আরও বলিব যে, যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত ২০ জন ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রযোজকও প্রকৃতই তত্তৎ ঋষি রচিত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার, যথেষ্ট কারণ আছে। অন্ততঃ সেই সেই সংহিতায় প্রক্ষিপ্ত বচনের যে প্রাচুর্য্য আছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। বেদ-রামায়ণ-মহাভারতাদিতে হিন্দুর গৌরব-স্থল ভূরি ভূরি মুনি ঋষির নামোল্লেখ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং স্বার্থাভিসন্ধিপ্রসূত বচনাবলীর প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে সেই সকল মহামান্য মুনি-ঋষির নামগুলি প্রয়োজন মত ধর্ম্ম-বাণিজ্য-চিহ্ন (Trade mark) স্বরূপে ব্যবহার করিতে কোন নিয়মতঃ বাধাও নাই, অথবা মূল্যও দিতে হয় না।

মনু বলিয়াছেন, "অর্থকামেষ্বসক্তানাং ধর্ম্মজ্ঞানং বিধীয়তে"—সুতরাং সেই ধর্ম্মের উপদেষ্টৃগণের যে, "অরাগদ্বেষী"—তথা হারীতোক্ত ব্রহ্মণ্যতাদিরূপ ত্রয়োদশ-বিধ শীলসম্পন্ন হওয়া উচিত, তাহা বলাই বাহুল্য। তথাপি স্মৃতির মধ্যে যেরূপ অসংযম, ক্রোধ, অনুদারতা প্রভৃতির প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইতে কি বুঝিতে বাকী থাকে যে, ঐ সকল স্মৃতিকার প্রাতঃস্মরণীয় মুনি-ঋষির বিশ্বস্ত প্রামাণিক নামের অন্তরালে স্ব স্ব উদ্দেশ্য ও প্রতিহিংসা-বৃত্তি লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্যাসের স্মৃতিতে, তথা গীষ্পতি বাবুর উদ্ধৃত ঔশনস ধর্ম্ম-শাস্ত্রে "কায়স্থ-জাতির" প্রতি তাদৃশ আক্রোশের হেতু কি, কে

বলিয়া দিবে ? স্থূলভাবে বলা যাইতে পারে, যে-সময়ে গুণ ও কর্ম্ম দেখিয়া বর্ণ নির্ণীত হইত, তাহাই বৈদিক যুগ। পরে যখন বর্ণ জাতিগত হইয়া পড়িবার সূচনা হইল, সেই সময় হইতেই স্মার্ত্তযুগ আরম্ভ হইল। যে সময় হইতে ব্রাহ্মণের আদর্শের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতেই অনুদারতা সমাজবন্ধনের দার্ঢ্যের সহিত নিরঙ্কুশভাবে শাস্ত্রে স্থান লাভ করিয়া আসিতেছে এবং গোঁড়াগণ কর্তৃক উহা অরাগদ্বেষী, বীতরাগভয়-ক্রোধ মুনিঋষিগণের বচন-রূপে গৃহীত হইতেছে। সমাজ-দেহের উত্তমাঙ্গস্বরূপ ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগের উন্নতি-বিধানের চেষ্টা না করিয়া, স্বীয় অবনতি দ্বারা অপরকে অবনত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। যে দেশের ব্রাহ্মণ জগতের হিতের জন্য নিজের পঞ্জরাস্থি প্রদান করিয়াছেন, যে দেশের ব্রাহ্মণ দাসীপুত্রকে তাহার সত্যনিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণ বলিয়া আদর করিয়াছেন, যে দেশের ব্রাহ্মণ মনুষ্যত্বকে দুর্লভ এবং দৈবানুগ্রহহেতু বলিয়া জলদগম্ভীর স্বরে প্রচার করিয়াছেন, স্বয়ং ভগবান্ আসিয়া যে দেশে চণ্ডালকে পর্য্যন্ত প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন—আর সেই দেশেরই ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান কি না—মানব বিশেষকে স্পর্শকরা দূরে থাকুক, তাহার সহিত সম্ভাষণে স্নান ; এমন কি তাহাকে দর্শন করিলেও কলুষিত নেত্রের পবিত্রতা-বিধানের জন্য সূর্য্য-দর্শনের ব্যবস্থা ! জীব-ব্রহ্মের অভেদ যাঁহার প্রতিপাদ্য, সেই বেদান্ত-দর্শনের রচয়িতা কি মানবের প্রতি এতাদৃশ ঘৃণা প্রদর্শন করিতে পারেন ! সত্যেই যদি ধর্ম্মের আরম্ভ এবং সত্যেই যদি উহার পরিণতি হয়, তাহা হইলে যাহারা আত্ম-গোপন পূর্ব্বক স্বার্থ-সিদ্ধির দুরভিসন্ধি লইয়া ঋষির নামে স্বীয় উক্তি প্রচার-দ্বারা ভারতের ঋষিগণকে জগতের চক্ষে অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার পাত্র করিয়া তুলিয়াছেন, সেই মিথ্যাশ্রয়িগণের উপদিষ্ট ধর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবার যোগ্য নহে। কিন্তু লজ্জার কথা, গ্লানির কথা, পরিতাপের কথা এই যে, সেই অনৃতোদ্ভব বচনাবলী ঋষি-বাক্য বলিয়া অবনত মস্তকে মানিয়া লইয়া, আমরাও অসত্যের সমর্থন, তথা পবিত্র ঋষি নামের অবমাননা করিয়া আসিতেছি ! অধঃপতন আর কতদূর যাইতে পারে!

পুরাণ সম্বন্ধেও সেই একই কথা। "পুরাণমেকমেবাসীৎ"—মৎস্য ও নারদীয় পুরাণের এই বচনে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কেন না, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য শ্রুতিতে পুরাণের উল্লেখ আছে। অপরার্ক টীকাধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির বচন :—"ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রানি অনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্য স্যৈতানি নিঃশ্বসিতানি"

ছান্দোগ্যশ্রুতিতেও আছে :—"অথ যেঽস্যোদঞ্চো রশ্ময়স্তা এবাস্যোদীচ্যো মধুলভ্যোঽথর্ব্বাঙ্গিরস এব মধুকৃত ইতিহাসপুরাণং পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ।" ৩।৪।১৯৫।১—এই দুই শ্রুতি-বচনে "পুরাণং"—এই এক-বচনান্ত শব্দদ্বারা পুরাণের প্রাচীনত্ব এবং একসংখ্যকত্ব প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু পুরাণ প্রাচীন হইলেও মৎস্য পুরাণের অতিশয়োক্তি :—

"পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদা যস্য বিনির্গতাঃ ॥"

—ইহার সপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং পূর্ব্বে মনু-সংহিতা হইতে যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য হইতে যথাক্রমে ঋগ্ যজুঃ সাম বেদ দোহন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সেই অতি প্রাচীন পুরাণখানি মৎস্য ও নারদীয় পুরাণের মতে "শতকোটি প্রবিস্তরং" হইলেও প্রকৃতই সেইরূপ ছিল কি না, তাহাও বুঝিবার কোন উপায় নাই। যে-হেতু মানবের জন্য সে পুরাণখানি, কি জানি কি এক অতিপ্রাকৃত ঘটনায়, মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। নারদীয় পুরাণ বলিতেছেন :—"অদ্যাপি দেবলোকে তু শতকোটি প্রবিস্তরম্।
অস্ত্যেব তস্য সারস্তু চতুর্লক্ষেণ বর্ণ্যতে ॥"

ব্রহ্মের নিঃশ্বসিতস্বরূপ বেদাদি অন্যান্য শাস্ত্রনিচয় মানবের দর্শন-স্পর্শন-শ্রবণ-পঠন-বিষয়ীভূত হইয়া অদ্যাপি মর্ত্ত্যধামে বর্ত্তমান থাকিলেও, কি কারণে যে, মাত্র পুরাণখানি যূথভ্রষ্ট হইয়া দেবলোকে মহাপ্রয়াণ করিলেন, দেব-লোকে গমন ব্যতীত সে রহস্যোদ্ভেদ করা সম্ভব নহে। যাহা হউক পুরাণেতর অন্য কোন শাস্ত্রে অনুরূপ উক্তি থাকিলে সন্দেহবাদীর চিত্তে কিয়ৎ পরিমাণে আলোকপাতের সম্ভাবনা থাকিত ; কিন্তু পুরাণের প্রামাণিকতায় পুরাণের বচন "বাড়ায় মাত্র আঁধার, পথিকে ধাঁধিতে" ! বেদের পূর্ব্বে পুরাণের স্মরণ এবং তাহার দেবলোকে অবস্থিতি প্রচলিত পুরাণ-কদম্বকের জন্ম-গৌরব-খ্যাপন ব্যতীত আর কিছু বলিয়া মনে হয় না।

পুরাণ বেদব্যাস রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। বেদ বিভাগ করিয়াই পরাশর-নন্দন কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস উপাধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি কোন কালে পুরাণ-ব্যাস উপাধি লাভ করিয়াছিলেন কি না, তাহা পুরাণ-গৌরব-প্রকাশিকা নারদীয় পুরাণের অনুক্রমণিকা ব্যতীত আর কুত্রাপি দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। অধুনা দেবলোকস্থ সেই প্রাচীন পুরাণখানি যদি প্রচলিত পুরাণনিচয়রূপে

কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াই থাকে, তাহা হইলে তাহার। মহা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বিরচিত বলিয়াই বা প্রকাশিত হয় কেন? বেদ প্রচার করিয়া ছিলেন বলিয়া ত দ্বৈপায়ন বেদ রচয়িতৃত্বের দাবী কখন করেন নাই। মাত্র বেদব্যাস উপাধিতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তবে পুরাণের বেলায় পুরাণ-ব্যাস উপাধির পরিবর্ত্তে এক-আধখানা নয়, অষ্টাদশ মহাপুরাণ এবং উপপুরাণ গুলির প্রণেতা বলিয়া আপনাকে প্রচার করিলেন কেন? মূলকথা, সেই প্রাচীন পুরাণখানিই বেদব্যাস বিরচিত ছিল। তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক মহাপুরাণাদি পুরাণরাশি পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছে। পুরাণগুলি যে ঋষি প্রণীত নহে, তাহা অতি প্রামাণিক শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের অবতারণা প্রসঙ্গ হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে।

প্রায়োপবেশন-দ্বারা দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প মহারাজ পরীক্ষিৎকে বৈয়াসকি শ্রীশুকদেব এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসান হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির ৩৬ বৎসর ৮ মাস ২৫ দিন রাজ্য পালন করেন। তৎপরে মহারাজ পরীক্ষিৎ ৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ৯৬ বৎসর পরে শ্রীশুকদেব মুমূর্ষু অভিশপ্ত রাজাকে এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বের মোক্ষ-ধর্ম্ম-পর্ব্বাধ্যায়ের ৩৩২ ও ৩৩৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

"অন্তর্হিতঃ প্রভাবন্তু দর্শয়িত্বা শুকস্তদা"

এবং—"গুণান্ সংত্যজ্য শব্দাদীন্ পদমভ্যগমৎপরম্"

শর-শয্যায় শয়ান কুরু-বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মদেব মোক্ষধর্ম্ম-উপদেশকালে শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ং বেদব্যাস ও অন্যান্য বহুজনসমক্ষে যুধিষ্ঠিরের নিকট শ্রীশুকদেবের জন্ম ও মহাপ্রস্থানের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছিলেন। শ্রীশুকদেবের তিরোধানে দ্বৈপায়ন অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া ছিলেন।

"তমুবাচ মহাদেবঃ শান্তপূর্ব্বমিদং বচঃ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং কৃষ্ণং দ্বৈপায়নং তদা॥
মম চৈব প্রসাদেন ব্রহ্মতেজোময়ঃ শুচিঃ।
স গতিং পরমাং প্রাপ্তো দুষ্প্রাপামজিতেন্দ্রিয়ৈঃ॥
দৈবতৈরপি বিপ্রর্ষে তৎত্বং কিমনুশোচসি।"

সুতরাং মহাভারত হইতে বুঝা যাইতেছে, শ্রীশুকদেব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ধৃতরাষ্ট্রাদির জন্মও শ্রীশুকদেবের

নির্ব্বাণের বহুপরে হইয়াছিল। তাহা হইলে কুরু-ক্ষেত্র যুদ্ধের ৯৬ বৎসর পরে শ্রীশুকদেব কিরূপে পরীক্ষিৎকে ভাগবত শ্রবণ করাইয়া ছিলেন? মহর্ষি ব্যাসদেব যদি শ্রীমদ্ভাগবতের রচয়িতা হইতেন, তাহা হইলে তাহার অবতারণায় মহাভারতের সহিত এরূপ গুরুতর বিরোধ দৃষ্ট হইত না। কারণ মহাভারত ব্যাসদেবেরই রচিত ইতিহাস। অতএব দেখা যাইতেছে, শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাসদেব রচিত ত নহেই, প্রত্যুত অন্য কোন মুনি বা ঋষি রচিতও নহে। মন্ত্রদ্রষ্টা এবং সর্ব্বজ্ঞ মুনিঋষিগণ এতাদৃশ মুক্তকচ্ছ ছিলেন, এরূপ সন্দেহ পাপ বলিয়া মনে করি। ভাগবতের অবতারণায় মহাভারতের প্রসঙ্গ থাকায় অবিসংবাদিত রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, উহা মহাভারতরূপ ইতিহাসের বহু পরে রচিত। প্রয়োজন হইলে এতৎসম্বন্ধে অন্যান্য প্রমাণও উপন্যস্ত করা যাইতে পারে। যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ বেদব্যাস বা অন্য কোন ঋষি রচিত না হইলেও, তাহার আদ্যন্ত ভাগবতীয় কথারসে ও অনন্ত কাব্য-সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ বলিয়া, কি ভক্তি-রসামৃত-পিপাসু, কি কাব্যরসামৃত-পিপাসু, সকলেরই নিকট চির-আদরের এবং বিশ্বসাহিত্যে চির-গৌরবের আস্পদ হইয়া থাকিবে।

এইরূপ পদ্মপুরাণ যে, শঙ্করাচার্য্যের পরে রচিত, তাহা তদীয় বচন হইতেই অনুমিত হয় যথা :—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥"

ভবিষ্য-পুরাণের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এইরূপ অন্যান্য পুরাণ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

প্রচলিত পুরাণগণের সম্প্রদায়িকতা ও ইন্দ্র-চন্দ্র-বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণের লাম্পট্য—যাহা "দেবতার বেলা লীলা খেলা। পাপ লিখেছে মানুষের বেলা॥" ইত্যাকার প্রবচনে পরিণত হইয়াছে—তাহাদের অনার্ষত্বের অন্যতম প্রমাণ। বেদ অথবা স্মৃতিতে সাম্প্রদায়িক কলহের স্থান নাই। কিন্তু পুরাণে সাম্প্রদায়িকতার প্রবল প্রতাপ ও বীভৎস কাণ্ড সর্ব্বজন-বিদিত। শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবের মধ্যে প্রাকৃত জনোচিত কলহ এবং অশ্লীলতার উদ্দাম তাণ্ডবে শ্রবণ-নয়ন রুদ্ধ করিতে হয়। শিব-পুরাণে বীরভদ্রের হস্তে নৃসিংহদেবের শোচনীয় পরিনাম এবং দেবী-ভাগবতে বিষ্ণুর অকীর্ত্তি-কাহিনী দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভগবান্ বুদ্ধের প্রতি সকল পুরাণেরই অল্পবিস্তর আক্রোশ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণকুলেন্দু শ্রীমদ্ভাগবতেও এ কলঙ্ক স্থান লাভ করিয়াছে।

অথচ বুদ্ধ দশাবতারের একজন নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং করুণার মূর্ত্ত-বিগ্রহ !

"আজি ও জুড়িয়া অৰ্দ্ধজগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে তাঁর"।

পরলোকগত সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত "এটা কোন যুগ ?"—নামক পুস্তকে পুরাণ নির্দ্দিষ্ট কলিযুগের স্থিতিকালের আলোচনা আছে। সেখানে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, পুরাণ-বচনে বিশ্বাস করিতে হইলে, স্বীকার করিতে হইবে যে, আমারা কলিযুগ অতিক্রম করিয়া সত্যযুগে বাস করিতেছি। তথাপি এই সকল বিবাদ-ভ্রম-প্রমাদ-অনৌদার্য্যপূর্ণ পুরাণগণকে ঋষি-প্রণীত বলিতে হইবে ; এবং এই সকল প্রত্যক্ষ সত্যের প্রতি নয়ন নিমীলিত করিয়া শাস্ত্র-রচনায় যুগ-বিভাগ "উপন্যাস কল্পনা" মনে করিয়া অস্বীকার করিতে হইবে—এইরূপ অন্ধ-বিশ্বাসের যুগের অবসান সূচিত হইতেছে সন্দেহ নাই। আর "অবৈদিক, বিধর্ম্মী পাশ্চাত্য মনীষিবর্গের অনুকরণ" বলিয়া সত্য হইলেও তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে, এরূপ অনুদারতাও অন্ততঃ আমাদের দেশে অশ্রদ্ধেয়। যে হেতু এ দেশেরই নীতি-শাস্ত্রকার উপদেশ দিয়াছেন :—

"বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যমমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্।
নীচাদপ্যুত্তমং জ্ঞানং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥"

"পুরাণাদি-নিরপেক্ষ শ্রুতি অবলম্বনের নিষেধ" এতৎ প্রস্তাবে গীষ্পতি বাবু যে সকল শাস্ত্রনুশাসন প্রদর্শন করিয়াছেন, উহা যে, বেদমূলকতা হেতু পুরাণাদির গৌরবসূচক তাহা অবধারিত। মনু স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন :—

"ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ"। ২।১৩

পুনরপি, "সর্ব্বন্তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ ॥" ২।৮

সুতরাং পুরাণাদি যতক্ষণ বেদ কে অনুকরণ করিয়া চলিবেন, ততক্ষণ তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ও আস্থাবান্ হইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না। "ব্যাসাদি মুনি-প্রণীত বেদার্থবর্ণিত পঞ্চলক্ষণ-শাস্ত্র অর্থাৎ সৃষ্টি, প্রতিসৃষ্টি, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত—এই পঞ্চবিধ বর্ণনামূলক শাস্ত্রই পুরাণ"—এতদুক্তি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে "ধর্ম্মব্যবস্থা মাত্রই ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য"। ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত উৎপত্তি আনুসঙ্গিক মাত্র"। ধর্ম্মে স্মৃতি এবং সৃষ্টিতে পুরাণই প্রমাণ—ইত্যাকার প্রস্তবানার নীতি-অনুসারে বেদস্মৃত্যাদিতে অনুক্ত, অথচ হিন্দুর মজ্জাগত বৈদিক তেত্রিশটী দেবতার স্থলে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর পূজাদি

পৌরাণিকী ব্যবস্থা অপ্রামাণিক হইয়া পড়ে। অথচ সে গুলি মূল শ্রেয়ঃ সাধনের হেতুভূত বলিয়া তাহাদের উপযোগিতা ও প্রামাণ্য যুক্তিসিদ্ধ। তবে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বার্থ-সিদ্ধি কামনা-দ্বারা প্রেরিত হইয়া যে সকল লোক স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে বেদের অননুমোদিত, অতএব অপ্রামাণিক, স্বীয় মত প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছেন, বিচার-বুদ্ধিতে তাঁহারা ধরা পড়িলেও তাঁহাদের উক্তিকে ঋষি-বচন বলিয়া নিমীলিত নেত্রে মানিয়া লইলে ধর্ম্মহানির আশঙ্কা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান আছে। সেইজন্যই কথিত আছে :—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥"

এতাবতায় প্রথম দফার উত্তরের আলোচনা শেষ হইল। এইবার দ্বিতীয় দফার উত্তরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

সূত-মাগধের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় বঙ্গীয় সংস্করণের ভ্রমাত্মক পাঠই অর্থ-পরিগ্রহ-বিষয়ে আমাকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল। "কায়স্থ"—মাসিক পত্রের ১ম বর্ষের ৭ম সংখ্যার ২২৫-২২৬ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে যে বিস্তৃত "সমালোচনা ও সমাধান" বাহির হইয়াছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা আমার বিদিত ছিল না নতুবা গীষ্পতি বাবুর নামের অন্বর্থতা-সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাসবান্ হইয়া কি গাল বাড়াইয়া চড় খাইতে যাই ? তবে প্রহর্ত্তার বিশ্বাস না হইলেও, সত্যের অনুরোধে আমাকে বলিতে হইতেছে যে, কোন "অভিসন্ধি" লইয়া "লোক-লোচনে ধূলি নিক্ষেপ" করিবার জন্য "নীতি-বিগর্হিত কৌশল অবলম্বন" পূর্ব্বক "অসম্পূর্ণ-প্রমাণোপন্যাসমূলক-চতুরতার" প্রদর্শন করিতে চাহি নাই। মদুদ্ধৃত পদ্মপুরাণ বচনের আদ্যোপান্ত বর্জ্জিত হইলে যে, সূতের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন বিপর্য্যয় উপস্থিত হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বে অন্যের সাহায্যেও বুঝিতে পারি নাই, আর এক্ষণে গীষ্পতিবাবুর সাহায্যেও বুঝিতে পারিলাম না। অধিকন্তু "বঙ্গীয় পদ্মপুরাণ সংস্করণেও একমাত্র শ্লোকাঙ্কের ন্যূনাধিক্য ব্যতীত অপর কোন পার্থক্য নাই"—গীষ্পতি বাবুর এতদুক্তিতে যে, সত্যের অপলাপ ঘটিয়াছে, বঙ্গদেশীয় সংস্করণের বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখান যাইতেছে। বঙ্গীয় সংস্করণের পাঠ :—

"তত্র সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সূতো নাম্নেহ জায়তে।
ঐন্দ্রেসত্রে প্রবৃত্তেতু গৃহ-যুক্তং বৃহস্পতিম্।
তমেবেন্দ্রং বার্হস্পত্যে তত্র সূতো ব্যজায়ত।
শিষ্যহস্তেন যৎ পৃক্তমভিভূতং গুরোর্হবিঃ।

অধরোত্তর ধারেণ জজ্ঞে তদ্বর্ণসঙ্করম্ ।
যত্র ক্ষেত্রাৎ সমভবদ্ ব্রাহ্মণ্যাঃ স চ যোনিতঃ ।
পূর্ব্বেণৈব তু সাধর্ম্ম্যাৎ যে ধর্ম্মাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
মধ্যমোহ্যেষ সূতস্য ধর্ম্মঃ ক্ষত্রোপজীবিনঃ ।
পুরাণেম্বধিকারো মে বিহিতো ব্রাহ্মণৈরিহ ॥”

বোম্বাই দেশীয় সংস্করণের পাঠে নিম্নরেখশব্দগুলির যথাক্রমে—গ্রহযুক্তং, যশ্চ, এবং ‘ক্ষত্রাৎ’—পাঠ পরিদৃষ্ট হয় ।

যাহা হউক গীষ্পতি বাবু যাহাকে “সাকাঙ্ক শ্লোকার্দ্ধ” বলিয়াছেন এবং যাহার সহিত “পূর্ব্বার্দ্ধের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ ও অন্বয়বোধ প্রত্যক্ষ” করিয়াছেন, বিশুদ্ধ পাঠেরও পূর্ব্বার্দ্ধে “যঃ” ও “সঃ” এই পদদ্বয়েব স্পষ্ট উল্লেখ দ্বারা “যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধঃ”-রূপ নির্দ্দেশ পালিত হওয়া সত্ত্বেও সেই শেষার্দ্ধ কিরূপে “সাকাঙ্ক” হইল ; এবং তাহার সহিত পূর্ব্বার্দ্ধের কিরূপ “অপরিহার্য্য সম্বন্ধ ও অন্বয়” থাকিতে পারে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না । “স” এই পদের অভাবে ঐরূপ পরিকল্পনা সঙ্গত হইত । বিশুদ্ধ পাঠ দৃষ্টে বুঝিলাম—ক্রিয়াপদটী একবচনান্ত রাখিয়া পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিলে, কতকপরিমাণে কৃতকার্য্য হওয়া যাইত । এবং আমার পাঠোদ্ধার অপেক্ষা সেই পাঠ আমার অধিকতর অনুকূলও হইত । আমার ধৃত পাঠেই তদ্‌শব্দের প্রয়োগ না থাকায় শেষার্দ্ধকে “সাকাঙ্ক” বলা যাইতে পারিত । পত্রোদ্ধৃত সার্দ্ধশ্লোকদ্বয় তদাদ্যাংশেরই ব্যাখ্যা বলিয়া সেই আদ্যাংশ এবং তদুপান্তাংশে ধর্ম্ম-ব্যবস্থা দেখিয়া উৎপত্তি-বিষয়ে আলোচ্য নহে বলিয়া, সেই উপান্তাংশ পরিবর্জ্জিত হইয়াছিল । বিশুদ্ধ পাঠের “যশ্চ” স্থানে “যত্র” এবং “ক্ষত্রাৎ” স্থানে “ক্ষেত্রাৎ”—এই পাঠান্তর ধরিয়া অর্থ করিলে যে, কি সঙ্গত অর্থ পাওয়া যাইবে, তাহাও বুঝিয়া উঠা দুষ্কর । ইহার উপর আবার “ঐন্দ্রেসত্রেপ্রবৃত্তে তু” ইত্যাদি শ্লোকে কর্ত্তা ও ক্রিয়ার অভাব বশতঃ উক্ত শ্লোকটী—

“বিরাট নগরে রম্যে কীচকাদুপকীচকে ।
কর্ত্তা গুপ্তঃ ক্রিয়া গুপ্তা বুধৈরপি ন বুধ্যতে ॥”

—এই কলি-রহস্যকেও অতিক্রম করিয়াছে । আবার ইন্দ্রের হবি বৃহস্পতিকে প্রদান করায় উত্তরাধর ধারায় যে বিপর্য্যয় ঘটিল, তাহার সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য শুনিতে পাওয়া গেল না । ধর্ম্ম-ব্যবস্থাও যেন কেমন ‘গোলমেলে গোছের’ সঙ্কীর্ণ সূত্রের যে সকল ধর্ম্ম-ব্যবস্থা, অযোনিজ সূতেরও তাহাই । তাহার মধ্যে

“মধ্যম ধর্ম্ম”টাই বা কি ? এবং তাহা ক্ষত্রোপজীবী সূতের ঘাড় হইতে সুতি-সম্ভূত সূতের ঘাড়ে গিয়া কেন পড়িল ? আর পূর্ব্বার্দ্ধে ‘স’ পদের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও “পূর্ব্ববর্ত্তী সেই সূতের সহিত” ইত্যাকার টানিয়া ব্যাখ্যা করিবারই বা কি সঙ্গত কারণ আছে ? এই সব ব্যাপারে বিষয়টী যে একটু প্রহেলিকাময়, তাহা বলাই বাহুল্য । সুতি শব্দের “সোমাভিষব ভূমি”—এই অর্থ শ্রীধর স্বামী কৃত । অভিধানেও ঐ অর্থ সেই ভাবেই গৃহীত হইয়াছে । উহার ব্যুৎপত্তিগত অন্য অর্থ—“জনন” (শব্দকল্পদ্রুম) এবং “উৎপত্তি স্থান” (A. Macdonell, M. A. Ph. D কৃত Sanskrit-English Dictionary) । পূর্ব্বার্দ্ধের “অত্র” শব্দ দ্বারা সুতি হইতে উৎপন্ন সূতকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ; তত্রস্থ “ক্ষত্র” শব্দ ক্ষত্রিয় দেবতা ইন্দ্রের বাচক এবং “ব্রাহ্মণ্যাঃ যোনিতঃ” ব্রাহ্মণ দেবতা বৃহস্পতির নিমিত্ত পরিকল্পিত সুতির বাচক ; আর পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের “বর্ণসঙ্কর” শব্দের স্পষ্টীকরণরূপী আলোচ্য পূর্ব্বার্দ্ধ—এই সকল কারণ-পরম্পরা চিন্তা করিয়াই মল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম ।

এতৎ প্রসঙ্গে “মনুপ্রোক্ত সূত ক্ষত্রিয় পিতার ঔরসে পরিণীতা ব্রাহ্মণী মাতার গর্ভে উৎপন্ন, ব্যভিচার দোষে দুষ্ট নহে”—এতদুক্তি মনু-বচনে “কন্যা” শব্দ-গ্রহণ দেখিয়া, তথা যযাতি-দেবযানী-পরিণয় স্মরণ করিয়াই উক্ত হইয়াছিল । এক্ষণে কুল্লূক টীকা দেখিয়া ও যযাতি-দেবজানী-পরিণয় “ঋষিবর প্রভাব জনিত বিশেষ ঘটনা” এই মন্তব্যের যুক্তি-সিদ্ধতা উপলব্ধি করিয়া প্রতিলোম বিবাহ যে, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ তাহা স্বীকার করিতেছি ।

যাহা হউক পদ্মপুরাণের বিশুদ্ধ পাঠ ও তাহার গীষ্পতিবাবুকৃত ব্যাখ্যা হইতে না হইলেও, গীষ্পতি বাবু কর্ত্তৃক উপন্যস্ত প্রমাণকূট হইতে স্বীকার করিতেছি যে, স্মার্ত্ত যোনিজ সূত পৌরাণিক অযোনিজ সূত হইতে উৎপত্তি হিসাবে পৃথক । কিন্তু এই পার্থক্য দেখাইতে গিয়া পদ্মপুরাণ যেরূপ ভাষার ‘মারপ্যাঁচ’ প্রদর্শন করিয়াছেন, উহার মূলে কোন স্বার্থ আছে কি না—কে বলিবে ? এই সূত-মাগধ অযোনিজ হইলেও বর্ণসঙ্কর বলিয়া পরিগণিত । তাহাদের উৎপত্তি, উৎপত্তির উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন এবং উৎপত্তির কাল—এই তিনের কোনটীরই সহিত তথা-কথিত কায়স্থোৎপত্তির দূর-সাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয় না । সুতরাং ইহাদের নজীরে কায়স্থের ‘মৌলিকোৎপত্তিবাদ’ বিচার সহ নহে এবং তাহা শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধও বটে ।

শ্রীস্মরজিৎ দত্ত (এম, এ)

স্বজাতি-সংস্কারে কবিবর নবীনচন্দ্র।

কবিবর নবীনচন্দ্র শুধু উচ্চ প্রতিভাশালী কবি ছিলেন না—উচ্চ রাজ-কর্ম্মেও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সকল শ্রেণীর লোকের সহিতই তাঁহার বন্ধুত্ব ও মেশামেশী ছিল। শুনা গিয়াছে—ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর অন্ন-জল গ্রহণেও তাঁহার সঙ্কোচ ছিল না। প্রেম ও সহৃদয়তার আতিশয্যে এইরূপ অন্ন-জল স্বীকার করিতে তাঁহার অশান্তি বোধ হইত না। আজকালকার অনেকের মত আহার ও পানে তিনি জাতিভেদ এমন কি ধর্ম্মভেদও মানিতেন না বলিয়াই শুনা যায়। এরূপ হইলেও নিজের জাতি, নিজের বংশ ও পরিবারকে তিনি কখনও ভুলেন নাই।

নবীন বাবুর সময় পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ বৈদ্যের উপবীত ছিল না। কেহ কেহ যথাবিধি উপনয়ন-সংস্কার-অনুষ্ঠান না করিয়াই গলদেশে শুধু একটা পৈতা ধারণ করিতেন—কেহ কেহ বা উপনয়ন-সংস্কার-কার্য্য করিতেন বটে, কিন্তু প্রকৃত গায়ত্রী গ্রহণে ভয় পাইতেন; শিব গায়ত্রী নামক কি এক মন্ত্র গায়ত্রীর পরিবর্ত্তে না কি গ্রহণ করিতেন। হেতু—ব্রহ্ম-গায়ত্রী গ্রহণ করিলে বংশ নির্ব্বংশ হইবে—এইরূপ ধারণা। এইরূপ সংস্কারের দাসত্ব যখন পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্য সমাজে বদ্ধমূল ছিল, তখন নবীনচন্দ্র সামাজিক ভয়ে ভীত না হইয়া, সংস্কারের দাসত্ব ছিন্ন করিয়া স্বীয় পুত্রের উপনয়ন-সংস্কার প্রণবব্যাহৃতিসহ ব্রহ্ম-গায়ত্রী-মন্ত্র গ্রহণ করাইয়া সুসম্পন্ন করেন। স্বজাতীয়গণ ও ব্রাহ্মণবৃন্দ অসন্তুষ্ট হইয়া প্রাতিকূলাচরণের চেষ্টা করিলেও তিনি কিছু মাত্র ভীত ও সঙ্কল্প-ভ্রষ্ট হন নাই। তাঁহার বীরোচিত কার্য্য, বৈদ্য-সমাজের চিরপোষিত কুসংস্কার বিনষ্ট করিয়া মহোপকার সাধন করিয়াছে। নবীন বাবুর "আমার জীবনী" হইতে তাঁহার স্বলিখিত পুত্রের উপনয়ন-বৃত্তান্ত আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। আশা করি, কুসংস্কারে অন্ধ কায়স্থগণ উহাতে আলোক দর্শনে সমর্থ হইবেন।

"চট্টগ্রামের বৈদ্যেরা অনেকে উপনয়ন-ভ্রষ্ট, কাজেই জাতি-ভ্রষ্ট; কারণ একমাত্র উপনয়নের দ্বারাই তাঁহারা বৈদ্য বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন। আর্য্য জাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন ভাগে বিভক্ত হইলেও উপনয়নই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান সংস্কার। উহাই আর্য্য জাতির বিশেষ লক্ষণ। পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ বৈদ্যের উপনয়ন ভ্রষ্ট হওয়ার নানাবিধ উপাখ্যান আছে। নিজ চট্টগ্রামেই ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই বিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন হয় এবং উহা নিষ্পত্তির জন্য এক মহতী বৈদ্য-সভা পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থান হইতে আহূত হয়। আমি এই সভার একটা পুরাতন মুদ্রিত কার্য্য বিবরণী পাইয়াছিলাম। তাহাতে রাজবল্লভের সময়ের সমস্ত ভারতবর্ষের পণ্ডিতাগ্রণীর স্বাক্ষরিত উপনয়ন-ভ্রষ্ট বৈদ্য জাতির উপনয়নের একখানি ব্যবস্থা ও উপনয়ন পদ্ধতি মুদ্রিত ছিল। আমি এই ব্যবস্থা ও পদ্ধতি অনুসারে পুত্রের উপনয়ন-সঙ্কল্প দুই বৎসর পূর্ব্বে করিয়াছিলাম; তাহাতে দেশে ঘোরতর আন্দোলন উঠিল যে,—"যে নাস্য পিতরো যাতা যেন যাতা পিতামহাঃ"—ধর্ম্মটা নষ্ট করিতে আমি উদ্যত হইয়াছি। যাহা হউক, যাঁহারা আমার প্রধান বিপক্ষ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইতিমধ্যে নিজে বুড়া-বয়সে বিনা উপনয়নে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন, কেহ কেহ বা আপনার পুত্রদের 'শিবগায়ত্রী'—জানি না জিনিষটা কি, দিয়া উপনয়ন করাইয়াছেন; কারণ 'প্রণব' গ্রহণ করিলে শুভ হইবে কি না, ভয় আছে। আমি স্থির করিলাম যে, উপনয়ন দিতে হইলে 'প্রণব' না দিয়া একটা খিচুরী পাকাইব না। সকলে এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন,—ইহাতে কখনও শুভ হইবে না। সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীভগবানের ধ্যান শিক্ষা দিলে যদি অমঙ্গল হয়, তবে মঙ্গল কিসে হইবে? * * * * *

প্রণব সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের ও আর্য্য-দর্শনের সারাংশ মূলতত্ত্ব। 'প্রণব'ই বেদের কাজে কাজে আর্য্য ধর্ম্মের চরমতত্ত্ব, চরম শিক্ষা, চরম সাধনা। 'প্রণব'ই আমাদিগকে অনন্ত অতীতের সঙ্গে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে এবং প্রত্যহ সেই অতীত আমাদের স্মৃতি-পথে আনিয়া আমাদের এই পতিত সময়েও আমাদের হৃদয় গৌরবে, গাম্ভীর্য্যে ও মনুষ্যত্বে পূর্ণিত করে। যে 'প্রণব' না শিখিল, না বুঝিল—সে আর্য্য-ধর্ম্মের কিছুই শিখিল না, বুঝিল না। যাহার প্রণবে অধিকার নাই সে অনার্য্য। যদি এই সনাতন ধর্ম্মের নাম 'হিন্দু' রাখিতে চাহ, তবে সে 'অহিন্দু'। অতএব আমি পুত্রকে প্রণবেই দীক্ষিত করিলাম।

* * * * *

গ্রাম্য পাটোয়ারির দল বলিলেন, আমার নিশ্চয় একটা ঘোরতর বিপদ হইবে। তাহার পর যখন আমার পল্লীগ্রামের বাড়ী দগ্ধ হইল, তাঁহারা বলিলেন,—"এই দেখিলে! প্রণবে ব্রাহ্মণের মাত্র অধিকার, উহাতে পূর্ব্বে বামনের মুখে আগুন জলিত (বোধ হয় শীতকালে এখনও জলে)। সেই আগুনে তাহার বাড়ী পোড়া গিয়াছে।" তবে খট্‌কার মধ্যে এই ছিল—যে, ওই প্রণবের আগুনে তাঁহাদের কাহারও কাহারও বাড়ীও এ-সঙ্গে পুড়িয়

গিয়াছিল। যাহা হউক, প্রণবের এ আগুণ ক্রমে নিবিয়া আসিতেছে এবং তাহার পর চট্টগ্রামের বৈদ্যদের মধ্যে ক্রমে উপনয়ন প্রচলিত হইতেছে।”

কায়স্থ জাতির মধ্যে যাঁহারা উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চ পদের গৌরবে উপনয়ন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন না ; তাঁহাদিগকে বলি, নবীনচন্দ্রের লেখাটুকু ভাল করিয়া পড়ুন। যাঁহারা উপনয়ন-গ্রহণের বৈধতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও আত্মীয় স্বজনের ভয়ে কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহসী হইতেছেন না, তাঁহাদিগকেও বলি,—নবীনচন্দ্রের কাছে সৎসাহস শিক্ষা করুন। ভীরুতা নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে এমন কল্যাণকর অনুষ্ঠান হইতে দূরে রাখিয়াছে। ওজর-আপত্তি ও সবই সংস্কারের দৃঢ় দাসত্ব-জাত ঘৃণ্য দুর্ব্বলতা।

যদি জাতির সম্মান চাও, ব্যক্তির মুক্তি চাও, আর্য্য বলিয়া গৌরব করিতে চাও ; আর বিলম্ব করিও না—বর্ণোচিত সংস্কার গ্রহণ করিয়া নত মস্তক সমুন্নত করিবার সহায় হও। দেশে-বিদেশে, সমাজে-রাজদ্বারে কায়স্থ, আজ তুমি কোথায় ? সর্ব্বত্রই তুমি দ্বিজাচার-রহিত বলিয়া হেয় হইতে বসিয়াছ। অন্যে কথা কি, তোমার স্বজাতি—রক্তের রক্ত, বঙ্গের বাহিরের কায়স্থগণের মধ্যে অনেকে তোমাদিগকে জ্ঞাতি বলিয়া স্বীকার করিতে সন্দেহ পোষণ করেন। নিখিল ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সভার প্রেরিত কমিশনই তাহার প্রমাণ।

দোষ কাহার ? দোষ আমাদের বঙ্গীয় কায়স্থদের নিজের। বঙ্গীয় কায়স্থেরা যদি উপবীতী হইতেন ; বর্ণোচিত আচারাদি প্রতিপালন করিতেন, কে এমন আছে—বঙ্গীয় কায়স্থদিগকে বেদ-বর্জ্জিত বলিয়া ঘৃণা করিতে পারে ? বাঙ্গালার কায়স্থকে—বিশুদ্ধ কায়স্থ কি না—এইরূপ সংশয় কে উত্থাপন করিতে পারে ? দ্বিজাচারী কায়স্থকে কি বিচারকগণ শূদ্র-প্রাপ্য-বিচার প্রদান করিতে সাহসী হইতেন ? কখনও নহে। অতীতের আক্ষেপ বৃথা। বর্ত্তমানকে সাফল্য-মণ্ডিত করিতে যদি আমরা যত্ন করি—আলস্য, ঔদাস্য ও ভীরুতা বর্জ্জন করিয়া অচিরে বর্ণ-ধর্ম্মে ভূষিত হইতে পারি ; ভবিষ্যৎ বঙ্গীয় কায়স্থের গৌরবময় হইবে। বঙ্গীয় কায়স্থ-ভ্রাতৃগণ, আর আত্মহত্যা করিবেন না ! আত্মরক্ষার জন্য, আত্ম-পুষ্টির জন্য, আত্ম-গৌরব বর্দ্ধনের জন্য একবার সবলে উত্থিত হউন— ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

ওমা বঙ্গভূমি।

ওমা বঙ্গভূমি !
একান্ত বাসনা
আমার অন্তরে,
থাকি তোর কোলে
একমাত্র প'ড়ে
তোর বায়ু-জল
করিয়া সম্বল,
তোর পদরেণু চুমি।
ওমা বঙ্গ-ভূমি !
হও মাতঃ তুমি
পরের অধীনা।
হও মাতঃ তুমি
অভাগিনী, দীনা,
তবুও আমার
জীবন আধার
তুমি মা আমার, তুমি।
ওমা বঙ্গ-ভূমি !

তোমার আকাশ—
কি স্বচ্ছ উজ্জ্বল,
তোমার বাতাস—
কি স্নিগ্ধ-নির্ম্মল,
তোমার শ্যামল
শোভায় বিহ্বল
রই মা সতত আমি
ওমা বঙ্গ-ভূমি !
চাহি না মা আমি
স্বর্গ কি গোলোক,
তুমি মা আমার
নন্দন, দ্যুলোক,
তব পূত কোলে,
দীন পুত্র ব'লে
দিও মোরে স্থান তুমি।
ও মা জন্মভূমি !

শ্রীমন্মথকুমার রায়
(কাব্যভূষণ—বি, এল : বি. সি, এস)

মুস্কিল-আসান।

(১)

পৌষ মাস ; ভয়ানক শীত পড়িতেছে, রাত্রে লেপের বাহিরে হাত পা রাখিলেই যেন ব্যাটারী সংস্পর্শে অবশ হইয়া যায়—এমনি এক রাত্রে, তথনও রাত্রি বেশী হয় নাই, ৮টা হইবে : পূর্ব্বপাড়ার বিজয় ঘোষ, রামলাল মিত্রের নিকট আসিয়া বলিল—রাম খুড়ো, এখন উপায় কি ? পশ্চিমের বাড়ীর জ্যেঠামহাশয় এইমাত্র মারা গেছেন, কিন্তু রাত্রে কেহই শ্মশানে যেতে চাহে না। এই শীতকালের রাত্রি,—সমস্ত রাত্রিই কি তাকে নিয়ে এই ভাবে ভোগ কর্‌তে হবে ?

রামলাল মিত্র ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও মোটেই ইংরাজী ভাবাপন্ন ছিলেন না। তিনি স্থানীয় এণ্ট্রান্স স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে মাসিক ৬৫৲ টাকা বেতনে কাজ করিতেছিলেন, অন্যান্য দিন তিনি কিছু রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিলেও আজ শীতের আধিক্যবশতঃ সকালেই লেপের তলে গিয়া ছিলেন। বিজয় ঘোষের কথায় বিছানা হইতে উঠিয়াই উত্তেজিত স্বরে তিনি বলিলেন—কে যাবে না শ্মশানে, চলতো দেখি—এই বলিয়াই একখানি গামছা মাজায় বাঁধিয়া একটা কম্বল মুড়ী দিয়া পত্নীর উদ্দেশে বলিলেন—তোমরা দরজা দিয়ে শোও, আমার আস্‌তে একটু দেরী হবে। এবং অন্যঘর হইতে একজন স্কুলের ছাত্র নিরঞ্জনকে ডাকিয়া বলিলেন, রঞ্জন ! আমাকে বাহিরে যেতে হচ্ছে, সাবধানে থেকো।

রামলালকে সকলেই ভালরূপে চিনিত, সুতরাং তাহার এখনকার কাণ্ড দেখিয়া অষ্টাবিংশ-বর্ষীয়া পত্নী নিরুপমা কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না। কিন্তু বিজয় কিছুক্ষণের জন্য নিজের চক্ষুকর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না, যদিও পরক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার যে কি তৃপ্তিবোধ হইতে লাগিল, তাহা বলিবার নহে। রামলাল ত মানুষ নহেন, তিনি স্বর্গের দেবতা, এমন দেবতা যে গ্রামে থাকে সে গ্রামবাসীই ধন্য। রামলালের সাহচর্য্য পাইয়া বিজয়ের আজ কোন কষ্টই নাই।

তাঁহারা প্রথমেই বোসেদের বাড়ী যাইয়া তাঁহার প্রধান চেলা নৃপেন্দ্রনাথকে ডাকিলেন। তার পরে কিরণদের বাড়ীতে গেলেন, বলা বাহুল্য কিরণ তখন লেপের তলে ; কিন্তু দ্বিরুক্তি করিবার ক্ষমতা নাই। রামলালের ডাক শুনিয়া ‘গুটী গুটী’ করিয়া আসিতে হইল, এইরূপে আট নয় জনের যোগাড় হইল

রামলালের বয়স বেশী নহে, মাত্র পঞ্চত্রিংশ বৎসর হইবে। কিন্তু যুবক, বৃদ্ধ, বালক প্রত্যেকেই তাহাকে ভয় করিত। তাঁহার মত মড়ি পোড়াইতে গ্রামে আর কেহ ছিল না ; এবং তাঁহার ন্যায় অতুল সাহসও আর কাহারও বড় দেখা যাইত না। সুতরাং তাঁহার সহিত শ্মশানে যাইতে অনেকেই পছন্দ করিত, আট নয় জন “কাঠুরের” সংগ্রহ সত্ত্বেও রামলাল বিজয়কে লইয়া নবীন দত্তের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নবীন বয়সে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। বিজয় একবার খোঁজ লইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি অসুখের ভাণ করিয়া লেপমুড়ি দিয়া পড়িয়াছিলেন। এইক্ষণে রামলাল একেবারেই বারান্দায় যাইয়া উপস্থিত ! “দত্তমশায়, একবার উঠুন, শ্মশানে যেতে হবে,—দত্ত মশায়, বলি’ ও দত্ত মশায় একবার উঠুনই না।”

দত্ত মহাশয় আর কি করিবেন, অগত্যা কাতর ধ্বনি আরম্ভ করিয়া দিলেন, “কে বাবা রামলাল ! তা আমার অসুখ ত বলেই দিছি।”

রাম। কি অসুখ আপনার ?

দত্ত। না, না, এই—এই—না তেমন কিছু না, তবে কি জানত, বুড়ো মানুষ, বড্ড শীত, এই শীতে শ্মশানে গেলে নিশ্চয়ই অসুখ করবে।

রাম। কি ! আপনি বুড়োমানুষ হ’য়ে এমন মিথ্যা কথা বলেন ! ছি, ছি ! ইহারা নিতান্ত নিরুপায় হ’য়ে আপনাকে ডাকৃতে এসেছিল, আপনি প্রাচীন লোক, সব বিষয়ে বেশী বুঝেন, সেই জন্য আপনার সর্ব্বাগ্রে যাওয়া উচিত ছিল।

দত্ত। তা কি করি বাবা, শীতে সমস্ত শরীর জল ক’রে নিয়ে আসছে।

রাম। আপনি কি মনে করেন, চিরকাল বেঁচে থাকৃবেন ? দেখুন, এ-গ্রামের মড়ি পোড়নের কর্ত্তা আমি, আমার আগে যদি আপনি মরেন—আমি ঠিক্ বল্‌ছি, তুদিনের মধ্যে আপনাকে দাহন করতে দিব না।

রামলালের কথায় বৃদ্ধ ভীত হইলেন। আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—তা বাবা চল, আমার তো কোন আপত্তি নেই, তুমি বাবা যেখানে যাবে, তোমার সাথে যেতে কারও আপত্তি হবে না। তুমিও যাবে তো বাবা ?

রাম। নিশ্চয়ই, চলুন, আপনার যা’তে কোন কষ্ট না হয়, তার ব্যবস্থা করবো, নিন্, আমার এই মোটা কম্বলটাই আপনি নিন্, আমায় ঐ র‍্যাপারটা দিন্।

বলা বাহুল্য রামলালের সাহচর্য্যে বৃদ্ধ হরিনারায়ণ ঘোষের মৃতদেহ সংকার করিতে শ্মশানে যাইতে সকলেই দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইল। রাত্রি ২টার মধ্যেই কানাইডাঙ্গার শ্মশানে হরিনারায়ণের মৃতদেহ ভস্মে পরিণত হইল।

(২)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রামলাল স্থানীয় এণ্ট্রান্স স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক, তাঁহা সংসারে স্ত্রী নিরুপমা, ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কন্যা শরৎসুন্দরী ও অষ্টম বর্ষীয় পুত্র চুনীলাল এবং স্কুলের ছাত্র নিরঞ্জন। রামলালের জমাজমির মধ্যে নিষ্কর ভদ্রাসন টুকু ব্যতীত আর কিছুই নাই। তবে সংসারে পরিবার অল্প, সুতরাং খরচ অল্প হবারই কথা। অথচ রামলালের ৬৫৲ টাকায়ও সুচারুরূপে চলিত না এবং কোন কোন মাসে দেনাও করিতে হইত। কিন্তু তাঁহার নিজের কিছুমাত্র বাবুগিরি ছিল না, তিনি অতি 'সাধাসিধে' পোষাকেই চলিতেন। প্রিয়তমা নিরুপমাকে কখনও একখানি ভাল কাপড় কিনিয়া দিতে পারেন নাই, প্রাণাধিক পুত্র কন্যার একটা ভাল পোষাকের কথা উত্থাপন করিয়া নিরুপমা যদি কখনও অনুযোগ উপস্থিত করিতেন, রামলাল অমনি উত্তর দিতেন, এত অল্প বয়স হইতে ছেলে মেয়েদের বাবুগিরি করিতে সাহায্য করা উচিত নহে, ইত্যাদি।

বাস্তবিক রামলালের সমস্ত টাকাই পরোপকারে ব্যয় হইয়া যাইত। অনেক সময়ে তিনি নিজের অবস্থা ভুলিয়া যাইতেন। সংসারে এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাহাদের প্রকৃতি প্রদীপের পলিতার ন্যায় অনবরত উস্‌খাইতে থাকিলে উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতে পারে, নতুবা টিপ্ টিপ্। নিরুপমা যখন বলিতেন—অমন ক'রে দুহাতে খরচ ক'রলে ত আর চল্‌বে না, মেয়েটা সেয়ানা হ'য়ে উঠেছে—তারও ত একটা হিল্লে ক'র্‌তে হবে; ছেলাটার বিষয়ও বা কি ভাব্‌ছো—ইত্যাদি। তখন রামলাল প্রকৃতিস্থ হইতেন; সে ত ক্ষণেকের জন্য। সেই মাসে মাহিয়ানা আনিয়া পত্নীর হাতে দিয়া বলিতেন—"তুমি বুঝে সুজে খরচ ক'রে যা রাখতে হয় রাখো।" কিন্তু দুদিন পরে যদি কোন ছাত্র আসিয়া বলিত—অমুক বইখানা না থাকাতে পড়ার বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে, অথবা কোন ভিক্ষুক ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত এবং সাশ্রুলোচনে একখানি বস্ত্র প্রার্থনা করিত—তখনই রামলালের সংযমের বাঁধ ভাগীরথীমুখে মত্তহস্তীর ন্যায় ভাসিয়া যাইত। তখনই তিনি দৌড়িয়া স্ত্রীর নিকট হইতে টাকা আনিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতেন। অনেক সময় তাহাকে বলিতে শুনা যাইত, "লোকে কি ক'রে টাকা সঞ্চয় করে তাত কখনই বুঝ্‌তে পারলাম না, অনেক চেষ্টা ক'রেত আমি কখনও এক পয়সাও রাখ্‌তে পারলাম না। যাক্, রেখেই বা কি হবে? এই ভাবে হেসে খেলে দিন কাটাতে পার্‌লেই বেঁচে যাই।" কিন্তু এরূপ ধরণের লোক কখনই বুঝে না যে, সংসারে থাকৃতে গেলেই কিছু

সঞ্চয়ের প্রয়োজন। সর্ব্বোপরি কর্ত্তার বিচারালয় হইতে অসময়ে সমন আসিলে পরিজনবর্গকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া যাইবার অধিকার কাহার আছে? সে জন্য দায়ী হইবে কে?

(৩)

সেদিন রবিবার, চৈত্র মাসের প্রখর রৌদ্রে সমস্ত গ্রামখানি যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। মাঝে মাঝে এক একটী বাতাসের ঝাপ্‌টা আগুন ঢালিয়া দিয়া যাইতেছিল। রামলাল মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া শয্যায় আশ্রয় লইয়াছেন। কন্যা শরৎসুন্দরী বাতাস করিতেছিল, ক্ষণপরে উভয়েই ঘুমাইয়া পড়িলেন। পত্নী নিরুপমা রান্নাঘরে কাজ সারিতেছিলেন, কিন্তু কিছু পরেই তিনি দৌড়িয়া আসিয়া স্বামীর গায়ে এক ধাক্কা দিয়া চেঁচাইয়া বলিলেন—ওগো শীগ্‌গির ওঠো, দেখ, কাদের গিরেধা হচ্ছে, এদিকে আগুন আস্‌ছে, ওগো শীগ্‌গির ওঠো।

রামলাল কাঁচাঘুমে, ঘরে আগুন-লাগার স্বপ্নই দেখিতেছিলেন, স্ত্রীর উচ্চ কণ্ঠস্বরে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া খাট হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। কটিদেশ হইতে কাপড় খসিয়া পড়ায় কাপড় পরিতে পরিতেই তিনি ঘরের বাহির হইয়া বেড়া লাফাইয়া, পগার ডিঙ্গাইয়া, বাগান পার হইয়া ঘটনাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে নিরুপমা নিরঞ্জনকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ্‌লে তোমার মাষ্টারের কাণ্ড! এদিকে যেমন আগুন ছুটে আস্‌ছে, নিজের ঘর রক্ষা পাবে কি না সন্দেহ; যে হউক—তুমি শীঘ্রই মইখানা ঘরের চালে দাও, আমি জল আনিতে থাকি, কি জানি, কিছু বলা যায় না।"

* * * * *

রামলালের বাটী হইতে আধ মাইল দক্ষিণেই শশধর চাটুর্য্যেদের প্রকাণ্ড বাড়ী—তিন সরিকের প্রায় ২০।২২ খানা ঘর—সবই সেকেলে ধরণের খড়ের বড় বড় ঘর। বাড়ীতে যায়গা অল্প বলিয়া প্রত্যেক ঘরগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট, কোন একখানিতে আগুন লাগিলে—একখানিও বাঁচাইবার উপায় থাকে না। এক সরিকের কোন তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্না গৃহিণী চৈত্রের কাষ্ঠ-ফাটা রৌদ্র অপেক্ষা আগুনের তাপে শীঘ্রই জ্বালানিকাঠ শুকাইবে বিবেচনা করিয়া আহারাদি সারিয়া উনুনের উপর এক বোঝা কাঠ রাখিয়া নিদ্রাদেবীর আশ্রয় লইয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই কাঠে আগুন লাগিয়া বেড়া বাহিয়া চাল ধরিয়াছে। ব্রহ্মার কৃপা হইলেই সেই সঙ্গে সঙ্গে পবনদেবের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়; অতি অল্প সময়ের মধ্যে

ঘুর্ণী-বাতাস উত্থিত হইয়া চারিদিকে আগুন ছড়াইয়া পড়িল। রামলাল উপা... হইয়া দেখিলেন এক সঙ্গে ১০।১২ খানা ঘর ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে—ইতিমধ্যে পাড়ার অনেক যুবক একত্রিত হইয়া কেহ জল আনিতেছে, কেহ কেহ ... জিনিষ-পত্র বাহির করিতেছে। অনেকে হল্লা করিতেছে, বৃদ্ধেরা দাঁড়াইয়া ... ফরমাইস্ই করিতেছেন। রামলাল একাই একশ' হইয়া তাহাদের সঙ্গে কাজ করি... লাগিলেন। বাকী ঘরও রক্ষা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতে... সক্ষম হইলেন না। এক এক করিয়া প্রায় সমস্ত গৃহগুলি পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল- মাত্র একখানি ঘর তখনও বাকী ছিল। বাড়ীর মেয়েরা অদূরে গাছ তলায় দাঁড়া... ছিলেন, হঠাৎ তাহাদের মধ্য হইতে ক্রন্দনের রোল শুনা গেল; যে ঘরখানি এখনও পুড়িতে বাকী আছে, তাহাতে শশধরের একমাত্র কন্যা শতদলবাসিনী তাহার শিশুপুত্র ক্রোড়ে করিয়া ঘুমাইতেছে। হায়! হায়! তাহাদিগের ... রক্ষা করিবার উপায় নাই; ঐ যে, সে ঘর খানিতেও আগুন ধরিল, তবে কি ... রক্ষা হইবে না? শশধর বাবু উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন—"যে ঐ দুটী জীবন রক্ষা করিবে তাহাকে দুই শত টাকা পুরস্কার দিব।" যুবকের ... প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখ চাওয়া-চায়ি করিল, তাহারা ত টাকার প্রত্যাশী না; কিন্তু কেমন করিয়া ঐ আগুনের মধ্যে ঝাপ দিবে, চারিদিকেই আগুন, মাঝখানে সেই ঘর। শশধর বাবু পুনরায় হাঁকিলেন, "পাঁচ শত টাকা দিব, কে আমা... এমন সুহৃদ্ আছ, একবার চেষ্টা করিয়া দেখ।" দুটী হাত বুকের উপরে রাখি... অবিরল চোখের ধারায় কাপড় ভিজাইতে লাগিলেন—তাহার সেই মূ... দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়। নৃপেন্দ্রনাথ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সেই ভীষ... অগ্নিকুণ্ডের নিকট হইতেই তাহাকে ফিরিতে হইল। শেষে একা রামলালই সে... ভয়ানক অগ্নি-সম্মুখে ঝাঁপ দিলেন। কি আশ্চর্য্য! চৈত্রের দুপুরে সেই ভীষ... আগুনের সম্মুখে যায়, এমন সাধ্য কার? কিন্তু রামলাল লম্ফ দিয়া দিয়া সে... আগুন অতিক্রম করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলে উৎসুক নয়নে সে... ঘরের দিকে চাহিয়া রহিল ও যুক্ত-করে উর্দ্ধে চাহিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থ... করিতে লাগিল, "হে জগদীশ্বর! এ তিনটী জীবকে রক্ষা কর, কিন্তু কৈ... রামলালের কোন খোঁজ ত পাওয়া যাইতেছে না—এদিকে সে গৃহ প্রায় নিঃ... হইয়া আসিল। সকলেই উদ্বিগ্ন হইল, ছেলেরা অগ্রসর হইল, কিন্তু পারিল না; বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিল। আবার পরক্ষণেই তাদের আনন্দধ্বনি গ... স্পর্শ করিল। তাহাদের সকলে চাহিয়া দেখিল, রামলাল আসিতেছেন। তা...

এক বগলে মূর্চ্ছিতা শতদল, অন্য বগলে শিশুপুত্র—দুজনকে দু'বগলে শক্ত করিয়া ধরিয়া সেই ভয়ঙ্কর অগ্নি অতিক্রম করিতেছেন। আগুণের তাপে তাহার মুখ লাল হইয়া গিয়াছে, আগুনে চুলের কতকটাও পুড়িয়া গিয়াছে। ঐ বুঝি কাপড়ে আগুন ধরিয়াছে! কিন্তু সে-দিকে তাহার লক্ষ্য নাই, তিনি নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়া শশধর বাবুর কোলে শতদল ও শিশু পুত্রটীকে প্রদান করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই নিজে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

(৪)

অনেক্ষ রাত্রে যখন রামলালের জ্ঞান হইল তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, স্বীয় গৃহে নিজের খাটের উপরই শয়ন করিয়া আছেন। নিরুপমা তখন তাহার বাম হাঁটুর দগ্ধ স্থানে ঔষধ লাগাইতেছিলেন, কিন্তু আর একজন স্ত্রীলোক রামলালকে বাতাস করিতেছিলেন। দগ্ধ ক্ষতের জ্বালাময় দেহে সে স্নিগ্ধ বাতাস যে কি এক শান্তির উৎস ছুটাইয়া দিতেছিল তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। রামলাল প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিয়াই বিস্মিত হইলেন; ক্ষণপরেই মনে হইল, স্বর্গের কোন অধিষ্ঠাত্রীদেবী তাহার জ্বালার শান্তি বিধান করিতে তাহারই শয্যাপার্শ্বে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু মুহূর্ত্তপরেই তিনি বুঝিলেন এ দেবী আর কেহ নহে—আজ দুপুর বেলায় তিনি যাহাকে অগ্নি হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই শশধর বাবুরই কন্যা শতদলই স্বয়ং। কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় আজ ভরিয়া গিয়াছে। তাহার উচ্ছ্বসিত বেগ সামলাইতে না পারিয়া আজ শতদল জীবন-দাতার পাশে ছুটিয়া আসিয়াছে। রামলাল প্রথমে কিছুই বলিতে পারিলেন না। কিন্তু যখন তাঁহার কথা বলিবার ক্ষমতা ফিরিয়া আসিল; তখন আস্তে আস্তে বলিলেন—'আহা! ব্রাহ্মণের মেয়ে, কেন আপনি আমার জন্য অত কষ্ট কর্‌ছেন?"

"কে বলে ব্রাহ্মণের মেয়ে? আমার শতদল আজ হতে তোমার মেয়ে। তুমি তার জীবন রক্ষা করেছে আজ হতে সে তোমারই মেয়ে তাকে তুমি মেয়ে ব'লে গ্রহণ কর, আমার হৃদয়ের একটা গুরুভার নেমে যাক্।" বাহিরে একখানা টুলের উপর শশধর বাবু বসিয়াছিলেন, ঘরে ঢুকিয়াই তিনি এই কয়েকটী কথা বলিলেন। কৃতজ্ঞতার পবিত্র অশ্রু গোমুখী নিঃসৃত ভাগীরথীর ন্যায় তরতর বেগে তাহার চক্ষু হইতে প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু অস্পষ্ট আলোকে কেহই তাহা দেখিতে পান নাই। কেবল আর্দ্র কণ্ঠস্বরেই রামলাল তাঁহার মনের অবস্থা সম্যক্ অবগত হইতে পারিলেন। রামলালের

চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল, তাঁহার মুখোপরি প্রতিভার উজ্জল আলো
শশধর বাবু তাহা লক্ষ্য করিলেন।

(৫)

শশধর চাটুয্যে অবস্থাপন্ন লোক, ২।৪ দিনের মধ্যেই কৃষান এবং গ্রামে
স্বেচ্ছাসেবক যুবকদের সাহায্যে থাকিবার মত ৩।৪ খানা চাল ঘর উঠাই
ফেলিলেন। দুই চারিদিনের মধ্যে রামলাল ও সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। এক
দিন রাত্রে শশধর বাবুর বাটীতে নিমন্ত্রণে যাইয়া দেখিলেন গ্রামের আরও দু
চারি জন মাতব্বর লোক উপস্থিত হইয়াছেন। চোব্য-চুষ্য-লেহ পেয়
অতি পরিপাটী অন্নাহারের পর শশধর বাবু বলিলেন ;—

"রামলাল আমার যে কি উপকার করেছেন, তাহা আপনারা সকলে
জানেন, কিন্তু আমি যাই বলি, তার প্রশংসা শত মুখে কর্‌তে পারলে
আমায় তৃপ্তি হয় না।"

বৃদ্ধ বাঁড়ুয্যে মশায় বলিলেন,—নিশ্চয়ই, আমাদের কত বড় সৌভাগ্য
রামলালের ন্যায় যুবক দেবতার হৃদয় নিয়ে আমাদের মধ্যে জন্ম গ্র
ক'রেছেন, তাঁর অশেষ গুণের কথা কি একমুখে ব'লে শেষ করা যায় ?"

অযাচিত প্রশংসার ভারে রামলালের প্রাণটা যেন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল,
তাঁহার গণ্ডদ্বয় জবাফুলের ন্যায় রক্ত-বর্ণ হইল। তিনি অতি সঙ্কুচিত ভাবে এ
পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন ; কিন্তু তখন তাহার কোন কথা বলিবার ক্ষমতা ছিল না

শশধর বাবু পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"আমি পাঁচশত টাকা পুরস্কা
ঘোষনা করিয়াছিলাম ; কিন্তু রামলাল যে অমানুষিক কাজ ক'রেছেন তাহা
মূল্যের পরিমাণ হয় না। তবুও তাহার সৎসাহসের জন্য এই ৫০০
পাঁচশত টাকা তাহাকে পারিতোষিক দিতে ইচ্ছা করি। রামলাল, তোমা
ঋণ জীবনে শোধ করিতে পার্‌বো না। তবুও এই টাকা গ্রহণ করলে আ
কতকটা মুক্ত বোধ কর্‌বো।"

রামলাল মহাবিস্মিতের ন্যায় তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই গভী
রাত্রে, এই গৃহ মধ্যে তাঁহার সম্মুখে যদি বিনামেঘে বজ্র পতনও হই
তাহা হইলেও বোধ হয় তিনি ইহার অপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইতেন না।

এই বিস্ময়ের কারণ বুঝিতে পারিয়া শশধর বাবু বলিলেন,—"ইহা
আমি কোন দোষ দেখি না। ইহা শুধু তোমার সৎসাহসের পুরস্কা
কি বলেন আপনারা ?"

উপস্থিত ভদ্রলোকেরা সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"সে তো ঠিক কথা! এতে আর দোষ কি ?"

শশধর বাবু।—তবে রামলাল—

"একজন ভদ্রলোককে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে কি এমনি ভাবে তাকে অপমান করতে হয় ? ছি, ছি," এবার সকলেই হো, হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রামলাল কতকটা আশ্চর্য্যান্বিত এবং ঈষৎ ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন—"আমার কর্ত্তব্য-বোধে আমি একজনকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছি। তারজন্য টাকা নিব, তেমন নীচ অন্তঃকরণ আমার নয়।"

তাড়াতাড়ি জিহ্বাগ্র দংশন করিয়া সঙ্কুচিত ভাবে শশধর বাবু বলিলেন—"না, না আচ্ছা, তবে থাক্।"

* * * * * *

গৃহদাহের জের সহজে মিটিল না। যখন তখন যেখানে সেখানে এই বিষয় লইয়া আলোচনা হইত, এবং অযাচিতভাবে রামলালের মস্তকের উপর দিয়া সুখ্যাতির সৌরভ বহিয়া যাইত। এতবড় একটা সংবাদ জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের কাণে পৌঁছিতেও অধিক বিলম্ব হয় নাই। তাহারই ফলে এই ঘটনার মাসাধিক পরে একটী রেজেষ্টরী পার্শ্বেল খুলিয়া রামলাল দেখিলেন তাহারই নামাঙ্কিত একটী সোনার মেডেল এবং একখানা সার্টিফিকেট্।

মেডেল এবং সার্টিফিকেট্ প্রাপ্তির ঘটনাতে গ্রাম মধ্যে রামলালের জয়-জয়কার পড়িয়া গেল—জেলার সংবাদ পত্রে দুই কলম ভরিয়া তাহা গুণকীর্ত্তন লিখিত হইল। এই ব্যাপারের পর হইতে রামলাল দেশহিতকর কার্য্যে গ্রামের যুবকদের সাহায্যে প্রবল হইতে লাগিলেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত উভয় বিধ যুবকই স্বেচ্ছায় তাঁহার সহকারীরূপে আসিয়া উপস্থিত হইতে। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি নৃপেন্দ্রনাথ বসু ইহাদের মধ্যে প্রধান। ইনি পি, এল্ পাশ করিয়া বাড়ীতে বসিয়াই নিজেদের জমিদারীর তত্ত্বাবধান করেন। পিতা বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার নগদ টাকার পরিমান এযাবৎ কেহ করিয়া উঠিতে পারে নাই, তেজারতির আয়ও যথেষ্ট। যাহারা তাস পাশা খেলিয়া দিন কাটাইত এরূপ অনেক সচ্ছল অবস্থাপন্ন আলস্য-পরায়ণ যুবক ইহাদের দলে ভর্ত্তি হইল। আপাততঃ একটা দরিদ্র-ভাণ্ডার এবং লাইব্রেরী স্থাপনের কল্পনা করিয়া দ্বারে দ্বারে তাহারা ভিক্ষা-ঝুলি লইয়া ঘুরিতে লাগিলেন। কেহ উৎসাহ

দিল, কেহ নির্ব্বিকার রহিল, কেহ বা ঘৃনা ভরে তাহাদিগকে দ্বার হইতে তাড়াইয়া দিল, কিন্তু তবুও তাহারা দমিল না। ষ্টেসনে যাইয়া যাত্রিদে মোট বহন করিত। তাহাদের সাধু-সঙ্কল্পে অনেক ভদ্রলোক দ্বিগুণ কুলিভাড় দিতেন, সেই পয়সা দরিদ্র ভাণ্ডারে অর্পিত হইত। দরিদ্র-ভাণ্ডারের স্থাপ হইতেই নৃপেন্দ্রনাথের মনে পড়িয়া গেল, শশধর চাটুর্য্যের টাকাটা ছাড়ি দেওয়া মাষ্টার মহাশয়ের উচিৎ হয় নাই, রামলালের নিকট এ-কথায় উত্থাপ করিতে নৃপেন্দ্রনাথ বিস্মৃত হইলেন না। রামলাল ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্ত করিলেন—"আমি বহুপূর্ব্বে এই দরিদ্র-ভাণ্ডারের কথা চিন্তা ক'রে আস সে রাত্রে চাটুর্য্যেদের বাটীতে এ-কথা আমায় বেশ মনে হয়েছিল। কি চাটুয্যেকে ত' তুমি চেন না, নৃপেন ; যতক্ষণ নেশা থাকে ততক্ষণ নেশার জো কাজ করা যায়, কৃতজ্ঞতার নেশার জোরে তিনি আমাকে টাকা দি চেয়েছিলেন, কিন্তু আজ হয় ত সে নেশা কেটে গেছে। আর দরিদ্র-নারায়ণে সেবায় সে টাকা লাগালে অবিলম্বেই বন্ধু-বিচ্ছেদও হইতে পারিত। দরি ভাণ্ডারে যাহাদের সহানুভূতি নেই, তাহাদের টাকায় সে ভাণ্ডার পু করতে আমার আদৌ ইচ্ছা হয় না।" নৃপেন্দ্রনাথ আর কোন কথা বলি পারিলেন না। এই ভাবে কয়েক মাস কাটিয়া গেল।

(৬)

মানুষ ভাবে এক, হয় আর। কার অদৃষ্টে কিরূপ বিধান রহিয়া তাহা বিধাতাই জানেন, কর্ম্মফলে, শুধু ঘটনার চক্রে ঘুরিতেই মানুষ অভ্যা গ্রামের একপ্রান্তে অতি শোচনীয় অবস্থার কয়েক ঘর ভট্ট-ব্রাহ্মণের বা পৌষের এক সন্ধ্যাকালে রামলালের নিকট সংবাদ আসিল—রজনী ভ ছেলের কলেরা হইয়াছে। দুই চারিজন সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া রামলাল ও নৃ তখনই ঘটনা-স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রোগীর অবস্থা শঙ্কটাপন্ন ; ভেদ বমি উভয়ই চলিতেছে, হাত পায়ে খাল ধরিয়া উপরন্ত, বেশ ঘর্ম্ম দেখা যাইতেছে—বোধহয় শীঘ্রই সব ঠাণ্ডা হইয়া যা অথচ এখনও পর্য্যন্ত কোন চিকিৎসার বন্দোবস্ত হয় নাই। রজনীর অবস্থা নয় যে, সে অন্ততঃ একটী টাকা ব্যয় করিয়া ডাক্তারকে এ ডাকিতে পারে।

এই সমস্ত রোগে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বেশ একটু আদর দেখা ব্যায়ারামটী শঙ্কাজনক হইলেও রূপার চাক্তির মোহে অনেক চিকিৎসকের

আনন্দে ঢেউ খেলিয়া যায়। এগ্রামের একমাত্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—তিনি ঘরে বসিয়া চন্দ্রশেখর কালীর পুস্তক পড়িয়া ডাক্তার হইয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলে কি হয় ? তাঁহার মান কত ? তিনি যে 'এরণ্ডো-হপিড্রিমায়তে', যাহা হউক তাহাকে ডাকিতে পাঠান হইল। প্রথমতঃ তিনি আসিতেই স্বীকৃত হইলেন না, কারণ ভট্টেরা টাকা দিবে কোথা থেকে ? কিন্তু রামলাল বাবুর নাম করিয়া অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া তাহাকে আনা হইল। তিনি আসিয়াই রোগীর নাড়ী টিপিয়া বলিলেন—বড় সাংঘাতিক কেস্, আমার যদি রাত্রে থাক্তে হয়, তবে একটা বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া ভাল। বুঝতে পার্ছেন রামবাবু ?

বলা বাহুল্য ডাক্তারের অযথা বিলম্বে রামলালের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল, তিনি বলিলেন, "সে হবে এখন, আগে তুমি ঔষধ দাও।"

অগত্যা ডাক্তার গুলি চালাইতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহার পরামর্শানুযায়ী নৃপেন্দ্র এবং অন্যান্য ২।৩ জন স্বেচ্ছাসেবক বড় একটা অগ্নিকুণ্ড করিয়া রোগীকে তাপ দিতে আরম্ভ করিল।

ডাক্তার ঔষধ দেন কিন্তু নিজের বুলি ছাড়িতে ভুলেন না ; পুনরায় বলিলেন, "যাহা হয় একটা করুন, আর করা করিই বা কি ? নিজের জীবনটী বিপন্ন ক'রে কলেরার রোগী নিয়ে আমার রাত কাটাতে হবে। অন্যত্র হলে ১৫৲ ২০৲ টাকা লইতাম, এখানে ত' তা হবে না, তবে ১০৲ টাকা দিতেই হবে, কিন্তু ৫৲ টাকা এখনই চাই।"

ডাক্তারের কথা রামলালের সহ্য হইল না, তিনি বলিয়া উঠিলেন—"তুমি ত' আচ্ছা চামার দেখ্ছি, ডাক্তার বলেই কি তোমার জীবনের এত মায়া—আর এই সব ভদ্রলোকের ছেলে কেমন করে রোগীর ভেদ-বমি পরিষ্কার কর্ছে ?"

ডাক্তারকে কিন্তু কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইতে দেখা গেল না, অমায়িকতা চিকিৎসকের একটী প্রধান গুণ, এ গুণটী তাঁহার ছিল। তিনি পুনরায় অতি ধীর স্বরে বলিলেন,—"তা কি জানেন, রামবাবু, এটা হচ্ছে আমাদের ব্যবসায় ; ব্যবসার খাতিরে সবই কর্তে হয়, বুঝ্তেই ত' পারেন, শুধু মিষ্ট কথায় ত' আর চিঁড়ে ভিজে না।"

ডাক্তারের অমায়িকতায় রামলাল বিলক্ষণ লজ্জিত হইয়াছিলেন, পকেট হইতে দুইটী টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"টাকার জন্য ভাব্তে হবে না, ছেলেটীকে যাহাতে বাঁচাইতে পার সেই চেষ্টা দেখ।" নৃপেন্দ্র ও অপর দুইজন

যুবক এই তিনজন রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিল। রামলালকে তাহার বাড়ীতে পৌছিয়া দিল, পর দিন প্রাতে তিনি আসিয়া দেখেন বালকটী ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। তখন তাহার মনে যে এক অব্যক্ত, অবোধপূর্ব্ব আত্মতৃপ্তির উদয় হইল তাহা রামলালের ন্যায় অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট ব্যক্তির ভিন্ন অন্য কাহারও অনুধাবণা করিতে অগ্রসর হওয়াও নিরর্থক মাত্র।

ছেলেটী আরোগ্য লাভ করিল, কিন্তু ৪ দিন পরে শুনা গেল, রজনী ভট্ট কয়েকবার দাস্ত বমির পরে ৩ ঘণ্টার মধ্যেই যাবতীয় চিন্তারাশি ইহজগতে রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছে—এবং তাহাদের পশ্চিমের বাড়ীর মাধব ভট্টের দুই ছেলের এবং যাদবের পুত্রবধুর ঐ ব্যায়ারাম হইয়াছে।

এই সময়ে বড়দিনের বন্ধে কলিকাতা হইতে অনেক ছেলে বাড়ী আসিয়াছিল। রামলাল তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া চন্দ্র ডাক্তারকে লইয়া ঘটনাস্থলে গমন করিলেন। মধু বৈরাগীর একটী সংকীর্ত্তনের দল ছিল। রামলাল ভট্টবাড়ী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মধুর সহিত বন্দোবস্ত করিলেন—গ্রামের মধ্যে দিন-রাত সংকীর্ত্তন চালাইতে হইবে।

তৎপরে প্রত্যেক বাড়ী যাইয়া তিনি সকলকেই কলেরার প্রতিষেধক উপায় গুলি বলিয়া দিতে লাগিলেন—বিশেষতঃ পানীয় জল সম্বন্ধে অধিক সতর্ক হইতে বলিলেন। জল ভাল করিয়া ফুটাইয়া ফিল্টার করিয়া লইবে, উহা তিনি প্রত্যেক গৃহস্থকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন। মাধবের এক পুত্র ও যাদবের পুত্র-বধূ আরোগ্য লাভ করিল। কিন্তু মাধবের অন্য পুত্রটী কৃতান্তের সমন লইয়া কোন এক অজানা রাজ্যের সন্ধানে ছুটিয়া চলিল।

সমস্ত রাত্র কীর্ত্তন গাহিয়া রামলাল শেষ রাত্রে মাত্র উপাধানে মস্তক স্থাপন করিয়াছেন, এরূপ সময়ে নৃপেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্র দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে ডাকিল "স্যার্ স্যার্," শীঘ্র উঠুন্। বৌ-দিদির দুইবার ভেদ হ'য়েছে, তাতেই চোখ্ মুখ ব'সে গিয়েছে, নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না।"

রামলাল একরূপ জ্ঞানহারা হইয়া ছুটিলেন, এতদিন তবুও নিজের পাড়াটি ভাল ছিল। এবার সেই সবেধন নীলমণিকে ডাকা হইল—কিন্তু তাহার উপর আর কত আস্থাস্থাপন করা যায়—একজন উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাব রামলাল মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবার যেমন করিয়াই হৌক, একজনকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করিব। কলিকাতার একজন বড় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে টেলিগ্রাম করা হইল—এদিকে সদর হইতে সেভিলসার্জ্জনও আসিলেন

রামলাল চন্দ্রকান্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আমাদের ইচ্ছা ডাক্তার সাহেব একটী স্যালাইন ইন্‌জেক্‌সন্ করেন, কিন্তু internally ঔষধ তোমাকেই দিতে হবে।

চন্দ্রকান্ত বিস্মিত হইয়া রামলালের দিকে চাহিয়া বলিলেন—সে কেমন হল? "কেন তাও ত অনেকস্থলে হয় দেখেছি।"

ডাক্তারের উষ্মাক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, কিছু উচ্চস্বরে বলিলেন—"তবে কৃষ্ণধন কবিরাজকেও সংবাদ দিন, তিন মতে চলুক, রোগ পালাতে পথ পাবে না।" একটু পরেই আবার শান্ত হইয়া কহিলেন, "এক মতে ছাড়া দুমতে কখনও চিকিৎসা হ'তে পারে না, একেই বলে চিকিৎসা বিভ্রাট, হাঁ, কল্‌কাতার সেই ডাক্তার"—

নৃপেন্দ্রনাথ বলিলেন—আমারও সেইরূপ ইচ্ছা ঠিক ডাক্তার বাবু, সেই জন্যই ডাক্তার ঘোষকে তার করা হয়েছে, বোধ হয় তিনি ১২টার ট্রেণেই আস্‌বেন।"

"আচ্ছা তিনি এলেই আমাকে সংবাদ দিবেন," এই কথা বলিয়াই চন্দ্র ডাক্তার বিদায় হইলেন।

এদিকে সিভিল সার্জ্জন একজন সাব্ এসিষ্ট্যাণ্টের সাহায্যে অস্ত্রগুলি ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করিয়া লইলেন, একটা পাত্রে ঢক্ ঢক্ করিয়া একবোতল কি জল ঢালিলেন. তাহাতে কি কি ঔষধ মিশাইলেন, পরে রোগীর এক হস্তের একটা শিরা কাটিয়া তাহার এক মুখ সূতা দিয়া বাঁধিয়া অপর মুখে নল লাগাইয়া সেই ঔষধ আস্তে আস্তে ঢালিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে রোগিণীর নাড়ী উঠিল, চোখ মুখের চেহারা ফিরিল, মৃতপ্রায় রোগিণী কথা বলিলেন। সিভিল সার্জ্জন ত্বকের নীচে একটী ঔষধ ফুড়িয়া দিয়া ভিজিটটী লইয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় আরও দুইবার ফুড়িবার জন্য এসিষ্ট্যাণ্টকে কি ঔষধের কথা বলিয়া গেলেন।

কিছু সময় পরেই রোগিণীর অবস্থা পুনরায় খারাপ হইতে লাগিল, নাড়ীর গতি মন্দা হইয়া আসিল, চোকমুখ আবার বসিয়া গেল, প্রবল হিক্কা হইতে আরম্ভ হইল, সেই সঙ্গে গলায় ঘড়ঘড়িও শুনা যাইতে লাগিল। এই বারই তবে শেষ ডাক! বুঝি, রোগিণীও তাহা বুঝিলেন, তিনি একবার চারিদিকে চাহিলেন। নৃপেন্দ্রনাথ নিকটে গিয়া বসিলেন, রোগিণীর হস্ত তাহার পায়ের উপর পতিত হইল, কিন্তু মুখ হইতে কোন বাক্য বাহির হইল না; নৃপেন্দ্রের বড় আদরের সহধর্ম্মিণী এ মর-জগতের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন।

কিন্তু ইহাতেই ত সব শেষ হইল না। হায়! কি কুক্ষণেই এই মহামারী গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল! নৃপেন্দ্রের একমাত্র শিশুপুত্র এই রোগে জর্জরিত হইতে লাগিল। নিষ্ঠুর যমের শিশু বৃদ্ধ বিচার নাই! ঠিক এই সময়ে স্বরূপ ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্রের ভেদবমি হইতে লাগিল। রামলাল ডাক্তার একবার এবাড়ী একবার সে বাড়ী করিতে লাগিলেন। স্বরূপের ভাগ্য ফিরিল, কিন্তু নৃপেন্দ্রের শেষ অবলম্বন তাহার স্নেহক্রোড় হইতে খসিয়া পড়িল, নৃপেন্দ্র আজ জীবন্মৃত!

রামলাল দ্বিগুণ উৎসাহে সংকীর্ত্তন চালাইতে লাগিলেন, এবং নৃপন্দ্রকে জোর করিয়া এই দলভুক্ত করিলেন, আগামী মঙ্গলবারেই যাহাতে বারোয়ারী পূজা দেওয়া যায় তিনি বাড়ী বাড়ী চাঁদা আদায় করিয়া সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীরে অসম্ভব বল; হৃদয়ে আজ দ্বিগুণ উৎসাহ—তিনি তাই লইয়াই আজ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ। বারয়ারী পূজার দিন শেষ রাত্র হইতে রামলালের ভেদবমি হইতে লাগিল, বেলার সঙ্গে সঙ্গে ব্যারামও ভীষণ আকার ধারণ করিল, সাধ্বী নিরুপমা স্নানাহার পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর রোগশয্যা আশ্রয় করিলেন, গ্রামবাসীরা সাধ্যাতীতভাবে শুশ্রূষা করিতে লাগিল, কিন্তু সমস্তই বিফল হইল। রাত্রি ৪টার সময় অনাথা পত্নীকে অনাথ পুত্রকন্যাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া—সর্ব্বোপরি দুর্গাপুরের দীন দুঃখী প্রত্যেককে কাঁদাইয়া তিনি মহাপ্রস্থান করিলেন, এই মহাপুরুষের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেও গ্রামের মহামারীরও শান্তি হইল। হায়! কায়স্থকুলতিলক রামলাল, তোমার ন্যায় কত অমূল্য রত্ন অকালে হারাইয়া আমরা শ্রীহীন হইতেছি!

(ক্রমশঃ)

(ডাক্তার) শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা
(কাব্যবিনোদ)

সারদাচরণ আর্য্য বিদ্যালয়ের দান-পত্র।

কায়স্থকুলচূড়ামণি স্বজাতি-বৎসল বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বিরাট স্তম্ভ মণীষিবর স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহোদয় তৎপ্রতিষ্ঠিত "কলিকাতা এরিয়ান-ইনষ্টিটিউশন" নামক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর তারিখে রেজিষ্টরী কৃত দান-পত্র দ্বারা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভাকে অর্পণ করেন। অতঃপর সভা সারদাচরণের পুণ্যস্মৃতি রক্ষার জন্য উক্ত ইনষ্টিটিউশনকে "সারদা-চরণ এরিয়ান্ ইনষ্টিটিউশন্" নাম দিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার গত বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত বহু সদস্য সেই দান-পত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্যানুযায়ী নিম্নে তাহার অবিকল অনুলিপি প্রদত্ত হইল :—

THIS INDENTURE made this twenty seventh day of November in the year of Christ one thousand and nine hundred and fifteen between Sarada Charan Mitra, Son of Ishan Chandra Mitra deceased of No. 85 Grey Street, in the Town of Calcutta, by Caste Kayastha, late a puisne Judge of His Majesty's High-Court of Judicature at Fort William in Bengal (herein-after called the settlor which

expression unless exculded by or repugnant to the context shall be deemed to include his heirs, executors, administrators and representatives) of the one part and the Bangadesheeya Kayastha Sabha, a Society registered under Act XXI of 1860 of the Legislative Council of India entitled an Act for the Registration of Literary, Scientific and Charitable Societies (hereinafter called the society which expression unless excluded by or repugnant to the context shall be deemed to include its successors and assigns) of the other part, whereas the settlor is the founder of a School affiliated by University of Calcutta up to the Matriculation standard known as "The Calcutta Aryan Institution" with a hostel attached thereto situated at present at No. 56|1, Sovabazar Street in Calcutta aforesaid, and whereas the Institution since its foundation been maintained, conducted and managed under the personal supervision of the settlor and whereas the settlor is desirous of making over the said Institution with its hostel to the society with full and absolute powers of maintenance, management and control in accordance with the rules of the said institution for the time being in force and the rules and regulations of the university of Calcutta and whereas for the purposes of stamp duty it is hereby declared that the value of the funds of the Institution intended to be hereby settled is Rupees Five hundred. Now this Indenture witnesseth that it is hereby agreed and declared that the society shall apply the income of the said Institution for the maintenance, support or benefit of the said Institution as the society shall from time to time in its absolute discretion direct or appoint and to execute such works in connection therewith and make such additions and alterations thereto as may be deemed expedient and beneficial to the said Institution with all the powers in that behalf of absolute owners and also from time to time or at any time to delegate all or any of such powers of management or other powers ancillary thereto or permit the same to be exercised by any other person or persons without incurring any responsibility

for the acts or defaults of any such person or persons or any loss or damage thereby occasioned and to pay the expenses incurred in the exercise of the powers of management and other powers lastly herein-before contained or permit the same to be paid out of the income of the said Institution as may be thought fit provided always and it is hereby declared that any moneys whether constituting or representing capital or income which may at any time be in the hands of the Society may at the absolute discretion of the Society be invested in its name and employed for the use and benefit of the said Institution in such manner as the Society shall in its absolute discretion think fit. Provided always and it is hereby declared that the society shall have the fullest and most ample powers of determining all questions and matters arising in the execution of the trusts of these presents and also to settle accounts and to compromise, compound, refer to arbitration, release, abandon, submit to and arrange any claims, demands, action and things relating to the said trust and to execute and enter into all such deeds, agreements and instruments and do all such other acts and things as may be deemed proper without being responsible for loss or otherwise so as conclusively and effectually to bind all persons interested hereunder and the settlor hereby covenants with the society that the settlor will during the period of his natural life continue to pay to the society or otherwise satisfy any deficit sum or sums of money that may be required from time to time for the upkeep and management of the Institution. In witness whereof the settlor has to these presents set and affixed his hand and seal the day month and year first above written.

Signed, sealed and delivered at Calcutta, in the presence of
Sd. Illegible
Calcutta.

Sd.
Sarada Charan Mitra

Sd. Girindra Nath Bose,
Solicitor, Calcutta.

কায়স্থ-সমাচার।

উপনয়ন।

(১)

শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা প্রচারক মহাশয় জানাইতেছেন,—

সম্প্রতি বঙ্গজশ্রেণীর দুইজন প্রসিদ্ধ কায়স্থ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। চন্দ্রদ্বীপ সমাজের চাঁদসী-নিবাসী চক্রপাণিবসুবংশীয় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু মজুমদার মহাশয়ের ২৮।৪নং অখিল মিস্ত্রী লেনস্থিত ভবনে গত ১লা কার্ত্তিক, রবিবার, "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার" বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী, পরমভাগবত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত-গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ও পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয়গণের তত্ত্বাবধানে এই উপনয়ন-কার্য্য যথাশাস্ত্র সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উপবীতীদ্বয়ের নাম ঃ—

১। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষ রায় (অবসর প্রাপ্ত সিভিল-সার্জ্জন ও সুবিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক) নরোত্তম পুর, (বরিশাল) ;

২। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু মজুমদার বি এ (অনারারি প্রেসিডেন্সী-ম্যাজিষ্ট্রেট, কলিকাতা) চাঁদশী, (বরিশাল)।

(২)

রাজবাড়ী (ফরিদপুর) হইতে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন,—

বিগত ২রা পৌষ, বৃহস্পতিবার, পূর্ব্ববঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ রাজবাড়ী রেলষ্টেশনের নিকটস্থ বেণীনগর গ্রামে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাস বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র করিয়া আমরা ৯ জন কায়স্থ যথারীতি ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছি। এতদুপলক্ষে রামচন্দ্রবাবু উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে আদর-আপ্যায়নে এবং ভোজনাদির দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া স্বজাতি-হিতৈষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। উপবীতিগণের নাম-ধামঃ—লক্ষ্মীপুর—১। দাস—শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র (ডাক্তার) ; ২। ইন্দুভূষণ ; ৩। শরচ্চন্দ্র ; ৪। সরোজকুমার ; ৫। ঘোষ—শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ; ৬। অশ্বিনীকুমার ; বিনোদপুর—৭। গুহ—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ;

ভবানীপুর ৮। সরকার—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ; চর নারায়ণপুর—৯। পাল—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু।

(৩)

বড়ধুল (পাবনা) হইতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন,—

বিগত ২১শে মাঘ, বৃহস্পতিবার, পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ সবডিভিসনের অন্তর্গত বড়ধুল গ্রামে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ সরকার মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়াছিল ; উক্ত কেন্দ্রে বৈদ্য-জামতৈল নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহাশয়গণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

উপবীতিগণের নাম-ধাম :—১। দেব—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ; ২। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ; ৩। উপেন্দ্রনাথ ; ৪। প্রমথনাথ, ৫। হেমন্তকুমার ; ৬। কেদারনাথ ; ৭। বিজয়গোবিন্দ ; ৮। প্রসন্নকুমার ; ৯। মধুসূদন ; ১০। যদুনাথ ; ১১। ভৌমিক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল ; ১২। মোহনলাল ; ১৩। যোগেশচন্দ্র ; ১৪। রাজেন্দ্রলাল ; ১৫। ভবানীপ্রসাদ ; ১৬। সতীশচন্দ্র ; ১৭। কুঞ্জবিহারী ; ১৮। নিখিলচন্দ্র ; ১৯। ঘোষ—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ; ২০। সুরেন্দ্রনাথ ; ২১। কাশীবিহারী ; অন্য তিন জন সহ মোট ২৪ জন।

(৪)

পাঁড়কোলা (পাবনা) হইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ সেনবর্ম্মা মহাশয় জানাইতেছেন,—

বিগত ৫ই ফাল্গুন, বুধবার, পাবনাজেলার অন্তর্গত পাঁড়কোলার সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চাকী জমিদার মহাশয়ের ভবনে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-জনার্দ্দনজীউর অঙ্গনে একটী কেন্দ্রে উক্ত জমিদার মহাশয় তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র এবং জামাতৃদ্বয় ও অন্যান্য সপ্তদশ জন স্বজাতিসহ যথারীতি ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সুযোগ্য প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই সংস্কার-কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। পোনাজিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্য, পাঁড়কোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত মুকুন্দনাথ রায় মহাশয় ব্রহ্মা, দ্বারিয়াপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় তন্ত্রধারক, গাড়াদহ-নিবাসী শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী হোতা এবং প্রচারক ধরবর্ম্মা মহাশয়কে ক্ষাত্রিয়াসনে সদস্য-বরণ করা হইয়াছিল।

উপবীতিগণের নাম-ধাম :—১। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চাকী বর্ম্মা জমিদার, (পাঁড়কোলা) ; ২। শ্রীযুক্ত তারকনাথ চাকী বর্ম্মা বি-এ, (ঐ) ; ৩। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় বর্ম্মা, (উধুনীয়া) ; ৪। শ্রীযুক্ত রাধিকারঞ্জন রায় বর্ম্মা বি এল, (রায়কালী—বগুড়া) ; ৫। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, (নরিণা) ; ৬। ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, (ঐ) ; ৭। শ্রীযুক্ত অঘোরচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, (ঐ) ; ৮। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, (পাঁড়কোলা) ; ৯। শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেন বর্ম্মা, (ঐ) ; ১০। ডাঃ শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ সরকার বর্ম্মা, (শক্তিপুর) ; ১১। শ্রীযুক্ত নীলমাধব সরকার বর্ম্মা, (ঐ) ; ১২। শ্রীযুক্ত সুকুমার সরকার বর্ম্মা, (ঐ) ; ১৩। শ্রীযুক্ত দীগম্বরচন্দ্র দেব বর্ম্মা, (মাদলা) ; ১৪। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দেব বর্ম্মা, (ঐ) ; ১৫। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, (ঐ) ; ১৬। শ্রীযুক্ত গয়ানাথ সরকার বর্ম্মা, (ঐ) ; ১৭। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রাহা বর্ম্মা, (ঐ) ; ১৮। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদলালা রাহা বর্ম্মা, (ঐ) ; ১৯। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুণ বর্ম্মা, (ঐ) ; ২০। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গুণ বর্ম্মা, (ঐ) ; ২১। শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত গুণ বর্ম্মা, (ঐ) ;

(৫)

ইদিলপুর কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী মহাশয় জানাইয়াছেন,—

বিগত ২০শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ধীপুর-নিবাসী (ফরিদপুর) শ্রীমান্ হরিদাস বসু বর্ম্মা যথারীতি ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত কাশ্যপ মহাশয় আচার্য্যপদে বৃত ছিলেন।

(৬)

মালদহ-মুকদমপুর, হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন চৌধুরী মহাশয় (৩০-১১-৩২) তারিখে জানাইতেছেন,—

বিগত ২৮শে ফাল্গুন শুক্রবার মালদহের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্র কাব্যরত্ন, ভিষকাচার্য্য মহাশয়ের বাসা বাটীতে নবদ্বীপের পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত তিন জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন :—

১। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার দাস ; ২। শ্রীযুক্ত হরিকিঙ্কর মিত্র ; ৩। কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্র কাব্যরত্ন ভিষকাচার্য্য।

ক্ষত্রিয়াচারে বিনাপণে বিবাহ।

(১)

আর্য্য-দত্তপাড়া হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বসু বর্ম্মা মহাশয় জানাইয়াছেন,—
বিগত ১৬ই মাঘ, ফরিদপুর, জেলান্তর্গত দোলকুণ্ডী-নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র
কর বর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ নিবারণচন্দ্রের সহিত উক্ত জেলার তাড়াইল
নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার মিত্র মহাশয়ের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুবর্ণপ্রভ
দেবীর শুভ পরিণয় যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। করবর্ম্মা মহাশ
কন্যাপক্ষের নিকট হইতে কপর্দ্দকও গ্রহণ না করিয়া পুত্রের বিবাহ দিয়া প্রকৃ
মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান দুর্দ্দশাগ্রস্থ কায়স্থ-সমাজে এই প্রকা
আদর্শ সুদুর্ল্লভ। বিবাহ সভায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল
ধর বর্ম্মা মহাশয় সমাগত ব্যক্তিদিগকে বরপণ প্রথার বিষময় ফল, এবং কায়স্
জাতির ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের সার্থকতা, বর্ত্তমানে (সময় বিশেষে) দেশাচার
স্ত্রী-আচার ও কুসংস্কারের ভীষণ অপকারিতা সম্বন্ধে বিশদভাবে বুঝাইয়াছিলেন।

অতঃপর উপস্থিত কায়স্থ এবং ব্রাহ্মণমহাশয়গণ অতিসত্বর উক্ত বিষয়ে
সংস্কার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েন।

(২)

গত ১৯শে মাঘ মঙ্গলবার ২৪ পরগণা—ফল্তা—মালাগ্রাম-নিবাসী ৺অপূর্ব্ব
কুমার দেব সরকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র দেব সরকারের সহি
ভান্তারার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সিংহ বর্ম্মা মহাশয়ের দৌহিত্রী পরলোকগত নরেন্দ্রনা
বসু মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী তরুলতা দেবীর শুভবিবাহ অমৃতলাল বাবুর ৩০
বাগবাজারস্থিত ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহে বরপক্ষ পণগ্রহণ করেন নাই।

(৩)

ইদিলপুর কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌ
মহাশয় লিখিয়াছেন,—

ইদিলপুর সমাজের ধীপুর-গ্রাম-নিবাসী আমার ভাগিনেয় শ্রীমান্ সুধা
ভূষণ বসু বর্ম্মার পুত্র শ্রীমান্ হরিদাস বসু বর্ম্মার সহিত বরিশাল—কাশীপু
নিবাসী শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দে
শুভ-বিবাহ গত ২০ এ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, লালমোহন বাবুর কাশীপুরস্থ বাটী
যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বর-পক্ষের দাবী দাওয়া কিছুই ছিল
উভয় পক্ষই কুলীন। কন্যাপক্ষ অবস্থানুসারে যথাসম্ভব দান-সামগ্রীসহ ক
পাত্রস্থ করিয়াছেন, এবং পাত্র-পক্ষ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন; শ্রী
সুধাংশুভূষণ পণ-প্রথার চিরবিরোধী।

ত্রয়োদশাহে-শ্রাদ্ধ।

(১)

ইদিলপুর কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী মহাশয় জানাইয়াছেন,—

বিগত ৩রা পৌষ ফরিদপুর জেলার—ইদিলপুর সমাজস্থ ধীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বসু-বর্ম্মা মহাশয় তাঁহার ৺মাতৃদেবীর আদ্য-কৃত্য কালীঘাটে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

(২)

কায়স্থ-সভার প্রচারক মহাশয় জানাইয়াছেন,—

বিগত ১২ই পৌষ, রবিবার, বহরমপুরের সুপ্রসিদ্ধ সেন-বংশীয় জমিদার স্বর্গীয় রাধিকাচরণ সেন বর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র ৺যোগেশচরণ সেন বর্ম্মা মহাশয়ের আদ্য-শ্রাদ্ধ ও দানাদি তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত গৌরকিশোর সেন বর্ম্মা মহাশয় অপর ভ্রাতৃদ্বয়-সহ সমারোহের সহিত ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

(৩)

বিগত ১২ই মাঘ, মঙ্গলবার, ফরিদপুর জেলান্তর্গত রামনগর-গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ বর্ম্মার ৺মাতৃদেবীর আদ্যকৃত্য যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়াছে। নয়াকান্দি-নিবাসী পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিদ্যারত্ন (বৈদিক) মহাশয় শ্রাদ্ধ-সভায় উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত ক্রিয়া যথাশাস্ত্র সুসম্পন্ন করাইয়াছেন।

(৪)

বিগত ১৩ই মাঘ, বুধবার, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গৌরচর গ্রামে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চন্দ্র বর্ম্মার মাতৃদেবী ৺কামিনীসুন্দরী দেবীর আদ্যকৃত্য যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়াছে। অশীতিপর বৃদ্ধ, ঋষিকল্প পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং প্রাণপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রাদ্ধ সভায় উপস্থিত ছিলেন। পূজনীয় বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রাদ্ধের সমস্ত-ক্রিয়া-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ এবং বৈদিক কার্য্য স্বয়ং সুসম্পন্ন করাইয়া সমবেত কায়স্থগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। বরিশাল জেলার পিঙ্গলিয়াকাঠী-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও অন্যান্য কতিপয় পুরোহিত মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধের আনুসঙ্গিক কার্য্যাদি যথানিয়মে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

(৫)

বিগত ২১শে ফাল্গুন, শুক্রবার, পাবনা জেলার অন্তর্গত বাঁশবাড়িয়া গ্রা
শ্রীযুক্ত সতীশবন্ধু সরকার বর্ম্মা মহাশয়ের ৺মাতৃদেবীর আদ্যকৃত্য যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়া
চারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বৃষোৎসর্গ ও ষোড়শ-দানাদি এবং একোদ্দিষ্ট যথারীতি
বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে ও অন্নের পিণ্ড দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে
সতীশ বাবু বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, স্বজাতি ও অন্যান্য নানা জাতীয় ব্যক্তিদিগকে
ভূরি-ভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।

সাত্ত্বিক দান।

কায়স্থ-কুলোদ্ভব রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত মহাশয়ের পুত্ররূপে অবতীর্ণ প্রেমম
শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের লীলাস্থান, রাজসা
জিলার শ্রীপাট খেতরির বৈষ্ণব শ্রীমন্দির-সংস্কার-জন্য দিনাজপুরাধিপ
শ্রীমন্মহারাজ জগদীশনাথ ঘোষ রায় বর্ম্মা বাহাদুর সম্প্রতি ১০০০৲ এক হাজা
টাকা দান করিয়াছেন। আমরা মহারাজা বাহাদুরকে পুণ্যস্মৃতি রক্ষা-কল্পে এতাদৃ
অনুরাগ এবং এই প্রকার সাত্ত্বিক দানের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদা
করিতেছি।

আনন্দ-সংবাদ।

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, কায়স্থ-সভার অন্যতম ম
খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক সি, আই, ই; এম্. এ; বি, এল, মহা
'ইণ্ডিয়া কাউন্সিল'এর অন্যতম সদস্য-রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন! কায়স্থ-কুল ভূ
লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ এবং স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়দ্বয় ইতঃপূর্ব্বে এই
অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আমরা কর্ম্মবীর সুরেন্দ্র বসুর নিকট অনেক আশা ক

অনাথনাথ দেব-ছাত্রবৃত্তি।

কলিকাতা হাইকোর্টের উদীয়মান উকীল শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্র কিশোর ব
এস্-সি, বি-এল, এবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনাথনাথ দেব-ছাত্র
লাভ করিয়াছেন। এই বৃত্তির পরিমাণ এক হাজার টাকা, তন্মধ্যে নগদ দে
হইবে ৭৫০৲ টাকা; বাকী ২৫০ টাকার একটি পদক দেওয়া হইবে। ভু
বাবুর আলোচ্য বিষয় ছিল 'প্রাচীন ভারতে জারজ আইন'। পরীক্ষকগণ ভু
বাবুর অনুসন্ধানের ফল অতি চমৎকার হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছে
আমরা ভুপেন বাবুর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করিতেছি। (আনন্দ বাজা

প্রচার-সংবাদ।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার অন্যতম ব্রাহ্মণ-স্বেচ্ছা-প্রচারক পূজনীয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রচার-কার্য্য-বিবরণ :—

১। স্মৃতিরত্ন মহাশয় বিগত ৯ই ফাল্গুন, রবিবার, মুর্শিদাবাদ জেলায় নিমতিতার স্বনামধন্য ভূম্যধিকারী, কায়স্থকুলচূড়ামণি স্বর্গীয় মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা রায় চৌধুরী মহাশয়ের শ্রাদ্ধ-সভায় বঙ্গীয় কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব এবং বৈদিক আচার গ্রহণ ও দ্বাদশ দিবস অশৌচ প্রতিপালনের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। উক্ত সারগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণে উদ্বুদ্ধ হইয়া কাঞ্চনতলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু রায় জমিদারমহাশয় কায়স্থ জনসাধারণকে জাতিতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে কাঞ্চনতলায় লইয়া যান।

২। গত ১১ই ফাল্গুন কাঞ্চনতলায় জমিদার-বাটীতে গ্রামস্থ কায়স্থগণ সম্মিলিত হইয়া উক্ত পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব শ্রবণ করেন।

৩। গত ১৩ই ফাল্গুন স্থানীয় কায়স্থ-মহিলাগণ সমবেত হইয়া কায়স্থ-জাতির বর্ণ, ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে পণ্ডিতজির বক্তৃতা শ্রবণান্তর স্ব স্ব সন্তান ও আত্মীয় স্বজনকে উপনয়ন গ্রহণ করিতে সম্মতি প্রদান করেন। ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধ করিলে তাঁহাদের কোন আপত্তি আছে কি না—প্রশ্ন করায়—তাঁহারা ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধ করাই উচিৎ, এইরূপ মত প্রকাশ করেন।

৪। তৎপরে স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বসু রায় বর্ম্মা জমিদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু রায় মহাশয়, পণ্ডিতবর স্মৃতিরত্ন মহাশয় ও শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার ঘোষ মহাশয়কে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু রায় মহাশয়ের নিকট উপনয়ন-গ্রহণ-বিষয়ে তাঁহার সম্মতির জন্য মণিহারীতে পাঠান; কারণ তিনিই বর্ত্তমানে এই জমিদার-বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ প্রতিনিধি। তথায় যাইয়া পণ্ডিত মহাশয় শাস্ত্র ও যুক্তি-দ্বারা জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। জ্ঞানেন্দ্র বাবুর ইচ্ছায় অতঃপর সাহেবগঞ্জে যাইয়া এ বিষয়ে তাঁহাদের গুরুদেবের লিখিত অনুমতিও তাঁহার সহিত বহু শাস্ত্র-আলোচনা-দ্বারা গ্রহণ করিয়া আনিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বৈষয়িক কার্য্যোপলক্ষে জ্ঞানেন্দ্রবাবু বর্ত্তমানে বিদেশে থাকায় শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র-বাবু-প্রমুখ তাঁহার অন্যান্য জ্ঞাতিগণ আগামী বৈশাখ মাসে গ্রামস্থ কায়স্থ সকলকে লইয়া উপবীত গ্রহণ করিতে স্থির-সংকল্প হইয়াছেন।

পুস্তক-পরিচয় ও আলোচনা।

১। কায়স্থ-সন্দর্ভ ও শ্রীগর্ভ-সংহিতা—শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বস্থ বিরচিত, ৬৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৵০, প্রাপ্তি-স্থান—বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার কার্য্যালয় ৯নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ও ২০।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রথম অধ্যায়ে অল্প কথায় কায়স্থ-জাতি সম্বন্ধে অনেক অত্যাবশ্যক তত্ত্ব এই পুস্তকে গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বস্থ-বংশেতিহাস এবং এই বস্থ-বংশের এক তালিকা মহাভারতের আদিপর্ব্ব ৯৪।৯৫ অঃ অনুসারে বংশাবলী এবং সেই বংশাবলী হইতে দশরথ বস্থকে (৪০শ পুরুষে) নামাইয়াছেন দশরথের অন্যতম পৌত্র পুষণ (বল্লাল-কৃত কুলীন) এই পুষণ ১ম হইতে ১১ পুরুষে 'কচুয়া'-আগত শ্রীগর্ভ বস্থ—এবং শ্রীগর্ভ হইতে ৯ম পুরুষ (অর্থাৎ- বল্লালী ২৩শ) গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বস্থ—ও পরবর্ত্তী ২৪শ পুরুষ পর্য্যন্ত নাম-তালিকা এই পুস্তকে সংগৃহীত করিয়া শ্রীগর্ভ বস্থর সংক্ষিপ্ত বংশ-বিবরণ দিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গজ কায়স্থের সংক্ষিপ্ত সামাজিক বিবরণ, কুলবিধি ইত্যাদি এবং অন্য তিন শ্রেণীর কুলবিধি ও সামাজিক বিবরণাদি অতি সংক্ষিপ্ত ভা- দিয়া, কায়স্থ-শ্রেণী-চতুষ্টয়ের সমন্বয় কথা উত্থাপন করিয়া, অন্যান্য প্রদেশে কায়স্থ-সমাজের শ্রেণী ও আচার-ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহারা নানা দিক হইতে নানা ব্যক্তির মত সংগ্রহ করিয়া কায়স্থ-জাতির কথা জানিতে চাহেন, তাঁহারা এই অল্প মূল্যের পুস্তকে অনেক কায়স্থ-কথা জানিতে পারিবেন।

২। বিদ্যার উৎসাহ-দাতা স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ বিরচিত—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-পুস্তিকা-প্রচার-প্রতিষ্ঠান, বেলুড়-শ্রীরাম- কৃষ্ণ-মঠ হইতে প্রকাশিত—(২য় সংস্করণ) ১২ পৃষ্ঠা—মূল্য—৵০ আনা। ক্ষুদ্র পুস্তিকায় স্বামী শুদ্ধানন্দ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ-মহারাজের জীবনের চারিটী কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আক- করিতেছেন। বেলুড়মঠের নিয়মাবলীর মধ্যে অন্যতম নিয়ম,—"বিদ্যার অভাবে সম্প্রদায় হীনদশা প্রাপ্ত হয়, অতএব সর্ব্বদা বিদ্যার চর্চ্চা রাখিতে হইবে" শাস্ত্র-বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য স্বামীজী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় বি- আগ্রহ দেখাইতেন এবং এই জন্য লঘু-কৌমুদী হইতে আরম্ভ করিয়া বেদ-অ- পর্য্যন্ত চালানর জন্য বৈদিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বলিয়া গিয়াছেন—"Our work should be mainly educational —শিক্ষা বিস্তারই আমাদের মুখ্য কার্য্য। পুস্তিকাখানি পড়িলে শিক্ষার স্বামিজির প্রবল অনুরাগের কথাই মনে পড়ে।

৩। হৃদিবান শ্রীবিবেকানন্দ—২৬ পৃষ্ঠা—প্রকাশক ঐ, প্রাপ্তি ঐ, রচয়িতা ব্রহ্মচারী কুমার-চৈতন্য। স্বামী বিবেকানন্দের 'সখার প্রতি' বঙ্গভাষার কোহিনুর-তুল্য কবিতাটি যে কেহ পাঠ করিয়াছেন—তিনিই শ্রী

শ্রীবিবেকানন্দের পরিচয় পাইয়াছেন—সন্দেহ নাই। তাঁহার হৃদয়বত্তার অনেক মর্ম্মস্পর্শী বাণী এই কবিতা-মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। পাপী, তাপী, দীন, দুঃখী, দরিদ্র, আতুর অনাথকে যিনি নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন— 'They only live, who live for others—the rest are more dead than alive"—যাঁহার বাণী ; যাহার হৃদয়ে প্রেম আছে—জীবের জন্য যে আত্ম-ত্যাগ করিতে পারে, তাহার অন্যান্য নানা দোষ থাকিলেও যাঁহার নিকট তাহার সাত খুন মাপ—এই সকল দৃষ্টান্তের অনুসরণে স্বামীজির জীবনের নানা ঘটনা ও তাঁহার নানা উপদেশাবলী হইতে শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারীজী স্বামী বিবেকানন্দের বিশাল হৃদয়বত্তা দেখাইয়াছেন। যাঁহারা অল্প কথায় স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজকে নানা দিক হইতে বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা স্বামীজির উদ্দেশে রচিত এই সকল ছোট ছোট চিত্রগুলি দেখিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

৪। কুসুমিকা (কবিতা-গ্রন্থ—১৭৬ পৃষ্ঠা) শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কবি-কুসুম, বাচস্পতি প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ১\ টাকা, প্রাপ্তি স্থান— ১, নন্দকিশোর ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা ও নিকুঞ্জ-নিবাস—মনোখালী, হরিতলা পোঃ আঃ (যশোহর) অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতায় এই কুসুমমালিকা রচিত। গ্রন্থকার বহুদিন যাবৎ নানা পত্র-পত্রিকায় কবিতাদি লিখিয়া আসিতেছেন— তাঁহার কবিতাগুলি ভাবব্যঞ্জক ও সরল সহজ-বোধ্য ভাষায় গ্রথিত। কায়স্থ- সভার বর্ত্তমান সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয় ভূমিকা লিখিয়া এই কবিতা- পুস্তকখানি সাধারণ্যে পরিচিত করিয়াছেন—সুতরাং কায়স্থ-পত্রিকায় ইহার আর নূতন আলোচনা করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। আমরা নগেন্দ্রবাবুর সহিত কুসুমিকা-সম্বন্ধে অনেক বিষয়েই একমত। পল্লীবাসী এই স্বভাব- কবির অনেকগুলি কবিতাই আমাদের ভাল লাগিয়াছে—দুইটীর মাত্র নাম উল্লেখ করিলাম—"যমুনা-তীরে" ও "বৈষ্ণব কবি"। এই কায়স্থ-কবির অনেক রচনা কায়স্থ-পত্রিকার কলেবর ইতঃপূর্ব্বে ভূষিত করিয়াছে—সে জন্য কবিকুসুমের বর্ত্তমান কবিতাগুলি সম্বন্ধে আমাদের আর বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

৫। পিকোচ্ছ্বাসম্—শ্রীসত্যচরণ সেন, ওরফে চণ্ডীচরণ সেন বিরচিত, পৃষ্ঠা—১৩৯, মূল্য—নাই ; প্রাপ্তি-স্থান—৮।১ সি, মথুর সেন গার্ডেন লেন, কলিকাতা।

প্রাঞ্জল সংস্কৃতে রচিত ভগবদ্ভক্তি ও ভগবদ্প্রেম উদ্দীপক কবিতাগুচ্ছ। লোকলোচনের অগোচরে নিভৃতে এই কবি-পিকবর আপনার স্বরলহরীর উচ্ছ্বাসে আপনি মোহিত হইতেছিলেন—তাঁহার দৌহিত্র শ্রীমান শরৎচন্দ্র দাস তাঁহার পিক-দাদামহাশয়ের পঞ্চম-স্বর সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া ভক্তি- রস-পিপাসুগণকে মুগ্ধ করিয়াছেন।—"রসো বৈ সঃ"—উপনিষদের বাণী। সেই রসস্বরূপ প্রেমময় শ্রীভগবানের মহিমারস যে কেহ কীর্ত্তন করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হয়েন তিনিই ধন্য। আমাদের আলোচ্য কবি পণ্ডিত, প্রেমিক ও

দার্শনিক এবং তাঁহার রসময়ী রচনা-মধ্যে তাঁহার ভগবদ্-প্রেম-রসাস্বাদনে প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। নানা জনের উপভোগের জন্য এই দেব-ভাষা রচিত কবিতা-গ্রন্থখানির তিনি বঙ্গীয় ও ইংরাজি পর পর দুইটী বিভিন্ন ভাষা অনুবাদ ঐ সঙ্গে নিবদ্ধ করিয়াছেন—ইহা একটি বিশেষত্ব। আজকাল এইরূপ সুললিত কবিতাবলী অনেক সময় শ্লোক-রচয়িতা পণ্ডিত মহাশয়গণের নিকটও পাওয়া যায় না। এই পিকবরের উচ্ছ্বাস অনেক ধর্ম্মানুসন্ধিৎসুরও হৃদয় উদ্বেলি করিবে।

৬। ব্রহ্ম-বোধিকা---শ্রীদুর্গাদাস ঘোষ, বি, এল্ রচিত, পৃষ্ঠা—১৷৷ মূল্য ॥॰, প্রাপ্তি-স্থান—১৭, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ব্রহ্ম-বোধিকা—একখানি সরল সংস্কৃত ভাষায় রচিত খণ্ডকাব্য। সুগভী তত্ত্ব-জ্ঞান বা ব্রহ্ম-বিজ্ঞানকে সহজ বোধ্য প্রাঞ্জল সংস্কৃতে রচনা করা কত দুঃসাধ্য, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের বোধ হইবার কথা নহে। ঋষিযু ইহার দুএকটি দৃষ্টান্ত মাত্র পাওয়া যায়। আজকালকার ইংরাজি শিক্ষার যু কলেজে দু'পাতা সংস্কৃত মুখস্থ-হিসাবে শিখিয়া তাহাতে মানবীয় জ্ঞান-চর্চ্চার শ্রে সাধনের আলাপে ব্রতী হওয়া কত যে কঠিন ও আশ্চর্য্য ব্যাপার, তাহা সহজে অনুমেয়। আমাদের সতীর্থ দুর্গাদাস বাবু এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচনা করি কায়স্থ-জাতির গৌরব নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি করিলেন। দুর্ব্বোধ্য, অতি কঠি সেই ঋষিগণের আলোচ্য ব্রহ্মতত্ত্ব-জ্ঞান তিনি যে ভাবে নিজে আত্মসাৎ করি স্বজাতিকে দান করিয়াছেন—তাহা যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ের বিষয়। তাঁহা নিভৃত শাস্ত্রালোচনা স্বার্থক হইয়াছে—এ-কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি মানুষের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও মানুষের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সহজ এ কঠোর-কোমল আত্ম-তত্ত্ব দুর্গাদাস বাবু শাস্ত্র-চর্চ্চাদ্বারা আয়ত্ব করিয়া বিতর সমর্থ হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহার বন্ধুগণ বাস্তবিকই পরমানন্দ লাভ করিতেছে এই বোধিকা অনেকের বোধ খুলিয়া দিবে।

পত্রিকা-সম্পাদক

ভ্রম-সংশোধন ও ছাড়

ভ্রম-সংশোধন—বর্ত্তমান সংখ্যার 'আনন্দ-সংবাদে' ৫০৬ পৃষ্ঠার পংক্তি "সুরেন্দ্র বসু" স্থলে 'সুরেন্দ্র বাবু' হইবে।

ছাড়—মাঘ-সংখ্যায়—'উপাসিকা-চরিতে'র আলোচনায় মূল্য—২৲ এবং প্রাপ্তি-স্থান---বেঙ্গল থিয়সফিক্যাল সোসাইটী---কলেজ স্কোয়ার।

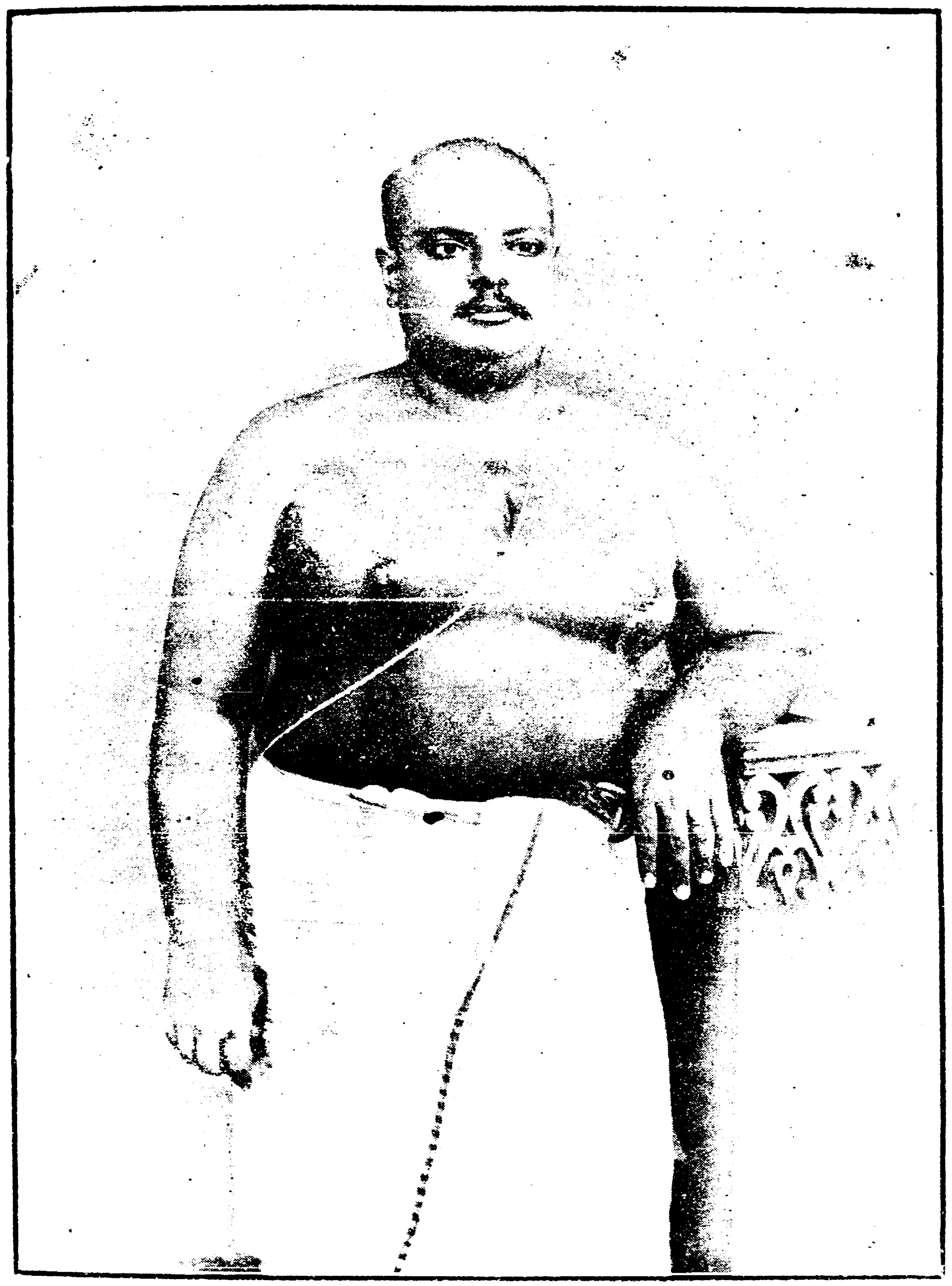

স্বর্গীয় [illegible]নারায়ণ বসু চৌধুরী

কায়স্থ-পত্রিকা

২৪শ বর্ষ } চৈত্র—১৩৩২ { ১২শ সংখ্যা।

স্বর্গীয় মহেন্দ্রনারায়ণ

দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে কালের ছায়া পড়িয়াছে। বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় পুরুষগণ একে একে কালগ্রাসে পতিত হইতেছেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে নাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন, মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর চলিয়া গেলেন, আবার সেদিন সংবাদ পাইলাম—মুরশিদাবাদ জেলান্তর্গত নিমতিতার জমিদার বারেন্দ্র-কায়স্থ-কুল-গৌরব মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীও অকস্মাৎ অকালে পরোলকগমন করিয়াছেন। আমি ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বে জঙ্গীপুরে অবস্থান কালে মহেন্দ্র বাবুর সহিত ঘনিষ্টরূপে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তাই তাঁহার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লিখিয়া স্বর্গীয় বন্ধুবরের উদ্দেশে আমার আন্তরিক প্রীতিশ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

মহেন্দ্র বাবু মুরশিদাবাদ জেলার উত্তর ভাগে এক বিখ্যাত জমিদারবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিলাসের ক্রোড়ে লালিত হইয়াও বাল্যে এবং যৌবনে সুশিক্ষা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল, ইংরেজিও ভালরূপ জানিতেন। তাঁহাদের পারিবারিক পাঠাগারে বিস্তর পুস্তক সঞ্চিত ছিল। সুশিক্ষা দ্বারা তাঁহার চরিত্র সুগঠিত ও রুচি সুমার্জ্জিত হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় artistic taste (শিল্পকলা-জ্ঞান) খুব কম লোকেরই দেখিয়াছি। তিনি বহু অর্থ-ব্যয়ে নিজ ভবনে অতি উৎকৃষ্ট রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিয়া একটি সখের নাট্যসম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও একজন ভাল অভিনেতা ছিলেন। "নেবার পতন,"

DOUBLE COLOUR

"সাজাহান" প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের নাটকাভিনয়ে এই সম্প্রদায় এতদূর কৃতিত্ব প্রদ
করিয়াছিলেন যে, কলিকাতার যে কোন বিখ্যাত ব্যবসায়ী (professional
দলের সহিত তাঁহাদের তুলনা করা যাইত। সেই সকল নাটকের দৃশ্যপ
সাজ-সজ্জা, পোষাক-পরিচ্ছদে মহেন্দ্র বাবু অজস্র অর্থব্যয় করিতেন। এ
সকল আয়োজনে তাঁহার সুরুচি ও সৌন্দর্য্য বোধের যথেষ্ট পরিচয় পাও
যাইত।

তাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল; তাঁহার সংস্পর্শে আসিলেই তাঁহার সৌজ
ও অমায়িকতায় মুগ্ধ হইতে হইত। দেবসেবা, অতিথিসেবা প্রভৃতি হিন্
নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপে নিমতিতার চৌধুরীবংশ দেশব্যাপী খ্যা
অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মহেন্দ্র বাবু এই সকল অনুষ্ঠানে যেন প্রাণ ঢালি
দিতেন। প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব ও দোলযাত্রা বিশেষ ধুমধামের সহি
নির্ব্বাহিত হইত। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলের বহুলোক নিমন্ত্রিত হইতে
কলিকাতা হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট যাত্রার দল বায়না করা হইত এবং নিমতি
নাট্যসম্প্রদায়েরও অভিনয় প্রদর্শিত হইত। এইরূপে পল্লীবাসিদিগের
আমোদ প্রমোদের সহিত সুশিক্ষা বিস্তার করা হইত। বড়ই দুঃখের বিষয়, এ
বাঙ্গলার অধিকাংশ জমিদারই কলিকাতাবাসী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহা
অতিথি-সৎকার, আমোদ প্রমোদ এখন কলিকাতার বন্ধু-বান্ধবের ম
সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, পল্লীগ্রামের লোকেরা আর তাহার অংশ পায়
এই জন্য অভিজাত ও ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত পল্লী-সমাজের
ক্রমেই বাড়িতেছে। অথচ আজকাল পল্লী-সংস্কার ও পল্লীগঠনের
খুব লেখালেখি ও বক্তৃতা চলিতেছে। যতদিন আমাদের ধনবান্ অভি
সম্প্রদায় পল্লী-সংস্কারে মনোযোগী না হইবেন, ততদিন এই
চীৎকারে কোন ফল হইবে না। মহেন্দ্র বাবু কেবল এই সব ও
ক্রিয়া কলাপে মুক্ত হস্ত ছিলেন এরূপ নহে; পল্লীর সংস্কার কার্য্যেও
বিশেষ আগ্রহ এবং যত্ন ছিল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে "অরঙ্গাবাদ-সম্মিলনী"
একটি লোকহিতকর সমিতি গঠন করিয়া বহু দরিদ্র ও নিঃসহায়
অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিয়া তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।
অর্থ-ভাণ্ডারে উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে
করিতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। পল্লীর স্বাস্থ্যের প্রতি
বিশেষ লক্ষ্য ছিল। পল্লীর জলকষ্ট নিবারণ ও রাস্তাঘাটগুলি

পরিচ্ছন্ন ও সুগম রাখিয়া ম্যালেরিয়ার করাল কবল হইতে দরিদ্র পল্লীবাসীকে নিরাপদ রাখিবার জন্য ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে "নিমতিতা ইউনিয়ন কমিটী" নামক একটি সাধারণ-কল্যাণকরী-সমিতি স্থাপন করিয়া তিনি অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ কমিটীর সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গিয়াছেন। নিমতিতা "এণ্টি ম্যালেরিয়াল—চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সারি", পল্লীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত রাস্তাগুলি, সুপেয় জলপূর্ণ কূপরাজি—তাঁহারই বহুযত্ন ও অজস্র অর্থব্যয়ের নিদর্শন। তাঁহারই প্রযত্নে এই সমস্ত পল্লী সংক্রামক ব্যাধি ও ভীষণ মহামারীর হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। পল্লীতে কখনও মহামারীর প্রকোপ হইলে—তিনি স্বয়ং রোগগ্রস্ত ব্যক্তির বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া প্রতিষেধক ঔষধাদি বিতরণ করিতেন।

তাঁহার ন্যায় বিদ্যোৎসাহী লোক অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। সুশিক্ষা বিস্তারের জন্য ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বহু অর্থব্যয় করিয়া তাঁহার স্বর্গীয় পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের স্মৃতি-রক্ষার্থে, "গৌরসুন্দর-দ্বারকানাথ-ইন্‌স্টীটিউসন্" নামক একটি উৎকৃষ্ট উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় ও বিদেশী ছাত্রগণের জন্য তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় সুরেন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের নামানুযায়ী একটি বৃহৎ ছাত্রাবাস স্থাপন করিয়া বালকগণের শিক্ষার পথ সুগম করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রাচ্য শিক্ষা বিস্তারের খুব পক্ষপাতী ছিলেন। গতবৎসর "নিমতিতা রাধাবল্লভ চতুষ্পাঠী" নামক একটী টোল স্থাপন করিয়া পল্লীবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কায়স্থ জাতির উন্নতিকল্পে মহেন্দ্র বাবু যাহা করিয়াছেন, তাহা কায়স্থ-সভার সভ্যগণ সকলেই বিশেষরূপে জানেন, সে বিষয় আমার লেখা অধিকন্তু। তিনি স্বয়ং উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিবারস্থ ও স্বশ্রেণীর অনেক কায়স্থসন্তান তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। কায়স্থ-সভার উন্নতিকল্পে তিনি যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিব।

আমার সহিত তাঁহার এতদূর সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল যে, আমি তাঁহার স্নেহের ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্র-নারায়ণও আমাকে সহোদরের ন্যায় শ্রদ্ধা করেন। বিগত ১৯১২ সনে ভারত-সম্রাট মহামান্য পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে দিল্লীতে যে দরবার হইয়া-ছিল, সেই সময়ে প্রতি জেলায় ও মহকুমায় দীর্ঘকাল ব্যাপী আনন্দোৎসব

হইয়াছিল। আমাদের জঙ্গীপুর মহকুমায়ও একপক্ষব্যাপী আনন্দোৎসব আয়োজন করা হইয়াছিল। মহেন্দ্রবাবু আমার অনুরোধে তাঁহার নাট্যসম্প্র লইয়া জঙ্গীপুরে আসিয়া তিন রাত্রি অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহাতে যত কিছু অর্থব্যয় হইয়াছিল, তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে বহন করিয়াছিলে তাঁহাদের অভিনয়-নৈপুণ্য, নাটকের দৃশ্যাবলী, সাজসজ্জা দেখিয়া সে অঞ্চল লোক ধন্য ধন্য করিয়াছিল।

মহেন্দ্রবাবু নিজেই জমিদারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহা সুশাসনে প্রজাগণ রামরাজ্যের ন্যায় সুখী ছিল। আমি যে দুই বৎসর জঙ্গীপু ছিলাম, সে সময়ের মধ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ আ কর্ণগোচর হয় নাই; ইহা বড়ই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।

এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন কৃতী পুরুষ তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গকে শো সাগরে ভাসাইয়া এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। এ ভগবান্ বিশ্বনাথের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তাঁহার আত্মার সদ্গ লাভ হউক, এবং তাঁহার পরিবারবর্গ শোকসন্তপ্তচিত্তে শান্তি লাভ করুন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

মৃত্যুবিজয়ী মহেন্দ্রনারায়ণ

(প্রথমাংশ)

কাঁদো নিমতিতা তোমার স্বর্ণচূড়া আজ খসিয়া পড়িয়াছে, কাঁদো কায়স্থ তোমার জাতীয় আকাশ হইতে আজ একটী সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কক্ষচ্যুত হ অনন্তে বিলীন হইয়াছে; কাঁদো বিপন্ন দরিদ্রগণ, পরোপকারী ও প্রজা কাতর মহাপ্রাণ আজ অন্তর্ধান করিয়াছে; কাঁদো প্রজাবর্গ, তোমাদের প্রি জমিদার আজ তোমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে; কাঁদো শিল্প-কলা বিজ্ঞা সাহিত্য সেবকগণ তোমাদের একজন উপযুক্ত সহায় ও অভিজ্ঞ সহচর চির জন্য কোন অজানা রাজ্যে প্রস্থান করিয়াছে; আর কাঁদো কায়স্থ-ধর্ম্ম প্রচার তোমাদের পরমহিতৈষী সুহৃদ, একমাত্র আশা-ভরসার স্থল মহেন্দ্রনারায় আর ইহজগতে নাই।

বীরভূমের দুর্গম নির্জ্জন নিস্তব্ধ অরণ্যবাসে আচম্বিতে বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় মহেন্দ্রনারায়ণের মহাপ্রস্থানসংবাদ যখন পাইয়াছিলাম, তখন আমার মনে একে একে ঐ কথাগুলি উদিত হইয়াছিল। বারেন্দ্র-কায়স্থ কৌস্তুভমণি! এমনি করিয়া কি কায়স্থ জাতিকে ছলনা করিতে আসিয়াছিলে? এত শীঘ্র পলায়ন করিবে বলিয়া কি এ জাতিকে এত ভাল বাসিয়াছিলে? তোমার তিরোধানে নিমতিতা হতশ্রী হইল, বাংলার জমিদারকুলের একজন রসজ্ঞ ও অভিজ্ঞ শিল্পীর অভাব হইল, আত্মীয়, বন্ধু,দেশবাসী ও প্রজাবর্গ যে অনাথ হইল,হতভাগ্য কায়স্থ-জাতির শিরে আর একবার একি ঘোর অশনিসম্পাৎ হইল! তোমার দেহ ত্যাগে বঙ্গদেশের একটী সোনার মানুষ চলিয়া গেল; বঙ্গজননী পুত্ররত্নহারা, তোমার অনুজ ও তনুজগণ সংসার-সমুদ্রে কর্ণধারবিহীন। 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা' একজন পরমহিতৈষী পরিচালক হারাইল, 'বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ' তাহাদের একমাত্র সুমন্ত্রীবিহীন, বাংলার কায়স্থগণ একজন হিতকারী সুহৃদশূন্য, আর উদীয়মান প্রচার-পরিষদ্ ভগ্নমেরুদণ্ড হইয়া পড়িল। বীরভূমের ধর্ম্মরাজ-চিত্রগুপ্ত-মন্দির প্রতিষ্ঠায় যে বোধনেই বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিল। আর কে তোমার মত এমন জাতির সেবায় পাগল হইবে? এমন জাতীয় মত্ততা লইয়া কেই বা এ কার্য্যে অবতরণ করিবে? সেই সদা হাস্যোজ্জ্বল, আনন্দরহস্যময়, শান্তগম্ভীর, ভাবাবিষ্ট সাধকের পুণ্য-প্রতিমা নিমতিতার আবালবৃদ্ধবনিতা সম্মিলিত হইয়া জাহ্নবীর পুণ্যতটে বিসর্জ্জন দিয়াছে; গঙ্গার পবিত্র বারি তাহাদের অশ্রুবারির সহিত সম্মিলিত হইয়া সমবেদনা জানাইয়াছে। নিমতিতা চৌধুরী-প্রাসাদ নিম্নে জাহ্নবীবালুসৈকতে মহাপুরুষের মর্ত্তলীলার অবসান ঘটিয়াছে—সব শেষ হইয়াছে।

মৃত্যুর পঞ্চ দিবস পূর্ব্বে বৈকালে তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত হাট দেখিয়া আসিয়া তিনি গলায় একটা বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন; ক্রমে সেই বেদনার বৃদ্ধি ও প্রবল শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন তাঁহার Diptheria হইয়াছে. বহরমপুর হইতে সিভিল সার্জ্জন শ্রীযুত ডি, এল্ হাজরা মহোদয়কে আনাইয়া তাঁহার চিকিৎসা করান হয়। তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূগণ মধুপুরে স্বাস্থ্যলাভের জন্য ছিলেন, তাঁহাদিগকে টেলিগ্রাম করিয়া আনান হইয়াছিল। তাঁহার লক্ষ্মণসদৃশ অনুজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের অগ্রজের এই অবস্থায় প্রয়োজনীয় কোন বিষয়েই চেষ্টার ত্রুটী ছিল না। শীঘ্রই তিনি বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। কলিকাতার তাঁহাদের পারিবারিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সান্যাল এম, বি, ও নিমতিতার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র এল্, এম, এস্, তাঁহার

চিকিৎসা করিতে থাকেন। মৃত্যুদিনের প্রাতঃকাল হইতেই পুনরায় তাঁ রোগবৃদ্ধির সূচনা হয় এবং দেখিতে দেখিতে তাহা প্রচণ্ডভাব ধারণ করি থাকে। প্রবল শ্বাসকষ্টে অস্থির হইয়া তিনি বারংবার তাঁর কণ্ঠনালী ছেদ করিতে ইঙ্গিত করিতেছিলেন, কিন্তু চিকিৎসকগণ তাহা করিতে সাহসী হ নাই। তাঁহাদের সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা বিফল হইলে, তাঁহাদের হতাশভাব লক্ষ করিয়া রোগী সেই দারুণ শ্বাসরোধ মধ্যে সম্মুখ-বিলম্বিত গৃহদেবতা শ্রীগোবিন্দে পট নিরীক্ষণ ও করজপ করিতেছিলেন, তৎচিন্তায় মগ্ন হইতেছিলেন এবং তাঁ স্ত্রী, পুত্র, পৌত্রী তখন তাঁর নিকটস্থ হইলে ক্ষীণ কণ্ঠে "মায়া" "মায়া" বলিয়া মু ফিরাইয়া লইতেছিলেন এবং এ ভীষণ দৃশ্যের সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতে তাঁদে বার বার হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিতেছিলেন; বুঝিবা ইহাও জানাইতে ছিলে আর কেন আমায় সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাও, আমার ইহকালের সম্প শেষ হইয়াছে, এখন পরকালের সম্বল শ্রীহরি-স্মরণে বাধা দিও না। তোমাদে দেখিলে যে আমার পূর্ব্বস্মৃতি সব জাগিয়া উঠিবে, আমার হরিনামে বিঘ্ন হইবে

বেলা ১২টা হইতে সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত ব্যাধির প্রকোপ সমভাবে চলি এত অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি স্থির ধীর ও তদ্গত ভাবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন বারংবার তাঁর উদ্দেশ্যে নমস্কার করিতেছিলেন। আসন্ন মৃত্যুতে প্রসন্ন ম শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ও শ্রীনাম জপিতে জপিতে সুখাসনে (Easy chair) বসিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু পরিজন ও প্রতিপাল্য ও প্রজাব ক্রন্দনরোল নিমতিতার গগন পরিপূর্ণ করিল।

চিকিৎসকগণ তাঁহার ওডিমেটাস্ ল্যারিঞ্জাইটিস্ রোগ হইয়াছিল ব নির্দ্দেশ করেন। অস্ত্রোপচারের সমস্ত যন্ত্র ও ঔষধসহ সিভিল সার্জ্জন মহো যখন আসিলেন, তখন সব ফুরাইয়া গিয়াছে। খুব সম্ভবতঃ তাঁর Œdem Glottids (Laryngitis রোগের একটী সাংঘাতিক অবস্থা) ঘ পড়িয়াছিল এবং যথাকালে বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা অস্ত্রোপচার হইলে হয়ত বাঁচিতেও পারিতেন। রোগী নিজেও তাহা বেশ উপলব্ধি ক পারিয়াছিলেন, তাই গলায় হাত দিয়া অস্ত্রোপ্রয়োগের ইঙ্গিত করে করিয়াছিলেন।* কিন্তু বিধিলিপি অন্যরূপ তাই, এদিনের চিকিৎসা ব্যা

* হোমিওপ্যাথিক মতে এ অবস্থায় Apis mellifica 3rd. উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহা বিশেষ উপকার হয় এবং ক্রমশঃ রোগটী সারিয়াও যায়। এই পীড়া বড়ই সাংঘাতিক। তৎক্ষণাৎ প্রতীকারে বিলম্ব ঘটিলে ৫।১০ মিনিটের মধ্যে শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটে।

DOUBLE COLOUR

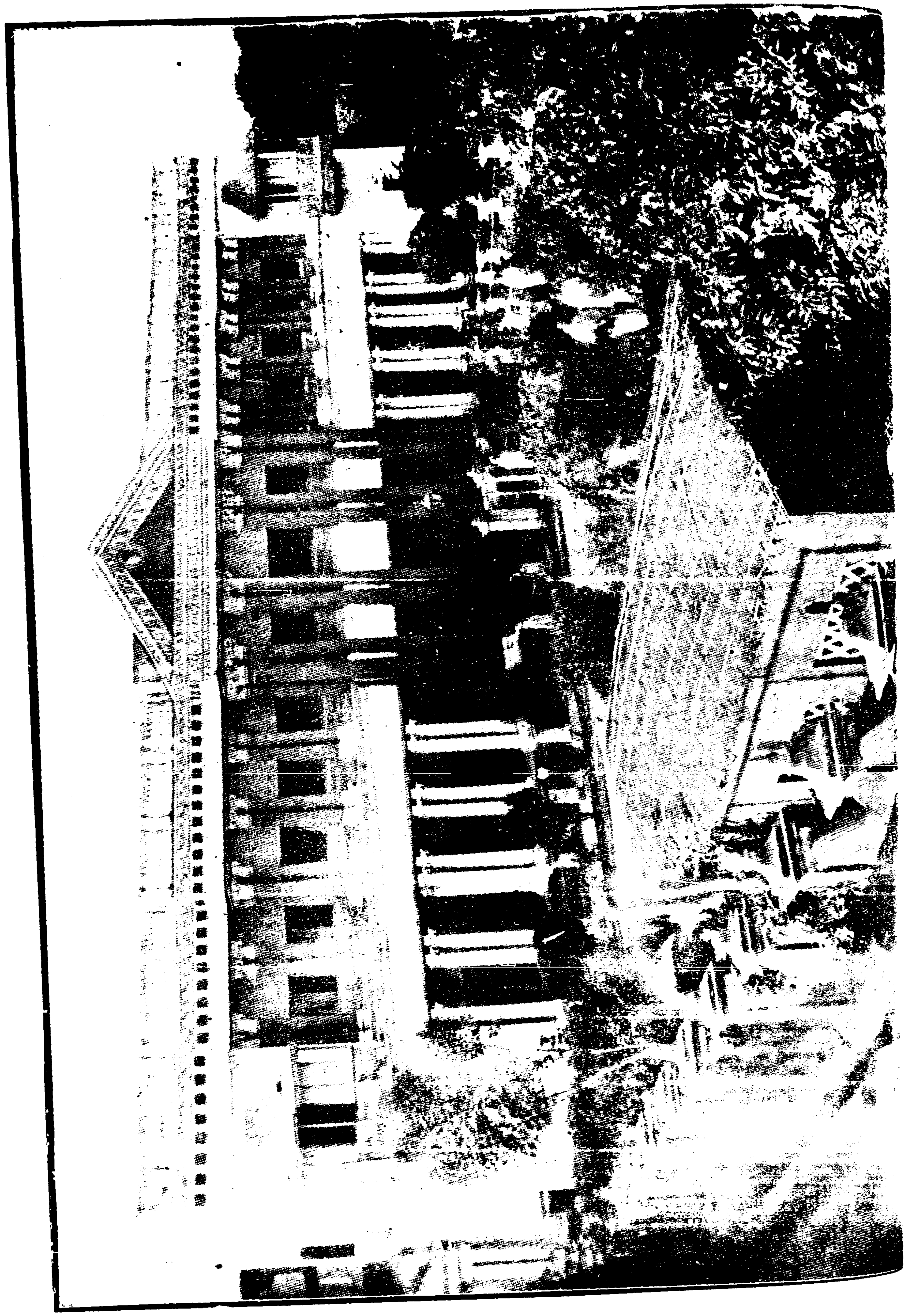

নানা বাধাবিঘ্ন ও বিপত্তি ঘটিয়াছিল; কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই দিবা ও রাত্রে বহু দুর্লক্ষণ দৃষ্ট ও শ্রুত হইতেছিল। কিন্তু কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, এত শীঘ্র নিমতিতার স্বর্ণচূড়া খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছে। তৈলপূর্ণ উজ্জ্বল প্রদীপালোক যেমন এক ঝাপটায় নির্ব্বাণ হইয়া যায়, মহেন্দ্র বাবুর এ মৃত্যুও তদ্রূপ। বুঝি না লীলাময় ভগবানের এ বিচিত্র লীলার উদ্দেশ্য কি?

মহেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু-সংবাদ বিদ্যুৎবেগে চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং দেখিতে দেখিতে উৎকণ্ঠ জনস্রোত প্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সুসজ্জিত খাটের উপর বহুমূল্য বস্ত্র ও বিছানায় শায়িত সেই শবদেহ সকলের শেষদর্শনাগ্রহে কিয়ৎক্ষণ আঙ্গিনায় রক্ষিত হইয়াছিল। এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। শ্মশানযাত্রায় শায়িত তেজোদৃপ্ত মুখশ্রী তখনও কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই,—কে বলিবে যে ইহা শবদেহ, এ যে মৃত্যুবিজয়ী বরবপু; দেখিলেই মনে হয় একটা অপার্থিব আনন্দজ্যোতিঃ সারা মুখটীতে মাখান রহিয়াছে।

হরিবোল ও হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্মশানযাত্রা আরম্ভ হইল। অগণিত নরমস্তক শবাধার বেষ্টন করিয়া চলিল। সকলেরই মুখে একটা বিষাদ কালিমারেখা। সকলেরই যেন একজন অতি আপন প্রিয়জন বিয়োগ হইয়াছে; কে যেন সকলের অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিয়া চিরতরে চলিয়া যাইতেছে। শবদেহ বহন করিয়া ধন্য হইতে সকলেই ব্যগ্র। চারি পাঁচ সহস্র হিন্দুমুসলমান তাহাদের শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতে ভাগীরথীতীরে শ্মশানাভিমুখে চলিতে লাগিল। পবিত্র জাহ্নবীবারি-হিন্দু-মুসলমান-ক্রীশ্চানের সম্মিলিত অশ্রুবারিতে মিলিত হইয়া সেই প্রজ্বলিত চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে নিমতিতার ন্যায় একটা ক্ষুদ্র পল্লীতে অকস্মাৎ এরূপ শ্মশানদৃশ্য কল্পনাতীত। এই ঘটনা হইতেই তাঁহার প্রতি জনসাধারণের ভক্তি-শ্রদ্ধার গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর Mr. W. S. Adie I. C. S. মহোদয় তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদন করিতে শোকপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া শ্মশানে গমন করিয়াছিলেন। অশ্রুজলে হরিবোল বলিতে বলিতে তিনি বারংবার চিতার উপর পুষ্পবৃষ্ট করিয়াছিলেন এবং সারারাত্রি উপবাসী ছিলেন।

এই তো তাঁহার সংক্ষেপ মৃত্যু-বিবরণ। ইহাকে মৃত্যু বলিব না মৃত্যুবরণ বলিব? জীবের মরণ তো অনিবার্য্য "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ" এবং ইহা সর্ব্বসংহারক

মহাকাল ভগবানেরই এক বীভৎস বিভূতি "মৃত্যুসর্ব্বহরশ্চাহম্" তিনি গীতার দশ অধ্যায়ে নিজেকে মহামৃত্যু বলিয়াও ঘোষণা করিয়াছেন, আবার একাদশ অধ্যায় বলিয়াছেন—"কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো" "বিশ্ববিশাল-গ্রাসি আমি কাল, স্বয়ং ভয়ঙ্কর।" এমন ভাবে মরণ বরণ সকলের ভাগ্যে ঘটে না, এমন অনেকের সাধ্যায়ত্তও নহে। এ যে তেজস্বী ভক্তের ঈশ্বরচরণে সর্ব্ববিধ আত্মসমর্পণ; রাজর্ষি ক্ষত্রিয়গণের চিরাচরিত নির্ভীক মৃত্যুলীলা। ইহাকে সজ্ঞান মৃত্যু বলে। এই দিব্যজ্ঞান জলন্ত অনলে ইন্ধনদাহের ন্যায় সর্ব্বকর্ম ভ করিয়া জীবের আত্মজ্ঞান—ঈশ্বরজ্ঞান আনিয়া দেয়। জীব জন্ম সার্থক করে।

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥"

গীতা ৪ অঃ ৩৭ শ্লোঃ

আবার তিনি অক্ষরব্রহ্মযোগ বা তারকব্রহ্মযোগ নামক অষ্টম অধ্যায় বলিয়াছেন—

"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরং।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।"
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মরযুধ্য চ।
"ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ"
"অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥"

গীতা ৮ম অঃ ৫।৬।৭।৮ শ্লোঃ

অর্থাৎ :—
জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ ইন্ধনের মত।
জ্ঞানাগ্নিতে সর্ব্ব কর্ম্ম ভস্মে পরিণত॥
অন্তিমে যে স্মরি মোরে পরিহরে দেহ
সে জন বৈকুণ্ঠে যায় নাহিক সন্দেহ।
যে যা স্মরি পরিহরি যায় কলেবর,
সেই সে প্রকৃতি পায় মরণের পর।
তাই পার্থ মোরে স্মর যুদ্ধ কর আর
মন বুদ্ধি সঁপি মোরে লভ ব্রহ্মসার।

অভ্যাস উপায় যোগে একান্ত চিন্তিলে
পরমার্থ দিব্য পার্থ যথার্থই মিলে।

গীতাবিন্দু।

আবার,—

"মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোহর্জ্জুন!
মামুপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

গীতা ৮ অঃ ১৫।১৬ শ্লোঃ

অর্থাৎ—

মোরে পেয়ে সিদ্ধ হয়ে শোকদুঃখালয়।
অনিত্য জনম পুনঃ মহাত্মা না লয়॥
আব্রহ্মভুবন হ'তে ফিরে সর্ব্ব জন।
মোরে পেয়ে' হে কৌন্তেয় নাহি জন্ম পুনঃ॥

গীতাবিন্দু।

পুনশ্চ :—

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥"

গীতা ৮ অঃ ১৩ শ্লোঃ

উচ্চারি ওঙ্কার ব্রহ্ম, মনে স্মরি' মোরে,
যে ত্যজে দেহ, সে মহামোক্ষ লাভ করে।

গীতাবিন্দু।

আবার রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগাধ্যায়ে,—

"যান্তি মদ্‌যাজিনোহপি মাম্।" আমার ভক্ত আমাকেই প্রাপ্ত হয়। "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"—যাহারা পূর্ণ প্রেমে একান্তমনে আমার স্মরণ লয়, তাদের যোগ (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি) ও ক্ষেম (প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা) আমিই বহন করিয়া থাকি।

মানবশরীরে যখন সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়, তখন শুদ্ধ নির্ম্মল জ্ঞান তাহার আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই বিশুদ্ধ জ্ঞান মানুষকে তখন ঈশ্বরচিন্তায় আকৃষ্ট করে। মানুষ বিবেকের বশে যখনই ঈশ্বরশরণ চায় তখনই বুঝিতে

হইবে সত্ত্বগুণ তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে এবং সেই সময়েই যদি তাহার দেহত্যাগ ঘটে তাহা হইলে মৃত্যু দেহীকে সেই শাশ্বত সনাতন লোকে পৌছাইয়া দেয়, যেথায় গেলে এই জরামরণশোকদুঃখময় অনিত্য সংসারে পুনরাবর্ত্তনের আশঙ্কা আর থাকে না।

"যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥"

গীতা ১৪ অঃ ১৪ শ্লোঃ

সত্ত্ববৃদ্ধি অতিশয়—হলে যদি মৃত্যু হয়,
প্রাণান্ত সময় মৃত্যু, লয়ে যায় তাকে
প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য লোকে।

সুধাকর গীতা—

"সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥"

১৪ অঃ ১১ শ্লোঃ

যখনি এ দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বারে
জ্ঞানময় প্রকাশের দেখিবে লক্ষণ,
সত্ত্ববৃদ্ধি বলি পার্থ বুঝিবে তখন॥

সুধাকর গীতা—

সত্ত্বগুণের বিকাশের সঙ্গে ক্ষণিকের তরেও মানবের বিষয়বাসনা ত্যাগ হয়, বৈরাগ্যের উদয় হয়, অহঙ্কার চূর্ণ হয়, গৃহপুত্রে, স্বামীস্ত্রীতে, পিতামাতায়, আত্মীয় বন্ধুতে অননুরক্তি আসিয়া পড়ে। তখন আর এই মায়াময় নশ্বর জগতের প্রতি মমতা থাকে না, সেই এক নিত্যবস্তু ঈশ্বরের জন্য প্রাণ তখন ছুটিয়া যায়। এই সত্ত্বভাব দেহীকে নিত্যই যথানিয়মে অভিভূত করে এবং দেহ ও মনের পবিত্রতানুসারে উহার স্থিতির হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে; আবার রজঃ ও তমো গুণের স্বাভাবিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহা বিলুপ্ত হয়।

ধন্য সেই মানব যাহার ঐ সাত্ত্বিক গুণের বিকাশের সময় দেহত্যাগ ঘটে; কারণ চিত্ত তখন ঈশ্বরমুখী, আর সেই সর্ব্বপাপবিধ্বংসী ঈশ্বরচিন্তার উদ্দীপ্ত জ্ঞানাগ্নিতে সমস্ত বিষয়বাসনার ও মায়ার গাঢ় অন্ধকার অপসারিত হইয়াছে। এই মৃত্যুযোগ লাভ করিবার জন্য যত জপ, তপ, সদাচার সৎকর্ম্ম ও সাধনা।

তাই এক প্রবাদ আছে—"জপ, তপ কর কি, মরতে জান্‌লে হয়"; কথাটা খুবই সত্য। সার্থক তাঁহার মনুষ্য জন্ম, যিনি আসন্ন মৃত্যুকালে মৃত্যুযন্ত্রণা ও সংসার—মায়ার শতবৃশ্চিকদংশনজ্বালা ভুলিতে পারেন; পাছে স্ত্রীপুত্রাদিকে দেখিলে ঈশ্বরচিন্তার ব্যাঘাত জন্মে, "দুরত্যয়া" মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিতে না পারেন, ধনজন, বিষয়সম্পদ, স্ত্রীপুত্র, ভোগ, সুখ প্রভৃতি কথা মনে পড়িয়া "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং" "মন্মনা" "মদ্ভক্ত" "মদ্‌যাজী" হইবার বিঘ্ন আসিয়া পড়ে তাই পূর্ব্ব হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারিয়াছিলেন; ক্ষীণ কণ্ঠেও "মায়া" "মায়া" বলিয়া তাঁহাদের সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিতে পারিয়াছিলেন, চিকিৎসকের নৈরাশ্যে হাস্য করিয়াছিলেন; শ্বাসরোধে মৃত্যু হইবার যন্ত্রণামধ্যে এরূপ দিব্য-জ্ঞান, এমন অটুট ভক্তি শুধু সেই আনন্দময়ের "রসো বৈ সঃ"—সেই রসময়ের নিত্যশুদ্ধ ভক্ত ব্যতীত অন্যে সম্ভবপর নহে।

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

গীতা ৭ অঃ ১৪ শ্লোঃ

দৈবী এই গুণময়ী মায়া সুদুস্তরা
আমায় আশ্রিলে যায় সুখে যায় তরা।

গীতাবিন্দু।

রোগের যন্ত্রণা, মায়ার বন্ধন এবং অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে মৃত্যু কর্ত্তৃক সাংঘাতিক ভাবে আক্রান্ত হইয়াও তিনি বিচলিত বা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হন নাই, অন্তিম সময়ে সমস্ত ছাড়িয়া হরিপদ দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন। "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে" (গীতা ৬ অঃ ২২ শ্লোঃ) দুঃখ-ঘোরে যাহা ধরে থাকা যায় ঠিক্। "তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগ বিয়োগং যোগ-সজ্ঞিতম্। (৬ অঃ ২৩ শ্লোঃ) তারি নাম যোগ—যাহে দুঃখ না পরশে॥

শুধু তাহাই নহে আবার সঙ্গে ভক্তির পরাকাষ্ঠাও দেখাইয়া গিয়াছেন। জীবনে যাহারা তাঁহাকে চিনে নাই আজ মৃত্যুতে তাহারা তাঁহাকে চিনিয়াছে।

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

গীতা ১৮ অঃ ৬৫।৬৬ শ্লোঃ

মোরে চিন্ত, ভজ, যজ, কর নমস্কার
সত্য মোরে পাবে প্রিয়! ধর অঙ্গীকার।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ছাড়ি লহ আমারি শরণ
সর্ব্ব পাপে মুক্তি পাবে কোরো না শোচন।

গীতাবিন্দু।

ধন্য মহেন্দ্রনারায়ণ! আর ধন্য এই শতধিক্কৃত কায়স্থ-জাতি; জীবনে তুমি এ জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছ, আর আজ মরণেও তুমি দেখাইয়া দিলে এ কায়স্থ-জাতি শুধু ক্ষত্রিয় নয়, সেই সনাতন "রাজর্ষিঃ" (৯ম অঃ গীতা) বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। যাহারা পুরুষানুক্রমে এই সনাতন "রাজ যোগের" একমাত্র ওয়ারিশস্থত্রে উত্তরাধিকারী "এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং ইমং রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ" (৪র্থ অধ্যায় গীতা)। এই ভগবদ্ভক্তি তোমাতে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তোমার জাতীয় সাধনাকে পূর্ণতা দান করিয়াছে। তুমি জরাজীর্ণ দেহমন লইয়া জাতির সেবা কর নাই, কোন স্বার্থবুদ্ধি বা নামের কাঙ্গাল হইয়াও জাতিদেবতার সেবা করিতে আস' নাই, পূর্ণ যৌবন লইয়া ও নিষ্কাম হইয়া তুমি স্বজাতির পূজা করিতে আসিয়াছিলে, পূর্ণ যৌবনের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত জাতির চিন্তায় অর্পণ করিয়া গিয়াছ। এমন ভাবে জগন্মাতার পূজাই বা তোমার মত কয়জন করিতে পারে?

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেন সংস্থিতা"

চণ্ডী।

জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীর রাতুল চরণে তোমার এই রক্ত-জবার অঞ্জলি তোমার জাতিকে "বরেণ্যম্ ভার্গর" অমৃত আস্বাদনে পরিতৃপ্ত করিবে—তোমার ভবিষ্যৎ জাতি নিশ্চয়ই "আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি" (মাইকেল)।

যাও মহেন্দ্রনারায়ণ! তোমার জন্য শোক করিব না, এ তোমার মৃত্যু নয়, এ যে তোমার মহাযাত্রা; তুমি জীবনে তোমার জাতির জন্য অনেক করিয়াছ মরণেও তোমার জাতিকে মৃত্যুবিজয়মন্ত্র শিখাইয়া গেলে; আশীর্ব্বাদ ক'রো যেন তোমার জাতির প্রত্যেক সন্তান তোমার মত ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে—রাজর্ষি ক্ষত্রিয়গণের চিরাচরিত স্বধর্ম্মরক্ষায় তারা যেন সক্ষম হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী

মহানুভব বন্ধুবৎসল মহেন্দ্রনারায়ণ

নিমতিতা আজ হয়েছে আঁধার, নিভিয়া গিয়াছে তাহার আলো!
চির অস্তমিত পূর্ণ-সুধাকর, কিছুই যে আর লাগে না ভাল।
আনন্দের দীপ নিভাইয়া দিয়া কোন দেশে তুমি চলিয়া গেলে?
বন্ধুজনের নয়নানন্দ এমনি করিয়া যায় কি চ'লে?
এখনও তোমার কত কাজ বাকী, কত লোক ঐ চাহিয়া আছে,
উৎপীড়িত ও দুঃস্থ যাহারা, দাঁড়াইবে এসে কাহার কাছে?
সরল উদার দৃষ্টিতে কা'র ঝরিয়া পড়িবে সুধার ধার,
অমরার হাসি হবে প্রতিভাত জগতের মাঝে আননে কার?
তুমি নাই আর, ভাবিতে না পারি ভেঙ্গে পড়ে বুক বেদনা ভারে,
বিধাতার বিধি কেন যে এমন, এখানে তা আর শুধাই কারে?
বাঙ্গলার বুকে যত ছিল ভাল, সবি কেড়ে নিল কালের হাত,
কি দোষে বঙ্গ-জননীর বুকে করিতেছে বিধি অশনি পাত?
নিয়তি বলিয়া বুঝাইব মন, দেবে কি নিয়তি সুধুই দুখ?
দুঃস্থ আমরা, দীন আমরা, তাই কি দেবে না একটু সুখ?
কঠিনা নিয়তি! যে অমূল্যধন কেড়ে নিলে তুমি পাব না আর,
যতদিন ভবে রহিব বাঁচিয়া, কাঁদিবে পরাণ স্মরণে তাঁর।
বেশীদিন নয়—একটী বরষ পাইয়া যাঁহার প্রাণের দান,
বিয়োগে তাঁহার, বিদেশী আমরা—আমাদেরও ফেটে যেতেছে প্রাণ!
আপনার জন পুত্র-পরিবার, তাঁহাদের কথা ভাবিতে নারি,
দয়া করে দাও সহিতে ক্ষমতা, তুমি দয়াময় বেদনাহারি।
আত্মা তোমার চির-বিশ্রাম অমরায় গিয়া লভেছে আজ,
ত্রিদিব হইতে শান্তির বারি কর বর্ষণ স্বজন মাঝ।
তোমার বিয়োগ বেদনার ব্যথা ভুলিতে কাহারও ক্ষমতা নাই,
নিমতিতা ক'রে গিয়াছ আঁধার, শুধু সহিবার ক্ষমতা চাই।

'ব্যথিতা'

(জনৈকব্রাহ্মণউচ্চরাজ-
কর্ম্মচারীর সহধর্ম্মিণী)

মোরে চিন্ত, ভজ, যজ, কর নমস্কার
সত্য মোরে পাবে প্রিয়! ধর অঙ্গীকার।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ছাড়ি লহ আমারি শরণ
সর্ব্ব পাপে মুক্তি পাবে কোরো না শোচন।

গীতাবিন্দু।

ধন্য মহেন্দ্রনারায়ণ! আর ধন্য এই শতধিকৃত কায়স্থ-জাতি; জীবনে তুমি এ জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছ, আর আজ মরণেও তুমি দেখাইয়া দিলে এ কায়স্থ-জাতি শুধু ক্ষত্রিয় নয়, সেই সনাতন "রাজর্ষিঃ" (৯ম অঃ গীতা) বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। যাহারা পুরুষানুক্রমে এই সনাতন "রাজযোগের" একমাত্র ওয়ারিশসূত্রে উত্তরাধিকারী "এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং ইমং রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ" (৪র্থ অধ্যায় গীতা)। এই ভগবদুক্তি তোমাতে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তোমার জাতীয় সাধনাকে পূর্ণতা দান করিয়াছে। তুমি জরাজীর্ণ দেহমন লইয়া জাতির সেবা কর নাই, কোন স্বার্থবুদ্ধি বা নামের কাঙ্গাল হইয়াও জাতিদেবতার সেবা করিতে আস' নাই, পূর্ণ যৌবন লইয়া ও নিষ্কাম হইয়া তুমি স্বজাতির পূজা করিতে আসিয়াছিলে, পূর্ণ যৌবনের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত জাতির চিন্তায় অর্পণ করিয়া গিয়াছ। এমন ভাবে জগন্মাতার পূজাই বা তোমার মত কয়জন করিতে পারে?

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেন সংস্থিতা"

চণ্ডী।

জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীর রাতুল চরণে তোমার এই রক্ত-জবার অঞ্জলি তোমার জাতিকে "বরেণ্যম্ ভার্গর" অমৃত আস্বাদনে পরিতৃপ্ত করিবে—তোমার ভবিষ্যৎ জাতি নিশ্চয়ই "আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি" (মাইকেল)।

যাও মহেন্দ্রনারায়ণ! তোমার জন্য শোক করিব না, এ তোমার মৃত্যু নয়, এ যে তোমার মহাযাত্রা; তুমি জীবনে তোমার জাতির জন্য অনেক করিয়াছ মরণেও তোমার জাতিকে মৃত্যুবিজয়মন্ত্র শিখাইয়া গেলে; আশীর্ব্বাদ ক'রো যেন তোমার জাতির প্রত্যেক সন্তান তোমার মত ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে—রাজর্ষি ক্ষত্রিয়গণের চিরাচরিত স্বধর্ম্মরক্ষায় তারা যেন সক্ষম হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী

মহানুভব বন্ধুবৎসল মহেন্দ্রনারায়ণ

নিমতিতা আজ হয়েছে আঁধার, নিভিয়া গিয়াছে তাহার আলো!
চির অস্তমিত পূর্ণ-সুধাকর, কিছুই যে আর লাগে না ভাল।
আনন্দের দীপ নিভাইয়া দিয়া কোন দেশে তুমি চলিয়া গেলে?
বন্ধুজনের নয়নানন্দ এমনি করিয়া যায় কি চ'লে?
এখনও তোমার কত কাজ বাকী, কত লোক ঐ চাহিয়া আছে,
উৎপীড়িত ও দুঃস্থ যাহারা, দাঁড়াইবে এসে কাহার কাছে?
সরল উদার দৃষ্টিতে কা'র ঝরিয়া পড়িবে সুধার ধার,
অমরার হাসি হবে প্রতিভাত জগতের মাঝে আননে কার?
তুমি নাই আর, ভাবিতে না পারি ভেঙ্গে পড়ে বুক বেদনা ভারে,
বিধাতার বিধি কেন যে এমন, এখানে তা আর শুধাই কারে?
বাঙ্গলার বুকে যত ছিল ভাল, সবি কেড়ে নিল কালের হাত,
কি দোষে বঙ্গ-জননীর বুকে করিতেছে বিধি অশনি পাত?
নিয়তি বলিয়া বুঝাইব মন, দেবে কি নিয়তি সুধুই দুখ?
দুঃস্থ আমরা, দীন আমরা, তাই কি দেবে না একটু সুখ?
কঠিনা নিয়তি! যে অমূল্যধন কেড়ে নিলে তুমি পাব না আর,
যতদিন ভবে রহিব বাঁচিয়া, কাঁদিবে পরাণ স্মরণে তাঁর।
বেশীদিন নয়—একটী বরষ পাইয়া যাঁহার প্রাণের দান,
বিয়োগে তাঁহার, বিদেশী আমরা—আমাদেরও ফেটে যেতেছে প্রাণ!
আপনার জন পুত্র-পরিবার, তাঁহাদের কথা ভাবিতে নারি,
দয়া করে দাও সহিতে ক্ষমতা, তুমি দয়াময় বেদনাহারি।
আত্মা তোমার চির-বিশ্রাম অমরায় গিয়া লভেছে আজ,
ত্রিদিব হইতে শান্তির বারি কর বর্ষণ স্বজন মাঝ।
তোমার বিয়োগ বেদনার ব্যথা ভুলিতে কাহারও ক্ষমতা নাই,
নিমতিতা ক'রে গিয়াছ আঁধার, শুধু সহিবার ক্ষমতা চাই।

'ব্যথিতা'

(জনৈকব্রাহ্মণউচ্চরাজ-
কর্ম্মচারীর সহধর্ম্মিণী)

মহাপ্রাণ মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের মহাপ্রস্থান

বরেন্দ্র কায়স্থকুলে মহেন্দ্র সমান
ছিলে হে মহেন্দ্র তুমি তেজস্বী মহান্।
তোমার উন্নত মন, বিশাল হৃদয়
কায়স্থ জাতির মাঝে শিক্ষনীয় হয়।
সাহসী নির্ভীক তুমি, মিথ্যা দেশাচার
করি' ত্যাগ, আত্মবোধে করিয়া গ্রহণ
ক্ষত্রজ্যোতিঃ উপবীত--লুপ্ত সদাচার—
দানিলে কায়স্থ-প্রাণে আশার কেতন।
কায়স্থ জাতির হিতে ছিলে তুমি রত,
বর্ষে বর্ষে অকাতরে অর্থব্যয় করি
স্বজাতি-কল্যাণ-তরে জাতি দুঃখস্মরি'
সাধিয়াছ মহাকাজ, কুলহিতব্রত !
পূর্ণ না হইতে সাধ, করিলে প্রয়াণ
অকালে—স্মরিয়া তোমা উদাস পরাণ॥

শ্রীগণপতি সরকার

মহেন্দ্রনারায়ণ-স্মৃতি-সভা

সভাস্থলে অশ্রু-প্রবাহ।

নিমতিতার স্বনামধন্য জমিদার ৺মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়ের অকাল বিয়োগে বিগত ১৫ই ফাল্গুন দোলপূর্ণিমা বাসরে অপরাহ্ন ৪টার সময় নিমতিতার হিন্দু নাট্যমন্দিরের উদ্যোগে উক্ত মন্দির-প্রাঙ্গনে সর্ব্বসাধারণের এক শোকপ্রকাশ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে অনুমান আট শত লোক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। এই দোল-পুর্ণিমার পুণ্যতিথি নিমতিতার একটা আনন্দ-মহোৎসবের দিন; বহু দূরস্থান হইতেও এই দিনে

এখানে বহু যাত্রী সমাগম হয়; বাজার-হাট-মেলা, যাত্রা-গান, থিয়েটার, আলোক-মালা কিছুরই অভাব থাকে না—প্রায় দশ বার দিন ধরিয়া অনাবিল আনন্দস্রোত নিমতিতার উপর বহিয়া যায় এবং অনুমান দশসহস্র দর্শক ও যাত্রী সমাগমে নিমতিতা মুখরিত হইয়া উঠে; শ্রীগোবিন্দ জীউর দোলোৎসব এ অঞ্চলের একটী বিরাট যজ্ঞ; সহস্র সহস্র দর্শক ও ভক্ত এ মহোৎসবে প্রতি বৎসর সানন্দে যোগদান করিয়া নৃত্য-গীতাদি দর্শন ও শ্রবণে এবং তৃপ্তি ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়েন।

এ আনন্দ-মহোৎসব তমসাচ্ছন্ন করিয়া নিমতিতার প্রাণ আজ নিমতিতা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। আনন্দ-কোলাহল নিস্তব্ধতায় পরিণত হইয়াছে—দেশ আজ অন্ধকার—শ্মশানের চিতাচুল্লীর ন্যায় যেন হাঁ হাঁ করিতেছে; কাহারও মুখে হাসি নাই—যেন কি এক গভীর বিষাদে সারা দেশটা ভরিয়া গিয়াছে। বুক ভরা বেদনা লইয়া আজ এতগুলি লোক তাদের বুকের বোঝা নামাইতে ও প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে আসিয়াছে।

যে রঙ্গমঞ্চে আজ আনন্দ অভিনয়ের দিন, সেই রঙ্গমঞ্চেই এ বিষাদ কালিমার বিয়োগান্ত দৃশ্য। রঙ্গমঞ্চের উপরে গোলক বৈকুণ্ঠের দৃশ্য; বহুমূল্য কার্পেটের উপর সিংহাসন—কারুকার্য্য খচিত সাচ্চা জরার কাজ করা বনাতের মছলন্দ ঢাকা; তদুপরি পুষ্পমাল্য ও লতাগুল্ম বিভূষিত ৺মহেন্দ্রনারায়ণের উজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তি, যেন মর্ত্ত্যজীবনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সেই আনন্দঘনময়ের রাজ্যে বিজয়ী বীরের মত বসিয়া আছেন।

দূর দূরান্তের উৎসব যাত্রিগণ আজ হা হুতাশ করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।

সভার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বর্ম্ম মজুমদার মহাশয় স্থানীয় 'গৌরসুন্দর-দ্বারিকানাথ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীপদ মিশ্র (গঙ্গোপাধ্যায়) বি, এ, মহাশয়ের নাম সভাপতিরূপে প্রস্তাব করিলেন; পণ্ডিত ও ভাবুক শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় প্রস্তাব সমর্থন করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি মহাশয় তাঁহার আসন গ্রহণ করিয়া তাঁর স্বলিখিত সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন—কিন্তু তাহা পড়িতে পড়িতে তাঁর অশ্রু প্রবাহ বহিতে লাগিল; কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল, অতি কষ্টেই তিনি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ সমাপ্ত করিতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার আহ্বানে একে একে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ

কাব্যতীর্থ, রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীশচন্দ্র সরকার, দাশরথি সেন গুপ্ত, নারায়ণ বন্দোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র নিয়োগী, যতীন্দ্রনাথ বর্ম্ম মজুমদার, গণেন্দ্র চট্টরাজ, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, দক্ষিণারঞ্জন মিশ্র প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ স্ব লিখিত প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ এবং বক্তৃতা করেন। সকলেই প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করিতে গিয়া বালকের মত ক্রন্দন করিতে থাকেন, আর সমাগত সেই বিপুল শ্রোতৃবৃন্দ অজস্র-অশ্রু বর্ষণ করিতে থাকেন; ইতর, ভদ্র, ধনী, নির্ধন, হিন্দু, মুসলমানগণের এমন সমবেত অশ্রুতর্পণ পাইতে বোধ হয় দেবতারাও বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। প্রথম প্রথম অনেকেই ক্রন্দন দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু একের পর আর একজন যখন তাঁহাদের মর্ম্মোচ্ছাস পরিপূরিত প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন, তখন ক্রমশঃই সকলের আত্মসংযমের শক্তি শিথিল হইয়া পড়িল। শেষে এই দমনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল; যখন দাশরথি বাবু তাঁর প্রবন্ধ পড়িতে লাগিলেন—ক্রমে এমন হইয়া পড়িল যে আর সভায় থাকিতে পারা যায় না, পলাইয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। এই সময়ে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় অতি কষ্টে তাঁর অশ্রুজল রুদ্ধ করিয়া ৺মহেন্দ্র বাবুর স্মৃতি-রক্ষার প্রস্তাব লইয়া উঠিলেন; তিনি গীতার শ্লোকাবলী সাহায্যে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের শোক অপনোদনে যত্নবান হইলেন। মহানুভব মহেন্দ্রনারায়ণ কি ভাবে এবং কিরূপ বীর সাধকের ন্যায় দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাহা অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করেন এবং পরমাগতি পাইতে হইলে যে ভাবে দেহত্যাগ করিতে হয়—মহেন্দ্রবাবুর সেই সমুদায় পূর্ণলক্ষণ দেহ মুক্ত হইবার সময় পর্য্যন্ত ছিল—তাহাও বর্ণনা করেন। পবিত্র গীতামৃতের বর্ণনাময়ী বক্তৃতায় সমাগত সকলের পূর্ব্বভাব দূরীভূত হইলে, তিনি স্মৃতি-রক্ষা-সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১ম প্রস্তাব। (ক) এই সভা, নিমতিতার বদান্যবর জনপ্রিয় জমিদার, শিল্পকলার প্রতিভাবান সাধক, বিবিধ সৎকর্ম্মের অধিনায়ক, পরোপকারী ও পরদুঃখকাতর মহাপ্রাণ, স্বদেশ-ভক্ত ও স্বজাতিবৎসল এবং নিমতিতা নাট্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক গোলকগত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মন্ চৌধুরী মহাশয়ের অমর আত্মার উদ্দেশ্যে অশেষ শ্রদ্ধা জানাইতেছেন এবং শান্তিময় পরমেশ্বরের নিকট তাঁহার আনন্দময় চির বিশ্রাম প্রার্থনা করিতেছেন।

(খ) এই সভা তাঁর সাধ্বী স্ত্রী, পুত্র ও পরিজনবর্গের এই আকস্মিক মর্ম্মান্তিক অভাবে আন্তরিক সমবেদনা শেষ করিরা সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন।

(গ) এই সভা উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি তাঁহার শোক সন্তপ্ত অনুজ ও তনুজগণকে জানাইতে সভাপতি মহাশয়ের উপর ভার অর্পণ করিতেছেন।

প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ-কালে সমবেত জনগণ দণ্ডায়মান হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন।

২য় ও ৩য় প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা ও অন্যান্য ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। তাঁহার পূর্ণাবয়ব (Life size) একটী তৈল চিত্র অঙ্কিত করা এবং তদর্থে অর্থ সংগ্রহের ভার শাখা-সমিতি গঠন করিয়া তাঁহাদের উপর অর্পিত হয়। সভাস্থলে অগ্নিহোত্রী মহাশয় এ ভাণ্ডারে কিছু অর্থ দান করায় সভাস্থলেই কিছু অর্থ সংগৃহীত হইল। নিমতিতার 'হিন্দু থিয়েটার'টীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "মহেন্দ্র-নারায়ণ-নাট্য-পরিষৎ" নাম-রাখা-সম্বন্ধে অগ্নিহোত্রী মহাশয় এক প্রস্তাব করেন; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বর্ম্মা মহাশয় উহা সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এ সম্বন্ধে থিয়েটার কমিটিকে অনুরোধ করিবার জন্য সভাপতি মহাশয়ের উপর ভার ন্যস্ত হইল।

রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীঅমৃতলাল সিংহ বর্ম্মা (প্রচার-পরিষৎ)

মহেন্দ্রনারায়ণ-স্মৃতি।

(শোকসভায় সভাপতির অভিভাষণ)

আজ আপনাদের এই অশুভ সম্মেলনে আমাকে সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইতে হইবে এই অপ্রীতিকর কল্পনা স্বপ্নেও কখন আমার মনে উদিত হয় নাই। নিমতিতা-জীবনে এই কঠোর কর্ত্তব্যানলে নিক্ষিপ্ত হইতে হইবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর, জীবনের অভাবনীয় দুর্ঘটনা। যতদিন শরীরে অস্থি-মাংস থাকিবে, ততদিন এই গুরুতর আঘাতের দারুণ বেদনার উপশম হইবে না। আমাদের এই জ্যেষ্ঠপ্রতিম অশেষগুণবিভূষিত, প্রজারঞ্জক, কায়স্থ-কুলতিলক, কলাবিদ্যা-বিশারদ, কর্ত্তব্যপরায়ণ জমিদার ভ্রাতার আকস্মিক অন্তর্দ্ধান এতদঞ্চলের ইন্দ্রপাত সদৃশ দুর্ঘটনা। অল্পদিনের মধ্যে বঙ্গ-জননী আশুতোষ, সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি কয়েকটী সুসন্তান হারাইলেন। তাঁহাদের শোকে তিনি মলিনা, দুস্থা।

তাঁহার এই দুর্দ্দিনে, আবার যে দিন তিনি যেটাকে বিসর্জ্জন দিলেন তাঁহার সন্তানটীর জীবন ও এই মহাত্মাগণের উচ্চ আদর্শেই গঠিত। তাঁহার প্রতিভা রশ্মিতে যে দিক্ আলোকিত হইয়াছিল সে দিক্ পুনরায় তিমিরাবৃত হইল। মহেন্দ্র বাবুর ন্যায় উদার, গুণবান্, স্পষ্টবাদী, সরল প্রকৃতিবিশিষ্ট জমিদার এদেশে অতি বিরল। তিনি এ দেশের গৌরব। তাঁর স্থান, তাঁর আসন, পুনরায় পূর্ণ হইবে কি না সন্দেহ। এই উজ্জ্বল রত্ন হারাইয়া তাঁহার ভ্রাতৃগত-প্রাণ অনুজ ও বংশধরগণ কি শোকে কালাতিপাত করিতেছেন তাহা কল্পনাতীত। এক সর্ব্বসন্তাপহারী শ্রীহরি ব্যতীত অপর কাহারও এই দুর্ব্বিসহ শোক-ভার অপনোদন করিবার সামর্থ্য নাই। এই মহাত্মার শোক-সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার যোগ্যতা ও হৃদয়-বল আমার কিছুমাত্র নাই। তথাপি আপনারা যে আমাকে এই কার্য্যে ব্রতী করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, ইহা কেবল মাত্র আপনাদের উদারতা। আমা' অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ, প্রবীণ, জ্ঞানী, ও যোগ্য ব্যক্তি এই সভায় অনেক উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের পরিবর্ত্তে আমার উপর এই গুরুভার ন্যস্ত করায় আমি নিজকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি এবং তজ্জন্য আমি আপনাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। যে স্বর্গীয় মহাত্মার শোকে আপনারা মুহ্যমান, মৃতপ্রায়-দেহে এই দারুণ শোকব্যথা হৃদয়ে বহন করিয়া, কঠোর কর্ত্তব্যের তাড়নে এই কয়দিন কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ পরিভ্রমণ করিতেছেন, সেই ব্যথায় ব্যথিত ভাগ্যহীনগণের মধ্যে মমাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তিরও যে একটু স্থান আছে, আপনাদের এই ধারণাই আমার এই শোকসন্তপ্ত চিত্তের কথঞ্চিৎ শান্তিব্যঞ্জক আশ্বাস। আপনাদের এই সম্মান, বিষণ্ণ হৃদয়-ক্ষেত্রের উপর সমবেদনাবারিদনিঃসৃত শান্তিবারিবর্ষণ, উষ্ণচিত্তভূমির তাপ-অপনোদক সুমেরু-প্রবাহিত সুশীতল বায়ু।

আজ আমরা এই বাসন্তী-পূর্ণিমার দিনে যে স্থানে সমবেত হইয়াছি তাহার প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার সেই প্রাণ হইতে প্রিয়তম সাধের নাট্যমন্দিরে আর কখনও অভিনয় দেখাইবেন না, এ কথা স্মরণ করিতেও হৃদয় কম্পিত হইতেছে। যেখানে প্রায় দীর্ঘ সার্দ্ধশতাব্দীব্যাপী নিরাবিল আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সেই আনন্দ-কানন আজ নিরানন্দময় হা-হুতাশ ধ্বনিতে উচ্ছ্বসিত। যে নন্দন-কানন এ সময়ে প্রত্যহ পবিত্র নৃত্য গীত ও আনন্দ-লহরীধ্বনিতে সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত, আজ তাহা মহেন্দ্র-বিরহে তাঁহার স্তব্ধ, স্পন্দবিহীন নির্ব্বাক্, নিশ্চল, অশ্রুজলসিক্ত শোক-সন্তপ্ত সহকর্ম্মিগণের শোক-কাননে পরিণত। এই দুর্ব্বিষহ শোক-ভার বহন করিয়া আপনারা পুনরায় যে এই কা

ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিবেন সে আশা খুব কম। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতীরে এই রঙ্গমঞ্চ সেই মহাপুরুষের যোগ-মঞ্চ ছিল। দীর্ঘ ত্রিংশ বর্ষের ঊর্দ্ধকাল তিনি এখানে কলাদেবীর যে সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফলে ইহা এখন তীর্থে পরিণত হইয়াছে। এই মহাতীর্থের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে তাঁহার মহাশক্তি নিহিত রহিয়াছে। যদিও তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে, যদিও আমরা স্থূল দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না, তথাপি,—তথাপিও তিনি সূক্ষ্ম শরীরে এই নাট্যমন্দিরের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে বিরাজ করিতেছেন। আপনাদের প্রত্যেকের হৃদয়-কন্দরে সূক্ষ্ম শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আপনাদের ব্যষ্টি শক্তি যে সেই মহাশক্তির অভাব মোচন করিতে পারিবে না তাহা কে বলিতে পারে? যদি আপনারা সমবেত চেষ্টায় তাঁহার এই মহান কীর্ত্তিস্তম্ভ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, তবেই আপনারা মানুষ বলিয়া গৌরব করিতে পারিবেন। তাহা হইলেই বুঝিব যে আপনারা তাঁহাকে প্রকৃত ভালবাসা পুষ্পাঞ্জলি দানে চিরদিন অর্চ্চনা করার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ক্ষুদ্র বিটপী কালে যেরূপে মহান্ বৃক্ষে পরিণত হয়, সেইরূপে এই ক্ষুদ্র পল্লীর ক্ষুদ্র থিয়েটার, অগণিত দৃশ্যাবলী, বিশাল রঙ্গভূমি বর্ত্তমান, এবং অতীতের অভিনেতৃ-শাখাপ্রশাখাসহ বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। এই মহীরুহের পুষ্প-সৌরভে কত দূর দূরান্তর হইতে শ্রোতৃভৃঙ্গ আকৃষ্ট হইয়া এই বাসন্তী পূর্ণিমার দিনে এখানে সমাগত হইয়া এই সামান্য পল্লীকে দেশবিশ্রুত করিয়াছে। এমন কি সুদূর ইংলণ্ডবাসিগণের মধ্যেও কেহ কেহ এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতার অভিনয়ের সুখ্যাতি শুনিয়াছেন, এ-কথা আমরা স্বয়ং মুর্শিদাবাদ জেলার মহামান্য বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট "এডি" সাহেব মহোদয়ের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় আশুতোষ চক্রবর্ত্তী এবং স্বনামধন্য ডাক্তার ৺মহিমচন্দ্র দাস যে বীজ বপন করিয়াছিলেন কিরূপে তাহা এই মহান্ অটবীতে পরিণত হইল, তাহার ইতিবৃত্ত হয়ত অনেকেই জানেন না, সুতরাং এস্থলে উহা উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করি, বোধ হয় ইহাতে আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না।

সে আজ অনেক দিনের কথা। হিন্দু থিয়েটারের শৈশব অবস্থা দর্শন করিয়াছেন এমন খুব কম লোকই এখন বিদ্যমান আছেন। প্রথম সভ্যগণের মধ্যে এখন এক-মাত্র ভাগ্যবান্ রাখালচন্দ্র দাস মহাশয়েরই মধ্যে মধ্যে অভিনয় দর্শন করিয়া থাকি। একে একে সকলেই অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু ইহার গৌরব-রবি অস্তমিত হয় নাই। মহিমান্বিত স্বর্গীয় মহেন্দ্র বাবুর পরিচালনে ইহা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত

হইয়াছে। এই খ্যাতনামা হিন্দু থিয়েটার প্রথমে স্বনামধন্য কায়স্থবংশ
স্বর্গায় ডাক্তার মহিমচন্দ্র দাসের এবং আশুতোষ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের
পরিশ্রমে ও উদ্যোগে ১২৯৮ সালে ক্ষুদ্রাকারে সূচনাপ্রাপ্ত হয়। নির্মা
জগতাই, অরঙ্গাবাদ, দহরপাহাড় প্রভৃতি গ্রামে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া থিয়েটা
যৎসামান্য সাজসরঞ্জাম ক্রয় করা হয়। সুপ্রসিদ্ধ জমীদার স্বর্গায় বাবু হরিকা
চৌধুরী মহাশয় ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সে সময় থিয়েটারের
পৃথক্ বাড়ী বা স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ছিল না। হিন্দু থিয়েটারের প্রথম অভি
রজনীতে গিরীশ বাবুর "নলদময়ন্তী" এবং পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ে
"সরোজিনী" নাটক অভিনীত হয়। সে বৎসর পরলোকগত মহাপ্রাণ বিশ্ব
অভিনেতা আমাদের মহেন্দ্র বাবু মাইনর পরীক্ষা দেন। দুই বৎসর পরে একখা
প্রহসন-নাট্যের ছোট ভূমিকায় তিনি রঙ্গমঞ্চে প্রথম অবতীর্ণ হয়েন। তাঁ
সেই 'তোতলার' অভিনয় এখনও অনেকের মানসপটে অঙ্কিত রহিয়াছে। তা
তাঁহার বয়স মাত্র ১৫ বৎসর। পঞ্চদশ বৎসরের বালক প্রথম চেষ্টায় এ
নগণ্য ভূমিকায় যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার ভবি
মহত্ত্বের বেশ আভাস পাওয়া গিয়াছিল। এই সময়ে মহিম বাবুর মৃত্যু হওয়া
"হিন্দু থিয়েটার" বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। ১৩০৪ সালে ম
বাবু স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে প্রকাশ্যে যোগদান করিয়া মৃতপ্রায় থিয়েটারের জীর্ণদেহে
সঞ্চার করেন। তারপর তিনি "সরলা" নাটকের বিধুভূষণের ভূমিকায় রঙ্গম
পুনর্ব্বার অবতীর্ণ হয়েন। বিধুভূষণের ভূমিকায় তিনি যে প্রতিষ্ঠা অর্
করিয়াছিলেন তাহা হইতেই বুঝা গিয়াছিল যে, এই মহাপুরুষ কালে বঙ্গদেশে
একজন প্রসিদ্ধ অভিনেতৃরূপে গণ্য হইবেন। পরে "নরমেধ যজ্ঞে" বশি
"বিল্বমঙ্গলে" বিল্বমঙ্গল, "চন্দ্রশেখরে" প্রতাপ, "হরিশ্চন্দ্রে" হরিশ্চ
"প্রতাপাদিত্যে" প্রতাপের ভূমিকায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার
চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইতে লাগিল।

হিন্দু থিয়েটারকে আদর্শ থিয়েটার গড়িয়া তুলিবেন, ইহা তাঁহার ঐকান্তি
ইচ্ছা ছিল। কিরূপে ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিবেন ইহাই ছিল তাঁহা
ধ্যান, জ্ঞান, জপ, তপ। অজস্র অর্থব্যয় করিয়া থিয়েটারের পোষাক-পরিচ্ছ
দৃশ্যপট ইত্যাদি যাবতীয় সাজসরঞ্জাম ক্রয় করিতে লাগিলেন। কলিকাতা
হইতে আনীত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিত্রকর-দ্বারা মনোমত দৃশ্যপট প্রস্তুত করি
লাগিলেন। মাসিক বেতনে একজন সুযোগ্য নৃত্যশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া নৃ

দার উন্নতি-বিধান করিলেন। ১৩০৪ সালে এই নাট্যমন্দিরের নির্ম্মাণ
হয় বটে; ইহার বর্ত্তমান আকার তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অজস্র অর্থ-
ব্যয়ের ফল। অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের মধ্য দিয়া ইহা বর্ত্তমান সুঠাম
প্রাপ্ত হইয়াছে। বৈদ্যুতিক আলোকের অভাবে দৃশ্যাবলী সম্যগ্‌রূপে
ফুটিয়া উঠে না বলিয়া আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া গৃহে
বৈদ্যুতিক যন্ত্র বসাইয়া সে অভাবও মোচন করিয়াছেন।

তিনি নাট্যকলার একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী
সর্ব্বোপরি প্রশংসনীয়। বক্তৃতা, নৃত্য, গীত, বাদ্য সমস্তই তিনি বিশেষ নৈপুণ্যের
সহিত শিক্ষা দিতেন। শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র সরকার
বর্ম্মা, যুধিষ্ঠির সরকার, চারুচন্দ্র সিংহ, বসন্তকুমার মজুমদার প্রভৃতি প্রথিত-
যশা অভিনেতৃগণ তাঁহার শিক্ষার পরিচয়-স্থল। এমন কি স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত
সতীশচন্দ্র ভাদুড়ী ও দাশরথি সেন গুপ্ত মহাশয়ও তাঁহার শিক্ষানৈপুণ্যের
বিশিষ্টতা দেখিয়া অনেক স্থলে তাঁহাদের নিজের মৌলিকত্ব বিসর্জ্জন দিয়া এই
আদর্শ শিক্ষকের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। নৃত্য-
গীত শিক্ষা দিতে গিয়া তিনি কখনও নৈতিক শিক্ষার প্রতি উদাসীন হন নাই।
অভিনয়-শিক্ষার ভিতর দিয়া তিনি শিষ্যদিগকে আদর্শ মানব করিয়া তুলিবার চেষ্টা
করিতেন। এইটাই তাঁহার শিক্ষা-মন্দিরের বিশেষত্ব। তাঁহার এই শিক্ষা-মন্দিরে
আপামর-ইতর-ভদ্র সকলেই প্রবেশ লাভ করিতে পারিত। তাঁহার আদর্শ
চরিত্র-প্রভাবে উন্নত হইয়া তাহারা অল্পদিনের মধ্যে দেশের মধ্যে গণ্যমান্য লোক
বলিয়া পরিগণিত হইত। তিনি সকলের সহিত সমান ভাবে মিশিতে বিন্দুমাত্র
দ্বিধা করিতেন না। এরূপ উদারতা অতি অল্প লোকের মধ্যেই দৃষ্ট হয়।

নাট্যকলা-বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অসাধারণ ছিল। তাঁহার এই জ্ঞান শিক্ষা-
লব্ধ নহে, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শিক্ষালব্ধ ছিল না বলিয়াই নাট্যকলার
কোন একটী নির্দ্দিষ্ট বিভাগে তাঁহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল না। সেই জন্যই
তাঁহার নাট্য-প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী। তিনি যে ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ
হইয়াছেন, সেই ভূমিকাতেই তাঁহার মৌলিকত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।
কলিকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যে সমস্ত নাটকগুলিতে প্রাণ দিতে পারে নাই,
তিনি সেই সমস্ত নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবকে পরিস্ফুট করিয়া শ্রোতৃবর্গের
তুষ্টিবিধান করত নিজের মৌলিকত্বের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। এবম্বিধ
নাটকের মধ্যে "বঙ্গে রাঠোর" "ভীষ্ম" "ইলাবন্ত" "আহেরিয়া" প্রভৃতি বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। তাঁহার অতুলনীয় অভিনয়চাতুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া নাট্যকলাবিশার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহা তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। এই তিন মহাত্মের সমবেত চেষ্টায় বর্ত্তমা নাট্য-জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

দৃশ্যকাব্যে কিরূপে রসের সঞ্চার করিতে হয়, তাহা তিনি বেশ ভালরূপে জানিতেন। বর্ত্তমান যুগের অন্যতমশ্রেষ্ঠ নাট্যকার পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসা বিদ্যাবিনোদ এম,এ, মহাশয় নাটকগুলির দৃশ্যকাব্যসম্পদ্ বৃদ্ধি করিবার জন্য তাঁহারই পরামর্শে নাটকগুলিকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতেন।

এই মহাত্মের জীবন-যবনিকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যজগতের একদি তিমিরাবৃত হইল! এইত গেল তাঁহার নাট্যজীবনের অদ্ভুত বিকাশ।

তাঁহার ন্যায় স্বজাতিবৎসল দেশপ্রেমিক লোক অতি বিরল। তিনি কায় জাতির উন্নতিকল্পে কত চেষ্টা, কত পরিশ্রম, কত অর্থব্যয় করিয়াছেন তাহা ইয়ত্তা নাই। কায়স্থ-জাতি ক্ষত্রিয়জাতির অন্তর্গত—ইহা তাঁহার হৃদয়ের চিরদি বদ্ধমূল ধারণা ছিল। এই জাতি যাহাতে ক্ষত্রিয়াচার প্রতিপালন করে তাহা জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। "জাতির লুপ্ত গৌরব উদ্ধা করিতে হইলে তীব্র প্রচার-কার্য্যের আবশ্যক, সভা-সমিতি-দ্বারা এই কা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না"—ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাই তি মহাত্মা অশোকের ন্যায় দেশে দেশে প্রচারক প্রেরণ করিয়া স্বজাতি-মা ক্ষত্রিয়াচার প্রবর্ত্তনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন এবং অজস্র অর্থব্য দ্বারা অগাধ শাস্ত্রবারিধি মন্থন করিয়া এ বিষয়ের অনেক অকাট্য প্রমাণ ও শাস্ত্র যুক্তি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিকই তাঁহার আকার-প্রকার, চাল-চল সমস্তই ক্ষত্রিয়োচিত ছিল। ঐতিহাসিক রাজপুতবীরের ন্যায় তিনি তেজ ও সাহসী ছিলেন। যখন তিনি জমিদারীর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন তখন সকলে সন্ত্রস্ত থাকিত। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন এই ছিল তাঁহার রাজনীতি তাই বলিয়া তিনি কখনও ন্যায়ের অমর্য্যাদা করেন নাই। অপরদিকে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁহার ন্যায় সাত্ত্বিক হিন্দু জমীদার অতি দৃষ্ট হয়। তিনি জীবনে কোন মাদক দ্রব্য সেবন বা পান করেন নাই। তাঁহার জীবন-দীপ অকস্মাৎ নির্ব্বাপিত হওয়ায় দেশের, বিশেষতঃ কায়স্থ-জাতি কি ক্ষতি হইল তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত।

শ্রীকালীপদ মিশ্র (গঙ্গোপাধ্যা

স্বর্গীয় মহেন্দ্রনারায়ণের পরলোকগমনে তাঁহার স্মৃতিসভায় এই সকল শোক-প্রকাশক উচ্ছ্বাস পঠিত ও বিতরিত হয়।

আচার্য্য ৺মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের পরলোক-গমনে

স্মৃতি-তর্পণ

গৌরব-রবি হ'য়েছে অস্ত, ঘিরিতেছে এবে আঁধার ঘোর।
'নিমতিতা' আজি হ'য়েছে শ্মশান, আঁধারে বহিছে অশ্রুলোর॥

হিন্দু নাট্যমন্দির! আজ তোমার প্রতিষ্ঠাতা ও একনিষ্ঠ সেবককে হারাইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে তুমি যে কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছ তাহা তোমার এই হতভাগ্য সাধকেরা যদিও দেখিতে পাইতেছে না, তথাপি তাহাদের অশ্রুসিক্ত অন্তরের হাহাকার ধ্বনির সঙ্গে তোমারও অন্তরের হাহাকার মিশিয়া আজ এক প্রবল অশ্রু-বন্যার সৃষ্টি করিয়াছে। তোমার এ শোকাশ্রু মুছাইবার শক্তি আমাদের নাই। আজ এই বসন্তোৎসবে তোমার একনিষ্ঠ সাধক তোমার ক্রোড়ে কত আনন্দে, কত নৃত্যে, কত সঙ্গীতে, কত ছন্দে তোমার অন্তরকে আনন্দমুখর করিয়া তুলিত; আর তুমিও ভক্তের সেবায় কত না আনন্দিত হইয়া তোমার অন্তর-বাহিরকে আনন্দচ্ছটায় উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে। তোমার সেই প্রাণতুল্য সাধকের তিরোধানে আজ তুমি ম্রিয়মাণ, তোমার চতুর্দ্দিক্ শোকান্ধকারে সমাচ্ছন্ন, আর তাহার মধ্যে তুমি একমাত্র প্রিয়তম পুত্রহারা মাতার ন্যায় বসিয়া হাহাকার করিতেছ। কাঁদ মা, সন্তান-বিয়োগ-বিধুরা বাণী-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রীদেবী—কাঁদ। তোমাকে তেমন করিয়া অন্তরের সহিত পূজা করিতে, তেমন করিয়া কায়মনোবাক্যে সেবা করিতে, তেমন প্রাণের অধিক যত্ন করিতে, তেমন বিচিত্র ভূষণে সাজাইতে আর কার সাধ্য আছে মা? তাঁহার মত প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতে আর কেহ শিখে নাই, তাঁহার মত শয়নে স্বপনে আর কেহ তোমার কথা ভাবিবে না। মৃত্যু-শয্যায় শুইয়াও যিনি তোমার ভাবনায় ব্যাকুল ছিলেন, তোমার সেই একনিষ্ঠ সেবক আজ আর নাই। তোমার এই শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না, কারণ আমরাও তোমারই মত শোকাচ্ছন্ন, আমরাও যে পিতৃতুল্য গুরুকে চিরদিনের জন্য হারাইয়াছি। কে আর আমাদিগকে তোমার পূজার মন্ত্র শিখাইবে?—যে সুরে, যে লয়ে তোমার মহিমাকে বিকশিত করিয়া শত সহস্রের অন্তর আনন্দধারায় প্লাবিত করিয়া গিয়াছে, সে সুরলয়ের গোপন ঝঙ্কার আর কে আমাদের প্রাণে সঞ্চার করিয়া

দিবে ? আমরা ত কেহই সে সঞ্জীবন মন্ত্র শিখি নাই। এ কি দারুণ সমস্যা ফেলিলে, গুরুদেব ? তোমার প্রতিষ্ঠিতা দেবী আজ যে তাঁহার প্রিয়তম অঙ্গে পুষ্পাঞ্জলি-অভাবে দীনা, মলিনা, অশ্রুসিক্তা ! কাঁদ মা হিন্দুথিয়েটারের অধিষ্ঠাত্রী দেবি, কাঁদ !

হায় গুরুদেব ! আমাদিগকে বাণীর পূজারী করিবার জন্য তুমি দীর্ঘ উনত্রিংশ বৎসর কাল ধরিয়া কত না যত্ন, কত না চেষ্টা, কত না পরিশ্রম করিয়াছ ! রোগ-শোক, জ্বালা-যন্ত্রণা সকল ভুলিয়া প্রতি সন্ধ্যায় তুমি তোমার প্রতিষ্ঠিত বাণী-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া তোমার শিষ্যগণকে দীক্ষা দিতে কার্পণ্য কর নাই। কিন্তু আমরা এমনি হতভাগ্য, তোমার সে দীক্ষামন্ত্রের অন্তর্নিহিত সুরশক্তিকে হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিয়া শুধু অনুকরণ করিয়াই গিয়াছি। তুমি ছিলে সিদ্ধ সাধক; তাই শিষ্যগণের এই অক্ষমতা বুঝিতে পারিয়াই যেন দেহত্যাগের কুড়িদিন পূর্ব্বেও দুঃখ করিয়াছ—"আমার শিষ্যদের মধ্যে এমন কেহ হইল না যে, আমার অভাবে ইহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে।" তখনও বুঝিতে পারি নাই যে, তুমি আমাদিগকে ফেলিয়া এত শীঘ্র চলিয়া যাইবে বলিয়াই অন্তরের এই দুঃখ আমাদিগকে জানাইতেছ।

তুমি ত চলিয়া গেলে গুরুদেব ! যাও। আমরা যখন তোমাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না, পারিব না ; তখন যে অব্যক্ত শক্তির প্রভাবে এখানে আসিয়াছিলে, আবার তাহারই আহ্বানে সেখানে যাইবে বই কি ! তাহার জন্য আমাদের দুঃখ করা, শোক করা বৃথা। তবে যতদিন আমরা তোমার ইচ্ছামত তোমার প্রতিষ্ঠিতা দেবীর অর্চ্চনা করিতে সমর্থ না হই, ততদিন আমাদের ও তোমার প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-থিয়েটারের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর এ অশ্রু মোচন হইবে না। উপযুক্ত শিষ্যের হাতে বাণী-মাতার অর্চ্চনাভার সমর্পণ করিয়া শান্তিতে যাইবে ভাবিয়াছিলে ; আমরা অযোগ্য, তাই যাবার সময় তোমাকে সে শান্তি দিতে পারিলাম না। আজ, হে স্বর্গগত গুরুদেব ! আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার উত্তরাধিকারিগণের সঙ্গে তোমার এই অযোগ্য শিষ্যবর্গ তোমার ঈপ্সিত মাতৃ-পূজায় সিদ্ধকাম হয়।

গুরু ! পিতা ! আমিও তোমার একজন অধম শিষ্য, সন্তান ! এই অধমের উপর তোমার স্নেহ, দয়া, ভালবাসা যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল, তাহা আর সকলে না জানিলেও আমি জানি। বাহিরে যদিও তুমি তাহা কাহাকেও জানাও নাই, এমন কি আমাকেও তাহা বুঝিতে দিতে চাও নাই, তথাপি তোমার

সেই করুণা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি। তোমার স্নেহ-সুধা অজস্র পান করিয়াছি, এত পানেও আমার তৃপ্তি হয় নাই। তাই আজ যুক্তকরে প্রার্থনা করি, হে জ্ঞানদাতা গুরু, পিতা, এখনও যেন তোমার সেই আশীর্ব্বাদ এ দীন শিষ্যের মস্তকে অবিরল বর্ষিত হয়, আর তোমার প্রাণের আরাধ্যা বাণীদেবীর অর্চ্চনায় এ শিষ্য যেন চির-অচঞ্চল থাকে। শেষে, আজ তোমাকে কি দিয়া পূজা করিব, গুরুদেব, এ অধমের এমন কোন-যোগ্য উপচার নাই যাহা দিয়া তোমার মত গুরুর অর্চ্চনা করিতে পারি। আছে শুধু ভক্তি-অশ্রু ! আজ এই শ্রাদ্ধ-বাসরে তাহাই দুই বিন্দু গ্রহণ কর।

ভাগ্যহীন শিষ্য—
শ্রীশ্রীশচন্দ্র সরকার।

পরম স্নেহময় স্বর্গীয় মহাত্মা মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের শোক-সভায়

মর্ম্মোচ্ছ্বাস

আজ শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেবের দোলযাত্রা। নিমতিতার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আনন্দ-মহোৎসব ! পূজা-উৎসব-নৃত্য-গীত-মুখরিত এ আনন্দভবন নিরানন্দে পরিণত করিয়া—পিতা ! গুরু ! আজ তুমি কোথায় ? আজ যে তোমার বড় সাধের—বড় আনন্দের দিন ;—সারা বৎসর উৎসুক হৃদয়ে তুমি যে এই দোল-পূর্ণিমার প্রতীক্ষা করিতে। বর্ষসঞ্চিতসঙ্কল্প লইয়া আজ যে তোমার এ রঙ্গমঞ্চে নব নব ভাব সঞ্চারিত করিবার অভিনয়-রজনী ! কিন্তু কৈ, তোমার আনন্দোদ্ভাসিত শ্রীমুখ হইতে হতাশে-আশ্বাস, অবসাদে-উৎসাহ, গম্ভীর আদেশ-ঝঙ্কার আজ তো আর শুনিতে পাইতেছি না। অতিথি, অভ্যাগত, দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করিতে সে বিরাট্ অভ্যর্থনার আয়োজন শান্তি-শৃঙ্খলার সুবন্দোবস্ত লইয়া আজ তো তোমায় ব্যস্ত দেখিতেছি না। সে প্রাণভরা আশা, বুকভরা সাহস সহসা কোথায় লুকাইয়া গেল ! তোমার চির-সাধের, বহু আদরের হিন্দু রঙ্গমঞ্চকে নব নব ভাব-বৈশিষ্ট্যে অনুপ্রাণিত করিয়া সাজসজ্জা ও আলোক-মালায় অলোকার সৌন্দর্য্য দেখাইতে। আজ তোমার সেই সাধের রঙ্গমঞ্চকে কি গভীর শোকান্ধকারে ডুবাইয়া গিয়াছ, তাহা কি একবারও ভাবিতেছ না ?

দোলযাত্রা উপলক্ষে অভিনয় দেখাইবে বলিয়া শেষ দিন পর্য্যন্ত তুমি যে কত ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করিয়া গিয়াছ;—অন্তিম শয্যায় শুইয়াও তোমার অভিনয়-ভূমিকার বেশভূষা প্রস্তুত রাখিবার জন্য আমাকে যে কত উপদেশ দিয়াছ! তোমার আদেশ ও আশ্বাস-বাণীতে উৎসাহিত হইয়া আমি যে তোমার সমস্ত বেশভূষা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। বলিয়া দাও দেব! তাহার কি ব্যবস্থা করিব? এই হৃদয়-বিদারক বিয়োগান্ত অভিনয় দেখাইবে বলিয়াই কি এত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলে?

বর্ষে বর্ষে নূতন ভূমিকার অভিনয়-প্রতিভায় যাঁহাদের মুগ্ধ-চমৎকৃত করিতে, তাঁহারা যে তোমার কলা-সৌন্দর্য্য দেখিতে দূর—বহুদূর হইতে আসিয়াছেন। বলিয়া দাও, কি বলিয়া তাঁহাদের সম্মুখীন হইব? তুমি ত আমাদের কখন ফাঁকি দাও নাই, তবে কেন আজ নিদয় হইয়া ফাঁকি দিয়া গেলে? আমরা বহুবার তোমার চরণে অসংখ্য অপরাধ করিয়াছি; কখনও এরূপ কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা কর নাই। আমাদিগকে সন্তপ্ত বিপদ্গ্রস্ত দেখিলে তুমি যে হৃদয়ে ব্যথা পাইতে, চিরদিনই ত করুণা-মন্দাকিনী পবিত্র ধারায় আমাদের সকল অপরাধ ধুইয়া মুছিয়া তোমার স্নেহময় ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছ, শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছ। আজ কেন এমন করিলে! আমাদের কোন্ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে কঠোর নির্ম্মম শাস্তির ব্যবস্থা করিলে? এ নিদারুণ জ্বালা যে আর সহ্য করিতে পারি না পিতা!

সমগ্র বৎসরের মধ্যে অল্প দিনের জন্যও তুমি আমাকে দৃষ্টির অন্তরাল করিতে না। যখন যেখানে গিয়াছ আমায় সঙ্গে লইয়াছ। আজ কেন আমাকে ফেলিয়ে গেলে। আমার অন্তরের কথা তুমি সমস্তই বুঝিতে পারিতে। ত্রিদিব হইতে আমার অন্তরের প্রার্থনা সমস্তই বুঝিতে পারিতেছ;—তোমার অভাব—তোমার অদর্শন আমায় যে কি ভাবে ব্যথিত করিতেছে, তুমি কি বুঝিতেছ না? করুণাময়, আমার সকরুণ প্রার্থনা কি তুমি শুনিতে পাইতেছ না? সেই চিরহাস্যোজ্জ্বল করুণার দৃষ্টিতে আমার সকল জ্বালা, সকল অশান্তির অবসান করিয়া তোমার পবিত্র শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দান কর;—আমার সকল জ্বালার বিরাম করিয়া দাও।

হতভাগ্য—

দাশরথি।

অশেষগুণালঙ্কৃতভূস্বামি মহেন্দ্রনারায়ণ চতুর্ধুরীণ-
মহোদয়স্য পরলোকগমনে

শোকোচ্ছ্বাসঃ

ত্রাণায়ার্ত্তনৃণাং জয়ায় জগতাং সম্পত্তয়ে প্রার্থিনাং
সম্মানায় সতাং হিতায় মহতাং জীবায় চাস্মাদৃশাম্।
শাস্ত্যৈ দর্পবতাং মুদে রসবতামাসীদ্ য আসংস্থতেঃ
হা হা দৈব কথং ত্বয়া স নৃমণির্নীতঃ কথাশেষতাম্॥
বিদ্বন্মানসমানসপ্রচরণেঽভ্যস্তস্বভাবো মহান্
দাক্ষিণ্যোদকসেচনৈ রহরহ র্লোকদ্রুমান্ বর্দ্ধয়ন্।
দুঃস্থানাং প্রতিপালকো গুণনিধিরাসীদ্ য আসংস্থতেঃ
হা হা দৈব কথং ত্বয়া স নৃমণির্নীতঃ কথাশেষতাম্॥
শ্রীনারায়ণ পাদপদ্ম মধুকোন্মত্তো মনোভৃঙ্গকো
যস্যাসীচ্চ তথা প্রিয়ে গুণিগণে ধীরে রতঃ সর্ব্বদা।
যং প্রাপ্যাখিললোককান্তগুণকং লক্ষ্মীঃ কৃতার্থা পতিং
হা হা দৈব কথং ত্বয়া স নৃমণির্নীতঃ কথাশেষতাম্॥
বিদ্যাজ্ঞানদয়াপরোপকৃতয়ো মুগ্ধা গুণা যং শ্রিতাঃ
শোভন্তে নিতরাং জগদ্ধিতকরা ইন্দুং যথা চন্দ্রিকাঃ।
যং দৃষ্ট্বা বিগতজ্বরা জনগণা আশান্বিতা ভূতলে
হা হা দৈব কথং ত্বয়া স নৃমণির্নীতঃ কথাশেষতাম্॥
হে সৌজন্যযশঃপয়োধিপরিপূর্ণাজদ্যুতে প্রেমধে
হে লক্ষ্মীকরপঙ্কজার্চ্চিততনূদ্দীপ্তত্রিলোকীমুখ।
হে তাবন্মনুজন্মমানস মহামোহান্ধকারাপহ
দেশোঽয়ং ত্বদৃতেঽদ্য কীদৃশগতিং প্রাপ্তঃ সকৃদ্ দৃশ্যতাম্॥
ধীমন্ যদ্যপি স্বৈর্গুণৈঃ সুরগতিঃ প্রাপ্তা ত্বয়া নিশ্চিতং
আবৃত্তি র্নভবেচ্চ যদ্যপি তবাসারেঽত্র ভো ভূতলে।
যাচে তে সততং তথাপি ভগবন্নারায়ণস্যান্তিকে
ভূয়ান্নিত্যসুখাস্পদং সুমধুরং তদ্ধাম শান্তং চিরম্॥

শ্রীদেবকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণঃ॥

অশ্রুধারা

"ঘোরেঽস্মিন্ ভবকাননে নিজকথামুৎসৃজ্য স্নেহাচ্চিরং
ভ্রামং ভ্রামমনুক্ষণং ননু পিতঃ! ক্লান্তোঽসি চেত্ত্বংভৃশং।
সর্ব্বানর্থবিনাশকে সুখকরে তাপান্তিকে তর্হিভোঃ
শ্রীরাধাবল্লভ-পাদ-পল্লব-তলে বিশ্রান্তিমালম্বতাম্॥"

মঙ্গলবার! এ কি মঙ্গল তুমি আনিলে বহিয়া শিরে,
প্লাবিলে শান্তি-আরাম-কুঞ্জ বজ্র-বেদনা-নীরে।
প্রলয়ঝঞ্ঝা, মূর্ত্তিরুদ্র, তুমি ওগো মহা-অশনি;
ভীষণ ঈশান, চণ্ড, চক্র, ভৈরব শূলপাণি;
ভাগ্য-নীলিম-সুখ-রাকা-রাহু মহাকাল নৃশংস,
শ্মশান-শিখা-দীপ্ত-মুকুট, মন্থন-বিষ-ধ্বংস।
হায়! হায়! কোথা হইতে আসিলে প্রলয়-কৃশানু-তাণ্ডব,
সুখ-কোলাহল-মুখর কানন করিলে ভীষণ খাণ্ডব।
শান্তি-সোহাগ-মত্ত-তটিনী উজলিয়া দুটী তীরে,
গম্ভীর-গুরু-বেদনা-শৈল হানিলে হিয়ার 'পরে।
মুখরিত-উভ-সুখনীর-তীর আজি যে নীরব স্তব্ধ,
তটিনী-সোহাগ-ধন্য-মকর-মীন অসীম ক্ষুব্ধ।
রজত-শুভ্র-কৌমুদী-হাসি-নিশির শিশির বুকে
দিবস-দীপ্ত-সূর্য্য-কিরণে আজি রে শুষ্ক দুখে।
দেবদূত! তব হয়েছে পূর্ণ হৃদয়-বাসনারাজি
মানব-মঙ্গল নহ,—দেবতার, বুঝিনু মরমে আজি।
বাসব-আসন অমরার বুকে হয়েছিল বুঝি শূন্য,
নিখিল বিশ্বে ভ্রম' তাই দূত! সে নিধি করিতে পূর্ণ।
তিক্ত নিম্ব নিম-তিতা মাঝে রেখেছিনু মোরা গোপনে
'মহেন্দ্র' মহিম অমরা-রতন মর-নন্দন উপবনে।
সফল সকল, মঙ্গল! তব দেবতার তরে যত্ন;
হতাশ প্রয়াস শেষ হ'লো আজ লভিয়া অমরা-রত্ন।

ভাবি নাই যাহা নিম-তিতা, তাই, হইল আজি রে তিক্ত,
অধিবাসী আজ কাঙ্গাল দুর্ব্বল প্রাণহীন দীন রিক্ত।
ঐ দেখ দূত! পুষ্পকরথ ছুটিতেছে যেই ঘর্ঘর,
ঝর ঝর হেথা নয়ন-আসার, মর্ম্ম কাঁপিছে থর থর।
নয়নের আলো নিবে গেল হায়! প্রাণহীন দেশবাসী,
সুখ-কলরব-ফুল্ল-কুসুম-ম্লান-সুষমা-রাশি।
পিতঃ! কোথা যাও কোন্ দেশপানে আরোহি' পুষ্পকরথে।
হায় স্নেহময়! কি সুখ লভিবে মর্ম্ম-বিছান' পথে?
কাঁদে যদি হেথা আশ্রিত দীন নাম ধরি তোমা উচ্চে,
সুখ-কণা তাহে লভিবে কি, তুমি অমরা-আসন তুচ্ছে?
হেথা যদি ঝরে নয়নের নীর যাতনা-গহন-ভাগ্যে,
অনাহত তাহে রহিবে কি তাত! ত্রিদিব-দেবতা-ভোগ্যে?
পল্লী-জননী-বেদনা-দৈন্য বেজেছিল তব বক্ষে,
জাগরণ-রেখা এনেছিল তাই সকল বিকল চক্ষে।
বেসেছিল ভাল মরমে মরমে আপন জন্ম-ধাত্রী,
সাকার দেবতা বুঝেছিলে তাই গৌরব-সুখ-পাত্রী।
দেশ-মাতা-দেহে দিয়েছিলে প্রাণ হৃদয়ে অসীম আশা,
ভাই ভাই বুকে দিয়েছিলে প্রীতি স্বরগের ভালবাসা।
গৌরব-রবি! দীনের পালক! স্বদেশ-স্বজাতি-প্রাণ,
আজি যে আকাশ-বাতাসে কাঁদিয়া উঠিছে বিষাদ-গান।
অস্তাচল-বুকে পড়িলে ঢলিয়া গৌরব-সুখ-সূর্য্য!
আলেয়ার আলো হইল আঁধার গরজে বিষাদ-তূর্য্য
বল স্নেহাধার, কে আর রাখিবে স্বদেশ-স্বজাতি-গৌরব?
মানব-মধুপ ছুটিবে কি আর মুগ্ধ-এদেশ-সৌরভ?
মণিহারা-ফণী, সুষমা-বিহীন ম্লান-কুসুম-মালা
কার সুখতরে হবে স্নেহময়, হৃদয়ে শুধুই জ্বালা!
রঙ্গালয় তব রাখিলে পিছনে কীর্ত্তি-অরুণস্তম্ভ,
মুগ্ধ-মানব-চিত্ত-মাঝারে বিষ-স্মৃতি উপালম্ভ!
পারি না হেরিতে নটরাজ আর সব আজ বিভীষিকা,
অভিনয় শেষ, সুখ-অবসান, চারিদিকে যবনিকা।

ঐ কাঁদে তব শিষ্যনিচয়, ঐ কাঁদে দেখ রঙ্গালয়,
দৈন্য-দগ্ধ-হতাশ-পরাণ কে আর করিবে হাস্যময় ?
শিক্ষা-দীক্ষা কে দিবে তাদের উপদেশ শুভ-মন্ত্রণা,
ভক্ত-শিষ্য-সনে নটগুরু, হায় হায় কেন বঞ্চনা ?
বালক পরাণ-মর্ম্ম দহিছে মলিন বিমল-আস্য,
বৎসল, বল অধরে তাদের কে আনিবে সুখ-হাস্য ?
লক্ষ্মণ-সম অনুজে তোমার দিয়ে গেলে কোন মন্ত্রী ?
সুখ-সপ্তস্বরা-পরিজন তব হারায়েছে রাগ-তন্ত্রী।
শান্তনু-সুত-লীলা-অভিনয় করেছিলে নট-মঞ্চে
শক্তি কাহার সেই সুখ হ'তে এখনো শ্রবণে বঞ্চে ?
অভিনয় করি, সেই দিন বুঝি পাও নাই নিজে তৃপ্তি,
অভিনয়-গুরু, তাই বুঝি পুনঃ ভীষ্ম-প্রকট-মূর্ত্তি।
মৃত্যুবিজয়ি, কাটি মায়াডোর বাসুদেব করি অগ্রে,
ঢলিয়া পড়িলে বিকচ কুসুম ! চরণে তাহারি ব্যগ্রে
দ্বারকানাথ-প্রাণারামধন ! গৌরব-গুরু, আজ
ভীষ্মের লীলা করিলে পূর্ণ অভিনয়-নট-রাজ।
ফাল্গুনী-সম কে তব শিষ্য ভোগবতী আনি মর্ত্ত্যে
বল স্নেহনিধি, আনিবে তৃপ্তি মহিম সাধনা-সত্রে ?
বলে যাও পিতঃ ! কে দিবে সাহস শিষ্য-বিকল-বক্ষে,
উদ্যম-প্রীতি-প্রণয়-আলোকে কে বল দেখাবে লক্ষ্যে ?
এস পিতঃ, আর ডাকিব না পিছে, ডাকিব না মররাজ্যে
যাচি শুধু তব স্নেহের পরশ সতত মরত-কার্য্যে।
যেথা তুমি হায় ! আনিলে চকিতে বিষাদ-সন্ধ্যাভাতি,
জ্ঞান-প্রভাত-প্রতিভা জাগুক রাধানাথ করি সাথী।
শক্তি দাও তব ভক্তের প্রাণে রাখিতে অসীম কীর্ত্তি,
সাধনা-সাহস দাও প্রতিহৃদে, কর্ম্ম-বিমল স্ফূর্ত্তি ;
হে অমর ! পিতঃ ! স্নেহময় ! দেব ! সান্ত্বনা দানি' সর্ব্বে,
কালিম-ক্লান্তি-অবসাদ নাশ' জাগাও সেবকে গর্ব্বে।

স্নেহপুষ্ট
শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী।

শোকাশ্রু

সমাগত ভদ্রমহোদয় ভ্রাতৃবৃন্দ,

আজ আপনাদিগকে কি জানাইব ? আমাদের এই করুণ কাহিনী এ মর্ম্মরুদ্ধ বেদনা জানাইতে পারে ভাষায় সে সামর্থ্য নাই ; তবে আজ আমরা সকলেই সমবেদনার ভাগী, তাই একান্ত বিশ্বাস ভাষার শক্তি এক্ষেত্রে প্রতিহত হইলেও আমাদের প্রাণের আর্ত্তনাদ, হৃদয়ের ছিন্নতন্ত্রীর করুণসুর আপনাদের ব্যথিত হৃদয় বিচলিত করিবে, সেখানে স্থান পাইবেই।

প্রতি বৎসর এই দিনে এই স্থানে আপনারা কৃপা করিয়া সমবেত হন, কিন্তু এ অবস্থায় এ উদ্দেশ্যে নয়। প্রতি বৎসরে আনন্দোচ্ছ্বাসিত সুখ-কোলাহল-মুখরিত রঙ্গমঞ্চসম্মুখে নাট্যকলাপিপাসু হাস্য-রঙ্গ-রসময় আপনাদিগকে আমরা কত না আনন্দে, কত না সুখে, কত না আবেগে অভ্যর্থনা করিয়া ধন্য হইয়াছি, আমাদের প্রাণঢালা যত্নের আশাময় অভিনয় দর্শন করাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। কিন্তু আজ আমরা আপনাদিগকে অভ্যর্থনা করিব কেমন করিয়া ? কোন্ উপচারে ? যেখানে একদিন অমরার আনন্দমন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইয়া সকলকে তৃপ্ত করিত, যে স্থানে নন্দন-কাননের মধুময় মলয়-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া অশান্ত প্রাণ শান্ত করিত, বাল-বৃদ্ধ-যুবকের প্রাণ, জননী-জাতির প্রাণ আনন্দে অধীর করিয়া তুলিত, হায় ! হায় ! সুধীবৃন্দ, সে স্থান আজ শ্মশান, সেই পীযূষপ্রবাহিনী আজ মরীচিকা, হায় ! বিধি, আমরা আজ শ্মশানের রক্ষিমাত্র,—প্রাণে আনন্দ নাই—হৃদয়ে আশা নাই। কর্ম্মে উৎসাহ নাই, উদ্যম নাই, আছে শুধু হাহাকার, মাথার উপর বিধাতার তিরস্কার, আছে শুধু চোখের জল, বুকে ব্যথা। হে মহামহিম অতিথিবর্গ ! ইহাই আজ আপনারা এক অঞ্জলি গ্রহণ করুন।

যেস্থানে ছুটিয়া আসিয়া অতৃপ্ত প্রাণ তৃপ্ত করিতাম, যাহার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম, আমাদের আদরের সেই রঙ্গালয়, সেই নিমতিতা হিন্দু থিয়েটার বাণীমন্দির আজ অন্ধকার করিয়া তাহার একনিষ্ঠ সেবক, প্রতিষ্ঠাতা, শয়নে স্বপনে শুভানুধ্যায়ী, আমাদের নটগুরু, চালক, পালক, আমাদের আশা ভরসা, আমাদের মূর্ত্ত উৎসাহ উদ্যম, আমাদের নর-দেবতা মহাত্মা মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় আর ইহ জগতে নাই। ষট্‌চত্বারিংশবর্ষব্যাপী জীবন-

নাটকের অভিনেতা আজ মর-জগতের অভিনয়ে যবনিকা নিক্ষেপ করিয়া অম অধিবাসী।

আজ আমরা কি অমূল্য রত্ন হারাইলাম, কি স্বর্গীয় দান জাহ্নবীতটে ভস্মীভূ করিয়া আসিলাম, তাহা কেমন করিয়া জানাইব?—কোন্ মুখে? ঐ দেখুন দীন জন্মভূমি আজ তাঁহার হৃদয়সর্ব্বস্ব পুত্ররত্ন বিসর্জ্জন দিয়া গভীর শোকাকুল। যিনি দরিদ্র পল্লীমাতার দুঃখ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া জননীকে 'কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা'-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধা করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, যে মহাত্মা স্ব গৌরব-মহিম-অরুণ-রাগে পল্লীমাতার ললাট রঞ্জিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলে যিনি দেশ-গৌরবমধুপানে দর্শক-মধুপকুলকে উন্মুখী করিয়াছিলেন, আজ তিনি সেই পুরুষসিংহ, সেই কর্ম্মিপ্রধান আর ইহ জগতে নাই। যে পুরোহিত মিলন মন্ত্রে বালক নাই, বৃদ্ধ নাই, দীন নাই, ধনী নাই, শিক্ষিত নাই, অশিক্ষিত নাই- সকলকেই এক রঙ্গমঞ্চ-যজ্ঞবেদীতে আপনার করিয়া সকল অভিমান অত ডুবাইয়া একত্র করিয়াছিলেন, অতুল রাজৈশ্বর্য্য-শিখরে অবস্থান করিয়াও দেশপ্রাণ, আর্ত্ত-দীন-দুঃখীর মর্ম্ম-বেদনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন, সে বন্ধু, সেই সুহৃদ্, সেই বৎসল হইতে আজ আমরা বঞ্চিত।

হায়! বিধাতঃ, দেশের শ্রেষ্ঠ রত্নটি আজ গ্রহণ করিলে, দেশবাসীকে আ প্রাণহীন, মেরুদণ্ডবিহীন করিলে—নির্দ্দয়! সুহৃদবৃন্দ, আজ আমরা যে বন্ধুর বিয়োগজনিত দুঃখে ব্যথিত হইয়াছি তাহা নহে, রঙ্গভূমির শোকসন্ত হৃদয় দেখিয়াই কাতর নহি। আমরা কি অমূল্য রত্ন হারাইলাম? ঐ দেখু দেশমাতার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া কি উত্তপ্ত দীর্ঘ-নিঃশ্বাস আজ আকাশ-বাতাস করিয়া প্রত্যেক অধিবাসীর প্রাণ সন্তপ্ত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে! ঐ প্র হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখুন আজ সেখানে কি এক অভাব, কি এ অপূর্ণতা বিরাজ করিতে বসিয়াছে। যে বন্ধু আজ হারাইলাম তাহার তুল কই? সেরূপ সত্যাশ্রয়ী ধর্ম্ম-প্রাণ সুহৃদ্ কি আর পাইব?

আজ কত স্মৃতিই না কাঁদাইতেছে। তোমার কোন্ গুণের কথা বলি বন্ধু?—হিন্দুর আদর্শে ছিল তোমার অসীম ভগবৎ-প্রেম, ভূস্বামীর আদর্শে ছি তোমার নির্ব্বিশেষ প্রজাবাৎসল্য, সত্যের প্রতি ছিল তোমার একনিষ্ঠা, অসত্যে প্রতি ছিলে তুমি কালান্তক যম, পাপীর প্রতি ছিল তোমার ভালবাসা, পাপে প্রতি ছিল তোমার অসীম ঘৃণা, শরণাগতের প্রতি ছিল তোমার বরাভয়দায়ী বা যুগল, কর্ম্মের আদর্শে ছিল তোমার অনন্ত উত্তম, শিক্ষকের আদর্শে ছিল তো

পরিশ্রমের পরাকাষ্ঠা, পিতার আদর্শে ছিল তোমার স্নেহের অফুরন্ত ভাণ্ডার, রক্ষকের আদর্শে ছিল তোমার অহরহ জাগরণ। বেশী কি বলিব, হে সাম্যবাদী-ঋষি, তোমাকে মেরুদণ্ড করিয়া তোমার অসীম পুণ্যফলেই আমরা দেশে সাম্যের মাঝে পরস্পর প্রীতি ভালবাসার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতাম, আজ আমাদের কি ব্যবস্থা করিয়া গেলে; আজ কোন্ কর্ণধারের অভয়বাণীতে সাহসী হইয়া তোমার দুর্ব্বল আশ্রিতবর্গ, জীবনতরণী সংসারসাগরজলে ভাসাইয়া চলিবে প্রভু, আজ কোন্ মহীরুহের শীতল ছায়ায় তাহারা উত্তপ্ত প্রাণ শীতল করিবে বলিয়া দাও?—একি তোমার নির্দ্দয়তা? তাই বা কেমন করিয়া মানিয়া লইব, স্নেহময়! তবে একি কঠোর পরীক্ষায় ফেলিয়া আজ সুদূরে চলিয়া গেলে। যাও বন্ধু, স্বর্গের অধিবাসী তুমি, অমরার গৌরব তুমি, তোমাকে ডাকিব না, আমাদের জ্বালাময় স্বার্থে জড়িত করিব না। যদি তোমার সুদীর্ঘ পবিত্র সঙ্গে কোন দিন কণামাত্রও পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকি, তবে আজ সেই সাহসে, সেই সম্বলে মঙ্গলময়ের চরণে প্রার্থনা করি, তুমি সেই চিরসুখময় রাজ্যে—যেখানে জ্বালা নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, প্রবঞ্চনা নাই, কপটতা নাই, আছে শুধু অনাবিল আনন্দের উন্মুক্ত ধারা, আছে শুধু শান্তি-ভালবাসার উন্মুক্ত প্রস্রবণ, সেই পবিত্র ধামের পবিত্র অধিবাসী হও, এবং আশীর্ব্বাদ কর। আমাদের আদর্শ গুরু! হৃদয়ে শক্তি দাও। হে অমরানিবাসি, যেন আমরা তোমার মধুর স্মৃতি-বিজড়িত কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া অবশেষে তোমার ঐ আনন্দ-ঘন-দেবতার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইতে পারি—তোমার সঙ্গ লাভ করিয়া আবার ধন্য হই।

শ্রীসত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কায়স্থ-সমাচার

উপনয়ন

মালদহ, বাচামারী হইতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার স্বেচ্ছাপ্রচারক শ্রীযু সুরেশচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা মহাশয় (১৫-১২-৩২) লিখিতেছেন :—

দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ বাহাদুরের সভা পণ্ডিত পূজনীয় শ্রীযু শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের যত্নে অদ্য ১৫ই চৈত্র সোমবার, মালদহ জেলা বাচামারী গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু লালনচন্দ্র বর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে নিম্নলিখিত উ রাঢ়ীয় কায়স্থগণ যথারীতি ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

১। শ্রীঅনুকুলচন্দ্র দাস। ২। শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস। ৩। শ্রীগৌরগোপা দাস। ৪। শ্রীঅনাথবন্ধু দাস। ৫। শ্রীতানুজাবিহারী ঘোষ।

বসিরহাট (২৪ পরগণা) হইতে তত্রত্য সুপ্রসিদ্ধ উকীল স্বজাতিহিতপরা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা বি-এল মহাশয় জানাইতেছেন :—

বিগত ২২শে চৈত্র সোমবার আমার বাসায় একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্নলি পাঁচ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছে ইতিপূর্ব্বে আর এক কেন্দ্রে ৭ জনের সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে।

১। রমণীমোহন বসু, ২। নলিনীমোহন বসু, ৩। মোহিনীমোহন ব ৪। নন্দলাল বিশ্বাস বি-এল, উকীল, ৫। প্রভুতোষ বিশ্বাস, (বেলগড়িয়া

আন্তর্গণিক বিবাহ

(পাত্রপক্ষ বঙ্গজ—কন্যাপক্ষ দক্ষিণ রাঢ়ীয়)

(১)

বিগত ১৬ই ফাল্গুন, রবিবার, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার অন্যতম সদস্য মানন শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা, আই-সি-এস, সি-আই-ই, মহোদয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রী লীলারাণী দেবীর শুভবিবাহ সন্তোষের অন্যতম ভূম্যাধিকারী রাজা শ্রী মন্মথনাথ (গুহ) রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রথমপুত্র কুমার শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্রনাথ র চৌধুরীর সহিত সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। কন্যাকর্ত্তা স্বয়ং দেবব মহাশয় যথাশাস্ত্র দেববর্ম্মা ও দেবী উল্লেখে বিবাহ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সম্প্রা করিয়াছেন।

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ প্রমুখ পণ্ডিতগণের এবং কলিকাতার গণ্যমান্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাগমে বিবাহ সভা অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার নিয়মানুযায়ী এই বিবাহোপলক্ষে বর-পক্ষ শোভা-যাত্রা প্রভৃতিতে (বাজি, বাজনা, আলো ইত্যাদি) অযথা ব্যয় বাহুল্য পরিত্যাগ করায় এবং মাননীয় দেববর্ম্মা মহোদয়ের ক্ষত্রিয়োচিত দৃঢ়তায় আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জানাইতেছি ; সমাগত ব্যক্তিগণ তাঁহার আদর আপ্যায়নে ও সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমরা নবদম্পতীর দীর্ঘ জীবন এবং সুখ-শান্তি ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতেছি।

(২)

বিগত ১৬ই ফাল্গুন কায়স্থ-সভার সভ্য নড়াইলের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের কন্যার শুভ বিবাহ সন্তোষের রাজা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর সহিত মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

রাজা বাহাদুর ও ভবেনবাবু কায়স্থ-সভার প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করায় আমরা ধন্যবাদ জানাইতেছি, এবং শ্রীভগবানের নিকট নবদম্পতীর দীর্ঘ জীবন ও সুখ-শান্তি প্রার্থনা করিতেছি।

বিনাপণে-মৌলিকে মৌলিকে-আন্তর্গনিক বিবাহ

জনাই (হুগলি) হইতে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় জানাইতেছেন,—

গত ২০শে ফাল্গুন পাবনা জেলার অন্তর্গত সিদ্ধান্ত-বাগমাড়া গ্রাম-নিবাসী-কায়স্থগণের সংস্কারের অন্যতম প্রধান উদ্যোগী শ্রীযুত হরনাথ সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ প্রমথনাথ সরকার দেববর্ম্মার সহিত ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণ-বারাসত গ্রাম-নিবাসী ৺সুরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী নন্দরাণী দেবীর শুভ-বিবাহ কন্যার মাতুল শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের ৬নং ল্যান্সডাউন রোডস্থ ভবনে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এই শুভ বিবাহের বিশেষত্ব এই যে,—কন্যা-পক্ষের নিকট হইতে পণ, বরাভরণ কিংবা যৌতুক-স্বরূপে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করা হয় নাই ; এমন কি কন্যার অলঙ্কারাদি পর্য্যন্ত লওয়া হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ বর বঙ্গজ শ্রেণীর মৌলিক কায়স্থ,

আর কন্যা দক্ষিন রাঢ়ীয় শ্রেণীর মৌলিক কায়স্থবংশ-সম্ভূতা। এ দুটীই কায়স্থ সভার অনুমোদিত এবং অভিলষিত কার্য্য। এইরূপ বিবাহ দেশে যতই প্রসার লাভ করে ততই মঙ্গল।

বিনাপণে বিবাহ

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার বি-এ মহাশয় জানাইয়াছেন,—

বিগত ২৩শে মাঘ, শনিবার, চাওচার (ফরিদপুর) সুপ্রসিদ্ধ দাম গুহ-বংশীয় স্বর্গীয় বিধুভূষণ গুহ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ক্ষিতিভূষণের সহিত আলা নিবাসী পদ্মনাভ ঘোষ বংশীয় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী শান্তিলতা দেবীর শুভ বিবাহ কলিকাতা টালিগঞ্জে প্রমথ বাবুর আত্মীয় শ্রীযুক্ত হরলাল বসু মহাশয়ের বাটীতে যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এই বিবাহে পাত্রপক্ষ কপর্দ্দক ও গ্রহণ করেন নাই; এমন কি বরযাত্রীগণ পাথের পর্য্যন্ত গ্রহণ না করিয়া বিশেষ মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন। বরের অগ্রজ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন গুহ মহাশয়ের ইচ্ছায় শুধু শঙ্খ বস্ত্রের দ্বারা সম্প্রদান কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এই প্রকার সদাশয়তা সমাজে দুর্লভ।

মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের শ্রাদ্ধ-বিবরণ।

নিমতিতা চৌধুরী ভবনের জাগ্রত গৃহদেবতা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দির প্রাঙ্গনে কারুকার্য্যখচিত সুবিস্তীর্ণচন্দ্রাতপনিম্নে ৺মহেন্দ্রনারায়ণের আত্মজ শ্রীমান্ প্রভাতকুমার, রাধারঞ্জন ও রাধানাথ ভ্রাতৃত্রয় তাহাদের পিতৃযজ্ঞ উপযুক্ত ভাবেই ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। স্থানীয় ও নিকটবর্ত্তী এবং বহুদূর বর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থ এবং অন্য জাতীয়গণ ধনীদরিদ্র নির্ব্বিশেষে সেই সুবিস্তীর্ণ স্থান পরিপূর্ণ করিয়া দেহমুক্ত পুরুষসিংহের আত্মার প্রতি তাহাদের শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে সমবেত হইয়াছিলেন। সুসজ্জিত শ্রাদ্ধ দ্রব্যসম্ভারমধ্যে সমুচ্চ-মঞ্চোপরি পত্র-পুষ্পসমাকীর্ণ সুসজ্জিত গোলোকগত মহেন্দ্র বাবুর প্রতিকৃতি সকলের সোৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। দ্বাদশজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পুরোহিত এই শ্রাদ্ধ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মন্ত্রোচ্চারণ ও পবিত্র গ্রন্থাদি পাঠের সম্মিলিত ধ্বনি যজ্ঞস্থল মুখরিত করিয়াছিল। বঙ্গ দেশের নানা স্থানের শাস্ত্রজ্ঞানী ভক্ত-অধ্যাপক-পণ্ডিত, গোস্বামী-প্রভু এবং কায়স্থ-পরিব্রাজক ও প্রচারক এই বিরাট-শ্রাদ্ধ-সভা সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সমবেত সমগ্র অধ্যাপক পণ্ডিত এবং ব্রতী ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্রাদি দিয়া বরণ করা

নিমতিতা জমিদার বাটীর গৃহদেবতা
শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেব।

DOUBLE COLOUR

হইয়াছিল। কায়স্থধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত মাখনলাল বসু বর্ম্মা যথারীতি বস্ত্র ও শস্ত্রাদিসহ ক্ষত্রিয়বরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয়াসনে যজ্ঞাদিতে বরণ করা আজ নূতন নহে, অতি প্রাচীন কাল হইতে এই রীতি এদেশে প্রচলিত আছে। নবদ্বীপের সুধী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অগ্নিহোত্র-বাজপেয় যজ্ঞেও এই বাংলার কায়স্থগণই ক্ষত্রিয়াসনে বৃত হইয়াছিলেন। অধুনা বৈকুণ্ঠাশ্রিত দিনাজপুরাধিপতি গিরিজানাথ এই প্রথার পুনঃ প্রচলন করিয়া বঙ্গীয়-কায়স্থ জাতির তথা সনাতন ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

ভারতবিদ্যাসম্রাট্ মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার, নবদ্বীপ-চৈতন্য-চতুষ্পাঠির অধ্যাপক প্রভুপাদ ব্রজরাজ গোস্বামী, দিনাজপুর রাজপণ্ডিত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, মহেশপুর রাজপণ্ডিত ; নিমতিতার-রাজপণ্ডিত নবকুমার স্মৃতিতীর্থ, দক্ষিণারঞ্জন স্মৃতিতীর্থ, দেবকৃষ্ণ গোস্বামী শাস্ত্রী, (অধ্যক্ষ), কৃষ্ণচরণ ভাগবতভূষণ, ললিতমোহন গোস্বামী প্রমুখ পঞ্চাশ জন অধ্যাপকপণ্ডিতকে যথাযোগ্য নগদ টাকা ও রৌপ্যখণ্ড এবং পাথেয়াদি দ্বারা সম্মান করা হয়। কায়স্থ-ধর্ম্ম-প্রচারক, পরিব্রাজক সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী এবং মাখনলাল দেববর্ম্মা মহাশয়দ্বয়কে যথোপযুক্ত বিদায় ও পাথেয়াদি দ্বারা সম্মান করিয়া মহেন্দ্রবাবুর পুত্রগণ তাঁহাদের পূজনীয় পিতৃদেবের জীবিতকালের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন।

সমবেত অন্যান্য মহোদয়গণের মধ্যে—কাশিমবাজার মহারাজার প্রতিনিধি, নশীপুর রাজপ্রতিনিধি, আজিমগঞ্জ রাজপ্রতিনিধি, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ সিং (জমিদার নেহালিয়া ষ্টেট্), শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ বসু রায়-(জমিদার কাঞ্চনতলা), শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু রায় বি-এল, হেমন্তকুমার বসু রায়, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ বসু, গুরুচরণ ঘোষ, জীবনচন্দ্র মিত্র, মন্মথনাথ রায়, গঙ্গাচরণ গুহ-খাসনবিশ, হেমন্তকুমার ঘোষ, অম্বিকামোহন রায় চৌধুরী-বর্ম্মা (জমিদার টেঁপা), জ্যোতিষচন্দ্র রায় বি-এ, এল, এল, বি, এলাহাবাদ, অমিয়কুমার রায়বর্ম্মা-রঘুনাথগঞ্জ, বিনোদবন্ধু রায়বর্ম্মা নদীয়া, আশুতোষ মুন্সী বর্ম্মা বি, এল, গাইবান্ধা, ডাঃ শ্রীশমোহন সরকার বর্ম্মা এম্-ডি, রংপুর এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ও প্রচার-পরিষদের পক্ষে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী প্রমুখগণের নাম উল্লেখ যোগ্য।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ বর্ম্ম মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন বর্ম্ম চৌধুরী, গৌরসুন্দর-

দ্বারিকানাথ ইংরাজী-বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক কালিপদ মিশ্র (গঙ্গোপাধ্যায়) বি, এ, দাশরথি সেন গুপ্ত, শ্রীশচন্দ্র সরকারবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত দেবীদাস সান্যাল, অতুলচন্দ্র বর্ম্ম নিয়োগী মহোদয়গণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও যত্নে শ্রাদ্ধীয় কার্য্য রাজন্যোচিত সমারোহগৌরবে অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। তিনশত ব্রাহ্মণ একার্য্যে পরিতোষ সহ ভোজন করিয়াছেন। চারিশ্রেণী নির্ব্বিশেষে এ অঞ্চলের সমগ্র কায়স্থ সমাজ, হিন্দু—মুসলমান নির্ব্বিশেষে অন্যান্য জাতীয় সহস্রাধিক স্ত্রী পুরুষ—স্থানীয় বহু হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সাগ্রহে এই শ্রাদ্ধে যোগদান ও ভোজন করিয়াছেন। সহস্রাধিক দরিদ্রনারায়ণকে লুচি-তরকারী-দধি-মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্বারা অতি পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ-ভোজনের দক্ষিণা বালকবৃদ্ধনির্ব্বিশেষে ১৲ এক টাকা এবং দীনদরিদ্রগণকে—স্তন্যপায়ী শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত—স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে চারি আনা হিসাবে দক্ষিণা প্রদত্ত হইয়াছিল। বহু অতিথি, অভ্যাগত এবং রবাহূতগণকে ভোজন ও বিদায়-দানাদি প্রদত্ত হইয়াছিল।

স্বদেশজাত-বস্ত্র ও দ্রব্যসম্ভার এ শ্রাদ্ধকার্য্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিল। কুলগুরু, কুলপুরোহিত ও দ্বারপণ্ডিত মহোদয়গণের একার্য্যে আন্তরিক সহানুভূতি ও সহায়তা এই অনুষ্ঠানকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিয়াছে ; সকল জাতির সম্মানীয়গণের সমাবেশ ও সাগ্রহ সহযোগিতা এমন ভাবে ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও দেখা যায় নাই। মহেন্দ্রনারায়ণ বাবু কিরূপ লোকরঞ্জন ছিলেন—তাঁহার পারলৌকিক যজ্ঞই তাহার পরিচয় দিয়াছে।

মহেন্দ্রবাবুর অনুজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম চৌধুরী মহাশয় ভ্রাতৃবিয়োগ-বেদনা বক্ষে বহন করিয়া স্বয়ং সমুদায় কার্য্য পর্য্যবেক্ষন তথা সমাগত সকলকে সমভাবে আদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তাঁহার বিনয়নম্র ব্যবহারে সকলে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছেন। শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর মন্দির-প্রাঙ্গন, নিমতিতা-প্রাসাদ এবং প্রকাশ্য রাজপথ দিনচতুষ্টয় যাবৎ 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রবে মুখরিত হইয়াছিল। ভ্রাতৃবৎসলতা নিমতিতা জমিদার বংশের একটা প্রবাদ বাক্য—ঈশ্বর করুণ এ বংশে তাহা অক্ষয় ও অটুট হইয়া থাকুক।

শ্রাদ্ধ সভায় মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ও মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয় কায়স্থ জাতির দ্বিজাচার গ্রহণ ও দ্বাদশাহ অশৌচ পালন সমর্থন করিয়া শাস্ত্র-যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা-দ্বারা উপদেশ দিয়াছিলেন। দিনাজপুর রাজপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় প্রাচীন জীর্ণ কুলকারিকা হইতে

কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়-পরিচয়ের অতি প্রাচীন প্রমাণ দেখাইয়া অনুপনীতগণকে উপবীত লইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন ; পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী দেহমুক্ত মহাপুরুষের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কায়স্থ জাতি সম্বন্ধীয় যে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে সমগ্র জনমণ্ডলী অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। সপ্তাহকাল অগ্নিহোত্রী মহাশয় যেগৃহে মহেন্দ্র বাবু তাঁহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন—তাঁহার সেই প্রিয় প্রকোষ্ঠে এবং শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে শ্রীগীতা পাঠ ও শ্রীশ্রীনাম-রামায়ণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দেববর্ম্ম কাব্যতীর্থ, ভাগবতভূষণ বি-এ,
ছাত্রপ্রচারক, প্রচার-পরিষদ কলিকাতা।

৺মহেন্দ্রনারায়ণ:স্মৃতি-পূজায়

কায়স্থ-সম্মেলন।

'প্রচার-পরিষদে'র উদ্যোগে নিমতিতার নাট্য-মন্দিরে বিগত ১৬ই ফাল্গুন কায়স্থজাতির একটি সম্মেলন হইয়াছিল। বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতীয় ভদ্র মহোদয়গণ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা প্রচার-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাণস্বরূপ কায়স্থ-কুল-তিলক ৺মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয়ের পবিত্রস্মৃতির উদ্দেশে গভীর-শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও তাঁহার অমর আত্মার আনন্দময় চির-বিশ্রাম প্রার্থনা এই সভায় করা হয়। এ সভায় কেহ সভাপতি-পদে বরিত হন নাই। সভাপতির সুসজ্জিত আসন পুষ্পমালা বিলম্বিত করিয়া শূন্য রাখা হইয়াছিল। প্রচার-পরিষদের এযাবৎ কোন সাধারণ সভার অধিবেশনের সুযোগ হয় নাই এবং পরিষদের সভাপতির আসন যাঁহার প্রথম প্রাপ্য ছিল, আজ তাঁহারই পুণ্যনামে সভাপতি প্রস্তাব করিয়া পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় এই সভার উদ্বোধন এবং পরিষদের মাত্র চারি বৎসরের বাল্যজীবন ও তাহার প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে এক করুণ ইতিহাস বিবৃত করেন। তাঁহার শেষ-জীবনের এই শেষ-কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলে তাঁহারই পুণ্যময় স্মৃতি রক্ষিত হইবে তাহা অতি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় বুঝাইয়া দেন। এবং প্রসঙ্গক্রমে বলেন, প্রচার-পরিষদ তাঁহার প্রাণসম প্রিয় ছিল ; এই পরিষদ-সাহায্যে তিনি ভবিষ্যতে সমগ্র বঙ্গে কায়স্থ-ধর্ম্ম-প্রচারের সুখস্বপ্ন বোধ করিয়া গিয়াছেন ; ক্রমশঃ প্রচারক সংখ্যা বৃদ্ধি ও বঙ্গের পল্লী-নগরী মুখরিত করিয়া প্রচার-কার্য্যের

একটা প্রবল বন্যা আনিবার কথা তিনি প্রায়ই বলিতেন। তাঁর জীবনের এ... অপূর্ণ রাখিয়াই তিনি উচ্চ প্রয়োজনে উচ্চ লোকে প্রস্থান করিয়াছেন; আসু... আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করি। এই পরিষদই তাঁহা... অক্ষয়-স্মৃতি-স্তম্ভ এবং ইহা স্থায়ী হইলে তাঁহার আত্মা নিশ্চয়ই আনন্দিত ও পরি... তৃপ্ত হইবেন। পরিষদ্ তাঁহার নিকট যে স্নেহ-সাহায্য পাইতেন—তাঁহার প্রিয়... অনুজ জ্ঞানেন্দ্রবাবু ও প্রাণপ্রতিম পুত্র প্রভাত বাবু এবং তাঁহার বন্ধুবা... আত্মীয় কুটম্বগণ তাহা বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইলে কায়স্থ জাতির এ ক্ষুদ্র সেব... সেই পুরুষের জীবনের কল্পনা, তাঁর প্রাণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করি... সাধ্যমত চেষ্টার ক্রটী করিবে না—পরিষদের সহিত নিমতিতার এবং নিমতিতা... সহিত পরিষদের এক অবিচ্ছেদ্য স্বর্গীয় সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে"।

* * * * *

অতঃপর সম্পাদক মহাশয় কায়স্থজাতির যজ্ঞসূত্র আন্দোলন সম্বন্ধে বলে... "এ আন্দোলন কোন জাতিবিদ্বেষপ্রসূত নহে, ইহা কায়স্থ জাতির স্বাধিকা... রক্ষার আন্দোলন। সকল জাতিরই নিজ নিজ স্বধর্ম্ম রক্ষা করার অধিকার আছে... কায়স্থের যজ্ঞসূত্রান্দোলন ব্রাহ্মণের সম্মান বৃদ্ধিই করিবে, হ্রাস করিবে না—এ... অপর জাতির সম্মান রক্ষা ও স্বধর্ম্মপালনের পথ প্রশস্তই করিবে, ইহা স্থি... ভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। একার্য্যে সকলেরই সহানুভূতি বাঞ্ছনী... এ আন্দোলন জাতি-বিদ্বেষ প্রসূত হইলে সেই স্বর্গগত মহাপুরুষ কখনই... আন্দোলনের সহায়ক ও পরিপোষক হইতেন না—আপনারা সকলেই আমাদে... তাঁহাকে খুব ভালো ভাবেই চিনিতেন, বেশী রকম জানিতেন; সুতরাং এ-স... আপনাদের বেশী বুঝাইবার আবশ্যক নাই। তাঁহার সহিত যাঁহাদের মিশি... সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই বেশ ভালো ভাবেই জানেন যে, তি... সাম্প্রদায়িক কলহ ও বিদ্বেষের বহু উচ্চে অবস্থান করিতেন"। অতঃ... অগ্নিহোত্রী মহাশয় উপস্থিত বালক-বালিকাদিগকেও কায়স্থ জাতির উৎপত্তিবি... গল্পচ্ছলে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক মাখনলাল বাবু স্বর্গীয় মহাপুরুষের স... মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় কিছু বলিয়াছিলেন; তাহার সারমর্ম্ম এই,—

"বাঙ্গলার কায়স্থ-সমাজের সংস্কার এবং সদাচার প্রবর্ত্তন করাই, তাঁহা... জীবনের প্রধান ব্রত ছিল; তাঁহার সেই অতৃপ্ত বাসনা যাহাতে কার্য্যে পরি... হয়—যাহাতে অচিরাৎ সমগ্র কায়স্থ-সমাজে উপনয়ন-বিস্তার এবং ক্ষত্রিয়াচা... প্রবর্ত্তন হয়—আমাদের অবশ্যই তাহা করিতে হইবে। * * *

* * 'নিমতিতা কায়স্থ-সমিতি' একপ্রকার মৃতপ্রায়; এই সমিতিটি... পুনর্জ্জীবিত ও শক্তিশালী করিয়া—তৎ সাহায্যে এতদঞ্চলের প্রচার-কা... চালান বিশেষ প্রয়োজন। প্রচার-দ্বারা স্বজাতি-মধ্যে উপবীত-বিস্তার... তাঁহার 'স্মৃতি' চির জাগ্রত রাখিবে।"............অতঃপর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীযতীশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ

বিগত ২২শে চৈত্র, (ইং ৫ই এপ্রেল), সোমবার, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার মান্য মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই-সি-এস্, সি-আই-ই, (বোর্ডঅব-রেভিনিউর মেম্বর) মহোদয় তদীয় পিতৃদেব স্বর্গীয় নীলমণি দেববর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ (রজতষোড়শ দানাদি-ক্রিয়া) যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রাদ্ধ-সভায় যশোহর, চাঁচুড়িয়া নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তন গায়ক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু সুললিত কণ্ঠে শ্রীভগবানের মধুর লীলা কীর্ত্তন করিয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে মোহিত করিয়াছিলেন।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, মাননীয় কিরণচন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত, উচ্চরাজকীয় পদে প্রতিষ্ঠিত এবং সতত বিদেশীয় ভিন্নধর্ম্মী রাজপুরুষগণের দ্বারা পরিবৃত থাকিয়াও পিতৃশ্রাদ্ধে যথার্থ হিন্দু আচার-নিষ্ঠা প্রতিপালনে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। নগ্নপদে মুণ্ডিত মস্তকে যুক্তকরে নিমন্ত্রিত জনগণের অভ্যর্থনা, কুশাসনে ভূমিতে উপবেশন, সারাদিন উপবাসী থাকিয়া স্বয়ং অভ্যাগতগণের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি সদাচার, আমন্ত্রিত বিদেশ প্রত্যাগত ও স্বদেশের বহু ভদ্র সন্তানের বিশেষ চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাস্থল হইয়াছিল। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে দেববর্ম্মা মহোদয়ের সদাচার নিষ্ঠার ও সৌজন্যের প্রশংসা করি।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার, পণ্ডিত দেবকৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত দুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ, পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত প্রফুল্লচন্দ্র সাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শিবচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, পণ্ডিত রঘুবর ত্রিবেদী প্রমুখ সমাগত ব্রাহ্মণ অধ্যাপক এবং প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রমুখ পাঁচ জন কায়স্থ পণ্ডিত ও প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত অমৃত কৃষ্ণচন্দ্র বর্ম্মাকে যথোচিত বিদায়ের দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। বহু গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রাদ্ধ-সভায় উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নে কতিপয় নাম উদ্ধৃত করা গেল,—

মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর (বর্দ্ধমান), মাননীয় মহারাজ বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষৌনীশচন্দ্র রায় (নবদ্বীপ), কুমার দ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব (শোভাবাজার), জষ্টিস্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, কুমার বিনয়েন্দ্রকুমার রায়-চৌধুরী (সন্তোষ), মিঃ এস্-সি-মল্লিক, আই-সি-এস্, মিঃ জি-এন্-রায় আই-সি-এস্, ডাঃ দ্বারকানাথ মিত্র (M. A. D. L.) মিঃ জে-এন্-রায় (M.L.C.) মিঃ এস্-এন্-রায় আই-সি-এস, মিঃ বি-এম-মিত্র আই-সি-এস্, মিঃ জি-এস্-দত্ত আই-সি-এস্, রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম-এ-বি-এল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম-এ-বি-এল, ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম-এল-এ (নড়াইল), রায় বাহাদুর এস্-সি-মিত্র, ডাঃ কেদারনাথ দাস (C. I. E.) শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বসু, রায় সাহেব ফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত তরিৎভূষণ রায় এম-এল-সি, মিঃ বি-দে আই-সি-এস, মিঃ জে-এন্-মুখার্জ্জী, (O.B.E.)

গোলোকগত রায় যতীন্দ্রনাথ

বঙ্গজ কায়স্থকুলচূড়ামণি, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বিরাট্-স্তম্ভ, দেশমাতার অন্যতম বরেণ্য সুসন্তান, বাঙ্গালীর অলঙ্কার, কায়স্থ-প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল আদর্শ, কায়স্থ জাতির গৌরবস্থল, শাস্ত্র-শ্রদ্ধা-পরায়ণ, ভগবদ্ভক্ত, বৈষ্ণবকুলশেখর, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ধুরন্ধর, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কর্ণধার, রাজনীতি-বিশারদ, অনন্যসাধারণ মনীষাসম্পন্ন, প্রখ্যাতনামা দার্শনিক, দেশ-সেবক, পুরাতন বাঙ্গালীর আদর্শ, বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের অন্যতম নায়ক, পুরাতন ও নবীনের সংযোগ-সেতু, বহু শুভানুষ্ঠানের অগ্রণী ও প্রবর্ত্তক, কর্ত্তব্যপরায়ণ, প্রেম-দয়া-শ্রদ্ধা-সম্পন্ন আদর্শ চরিত্র, অজাত-শত্রু, টাকীর সুপ্রসিদ্ধ মুন্সীবংশের উজ্জ্বলতম রত্ন রায় যতীন্দ্রনাথ (গুহ) চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ ; এম, এ ; বি, এল্ ; মহোদয় বিগত ২৪এ, চৈত্র, ৩৩২, (ইংরাজি ৭ই, এপ্রেল, ১৯২৬), বুধবার, সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় সন্ন্যাস-রোগাক্রান্ত হইয়া বরাহনগরস্থ সুপরিচিত মুন্সী-ভবনে অকালে আকস্মিক-ভাবে দেশবাসীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া বৈকুণ্ঠ আশ্রয় করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধাররূপে আজন্ম সংশ্লিষ্ট থাকিয়া কায়স্থ-কুল-কেশরী, বীর, ধীর, মহাপ্রাণ রায় যতীন্দ্রনাথ ইহার সভাপতি, সহকারী সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করিয়া সভাকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। দেশের বর্ত্তমান দারুণ দুঃসময়ে এরূপ বিজ্ঞ কর্ম্মী ও পরামর্শদাতার অভাব অত্যন্ত শোচনীয়। তাঁহার পরলোকগমনে দশের ও দেশের বিশেষতঃ কায়স্থ জাতির যে সমূহ ক্ষতি হইল, তাহা কতদিনে পূরণ হইবে বলা যায় না। আমরা শোকাক্রান্ত হৃদয়ে সাশ্রুনয়নে এই প্রেমময় মহাত্মার চির-পুণ্যময়ী স্মৃতির উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি। হে প্রিয়দর্শন, সৌম্য, শান্ত, প্রেমিক, পুণ্যচরিত্র, স্বজাতি-বৎসল, তোমার পূত-আদর্শ আমাদের স্মৃতিতে চিরদিন উজ্জ্বল থাকিবে। তোমার প্রেমপূত-আত্মা, তোমার অভীষ্ট-দেবতা পরমাত্মার সান্নিধ্য-লাভ করিয়া লীলারস-সম্ভোগ করিতে থাকুক—ইহাই গুণমুগ্ধ, স্নেহপুষ্ট, বিয়োগ-বিধুর দীনের প্রার্থনা।*

পত্রিকা-সম্পাদক।

* [আগামী সংখ্যায় এই মহাত্মার বিস্তৃত জীবন কথার আলোচনার চেষ্টা হইবে।]

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা

চতুর্ব্বিংশ-বার্ষিক-কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির

৩য় অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

৮ই কার্ত্তিক—১৩৩২, (ইং ২৫শে অক্টোবর ১৯২৫,) রবিবার,

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা,

স্থান—৮নং বিশ্বকোষ লেনস্থ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা মহাশয়ের বিশ্বকোষ ভবন।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম রায়চৌধুরী (সভাপতি)
" মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা
" মৃণালকান্তি বসু বর্ম্মা এম,এ ; বি,এল
" গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার
" সুরেশচন্দ্র গুহ
" বিরাজমোহন দাস এম,এস,সি, (লিডস্)
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম,এ ; বি,এল
" রসিকলাল দেববর্ম্মা
" কিরণচন্দ্র দত্ত (পত্রিকা-সম্পাদক)
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত (জন্মভূমি-সম্পাদক)
" নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদক)
" নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট-ল (সহযোগী সম্পাদক)
" হরপার্ব্বতী মিত্র এম্-এস-সি, (সহঃ সভাপতি, নেবুবাগান ক্লাব)
" সুরেশচন্দ্র দত্ত, উকিল (খুলনা কায়স্থ-সম্মিলনীর পক্ষ হইতে)
" কালিদাস ঘোষ (কায়স্থ-ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনার্থ প্রতিনিধি)
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি,এল, ঐ

যাঁহারা অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতি-সূচক পত্র লিখিয়াছেন, সম্পাদক মহাশয় সভাস্থলে তাঁহাদের নাম পাঠ করিলেন,—

শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্ম রায়চৌধুরী (ফরিদপুর কায়স্থ-সভার সম্পাদক)
" রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্ম চৌধুরী (কাজিরগঞ্জ, রাজসাহী)
" যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা উকিল (ভাঙ্গা, ফরিদপুর)

১ম. প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা সম্পাদক মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থ-মহোদয় সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

রায় বাহাদুর বরদাকান্ত ঘোষ রায় বর্ম্মা (অবসর-প্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন) পুরুলিয়া।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম রায়চৌধুরী সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

রায় ত্রিপুরাচরণ গুহ বাহাদুর সিভিল সার্জ্জন, ড্যাল্টানগঞ্জ, (বেহার)
শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দী এস্-আই অব, পুলিস, পোঃ গোঁসাইহাট (ফরিদপুর)
" বিনোদবিহারী গুহবর্ম্মা জমিদার (মুলগ্রাম, ফরিদপুর)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থমহোদয়গণ সভায় সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

রায় বনবিহারী বসু	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (অবসর-প্রাপ্ত সবজজ)
শ্রীযুক্ত হীরালাল বসু	
রায় রায়মোহন সিংহ	শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব বসু
শ্রীযুক্ত বটুকৃষ্ণ সিংহ	" করুণানিধান সিংহ, সিয়ারসোল
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সিংহ মুন্সেফ জামুই (মুঙ্গের)	" কিরণচন্দ্র সিংহ ভান্তারা পোঃ (হুগলী)
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ	" উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ চৌধুরী
শ্রীযুক্ত মহেশনারায়ণ সিংহ বাঁশবেড়িয়া, (হুগলী)	" দুর্গাপদ মিত্র
	ডাঃ জি, এন, সিংহ, এম,ডি
রায় বাহাদুর অনুকূলচন্দ্র সিংহ	শ্রীযুক্ত সাতকড়ি বসু (পারসী বাগান)
" বেণীমাধব সিংহ	

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ২০ নং সুরি লেন
শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ দত্ত 2nd Officer (বাগেরহাট, খুলনা)
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র
" প্রমথনাথ বসু পোঃ—অমৃতবাজার, (যশোর)

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন (ইদিলপুর, ফরিদপুর) বঙ্গজ শ্রেণীর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষবর্ম্ম রায় চৌধুরী মহাশয় দূরস্থান হইতে কাঃ নিঃ সমিতির সভায় নিয়মিতরূপে উপস্থিত হওয়ার অসুবিধা হেতু সভ্যপদ ত্যাগ করিয়া তাঁহার স্থলে কলিকাতাবাসী তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত হরিপদ রায়চৌধুরী এম-এ, বি-এল মহাশয়কে সভ্য নিয়োগ করিয়া তাঁহাকে কাঃ নিঃ সমিতির সদস্য পদে নিয়োগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আলোচনার পর স্থির হইল হরিপদবাবুকে সভার সভ্য করিয়া কাঃ নিঃ সমিতির সদস্যপদে শ্রীযুক্ত অন্নদা বাবুর স্থলে নির্ব্বাচিত করা হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় অতঃপর সভার উন্নতি বিষয়ে নিম্নলিখিত লিখিত মন্তব্য স্বয়ং পাঠ করেন—

সভার উন্নতি-সাধন-কল্পে আলোচনা।

গত বার্ষিক অধিবেশনে আপনারা "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার" সভাপতি-রূপ উচ্চপদ আমাকে প্রদান করিয়াছেন। তদ্বারা আপনারা আমার উপর গুরুতর দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে আমি এই প্রথমবার উপস্থিত হইয়াছি। গতবারেও আমি কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য ছিলাম। কিন্তু একবারও সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ আমার ঘটে নাই; তথাপি গত এক বৎসরে সভা যে কাজ করিয়াছেন, তৎপ্রতি আমি লক্ষ্য রাখিয়াছি। এই ২৪ বৎসর যাবৎ "বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভা" স্থাপিত হইয়াছে। যে সকল মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া সভা স্থাপিত হইয়াছে, এই সুদীর্ঘকালে তৎসাধনে আমরা কতদূর অগ্রসর হইয়াছি এবং সম্মুখে আমাদের কি কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাহা এখন বিশেষ ভাবে চিন্তা করা আবশ্যক।

আমার বিবেচনায় বঙ্গীয় কায়স্থ-জাতির মর্য্যাদা ও গৌরব রক্ষার জন্য চারি-শ্রেণীর সকল সমাজে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারাদির প্রবর্ত্তন, সভ্য-সংখ্যা-বৃদ্ধি করিয়া এবং অন্য সদুপায়-অবলম্বনে কায়স্থ-সভার আর্থিক দুরবস্থার প্রতিকার, কলিকাতায় কায়স্থ-সভার নিজস্ব গৃহ-নির্ম্মাণ এবং এই অন্নসমস্যার দিনে বেকার-কায়স্থ যুবকগণকে অন্ন-সংস্থানের পথ প্রদর্শন—এই কয়টী বিষয়ে আপাততঃ কায়স্থ-সভার দৃঢ় প্রযত্ন হওয়া একান্ত আবশ্যক।

দেখিতেছি অর্থাভাবে সভার নামটী রক্ষা ব্যতীত আর বিশেষ কোন কাযই হইতেছে না। বর্ত্তমান বর্ষে সভার আয় ২৫০০৲ টাকাও হইবে কিনা সন্দেহ। আমার বিশ্বাস, যোগ্য প্রচারক দ্বারা প্রচার-কার্য্য ভালরূপ চালাইলে এবং সভার মুখপত্র কায়স্থ-পত্রিকাটীকে আরও ভাল করিলে একমাত্র কলিকাতায়ই সভার ১০০০ সহস্র সভ্য এবং সারা বাঙ্গালায় সম্ভবতঃ ৩ সহস্র সভ্য হইতে পারে। তাহা হইলে সভার অর্থাভাব আর থাকে না, সভা কায়স্থ জাতির জন্য অনেক ভাল কাজ করিতে পারেন। সভায় অন্ততঃ ৫ জন ভাল প্রচারক থাকা আবশ্যক। প্রচারকগণই কলিকাতা ও মফঃস্বলে সভ্য সংগ্রহ এবং কায়স্থ-সভার গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য ও অর্থ-সংগ্রহ করিতে পারেন, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ দ্বারাও সভ্য-সংগ্রহ ও অর্থ-সংগ্রহ হওয়া উচিত। বর্ত্তমান বর্ষের ৬ মাস মাত্র আছে, এই সময় মধ্যে কি কাজ করা যাইতে পারে তাহাই এখন দেখা আবশ্যক।

আমার বিশ্বাস শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার এবং শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয়দ্বয় সভার পক্ষে প্রচার-কার্য্যে ও সভ্য-সংগ্রহে সমস্ত শক্তি নিয়োগ

করিলে সভা ক্রমে শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। আপাততঃ আমরা এই দুই জন সভার কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারি কি না, তাহাই দেখা আবশ্যক। তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, তাঁহারা মাসিক ১০০৲ এক শত টাকা প্রত্যেকে বৃত্তি-স্বরূপ পাইলে সভার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, তাঁহারা পাথেয় এবং কমিশন চাহেন না। এই অবস্থায় তাঁহাদের মাসিক ১০০৲ টাকা বৃত্তি দেওয়া অসঙ্গত নহে—কিন্তু বর্ত্তমানে সভার আয় হইতে তাঁহাদের বৃত্তির ব্যয় বহন করা সম্ভব নহে। তাঁহাদের চেষ্টায় সভার আয় বৃদ্ধি হইবে ইহা আশা করিতে পারি, কিন্তু উপযুক্তরূপে আয়-বৃদ্ধি হইতে কিছু দিন সময় লাগিবে। অতএব আমি প্রস্তাব করি—বর্ত্তমান কার্ত্তিক হইতে আগামী চৈত্র পর্য্যন্ত ৬ মাস তাঁহাদের মাসিক ৭৫৲ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া হউক। তৎপর আগামী বার্ষিক অধিবেশনে সভার আর্থিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া যাহাতে তাঁহারা মাসিক ১০০৲ হারে বৃত্তি দেওয়া যায় তৎবিষয়ে আমরা চেষ্টা করিব। আমার এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে, আর কাজ বিলম্ব না করিয়া তাঁহাদের কার্ত্তিক মাসের বৃত্তির কিয়দংশ অগ্রিম দিয়া তাঁহাদিগকে এখনই সভার কার্য্যে ব্রতী করা সঙ্গত হইবে। আপাততঃ সভার আয় বৃদ্ধিই যখন সভার একটী বিশেষ উদ্দেশ্য তখন কোথায় যাইয়া কি ভাবে কায করিলে সুবিধা হইবে তাহা তাঁহারাই স্থির করিবেন।

সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া সভার আয় বৃদ্ধি করিতে হইলে কায়স্থ পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি করা আবশ্যক; তজ্জন্য আমার প্রস্তাব—আপাততঃ অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে পত্রিকাতে ৩টী ফর্ম্মা বৃদ্ধি করা হউক, তাহার ১ ফর্ম্মাতে পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী ১ মাস কালের জগতের বিশেষ ঘটনাবলী, ১ ফর্ম্মাতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (তাহাতে কৃষি-শিল্প-বিষয়ক তত্ত্বও থাকিবে), তৃতীয় ফর্ম্মাতে "মডার্ণ রিভিউ" "প্রবাসী" প্রভৃতি মাসিক পত্রের আলোচনা থাকিবে, (ঐ সকল পত্রে যে সকল গবেষণা ও তথ্য পূর্ণ উত্তম প্রবন্ধ থাকিবে তাহার সংক্ষিপ্ত সার কথা ও সমালোচনা থাকিবে)। আমার বিশ্বাস এই ৩টী নূতন বিষয় পত্রিকায় সন্নিবিষ্ট হইলে উহা বেশ চিত্তাকর্ষক হইবে। এই ৩ ফর্ম্মা লিখিয়া দেওয়ার জন্য ৩জন যোগ্য লোক নিয়োগ করিতে হইবে। ৩ ফর্ম্মার মুদ্রণ ও কাগজের ব্যয় মাসিক ৩২৲ টাকা, আর এই ৩টী প্রবন্ধের লেখকগণকে ১৮৲ টাকা, মোট এই ৫০৲ টাকা পত্রিকার উন্নতির জন্য ব্যয় করা আবশ্যক। পত্রিকার প্রুফ সংশোধন উত্তমরূপে হয় না, তাহার প্রতিকার দরকার।

সভার কর্ম্মাধ্যক্ষ এমন একজন সুশিক্ষিত লোক হওয়া আবশ্যক যিনি কায়স্থ জাতিতত্ত্বে অভিজ্ঞ, প্রুফ সংশোধন উত্তমরূপে করিতে পারেন, যথাযোগ্যরূপে পত্রাদির উত্তর দিতে পারেন এবং সততা ও দায়িত্ব বোধের সহিত সভার হিসাব-পত্র রক্ষা করিতে পারেন। আমার বিশ্বাস মাসিক ৬০৲ টাকার কম বেতনে এইরূপ লোক পাওয়া যাইতে পারে না। খুব যোগ্য ও অভিজ্ঞ লোক পাইলে ৬০৲ টাকা পর্য্যন্তও বেতন দেওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন

চৌধুরী বি,এল মহাশয়ের মাসিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা বেতনে কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগের প্রস্তাব পরম্পরায় শুনিয়াছি। তাঁহার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমি বিশেষরূপ অবগত নহি। কমিটী যদি তাঁহাকে যোগ্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাকে অবিলম্বেই নিযুক্ত করা উচিত। যদি তাঁহার কার্য্যতৎপরতায় সভার উন্নতি হয় তবে আগামী বার্ষিক অধিবেশনে তাহার উপযুক্ত বেতন বা bonus নির্দ্ধারিত হইবে, ইহা আমি আশা করি।

বর্ত্তমানে কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন ৩৫৲ টাকা, তৎস্থলে ৫০৲ টাকা দিলে ১৫৲ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হয়। তাহা বহন করিতে আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত। দেখিতেছি প্রচারক মাখন বাবু দ্বারা উপনয়ন বিস্তার হইতেছে; কিন্তু শ্রীশ বাবু দ্বারা হইতেছে না এবং ইদানীং তাহার দ্বারা সভ্য-সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে না এইরূপ শুনিতে পাইতেছি। যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহাকে মাসিক ১৫৲ টাকা দেওয়া বৃথা হইতেছে, তাঁহাকে মাসিক ১৫৲ হারে না দিয়া, নিয়ম করা উচিত—তিনি যত সভ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন তাঁহাদের প্রথম বর্ষের প্রদত্ত চাঁদার অর্দ্ধেক তিনি পাইবেন। এই নিয়ম করিলে কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন-বাবদে ব্যয় বৃদ্ধি আর হয় না। কলিকাতার চাঁদা আদায়ের জন্য যে ব্যয়ের ব্যবস্থা আছে তাহা আমার নিকট কিছু অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়। সভাসমিতির চাঁদা আদায় সাধারণতঃ কমিশনেই হইয়া থাকে এবং সেই কমিশন শত করা ১২॥০ টাকার অধিক প্রায় কোথায়ও দেখা যায় না, কিন্তু আমরা শতকরা ১৫৲ টাকা কমিশন এবং তদুপরি কিছু বেতনও দিতেছি। কেবল কমিশনে চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা করিতে পারিলে আমাদের মাসিক ১২৲ টাকা বাঁচিয়া যায়।

এখন দেখা যাইতেছে যে, আমার প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে সভার ব্যয়—প্রচারকের বৃত্তি ও পত্রিকার উন্নতি বাবদে মোট মাসিক ২০০৲ টাকা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু সভার সাধারণ তহবিলে নিতান্ত অর্থাভাব। সভার আয় আশানুরূপ বৃদ্ধি হওয়া পর্য্যন্ত ২।৩ মাস এই ব্যয় কিরূপে চলিবে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তদ্বিষয়ে আমার প্রস্তাব—আপাততঃ সম্পাদক মহাশয়কে "চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার" হইতে মং ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত হাওলাত লওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হউক। সভার আয়-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা পরিশোধ করা হইবে।

খুলনার কায়স্থ ব্যাঙ্কের আদর্শে কলিকাতায় কায়স্থ-ব্যাঙ্ক-স্থাপন-সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। আমি এই প্রস্তাব সম্যক্ সমর্থন করি। তাহার বিধি ব্যবস্থার জন্য শ্রদ্ধাস্পদ মৃণাল বাবু, হীরেন্দ্র বাবু, বিধু বাবু, গিরিশ বাবু, এবং জ্ঞানেন্দ্র বাবু প্রভৃতিকে সহ ১টী সব কমিটী গঠিত হউক। বর্ত্তমান কায়স্থ-যুবকগণের বেকার সমস্যার সমাধান বিষয়ে আলোচনা করিয়া, তাহার রিপোর্ট কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে উপস্থিত করার ভারও এই সব কমিটীর উপর অর্পিত হউক।

আশা ও সাহসের সহিত আমাদের কাজ করিতে হইবে। অর্থ ব্যয় করিয়াই অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। এখন অর্থ-ব্যয়ে কুণ্ঠিত হইলে সভার কোন প্রকার

উন্নতিই সম্ভব হইবে না। যদি কোন কাযই না হয়, তবে কেবল একটী [illegible] রাখিয়াই বা কি ফল হইবে? অতএব আমার এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় [illegible] কার্য্যে পরিণত হয় সভার নিকট ইহাই আমার নিবেদন।

ইতি—সন ১৩৩২। তারিখ ৮ই কার্ত্তিক।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী

সভাপতি, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

তৎপর শ্রীযুক্ত মৃণাল বাবু, রায় যতীন্দ্রনাথ, কিরণ বাবু ও সুরেশবা[illegible] তদ্বিষয়ে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিলে—বিশেষ আলোচনার পর শ্রীযুক্ত রায় যতী[ন্দ্র]নাথ চৌধুরী এম,এ,বি,এল মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ উপস্থিত করিলেন।

৩য় প্রস্তাব—(ক) প্রচার সম্বন্ধে—

সভা হইতে ৬ মাসের জন্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত সরল[illegible] অগ্নিহোত্রী মহাশয়দ্বয়কে মাসিক ৫০৲ টাকা হারে প্রত্যেককে প্রচার কা[র্য্যের] জন্য বৃত্তি-স্বরূপে দেওয়া স্থির হউক। এতদ্ব্যতীত নিমতিতার জমিদার শ্রী[যুক্ত] মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মচৌধুরী মহাশয় বর্ত্তমানে প্রচারার্থে ব্যক্তিগত [illegible] তাঁহাদিগকে যে বার্ষিক ৩০০৲ টাকা বৃত্তি দিয়া আসিতেছেন সেই টাকা যা[হাতে] প্রচারকদ্বয়কে তিনি সভার মারফতে দেন তদ্বিষয়ে পত্র লেখা ও চেষ্টারভার স[ম্পাদক] মহাশয়ের উপর অর্পিত হউক, এবং আরও স্থির হউক যদি ইতিমধ্যে সভার [illegible] উপযুক্ত রূপে বৃদ্ধি হয়, তবে আয় বৃদ্ধির সময় হইতে প্রচারক মহাশয়দ্বয়কে মা[সিক] ১০০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি দিতেও সভার কোন আপত্তি থাকিবে না। সম[র্থক] সভাপতি মহাশয়, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(খ) প্রচারক শ্রীশ বাবুকে আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে পাথেয় [illegible] ২৫৲ টাকার পরিবর্ত্তে তাঁহার সংগৃহীত প্রত্যেক সভ্যের প্রদত্ত প্রথম বর্ষের [illegible] চাঁদার অর্দ্ধেক দেওয়া হউক। সমর্থক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সর্ব্বসম্মতি[ক্রমে] গৃহীত হইল।

(গ) চাঁদা আদায়ের জন্য কলেক্‌টিং সরকারের যে বেতন নির্দ্দিষ্ট আ[ছে] তাহা বন্ধ করিয়া আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে কলিকাতার চাঁদা আদায়ের [illegible] কেবল শত করা ১৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হউক। সমর্থক শ্রী[যুক্ত] কিরণচন্দ্র দত্ত; সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

([illegible]) পত্রিকা সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়েরপ্রস্তাব সভাপতি মহাশয়ের অভিপ্রায় মতে বর্ত্তমানে স্থগিত রহিল।

(ঙ) সভার পক্ষ হইতে প্রচার কার্য্যের জন্য মাসিক ব্যয়ের ১০০৲ টা[কা] সংগ্রহের ভার শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা ও সম্পাদক মহাশয় লওয়া[য়] তাঁহাদের সভা হইতে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল। সমর্থক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র [দত্ত] সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(চ) আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে উপস্থিত মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি,এল মহাশয়কে কর্ম্মাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করা হউক। সমর্থক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত। এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইবার পর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের আপত্তিতে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় নিম্নলিখিত সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন :—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি,এল মহাশয়কে কর্ম্মাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত না করিয়া সভ্যসংগ্রহ, কলিকাতায় কায়স্থব্যাঙ্ক স্থাপন বিষয়ে চেষ্টা এবং কায়স্থ-পত্রিকা ভালরূপে প্রকাশ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য তাঁহাকে কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ৬ মাস মাসিক ৫০৲ টাকা হারে দেওয়া হউক। গত ২৪শে শ্রাবণের কাঃ নিঃ সমিতির ১ম অধিবেশনে যে ২৫৲ টাকা বেতনে সভার কার্য্য ভালরূপে পরিচালন জন্য একজন কর্ম্মচারী লওয়ার ভার সম্পাদক মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছিল, সেই মন্তব্য এতদ্দ্বারা পরিত্যক্ত হইল। সমর্থক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। অধিকাংশ সভ্যের মতে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৪র্থ প্রস্তাব—খুলনার কায়স্থব্যাঙ্কের আদর্শে কলিকাতায় একটী কায়স্থ-ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হউক এবং তাহার বিধি ব্যবস্থার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী সব কমিটী গঠিত হউক।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা	„ মৃণালকান্তি বসুবর্ম্মা এম,এ, বি-এল
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন	„ কালিদাস ঘোষ
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ	„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী
„ কিরণচন্দ্র দত্ত	„ নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদক
„ বিধুভূষণ সরকার বর্ম্মা	„ যোগেশচন্দ্র ঘোষবর্ম্ম রায়চৌধুরী,
„ গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	সভাপতি

সব কমিটী আবশ্যক বোধ করিলে আরও নূতন সভ্য কমিটীভুক্ত করিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রবাবু সব কমিটীর সেক্রেটারী থাকিবেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়। সমর্থক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(ক) খুলনা কায়স্থ-সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম মহাশয় সম্মিলনীর প্রতিনিধি স্বরূপে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত উকিল মহাশয়কে কলিকাতায় কায়স্থ-ব্যাঙ্ক স্থাপন সম্বন্ধে আমাদের কাঃ নিঃ সমিতিকে উদ্বোধিত করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। তজ্জন্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র বাবুকে এবং সুরেশ বাবুকে এই সভা আন্তরিক ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছেন। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সম্পাদক, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৫ম প্রস্তাব—সম্পাদক মহাশয় শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজার ব্যয়ের যে হিসাব (মোট ব্যয়—৩৪৩৸৵১৫) প্রদর্শন করিলেন তাহা গৃহীত হইল। এই পূজার জন্য পূর্ব্ব অধিবেশনের মঞ্জুরী ১৫০৲ টাকা বাদে যে ব্যয় হইয়াছে সম্পাদক মহাশয় সভ্যগণের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া তাহা পূরণ করিয়া লউন।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, সমর্থক শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট-ল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মিত্র বি,এল মহাশয়ের একটী দুঃস্থ কায়স্থ বালিকাকে পাত্রস্থ করার সাহায্য-প্রার্থনা-সূচক পত্র পঠিত হইল। স্থির হইল কায়স্থ-সভার তত্ত্বাবধানে নেবুবাগান ড্রামাটিক ক্লাবএর সাহায্যে চ্যারিটী পারফরম্যান্স্ দ্বারা অর্থ-সংগ্রহ করিয়া প্রার্থিত বিষয়ে সাহায্য করা হউক। নেবুবাগান ড্রামেটিক ক্লাবকে এবং উহার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপার্ব্বতী মিত্র মহাশয়কে এই সাধু প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করা হউক এবং তাঁহাদের অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হউক। প্রস্তাবক সম্পাদক মহাশয়, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৭ম প্রস্তাব—প্রচারক বিদ্যালঙ্কার ও অগ্নিহোত্রী মহাশয়দ্বয়কে অবিলম্বে সভার প্রচার কার্য্যে ব্রতী করিবার জন্য যথাক্রমে ৫০৲ টাকা এবং ১০০৲ টাকা অগ্রিম দেওয়া হউক। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুহ এবং শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দাস এম,এস-সি, (লিড্স্)। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৮ম প্রস্তাব—সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন—মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই,সি,এস ; সি,আই,ই এবং মাননীয় স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়দ্বয়ের পদোন্নতির জন্য এই সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য সান্ধ্য-সম্মেলনের আয়োজন করা হউক এবং তাহার ভার সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট-ল মহাশয়ের উপর অর্পিত হইল। সমর্থক শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দাস এম,এস-সি ; (লিড্স্) সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(ক) সভ্য মহোদয়গণ প্রচারার্থে সভাস্থলে নিম্নলিখিত রূপ চাঁদা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় তাঁহাদের ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদক (পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত)	৫০৲
„ বিরাজমোহন দাস এম,এস-সি (লিড্স্)	২৫৲
„ সুরেশচন্দ্র গুহ	২৫৲
„ মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা	২৫৲
„ রসিকলাল দেববর্ম্মা	২৲

(খ) অতঃপর সম্পাদক মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানার্থে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন :—সভাপতি মহাশয় সুদূর ইদিলপুর হইতে আসিয়া অদ্যকার কাঃ নিঃ সমিতির অধিবেশন সুচারুরূপ পরিচালনের জন্য এবং সভার উন্নতিকল্পে তিনি যে সুচিন্তিত লিখিত মন্তব্য সভায় উপস্থিত করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়া হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু (স্বাক্ষর) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়চৌধুরী

সম্পাদক ২৬।৯।৩২ সভাপতি

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার মুখপত্র

কায়স্থ-পত্রিকা

পত্রিকা সম্পাদক

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

(নব পর্য্যায়—ষষ্ঠদশ খণ্ড)

পঞ্চবিংশ বর্ষ] [১৩৩৩

		পৃষ্ঠায়
৺রায় যতীন্দ্রনাথ	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	১
৺ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ	৮১
৺ রায় যতীন্দ্রনাথের পরলোক গমনে টাকীতে শোক প্রকাশ	শ্রীস্মরজিৎ দত্ত, এম-এ	৪১
রায়সাহেব রাধাগোবিন্দ ঘোষ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	৫৩১
শিক্ষায় বাঙ্গালী কায়স্থ	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা	৫৬৭
শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত (কবিতা)	শ্রীগণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন	২৭৩
শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেব (কবিতা)	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	২৯৯
শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজা মহোৎসব ও শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা		৩১৬, ৩…
শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়	শ্রীদুর্গাপদ মিত্র, বি-এস্-সি	২২২
সর্ব্বজীবে সমদয়া (কবিতা)	শ্রীঅখিলচন্দ্র মহলানবীশ	১১৭
সভাপতির অভিভাষণ অখিলভারত কায়স্থ-মহাসভার (মর্ম্মানুবাদ)	শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	৪৭৩
সামাজিক কথা (উপনয়নাদি)		২৬১
সামাজিক বার্ত্তা (উপনয়নাদি)		৩২১-৩২৫, ৩৭৭-৩৯২, ৪৬৮-৪…, ৫০৫, ৫৯৬, …
স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র ঘোষ	শ্রীঅখিলচন্দ্র মজুমদার বেদার্থচিন্তামণি	১৬১
স্বাগতম্	শ্রীআশুতোষ দাসগোপ্তা	২১২
স্বাগতম্	শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত বর্ম্মণ	৪২১
স্বাগত সম্ভাষণ	শ্রীবিধুভূষণ সরকার	৪১৫
স্বাগত গাথা	শ্রীগণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন	৪১১
স্বাভিমত	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্ম চৌধুরী	৩৭৩
স্বাস্থ্যসুখ	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বি-এ	৪৪৫
হিন্দু সংগঠন	শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ	৪৯৭, …
হিন্দু মহাসভায় সভাপতি হীরেন্দ্রনাথের অভিভাষণ		৬০১

১৩৩৩ সনে পুনঃ পুনঃ কার্য্যালয়ের স্থান পরিবর্ত্তন হেতু আমরা ক্রমে… মুদ্রাযন্ত্রে পত্রিকা মুদ্রণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। সুতরাং কোন কোন বি… পত্রিকার উন্নতি হইলেও নানা কারণে পত্রিকা-প্রকাশের অযথা বিলম্ব হইয়া… মুদ্রাকর-প্রমাদও অনেক স্থলে রহিয়াছে। আমরা আশা করিতেছি আগা… বার্ষিক অধিবেশনে পত্রিকা আরও ভালরূপে এবং নিয়মিতরূপে প্রকা… ব্যবস্থা হইবে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার,
সভার সহকারী সম্পাদ…

DOUBLE COLOUR